LEGISLATIVE DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.

Simla, the 26th March, 1884.

No. 8.—The Governor General in Council has been pleased to grant Mr J. V. Woodman, Chief Reporter for the Indian Law Reports in the High Court, Calcutta, one year's furlough, with effect from the 1st April, 1884, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 9—The Governor General in Council has been pleased to appoint Mr. T. A. Pearson, Reporter Indian Law Reports, High Court, Calcutta, to officiate as Chief Reporter, *vice* Mr. J. V. Woodman.

No 10—Mr. K M. Chatterjee, Barrister-at-Law, has been appointed to officiate as a Reporter for the Indian Law Reports in the High Court, Calcutta, *vice* Mr. Pearson.

D. FITZPATRICK,
Secretary to the Govt of India.

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Calcutta, the 31st March 1884.

No. 533.—The Governor-General in Council is pleased under the provisions of Section 27 of the Indian Arms Act, 1878 to exclude from the operation of any prohibition and direction contained in the Act ornamental arms of an obsolete pattern possessing only antiquarian value, provided they are virtually useless for offensive or defensive purposes.

The 4th April 1884.

No. 574.—Under the provisions of Section 17 of the Indian Arms Act, 1878, the Governor General in Council is pleased to direct that in the case of arms, ammunition, or military stores brought into the ports of Calcutta, Madras Bombay, Rangoon, Calicut, Kurrachee, and Aden, and declared under manifest to be consignments without transhipment for ports not covered by the exemptions granted under Home Department Notifications No. 1572 of the 29th August 1879 and No 75, dated 14th January 1880, a license in the Form A annexed covering the import and export of such consignments, shall be granted free of fee. Also, that a license in the Form B annexed shall in like manner be granted free of fee in the aforesaid ports of Calcutta, Madras, Bombay, Rangoon, Calicut, Kurrachee, and Aden to cover the transhipment of arms, ammunition, or military stores destined for other ports, provided that, if it is necessary to land any consignment in the course of transhipment, it shall be placed in bond such fees being paid for stowage and other expenses as the Chief Customs authority may prescribe

The licenses shall be given in the following forms :—

FORM A — FREE OF ALL FEE.

License to import and export without transhipment arms, ammunition, or military stores in the port of ————.

Name of Master of vessel or Agent in whose favour license is granted.	Name of vessel.	Number of packages.	Arms.		Ammunition.		Destination.	Name and residence of consignee.	Remarks.
			Description.	Number.	Description.	Number or weight.			

Seal

(Signature.)
Magistrate of the *District,*
or
Commissioner of Police.

The 188 .

[*Government Gazette*, 15*th April* 1884.]

FORM B.

FREE OF ALL FEE.

License to tranship (with permission to land in bond) arms, ammunition, or military stores in the port of —— ————.

Name of Master of vessel or Agent in whose favour license is granted.	Name of vessel (1) from which and (2) to which transhipped.	Number of packages.	Arms.		Ammunition.		Whether to be landed in bond or not.	Destination.	Name and residence of consignee.	Remarks.
			Description.	Number.	Description.	Number or weight.				

Seal.

(Signature.)

Magistrate of the *District,*

or

The 188 . *Commissioner of Police.*

Endorsements to be printed on the reverse of the above forms.

This license is given subject to the provisions of the Indian Arms Act, 1878, and the rules framed thereunder.

The contents of each package covered by this license must be described in legible letters on the outside of such packages.

Note.—This endorsement will only be printed on reverse of Form B above.

The license will be void if, on being landed, the articles covered by it are not placed in bond.

This Notification supersedes that of the 21st August 1882, No. 1250.

JUDICIAL.

The 1st April 1884.

No. 433.—Under the provisions of Act of Parliament 24 and 25 Vic., chapter 104 section 7, the Governor-General in Council is pleased to appoint Mr. W. Macpherson, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, and Mr. H. Beverley, Officiating Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, Bengal, to officiate as Judges of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal,—the former during the absence on furlough of the Hon'ble Mr. Justice Maclean, or until further orders; and the latter from the 9th April to the 15th September 1884, both dates inclusive, during the absence on leave of the Hon'ble Mr. Justice O'Kinealy.

A. MACKENZIE,
Secy. to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

POLITICAL.

The 29th March 1884.

No. 1101 *I.*—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Jagarnath Janamoni of Puri the title of "Raja" as a personal distinction.

C. GRANT,
Secy. to the Govt. of India.

[*Government Gazette, 15th April* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশক্রমাতে আজ্ঞা।

১৬৯০ A নম্বর।

দার্জিলিং।— ১৮৮৪ সাল ২৯ জানুয়ারি।—একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, এচ, বটর্লি সাহেব মুঙ্গের জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মার্চ্চ।—দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আবের হুসেন সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১৩ই এপ্রিল অবধি এক মাস এক দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ্চ।—শ্রীযুত এচ, হোমউড সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী [illegible] ইস্মাইল নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ সোভান হয়দর গত অক্টোবর মাসের ২০ তারিখ অবধি ২৯ তারিখ পর্য্যন্ত অনুগ্রহের ছুটী লইয়া ছিলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ্চ।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত জামতাড়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তেবাজ সিংহ পুরণিয়া জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ বি. মার্টিন সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ১১ তারিখে তাহার [illegible] মনোনীত থাকেন রিপোর্ট করেন।

বার [illegible] সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিনোদবেহারী [illegible] প্রেরিত হইলেন।

বর্দ্ধমানের আসিস্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ই, এফ, ঘোষ সাহেব গত নবেম্বর মাসের ২১ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি ২৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিয়াছেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার বসু গত নবেম্বর মাসের ১২ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন দিনের ছুটী পাইলেন।

নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রজনীকুমার দত্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র সেন, নওয়াখালী জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ্চ।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত পাকুড়ের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বঙ্কবিহারী একুশী যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাস তিন সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বসু ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি অবধি ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ির অন্তর্গত অলিপুরের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ্চ।—ফরীদপুরের অন্তর্গত গোয়ালন্দের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ, সি, মলর সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

দ্বারভাঙ্গার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবরঙ্গী লাল সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ৪ আপ্রিল অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

গয়ার অন্তর্গত অরঙ্গাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র, উক্ত মহকুমায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সাঁওতালপরগনার অন্তর্গত গড্ডার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ বাবু সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে গত মাসের ১১ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এ [illegible] উ, বি, পোয়র সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসি[illegible] কমিশ্যনর লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, এল, সামুয়েলস সাহেব নিয়মিত ছুটী হইতে এই মা[illegible] ২২ তারিখে স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করিয়া লোহারডগার ডেপুটী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ আপ্রিল।]

—*The 19th March* 1884.—Mr. W. D. Pratt, District Superintendent of Police, ...ahs, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District ...dents of Police, *vice* Mr. W. W. Daly, on leave.

Mr. A. E. C. Bolst, District Superintendent of Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, *vice* Mr. W. D. Pratt.

Mr. R. E. H. Pughe, District Superintendent of Police, Darjeeling, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, *vice* Mr. A. E. C. Bolst.

The 21st March 1884.—The services of Mr. W. Campbell, District Superintendent of Police, Sib...oom, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Jails.—*The 19th March* 1884.—Mr. E. V. Westmacott, Magistrate and Collector, Dacca, on special duty, is appointed to act as Inspector-General of Jails, during the absence, on leave, of Surgeon-Major A. S. Lethbridge, or until further orders.

Registration.—*The 19th March* 1884.—Baboo Manick Lal Pal, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pubna, is also appointed to be Sub-Registrar of that district, with effect from the ...th November last.

The 24th March 1884.—Baboo ... Chunder Dichhit is appointed to be Rural Sub-Registrar of Kotulpore, in the district of Bankoora, *vice* Baboo Protab Chandra Bhadra deceased.

Education.—*The 20th March* 1884.—Baboo Chunder Nath Bhuttacharjee, Head Master, Arrah Zillah School, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Shahabad.

The 21st March 1884.—Baboo Sura Nath Chatterjee, Head Master, Zillah School Purneah, is appointed to be a member of, and Secretary to, the District School Committee of Purneah, *vice* Baboo Bhobani Churn Mookerjee, transferred.

The 25th March 1884.—Baboo Keshub Lal Bose, Head Master, Chaibassa Zillah School, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Singbhoom, *vice* Baboo Rakhal Chunder Chatterjee, transferred.

Opium.—*The 21st March* 1884.—Mr. G. DeC. Hobson, Officiating Sub-Deputy Opium Agent, Goruckpore, is allowed furlough for fifteen months, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 1st July next.

Mr. A. C. Bryson, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Benares Opium Agency, is allowed furlough for one year, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 10th proximo.

Medical.—*The 18th March* 1884.—Assistant Surgeon Durgananda Sen, in charge of the charitable dispensary at Midnapore, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Nirmul Chunder Gupta, a Supernumerary at Midnapore, is appointed to have charge of the charitable dispensary at Midnapore, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Durgananda Sen, or until further orders.

The 20th March 1884.—Surgeon L. A. Waddell, Resident Physician, Medical College Hospital, Calcutta, is allowed leave for ten days, under section 72, chapter V of the Civil L... Code, with effect from the 24th instant.

In modification of the order of the 19th ultimo, Surgeon E. G. ...ll, Officiating Civil Surgeon, Tipperah, is appointed to be *sub protem* First Resident S...n, Presidency General Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon-Major F. ... Nicholson, or until further orders.

[*Government Gazette*, 1*st April* 1884.]

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ্চ।—শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, ভালি সাহেব ছুটী লওয়াতে ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ভি, গ্রাণ্ট সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ভি, গ্রাণ্ট সাহেবের পরিবর্ত্তে আসামের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ, ই, সি, বোলষ্ট সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ, ই, সি, বোলষ্ট সাহেবের পরিবর্ত্তে দার্জ্জিলিঙ্গের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত আর, এফ, এচ, পিউ সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—সিংহভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, কারেল সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের [illegible] স্থাপিত হইলেন।

জেল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ্চ।—সর্জন মেজর শ্রীযুত এ, এস, লেথব্রিজ সাহেবের ছুটী-প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ই, বি, ওয়েষ্টমাকট সাহেব জেলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ্চ।—পাবনার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মাণিকলাল পাল গত নবেম্বর মাসের ১৬ তারিখ অবধি উক্ত জিলার সব-রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—বাবু প্রতাপচন্দ্র ভাস্করের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র দীক্ষিত বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত কোতলপুরের গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ্চ।—আরা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য শাহাবাদ জিলার স্কুল কমিটির সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে পুরণিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু সুরনাথ চট্টোপাধ্যায় পুরণিয়া জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বর ও সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ্চ।—শ্রীযুত বাবু রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে চৈবাসা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু কেশবলাল বসু সিংহভূম জিলার স্কুল কমিটী সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—গোরক্ষপুরের আফীমের একটিং সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত জি, ডিসি হবসন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩২ ধারামতে আগামি জুলাই মাসের ১ তারিখ অবধি পনের মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

বানারস এজেন্টীর আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এ, সি, ব্রাইসন সাহেব সিবিল-কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩২ ধারামতে আগামি মাসের ১০ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ মার্চ্চ।—মেদিনীপুরস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত দুর্গানন্দ সেন যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত দুর্গানন্দ সেনের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত মেদিনীপুরস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ্চ।—কলিকাতার মেডিকাল কালেজ হাস্পাতালের রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান সর্জন শ্রীযুত এল, এ, ওয়াডেল সাহেব সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২৪ তারিখ অবধি দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

গত মাসের ১৯ দিবসের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। রাজকার্য্যোপলক্ষে সর্জন-মেজর শ্রীযুত [illegible] সি, নিকলসন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ত্রিপুরার একটিং সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত ই, জি, রসেল সাহেব কিয়ৎকালের জন্যে স্থায়িরূপে প্রেসিডেন্সী জেনরল হাস্পাতের প্রথম রেসিডেন্ট সর্জনের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ আপ্রিল।]

The 25th March 1884.—Assistant Surgeon Nritto Gopal Mitter, in charge of the Arrah Dispensary, held medical charge of the civil station of Arrah from the 1st to the 5th March 1884, both days inclusive.

Assistant Surgeon Purna Chunder Purkait, a Supernumerary at Arrah, held medical charge of the charitable dispensary at Doomraon from the 20th to the 29th February 1884.

Municipal.—*The* 18*th March* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Cox's Bazar Municipality of Assistant Surgeon Abhoya Kumar Sen to be their Vice-Chairman.

The 19*th March* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Pubna Municipality of Dr. R. L. Dutt, Civil Surgeon, to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Pubna Municipality:—

Baboo Bhogoban Chunder Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector.
Munshi Kurban Ullah.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Pubna Municipality:—

Mr. B. Rattray, District Superintendent of Police.
Baboo Kali Mohun Bose.
,, Chunder Shikhur Kali.

Road Cess.—*The* 17*th March* 1884.—Baboo Preo Nath Roy and Baboo Hari Nath Chatterjee, zemindars, are appointed to be members of the Branch Road Committee of Jhenida, in the district of Jessore.

F. B. Peacock,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 20*th March* 1884.—In exercise of the powers conferred on him by section 314 of the Bengal Municipal Act, 1876, the Lieutenant-Governor is pleased to confirm the following bye-laws, which were made by the Commissioners of the municipality of Jessore, at a meeting convened expressly for the purpose, of which due notice had been given; and in exercise of the powers conferred by section 315 of the said Act, the Lieutenant-Governor is pleased to sanction the penalties which have been declared by the said Commissioners for the breach of the said bye-laws. It is further notified that the Lieutenant-Governor excludes the Dompara portion of Purana Kusba from the operation of the first of the bye-laws now confirmed.

40. No hut or other building, the external roof or walls of which are made of unprotected grass, leaves, mats or other inflammable materials, shall be erected, renewed, or thoroughly repaired in the parts where the conservancy tax is levied, and in Purana Kusba within the limits of the municipality, except with the sanction of the Commissioners.

Any one infringing this bye-law shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and to a daily fine of Rs. 5 for continued infringement.

41. No person shall erect a hut, or any range or block of huts or sheds, or add any hut or shed to any range or block already existing, unless the huts or sheds be so built as to stand in regular lines, with a free passage or way in the front of and between every two lines, of [illegible] feet in width, or unless the permission of the Commissioners be obtained.

Any one infringing this bye-law shall be liable to a fine not exceeding Rs 20, and to daily fine of Rs. 5 for continued infringement.

Colm. [illegible]caulay,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 1st April* 1884.]

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—আরা ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত নৃত্যগোপাল মিত্র ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখ অবধি ৫ তারিখ পর্য্যন্ত আরার সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসাকার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

আরার অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র পরকাইৎ ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখ অবধি ২৯ তারিখ পর্য্যন্ত ডুমরাওনস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ মার্চ।—কক্সবাজার মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত অভয়াকুমার সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ।—পাবনা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত আর, এল, দত্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পাবনা মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু।

শ্রীযুত মুনশী করবান উল্লা।

নিম্নলিখিত কমিশ্যনরেরা পাবনা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বি, রাট্রে সাহেব।—

শ্রীযুত বাবু কালীমোহন বসু।

„ বাবু চন্দ্রশেখর কালী।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ।—জমীদার শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝিনিদহের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ মার্চ।—যশোহর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা উপযুক্তমত নোটিস দিয়া সভা করিয়া নিম্নলিখিত যেই উপবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের মুনিসিপল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তাহা দৃঢ় করিলেন। এবং উক্ত কমিশ্যনরেরা উক্ত উপবিধি লঙ্ঘন হইলে যেই দণ্ড ধার্য্য করিয়াছেন শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আইনের ৩১৫ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া সেইই দণ্ড অনুমোদন করিলেন। আরো সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পুরাণ কসবার ডোমপাড়া অংশ এইক্ষণে দৃঢ়ীকৃত প্রথম উপবিধির কার্য্য প্রচলন হইতে বহির্ভূত করিলেন।

৪০। মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত যে অংশে কন্সারবেন্সী টাক্স আদায় হইয়া থাকে তথায় এবং পুরাণ কসবায় যে সকল চালাঘরের ও অন্য ঘরের চাল বা বেড়া অরক্ষিত খড়, পাতা, দরমা বা আশুজ্বলনশীল অন্য দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা তাহা প্রস্তুত পুনঃ প্রস্তুত বা সম্পূর্ণরূপে মেরামৎ করিতে হইবে না।

কোন ব্যক্তি এই উপবিধি লঙ্ঘন করিলে তাহার ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ক্রমশঃ লঙ্ঘন করিতে থাকিলে দিন প্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৪১। দুই সারির সম্মুখে ও মধ্যে অবাধে গমনাগমনের ৮ ফুট প্রশস্ত পথ রাখিয়া নিয়মিত সারি করিয়া চালাঘর বা শেড সমূহ নির্ম্মিত না হইবে কিম্বা কমিশ্যনরদের অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি চালাঘর কিম্বা চালাঘর বা শেড শ্রেণী প্রস্তুত করিবেনা কিম্বা এইক্ষণে যে সকল চালাঘর বা শেড শ্রেণী আছে তাহাতে কোন চালাঘর বা শেড সংযোগ করিবে না।

কোন ব্যক্তি এই উপবিধি লঙ্ঘন করিলে তাহার ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ক্রমিক লঙ্ঘন করিতে থাকিলে দিন প্রতি ৫ টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 20th March 1884.—Whereas, under Government orders dated the 24th January 1884, the provisions of Act IV (B.C.) of 1865 (an Act for the Prohibition of the Practice of Inoculation) were extended to the thanas of the Patna district, noted in the margin, it is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 3 of the Act, to extend the provisions of the above Act to the rest of the district of Patna, unless good reasons to the contrary be shown within one month from the date of the publication of this notification within the places to be affected by these orders.

Silao.
Ataserai.
Behar (exclusive of Behar town, where the Act was already in force).

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs that Register E, prescribed under rule 14 of the rules framed under section 18 of the Indian Factories' Act XV of 1881 and published in the Supplement of the *Calcutta Gazette* of the 22nd June 1881, shall in future be kept up monthly instead of weekly.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—In supersession of the orders, dated the 19th April 1881, published in the *Calcutta Gazette* of the 27th idem, page 454, the Lieutenant-Governor is pleased to appoint Mr. G. M. Goodricke to be a Deputy Collector in Calcutta, and to be Superintendent of Excise Revenue, under section 62 of Bengal Act VII of 1878, in the following places; that is to say—

(1) In the district of Calcutta;

(2) In so much of the district of the 24-Pergunnahs as is under the jurisdiction of the Commissioner of Police, Calcutta; and

(3) In so much of the district of Hooghly as is comprised within the limits of the Municipality of Howrah.

Mr. Goodricke is also appointed to be a Collector of Stamp Revenue, Calcutta, under section 3 of Act I of 1879, and a Collector under section 3 of the Bengal License Tax Act II of 1880, in Calcutta.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 25th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Bilaspur Post Office building, in the village of Bilaspur, pergunnah Serai Hamid Zail Hati, in the district of Durbhunga, it is hereby declared that, for the above purpose, a piece of land measuring, more or less, 1 rood 29 poles, or 10 local cottahs, bounded on the north by waste land belonging to the Maharajah of Durbhunga, on the west by a khota or drain, on the south by indigo fields, and on the east by the public or Durbhunga to Hatwari road, is required within the aforesaid village of Bilaspur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 1st April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—পাটনা জিলার অন্তর্গত পার্শ্বলিখিত থানা সমূহে বসন্তরোগে টিকা দিবার প্রথা নিষেধ করণার্থ ১৮৬৫ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান ১৮৮৪ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে। অতএব সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই আজ্ঞা দ্বারা যেং স্থানের পৃষ্ঠ হইবে সেইং স্থানে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৩ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি, পাটনা জিলার অবশিষ্ট স্থানে উক্ত আইনের বিধান প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

দিনাপুর।
আতাসরাই।
বেহার (এই আইন বেহার নগরে প্রবল আছে অতএব তাহা ছাড়া)

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১৫ আইনের ১৮ ধারামতে প্রণীত বিধির ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট E রেজিষ্টর ইহার পর, সপ্তাহেং না রাখিয়া মাসেং রাখিবার আজ্ঞা করিলেন। উক্ত বিধি ১৮৮১ সালের ২২ জুনের কলিকাতা গেজেটের পরিশিষ্টপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮১ সালের মে মাসের ৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৩৯৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮১ সালের ১৯ আপ্রিলের আজ্ঞা রহিত করিয়া শ্রীযুত জি, এম, গুড্রিক সাহেবকে কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টরের এবং নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩২ ধারামতে আবকারী রাজস্বের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলেন।—

(১) কলিকাতা অঞ্চলে।

(২) ২৪ পরগনা জিলার যত স্থান কলিকাতার পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবের বিচারাধিপত্যের অন্তর্গত তথায়, এবং

(৩) হুগলী জিলার যত স্থান হাবড়া মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে ধরা গিয়াছে তথায়।

শ্রীযুত গুড্রিক সাহেব ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার ইষ্টাম্প রাজস্বের কালেক্টরের পদে এবং বঙ্গদেশের লাইসেন্স টাক্স বিষয়ক ১৮৮০ সালের ২ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতায় কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত সরাইহামিদ উজলহাটী পরগনার বিলাসপুর গ্রামে বিলাসপুরের ডাকঘরের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পুর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বিলাসপুর গ্রামে ন্যূনাধিক ১ রুড ২৯ পোল অর্থাৎ স্থানীয় মাপের ।।০ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা দ্বারভঙ্গার মহারাজার পতিত জমি, পশ্চিম সীমা খোটা বা নর্দ্দমা, দক্ষিণ সীমা নীলের জমি, এবং পূর্ব্ব সীমা সাধারণের বা দ্বারভঙ্গা অবধি হাটওয়ারি পর্য্যন্ত পথ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল

সি, ডবলিউ, বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—The following communication, received from the Government of India, Home Department, No. 70, dated 24th March 1884, with enclosures, is published for general information.

C. W. BOLTON,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

No. 21, dated India Office, London, the 14th February 1884.

From—The Right Hon'ble the Marquis of Kimberley, Her Majesty's Secretary of State for India,

To—His Excellency the Most Hon'ble the Governor-General of India in Council.

WITH reference to your telegram dated 5th November 1883, I forward herewith a copy of a despatch from Mr. Egerton to the Foreign Office respecting the modification of quarantine in Greece against arrivals from Egypt and Bombay, and also of a letter from the Foreign Office, dated 9th November.

No. 5, dated Athens, the 24th January 1884.

From—E. H. EGERTON, ESQ.,

To—EARL GRANVILLE, K.G., &c., &c.

I HAVE received a communication from the Minister of Foreign Affairs to the effect that, in consequence of the opinion expressed by the Board of Health, the Ministry of the Interior has taken the following measures:—

1. Quarantine for ships, &c., coming from Egypt is reduced to a five days' quarantine of observation.

2. Passengers and ships from Egypt, which are now in Greek Lazarettoes, will go through the same five days' quarantine of observation, unless their quarantine of 11 days finishes within that interval.

3. Everything from Bombay, whether or no it has touched in Egypt, will be subjected to a quarantine of 11 days, from which shall be deducted the period of quarantine undergone either in Egypt or elsewhere.

4. Ships which have passed through the Suez Canal, not coming from Bombay, will be subjected to a five days' quarantine of observation.

5. Wool and rags coming from Egypt will not be admitted into any part of the Kingdom. Cotton coming direct from the mills will not be refused.

6. The inspection of the ships and steamers ordered by the circular of the 1st of July is put an end to.

Dated Foreign Office, the 9th November 1883.

From—E. FITZMAURICE, ESQ.,

To—The Under-Secretary of State, India Office.

I AM directed by Earl Granville to acknowledge the receipt of your letter, with its enclosure of the 7th instant (R. S. and C. 2241), and with reference to the application therein contained on the part of the Indian Government for information respecting modifications of quarantine in Europe consequent on the removal of restrictions by Egypt, I am to request that you will state to the Earl of Kimberley that every notice received in this department on quarantine is sent at once to the Board of Trade and Council Office for publication in the *London Gazette*.

I am to add that Lord Granville will not fail to communicate to the India Office copies of all further notices on this subject.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1693 A.

The 29th January 1884.—Mr. H. H. Birch, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 13th March 1884.—Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure, Act X of 1882, the Lieutenant-Governor

বিজ্ঞাপন।

৭০ নম্বর। কলিকাতা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠলিপি। অবগতি নিমিত্ত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিলিপি পাঠান গেল।

সি, ডব্লু, বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

---

২১ নম্বর। লণ্ডন, ১৮৮৪ সাল ১৪ ফেব্রুয়ারি।

ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর ও মহামান্য শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী প্রকৃত মান্যবর শ্রীযুত মার্কুইস অব কিম্বর্লী সাহেবের পত্র।

মিসর ও বোম্বাই হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে গ্রীস দেশে যে কারান্টাইন ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীযুত ইগারটন সাহেবের নিকট হইতে ফরেন আফিসে যে পত্র আসিয়াছে তাহার এক খণ্ড প্রতিলিপি এবং ফরেন আফিসের ৯ নবেম্বর তারিখের এক পত্রের প্রতিলিপি, আপনার ১৮৮৩ সালের ৫ নবেম্বরের টেলিগ্রামের উপলক্ষে, এই সঙ্গে পাঠাইতেছি।

৫ নম্বর। আথেন্স, ১৮৮৪ সাল ২৪ জানুয়ারি।

শ্রীযুত আরল গ্রানবিল, কে, জি, ইত্যাদি সাহেবের প্রতি শ্রীযুক্ত ই, এচ, ইগারটন সাহেবের পত্র।

আমি পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রির স্থানে এই মর্ম্মের একপত্র পাইয়াছি যে, স্বাস্থ্য বিষয়ক বোর্ড যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অভ্যন্তর প্রদেশ সংক্রান্ত মন্ত্রিগণ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১। মিসর হইতে যে জাহাজ প্রভৃতি আইসে তাহার কারান্টাইন কমাইয়া ৫ দিনের নজর বন্দী কারান্টাইন করা গেল।

২। মিসর দেশ হইতে যে সকল আরোহী ও জাহাজ আসিয়া এক্ষণে গ্রীসদেশের কারান্টাইন করিবার স্থানে আছে তাহাদের ইতাবসরে ১১ দিনের কারান্টাইন শেষ পূর্ণ না হইলে তাহাদের ঐ ৫ দিনের নজরবন্দী কারান্টাইন মানিয়া চলিতে হইবে।

৩। বোম্বাই হইতে যাহা কিছু আইসে, তাহা মিসর স্পর্শ করিয়া থাকুক বা না থাকুক, তাহার ১১ দিনের কারান্টাইনের নিয়মাধীনে থাকিতে হইবে। মিসর বা অন্যত্র যত কাল কারান্টাইন করা হইয়া থাকে ঐ ১১ দিন হইতে তাহা বাদ দেওয়া যাইবে।

৪। বোম্বাই হইতে না আসিয়া সুয়েজখাল দিয়া যে সকল জাহাজ চলিয়া যায় সেই সকল জাহাজের ৫ দিনের নজরবন্দী কারান্টাইনের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে।

৫। মিসর হইতে যে সকল পশম ও নেকড়া আইসে তাহা গ্রীস রাজ্যের কোন বন্দরে গ্রহণ করা যাইবে না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কল হইতে যে সকল কার্পাস দ্রব্য আইসে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা যাইবে না।

৬। ১ জুলাইর সরকুলরদ্বারা জাহাজ ও ষ্টীমর যে পরিদর্শন করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়া ছিল তাহা বন্দ হইল।

ফরেন আফিস। ১৮৮৩ সাল ৯ই নবেম্বর, ইণ্ডিয়া আফিসের ছোট ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের প্রতি শ্রীযুত ই, ফিট্জ মরিস সাহেবের পত্র।

আমি শ্রীযুত আরল গ্রানবিল সাহেবের আদেশ পাইয়া আপনার এই মাসের ৭ই তারিখের R, S ও C ২৫৪১ নং পত্র ও তৎসহিত [illegible] পাইয়া স্বীকার করিতেছি, এবং মিসরে [illegible] দেওয়ায় ইউরোপে কারান্টাইনের যে পরিবর্ত্তন [illegible] সম্বন্ধে [illegible] ঐ পত্রে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের যে প্রার্থনা আছে, তদনুসারে আমি অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনি আরল অব কিম্বর্লিকে বলিবেন যে, কারান্টাইন সম্বন্ধে এই ডিপার্টমেণ্টে যে কোন সংবাদ পাওয়া যায় তাহা লণ্ডন গেজেটে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত [illegible] বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে ও কৌন্সিল আফিসে পাঠান হয়।

আমি ইহাও লিখিতেছি যে, এবিষয়ে [illegible] সকল সম্বাদ [illegible] আরল গ্রানবিল তাহার সকল ইণ্ডিয়া আফিসে পাঠাইতে ভুলিবেন না।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১১৯৩ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২৯ জানুয়ারি।—মুঙ্গেরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, এচ, বর্চ সাহেব তৃতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মার্চ্চ।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩৫৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে তিনি বাখরগঞ্জ

empowers Baboo Dwarkanath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patuakhally, Backergunge, to take down evidence in criminal cases in the English language.

The 15th March 1884.—Shah Eradat Hossein is appointed to be an Honorary Magistrate for the Monghyr Bench, *vice* Shah Wajid Ali, deceased, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 19th March 1884.—Moulvie Syud Mohamed Israil, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Kooshtea sub-division of the Nuddea district, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The 20th March 1884.—The resignations tendered by Mr. W. R. Johnston and Baboo Mohanund Roy of their appointments of Honorary Magistrates of the Jungipore Bench, in the district of Moorshedabad, are accepted, and the following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates of the same bench, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Uma Churn Banerji. | Baboo Mohesh Chunder Sing.
Baboo Ram Jadu Roy.

Baboo Nirmal Chunder Sinha, M.A., B.L., is appointed to be an Honorary Magistrate of the Julpigoree Bench, *vice* Baboo Harish Chunder Dass, deceased, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Sham Kissore Narain of his appointment of Honorary Magistrate of the Madhubani Bench, in the district of Durbhunga.

The 21st March 1884.—Baboo Koylash Chunder Ghose, Deputy Collector, on special duty as Deputy Revenue Superintendent, Midnapore, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

Moulvie Gowar Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 22nd March 1884.—Baboo Nogendro Nath Roy, Officiating First Munsif of Berhampore, on deputation as acting Munsif of Jungypore, in the district of Moorshedabad, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the local limits of the latter munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Prosunno Coomar Ghose, or until further orders.

The 24th March 1884.—The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench at Khoorda, in the district of Pooree, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Jagannath Mahantee. | Mr. Egerton Wylly.

The 25th March 1884.—Baboo Sham Lal Haldar, Officiating Munsif of Mozufferpore, is appointed to be a Munsif in the district of Sarun, and to be ordinarily stationed at Motihari.

Baboo Sham Lal Haldar is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the local limits of the Motihari Munsifi.

Moulvie Abdul Guffoor Khan Chowdry is appointed to be an Honorary Magistrate for the Attia Bench, in the district of Mymensingh, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Gopaul Chunder Bose, M.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mozufferpore, during the absence, on deputation of Baboo Kali Coomar Bose, until further orders.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 22nd March* 1884.—Baboo Gobind Chandra Bysakh, Munsif of Mymensingh, is allowed leave for one month and a half, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 9th April 1884.

Baboo Sasi Bhushan Banerjee, Munsif of Chumparun, in the district of Sarun, since deceased, was on leave for three days, from the 13th to the 15th current, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 1st *April* 1884.]

জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ রায়কে ফৌজদারী মোকদ্দমার ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মার্চ্চ।—শাহ ওয়াজিদ আলির মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত শাহ ইরাদৎ হুসেন মুঙ্গের বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ্চ।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মৈয়দ মহম্মদ ইস্রাইল প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ্চ।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গীপুর বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করণার্থ শ্রীযুত ডবলিউ ভার জনস্টন সাহেবের ও শ্রীযুত বাবু মহানন্দ রায়ের পত্র গ্রাহ্য করা গেল এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সেই বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। । শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ।

শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র রায়।

বাবু হরিশ্চন্দ্র দাসের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত বাবু নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ, এম, এ, ও বি, এল, জলপাইগুড়ি বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামকিশোর নারায়ণ দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনি বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—মেদিনীপুরে রাজস্বের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বরূপ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র সোম দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

দ্বারভাঙ্গার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী গৌহর আলি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ্চ।—শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গীপুরের একটিং মুনসেফস্বরূপ প্রেরিত বহরমপুরের একটিং প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু নগেন্দ্রনাথ রায় প্রথমোক্ত মুনসেফীর স্থান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরী জিলার অন্তর্গত খুর্দা বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ মহান্তী। । শ্রীযুত ইগার্টন ওয়ালী সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ্চ।—মজফরপুরের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল হালদার, সারণ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মতিহারীতে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল হালদার মতিহারি মুনসেফীর স্থান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী আবদুল গফুর খাঁ চৌধুরী ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত আটিয়া বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বসুর অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু এম, এ, ও বি, এল, ত্রিহুত জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মজফরপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ্চ।—ময়মনসিংহের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে ১৮৮৪ সালের ৯ আপ্রিল অবধি দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

সারণ জিলার অন্তর্গত চাম্পারণের মুনসেফ বাবু শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে চলিত মাসের ১৩ তারিখ অবধি ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত তিন দিনের ছুটী লন পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ আপ্রিল।]

DECLARATION.

The 18th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of police buildings in Andarkilla, in the town of Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose a piece of rent-free land, measuring 15 gundahs and 3 duntos, or 1 rood 7 poles and 18 yards, bounded on the north by the drain of the Buxir Hat Road, on the south by lakhiraj land of Baboo Nittyanundo Kundo and Khoyrullah Amin, on the east by a nullah (half inclusive), and on the west by the drain of the Sudder Ghat Road, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 25th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is immediately required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for erecting buildings of the Badla outpost, in the village of Mridhapara, pergunnah Nasirujial, zillah Mymensingh, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 beegahs of standard measurement, bounded on the north by the Dhonu river, east by the premises of Narshing and Modhuram Malo, south by the border land of Jagannath, and west by the neem tree of Nil Thakoor, is required within the aforesaid village of Mridhapara.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 22nd March 1884.

No. 146 —*Leave* —Mr. J. P. Scotland, Executive Engineer, third grade, Buxar Division, is granted three months' privilege leave under section 136 of the Civil Leave Code, with effect from the 5th April 1884, or such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 147.—Baboo Krishna Chunder Bandopadhya, Assistant Engineer, first grade, Patna Division, is granted three months' privilege leave, under section 136 of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884, or such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 148.—*Notification.*—Mr. H. C. Barnes, Assistant Engineer, first grade, Darjeeling Division, passed the departmental standard examination laid down in Public Works Code, chapter II, section 1, paragraph 21, on the 15th March 1884.

The 25th March 1884.

No. 150.—Mr. R. S. J. Routh, Assistant Engineer, first grade, Tirhoot State Railway, returned, on the afternoon of the 4th instant, from the five months' leave granted him in notification No. 3.6 of the 5th November 1883.

IRRIGATION.

No 151.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for an extension of the Ariaon distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 3,690 feet in length, and 65 feet in breadth, and containing an area of 5 acres 1 rood and 20 poles, more or less, is required in mouzah Belahari, pergunnah Bhojepur, in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

J. M. McNEILE, *Lieut-Col.*, R.E.,
Joint-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept

[*Government Gazette, 1st April* 1884]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মার্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থ চট্টগ্রাম নগরের অন্তর্গত আন্দারকিল্লার পোলীসের বাড়ী প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সম্বাদ দেওয়া গেল. পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ১৫ গণ্ডা ৩ দন্ত অর্থাৎ ১ রুড ৭ পোল ১৮ গজ পরিমিত নিষ্কর এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বক্সীর হাট পাথর মৰ্দ্দান, দক্ষিণ সীমা নিজাম্পুর ও খন্দকার আমিরের লাখেরাজ জমি, পুর্ব্ব সীমা নালা (অর্দ্ধেক ধরিয়া) এবং পশ্চিম সীমা সদর ঘাট পাথর মৰ্দ্দান।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নদিকুসুম পরগণার মুক্তাপাড়া গ্রামে বাঙ্গালার কাঁচা ঘর প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মুক্তাপাড়া গ্রামে কমবেশে ন্যূনাধিক ২/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মধুখদী, পূর্ব্ব সীমা নরসিংহ ও মধুরাম মণ্ডলের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা জগন্নাথের জমি ও বাঁধ, এবং পশ্চিম সীমা শ্রী। ঠাকুরের নিমগাছ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।

১৪৬ নম্বর।—ছুটী।—বর্দ্ধমান খণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, পি, স্কটলাণ্ড সাহেব ১৮৮৪ সালের ৫ আপ্রিল অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩৬ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৪৭ নম্বর।—পাটনা খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালের ১০ আপ্রিল অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩৬ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৪৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—দার্জিলিং খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ, সি, বদেন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ মার্চ পবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ২১ ধারার লিখিত কার্য্যবিভাগ সংক্রান্ত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।

১৫০ নম্বর।—ত্রিহুৎ ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত আর, এস, বে, রৌথ সাহেব ১৮৮৩ সালের ৪ নবেম্বরের ৩৭৬ নং বিজ্ঞাপন মতে যে পাঁচ মাসের ছুটী পান তাহা হইতে এই মাসের ৪ তারিখের অপরাহ্নে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৫১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ জলবিতরণার্থ আরিয়াওন নালা বৃদ্ধি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সম্বাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগণার বেলাহরি মৌজায় প্রায় ৩৬০০ ফুট দীর্ঘ ও ৬১ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৫ একর ১ রুড ২০ পোল পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জে, এ, মাকনীল, লেফটেনেণ্ট কর্ণেল, আর, ই,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জাইণ্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ আপ্রিল।]

Mofussil Pleadership Examination.

THE following is a list of the candidates for the Higher Grade Pleadership Examination, held on the 14th, 15th, and 16th of February last, who have passed in the higher and lower grades respectively:—

HIGHER GRADE.

Register No.	Name of Candidates.
4.	Chedi Prashad Chaudhri.
8.	Prasanna Kumar Das.
9.	Digendra Nath Datta.
10.	Nemai Churn Mitra.
11.	Ram Sankar Roy.
13.	Abhoy Chundra Dutta.
14.	Rajani Kanta Gupta.
15.	Peary Mohan Ghose.
22.	Gopal Chandra Bose.
24.	Brajendra Sundar Thakur.
34.	Syed Gholam Qadir.
39.	Pran Krishna Bhaduri.
40.	Haris Chandra Goswami.
41.	Kailas Chandra Ray.
49.	Jogendra Nath Ghosh.
50.	Surendra Nath Ghosh.
57.	Bhupati Charan Rudra.
64.	Hriday Nath Chakrabarti.
68.	Daiba Chandra Mitra.
69.	Debendra Nath Sarkar.

LOWER GRADE.

Register No.	Name of Candidates.
1.	George J. Jordan.
2.	Gowri Prashad Misra.
6.	Chandra Kanta Sen.
7.	Lalit Mohan Adhikari.
12.	Hara Kumar Basu.
17.	Mohendra Chundra Raha.
21.	Anando Chandra Saha.
26.	Krishna Das Chanda.
27*a*.	Brojo Nath Paisnav *alias* Brojo Nath Gosami.
28.	Bhuban Chandra Sarkar.
29.	Bepin Behari Rai.
31.	Mahabir Prasad.
32.	Kedar Nath Ray.
33.	Pulin Behari Lahori.
35.	Enayut Ullah Khan.
43.	Baldeo Sahai.
58.	Govinda Lal Ghosh.
61.	Amrita Lal Banerji.
63.	Upendra Nath Datta.

The following is a list of the candidates for the Lower Grade Pleadership Examination held on the same dates, who have passed:—

LOWER GRADE.

Register No.	Name of Candidates.
4.	Pyari Mohon Shen.
5.	Koilash Chondro Bosh.
6.	Saiduddin Muhammad.
9.	Nobin Chondro Das.
10.	Khabir Ullah.
12.	Rajat Sikhur Rai.
13.	Modhusudan Das.
14.	Rajnarain Layek.
16.	Protap Chunder Ghose.
17.	Syud Abdoor Roaf.
20.	Monohar Singh.
21	Fazlal Haq.
22	Ganendro Nath Bose.
25.	Pran Gopal Mukherjea.
27.	Kenaram Buxi.
31.	Jogendra Nath Das.
34.	Jadu Nath Das.
35.	Durgadas Choudhari.
36.	Devendra Nath Goswami.
38.	Guru Charan Sarma.
41.	Sasti Charan Sen.
42.	Kali Kumar Das.
43.	Ananda Chandra Nag.
45.	Aman Ali.
46	Jivankrishna Sen.
48.	Harihur Misra.
49.	Jagat Chundra Roy.
50.	Okhoy Kumar De.
51.	Hara Doyal Nag.
52.	Abdul Gulfoor.
54.	Krishnakumar Bhattacherjea.
58.	Baradakanta Aich.
59.	Purna Chundra Banerjea.
60.	Joy Sanker Chowdhury.
63.	Gurucharan Basu.
68.	Taraprosanna Chukervarti.
69.	Biseswar Bhattacharji.
70.	Saidar Rohaman.
71.	Tarini Charan Deb.
73.	Kamini Kumar Ghatak.
74.	Taraprosanna Sen.
75.	Pyari Mohan Das.
77.	Girish Chandra Chakravarti.
80.	Chandra Kisore Basu.

[*Government Gazette*, *1st April* 1884.]

শিক্ষাসংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

মফঃসলের ওকালতী পরীক্ষা।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখে উচ্চতর শ্রেণীর যে ওকালতী পরীক্ষা হয় তাহাতে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর ও নিম্নতর শ্রেণীদ্বয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ পরীক্ষার্থিদের নামের নির্ঘণ্টপত্র এই,—

উচ্চতর শ্রেণী।

রেজিষ্টরে নম্বর।	পরীক্ষার্থিদের নাম।	রেজিষ্টরে নম্বর।	পরীক্ষার্থিদের নাম।
৪।	শ্রী চেদিপ্রসাদ চৌধুরী।	৩৪।	শ্রী সৈয়দ গোলাম কাদির।
৮।	,, প্রসন্নকুমার দাস।	৩৯।	,, প্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী।
৯।	,, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত।	৪০।	,, হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী।
১০।	,, নিমাইচরণ মিত্র।	৪১।	,, কৈলাসচন্দ্র রায়।
১১।	,, রামশঙ্কর রায়।	৪৯।	,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
১৩।	,, অভয়াচরণ দত্ত।	৫০।	,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
১৪।	,, রজনীকান্ত গুপ্ত।	৫৭।	,, ভূপতিচরণ রুদ্র।
১৫।	,, পেয়ারীমোহন ঘোষ।	৬৪।	,, হৃদয়নাথ চক্রবর্ত্তী।
২২।	,, গোপালচন্দ্র বসু।	৬৮।	,, দৈবচন্দ্র মিত্র।
২৪।	,, ব্রজেন্দ্রসুন্দর ঠাকুর।	৬৯।	,, দেবেন্দ্রনাথ সরকার।

নিম্নতর শ্রেণী।

রেজিষ্টরে নম্বর।	পরীক্ষার্থিদের নাম।	রেজিষ্টরে নম্বর।	পরীক্ষার্থিদের নাম।
১।	শ্রী জর্জ জে, জর্ডন সাহেব।	২৮।	শ্রী ভুবনচন্দ্র সরকার।
২।	,, গৌরীপ্রসাদ মিশ্র।	২৯।	,, বিপিনবিহারী রায়।
৬।	,, চন্দ্রকান্ত সেন।	৩১।	,, মহাবীর প্রসাদ।
৭।	,, ললিতমোহন অধিকারী।	৩২।	,, কেদারনাথ রায়।
১২।	,, হরকুমার বসু।	৩৩।	,, পুলিনবিহারী লাহিড়ী।
১৭।	,, মহেন্দ্রচন্দ্র সাহা।	৩৫।	,, এনায়েৎউল্লা খাঁ।
২১।	,, আনন্দচন্দ্র সাহা।	৪৩।	,, বলদেব সহায়।
২৬।	,, কৃষ্ণদাস চণ্ড।	৫৮।	,, গোবিন্দলাল ঘোষ।
২৭/০।	,, ব্রজনাথ বৈষ্ণব বা ব্রজনাথ গোস্বামী।	৬১।	,, অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
		৬৩।	,, উপেন্দ্রনাথ দত্ত।

উক্ত কএক তারিখে নিম্নতর শ্রেণীর যে ওকালতী পরীক্ষা হয় তাহাতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নামের নির্ঘণ্টপত্র এই,—

নিম্নতর শ্রেণী।

রেজিষ্টরে নম্বর।	পরীক্ষার্থিদের নাম।	রেজিষ্টরে নম্বর।	পরীক্ষার্থিদের নাম।
৪।	শ্রী পেয়ারীমোহন সেন।	৪৩।	শ্রী আনন্দচন্দ্র নাগ।
৫।	,, কৈলাসচন্দ্র বসু।	৪৫।	,, আমদ আলি।
৬।	,, সৈহুদ্দীন মহম্মদ।	৪৬।	,, জীবনকৃষ্ণ সেন।
৯।	,, নবীনচন্দ্র দাস।	৪৮।	,, হরিহর মিশ্র।
১০।	,, খবির উদ্দী।	৪৯।	,, জগচ্চন্দ্র রায়।
১২।	,, রজতশিখর রায়।	৫০।	,, অক্ষয়কুমার দে।
১৩।	,, মধুসূদন দাস।	৫১।	,, হরদয়াল নাগ।
১৪।	,, রাজনারায়ণ নায়েক।	৫২।	,, আবদুল গফুর।
১৬।	,, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ।	৫৪।	,, কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য।
১৭।	,, সৈয়দ আবদুর রৌফ।	৫৮।	,, বরদাকান্ত আইচ।
২০।	,, মনোহর সিংহ।	৫৯।	,, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২১।	,, ফজলল হক।	৬০।	,, জয়শঙ্কর চৌধুরী।
২২।	,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু।	৬৩।	,, গুরুচরণ বসু।
২৫।	,, প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়।	৬৮।	,, তারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।
২৭।	,, কেনারাম বক্সী।	৬৯।	,, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
৩১।	,, যোগেন্দ্রনাথ দাস।	৭০।	,, সৈদর রহমান।
৩৪।	,, যদুনাথ দাস।	৭১।	,, তারিণীচরণ দেব।
৩৫।	,, দুর্গাদাস চৌধুরী।	৭৩।	,, কামিনীকুমার ঘটক।
৩৬।	,, দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী।	৭৪।	,, তারাপ্রসন্ন সেন।
৩৮।	,, গুরুচরণ শর্ম্মা।	৭৫।	,, পেয়ারীমোহন দাস।
৪১।	,, ষষ্ঠীচরণ সেন।	৭৭।	,, গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৪২।	,, কালীকুমার দাস।	৮০।	,, চন্দ্রকিশোর বসু।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ আপ্রিল।]

Register No.	Name of Candidate.
82.	Rai Charan Mitra.
83.	Umesh Chandra Bosu.
84.	Devendra Chandra Sen.
86.	Sarat Chandra Chowdhuri.
89.	Saheb Lall.
89a.	Buldeo Narain.
91.	Abinash Chandra Mitter.
93.	Abhoy Charan Roy.
94.	Felukanta Chatterjee.
100.	Sital Chandra Banerjee.
101.	Nural Huq.
102.	Adhar Chandra Chatterjee.
103.	Satis Chandra Banerjee.
104.	Sital Chandra Ghosal.
107.	Ashutosh Roy.
108.	Ramandas Chatterjee.
109.	Bidhoo Bhoosan Ghosh.
110.	Jodu Nath Kanjilal.
113.	Dina Bandhoo Banerjee.
115.	Probhas Chandra Ghosh.
118.	Hiranya Kumar Gupta.
122.	Ambika Churn Karmakar.
123.	Taraknath Bose.
125.	Mathuranath Chowdhuri.
126.	Fakir Chandra Basu.
127.	Parbatty Charan Mandal.
129.	Mohim Chandra Mukerji.
132.	Ramlal Chatterjee.
133.	Kamakhya Charan Sein.
135.	Rajanee Bhusun Dhur.
137.	Sukho Moy Sircar.
141.	Umesh Chandra Lahiri.
143.	Durga Sundar Chakerbetty.
145.	Kailash Chandra Chukerbutty.
146.	Ananta Kishore Das.
147.	Mohesh Chandra Das.
149.	Hari Bala Das.
150.	Nobo Kumar Roy.
154.	Durgaprosanno Mukhopadhya.
160.	Sah[illegible]ar Ali [illegible]oardar.
162.	Durga Charan Bisvas.
170.	Syed M[illegible]hamed Mudin.
172.	Sy[illegible] [illegible]amad Bakur.
176.	J[illegible] [illegible] Sen.
178.	Jag[illegible] Chandra Mozumdar.
179.	S[illegible] K[illegible]mar Chowdhuri.
182.	B[illegible] Sanyal.
183.	[illegible] Sanker Roy.
188	Kasi Kanta Sanyal.
189.	N[illegible] Ghatak.
190.	K[illegible] Bihari Sarkar.
192.	[illegible] Madhab Chaki.
193.	Anadi Nath Mukhopadhya.
195.	Dwarka Nath Maitra.
199.	Purna Chandra Sen.
207.	Rama Ballabh.
208.	Ambika Charan Chatterjea.
209.	Munashwar Sahai.
213.	Deokinandan Lal.
216.	Bagala Charan Banerjee.
219.	Guru Charan Dhar.
220.	Akhil Chandra Sen.
224.	Sita Mohan Das.
225.	Giris Chandra Bhuttacharjya.
226.	Janaki Nath Das.
227.	Rajani Kanth Chatterjya.
228.	Ganga Kasi Das.
230.	Nobo Kumar Guha.
232.	Grish Chandra Roy.
233.	Uma Charan Nag.
234.	Raghoobuns Sahay.
236.	Haripado Mookerjee.
241.	Tarini Charan Banerji.
243.	Radha Nath De.
245.	Chandra Kisor Kar.
247.	Priya Nath Lahiri.
249.	Rai Charan Das.
250.	Bama Charan Sen.
251.	Haridas Chaudhuri.
252.	Kali Kinkar Mukerji.
253.	Sasi Bhusan Goswami.
257.	Bipin Bihari Chaudhuri.
261.	Chandra Kumar Nandi.
262.	Shyama Charan Basu.
263.	Abinash Chandra Rai Chaudhuri.
264.	Abinash Chandra Rai.
268.	Upendra Nath Basu.
269.	Sasi Bhusan Basu.
270.	Girija Bhusan Rai.
271.	Rakhal Chandra Ghosh.
275.	Mahomed Khaja Baksh Khan.
276.	Bani Kanta Mukhopadhyay.
278.	Shyama Charan Banerji.
280.	Hara Nath Barman.
281.	Upendra Nath Brahma.
286.	Priyanath Mitra.
287.	Ram Lal Chakrabarti.
292.	Ambika Charan Mukerji.
293.	Jogindra Chandra Chatterji.
295.	Jogindra Chandra Mukerji.
299.	Upendra Nath Mitra.
300.	Dwarka Nath Banerji.
305.	Abinash Chandra Banerji.

Henry T. Hyde,
Secretary to the Board of Examiners for Pleadership and Mookhtearship.

Calcutta.
The 24th March 1884.

[*Government Gazette*, 1st *April* 1884.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮৪ সালের ৭ মার্চ্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়।

১৮৮৪ সালের ৩ নম্বর।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন পশ্চাল্লিখিতমতে সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

১৮৮১ সালের ২৬ আইনের ১০৮ ধারা অংশতঃ রহিত করিবার কথা।

২ ধারা। ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ১০৮ ধারার দ্বিতীয় বাক্যটি রহিত করা গেল।

উক্ত আইনের ১০৯ ধারা সংশোধনের কথা।

৩ ধারা। উক্ত আইনের ১০৯ ধারায়,

(ক) "নোটরী পবলিকের সম্মুখে স্বহস্তে বিলে স্বাক্ষর করিবেন এবং" এইং কথার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, যথা,—"বিলের উপর স্বহস্তে লিখিয়া"; এবং

(খ) শেষ বাক্যটি পর্য্যন্ত রহিত করা গেল।

উক্ত আইনের ১১৩ ধারা সংশোধনের কথা।

৪ ধারা। উক্ত আইনের ১১৩ ধারার "নাম" শব্দের পর "তিনি কিম্বা তদর্থে তাঁহার কর্ম্মকারক" এই কথা গুলি দিতে হইবে।

উক্ত আইনে নূতন অধ্যায় যোগ করিবার কথা।

৫ ধারা। উক্ত আইনের ষোড়শ অধ্যায়ের পর নিম্নলিখিত অধ্যায়টি দিতে হইবে।

"সপ্তদশ অধ্যায়

নোটরী পবলিক বিষয়ক বিধি।

নোটরী পবলিক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

"১৩৮ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে কোন ব্যক্তিকে এই আইনমতে নোটরী পবলিক হইয়া কোন স্থান সীমার মধ্যে স্বীয় ক্ষমতামতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

নোটরী পবলিকদের নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

"১৩৯ ধারা। এই আইনমতে যাঁহারা নোটরী পবলিকের পদে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের উপদেশ ও তত্ত্বাবধান নিমিত্ত, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐ বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত নোটরীদের প্রাপ্য ফী ধার্য্য করিতে পারিবেন।"

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ আপ্রিল।]

Bill to amend the Negotiable Instruments Act 1881.

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

মানরক্ষার্থ সাকরিয়া দেওয়া গেলে তাহার সিদ্ধতা পক্ষে ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ১০৮ ও ১০৯ ধারামতে আবশ্যক যে, যে ব্যক্তি সাকরিয়া দেন, তিনি কোন নোটরীর সম্মুখে কতকগুলি নিয়মমতে কার্য্য করেন।

এক্সচেঞ্জ বিল বিষয়ক ইংলণ্ডীয় যে সকল আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালে বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে প্রথমে ঐরূপ বিধান ছিল দেখা যায়; কিন্তু ঐ সকল বিধান কমিটীতে পরিত্যক্ত হয়।

কিছু কাল হইল ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান ব্যাঙ্ক গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছেন যে, ঐরূপ নিয়ম ধার্য্য করায় কোন কোন শ্রেণীর বিল সম্বন্ধে গুরুতর অসুবিধা ঘটে, কারণ যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল বিলের নিমিত্ত স্বীকার-কারীস্বরূপ দায়ী হইতে সম্মত হন তাঁহারা কোন নোটরীর সম্মুখে যাইতে অস্বীকার করেন।

২। মানরক্ষার্থে টাকা দিতে হইলে ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক আইনের ১১৩ ধারামতে নোটরীর কার্য্যের প্রয়োজন হয়। ইংলণ্ডীয় বিল অফ এক্সচেঞ্জ বিষয়ক আইনের ৬৮ ধারামতেও এইরূপ প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে ইংলণ্ডীয় আইনমতে মানরক্ষার্থ টাকাদাতা কিম্বা তদথে তাঁহার এজেন্ট নোটরীর সম্মুখে আবশ্যক কথা বলিতে পারেন, আর ভারতবর্ষীয় আইনের এরূপে অর্থ করা যাইতে পারে যে টাকাদাতা কেবল নিজেই ঐ কথা বলিবেন। ইহাতেও অসুবিধা ঘটিতে পারে।

৩। এই সকল বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সকল স্থানে অনেকগুলি ব্যাঙ্কের ও বাণিজ্যসংক্রান্ত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারা প্রায় একমত হইয়া বিবেচনা করেন যে, আইন সংশোধন করা আবশ্যক; এবং এই নিমিত্ত উল্লিখিত বিষয়ে ভারতবর্ষের আইন যত দূর পারা যায় ইংলণ্ডীয় আইনের অনুযায়ী করণার্থ বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

৪। এই সুযোগে নোটরী পবলিকদের নিয়োগ ও তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক আইনের কএকটী অভাব পূরণ করা গিয়াছে, এবং ইহা স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া কিম্বা তিনি যে পদে থাকেন সেই পদোপলক্ষে তাঁহাকে নোটরী পবলিকের পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং তাঁহাকে সীমাবদ্ধ স্থানের নিমিত্ত নিযুক্ত করা যাইতে ও পদ হইতে অবসৃত করা যাইতে পারে, আর এই আইনমতে যাঁহারা নোটরী পবলিকের পদে নিযুক্ত হন তাঁহাদের উপদেশ ও তত্ত্বাবধান নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত নোটরীদের প্রাপ্য ফী ধার্য্য করা যাইতে পারে।

১৮৮৪ সাল ২৯ ফেব্রুয়ারি।

সি, পি, ইলবর্ট।

ডি. ফিট্জপ্যাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 1, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	গম। এই সপ্তাহের নিরিখ	গম। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গম। গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	যব। এই সপ্তাহের নিরিখ	যব। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	যব। গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	ভাল চাউল। এই সপ্তাহের নিরিখ	ভাল চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	ভাল চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	সাধারণ চাউল। এই সপ্তাহের নিরিখ	সাধারণ চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	সাধারণ চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	বজু ও বাজরা। এই সপ্তাহের নিরিখ	বজু ও বাজরা। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	বজু ও বাজরা। গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	চোলম ও জোয়ার। এই সপ্তাহের নিরিখ	চোলম ও জোয়ার। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	চোলম ও জোয়ার। গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ
	পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	ঢাকা ...	থ ।৫	।৬।	।৪।।	।।৬	।৬।	।।৭।।	।১	।৩।।	।৯	।৫	।৫	।।৪	...	...	...	..	...	..
১৯	ফরীদপুর ..	দ ।।২	।।২	।।০	৸০	।।০	৸০	।১	।১	।।৩	।৪	।৪	।।৪	...	..	...	...	...	...
২০	বাকরগঞ্জ ..	ধ ...	...	...	...	...	...	।৫	।৫	।৯	।৮	।৮	।।৫	...	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ	ন ।১	।৩।	।২।।	...	...	...	।২	।০	।১	।৪।।	।৩।।	।।৪	...	...	...	...	..	...
২২	চট্টগ্রাম	প ।৩	।৩	।২		..	..	।৪	।৪	।৭	।৯	।৯	।।৬	.	...	...	...	...	...
২৩	নওয়াখালী	ফ ...	...	...	...	...	...	।৬	।৫	।২	।৮	।৭	।।১	...	..	.	...	...	...
২৪	ত্রিপুরা	ব ।৩।৴	।৩।৴	।১	...	...	...	।৪৶	।৩।৴	।।০	।৬।।	।৬।৶	।৬।৷	...	..	...	...	...	...
২৫	চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	...	...	...	...	...	..	৩।‧	।২।	।৪।।	।৪।	।৩।৴	।৭।।	...	...	...	...	...	...
	ত্রিপুরা পর্ব্বত	।২	।০	।০	...	...	...	।৩	।৩	।।০	।৭	।৭	।।৮	...	..	...	...	...	...
	বেহার।																		
২৬	পাটনা ..	।।০	।।০	।৭।	।।২	।।২	৸২	।০।।৶	।০।৶	।৪	।৩	।৩	।৯	...	...	...	...	...	...
২৭	গয়া ...	ভ ।৬।।	।৭	।।০	।।১	।।২	।৸	।০	।০	।২।।	।৪	।৪	।।০	...	...	...	...	...	...
২৮	সাহাবাদ ...	ম ।৭৮-।৯	।৭।-।৮	।৮।	।।১	২	।।৬	৴৯	৴৯-৴৯।।	।১।।	।৪-।৫	৩।।-১৫	।৮-।৯	।।৪	।।২	৸০	...	...	৸০
২৯	দারভাঙ্গা ..	য ।৫৸৶	।৫।৶	।৪	।১	...	১৴	।০৸	৴৯৸	২	।৪।	।৪।	।৯	...	...	...	...	...	...
৩০	মজঃফরপুর ...	য১ ।৭	।৮	।৭	।।২	।।০	৺০	।১	৴৯	।২	।৪	।৩।।	।।০	...	...	...	...	...	...
৩১	সারণ .	য২ ।৭	।৭	।৫।।	।।৩	।।৪	৸২	৴৮	৴৯	।০	।২	।২।।	।৯	...	...	...	।।৩	।।৩	৸২
৩২	চম্পারণ ...	য৩ ।৬	...	।৬	...	...	।।৬	৴৯	৴৯	।৫	।৪।।	।০।।	৮	.	.	...	...	...	..
৩৩	মুঙ্গের ...	য৪ ৮৸৶	।৮।।৴	।৬৸	।।১	।।১	।৯।৶	।১।।৴	।০।।	।৩।৶	।২।।৴	।২।।৴	।৬৸	...	...	...	...	...	...
৩৪	ভাগলপুর ...	য৫ ।৬৶	।৬।৶	।৬।৷	।০৶	।০৶	...	।০।৶ পুঃ ।২ মুঃ	০।৶ পুঃ ।২ মুঃ	।৭	।২। ৷০ পুঃ ।৩৸০ মুঃ	।২।।৶ পুঃ ।৩৸০ মুঃ	।।০৶	..	...	..	...	...	...

থ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—মাণিকগঞ্জে ।১ সের, মুন্সীগঞ্জে ।০।।৴৬ সের ও নারায়ণগঞ্জে ।৩ সের।

দ। গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।২ সের।

ধ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—পটুয়াখালিতে ।০।।৶ সের, পিরোজপুরে ।১ সের ও ভোলায় ।০ সের।

ন। ঐ ঐ।—কিশোরীগঞ্জে ।০।।৶ সের, জাটীয়ায় ।২ সের, জামালপুরে ।১। সের, নেত্রকোণায় ।২।৴ সের।

প। কক্সবাজার মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।০ সের।

ফ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ৴৯ সের অবধি ।২ সের পর্য্যন্ত।

ব। চাঁদপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।২।। সের।

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল			মড়ু ও বাজরা।			চোলম ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ
	বেহার।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পুরনিয়া ..	য৬ ।৪	।৪	।৬	...	...	...	।৩	।৪	।৯	।৪	।৫	।।০	...	...	...	...	...	...
৩৬	মালদহ ..	।।১	।।১	।৭	...	...	...	।১	।৩।	।৯	।৩	।৪	।।১	...	...	...	...	...	...
৩৭	সাঁওতাল পরগণা।	য৭ ।৭	।৭	।৫	...	...	...	।৩	।২	।৬	।৭	।৬	।।২	...	...	...	...	...	...
	উড়িষ্যা।																		
৩৮	কটক	।৫৸০	।৪।৶	।৫৴	...	...	...	।৩৶	।১৸৴	।৭৴০	।৯।।৶	।৮।৶	।।৬।০	...	...	...	...	...	...
৩৯	পুরী ...	য৮ ।৫৸০	।১৸৴	।৩৶	...	...	...	।৫৸	।৩৶	।।৬।	।৩।।৶	।।১	৸২	...	...	..	...	...	...
৪০	বালেশ্বর ...	য৯ ।৪	।৪	।৪	...	...	...	।৬	।৬	।৬	।।১	।।০	৸২	...	...	..	...	...	...
	ছোট নাগপুর। **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।**																		
৪১	হাজারীবাগ...	য১০ ।৫	।৪।	।৫	...	...	৴।৪	৴৯	৴৯	।২	।৭	।৫।।	।।০	...	...	...	...	...	...
৪২	লোহারডগা ...	।৪	।৩	।৭	।।০	।৫	।।৬	।৪	।৪	।।০	।৮	।৮	।।৪	...	..	...	...	...	...
৪৩	সিংহভূম ...	।৬	।৬	।৬	।।৪	।।৪	।।০	।।০	।।০	।।৮	।।৪	।।৪	৸২	...	...	...	...	...	...
৪৪	মানভূম ...	য১১ ।৪	।৪	।৩	...	...	...	।৫	।৫	।৮	।।২	।।২	।।৭	...	...	..	...	...	...

* মফঃসলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ।।৩।।৶ সের অবধি ৸১।। সের পর্য্যন্ত।

য৬। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—কৃষ্ণগঞ্জে ।০ সের, অররিয়া মহকুমার অন্তর্গত (রাণীগঞ্জে) ।১ সের।

য৭। দুমকা এবং রাজমহলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।১ সের।

য৮। খুর্দ্দহ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।৬ সের।

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল, ২৬ মার্চ্চ।

টাকায় যত ... করা যায়।															৩০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।			জিলা।
রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			ডালবিক্রাড়।			লবণ।			লবণ।			
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
																		বেহার।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	৷৹	...	...	।৭	।৭	॥০	৪৴	৪৴	৪৴	।০॥	।০॥	।১	৩।৶০	৩॥৶০	৩৸০	পুরুলিয়া।
...	...	...	...	...	...	।৮	।৬	॥২	৪৴	৪৴	৪৴	।২	।১	।১	৩।৬	৩।০	৩॥৶০	মালদহ।
...	...	...	।৮	।৮	১৴	।৬	।৬	।৭	৫৴	৫৴	৫৴	।২	।২	।১	৩।০	৩।০	৩।৶০	সাঁওতাল পরগণা।
																		উড়িষ্যা।
।৪।৶	।৪।৶	।৩৸	...	...	...	।৩॥৶	।৩॥৶	॥২।৴	২৴	২৴	২৴	।৪	।৪	।৪	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।
...	...	...	...	...	...	।।৩॥৶	।।৩।৶	।৮।৶	২৴	২৴	২।০	।৬	।৬	।১।	২।৶০	২।০০	২৸০	পুরী।
...	...	...	...	...	...	।৩	।৩	।৬	২৸০	২৸০	৩৴	৴৯	৴৯	।২৴	৩৸৶০	৩৸৶০	৩৶০	বালেশ্বর।
																		ছোট নাগপুর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।
॥১	॥১	॥৭	।৮	।৭	।৪	।৬	।৭	।৮	৮৴	৮৴	৬৴	।১	।০॥	।০	৩।৯	৩।৶৯	৩॥৶০	হাজারীবাগ।
॥৮	॥৮	৸২	॥০	॥০	॥৬	।৪	।০	।৪	২॥০	২॥০	৩৴	।১	।১	।০	৩।৶০	৩।৶০	৩॥৶০	লোহারডগা।
...	...	...	...	...	...	।৬	।৮	॥৪	৪৴	৪৴	৪৴	৴৮	৴৮	৴৯	৪৭	৪৭	৩৸০	সিংহভূম।
...	...	...	...	...	১৴৮	।৭	।৭	।৮	৩৴	৩৴	৩৴	।০॥	॥০	।০॥	৩॥০	৩।।০	৩।৶০	মানভূম।

য৯। ভদ্রক মহকুমায় লবণের খুচরা দর টাকায় ৴৮ সের।

য১০। গিরিধি মহকুমার অন্তর্গত (খরকদিহায়) লবণের খুচরা দর টাকায় ।১॥ সের।

য১১। গোবিন্দপুর মহকুমায় লবণের খুচরা দর টাকায় ।১ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ আপ্রিল।]

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মার্চ্চ মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্ব

নম্বর	বন্দর।	৪০ সেরের														
		গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			বজু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা ...	২৷৶৹	২৸৶৹	২৸৶৹	২।০	২।০	২৷০	৫৲	৫৷০	৪৲	৩৲	৩৷০	২৷০	২।০	২।০	২৷০
২	শেরাজগঞ্জ ...	২।০	২।০	২।০	...	...	...	৪৸৶৹	৪৸৶	৩৸৶৹	২৸৹	২৸৵৹	১৷৶৹	...	...	...
৩	ঢাকা ...	২৷০	২।৶	২৸৹	১৷০	২০।	২।০	২৸৶৹	২৸/০	২৲	২৷০	২।৶৹	১৷৶৹	..	...	...
৪	নারায়ণগঞ্জ ...	...	...	...	...	...	...	২৷৶৹	২৸৹	১৸৶৹	২৷/০	২৷৶৹	১৸৹	...	...	...
৫	চট্টগ্রাম ...	৩৲	৩৲	৩৲	...	...	...	২।০	২৸৹	২।০	২৲	২৲	১৷০	..	...	..
৬	পাটনা ...	১৸৹	১৸৹	২৶৹	১।৬	১।৬	১৶৹	৩/৩	৩/৩	২৷৶৹	২৷০	২৷০	২৲	...	...	...
৭	বালেশ্বর ..	২৷০	২।০	২।৶৹	...	...	...	২।৶৹	২।৶	২৷৶৹	১৸৹	১৸৶৹	১/০	...	...	...
৮	পুরী ...	...	...	...	...	...	...	.	...	...	১৷/০	১৸৶	১।০	...	...	...
৯	কটক ...	২।/০	২৷৶৹	২৷৶৹	..		...	২৲	২০	২৶৹	১৸৶৹	২৲	১৷০	.	...	...

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল, ২৫ মার্চ্চ।

[*Government Gazette*, 1*st April* 1884.]

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর

বৎসের দর।

গোধূম ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৲	২৲	১৷৷৵	...	...	...	২৲	২৲	১৸০	২৶০	২।০	২৶০	৷৶৩	৷৶৩	৷৶৩	২৸০	২৸০	২।৶০	কলিকাতা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৷৷৴	২৷৷৵	১৸৶০	...	...	...	৩৻৬	৩৻৯	২৸৶০	সেরাজগঞ্জ।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৶০	২৷৶০	২৶০	৷৶০	৷৶০	৷৶৬	৩৶০	৩৴০	৩৶০	ঢাকা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৷৷০	২৷৷০	১৸৶০	৷৶০	৷৶০	৷৶০	৩৲	৩৲	২৸৵	নারায়ণগঞ্জ।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	৩৶০	৩৶০	৩৻০	৷৴৩	৷৴৩	...	৩।০	৩।০	৪৲	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	...	...	১৷৷৬	১৷৷৬	১৶০	১৷৷৴	১৷৷৴	১৷৴০	৷৴০	৷৴০	৷৴০	৩৴০	৩৴০	৩৲	পাটনা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৸০	২৸০	২৷৷৶০	৷৴০	৷৴০	৷৴৪	৩৸৶০	৩৸৶০	৩৶০	বালেশ্বর।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৷৶০	২৷৶০	২৸০	পুরী।
...	...	...	২৷৷৵	২৷৶০	৩৲	...	...	...	১৷৷৴	১৷৷৴	১৷৷৵	৷৷০	৷৷০	৷৷০	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১ আশ্বিন।]

জেলা নদীয়া।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ। কাছারি কালেকক্টরী জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারায় সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা নদীয়ার তৌজির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ৭৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখের প্রাপ্য মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া যাহা চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকী রাজস্ব আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ এপ্রেল মোতাবেক ২৬ চৈত্র সোমবার এই জেলার কালেকক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	লিখিত মালিকগণের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
১১৭	ডিঃ চণ্ডী পঃ পাঁজনর।	শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী স্বয়ং ও অছি জাং চারুচন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী নাবালগের অছি ঈশানচন্দ্র ঘোষাল ও অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় হরিজীবন প্রামাণিক সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও শিবমোহিনী দাস্যা অছি জাং জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, হরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী হেমেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বিপ্রেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী মধুমতী দাসী অছি জাং শচীশচন্দ্র ওরফে পাঁচু পাল চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র শচীশচন্দ্র মল্লীক নাবালগের অছি মাতা রাজলক্ষ্মী দাসী, চন্দ্রনাথ মল্লীক, অনাথনাথ দেব কছিমন্নেছা বিবি।	১০২৪৬৶৮ পুলীস ১২৯৶৪	৮৲৶৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ৶৫৶১০ তিন মঃ ১৪৪৭৸৶৩ পাই টাকা সদর ও ১৯৲ পাই টাকা পুলীস জমায় সুরেশচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, শচীশচন্দ্র মল্লীক নাবালগের অলিমাতা রাজলক্ষ্মী দাসী, চন্দ্রনাথ মল্লীক, অনাথনাথ দেব, কছিমন্নেছা বিবি এজমালে ১১৭।০ নং লেখা যায় ঐ অংশে বাকীপড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
১১৪	ধোড়াদহ পঃ তারাগুনিয়া।	রামচরণ চৌধুরী, গিরিবালা দেব্যা, বামাসুন্দরী দেব্যা, ভুবনময় আচার্য্য কাশীশ্বরী দেব্যা হরগোপাল আচার্য্য রামরত্ন সন্যাল, প্রাণহরি শাহা শ্রীরাম চৌধুরী, দীনবন্ধু চৌধুরী, দীননাথ মুখোপাধ্যায়।	৯২০॥৶৫	৭।৷৪	সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ রুং ৴০৸৶ কাগ মং ৬০৲১১ পাই টাকা সদর জমার প্রাণহরি সাহার ১৫৪।২নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকীপাড়ায় উহাই নিলাম হইবে।
২১১	গোবরা পঃ পলাশী।	শ্রীশ্রী কিশোরী বনওয়ারি জিউ ঠাকুরের সেবাইত সূত্রে জগদীন্দ্র বনওয়ারি গোবিন্দ বাহাদুর ও কৃষ্ণনাথ রায়, কুমুদিনী দাসী মাতা অলিজানবে শুকদাস বিশ্বাস নাবালগ, রামরঞ্জ চেংলাজিয়া, হরিমোহন মল্লীক, প্রভাবতী দেবী, রামধন খাঁ, রাধেশ্বর খাঁ, কালিদাস খাঁ, উমাচরণ খাঁ, লবচুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিবালা দেব্যা অলিমাতা জাং উমাপদ ও অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগ ও চন্দ্রমণি দেব্যা।	২২৫১।/১১ পুঃ ২২৲৯	১১।৷/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামত পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ১০৲১১ তিন অংশে শ্রীশ্রী কিশোরী বনওয়ারী জিউ ঠাকুরের সেবাইত সূত্রে জগদীন্দ্র বনওয়ারী গোবিন্দ বাহাদুর ও রঃ ৲৶৫ অংশে রামরঞ্জ চেংলাজীয়া ও রঃ ৲১৸/১। অংশে হরিমোহন মল্লীক, মঃ ৯১৪/৪ পাই সদর ও [illegible] পাই পুলিস জমায় ২১৬।০ নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকীপাড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।

৪৩৮	রাণাঘাট পঃ শ্রীনগর।	সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও শিবমোহিনী দাস্যা চৌধুরাণী অছি জাং জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী হরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও হেমেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও বিপ্রেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী নাবালগ যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী ও মধুমতী দাসী চৌধুরাণী অছি জাং শতীশচন্দ্র তরফে পাঁচু পাল চৌধুরী নাবালগ, যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী, কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণী ও সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও ব্রজনাথ পাল চৌধুরী, দ্বারিকানাথ পাল চৌধুরী কেশবচন্দ্র পাল চৌধুরী ও রাজরাজেশ্বর পাল চৌধুরী, শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী স্বয়ং অছি জাং নাবালগ চারুচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র দে চৌধুরী অছি ঈশানচন্দ্র ঘোষাল, হরিজীবন প্রামাণিক অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় বর্ণময়ী দাসী স্বয়ং একজিকিউটর ষ্টেট মৃত বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ।	১৩৫৯৮৶৩ পুঃ ১৫৷৶৩	৫৭৮৴৬	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশবাদে অবশিষ্ট রঃ ৶১৩/ আনায় মঃ ২২৩।৪ পাই টাকা সদর ও ৩।/০ আনা পুলিস জমায় কামিনী সুন্দরী দাসী চৌধুরাণীর ৪৩৮।০ নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
৪৯১	শান্তিপুর পঃ রাজপুর।	রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মীদাস মুস্তফি, গৌরচন্দ্র ও রামগোপাল শাস্তা গিরিজানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ, হরলাল, মতিলাল, মহেন্দ্রলাল, যোগেন্দ্রলাল মৈত্র, আনন্দময় মৈত্র, কাশীশ্বরী দেব্যা হরগোপাল আচার্য্য, ভুবনঞ্জয় আচার্য্য কাশীশ্বরী দাস্যা, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, ধর্ম্মদাস মুস্তফি, তারামণি দাস্যা, ক্ষেত্রনাথ মুস্তফি, ভবতারণ ও শিবতারণ জোওয়ারদার, কালাচাঁদ বিশ্বাস, উইলিয়ম শরিপ সাহেব মেনাজার জানবে মেঃ মারিচ ফিট জানও সওেন সাহেব ও মেঃ জামেস ডেবিট কিং ওয়াট সাহেব ও মেঃ জানফিলডি টামস সাহেব ও মেঃ জর্জ্জ এনসলি গ্লাসকট সাহেব, রাধাজীবন মুস্তফি।	১৮২৬৩৮৶৯	৪৬৲১১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশবাদে অবশিষ্ট রঃ ২৶২২ তিল ৲২ গণ্ডা অংশে মঃ ১২৩৸০ টাকা সদর জমায় কাশীশ্বরী দস্যার ৪৯১।০ নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

১৫৫১	বেহালার চর পঃ বাগোয়ান	মেঃ হারবি সাহেব মেনাজার জাং কোর্টঅব ওয়ার্ডস গিরিশচন্দ্র সিংহ ও পূর্ণচন্দ্র সিংহ কান্তিচন্দ্র সিংহ, শরচ্চন্দ্র সিংহ, ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, বাহাদুর।	১৪০৭৲	৫৯৭৶৪	১৮৯১ সালের ৩১ মার্চ্চ তক্ মালীকানা বন্দোবস্তের মেয়াদ আছে ও সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।

NUDDEA COLLECTORATE,
The 28th February 1884.

T. K. GHOSE,
Deputy Collector in charge.

জেলা বগুড়া।

জেলা বগুড়ার কালেক্টরি।

বাকী খাজানার ঝাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আইনের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৮ এপ্রেল তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

তৌজির নম্বর ও মহালের নাম	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
নং ১৩ । ১৭ তঃ বেহার পঃ সেলবর্ষ।	তাহেরআলী, খোবিবন্নেছা বিবি সৈয়দালী ওরিকন্নেছা বিবি, রাধারমণ চন্দ্রকিশোর ও কালীকিশোর মুন্সী লাল সিংহ স্বয়ং অলী পক্ষে চুনিলাল পান্নালাল ও অক্ষয় সিংহ নাবালগ মতিলাল হিরালাল সিংহ প্যারীসুন্দরী দাস্যা মহিমচন্দ্র সাহা দিগম্বর সাহা রামসুন্দরী দাস্যা মাদরে অলীপক্ষে গৌরগোবিন্দ ও শ্রীগোবিন্দ সাহা নাবালক বনওয়ারিলাল ও মুকুন্দলাল সাহা রাধিকামোহন সাহা ও মফিজউদ্দিন খন্দকার ও শ্রীনাথ বৈষ্ণব ওছিপক্ষে সৈয়দমাজ্জম হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দয়ালী জহরন্নেছা বিবি স্বয়ং ও ওছীপক্ষে আলতাপন্নেছা বিবি নাবালগ মতউল্লা।	৬৫৩৭ ৶১১।	৪৮৶৮৶	এই মহালে চিহ্নিত ।।০ আনা অংশের ৩২৬৮।৴৯৬ পাই সদর জমায় তাহেরআলী মিঞা, সৈয়দালী জহরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী ওছিপক্ষে আলতাফন্নেছা বিবি নাবালগ মতউল্লা ও মফিজউদ্দিন খন্দকার ও শ্রীনাথ বৈষ্ণব ওছিপক্ষে সৈয়দ মাজ্জম হোসেন চৌধুরী নামে যে হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে ৩২৬৮।।৴১১।। পাই সদর জমার অংশ নিলাম হইবে।
নং ১১ । ১৪ তঃ পাওগাছ পঃ সেলবর্ষ।	সাহেবজিমদ্দি আব্দুল হোসেন গয়রহ...	৪১৯৪ ।৶৬।০	১৩৶১০	এই মহাল ছাবেদা সৈয়দাতন্নেছা বিবি প্রভৃতি নামে ২১৩১৸৴৩।। পাই সদর জমার যে ১০ টি হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অংশ নিলাম হইবে।
নং. ১১ । ১৪ তঃ পওগাছা পঃ সেলবর্ষ।	সোণাউল্লা ও জহরদ্দি নওল কলীমদ্দিন চৌধুরী তমিজন্নেছা বিবি সোণাতন সাহা নুরন্নেছা বিবি আয়সাখাতুন করিমন্নেছা বিবি স্বয়ং অছিপক্ষে করিবন্নেছা বিবি মহম্মদ জাহাদ চৌধুরী মহম্মদ আব্দুলকরিম সাহ নজিম মদ্দিন আবুলহোসেন চৌধুরী।	২০৬২ ।।০৴২৸	১৩৶১০	

MOHENDRA NATH BHATTACHARGEE,
Deputy Collector in charge, for Collector.

[*Government Gazette, 1st April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জাহাজি আমদানী শরাপের পাইকিরি ও খুচরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স যাহা ইংরাজি ১৮৮৩।৮৪ সালের জন্য চলিত আছে, তাহার মেয়াদ আগামী সন ১৮৮৪ সালের ৩১ মার্চ্চ তারিখে গত হইবেক, অতএব সন ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের বিধানমতে ঐ তারিখ হইতে ঐ সকল লাইসেন্স রদ করা যাইবেক।

২। ঐ সকল রদ হওয়া লাইসেন্স আগামী সন ১৮৮৪ সালের ১ এপ্রেল তারিখে অত্র-কালেক্টরি কাছারিতে ফেরৎপাঠাইতে হইবেক।

কলিকাতা কালেক্টরি,
১৫ মাঘ ১২৯০ সাল।

G. M. GOODRICKE,
Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।৷০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।৷০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।৷০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।৷০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।৷০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।৷০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৷৷০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৫৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৷৷০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২ আপ্রিল।]

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বক্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 1*st April* 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে ঃ—

মফঃসলে ।

				টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	বৎসর	১০৲	
ডাকমাশুল	...	...	„	২৷৷০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...		৬৲	
ডাকমাশুল	...	...	„	১৲	
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...	...		৷০	
ডাকমাশুল	...	...		৵০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	...		৵০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর এক২ আনা ।
ডাকমাশুল	...	...		৵০	

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half „	1

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রানুযায়িক এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার ব্যয় এই :— টাকা।

পূরা এক পৃষ্ঠা একেবার প্রকাশ করণের	..	...	..	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ,, ,,	...	...	...	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি		..	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌনহালের হাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette*, 1st *April* 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 212—27-3-84—800

Numb. 2332 [২৩৩২]. [REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

Simla, the 26th March 1884.

No. 7.—His Excellency the Viceroy and Governor-General, under the authority vested in him by the Statute 24 and 25 Vic., capt 67, section 10, has been pleased to nominate Mr. D. G. Barkley, of the Bengal Civil Service, to be an Additional Member of the Council of the Governor-General or the purpose of making Laws and Regulations.

D. FITZPATRICK,
Secretary to the Government of India.

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Calcutta, the 24th March 1884.

No. 527.—Under the provisions of section 9 of Statute 24 and 25 Vic., Cap. 67, the Governor-General in Council is pleased to direct that His Excellency's Council shall assemble at Simla in the jurisdiction of the Lieutenant-Governor of the Punjab.

No. 530.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Home Department which is left at Calcutta.

A. MACKENZIE,
Secy. to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—GENERAL.

Fort William, the 22nd March 1884.

No. 604G.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Foreign Department which is left at Calcutta.

J. W. RIDGEWAY, *Lieut.-Col.,*
Offg. Under-Secy. to the Govt. of India.

লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।

৭ নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেবের প্রতি মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ১০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসের শ্রীযুত ডি, জি, বার্কলে সাহেবকে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত সভ্যপদে মনোনীত করিলেন।

ডি, ফিট্‌জপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সেক্রেটরী।

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।—পবলিক।

কলিকাতা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।

৫২৭ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ৯ ধারার বিধানমতে এই আদেশ করিলেন যে, পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন সিমলায় মহিমবর শ্রীযুতের মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবে।

৫৩০ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে হোম ডিপার্টমেণ্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী সাহেব সেই অংশের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত থাকিবেন।

এ, মাকেঞ্জি,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সেক্রেটরী।

ফরিন্ ডিপার্টমেণ্ট

বিজ্ঞাপন।—সাধারণ।

ফোর্ট উলিয়ম, ১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ্চ।

৬০২ নম্বর G।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে ফরিন্ ডিপার্টমেণ্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী সাহেব সেই অংশের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হইবেন।

জে, ডবলিউ রিজওয়ে, লেপ্টেনেণ্ট কর্নেল,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The following instructions are notified for the guidance of officers corresponding directly with the Government of Bengal during the time His Honour the Lieutenant-Governor is at Darjeeling :—

As a general rule, all communications should be sent, as usual, to the Secretariat at Calcutta; but communications which are urgent, and which can be made complete in themselves, so as not to require reference to papers at the Presidency, may be sent direct to the Secretary of the department concerned with the Lieutenant-Governor at Darjeeling.

F. B. Peacock,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 1789A.

General.—*The 21st March* 1884.—Moulvie Syed Mahomed, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred to the sudder station of the district of Hooghly.

Baboo Khetter Mohun Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Jhenidah sub-division of that district, during the absence on leave, of Mr. W. G. Deare, or until further orders.

The 26th March 1884.—Mr. W. H. [illegible], Joint-Magistrate and Deputy Collector, who reported his return from furlough on the 22nd instant, is appointed to officiate as District and Sessions Judge of Bhagulpore, during the absence, on leave, of Mr. W. H. Verner or until further orders.

The 27th March 1884.—Mr. H. [illegible]dawood, Assistant Magistrate and Collector, Kooshtea, Nuddea, is allowed special leave for six months, under section 61 of the Civil Leave Code, with effect from the 4th proximo.

Baboo Petumber Banerjee, Sub-Deputy Collector, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th proximo.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

The 28th March 1884.—Mr. F. W. J. Rees, Officiating District and Sessions Judge, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 9th instant.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is appointed to act until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 11th instant.

Mr. E. H. R[illegible]docк, Magistrate and Collector, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 2nd instant.

The 29th March 1884.—Mr. J. G. Ritchie, c.s., reported his departure from India on furlough, on the 25th ultimo.

Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Magistrate and Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Deputy Commissioner of Julpigoree, during the absence, on furlough, of Colonel E. W. D. Morton, or until further orders.

The 31st March 1884.—Moulvie Shaikh Abdullah, Temporary Sub-Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th April 1884.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কার্য্যকারকেরা লিখন পঠন করিয়া থাকেন মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থিতি কালে তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্য প্রকাশ করা গেল।

সকল কাগজপত্র সচরাচর কলিকাতায় সেক্রেটরীর আফিসে যেমন পাঠান গিয়া থাকে তেমনি পাঠান যাইবে এইটি সাধারণ বিধি। কিন্তু যে সকল কাগজপত্র ত্বরায় দেখা আবশ্যক ও স্বতই পূর্ণ থাকে অর্থাৎ রাজধানীর কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক না হয়, সেই সকল কাগজপত্র যে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় হয় দার্জ্জিলঙ্গে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সঙ্গে সেই কার্য্যবিভাগের যে সেক্রেটরী আছেন তাঁহার নিকট একেবারে পাঠান যাইতে পারিবে।

এফ. বি. পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

১৭৮৯ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—২৪ পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ হুগলী জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, জি, ডিয়র সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত ঝিনিদহ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মার্চ্চ।—শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, বনর সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব নিয়মিত ছুটীহইতে এই মাসের ২২ তারিখে স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করিয়া ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, হোমউড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৬১ ধারামতে আগামি মাসের ৪ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

ময়মনসিংহের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ৮ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ. বেবলী সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—ত্রিপুরার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ, ডবলিউ জে. রীস সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ. ডবলিউ, বি, পিটরসন সাহেব এই মাসের ১১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজশাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ই. এচ, রডক সাহেব এই মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ্চ।—শ্রীযুত জে, জি, রিচী সাহেব, সি, এস, নিয়মিত ছুটী লইয়া গত মাসের ২৫ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

কর্ণেল শ্রীযুক্ত বি, ডবলিউ, ডি, মর্টন সাহেবের নিয়মিত ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিনাজপুরের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জি, জে, বি, টি. ডালটন সাহেব জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সেখ আবদুল্লা সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২০ আপ্রিল অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

Mr. F. J. G. Campbell, District and Sessions Judge, Furreedpore, on leave, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. G. Charles, Officiating District and Sessions Judge, Rajshahye, is appointed to act as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, during the absence, on deputation, of Mr. H. Beverley, or until further orders.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is allowed furlough for fifteen months, under section 50 of the Civil Leave Code, with effect from the 19th July next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. A. Wace of his commission as a Captain in the A Company of the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps.

Baboo Shama Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Aurungabad, Gya, is allowed leave for one month, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Uma Churn Gangooly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, on leave, is posted to Burdwan, and is appointed to have charge of the Culna sub-division of that district.

Baboo Mohanund Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, is allowed privilege leave for one month, with effect from the 5th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. G. Deare, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jhenida, Jessore, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Baboo Kedar Nath Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Baraset, 24-Pergunnahs, is transferred to the Serampore sub-division of the district of Hooghly.

Baboo Gopendra Krishna, Assistant Magistrate and Collector, Culna, Burdwan, is transferred to the 24-Pergunnahs, and is appointed to have charge of the Baraset sub-division of that district.

Moulvie Ramizuddin, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is transferred to the Brahmunberiah sub-division of the district of Tipperah.

Baboo Rajkissore Narain, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, on special duty, is appointed to have charge of the Aurungabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Shama Churn Mitter, or until further orders.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty, is posted to the sudder station of the district of Patna.

Mr. H. Farrer, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serajgunge, Pubna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 14th March last.

Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders.

Mr. E. G. Glazier, Magistrate and Collector, Pubna, is appointed to act as Magistrate and Collector, Mymensingh, during the absence, on deputation, of Mr. N. S. Alexander, or until further orders.

Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is appointed to act as Magistrate and Collector, Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত জে, বি, ওয়ার্সন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটীপ্রাপ্ত ফরীদপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত এফ, জে, জি, কাম্বেল সাহেব রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এচ, বেবর্লী সাহেবের অনুপস্থিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রাজশাহীর একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, জি, চার্লস সাহেব ২৪ পরগনা ও হুগলীর আডিশ্যনল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার একটিং জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি, আর, মেরিয়ট সাহেব আগামি জুলাই মাসের ১৯ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫০ ধারামতে পনের মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত এ, এ, ওয়েন সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বলন্টিয়র রাইফল দলের A কোম্পানিতে কাপ্তানস্বরূপ স্বীয় কমিশ্যন ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

গয়ার অন্তর্গত আরঙ্গাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানে অবস্থাপিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দ গুপ্ত এই মাসের ৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত ঝিনিদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ, জি, ডিয়র সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত, হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমায় প্রেরিত হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কালনার আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু ২৪ পরগনা জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী রমিজুদ্দীন ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মিত্রের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত গয়ার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর নারায়ণ সেই জিলার অন্তর্গত আরঙ্গাবাদ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ কুমার বসু পাটনা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটিং জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, ফেরার সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ১৪ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত টি, ই, রুমহেড সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দিনাজপুরের কিয়ৎকালীন জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, সি, ট্যুট সাহেব সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এস, এস, আলেকজাণ্ডর সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, জি, গ্লেজিয়র সাহেব ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত ই, জি, গ্লেজিয়র সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর, কর্ণিস সাহেব পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

EDUCATION.—*The 28th March* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Noakholly :—

Mr. J. Posford, District Judge, *vice* Mr. Rees, transferred.

Baboo Chandra Bhusan Chakravarty, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Bagola Prosonna Mozumdar, transferred.

„ Radha Kanta Aich, B.L., Pleader, Judge's Court, Noakholly.

OPIUM.—*The 27th March* 1884.—Mr. A. Elliot, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Burhi, is allowed furlough for six months, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

PORT TRUST.—*The 1st April* 1884.—Mr. R. Steel is confirmed in his appointment, under section 4, Act V (B.C.) of 1870, as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta, *vice* Mr. W. P. Alexander.

Mr. G. Irving is re-appointed, under section 3, Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 24th March* 1884.—Baboo Mohini Mohun Das is appointed to be a visitor of the Dacca Lunatic Asylum, *vice* Baboo Brojendra Kumar Rai, resigned

The 27th March 1884.—Dr. Udoy Chand Dutt, Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Assistant Surgeon Poorno Chunder Singh, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, during the absence, on leave, of Dr. Udoy Chand Dutt, or until further orders.

Surgeon L. A. Waddell, Resident Physician, Medical College Hospital, on leave, is appointed to act as Professor of Chemistry and Chemical Examiner in that institution, during the absence, on leave, of Surgeon C. J. H. Warden, or until further orders.

The 31st March 1884.—Assistant Surgeon Chunder Bhoosun Bose, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

MUNICIPAL.—*The 24th March* 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bali Municipality :—

Baboo Shib Chundra Chatterjee ... } Pleaders, Judge's Court, Hooghly.
„ Prankissen Kuwar ... }

„ Srikissen Gangooly ... } Landholders.
„ Haran Chundra Mukerjee ... }

Mr. J. C. Stack, Assistant Superintendent of Police, is appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna, *vice* Baboo Nobin Chunder Roy, Sub-Deputy Collector.

The 25th March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Baraset Municipality of Assistant Surgeon Kailas Chandra Chatterjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serampore Municipality of Baboo Nundolal Gossain to be their Vice-Chairman.

The 28th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Dacca Municipality :—

Mr. C. S. Hill, Professor, Dacca College. | Syed Hossein Ali.
„ W. C. Edwards. | Mir Mohamed Ali.
Shaik Hyder Buksh.

[*Government Gazette*, 8th *April* 1884.]

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নওয়াখালী জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রীস সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুত জে, পোস্ফর্ড সাহেব।

শ্রীযুত বাবু বগলা প্রসন্ন মজুমদার স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্র ভূষণ চক্রবর্ত্তী।

নওয়াখালীর জজ আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত আইচ, বি, এল।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—বর্হির আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এ, এলিয়ট সাহেব আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

পোর্ট ট্রষ্ট বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—শ্রীযুত ডবলিউ, পি, আলেকজাণ্ডর সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত আর, ষ্টীল সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৪ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিস্যনর স্বরূপ স্বীয়পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জি, আর্ব্বিং সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন দাস ঢাকার ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের সিবিল চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত উদয়চাঁদ দত্ত, অন্যের প্রতি কর্ম্মে রম্ভারাপণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

ডাক্তর শ্রীযুত উদয়চাঁদ দত্তের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের সিবিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সর্জন শ্রীযুত সি, জে, এচ, ওয়াডেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটীপ্রাপ্ত মেডিকাল কালেজ হাস্পাতালের রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ন সর্জন শ্রীযুত এল, এ, ওয়াডেল সাহেব উক্ত কালেজে কিমীয় বিদ্যার অধ্যাপকের ও কিমীয় পরীক্ষকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত চন্দ্রভূষণ বসু চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগ্রি ফাঁড়ির চিকিৎসাকার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বালি মুনিসিপলিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

হুগলীর জজ আদালতের উকীল ... { শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। / „ „ প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডর।

ভূম্যধিকারী ... { „ „ শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়। / „ „ হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের পরিবর্ত্তে পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, সি, ষ্টাক সাহেব পাবনা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ্চ।—বারাসত মুনিসিপালিটীর কমিশানরেরা আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীরামপুর মুনিসিপালিটীর কমিশানরেরা শ্রীযুত বাবু নন্দলাল গোস্বামিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকা মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকা কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত সি, এস, হিল সাহেব। | শ্রীযুত সৈয়দ হুসেন আলি।
শ্রীযুত ডবলিউ, সি, এডওয়ার্ডস সাহেব। | „ মির মহম্মদ আলি।
শ্রীযুত সেখ হয়দর বক্স।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

Road Cess.—*The 20th March* 1884.—Mr. G. K. Lyon, Joint-Magistrate, is appointed to be Vice-Chairman of the Patna District Road Committee, *vice* Mr. Grindlay, transferred.

The 21st March 1884.—Baboo Bepin Behary Dutt is re-appointed to be Vice-Chairman of the Midnapore District Road Committee.

The 22nd March 1884.—Baboo Probhat Chunder Sen is appointed, and the gentlemen named below are re-appointed, to be members of the Julpigoree District Road Committee :—

Richard Haughton, Esq.	Baboo Kali Dass Goopta.
Munshi Rohim Bux.	„ Sreenath Chuckerbutty.
„ Khairat Ali.	„ Preo Nath Banerjee, B. L.

Baboo Preo Nath Banerjee is also appointed to be Vice-Chairman of the Committee.

The 25th March 1884.—Baboo Ratonessari Prosad Narain Singh and Mr. C. B. Boileau are appointed to be members of the Sarun District Road Committee, *vice* Shew Gobind Shaw and Mr. R. B. Reid, respectively.

Baboo Doorga Dass Roy and Baboo Kadar Nath Chatterjee are appointed to be members of the Beerbhoom District Road Committee, *vice* Baboo Gogessur Sen and Baboo Protap Chunder Singh, respectively.

Baboo Sree Nath Chatterjee and Baboo Hardhyan Singh are appointed to be members of the Branch Road Committee of Buxar, in the Shahabad district.

Moulvie Syed Zuheruddin and Baboo Sham Narayan are appointed to be members of the Branch Road Committee of Dinapore, in the Patna district, *vice* Lieutenant-Colonel Hedeyat Ali and Baboo Gourpershad Shah, respectively.

The 26th March 1884.—Moulvie Gowhur Ally, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is re-appointed to be Vice-Chairman of the Durbhunga District Road Committee.

The 27th March 1884.—Baboo Tarini Charan Roy and Baboo Kailas Chandra Ghosal are appointed to be members of the Munshigunge Branch Road Committee, in the Dacca district, *vice* Baboo Bhagwan Chandra Gupta and Baboo Jogesh Chandra Bose, respectively.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 79.—*The 19th March* 1884.—Furlough for eighteen months, under section 49 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, Nowgong.

No. 85.—*The 20th March* 1884.—Furlough for eight months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. W. Daly, Commandant of the Frontier Police, Surma Valley Division, with effect from the 2nd February 1884.

This cancels notification No. 37, dated the 7th February 1884, in the *Assam Gazette* dated the 9th idem.

No. 157.—*The 20th March* 1884.—Mr. H. Muspratt made over charge of the office of District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar to Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to retirement from the service, in the forenoon of the 11th March 1884.

No. 158.—Mr. J. Kelleher, who has been appointed District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar, received charge of office from Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri in the afternoon of the 11th March 1884.

F. B. Peacock,
Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ্চ।—শ্রীযুক্ত গ্রিগুলে সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জি, কে, লিয়ল সাহেব পাটনা জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলে।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী দত্ত মেদিনীপুর জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ্চ।—শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাতচন্দ্র সেন জলপাইগুড়ি জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রিচার্ড হটন সাহেব।	শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস গুপ্ত।
„ মুনশী রহিম বক্স।	„ „ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী।
„ „ খয়রাৎ আলি।	„ „ প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উক্ত কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদেও নিযুক্ত হইলেন

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ্চ।—শ্রীযুক্ত শিবগোবিন্দ শা ও শ্রীযুক্ত আর, বি, রীড সাহেবের পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে শ্রীযুক্ত বাবু রত্নেশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুক্ত সি, বি, বয়লু সাহেব সারণ জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গজেশ্বর সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র সিংহের পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বীরভূম জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু হরধ্যান সিংহ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বক্সারের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত হেদায়েৎ আলি ও শ্রীযুক্ত বাবু গৌর প্রসাদ শাহার পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ জহুরুদ্দীন ও শ্রীযুক্ত শ্যামনারায়ণ বাবু পাটনা জিলার অন্তর্গত দানাপুরের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ্চ।—একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী গৌহর আলি বাঁকুড়া জিলার পথকমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বসুর পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে শ্রীযুক্ত বাবু তারিণী চরণ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র প্রধান ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশী-গঞ্জের শাখা পথকমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৭৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ্চ।—নৌগাঁয়ের আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুক্ত এ, জে, ফ্রিমরোস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৪৯ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

৮১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ্চ।—সুর্ম্মা উপত্যকা খণ্ডের সীমান্ত থানের পোলীসের কমাণ্ডান্ট শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ডবলিউ, ডালি সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৪৯ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির আসাম গেজেটে প্রকাশিত ঐ মাসের ৭ তারিখের ৩১ নং বিজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৫৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ্চ।—শ্রীযুক্ত এচ, লস্প্রাট সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার পাল চৌধুরীর প্রতি শ্রীহট্টের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণার্থ প্রস্তুত হইবার জন্যে ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ্চের পূর্ব্বাহ্ণ অবধি আনুষঙ্গিক ছুটী গ্রহণ করিলেন।

১৫৮ নম্বর।—শ্রীহট্টের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের পদে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত জে, কেলেহর সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার পাল চৌধুরীর স্থানে ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ্চের অপরাহ্ণে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—In continuation of the notification, dated the 4th June 1883, published at page 479, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 13th idem, the Lieutenant-Governor appoints, under the provisions of section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act), Baboo Surja Kumar Bose, L.M.S., the certifying surgeon for the silk factories at Guruli, Moheshpore, and Nimtola, in the sub-division of Ghattal, to be also certifying surgeon for the Monohurpore Factory, in that sub-division, in place of Baboo Hrishikesh Mookerjee.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Deoghur Lodging House Committee for 1884-85 :—

Members	
Baboo Jagat Durlabh Bysak, Deputy Magistrate and Deputy Collector	*Official Members.*
Baboo Bhowani Charan Mukerjea, Head Master, Deoghur School	
Baboo Sailajananda Jha, High Priest	*Non-official Members.*
,, Russik Lal Tewari, Mukhtear	
,, Jai Kumar Dutt Jha, Priest	

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, the charitable dispensary, known as the Hybutnugger Dispensary, situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Sarun District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883, was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Patna District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 8th *April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৭ জুনের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ সালের ৪ জুনের বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত গুরুলি, মহেশপুর ও নিমতলার রেশম কুঠীর সর্টিফিকেট দিবার সর্জন শ্রীযুত বাবু সুখ্যকুমার বসু এল, এম, এসকে শ্রীযুত বাবু হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে উক্ত মহকুমার অন্তর্গত মনোহরপুর কুঠীর সর্টিফিকেট দিবার সর্জনের পদেও নিযুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৪-৮৫ সালের নিমিত্ত দেওঘর বাগাবাড়ী কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগদ্দুর্লভ বসাক ... } ইহারা রাজকীয় পদধারি মেম্বর।
দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় ... }

প্রধান পুরোহিত শ্রীযুত বাবু শৈলজানন্দ ঝা ... } ইহারা রাজকীয় পদধারি নহেন এমত মেম্বর।
মোগুায় শ্রীযুত বাবু রসিকলাল তেওয়ারী ... }
পুরোহিত শ্রীযুত বাবু জয় কুমার দত্ত ঝা ... }

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ্চ।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুনিসিপালিটীর মধ্যে হৈবৎনগর ঔষধালয় নামে যে দাতব্য ঔষধালয় আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে সারণ জিলার পথ কমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইন ১৮০ ধারামতে পাটনা জিলার পথকমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Durbhunga District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th March 1884.—Whereas a notification, dated the 25th January 1884, was published at page 249, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-laws framed by the Chittagong District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be Commissioners of the town of Calcutta, *vice* Messrs. J. Westland and J. G. Womack, resigned :—

Mr. E. F. T. Atkinson | Dr. K. B. Stuart.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the undermentioned villages from the jurisdiction of thana Kuarganj to that of thana Durwani, in the district of Rungpore, with effect from the 1st April 1884.

Number.	Name of village.	Thakbust number	Name of pergunnah.
1	Bungalipur	93	Rukunpur.
2	Syndpur	92	Suroopur.
3	Niamutpur	83	Ditto.
4	Lukhunpur	94	Ditto.

Note.—In this list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 8*th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে দারভাঙ্গা জিলার পথ কমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে চট্টগ্রাম জিলার পথ কমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ২৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—শ্রীযুত জে, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত জে, জি, ওয়াক সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬ ধারামতে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীযুত ই, এফ, টি, আটকিন্সন সাহেব। | ডাক্তার শ্রীযুত কে, বি, ষ্টুয়ার্ট সাহেব।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি কুমারগঞ্জ থানার এলাকাহইতে দরওয়ানী থানাভুক্ত হইবার অনুমতি দিলেন।

নম্বর।	গ্রামের নাম।	থাকবস্ত নম্বর।	পরগনার নাম।
১	বঙ্গালপুর	৯১	ককনপুর।
২	সৈয়দপুর	৯২	স্বরূপপুর।
৩	নিয়ামৎপুর	৮৩	ঐ
৪	লক্ষ্মণপুর	৯৪	ঐ

মন্তব্য।—রাজস্বের জরীপী কার্য্যবিভাগের কার্য্যকারকেরা চিহ্ন দিয়া জরীপ করিয়া আপনাদের মানচিত্রে ও রিকার্ডে যেং গ্রামের যেং নাম দিয়াছেন এই নির্ঘণ্টপত্রে সেইং গ্রামের সেইং নাম দেওয়া গেল।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক্টিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 26*th March* 1884.—Mr. A. W. Rendel, Locomotive Superintendent, and Mr. W. H. Chase, Assistant Locomotive Superintendent, of the Northern Bengal State Railway, are appointed to be Surveyors of steam vessels under section 2 of Act V (B.C.) of 1882.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1*st April* 1884.—Mr. F. E. Pargiter, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector of the 24-Pergunnahs and Commissioner of Sunderbuns, is vested with the powers of a Collector, under Act X of 1870, for the purpose of acquiring the land required for the construction of new docks at Kidderpore, in the district of the 24-Pergunnahs, regarding which a declaration, under section 6 of the Act, was published on the 11th March 1884.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22*nd March* 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Mokama Union for a public purpose, viz. for improvements in the drainage of the village of Mokama, in the union of Mokama, pergunnah Gyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose two plots of land, described below, are required :—

Plot No. 1.—Measuring, more or less, 1 beegha 14¾ dhoors of local measurement, is bounded on the north by the dwelling-houses of Ghaghan Singh, Lal Singh and Janki Singh, situated in patti 6 annas; on the south by the dwelling-houses of Faquira Kahar, Doda Teli and Shewak Teli, situated in patti 6 annas; on the east by the dwelling-house of Meghu Singh in patti 8 annas; and on the west by the dwelling-houses of Ghaghan Singh and Bharasi Mahtan.

Plot No. 2.—Measuring, more or less, 15 cottahs 5⅔ dhoors of local measurement, is bounded on the north by the public road leading to Mokama Bazar; on the south by the dwelling-houses of Sanichar Kahar and Ramdiai Dhanuk (ryots of Tulshi Singh and Ghaghan Singh); on the east by the cutcherry house of the one-anna maliks and shop of Gopal Bania; and on the west by the dwelling-house of Umaed Singh of patti 8 annas.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 24*th March* 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Bhubuah Municipality for a public purpose, viz. for a municipal market, in the town of Bhubuah, pergunnah Champore, district Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of waste land measuring, more or less, 3 beeghas 2 cottahs and 2 dhoors, is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Lekhraj Kurmi of Bhubuah; on the south by the public road; on the east by Khoki Boha's garden and the road cess bungalow; and on the west by the cultivated land of Chhakan Jhunjra. The plan can be had for inspection in the office of the Chairman of the Bhubuah Municipality.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 8*th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের ষ্টেট রেলওয়ের লোকোমটিব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ, ডবলিউ, রেণ্ডেল সাহেব, ও আসিষ্টাণ্ট লোকোমটিব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, চেস সাহেব ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২ ধারামতে বাষ্পীয় জাহাজের অবস্থার অনুসন্ধান করণার্থ সরবেয়রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত খিদিরপুরে নূতন ডক প্রস্তুত করণার্থে ভূমি গ্রহণ করিবার জন্যে ২৪ পরগনার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এবং সুন্দর বনের কমিশ্যনর শ্রীযুত এফ, ই, পরগিটর সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন। উক্ত আইনের ৬ ধারামতে তৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চে প্রকাশ করা গিয়াছে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত গয়াসপুর পরগনার মোকামা গ্রাম সমাহারেস্থিত মোকামা গ্রামে জলপ্রণালীর উৎকর্ষসাধনার্থে মোকামা গ্রাম-সমাহারের অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত দুইখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ১/ বিঘা ১৪½ ধুর পরিমিত তাহার উত্তর সীমা।৵ আনা পটীতে স্থিত গগন সিংহের, লাল সিংহের ও জানকী সিংহের বসতী বাটী, দক্ষিণ সীমা।৵ আনা পটীতে স্থিত ফকীর কাহার, দোদা তেলি ও সেবক তেলির বসতী বাটী, পূর্ব্ব সীমা।।০ আনা পটিতে স্থিত মেম্বু সিংহের বসতী বাটী, এবং পশ্চিম সীমা গগন সিংহ ও ভরমি মহতনের বসতী বাটী।

২ নং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ৮০ কাঠা ৫½ ধুর পরিমিত, তাহার উত্তর সীমা মোকামা বাজারে যাইবার রাজপথ, দক্ষিণ সীমা শনিচর কাহার, ও রঘনদিয়াল ধানুকের বসতীবাটী (ইহারা তুলসী সিংহের ও গগন সিংহের রায়ত) পূর্ব্ব সীমা এক আনা মালিকের কাছারী ঘর ও গোপাল বেনিয়ার দোকান, এবং পশ্চিম সীমা।।০ আনা পটীর উমায়েদ সিংহের বসতী বাটী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চাম্পুর পরগনার ভুবুয়া নগরে মুনিসিপাল বাজার করিবার জন্য ভুবুয়া মুনিসিপালটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ৩/২ কাঠা ২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড পতিত ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বুভুয়ার শেখরাজ কুম্মির কর্ষিত জমি, দক্ষিণ সীমা রাজপথ, পূর্ব্ব সীমা খোকি বোগর বাগান ও পথকরের বাঙ্গলা ঘর এবং পশ্চিম সীমা ছকন ঝণ্ডুর কর্ষিত জমি। ভুবুয়া মুনিসিপালটীর সভাপতির আফিসে ইহার নকশা দেখা যাইতে পারিবে।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Burdwan Municipality for a public purpose, viz. for widening a portion of the Lacoordy Road, in the village of Tikarhat, pergunnah Burdwan, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 15 chittacks of standard measurement, is required. The land is bounded on the west, north, and east by the Lacoordy Road, and on the south by lands belonging to Benode Behary Khan of Lacoordy, Mohummud Moochu Mea of Tikarhat, Ali Newaj of Brahmunpookur, and Peari Mohan Banerjee of Burdwan.

A plan of the land may be inspected by the parties interested in the office of the Collector of Burdwan.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1790 A.

The 14th March 1884.—Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 27th March 1884.—Baboo Radha Krishna Sen, Additional Subordinate Judge, Burdwan, is appointed to be Small Cause Court Judge and Subordinate Judge, Cuttack, *vice* Mr. W. Wright, permitted to retire.

Mr. R. Bushby is appointed to be a member of the Boiler Commission for the purpose of carrying out the provisions of Act III (B.C.) of 1879 (entitled an Act to provide for the Periodical Inspection of Steam Boilers and Prime Movers attached thereto) in the town and suburbs of Calcutta and in Howrah.

The 31st March 1884.—Baboo Raj Krishna Banerjee, M.A. & B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Mymensingh, and to be ordinarily stationed at Hosseinpore, during the absence, on deputation, of Baboo Purna Chandra Dey at the sudder station, or until further orders.

Lieutenant-Colonel V. E. Law, Agent to the Governor-General with the King of Oudh and Superintendent of Political Pensions, is vested with the powers of a Magistrate of the first class, and with powers under sections 133 and 144 of the Criminal Procedure Code, within the premises of the King of Oudh.

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Kooshtea Bench, in the district of Nuddea, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Tryluckho Nath Mittra.
„ Ambika Churn Moitra.
Baboo Nilratan Adhikary.
„ Umesh Chunder Dutt.

Baboo Protab Chandra Mozumdar, Third Munsif of Muradnuggur, in the district of Tipperah, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50 arising in the Daudkandy thana.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Lieutenant W. L. Boswell of his appointment as Assistant Cantonment Magistrate of Dorunda.

Baboo Sham Chand Roy, Munsif of Gurbetta, in Midnapore, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বর্দ্ধমান পরগণার টিকারহাট গ্রামে লাকুর্দ্দি পথের কতক অংশ পরিসর করিবার জন্যে বর্দ্ধমান মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কথিমতে ন্যূনাধিক ৵৩৮৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পশ্চিম ও উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা লাকুর্দ্দি পথ, এবং দক্ষিণ সীমা লাকুর্দ্দির বিনোদ বিহারী খাঁর, টিকারহাটের মধুসূদন মুচু মিস্ত্রীর, ব্রাহ্মণপুকুরের আলি দেওয়ানের এবং বর্দ্ধমানের পেয়ারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি।

স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিরা উক্ত জমির নক্সা বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেবের আফিসে দেখিতে পারিবেন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১৭৯০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ্চ।—ঢাকার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি,আর, মেরিয়ট সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—শ্রীযুত ডবলিউ, রাইট সাহেবের প্রতি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের অনুমতি হওয়াতে বর্দ্ধমানের আডিশ্যনল সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন, কটকের ছোট আদালতের জজের ও সবর্ডিনেট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত আর বুশবি সাহেব কলিকাতা নগরে ও তাহার শাখা নগরে ও হাবড়ায় বাষ্প বাইলর ও তৎসংযুক্ত প্রাইম মুবর সকলের নিয়মিত কালানন্তর পরিদর্শন করণার্থ আইন নামে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করণার্থে বাইলর কমিশনের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র দের সদর মোকামে গমনপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, ও বি, এল, ময়মনসিংহ জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাময়িকতঃ জুমালপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

অযোধ্যার রাজার সঙ্গে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের এজেণ্ট এবং পোলিটিকাল পেনশনের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত বি, ট, লা সাহেব অযোধ্যার রাজবাটীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১১১ ও ১৪৪ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়াদেশে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র।	শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন অধিকারী।
„ „ অম্বিকাচরণ মৈত্র।	„ „ উমেশচন্দ্র দত্ত।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মুরাদনগরের তৃতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দাউদকান্দি থানায় উপস্থিত ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এল, ক্যাম্বেল সাহেব নোয়াখালি সেটেলমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামচাঁদ রায় ছোট আদালতের বিচার্য্য ২০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

The 1*st April* 1884.—Baboo Jibun Krishna Chatterji, Officiating Subordinate Judge and Small Cause Court Judge, Pubna, is appointed to be First Subordinate Judge of Chittagong

Baboo Umacharan Dutt, First Munsif of Baraset, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of Pubna.

Baboo Dwarkanath Bhattacharjya, Officiating Subordinate Judge, Chittagong, is appointed to act as Additional Subordinate Judge, Tipperah.

This cancels the order of the 12th ultimo, appointing Baboo Menu Lall Chatterjea to be temporarily Additional Subordinate Judge of Tipperah.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The* 25*th March* 1884.—Baboo Purna Chandra Banerjee, Second Sudder Munsif of Rungpore, is allowed leave for 2 months, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 2nd April 1884, or from any subsequent date on which he avails himself of it.

The 26*th March* 1884.—Baboo Premchand Pal, First Munsif of Patuakhally, in the district of Backergunge, is allowed leave for 18 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Benode Behary Mitter, First Munsif of Manickgunge, in the district of Dacca, is allowed leave for 2 months and 23 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, First Munsif of Bangah, in the district of Furreedpore, is allowed leave for three months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

The 28*th March* 1884.—Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Kooshtea, in the district of Nuddea, is allowed leave for 1 month and 8 days, viz. 17 days under rule 3, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, and 21 days under rule 1, section 73 of the Code, with effect from the 3rd April 1884.

The 31*st March* 1884.—Baboo Ramjadab Tolapatra, Munsif of Azimgunge, in the district of Moorshedabad, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Syam Chand Dhur, Additional Munsif of Dacca, is allowed leave for one month, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

ERRATUM.—*The* 31*st March* 1884.—With reference to the notification of Government, dated the 3rd instant, which was published in the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, appointing Baboo Brojobullub Mittra to be an Honorary Magistrate for the Jehanabad Municipal Bench, in the district of Hooghly, *for* Municipal *read* General.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31*st March* 1884.—The Lieutenant-Governor directs the removal of the head-quarters of the Banskhali Sub-Registry Office, in the district of Chittagong, from Kalipur, where it is at present located, to Chandpur.

This arrangement will take effect on and from the 1st May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 8*th April* 1884.]

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—পাবনার একটিং সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রামের প্রথম সবর্ডিনেট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাচরণ দত্ত, পাবনার সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটিং সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরার আডিশন্যল সবর্ডিনেট জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু মনুলাল চট্টোপাধ্যায়কে কিয়ৎকালের জন্যে ত্রিপুরার আডিশানল সবর্ডিনেট জজের পদে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ১২ তারিখের আজ্ঞা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

পাটনার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মন্মথকুমার বসু তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ্চ।—রঙ্গপুরের দ্বিতীয় সদর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৬ সালের ২ আপ্রিল অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ্চ।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালির প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রেমচাঁদ পাল যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে আঠার দিনের ছুটী পাইলেন।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাস তেইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৩ সাল ২৮ মার্চ্চ।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিল অবধি এক মাস আট দিনের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ৩ প্রকরণমতে সতের দিনের এবং উক্ত বিধির ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত আজিমগঞ্জের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রামযাদব ভলাপাত্র সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

ঢাকার আডিশনল মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামচাঁদ ধর অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মুনিসিপল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে শ্রীযুত বাবু ব্রজবল্লভ মিত্রকে নিযুক্তকরণ বিষয়ক এই মাসের ৩ তারিখের গবর্নমেন্টের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্টে গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে "মুনিসিপল" শব্দের পরিবর্ত্তে "স্পেশল" শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত বাঁশখালী সব-রেজিষ্টরী আফিসের যে সদর স্থান এইক্ষণে কালীপুরে আছে তাহা তথাহইতে চাঁদপুরে উঠিয়া যাইবার আদেশ করিলেন।

১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি এই নিয়ম ফলবৎ হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor of Bengal has been pleased to extend the provisions of Act II (B.C.) of 1867 to the Municipalities of English Bazar and Maldah, in the district of Maldah, and the provisions of sections 11 to 15 of the said Act to the following places, in the district of Maldah, with effect from the 1st May 1884.

1. *Amanigunge Haut.*—Bounded on the north by Dayarampur, Bastigram, and the mulberry field of Patan Paramanik; on the west by the Bhagirathi; on the south by Mahabat and Godhan Sheikh's holding; and on the east by Bhadinagar and Ghuran Mandal's holding.

2. *Babus Haut.*—Bounded on the north and east by Thutia Darah; on the south and west by a low land; on the north-west by the dwelling-houses of Hossein and Tulsi Shaha and shop of Samaru Shaha, and on the south east by the Kaliachak factory house.

3. *Bholahat Haut (soto).*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Ram Pal and Paresh Bewa; on the west by the shop and the dwelling-house of Gudar Shaha; on the south by the dwelling-houses of Baboo Dalal and Ghisa Banik, and on the east by the dwelling-house of Ram Banik.

4. *Bulbulchande Haut.*— Bounded on the north by the dwelling-houses of Kali Charan Ray, Dulla, Kural, Braja Lal Gope, Titalu Mandal, Jhagree Davak and Sakhi Charan Das; on the west by the waste land of Baboos Rajendra Narain Roy and Lokanath Roy; on the south by the road from Kandua to Jho; and on the east by the dwelling-houses of Kali Charan Dafadar, Aklu Mandal, Mahabal Roy and Sukat Kurmi and the place of the Goddess Kali.

5. *Sadullapur Haut.*—Bounded on the north by Raghu Mandal and Michu Dass Bairagi's holding; on the west by the Bhagirathi; on the south by mulberry field of Fouzdar Singh; and on the east by the farms of Har Saakar Sonar, Khanjani Baistabi, Debnarayan Barik, and Raghu Mandal.

6. *Satpur Haut.*—Bounded on the north by the mulberry land of Hakim Singh and Nafar Singh; on the west by the waste land of Gosain Hans Gir and the public road; on the south by the low land or bhil of Gosain Hans Gir; and on the east by the mulberry land of Lalchand Chanchi.

7. *Rajmehal Road side.*—From the civil station of Maldah to Bagbari bridge, third mile.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 31st March 1884.

No. 152.—*Leave.*—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, is granted 33 days' privilege leave, with effect from the afternoon of the 18th instant.

No. 153.—*Transfer.*—Mr. E. C. Elliot, Assistant Engineer, second grade, is transferred from the Dacca and Mymensingh to the Tirhoot State Railway.

S. T TREVOR, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

The 1st April 1884

No 154.—*Leave.*—Mr. D. F. Hogarth, Executive Engineer, first grade, Hazaribagh Division, is granted privilege leave for two months, from the 7th instant, or such subsequent date as he may avail himself of the same.

Mr. W. B. Christie is appointed to be Executive Engineer of the Hazaribagh Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. D. F. Hogarth, or until further orders.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, R.E.,
for Joint-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজ বাজারে ও মালদহ মুনিসিপালিটীতে এবং উক্ত আইনের ১১ অবধি ১৫ পর্য্যন্ত ধারার বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৮৪ সালের ১মে অবধি প্রচলিত করিলেন।

১। আমানিগঞ্জ হাট।—ইহার উত্তর সীমা দয়ারামপুর, বসতিগ্রাম ও পাটাম পয়মালিকের ভুঁতক্ষেত, পশ্চিম সীমা ভাগিরথী, দক্ষিণ সীমা মহবত্ত ও গোধন শেখের যোত, এবং পূর্ব্ব সীমা ভাদি নগর ও যুরাণ মণ্ডলের যোত।

২। বাবুর হাট।—ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা খুতিয়া দড়া, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা নিম্ন ভূমি উত্তর-পশ্চিম সীমা হুসেনের ও তুলসী শাহার বসতি বাটী ও সমক শাহার দোকান, এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমা কালিয়াচক কুঠী বাড়ী।

৩। ভোলাহাট হাট (ছোট)।—ইহার উত্তর সীমা রাম পালের ও পরেশ বেওয়ার বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা গুদার লোহার দোকান ও বসতী বাড়ী, দক্ষিণ সীমা দলাল বাবুর ও ঘিষা বণিকের বসতী বাড়ী, এবং পূর্ব্ব সীমা রাম বণিকের বসতী বাড়ী।

৪। বলনলচান্দে হাট।—ইহার উত্তর সীমা কালীচরণ রায়, দুল্লা করাল, ব্রজলাল গোপ, তিতলু মণ্ডল, মাত্রা দাবক ও সখিচরণ দাসের বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বাবু লোকনাথ রায়ের পতিত জমি, দক্ষিণ সীমা কান্দুরা অবধি ঝো পর্য্যন্ত পথ, পূর্ব্ব সীমা কালীচরণ দফাদার, অকলু মণ্ডল, মহাবল রায় ও সুকান্ত দুর্ম্মির বসতী বাড়ি, এবং কালীদেবীর স্থান।

৫। সাদুল্লাপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা রঘু মণ্ডল ও মিচুদাস বৈরাগীর যোত, পশ্চিম সীমা ভাগীরথী, দক্ষিণ সীমা ফৌজদার সিংহের ভুঁতক্ষেত, এবং পূর্ব্ব সীমা হরনাকর সোণার, খল্লিনি বৈষ্ণবী, দেবনারায়ণ বারিক ও রঘু মণ্ডলের জমাই জমি।

৬। সাতপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা হকিম সিংহ ও নফর সিংহের তুঁতের জমি, পশ্চিম সীমা গোঁসাই হংস গিরের পতিত জমি ও রাজপথ, দক্ষিণ সীমা গোঁসাই হংস গিরের নিম্ন ভূমি বা বিল এবং পূর্ব্ব সীমা লালচাঁদ চক্ষির তুঁতের জমি।

৭। রাজমহাল পথের ধার।—মালদহের সিবিল ষ্টেশন অবধি বাগবাড়ী সাঁকোর তৃতীয় মাইল পর্য্যন্ত।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পব্লিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।

১৫২ নম্বর।—ছুটী।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, সি, ওয়াহয়েট সাহেব এই মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্ন অবধি আটত্রিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৫৩ নম্বর।—স্থানান্তর প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই, সি, এলিস সাহেব ঢাকা ও ময়মনসিংহ ষ্টেট রেলওয়ে হইতে তিরহুত ষ্টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,
পব্লিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।

১৫৪ নম্বর।—ছুটী।—হাজারীবাগ খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডি, এ, হগ্রাথ সাহেব এই মাসের ৭ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডি, এফ, হগ্রাথ সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত ডবলিউ, বি, ক্রিষ্টি সাহেব হাজারীবাগ খণ্ডের একজেকিটীব ইঞ্জিনিয়রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জাইণ্ট সেক্রেটরীর পরিবর্ত্তে,
জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, আর, ই

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

ভতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করায় তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮৩ সালের ২১ আইন।

দেশান্তরগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন।

সূচীপত্র।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

২ অধ্যায়।

যেই বন্দর হইতে যেই দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তদ্বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ বিষয়ক বিধি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

ধারা।

১০ অধ্যায়।

জাহাজে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

কলিকাতা হইতে যে সকল জাহাজ যায় তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

ধারা।

৭৯। ওলাউঠা দেখা দিলে মজুরদের জাহাজের চিকিৎসকের সমুদয় মজুরদিগকে নামাইয়া দিতে পারিবার কথা।

---

১১ অধ্যায়।

বিধি।

৮০। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৮১। পাণ্ডুলেখ্য ও বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

---

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

৮২। বে-লাইসেন্সী মজুরসংগ্রহ করিবার কথা।

৮৩। যে মজুরদিগকে রেজিষ্টারী করা হয় নাই মজুরসংগ্রাহক তাহাদিগকে আড্ডায় লইয়া গেলে তাহার কথা।

৮৪। প্রতারণাপূর্ব্বক এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনের প্রবৃত্তি দিলে তাহার কথা।

৮৫। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া মিথ্যা বর্ণনা করিলে তাহার কথা।

৮৬। এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইলে তাহার কথা।

৮৭। অধ্যক্ষ প্রতারণাঘটিত কোন বাধা করিলে তাহার কথা।

৮৮। আইনের আদেশ পালন না করিয়া জাহাজ খুলিয়া যাইবার কথা।

৮৯। জাহাজের অধ্যক্ষ নির্ঘণ্ট ও ছাড়পত্র সম্বন্ধীয় বিধানমতে কার্য্য না করিলে তাহার কথা।

৯০। নির্ঘণ্টে দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিদের নাম লেখা না থাকে জাহাজ খুলিয়া যাইবার পর অধ্যক্ষ তাহাদিগকে জাহাজে লইলে তাহার কথা।

৯১। অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট দেশ ছাড়া অন্যত্র মজুরকে নামাইয়া দিলে তাহার কথা।

৯২। কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার বিধান না মানিলে তাহার কথা।

৯৩। দেশান্তরগামী মজুর পলাইলে বা আড্ডায় যাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৯৪। দেশান্তরগামী মজুর আড্ডা হইতে পলাইলে বা জাহাজে না উঠিলে তাহার কথা।

৯৫। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া মজুরকে জাহাজে উঠাইলে বা উঠিতে দিলে তাহার কথা।

৯৬। অভিযোগ উপস্থিত করিবার কথা।

৯৭। পলায়নের অভিযোগ হইলে প্রতিবাদের কথা।

৯৮। এই আইনের কার্য্যপক্ষে কর্ম্মের কার্য্যকারকদের জাহাজাদি তল্লাশ করিতে ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

---

১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি

৯৯। এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

১০০। কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করায় দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।

১০১। এই আইনের কার্য্যপক্ষে যে যাত্রায় মজুরেরা যতকাল লাগিবে তাহা নিরূপণ করিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১০২। ষ্ট্রেট্স সেটেলমেণ্ট ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজ্যে মজুরদের যাইবার কথা।

১০৩। ব্রিটিস বন্দর হইতে ফরাসী ও ওলন্দাজ উপনিবেশে গমনের প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

১০৪। ভারতবর্ষীয় ফরাসী বন্দর হইতে ফরাসী উপনিবেশে গমন সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তৎপ্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

১০৫। সমুদ্রপারবর্ত্তী কোন দেশে মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার করারপত্রক্রমে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির স্থলপথে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

তফসীল।

প্রথম।—যে দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ তাহার নাম।

দ্বিতীয়।—মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রের পাঠ।

তৃতীয়।—কতিপয় সমস্ত যাত্রায় সম্ভাবিত যত কাল লাগিবে।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম ও ব্যাপ্তি।

১ ধারা। (১) এই আইন "দেশান্তরগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

(২) এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে।

গবর্ণমেণ্টের জাহাজের প্রতি এই আইন না খাটিবার কথা।

২ ধারা। এই আইনের কোন কথা কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধির কোন কথা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বা তাঁহাদের কার্য্যে নিযুক্ত কোন জাহাজের প্রতি বর্ত্তিবে না।

আরম্ভ।

৩ ধারা। বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবে।

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৪ ধারা। যে তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হয়, সেই তারিখ অবধি ভিন্নদেশগমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইন এবং (ভিন্নদেশগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইনের বিধান হইতে ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট মুক্ত করিবার) ১৮৭২ সালের ১৪ আইন রহিত হইবে।

রহিত করা আইনমত কার্য্যাদি সংরক্ষণের কথা।

৫ ধারা। এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যায় ও যে চুক্তি ও বিধি ও নিয়োগ করা যায় ও যে অনুমতিপত্র দেওয়া যায় ও যাহা এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখে বলবৎ থাকে, তাহা যত দূর এই আইনসঙ্গত হয় এই আইন অনুসারে প্রকাশ করা গিয়াছে ও করা গিয়াছে ও দেওয়া গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

অর্থকরণের কথা।

৬ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, এই আইনে—

(১) ব্রিটিষ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি মজুরী লইয়া পরিশ্রম করিবার চুক্তিক্রমে ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে সিংহল দ্বীপ বা ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট ভিন্ন অন্য কোন দেশে সমুদ্র পথে গমন করিলে, "ভিন্নদেশে বা দেশান্তরে যাওয়া" ও "ভিন্নদেশ বা দেশান্তর গমন" শব্দে তাহার সেই গমন বুঝাইবে।

কিন্তু যখন ঘরের চাকর তদীয় কর্ত্তার সঙ্গে যায়, সে উপরিলিখিত লক্ষণের মর্ম্মানুসারে দেশান্তর গমন করিতেছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(২) উপরিলিখিত লক্ষণের মর্ম্মানুসারে ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি দেশান্তরে গমন করে বা দেশান্তরে গমন করিয়াছে কিম্বা দেশান্তরগামী বলিয়া এই আইনমতে যাহার রেজিষ্টরী হইয়াছে, "দেশান্তর বা ভিন্ন দেশগামী" শব্দে তাহাকে বুঝায় ও, এবং তন্মধ্যে কোন দেশান্তরগামির পোষ্যকেও ধরা যাইবে।

(৩) কোন দেশান্তরগামির সহিত নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তি যায়, "পোষ্য" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে যথা,—

(ক) যে কোন স্ত্রীলোক এই আইনমতে দেশান্তর গমনের করারপত্র করে নাই;

(খ) যে কোন শিশুর নামে ও পক্ষে ঐরূপ কোন করারপত্র করা হয় নাই; ও

(গ) যে কোন বৃদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য আত্মীয় বা বন্ধু।

(৪) "মাজিষ্ট্রেট" শব্দে রাজধানী নগরে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও অন্যত্র কোন জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট বুঝাইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে কোন স্থানে এই আইনমত মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(৫) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে কোন স্থানে এই আইনমত রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্ম করিতে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, "রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৬) যে সরদার মজুরসংগ্রাহক বা অন্য ব্যক্তি অন্যের আনীত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে সংগ্রহ বা গ্রহণ করে, মজুরসংগ্রাহক শব্দে তাহাকেও বুঝাইবে।

(৭) মনুষ্য বা সম্পত্তি জলপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে নৌকাদি নির্ম্মিত হয়, "জাহাজ" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) যে জাহাজের কাপ্তান তাহাতে এই আইনমত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত হন, "দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ" বলিতে সেই জাহাজ বুঝাইবে।

(৯) আড়কাটী বা হারবর মাষ্টর ভিন্ন যে ব্যক্তির অধ্যক্ষতা বা কর্ত্তৃত্বাধীনে যৎকালে কোন জাহাজ থাকে, "কাপ্তান" বা "অধ্যক্ষ" বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

২ অধ্যায়।

যেং বন্দর হইতে যেং দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তদ্বিষয়ক বিধি।

যেং বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ তাহার কথা।

৭ ধারা। (১) কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া অন্য যেং বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সেইং বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

(২) এই ধারামতে যে কোন জ্ঞাপনপত্র প্রচার করা যায়, তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে এরূপ জ্ঞাপনপত্র দিয়া রহিত করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র দিয়া এই আইনের কার্য্য পক্ষে সেই বন্দরের সীমা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৮ ধারা। (১) এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট দেশে, ও এই আইনমতে যে দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ হবে বলিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণপূর্ব্বক সময়ে২ নির্দ্দেশ করেন, সেই২ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ হইবে, অন্যত্র নহে।

কেবল যেই দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তাহার কথা।

(২) এই ধারামত জ্ঞাপনপত্রে যে দেশের উল্লেখ হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সেই দেশে গমনকারী ভারতবর্ষীয় লোকদের তথায় বাসকালে সুরক্ষার নিমিত্ত যে২ আইন ও অন্য যে২ বিধান যথাযোগ্য জ্ঞান করেন, উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট এমত আইন প্রভৃতি করিয়াছেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে ইহা নিয়মিতরূপে জ্ঞাত করা গিয়াছে এই কথাও সেই জ্ঞাপনপত্রে প্রকাশ থাকিবে।

৯ ধারা। (১) যে স্থানে গমন করা আইনসিদ্ধ সেই স্থানে গমন নিষেধ করণের পশ্চাল্লিখিত কোন হেতু আছে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া, ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট দিবসাবধি সেই স্থানে গমন করা নিষিদ্ধ হওনার আদেশ করিতে পারিবেন; এবং তদনুসারে ঐ দিবসাবধি উক্ত স্থানে যাওয়া আর আইনসিদ্ধ থাকিবে না।

যে কোন দেশে গমন নিষেধ করিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

(২) এই ধারার (১) প্রকরণের উল্লিখিত হেতু এই২,—

(ক) ঐ দেশে প্লেগ নামক রোগ কিম্বা মনুষ্যের মারাত্মক অন্য ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে;

(খ) দেশান্তর হইতে ঐ দেশে যাহারা যায় তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত অধিক লোকের মৃত্যু হয়;

(গ) দেশান্তরগামীদের সেই দেশে পঁহুছিবামাত্র কি তথায় যতকাল থাকে ততকাল তাহাদের সংরক্ষণের উপযুক্ত বিধান করা হয় নাই;

(ঘ) দেশান্তরগামীরা ভারতবর্ষ হইতে যাইবার পূর্ব্বে তাহাদের সহিত যে চুক্তি করা হয়, উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট তাহা নিয়মিতরূপে প্রবল করেন না; এবং

(ঙ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা ঐ দেশগামী মজুরদের যেরূপ অবস্থা ও তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার হয় তদ্বিবরণ পাইবার উদ্দেশে ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়া যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে ঐ বিবরণ প্রাপ্ত হন নাই।

১০ ধারা। (১) যে দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ, সেই দেশে প্লেগ নামক রোগ কিম্বা মনুষ্যের মারাত্মক অন্য ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এবং সেই দেশে দেশান্তরগামিদিগকে যাইতে দিলে তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের জীবন সম্বন্ধে গুরুতর আশঙ্কা আছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিবার অপেক্ষায় ঐ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন দেশের কোন বন্দর হইতে ঐ দেশে যাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিবার অপেক্ষায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দেশান্তরগমন স্থগিত করিতে পারিবার কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারামত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণের কথা তাহার যুক্তি সহিত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিকট অবিলম্বে রিপোর্ট করিবেন। তাহা হইলে তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত উক্ত জ্ঞাপনপত্র দৃঢ় বা রহিত করিবেন।

১১ ধারা। যে হেতু ধরিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কোন দেশে গমন নিষেধসূচক জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করেন সেই হেতু আর নাই, তিনি ইহা জ্ঞানমতে অবগত হইলে, ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণ দ্বারা সেই জ্ঞাপনপত্রে নির্দ্দিষ্ট দিবসাবধি পুনশ্চ সেই দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হবে বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন।

নিষেধ রহিত করিবার কথা।

১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি ভারতবর্ষীয় সকল ব্যক্তিকে কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে আপনার শাসনাধীন দেশের সমুদয় বা বিশেষ কোন স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাইতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের সমুদয় বা কোন বিশেষ স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাইতে ঐ গবর্ণমেণ্টের নিষেধ করিতে পারিবার কথা।

(২) এই ধারামতে যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এরূপে তাহা পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ৮ আপ্রেল ।]

১৩ ধারা। পূর্ব্ব চারি ধারামতে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেলেও, তৎপূর্ব্বে যে কোন ক্রিয়া করা গিয়া কি অপরাধ হয় কি মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তাহার কোন বৈলক্ষণ্য হইবে না।

জ্ঞাপনপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে কার্য্য প্রভৃতি করা যায়, তাহার ব্যাঘাত না হইবার কথা।

৩ অধ্যায়।

দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিধি।

১৪ ধারা। (১) যে কোন দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয়। সেই দেশের গবর্ণমেণ্ট যে কোন বন্দর হইতে ভিন্নদেশে যাওয়া যায়, সেই বন্দরে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের কর্ম্ম করণার্থে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে এবং এরূপ যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে স্থগিত রাখিতে বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট নিযুক্ত করিবার কথা।

(২) রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র ক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিয়োগের অনুমোদন প্রকাশ না করিলে এই ধারামত কোন নিয়োগ বলবৎ হইবে না।

১৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টেরা ভিন্ন দেশে যত মজুর প্রেরণ করেন তাহাদের সংখ্যানুসারে পারিশ্রমিক পাইবেন না ও তদনুসারে তাঁহার পারিশ্রমিকের বিধান হইবে না কিন্তু অবধারিত বেতন ভাবে পারিশ্রমিক পাইবেন।

এজেন্টদিগের পারিশ্রমিকের কথা।

কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ নৈমিত্তিক কর্ম্মের নিমিত্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় বিশেষ এজেন্টদিগকে বিশেষ ফী দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের বিধি।

১৬ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার শাসনাধীন দেশের যে কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ, সেই বন্দরের নিমিত্ত সময়েং কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেশান্তরগামিদের রক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

দেশান্তরগামিদের রক্ষক নিয়োগের কথা।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ঐরূপে নিযুক্ত দেশান্তরগামিদের রক্ষকের ক্ষমতা যে স্থানে বর্ত্তিবে, তাহা সময়েং নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) দেশান্তরগামিদের যে রক্ষককে যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন সেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিয়ৎকাল কি চিরকালের নিমিত্ত অবসর করিতে পারিবেন।

(৪) দেশান্তরগামিদের প্রত্যেক রক্ষক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের মর্ম্মানুযায়ী রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৭ ধারা। দেশান্তরগামিদের প্রত্যেক রক্ষকের প্রতি এই আইনমতে বা এই আইন অনুসারে প্রণীত বিধিমতে বিশেষ যেং কর্ম্ম অর্পিত হয়, তদ্ব্যতীত তিনি,

দেশান্তরগামিদের রক্ষকের সাধারণ কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

(ক) দেশান্তরগামি সকল ব্যক্তিকে সুরক্ষণ করিবেন ও পরামর্শ দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবেন।

(খ) এই আইনের ও এই আইনমতে প্রণীত বিধির সকল বিধানানুসারে যতদূর পারেন কর্ম্ম করাইবেন।

(গ) তিনি যে বন্দরের রক্ষক হন, কোন জাহাজ মজুরদিগকে লইয়া আসিয়া সেই বন্দরে পঁহুছিলে তিনি সেই জাহাজের পরিদর্শন করিবেন

(ঘ) মজুরেরা যে দেশে গিয়াছিল সেই দেশে তাহাদের কর্ম্ম করণকালে ও জাহাজে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহাদের প্রতি যদ্রূপ আচার ব্যবহার হইয়াছিল এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

(ঙ) দেশান্তর হইতে প্রত্যাগত সেই ব্যক্তিদিগকে তিনি যুক্তিমতে যত দূর পারেন, তত দূর সাহায্য করিবেন ও পরামর্শ দিবেন।

১৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বন্দর হইতে ভিন্নদেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয় এরূপ প্রত্যেক বন্দরে সময়েং দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহাকে স্থগিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করণের কথা।

(২) দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ প্রত্যেক চিকিৎসক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের মর্ম্মানুযায়ী রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৯ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা এই আইন অনুসারে প্রণীত বিধিমতে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে পরিদর্শন ও পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় বা তাঁহারা যাহা আবশ্যক বা উচিত বোধ করেন, এই আইনমতে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় প্রত্যেক এজেণ্ট এবং তাঁহার কর্ম্ম চালাইবার ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও আড্ডার প্রত্যেক কর্ম্মচারী, এবং দেশান্তরগামি ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও সেই সকল জাহাজের কর্ম্মচারিগণ ঐ পরিদর্শনাদি করিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন, ও তাঁহারা যুক্তিমতে যে সকল বিষয়ের সম্বাদ জানিতে চাহেন তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিবেন।

রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরিদর্শন কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিবার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৫ অধ্যায়।

মজুরসংগ্রাহক বিষয়ক বিধি।

মজুরসংগ্রাহকদিগকে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের অনুমতিপত্র দিবার কথা।

২০ ধারা। (১) যে২ বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ, তদ্রূপ কোন বন্দরে যিনি দেশান্তরগামীদের রক্ষক নিযুক্ত হন, তিনি যে দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ সেই দেশের দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের প্রার্থনা মতে যে স্থানে আপনার ক্ষমতা থাকে সেই স্থানের মধ্যে উপযুক্ত যত ব্যক্তিকে আবশ্যক জ্ঞান করেন তত ব্যক্তিকে মজুরসংগ্রাহক হইবার অনুমতিপত্র দিবেন।

(২) কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র না থাকিলে, সেই ব্যক্তি

(ক) কাহারও সহিত ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞা-সূচক কোন করারপত্র করিবে না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা

(খ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিবে না কিম্বা প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা

(গ) প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য্য করিবে না বা নিযুক্ত থাকিবে না।

অনুমতিপত্রের পাঠের কথা।

২১ ধারা। মজুরসংগ্রাহককে এই অধ্যায়মতে যে অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের পাঠে লেখা যাইতে পারিবে, এবং উহাতে যে দেশের নিমিত্ত যে স্থানের মধ্যে পত্রধারী মজুর সংগ্রহ করণের অনুমতি পাইলেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।

অনুমতিপত্র যত কাল বলবৎ থাকিবে তাহার কথা।

২২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র যে তারিখ অবধি চলে সেই তারিখ অবধি তাহা এক বৎসরের অধিক প্রবল থাকিবে না।

(২) দেশান্তরগামিদের রক্ষক এই অধ্যায়মতে যে কোন অনুমতিপত্র দেন, যে সময়ের নিমিত্ত সেই অনুমতিপত্র চলে সেই সময়ের অবসান হইবার পূর্ব্বেই অসদাচার হেতুক তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

অনুমতিপত্রের ক্রোড়স্বাক্ষর হইবার কথা।

২৩ ধারা। (১) যে বন্দর হইতে ভিন্নদেশে গমন আইনসিদ্ধ সেই বন্দরের বহির্ভূত কোন স্থানে কোন মজুরসংগ্রাহক আপন অনুমতিপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্রোড় স্বাক্ষর না পাইলে, তথায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞাসূচক কোন করারপত্র করিবে না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা ভিন্নদেশগমনার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিবে না বা সাহায্য করিবে না, কিম্বা প্রবৃত্তি দিবার বা সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য্য করিবে না বা নিযুক্ত থাকিবে না।

(২) কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেরূপ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ অনুসন্ধান লইয়া যদি বুঝেন যে, অনুমতিপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি চরিত্র বশতঃ বা অন্য কোন কারণে এই আইনমতে মজুর সংগ্রাহক হইবার অনুপযুক্ত, তবে তিনি মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৩) ঐ মজুর সংগ্রাহক দেশান্তর গমনেচ্ছুক কিম্বা দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে সংগ্রহ করে, রেজিষ্টরী করিবার বা জাহাজে চড়িবার বন্দরস্থ আড্ডায় লইয়া যাইবার পূর্ব্বে উপযুক্ত জায়গায় তাহাদের জন্য প্রচুর ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থানের বিধান করা যায় নাই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না, উক্ত মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্তরূপ অনুসন্ধান লইয়া ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, যত কাল তিনি যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন তত কাল গত না হইলে মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিতে কিম্বা ঐ অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিবেন কি না ইহা স্থির করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৪) কোন মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার বা বিলম্ব করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট তাহা করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

কোন২ স্থলে মাজিষ্ট্রেটের ক্রোড় স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা। যে ব্যক্তিকে অনুমতিপত্র দেওয়া গেল তাহার চরিত্রহেতুক কি অন্য কারণে সে এই আইনমত মজুরসংগ্রাহক হইবার উপযুক্ত লোক নয়, কিম্বা তৎসংগৃহীত দেশান্তরগমনেচ্ছু বা দেশান্তরগামী মজুরদের নিমিত্ত যে থাকিবার স্থানের বিধান করা যায় তাহা অনুপযুক্ত হইয়াছে বা পাওয়া যাইতে পারে না, কোন মাজিষ্ট্রেট অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিলে পর ইহা জানিতে পাইলে, তিনি অনুমতিপত্র-প্রাপ্ত সেই ব্যক্তিকে আপনার অনুমতিপত্র আনিয়া দেখাইতে আজ্ঞা দিয়া স্বীয় ক্রোড় স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবেন, অথবা ঐ অনুমতিপত্র আটক করিয়া বাতিল করিবার জন্যে ঐ পত্রদাতা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

ক্রোড় স্বাক্ষর করিবার বা করিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা বাতিল করিবার সংবাদ দেশান্তরগামিদের রক্ষককে দিবার কথা।

২৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিলে কিম্বা করিতে না চাহিলে কিম্বা আপনার ক্রোড় স্বাক্ষর বাতিল করিলে, দেশান্তরগামীদের যে রক্ষক ঐ অনুমতিপত্র দেন তাঁহার নিকট তিনি অবিলম্বে রিপোর্ট লিখিয়া ক্রোড় স্বাক্ষর করিলেন কি তাহা করিতে অস্বীকার করিলেন, কি তাহা বাতিল করিলেন এই কথা, ও অস্বীকার কি বাতিল করণের কারণ জানাইবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

(২) রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব কোন স্ত্রীলোককে সধবা বলিয়া বিশ্বাস করিলে তিনি ১০ দিনের অনধিক যতকাল উচিত বোধ করেন, ততকাল গত না হইলে পর তাহাকে রেজিষ্টরী করিবেন কি না, ইহা স্থির করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

পোষ্যের পরীক্ষার কথা।

৩৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরের পোষ্য বলিয়া কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষের কিম্বা রক্ষক সাহেবের সম্মুখে ৩০ ধারামতে উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি যদি প্রশ্নের সুবোধ্য উত্তর দিতে পারে, তবে রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তাহাকে মজুরসংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া সে যে দেশান্তরগামীর সঙ্গে যাইতে উদ্যত, কি পরিমাণে সেই দেশান্তরগামীর পোষ্য ও সে উক্ত দেশান্তরগামীর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক কি না এবিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিবেন।

(২) রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব উক্ত পোষ্যতার বা ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিলে, তিনি যদি উচিত বোধ করেন, উক্ত পোষ্যের নাম রেজিষ্টর হইতে উঠাইয়া না দিলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৪ ধারা। রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিলে, অস্বীকার করণের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

করার-পত্রে স্বাক্ষর করিবার ও তাহার সাক্ষী হইবার কথা।

৩৫ ধারা। (১) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর-সংক্রান্ত ও তাহার পোষ্য থাকিলে, পোষ্যসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তেকর করিয়া করারপত্র প্রস্তুত করাইবেন, ও মজুরসংগ্রাহককে ও দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে আপনার সাক্ষাতে তেকর করারে স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা করিবেন, এবং তাহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, আপনি স্বাক্ষর করিয়া তাহাদের ঐ করার-সম্পাদনের সাক্ষী হইবেন।

(২) দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুর সংক্রান্ত ও তাহার পোষ্য থাকিলে, ঐ পোষ্য সংক্রান্ত বিশেষ [illegible] রেজিষ্টরী করা না হয়, ও এই আইনমতে [illegible] সম্পাদিত হওয়া সাক্ষ্যযুক্ত [illegible] করারপত্র সফল হইবে না।

(৩) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর [illegible] ও তাহার কোন পোষ্য থাকিলে, ঐ পোষ্য [illegible] বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা গেলে, এবং এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হওয়া সাক্ষ্যযুক্ত হইলে দেশান্তর-গমনেচ্ছু মজুরকে দেশান্তরগামী মজুর বলিয়া এই আইন-মতে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে জ্ঞান করা যাইবে।

করারপত্রে যাহার লেখ থাকিবে তাহার কথা।

৩৬ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরের সং-ক্রান্ত ও তাহার পোষ্য থাকিলে, ঐ পোষ্য সংক্রান্ত [illegible] বিশেষ বিবরণ ৩১ ধারামতে রেজিষ্টরী করা যায়, দেশান্তরগমনের প্রত্যেক চুক্তিপত্রে তাহার প্রতিলিপি থাকিবে; এবং তাহার পৃষ্ঠে দেশান্তরগামীর কর্ম্মের ভার, কাল ও শর্ত্ত সংক্রান্ত ও বেতন সংক্রান্ত যেরূপ বিশেষ বিবরণ ও অন্যান্য যেং বিষয় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দ্দেশ করেন, সেইং বিবরণ ও বিষয় লেখা থাকিবে।

চুক্তিপত্রের তিনং খণ্ড লইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহার কথা।

৩৭ ধারা। করারপত্র সম্পাদিত ও সাক্ষ্যযুক্ত হইলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত তাহার এক খণ্ড মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইবে, আর এক খণ্ড দেশান্তরগামিকে দেওয়া যাইবে, এবং তৃতীয় খণ্ড রক্ষক সাহেব রাখিবেন, কিম্বা তাঁহার নিকট রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ পাঠাইয়া দিবেন।

করারপত্র প্রস্তুত করণের ফীর কথা।

৩৮ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে ফী নির্দ্দেশ করেন, এই অধ্যায়মতে প্রত্যেক করারপত্র প্রস্তুত করণের নিমিত্ত মজুরসংগ্রাহক কিম্বা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট সেই ফী দিবেন।

কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে এরূপ জ্ঞাপনপত্রের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, এই ধারামতে যে ফী দিতে হয়, তাহা সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানে ৭৩ ধারামতে দেয় ফীর সহিত একত্র করিয়া লওয়া যাইবে।

ষোল বৎসরাধিক বয়ঃপ্রাপ্তব্যক্তিদের করারপত্র করিতে পারিবার কথা।

৩৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনে তাহার বিরুদ্ধ কথা থাকিলেও, যে কোন স্থানে যাওয়া আইনসিদ্ধ সেই স্থানে গমনার্থ ষোল বৎসর বা তদধিক বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মতে করারপত্র করিতে পারিবেন।

[illegible]

৪০ ধারা। যে কোন ব্যক্তি দেশান্তরগমনার্থ করার করেন, তিনি ষোল বৎসরের কম ও দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবক হইলে, ঐ শিশুকে [illegible] দেশান্তরগমনার্থে আবদ্ধ করিয়া তাহার [illegible] এই আইনের বিধানমতে করার [illegible] পারিবেন।

[illegible] অধ্যায়।

[illegible] আড্ডাবিষয়ক বিধি।

[illegible]

৪১ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট যে বন্দরের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরে তিনি দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার উপযুক্ত এক আড্ডা স্থাপন করিবেন। তিনি [illegible] এজেন্ট [illegible] দেশে যাইবার উদ্দেশে [illegible] উঠিবার পূর্ব্বে তাহারা সেই আড্ডায় থাকিবে এবং ঐ আড্ডায় থাকিবার সময়ে তাহাদের সকলের [illegible] তাঁহার যোগাইতে হইবে।

৪২ ধারা। (১) দেশান্তরগামিদের রক্ষক এবং দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক পূর্ব্বধারামতে স্থাপিত আড্ডা দেখিয়া তাহা ভাল না বলিলে, এবং উক্ত রক্ষক তাহা ব্যবহার করিবার অনুমতিপত্র না দিলে, দেশান্তরগামিদিগকে লইয়া রাখিবার নিমিত্ত ঐ আড্ডা ব্যবহার করা যাইবে না।

আড্ডার অনুমতিপত্র দিবার কথা।

(২) এই ধারামত অনুমতিপত্র যে তারিখে হইতে চলে, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত দেওয়া যাইবে না।

(৩) দেশান্তরগামীদের রক্ষক,

(ক) যে আড্ডার নিমিত্ত এই ধারামত অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা অস্বাস্থ্যজনক, কিম্বা যে অভিপ্রায়ে স্থাপিত হইয়াছে তজ্জন্য কোন প্রকারে অনুপযুক্ত হইয়াছে জ্ঞান করিলে, কিম্বা

(খ) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট যুক্তিসিদ্ধ নোটিস পাইলে পর এই আইনের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির আদেশ পালন না করিলে, উক্ত রক্ষক যে কোন সময়ে সেই অনুমতিপত্র রহিত করিতে পারিবেন।

৪৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের প্রত্যেক রক্ষক এবং দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক সেই বন্দরের রক্ষক ও চিকিৎসক হন. সেই বন্দরের উক্ত সকল আড্ডাতে দেশান্তরগামি ব্যক্তিদিগকে রাখা গেলে, তাঁহারা সময়ের ও সপ্তাহের মধ্যে অন্যুন একবার তাহাদিগকে দৃষ্টি করিবেন এবং আড্ডা [illegible] দেশান্তরগামি [illegible] আছে ও তাহাদের যেরূপ আহার ও বস্ত্র [illegible] যায় ও প্রকারান্তরে তাহাদের যেরূপ প্রয়োজন সাধনও রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া থাকে এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন।

রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের দ্বারা আড্ডা দর্শনের কথা।

৪৪ ধারা। আড্ডা যে কার্য্যের নিমিত্ত করা গেল সেই কার্য্যের উপযুক্ত নহে কিম্বা তন্মধ্যে যে দেশান্তরগামিরা থাকে তাহাদের প্রতি অমনোযোগ বা অত্যাচার হইয়া থাকে, পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক কোন প্রকারে দ্বারা ইহা জানিতে পাইলে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের নিকটে তাহার রিপোর্ট করিবেন।

পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে রিপোর্ট করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৫ ধারা। (১) যে রোগ দ্বারা নিকটস্থ লোকদের রোগ জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে কোন দেশান্তরগামি ব্যক্তির এমত কোন রোগ হইলে, পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে তাহাকে পৃথক রাখিবার কিম্বা অন্য কোন [illegible] করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দেশান্তরগামির রোগ হইলে তাহার চিকিৎসার কথা।

(২) পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে সেই পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা হইবার জন্যে তাহাকে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে উপযুক্ত হাস্পাতালে পাঠাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং উক্ত হাস্পাতালে তাহাকে সেই যাহাতে চিকিৎসা করিবার খরচ বলিয়া দেশান্তরগামিদের রক্ষক কোন খরচ করিলে, খরচ করিবার তারিখ অবধি বৎসরে শতকরা ছয় টাকা হিসাবে সুদ সমেত দেশান্তরগামিদের রক্ষক ঐ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদিগকে জাহাজে লইয়া যাইবার ও পঁহুছিলে কার্য্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু ব্যক্তিকে দেশান্তরগমন বলিয়া এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা না গেলে, কোন মজুরসংগ্রাহক তাহাকে কোন আড্ডায় লইয়া যাইবে না বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা তাহাকে কোন আড্ডায় যাইতে প্রবৃত্তি দিবে না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করেন তাহাকে সেই মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থান ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিবে না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, অথবা তাহাকে কোন আড্ডায় যাইতে বা উক্তরূপ স্থান ত্যাগ করিতে সাহায্য করিবে না।

রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে স্থানান্তর না করিবার কথা।

৪৭ ধারা। (১) দেশান্তরগামি কোন ব্যক্তিকে এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা গেলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় যে এজেন্টের প্রার্থনাক্রমে মজুরসংগ্রাহককে অনুমতিপত্র দেওয়া যায় সেই এজেন্ট জাহাজে উঠিবার বন্দরে যে আড্ডা স্থাপন করিয়া থাকেন, সেই আড্ডায় তাহাকে সুবিধামতে ত্বরায় মজুরসংগ্রাহক বা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট কিম্বা তাঁহাদের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি লইয়া যাইবেন।

দেশান্তরগামিকে আড্ডায় লইয়া যাইবার কথা।

(২) [illegible] পঁহুছিবার [illegible] কোন স্থানে কোন দেশান্তরগামিকে রেজিষ্টরী করা গেলে, আড্ডায় যাইবার সময়ে মজুরসংগ্রাহক তাহার সঙ্গে আপনি [illegible] যাইবেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মতিক্রমে ঐ মজুরসংগ্রাহকের নিযুক্ত কোন উপযুক্ত [illegible]।

(৩) [illegible] যাইবার সময়ে [illegible] নিযুক্ত হইয়াছে [illegible] এই সকল [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] দিবেন।

রাস্তায় পীড়াদি [illegible] করিয়া [illegible] নিযুক্ত [illegible]

(৪) ঐ [illegible] নিযুক্ত ব্যক্তি [illegible] দেশান্তরগামিদিগকে উপযুক্ত ও প্রচুর [illegible] দিবেন।

সমস্ত [illegible] আহারের ও [illegible]

৪৮ ধারা। [illegible] দেশান্তরগামী ব্যক্তি আড্ডায় পঁহুছিলে [illegible] আড্ডার [illegible] দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নিকট তাহার পঁহুছিবার সংবাদ দিবেন এবং সেই এজেন্ট দেশান্তরগামিদের রক্ষককে সংবাদ দিবেন।

আড্ডায় পঁহুছিলে সংবাদ দিতে হইবার কথা।

ঘিশঘণ্টা পর্য্যন্ত সেই আজ্ঞানুসারে টাকা না দেওয়াতে রক্ষক ঐ ধারামতে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতিআপনার নিকট যে টাকা দিবার আজ্ঞা করেন, সেই টাকা দিবার তারিখ অবধি তাহা বৎসর শতকরা ছয় টাকা হিসাবে সুদসমেত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) রক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা দেন, এবং দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট চব্বিশ ঘণ্টাপর্য্যন্ত সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করেন নাই, এইরূপ কোন মোকদ্দমায় কোন আদালতে ইহার অতিরিক্ত প্রমাণ দিবার প্রয়োজন হইবে না।

---

৯ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ বিষয়ক বিধি।

দেশান্তরগামীমজুরদের জাহাজের কাপ্তানের অনুমতিপত্র লইতে হইবার কথা।

৫৪ ধারা। কোন জাহাজে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র না পাইলে, সেই জাহাজে দেশান্তরগামী কোন মজুরকে লওয়া যাইতে পারিবে না।

অনুমতিপত্র পাইবার প্রার্থনার কথা।

৫৫ ধারা। (১) কোন জাহাজের কাপ্তান বা স্বামী সেই জাহাজে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র পাইতে চাহিলে, সেই অনুমতিপত্র পাইবার প্রার্থনা লিখিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষকের দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে দিবেন।

(২) স্থানসম্বন্ধীয় এই অধ্যায়ের বিধিমতে প্রার্থক ঐ জাহাজে যত দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা এবং ঐ জাহাজে যত বোঝাই ধরে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং তাহার সম্বন্ধীয় অন্যান্য যে বৃত্তান্ত এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দ্দেশ করেন তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রে লিখিতে হইবে।

জাহাজ পরীক্ষা করিয়া অনুমতিপত্র দিবার কথা।

৫৬ ধারা। (১) জাহাজ সমুদ্রে যাইবার উপযুক্ত কি না এবং তাহাতে দেশান্তরগামী মজুরদের থাকিবার কি প্রকারের কত স্থান আছে ও জাহাজে বায়ুসঞ্চালনের সদুপায় আছে কি না ও তাহাতে অভিপ্রেত জলযাত্রার উপযোগী রসারসী ও সজ্জা ও সরঞ্জাম আছে কি না ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দেশান্তরগামীদের রক্ষক কাপ্তানের বা স্বামীর খরচে উপযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা ঐ জাহাজের পরীক্ষা করাইবেন।

(২) যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন যে ঐ জাহাজ এই আইনমতে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার সর্ব্বোতোভাবে উপযুক্ত ও তাহাতে উপযুক্তরূপ মল্লা ও কর্ম্মচারী আছে, তবে জাহাজে যত জন দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লওয়া যাইতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে অর্থাৎ কাপ্তানকে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র দিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।].

দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজে থাকিবার যে স্থান দিতে হইবে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। (১) (ক) জাহাজের দুই তুতকের মধ্যস্থানে কিম্বা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের অনুমোদনাধীনে উপরের তুতকে কুঠরীতে কেবল দেশান্তরগামীদের ব্যবহারার্থ সর্ব্বাংশে ছয় ফুটের অন্যূন উচ্চতাবিশিষ্ট স্থান নিরূপণ করা না গেলে;

(খ) হাঁস্পাতালস্বরূপ একটি স্বতন্ত্র স্থান সজ্জিত করা না গেলে; এবং

(গ) এই আইনমতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধিপ্রণয়ন করিয়া সময়েং যেরূপ বন্দোবস্তের আদেশ দেন, দেশান্তরগামী অন্য মজুরদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার সেইরূপ বন্দোবস্ত করা না গেলে;

পূর্ব্বধারামত কোন অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবে না।

(২) এই ধারার (ক) প্রকরণে উপর তুতকে যে কুঠরীর বিধান আছে, তাহা দৃঢ়রূপে আঁটা ও সম্পূর্ণরূপে আবৃত থাকিবে।

ঐ জাহাজে স্থানসম্বন্ধীয় বিধির কথা।

৫৮ ধারা। পূর্ব্ব ধারার (ক) প্রকরণে যে স্থানের উল্লেখ আছে, প্রত্যেক জাহাজে সেই স্থানে প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীর নিমিত্ত অন্যূন ১২ বর্গফুট ও ৭২ ঘনফুট স্থান থাকিবে।

কিন্তু দশবৎসরের কম বয়সের দেশান্তরগামী দুই ব্যক্তি এই ধারার কার্য্য পক্ষে কেবল এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

আহারীয় দ্রব্য, কাপড়, জ্বালানীকাষ্ঠাদি ও জলের কথা।

৫৯ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে বন্দরে জাহাজে উঠিবে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের জাহাজ ছাড়িবার সময় জাহাজের অধ্যক্ষের ও কর্ম্মচারিদের ও মল্লাদের এবং কুঠরীতে ও অন্য স্থানে আরোহী থাকিলে তাহাদের আহারাদির নিমিত্ত যেং দ্রব্য জাহাজে লওয়া যায় তদ্ভিন্ন ও তদতিরিক্ত উক্ত দেশান্তরগামী মজুরদের আহারীয় দ্রব্য, কাপড়, জ্বালানীকাষ্ঠ ও জল লইতে হইবে। এই আইনমতে সময়েং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত বিধিতে যে পরিমাণের ও যে প্রকারের ও যে গুণের দ্রব্যাদি নির্দ্দিষ্ট থাকে, ঐ দ্রব্যাদি সেই পরিমাণের, সেই প্রকারের ও সেই গুণের হইবে।

চিকিৎসক, চাকর, ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রীর কথা।

৬০ ধারা। যে বন্দরে দেশান্তরগামী মজুরেরা জাহাজে চড়ে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামিদের জাহাজ ছাড়িবার সময়ে উক্তরূপ প্রত্যেক জাহাজে একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকিবেন ও গমন করিবেন; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে সময়েং যেরূপ নির্দ্দেশ করেন, চিকিৎসকের অধীন তদ্রূপ কম্পাউণ্ডার, দোভাষী ও চাকর ও তদ্রূপ পরিমাণের ও গুণের তদ্রূপ ঔষধ ও অন্য সামগ্রী থাকিবে।

পূর্ব্ব দুই ধারা প্রবল করণ সম্বন্ধে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬১ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার সমুদয় বিধানমতে কার্য্য করা হয়, দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের স্বয়ং ইহা দেখিতে হইবে।

দেশান্তরগামীদের জাহাজের কাপ্তানের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার কথা।

৬২ ধারা। (১) এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত প্রত্যেক জন কাপ্তান দেশান্তরগামীদের রক্ষকের আদেশ হইলে ও জাহাজে দেশান্তরগামী কোন মজুরের উঠিবার পূর্ব্বে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন সেই পাঠে ঐ রক্ষকের নিকট দুই প্রস্থ নিবন্ধপত্রে স্বাক্ষর করিবেন; তাহাতে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে এই আইনের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির আদেশমতে তিনি ও জাহাজের স্বামী কর্ম্ম না করিলে তাঁহারা দশ সহস্র টাকা দণ্ড দিবেন।

(২) দেশান্তরগামীদের রক্ষক দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের গবর্ণমেণ্টের এতদর্থে নিযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট ঐ নিবন্ধপত্রের এক প্রস্থ, (কিম্বা ভিন্নদেশের উপনিবেশ হইলে ঐ উপনিবেশস্থ ব্রিটিষ কন্সলার এজেণ্টের নিকট এক প্রস্থ) ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রস্থ প্রেরণ করিবেন।

---

১০ অধ্যায়

জাহাজে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

পঁহুছিলে জাহাজে উঠিবার সময়ের কথা।

৬৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের রক্ষকের অনুমতি না পাইলে, কোন দেশান্তরগামী মজুর আড্ডায় পঁহুছিবার তারিখ অবধি যাবৎ সাতদিন গত না হয় তাবৎ জাহাজে উঠিবে না।

যে সময়ে মজুরেরা জাহাজ ভারতের হইতে যাত্রা করিতে পারে তাহার কথা।

৬৪ ধারা। (১) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুরদের কোন জাহাজ

(ক) মান্যবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে যে কাল মধ্যে সাধারণতঃ দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজের কিম্বা উক্ত জাহাজ যে শ্রেণীর হয় সেই শ্রেণীর জাহাজের উত্তমাশা অন্তরীপের পশ্চিম দিকস্থ কোন দেশে যাওয়া যাই নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই কাল ছাড়া ঐ দেশে যাইবে না।

(২) মান্যবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে কাল মধ্যে কোন দেশে মজুরদের জাহাজের যাত্রা করা নিষেধ করেন, সেই কাল মধ্যে ঐ দেশে যাত্রা করিবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

দেশান্তরগামী মজুর জাহাজে উঠিতে অস্বীকার করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট দেশান্তরগামী কোন মজুরকে জাহাজে উঠিতে আদেশ করিলে যদি সেই ব্যক্তি উপযুক্ত হেতু না থাকিলেও জাহাজে উঠিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে বলপূর্ব্বক ঐ মজুরকে জাহাজে উঠান আইনসিদ্ধ নহে; কিন্তু উক্তরূপ অস্বীকার বা উপেক্ষা করণ বশতঃ বা তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইনমতে ঐ মজুরের যে দায় বর্ত্তে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইবে না।

মজুরদের নির্ঘণ্টপত্র ও ছাড়পত্র দিবার কথা।

৬৬ ধারা। (১) দেশান্তরগামী মজুরেরা জাহাজে উঠিতে উদ্যত হইলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে ঐ ব্যক্তিদের নির্ঘণ্টপত্রের চারিপ্রস্থ দিবেন; তন্মধ্যে তাহাদের নাম ও বয়স ও ব্যবসায় ও তাহাদের পিতার নাম সাধ্যমত যথার্থরূপে লেখা থাকিবে।

(২) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের স্বাক্ষরিত ও রক্ষকের ক্রোড় স্বাক্ষরযুক্ত ছাড়পত্র কোন মজুরের না থাকিলে এবং ঐ ছাড়পত্রে তাহার নাম ও বয়স ও পিতার নাম ও যে দেশে সে যাইতে করার করিয়াছে সেই দেশের উল্লেখ না থাকিলে এবং সে ঐ দেশে যাত্রা করিবার উপযুক্ত সুস্থ অবস্থায় আছে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট না থাকিলে, জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ মজুরকে জাহাজে লইবেন না।

(৩) দেশান্তরগামী প্রত্যেক মজুর জাহাজে উঠিলে ঐ ছাড়পত্র জাহাজের অধ্যক্ষকে দিবে।

(৪) দেশান্তরগামী যে মজুরেরা জাহাজে উঠে জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাদিগকেও তাহারা যে ছাড়পত্র দেয় তাহা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের নির্ঘণ্টপত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। ঐ নির্ঘণ্টপত্র শুদ্ধ দৃষ্ট হইলে ও ছাড়পত্রের ও জাহাজারোহী মজুরদের সঙ্গে মিলিলে, জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ নির্ঘণ্টের চারিপ্রস্থে স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) দেশান্তরগামী যে কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের নিকট আপন ছাড়পত্র দেয় নাই, কিম্বা যাহার নাম নির্ঘণ্টপত্রে নাই, অধ্যক্ষ তাহাকে জাহাজে থাকিতে দিবেন না।

অধ্যক্ষের রক্ষককে নির্ঘণ্টের দুই প্রস্থ দিবার এবং তাহা লইয়া কার্য্য হইবার কথা।

৬৭ ধারা। (১) ঐ নির্ঘণ্টের সকল প্রস্থ স্বাক্ষরিত হইলে পর জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তরগামীদের রক্ষককে দুই প্রস্থ দিবেন; তিনি তাহা পরিশুদ্ধ জ্ঞান করিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(২) মজুরেরা যে দেশে যাইবার চুক্তি করিয়াছে, সেই দেশের গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, মজুরদের জাহাজ দ্বারা সেই কার্য্যকারকের নিকট কিম্বা ভিন্নদেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিষ কন্সলার এজেণ্টের নিকট রক্ষক আপনার স্বাক্ষরিত এক প্রস্থ পাঠাইবেন, এবং অন্য প্রস্থ আপনার আফিসে গাঁথিয়া রাখিবেন।

দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টকে জাহাজের দুই গ্রন্থ দিবার ও তাহা লইয়া কার্য্য হইবার কথা।

৬৮ ধারা। (১) জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টকে নির্ঘণ্টের অবশিষ্ট দুই গ্রন্থ দিবেন।

(২) তাহা হইলে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট ঐ দুই গ্রন্থে স্বাক্ষর করিয়া এক গ্রন্থ জাহাজের অধ্যক্ষকে ফেরত দিবেন।

(৩) মজুরেরা যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে জাহাজ সেই দেশে পঁহুছিলে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের নামিয়া যাইবার পূর্ব্বে জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ দেশের গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন সেই কর্ম্মচারিকে কিম্বা ভিন্ন দেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিষ কন্সলার এজেন্টকে ঐ গ্রন্থ দিবেন।

পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক দ্বারা দেশান্তরগামীদের পরীক্ষা হইবার কথা।

৬৯ ধারা। (১) মজুরেরা যে সময়ে জাহাজে উঠে পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক মজুর যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে শারীরিক স্বাস্থ্য বিবেচনায় সে ঐ দেশে যাত্রা করিবার উপযুক্ত কি না তিনি ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত ঐ মজুরদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং ঐ মজুর উক্তরূপ যাত্রা করিবার উপযুক্ত নহে এরূপ দেখিলে তিনি রক্ষককে জ্ঞাত করিবেন।

(২) তাহা হইলে উক্ত রক্ষক ঐ মজুরকে জাহাজে উঠিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন; এবং রক্ষক দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিকে জাহাজে উঠিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন তাহার পোষ্য বলিয়া রেজিষ্টরী করা কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি কিম্বা তাহার পোষ্য না হইলেও যে তাহার পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী অভিভাবক বা রক্ষিত হয় এরূপ কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, জাহাজে উঠিতে অস্বীকার করিতে পারিবে।

(৩) যে সকল দেশান্তরগামী মজুরদিগকে এই ধারামতে জাহাজে উঠিবার অনুমতি দেওয়া না হয় এবং যাহারা এই ধারামতে জাহাজে উঠিতে অস্বীকার করে তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সম্বন্ধে এই আইনমতে যে খরচ করা যায় সেই খরচ আদায় করণের প্রতি ৫০, ৫১ ও ৫৩ ধারার বিধান খাটিবে।

অধ্যক্ষকে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের দেশান্তরগমনের করারপত্র দিবার কথা।

৭০ ধারা। সমুদয় মজুর জাহাজে উঠিলে পর দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের বা তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ মজুরদের সহিত যে সকল করারপত্র করা হয় এবং এই আইনমতে তাঁহার হস্তে অর্পিত বা তাঁহার নিকটে প্রেরিত হয়, তিনি সেই করারপত্রগুলি জাহাজের অধ্যক্ষকে দিবেন; এবং উক্ত মজুরদিগকে যে দেশে লইয়া যাওয়া হয় তাহারা সেই দেশে পঁহুছিলে ঐ অধ্যক্ষ ঐ করারপত্রগুলি এতদর্থে ঐ স্থানের গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারিকে কিম্বা ভিন্ন দেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিষ কন্সলার এজেন্টকে দিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের সর্টিফিকেটের কথা।

৭১ ধারা। কোন বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার কোন জাহাজ খুলিয়া যাইবার পূর্ব্বে জাহাজের অধ্যক্ষ সেই বন্দরস্থানে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের স্থানে এবং তাহাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে ঐ রক্ষকের ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্বাক্ষরিত পশ্চাল্লিখিত মর্ম্মের সর্টিফিকেট লইবেন। এই আইনের কিম্বা আইনমতে প্রণীত বিধির পূর্ব্বোল্লিখিত বিধানমতে ঐ জাহাজের যাত্রী দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের বিষয়ে ঐ রক্ষকের ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের যে সকল কর্ম্ম করিবার আদেশ আছে উক্ত রক্ষক ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট তাহা করিয়াছেন; এবং এই আইনে ও এই আইনমতে প্রণীত বিধিতে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের নির্ব্বিঘ্নতা, মঙ্গল ও রক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিধান আছে তদনুসারে ঐ জাহাজ সম্বন্ধে কার্য্য করা হইয়াছে।

আইন এবং বিধি জাহাজে রাখিবার কথা।

৭২ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে জাহাজে যায়, সেই জাহাজের অধ্যক্ষ এই আইনের দুই গ্রন্থ এবং এই আইনমতে প্রণীত সমুদয় বিধির দুই গ্রন্থ এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বা যেং ভাষার আদেশ করেন সেই বা সেইং ভাষায় এই আইনের ও বিধির অনুবাদের দুই গ্রন্থ যাত্রার সমুদয় পথ সেই জাহাজে রাখিবেন, এবং দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তি যুক্তিমত কোন সময়ে প্রার্থনা করিলে তাহার পাঠার্থে ঐ আইনাদির বা তদনুবাদের এক গ্রন্থ তাহাকে দেখিতে দিবেন।

যে প্রত্যেক মজুর জাহাজে উঠে তাহার ফীর কথা।

৭৩ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে ফী দিবার আজ্ঞা করেন, দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজে যত মজুর উঠে তাহাদের প্রত্যেক জনের নিমিত্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট দেশান্তরগামীদের রক্ষককে সেই ফী দিবেন।

কিন্তু (ক) দেশান্তরগমন দ্বারা নিয়মাধীন রাখিবার নিমিত্ত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব যেরূপ সেরেস্তা ও তত্ত্বাবধানের আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত যত টাকার প্রয়োজন হয় অনুমানতঃ তাহা অপেক্ষা ঐ ফী হইতে যে আয় হয়, তাহা যেন অধিক না হয়, এই মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব মতে এই ধারানুসারে দেয় ফী এরূপ করিতে হইবেক না।

(খ) কোন দেশ সম্বন্ধে ঐ দেশস্থ ভারতবর্ষীয় মজুরদের রক্ষার্থে বিশেষ কোন সরঞ্জাম রাখা বা বিশেষ কোন খরচ করা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বাঞ্ছনীয় বোধ হইলে, উক্ত সাহেব ঐ মজুরদের সম্বন্ধে দেয় ফী এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন যাহাতে তাঁহার বিবেচনায় ঐ বিশেষ সরঞ্জাম বা বিশেষ খরচের টাকা সঙ্কুলান হয়।

তাঁহার জাহাজে আইন ও বিধি পালিত হয়, কাপ্তানের ইহা দেখিতে হইবার কথা।

৭৪ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত প্রত্যেক কাপ্তান দেখিবেন যে মজুরদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে, সেই দেশে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে যাইবার সময় পথিমধ্যে এই আইনের ও এই আইনমতে প্রণীত বিধির সমুদয় বিধান তাঁহার জাহাজে পালিত হয়।

মজুরকে ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবার কথা।

৭৫ ধারা। দেশান্তরগামী মজুর যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে, সেই দেশে জাহাজ হইতে নামিবার পূর্ব্বে কাপ্তান তাহাকে তাহার ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবেন।

কলিকাতা হইতে যে সকল জাহাজ যায়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

কলিকাতা হইতে গেলে জাহাজে উঠিবার সময়াবধি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ খুলিবার কথা।

৭৬ ধারা। যে জাহাজ দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া কলিকাতা বন্দর হইতে যায়, জাহাজের অধ্যক্ষ সেই জাহাজে দেশান্তরগামীদের প্রথম উঠিবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গার্ডেনরিচ অর্থাৎ মুচীখোলা হইতে জাহাজ খুলিয়া যাইবেন না।

কলিকাতা হইতে গেলে সমুদ্র পর্য্যন্ত জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইবার কথা।

৭৭ ধারা। কোন পাইলবিশিষ্ট জাহাজ দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া কলিকাতা বন্দর যাত্রা করিলে, সেই জাহাজ মুচীখোলা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কার্য্যকারক যে জাহাজ উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এরূপ বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

কলিকাতা হইতে যে জাহাজ ছাড়িয়া যায় সেই জাহাজে রোগে আক্রান্ত দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসকের হাঁস্পাতালে পাঠাইতে পারিবার কথা।

৭৮ ধারা। (১) কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাত্রা করিলে নদীতে যাইবার সময়ে মুচীখোলা ও কলাগাছি এই উভয়ের মধ্যে যদি জাহাজে হাম, স্কার্লেট ফিবর বা বসন্ত দেখা দেয়, তবে জাহাজের অধ্যক্ষ মজুরদের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের আদেশ পাইলে যে সকল মজুর প্রকৃতপক্ষে ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকে ও তাহাদের পোষ্য বলিয়া রেজেষ্টরী করা মজুরদিগকে ও তাহাদের পোষ্য না হইলেও যে কেহ তাহাদের পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী অভিভাবক বা রক্ষিত হয় ও তাহার সঙ্গে যাইতে চাহে, তাহাদিগকে কলাগাছির হাঁস্পাতালে পাঠাইবেন এবং ঐরূপে যতজন মজুরকে হাঁস্পাতালে পাঠান যায় তাহাদের সংখ্যা ও নাম অবিলম্বে কলিকাতাস্থ দেশান্তরগামী মজুরদের রক্ষককে জানাইবেন।

(২) এই ধারাতে দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে নামাইয়া দেওয়া যায় তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সম্বন্ধে যে খরচ করা যায় সেই খরচ আদায় করণের প্রতি ৫০, ৫১, ও ৫৩ ধারার বিধান যতদূর বর্ত্তিতে পারে বর্ত্তিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ আপ্রিল ।]

ওলাউঠা দেখা দিলে মজুরদের জাহাজের চিকিৎসকের সমুদয় মজুরদিগকে নামাইয়া দিতে পারিবার কথা।

৭৯ ধারা। (১) যে কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যায়, যদি সেই জাহাজের মজুরদের মধ্যে ব্যাপক আকারে ওলাউঠা দেখা দেয়, তবে মজুরদের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক উক্তরূপ সমুদয় মজুরদিগকে কলাগাছীতে নামাইবার নিমিত্ত জাহাজের অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) ঐ অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সেই আদেশ পালন করিবেন এবং তিনি যে তাহা করিয়াছেন ইহার সংবাদ অবিলম্বে কলিকাতাস্থ মজুরদের রক্ষকের নিকট পাঠাইবেন; তাহা হইলে উক্ত রক্ষক মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে সময়ে২ যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

---

১১ অধ্যায়।

বিধি।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৮০ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ এই আইনের সমস্ত পশ্চাল্লিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।—

(ক) এই আইনমতে যে থাকিবার স্থানের বিধান করা যায়, তাহার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থা করিবার বিধি, এবং যে শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা ও পোলীসের কর্ম্মচারীরা ঐ সকল স্থানে যাইয়া পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার বিধি;

(খ) এই আইনমতে যে রেজিষ্টর রাখিতে হইবে, ও তাহাতে যে২ কথা লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দ্দেশ করিবার এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা এতদর্থে এই আইনমতে অন্য কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে, তিনি রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের উপর যেরূপ কর্তৃত্ব করিবেন, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(গ) এই আইনমতে যেরূপ করারপত্র করিতে হইবে ও তাহাতে যে২ কথা থাকিবে, ও যে বা যেং ভাষায় করারপত্র লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দ্দেশ করিবার বিধি;

(ঘ) যেং নিয়মে এই আইনমতে আড্ডাস্থাপনের অনুমতিপত্র দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার বিধি, এবং আড্ডার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থার বিধান করিবার ও দেশান্তরগামী মজুরেরা যখন তথায় থাকে, তাহাদের চিকিৎসার ও তথায় কোন ব্যাপক বা সংক্রামক রোগ হইলে, যেং উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(ঙ) এই আইনের কার্য্যপক্ষে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টেরা ও মজুরসংগ্রাহকেরা যেং পাঠ যোগাইয়া দিবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার বিধি;

(চ) কোন জাহাজের স্বামী বা কাপ্তান আপন জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র পাইবার প্রার্থনা করিলে, তাঁহার যেং কথা লিখিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার বিধি;

(ছ) দেশান্তরগামী পুরুষদের সংখ্যানুসারে যত জন স্ত্রীলোক দেশান্তরগামী মজুরদের সঙ্গে সামান্যতঃ লইয়া যাইতে হইবে, এবং দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজে অন্য যে মজুরেরা থাকে, তাহাদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার যে বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তাহার বিধি;

(জ) দেশান্তরগামীদিগকে যে জাহাজে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যে প্রকারের ও যত ও যে গুণের আহারীয় দ্রব্য, জ্বালানী কাষ্ঠাদি ও জল লইতে হইবে, ও পথিমধ্যে প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীকে প্রতিদিন যত আহারীয় দ্রব্য ও যত জল ও যে প্রকারের যত বস্ত্র দিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ঝ) দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজে যে পীড়িত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরা থাকে, তাহাদের শুশ্রূষার নিমিত্ত চিকিৎসকের অধীনে যতজন কম্পৌণ্ডর, দোভাষী ও চাকর লইয়া যাইতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবার বিধি;

(ঞ) দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে জাহাজে লইয়া যাওয়া হয়, সেই জাহাজে যে প্রকারের যত ও যে গুণের ঔষধাদি দ্রব্য লইতে হইবে, তাহার বিধি;

(ট) জাহাজে মজুরদের গমনকালে সেই জাহাজে বায়ুসঞ্চালনের ও পরিচ্ছন্নতার বিধি ও জাহাজ ভগ্ন হইলে, বা তাহাতে অগ্নি লাগিলে, যত জীবন রক্ষার্থ বয়া, নৌকা, বাল্‌তী ও অন্যান্য যে সরঞ্জাম ব্যবহারার্থ রাখিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ঠ) উত্তমাশা অন্তরীপের পশ্চিম দিকস্থ যে কোন দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয়, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে যে কালমধ্যে তথায় দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ বা বিশেষ শ্রেণীর ঐরূপ জাহাজ যাইতে পারিবে, তাহা নিরূপণ করিবার বিধি;

(ড) ৭৯ ধারামতে যে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে নামাইয়া দেওয়া যায়, তাহাদিগকে লইয়া কি করিতে হইবে, ইহার বিধি;

(ঢ) জাহাজে যাইতে২ দেশান্তরগামী মজুরদের চিকিৎসার যেরূপ বিধান করিতে হইবে, ও পথিমধ্যে কোন ব্যাপক বা সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইলে, যে২ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ণ) দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজে দেশান্তরগামীদের স্বাস্থ্যের বিবরণঘটিত ও চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তিদের যেরূপ চিকিৎসা করেন তাহার ও যাহারা মরে তাহাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণের সম্পূর্ণ বিবরণঘটিত যে রোজনামা চিকিৎসকের লিখিয়া রাখিতে হইবে, তাহার বিধি; এবং যে মজুরদিগকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করিবার বিধি;

(ত) এই আইনমতে গবর্নমেণ্ট ভিন্ন২ যে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও নিয়মন করিবার বিধি; এবং

(থ) সাধারণতঃ দেশান্তরগামীদের নির্ব্বিঘ্নতা, মঙ্গল ও রক্ষার জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহার বিধান করিবার বিধি।

কিন্তু এই ধারার (ছ) প্রকরণমতে প্রণীত বিধিতে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, স্থানীয় গবর্নমেণ্ট বিশেষ স্থলে মজুরদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজে সামান্যতঃ যে পরিমাণ স্ত্রীলোক লইয়া যাইতে হয়, তাহা লইয়া না গেলেও ঐ জাহাজ ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর যে কোন সময় সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা যাইতে পারিবে; কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা এই আইন প্রচলিত না হইলে, ফলবৎ হইবে না।

পাণ্ডুলেখ্য ও বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

৮১ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পূর্ব্ব ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তিদের স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের অবগতি নিমিত্ত তাঁহার বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে উক্ত বিধির পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিবেন।

(২) ঐ পাণ্ডুলেখ্যের সহিত এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাইবে। যে তারিখে বা যে তারিখের পর পাণ্ডুলেখ্য বিবেচনা করা যাইবে, ঐ বিজ্ঞাপনে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে পাণ্ডুলেখ্যসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে; এবং উক্ত ধারামতে প্রণীত বলিয়া কোন বিধি ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, তাহাই ঐ বিধি নিয়মিতরূপে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

---

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

বে-আইনী মজুর সংগ্রহ করিবার কথা।

৮২ ধারা। (১) কেহ এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির বিধানসম্মত প্রণালী অবলম্বন না করিয়া

(ক) যদি ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আবদ্ধ করিবার কোন করারপত্র করে বা করিবার উদ্যোগ করে; কিম্বা

(খ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থানত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দেয় বা প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করে বা প্রকারান্তরে দেশান্তরগামী মজুরদের সংগ্রাহকস্বরূপ কার্য্য করে বা নিযুক্ত থাকে; কিম্বা

(গ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগামী মজুরস্বরূপ রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্ত কিম্বা মজুরস্বরূপ তাহাকে রেজিষ্টরী করা গেলে পর এবং জাহাজে উঠিবার বন্দরস্থ আড্ডায় তাহার যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহাকে কোন স্থানে কিম্বা, মজুরসংগ্রাহক হইয়া, এই আইন অনুসারে বা এই আইনমতে প্রণীত বিধি অনুসারে যে থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করা গিয়াছে সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যদি গ্রহণ করে বা আটক করিয়া রাখে,

তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

(২) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি এই ধারামত কোন অপরাধ করিলে, পোলীসের কোন কর্ম্মচারী ওয়ারেন্ট বিনা তাহাকে ধরিতে পারিবেন।

যে মজুরদিগকে রেজিষ্টরী করা হয় নাই মজুরসংগ্রাহক তাহাদিগকে আড্ডায় লইয়া গেলে তাহার কথা।

৮৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক হইয়া,

(ক) দেশান্তর গমনেচ্ছু কোন মজুর দেশান্তরগামী বলিয়া রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে যদি তাহাকে কোন আড্ডায় লইয়া যায় বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মজুর সংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহার এলাকা ছাড়িয়া যাইতে তাহাকে প্রবৃত্তি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে বা ঐরূপ এলাকা ছাড়িয়া যাইতে ব কোন আড্ডায় যাইতে তাহাকে সাহায্য করে বা করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরে যাইতে আহ্বান করে, তাহাকে যদি ২৬ ধারামতে যে বর্ণনাপত্র পাইয়াছে তাহার যথার্থ প্রতিলিপি না দেয়, কিম্বা

(গ) যে কোন মজুরকে সে করারবদ্ধ করিয়াছে এবং যাহাকে জাহাজে চড়িবার বন্দরের বাহিরে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে যদি আড্ডায় লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে তাহাকে উপযুক্ত থাকিবার স্থান বা আহারীয় দ্রব্য না দেয় বা প্রকারান্তরে তাহার প্রতি কুব্যবহার করে, তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

প্রতারণাপূর্ব্বক এদেশীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনের প্রবৃত্তি দিলে তাহার কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি মাদক দ্রব্য দ্বারা কিম্বা বলপ্রয়োগ বা প্রতারণা দ্বারা ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তর গমন করিতে বা দেশান্তরগমনের চুক্তিপত্র করিতে বা দেশান্তর গমনার্থ কোন স্থান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিলে বা প্রবৃত্তি দিলে বা বাধ্য করিবার বা প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করিলে, তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া মিথ্যা বর্ণনা করিলে তাহার কথা।

৮৫ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া মজুর জুটাইবার কার্য্যে আপনার বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য করিবার নিমিত্ত পোলীসকে কোন লিখিত আজ্ঞা দিলে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের জন্য সেই মজুরদের প্রয়োজন কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই মজুরদের সহিত করারপত্র হইবে এরূপ মিথ্যা উক্তি করিলে, তাহার ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইলে তাহার কথা।

৮৬ ধারা। (ক) দেশান্তরগামী কোন মজুর সম্বন্ধে এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির যেং বিধান খাটে সে তাহা পালন না করিলে কোন জাহাজের অধ্যক্ষ জানিয়া শুনিয়া যদি তাহাকে আপন জাহাজে লয়,

(খ) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত না হইয়া জানিয়া শুনিয়া যদি আপন জাহাজে কোন দেশান্তরগামী মজুরকে লয়, কিম্বা

(গ) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনার অনুমতিপত্রে যতজন লেখা থাকে যদি তত জনের অতিরিক্ত কোন মজুরকে জানিয়া শুনিয়া আপনার জাহাজে লয়,

তবে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা ঐরূপ প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে; এবং ঐ জাহাজ, উহার রসারসী, সজ্জা ও সরঞ্জাম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, যে আদালতে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের বিচার হয় সেই আদালত এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ প্রতারণাঘটিত কোন কার্য্য করিলে তাহার কথা।

৮৭ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন জাহাজের অধ্যক্ষ যদি প্রতারণাপূর্ব্বক এরূপ কোন কার্য্য বা বিষয় করেন বা করিতে দেন যাহাতে ঐ অনুমতিপত্র যে জাহাজাদি সংক্রান্ত হয় সেই জাহাজাদির পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুপযোগী হইয়া পড়ে, তবে তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে;

এবং তিনি ৬২ ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া থাকেন, সেই পত্রের মূলে তাঁহার নামে মোকদ্দমাও উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আইনের আদেশ পালন না করিয়া জাহাজ খুলিয়া যাইবার কথা।

৮৮ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে জাহাজে লইয়া যাওয়া হয়, সেই জাহাজ সম্বন্ধে ৫৭, ৫৯, বা ৬০ ধারার কোন বিধান পালিত হইয়া না থাকিলে যদি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ উক্ত জাহাজ বাহিরে খুলিয়া লইয়া যান বা যাইবার উদ্যোগ করেন, তবে তাঁহার চারি হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

জাহাজের অধ্যক্ষ নির্ঘণ্ট ও ছাড়পত্র সম্বন্ধীয় বিধানমতে কার্য্য না করিলে তাহার কথা।

৮৯ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপনার জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে ৬৬, ৬৭ ও ৬৮ ধারার আদেশমতে কার্য্য না করিলে, ঐরূপে যে প্রত্যেক দেশান্তরগামী মজুরকে জাহাজে লওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত ঐ অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

নির্ঘণ্টে দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিদের নাম লেখা না থাকে জাহাজ খুলিয়া যাইবার পর অধ্যক্ষ তাহাদিগকে জাহাজে লইলে তাহার কথা।

৯০ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপনার জাহাজ খুলিয়া ৬৬ ধারার লিখিত নির্ঘণ্টে যাহার নাম লেখা নাই বা ঐ ধারার আদেশমত ছাড়পত্র যে পায় নাই এরূপ কোন দেশান্তরগামী মজুরকে জাহাজে লইলে, ঐরূপে গৃহীত প্রত্যেক জন মজুরের নিমিত্ত তাঁহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

অধ্যক্ষ নির্দিষ্ট দেশ ছাড়া অন্যত্র মজুরকে নামাইয়া দিলে তাহার কথা।

৯১ ধারা। দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্ট যে দেশের নিমিত্ত কোন দেশান্তরগামী মজুরকে জাহাজে উঠাইয়া দিয়াছেন, জাহাজের অধ্যক্ষ সেই দেশ ভিন্ন অন্য দেশে ঐ মজুরকে নামাইয়া দিলে, যদি বায়ুর প্রবলতা বা অনিবার্য্য দুর্ঘটনা বশতঃ ঐরূপ নামান না হইয়া থাকে কিম্বা ৭৮ বা ৭৯ ধারার বিধানমতে ঐ নামান না ঘটিয়া থাকে, তবে তদ্রূপ প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত জাহাজের অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার বিধান না মানিলে তাহার কথা।

৯২ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া পাইলবিশিষ্ট কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে যাত্রা করিলে, যদি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ

(ক) ৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপন জাহাজ লইয়া মুচীখোলা হইতে চলিয়া না যান, কিম্বা

(খ) যুক্তিমত হেতু না থাকিলেও ৭৭ ধারার উল্লিখিত বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানাইয়া না লইয়া মুচীখোলা হইতে সমুদ্রের দিকে আপন জাহাজ চালান বা যাইতে দেন;

তবে তাঁহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

দেশান্তরগামী মজুর পলাইলে বা আড্ডায় যাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৯৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদি আড্ডায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে পলায়ন করে কিম্বা যুক্তিমত কারণ বিনা আড্ডায় যাইতে অস্বীকার করে, তবে তাহার বিশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার সহিত করারপত্র করিয়া তাহাকে রেজিষ্টরী করিতে ও আড্ডায় লইয়া যাইতে যে খরচ পড়ে সেই পরিমাণ অর্থদণ্ড, এই দুই দণ্ডের যেটি গুরুতর হয় সেই দণ্ড হইবে এবং ঐ অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া না গেলে এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা মজুরসংগ্রাহক ঐ খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে যে অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে বা মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে পারিবে।

দেশান্তরগামী মজুর আড্ডা হইতে পলাইলে বা জাহাজে না উঠিলে তাহার কথা।

৯৪ ধারা। কোন দেশান্তরগামী মজুর যদি

(ক) আড্ডা হইতে পলায়, কিম্বা

(খ) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের আদেশ পাইলে যুক্তিমত কারণ বিনা জাহাজে উঠিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে,

তবে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার সহিত করারপত্র করিয়া তাহাকে রেজিষ্টরী করিতে ও আড্ডায় লইয়া যাইতে ও সেখানে তাহার ভরণপোষণ করিতে যত টাকা খরচ হয় সেই টাকার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা মজুরসংগ্রাহক ঐ খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে যে অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে বা মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া মজুরকে জাহাজে উঠাইলে বা উঠিতে দিলে তাহার কথা।

৯৫ ধারা। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন ব্যক্তি কোন দেশান্তরগামী মজুরকে জাহাজে উঠাইয়া দিলে কিম্বা কোন জাহাজের অধ্যক্ষ জানিয়া শুনিয়া উঠিতে দিলে, তদ্রূপ যতজন মজুর জাহাজে উঠে তাহাদের প্রত্যেক জনের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির বা অধ্যক্ষের দুইশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

অভিযোগ উপস্থিত করিবার কথা।

৯৬ ধারা। (১) ৮৬ অবধি ৯৫ ধারা পর্য্যন্ত ধারামত অভিযোগ নিম্নলিখিত প্রকারে উপস্থিত করা না গেলে করা যাইবে না, অর্থাৎ,

(ক) ৮৬ অবধি ৯২ পর্য্যন্ত ধারামত অভিযোগ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা দেশান্তরগামিদের রক্ষক বা তদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারীদ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

(খ) ৯৩ ধারামত অভিযোগ কোন মাজিষ্ট্রেট বা রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা কিম্বা জাহাজে চড়িবার বন্দরস্থ দেশান্তরগামিদের রক্ষকদ্বারা কিম্বা তাঁহাদের কাহার অনুমতিক্রমে উপস্থিত করা যাইবে।

(গ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ রক্ষকের অনুমতিক্রমে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

(ঘ) ৯৫ ধারামত অভিযোগ দেশান্তরগামীদের রক্ষক দ্বারা কিম্বা তদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

পলায়নের অভিযোগ হইলে, প্রতিবাদের কথা।

৯৭ ধারা। ৯৩ ও ৯৪ ধারামতে অভিযোগ হইলে, নিম্নলিখিত কথা যথাক্রমে উৎকৃষ্ট উত্তর হইবে, যথা,

(ক) ৯৩ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ মজুর সংগ্রাহক বা তৎকর্ত্তৃত্বাধীন কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কিম্বা তৎসঙ্গী অন্য দেশান্তরগামীদের প্রতি কুব্যবহার, প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা করিয়াছে;

(খ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ, আড্ডায় থাকিবার বা তথায় যাইবার সময়ে পথিমধ্যে দেশান্তরগামী মজুরের প্রতি কুব্যবহার বা তাচ্ছিল্য করা হইয়াছে।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে কষ্টমের কার্য্যকারকদের জাহাজাদি তলাশ করিতে ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

৯৮ ধারা। জাহাজে মাসুলচুরি নিবারণার্থ সামুদ্রিক কষ্টমের কার্য্যকারকদের প্রতি আইনক্রমে জাহাজাদি তলাশ করিবার বা আটক করিয়া রাখিবার কিম্বা অন্য প্রকারে বাধ্য করিবার যে সকল ক্ষমতা অর্পিত থাকে, এই আইনবিরুদ্ধ অপরাধ নিবারণার্থ ঐ কার্য্যকারকেরা সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন

---

১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৯৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েহ নামোল্লেখ বা পদোপলক্ষে যে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানসীমার মধ্যে এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০০ ধারা। (১) কোন মজুরের সহিত যে করারপত্র করা যায় তদুৎপন্ন কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিম্বা এই আইনের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন নাই বলিয়া দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় কোন এজেন্টের নামে অভিযোগ হইতে পারিলে, দেশান্তরগামীদের রক্ষক উচিত বোধ করিলে ঐ কর্ম্ম না করাতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার নিমিত্ত ঐ মজুরের পক্ষে উক্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করায় দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।

(২) এইধারামত ক্ষতিপূরণ দিবার সময়, ৫০ ও ৫২ ধারামতে যে সকল টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, তৎসমুদয় বিবেচনাধীনে লইতে হইবে।

১০১ ধারা। (১) যে কোন বন্দর হইতে যে কোন দেশে গমন যৎকালে আইনসিদ্ধ হয় সেই বন্দর হইতে সেই দেশে যাইতে পাইলবিশিষ্ট জাহাজের ও বাষ্পীয় জাহাজের সম্ভাবিত যতকাল এই আইনের কার্য্যপক্ষে লাগিবে বলিয়া ধরা যাইবে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে যে যাত্রায় সম্ভবতঃ যতকাল লাগিবে তাহা নিরূপণ করিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

(২) এই ধারামতে প্রকারান্তরে নিরূপিত না হইলে, এই আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত বন্দর সকল হইতে ঐ তফসীলের লিখিত দেশে যাইতে পাইলবিশিষ্ট জাহাজের সম্ভাবিত যত কাল লাগিবে, ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কালকেই সেই কাল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১০২ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট গমন বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমস্ত বা কোন স্থানে চলাইতে পারিবেন।

ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টের নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজ্যে মজুরদের যাইবার কথা।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া ইহাও প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টের সান্নিহিত স্বাধীন দেশীয় সমস্ত বা কোন রাজ্য উক্ত সেটলমেণ্টে মজুরদের গমনসম্পর্কীয় কোন আইনের কার্য্য পক্ষে উক্ত সেটলমেণ্টের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) *(২) প্রকরণমতে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের তারিখ অবধি উক্ত বিজ্ঞাপনে যে বা যে২ দেশীয় রাজ্যের উল্লেখ থাকে, তথায় মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার করারপত্রক্রমে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি যায় সে এই আইনের মর্ম্মানুসারে দেশান্তর গমন করে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

১০৩ ধারা। (ক) গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড সম্মিলিত সংযুক্ত রাজ্যের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত ফরাশীদের সম্রাটের যে সন্ধিপত্র ১৮৬১ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখে পারিস নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৬১ সালের জুলাই মাসের ৩০ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে ফরাশী উপনিবেশে; এবং

ব্রিটিষ বন্দর হইতে ফরাশী ও ওলন্দাজ উপনিবেশে গমনের প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

(খ) গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড সম্মিলিত সংযুক্ত রাজ্যের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত নেদরলণ্ডের রাজার যে সন্ধিপত্র ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে হেগ নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে ওলন্দাজ গায়েনা নামক নেদরলণ্ডের উপনিবেশে,

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বন্দর হইতে মজুরদের গমনের প্রতি এই আইনের বিধান বর্ত্তিবে।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত কোন সন্ধিপত্রের কোন বিধানের অনৈক্য হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৪ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার সহিত যদ্দূর সম্পর্ক থাকে, তদ্দূর ভারতবর্ষীয় যে ব্যক্তিরা পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত যে সন্ধিপত্র গ্রেটব্রিটন ও আয়র্লণ্ড সম্মিলিত সংযুক্ত রাজ্যের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ও ফরাশীদের সম্রাট এই উভয়ের মধ্যে হয়, সেই সন্ধিপত্রক্রমে মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার করারপত্র অনুসারে ফরাশী বন্দর হইতে সমুদ্রপথে ফরাশী উপনিবেশে যায়, তাহারা এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী দেশান্তরগামী হইলে, তাহাদের প্রতি এই আইনের বিধান যেরূপে বর্ত্তিত, তাহাদের সম্বন্ধে সেইরূপে বর্ত্তিবে।

ভারতবর্ষীয় ফরাশী বন্দর হইতে ফরাশী উপনিবেশে গমন সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তৎপ্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত সন্ধিপত্রের বিধানের অনৈক্য হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৫ ধারা। (১) সিংহল দ্বীপ বা ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট ছাড়া সমুদ্রপারবর্ত্তী কোন দেশে মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার চুক্তিক্রমে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির স্থলপথে যাওয়া নিষেধ করা গেল।

সমুদ্রপারবর্ত্তী কোন দেশে মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার করারপত্রক্রমে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির স্থলপথে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

কিন্তু (ক) কোন ঘরের চাকর আপন কর্ত্তার সঙ্গে গেলে,

(খ) ১০২ ধারার উল্লিখিত সন্ধিপত্রানুসারে ফরাশী উপনিবেশে মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার করারপত্রক্রমে ভারতবর্ষের কোন ফরাশী বন্দর হইতে সমুদ্র পথে যাত্রা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি গেলে,

স্থলপথে তাহার যাওয়ার প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারা লঙ্ঘন করিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে যাইতে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি দিলে বা দিবার উদ্যোগ করিলে, সেই ব্যক্তি ৮২ ধারামত অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১ তফসীল।

(৮ ধারা দেখ।)

যেং দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ তাহার নাম।

১। মরীচদ্বীপ, জামেকা, ব্রিটিষ গায়েনা, ত্রিনিদাদ, সেন্ট লুশিয়া, গ্রেনাডা, সেন্ট বিনসেন্ট, নেটাল, সেন্ট কিটস্, নেবিস্, ও ফিজির ব্রিটিষ উপনিবেশ।

২। মার্টিনিক্, গাডেলুপ ও তদধীন স্থানের এবং গায়েনার ফরাশী উপনিবেশ।

~~৩। ওলন্দাজদের গায়েনার উপনিবেশ।~~

৪। দিনেমারদের সেন্টক্রোয়ার উপনিবেশ।

---

২ তফসীল।

(২১ ধারা দেখ।)

মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রের পাঠ।

অমুক বন্দরের দেশান্তরগামীদের রক্ষকের আফিস।

এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রে বর্ণিত শ্রী কে অমুক স্থানের নিমিত্ত (যে দেশের নিমিত্ত মজুরসংগ্রাহক মজুর সংগ্রহ করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্থলে সেই দেশের উল্লেখ কর) অমুক এলাকামধ্যে (যে স্থানের মধ্যে মজুরসংগ্রাহক মজুর সংগ্রহ করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্থলে সেই স্থানের উল্লেখ কর) মজুরসংগ্রাহক হইবার অনুমতিপত্র দেশান্তর গমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইনমতে দেওয়া গেল।

পূর্ব্বে রহিত না হইলে এই অনুমতিপত্র অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে।

সাং তাং

(স্বাক্ষর) শ্রী

দেশান্তরগামীদের রক্ষক

বর্ণনাপত্র।

নাম	পিতার নাম	[illegible]	[illegible]	বয়স		[illegible]	উচ্চতা	[illegible]	যে যে জেলার যে স্থানীয় বিভাগের (অর্থাৎ যে তহশীল বা তালুক প্রভৃতির) যে গ্রামে থাকে তাহার নাম।

---

৩ তফসীল।

(১০৯ ধারা দেখ।)

এই আইনমত যাত্রায় সম্ভাবিত যত কাল লাগিবে।

কলিকাতা হইতে—

মরীচে ... ... আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত সময়ে দশ সপ্তাহ এবং নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে আট সপ্তাহ।

জামেকা, ব্রিটিষ গায়েনা ও ত্রিনিদাদ ও সেন্ট লুশিয়া ও গ্রেনাডা ও সেন্টবিনসেন্ট ও সেন্টকিটস ও নেবিস ও সেন্টক্রোয়া ও ফরাশী গায়েনা ও মার্টিনিক ও গাডেলুপ ও তদধীনস্থান ও ~~ওলন্দাজ গায়েনায়~~ ... ২০ সপ্তাহ

নেটালে ... ... ১২ সপ্তাহ

ফিজিদ্বীপে ... ... ১৮ সপ্তাহ

মান্দ্রাজ হইতে—

মরীচে ... ... আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে সাত সপ্তাহ এবং নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে ছয় সপ্তাহ।

জামেকা, ব্রিটিষ গায়েনা ও ত্রিনিদাদ ও সেন্টলুশিয়া ও গ্রেনাডা ও সেন্টবিনসেন্ট ও সেন্টকিটস ও নেবিস ও সেন্টক্রোয়া ও ফরাশী গায়েনা ও মার্টিনিক ও গাডেলুপ ও তদধীনস্থান ও ওলন্দাজ গায়েনায় ... ১৯ সপ্তাহ

নেটালে ... ... ১০ সপ্তাহ

ফিজিদ্বীপে ... ... ১৭ সপ্তাহ

বোম্বাই হইতে—

মরীচে ... আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে পাঁচ সপ্তাহ এবং অক্টোবর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে ছয় সপ্তাহ।

জামেকা, ব্রিটিষ গায়েনা ও ত্রিনিদাদ ও সেন্টলুশিয়া ও গ্রেনাডা ও সেন্টবিনসেন্ট ও সেন্ট কিটস ও নেবিস ও সেন্টক্রোয়া ও ফরাশী গায়েনা ও মার্টিনিক ও গাডেলুপ ও তদধীনস্থান ও ওলন্দাজ গায়েনায়। ... ১৯ সপ্তাহ

নেটালে ... ... ১০ [illegible]

ফিজিদ্বীপে ... . ১৭ সপ্তাহ

টি. ফিট্জপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আপ্রিল।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া বিবেচনা ও রিপোর্ট নিমিত্ত সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীর মধ্যে পরিষ্কৃত জল যোগাইবার বিধান করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীর মধ্যে পরিষ্কৃত জল যোগাইবার বিধান করা বাঞ্ছনীয়। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে:—

উপক্রমিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "১৮৮৪ সালের কলিকাতার শাখানগরের জল যোগাইবার আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আইনের আরম্ভ।

আর এই আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত যে তারিখ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই তারিখের পর · মাসের অনধিক কালের মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে তারিখ নির্দ্দেশ করেন, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের তফসীলে যে আইনের উল্লেখ আছে, তাহা তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল, তত দূর এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

অর্থকরণের কথা।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিপরীত অর্থবোধ না হইলে, এই আইনে,

"কমিশ্যনরগণ।"

(১) ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের কিম্বা বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটীর বিধান করণার্থ অন্য যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে যৎকালে যাঁহারা কলিকাতার শাখানগরের মুনিসিপল কমিশ্যনর নিযুক্ত বা মনোনীত হইয়া থাকেন, "কমিশ্যনরগণ" বলিতে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

"মুনিসিপালিটী।"

(২) "মুনিসিপালিটী" শব্দে উক্ত কমিশ্যনরগণের বিচারাধিপত্যাধীন স্থান বুঝাইবে।

"ঘর।"

(৩) "ঘর" শব্দে কোন চালাঘর, দোকান, গুদাম কোটাঘর ও চালাও গণ্য।

"ভূমি।"

(৪) "ভূমি" শব্দে (ভূমি ছাড়া) ভূমি হইতে উৎপন্ন লাভ, মৃত্তিকাসংযুক্ত কোন দ্রব্য, কিম্বা মৃত্তিকাসংযুক্ত দ্রব্যের সহিত চিরসংলগ্ন দ্রব্যও বুঝিতে হইবে।

"স্বামী।"

(৫) "স্বামী" শব্দে এইং ব্যক্তি গণ্য—

(ক) যে ভূমিসম্বন্ধে স্বামী শব্দের প্রয়োগ হয়, প্রজার স্থানে বা প্রকারান্তরে যৎকালে যে প্রত্যেক

A Bill to provide for the supply of filtered water within the Municipality of the Suburbs of Calcutta.

ব্যক্তির সেই ভূমির খাজানা পাইবার অধিকার থাকে তিনি, ও

(খ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষীয় কার্য্যাধ্যক্ষ, ও

(গ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির এজেণ্ট, ও

(ঘ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির ট্রষ্টী।

কিন্তু এই আইনে স্বামির প্রতি কোন কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কার্য্যাধ্যক্ষ, এজেণ্ট বা ট্রষ্টীস্বরূপ ঐ ব্যক্তির হাতে ঐ কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত খরচ না থাকিলে, তিনি ঐ কর্ম্ম করিতে দায়ী হইবেন না ও উক্ত কর্ম্ম না করা প্রযুক্ত তাঁহার কোন অর্থদণ্ড হইবে না।

"রাস্তা।"

(৬) দুইমুখ খোলা থাকুক বা না থাকুক, যে কোন রাস্তা, পথ, চত্বর, প্রাঙ্গণ, গলি বা বর্ত্ম দিয়া সাধারণের যাইবার স্বত্ব থাকে, "রাস্তা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

জল যোগাইবার বিধি

কলিকাতার সমবায়িত সমাজের পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দিবার কথা।

৪ ধারা। কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ ও কমিশ্যনরগণের মধ্যে যেরূপ স্থির হয়, তদ্রূপ পরিমাণে ও তদ্রূপ শর্ত্ত ও নিয়মানুসারে উক্ত সমবায়িত সমাজ মুনিসিপালিটীর জন্য পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দিবার বিধান করিবেন।

কমিশ্যনরগণের জলবিতরণের বিধান করিবার কথা।

৫ ধারা। কমিশ্যনরগণ মুনিসিপালাটীর মধ্যে ঐ জল বিতরণের বিধান করিবেন এবং তদর্থে মুনিসিপালিটীর প্রধান২ সকল রাস্তায় পরিষ্কৃত জল যোগাইবার নিমিত্ত বড় ও ছোট যত নল ও যত পুষ্করিণী ও জলাশয় কিম্বা অন্য যে কার্য্য করা আবশ্যক তাহা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন ও যত জল থাকিলে মুনিসিপালিটীর অধিবাসীরা গৃহকার্য্যের নিমিত্তে বিনা মূল্যে সুবিধামতে জল পাইতে পারেন উক্ত রাস্তার২ তত দাঁড়া কল স্থাপন করিয়া দিবেন।

উক্ত কল এমন স্থানে স্থাপন করা যাইবে যেন কোন বড় রাস্তার কোন স্থান হইতে উক্ত কোন না কোন কল দেড় শত গজের অধিক দূর না হয়।

যাহা গৃহকার্য্যনামে বলানা যায় তাহার কথা।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ঘোড়া প্রভৃতি কোন জন্তু কি গাড়ী বিক্রয় করিবার কি ভাড়া দিবার জন্যে রাখিলে, সেই জন্তুর নিমিত্ত কি গাড়ী ধুইবার নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন কিম্বা কোন ব্যবসায়ের কি কারখানার কি কলের কিম্বা ঝরনার নিমিত্ত কি বাগানে কি পথে ছিটাইয়া দিবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য প্রকারের শোভার কি কলের নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, তাহা গৃহকার্য্যের জলসম্পোষের মধ্যে ধর্ত্তব্য যায় না।

ব্যবসায়ের নিমিত্ত জল যোগাইবার কথা।

৭ ধারা। ঘরের নানা কর্ম্মের নিমিত্ত যত জলের প্রয়োজন, কোন ব্যক্তি তাহা ছাড়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত জল চাহিলে, যে কার্য্যের নিমিত্তে যত জল খরচ হইবার সম্ভাবনা দরখাস্ত লিখিয়া এই কথা কমিশ্যনরগণকে জানাইলে, তাঁহারা জলপরিমাপক যন্ত্রদ্বারা সেই জল যোগাইয়া দিতে পারিবেন।

তাহা হইলে কমিশ্যনরগণ নিয়মিত সভা ছাড়া কোন সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া খরচা ও রেট স্থির করিয়া, যতবড় ও যে প্রকারের নল প্রভৃতি করিতে স্থির করেন, সেই২ প্রকারের তত বড় নল বসাইবেন কি বসাইতে দিবেন, ও অন্য২ কার্য্য করিবেন।

গৃহকার্য্যের নিমিত্ত গৃহস্থের কিয়ৎপরিমাণ জল পাইবার অধিকারের কথা।

৮ ধারা। ঘরের প্রজা ঐ ঘরের জন্যে জলের রেট বলিয়া কমিশ্যনরগণকে যত টাকা দিয়া থাকেন, টাকা প্রতি তাঁহার আর খরচ বিনা পরিষ্কৃত জলের ——— গ্যালন পাইবার অধিকার থাকিবে।

কমিশ্যনরগণ যে পরিমাণের নল দ্বারা ঐ জল দিতে স্থির করেন সেই নলদ্বারা গৃহকার্য্যের নিমিত্ত ঐ জল যোগাইয়া দেওয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্তমতে গৃহস্থের যত পরিষ্কৃত জল পাইবার অধিকার থাকে তিনি তাহার অধিক খরচ করিয়া থাকেন কমিশ্যনরগণের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহারা আপনাদের খরচে জলপরিমাপক যন্ত্র যোগাইয়া ঐ ঘরসংযুক্ত জলের নলে তাহা যোজনা করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তমতে প্রজার যত জল পাইবার অধিকার থাকে, তাহার অতিরিক্ত যত জল খরচ করেন তাহার ——— গ্যালন প্রতি তাঁহার এক২ টাকার হিসাবে দিতে হইবে।

পরন্তু ইহার পশ্চাৎ ধারামতে কমিশ্যনরগণ যে অপরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন তাহার জন্যে তাঁহার খরচ লইবেন না।

যে২ ঘরের বৎসর ১২০০ টাকার কম ধরিয়া টাক্স ধার্য্য হয় তাহার প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

পাইখানার জন্যে কমিশ্যনরগণের পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। কমিশ্যনরগণ সকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে স্বেচ্ছামতে পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবেন।

সকল পাইখানায় জলাধার দিবার কথা।

১০ ধারা। যেসকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে এইক্ষণে পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দেওয়া গিয়া থাকে কি পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে, তথায় জলাধার দিতে হইবে। সেই আধার কত বড় ও কি প্রকারের হইবে, কমিশ্যনরগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায় তাহার স্বামির খরচে ঐ সকল জলাধার দিতে হইবে।

জলের নলাদি যত বড় হইবে তাহার কথা ও গৃহস্থের খরচে তাহা করিতে হইবার কথা।

১১ ধারা। ইহার পূর্ব্বে জলের যে রেটের কথা লেখা গেল, কোন ব্যক্তি সেই রেট দিলে, তাঁহার গৃহকার্য্যের নিমিত্তে সঙ্গতমতে যত জলের প্রয়োজন, কমিশ্যনরগণের জলের নলের সঙ্গে নলযোজনা করাইয়া ঘরে কি জমীতে তাঁহার তত জল আনাইবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু ঐ ঘর কি ভূমি যত দিন খালি থাকে, কমিশ্যনরগণ তত দিন তাহার জলসম্পোষ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি রেট দিয়া থাকেন, কমিশ্যনরগণের নলদ্বারা তাঁহার ঘরে জল আনাইবার জন্যে যে নল যোজনা করা গিয়া থাকে, ও তাহার সঙ্গে ঘরের মধ্যে নলপ্রভৃতি যে২ বস্তু সংযুক্ত থাকে, তাহা যে প্রকারের ও যত বড় ও যে

ক্রমে নির্ম্মিত হইবে কমিশ্যনরগণ তাহা স্থির ও অনুমোদন করিবেন; ও যে ব্যক্তি সেই জল চাহেন তাঁহারই খরচে তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

ঘরে জল আনাইবার নলাদি কমিশ্যনরগণের কার্য্যকারকের সন্তোষমতে করিতে হইবার কথা।

১২ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল আনাইবার জন্যে কমিশ্যনরগণের বড় ও ছোট নলের সঙ্গে যে নল সংযোগ করিয়া দেওয়া যায় ও অন্য যে সাজসরঞ্জাম থাকে এবং ঘরের কি ভূমির মধ্যে যে নল ও কল ও সাজসরঞ্জাম থাকে, তাহা সর্ব্বদাই কমিশ্যনরগণের তত্ত্বাধীনে ও সন্তোষমতে করা যাইবে।

যিনি ঐ জল পাইতে চাহেন তিনি কমিশ্যনরগণের সঙ্গে নিয়ম করিলে, সেই নিয়মানুসারে, কিম্বা কমিশ্যনরগণ যত খরচ নির্দ্ধার্য্য করেন তদনুসারে, কমিশ্যনরগণের চাকরেরা ও কর্ম্মকারকেরা ঐ নলসংযোগ করাইয়া ও তৎসংক্রান্ত অন্যং কার্য্য ও সাজসরঞ্জাম করাইয়া দিতে পারিবেন।

ও সেই কার্য্য করিবার জন্যে যত টাকা আবশ্যক হয় কমিশ্যনরগণ ঐ কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে তত টাকা দিবার কি গাচ্ছিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ও জলের রেট যে প্রকারে আদায় হইতে পারে ঐ দাবীর ও খরচার টাকাও সেই প্রকারে আদায় হইতে পারিবে।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার মধ্যে জল যোগাইবার সকল নল ও অন্যান্য কল ও সাজসরঞ্জাম দেখিবার নিমিত্ত, ও অকারণে জল নষ্ট না হয়, কিম্বা তাহার অযথা ব্যবহার না হয়, ইহা দেখিয়া লইবার জন্যে, কমিশ্যনরগণ যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘন্টার ও অপরাহ্ণ ৫ ঘন্টার মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘরে কি ভূমিতে যাইতে পারিবেন।

আর উক্ত সময়ে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ কার্য্যকারককে সেই ঘরে কি ভূমিতে যাইবার অনুমতি না দেওয়া গেলে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাঁহার সেই বিষয় দেখিয়া লইবার বাধা দেওয়া গেলে, কমিশ্যনরেরা তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন কথাদ্বারা কোন অন্তঃপুরে কি স্ত্রী লোকদের থাকিবার যে ঘর দেশাচারমতে গোপনীয় স্থান হইয়া থাকে চারি ঘন্টা থাকিতে নোটিস না দিয়া তন্মধ্যে কাহারো প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল না।

নল বেমেরামত হইলে কমিশ্যনরগণের জল বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

১৪ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার যে নল কি অন্য কল কি সাজসরঞ্জাম থাকে কমিশ্যনরদের কোন কার্য্যকারক এতৎপক্ষে ক্ষমতা পাইয়া কোন সময়ে সেই নল কি অন্য কল কি সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করিয়া তাহা এত দূর বেমেরামত হইয়াছে যে জল বৃথাই নষ্ট হয় ইহা জানিতে পাইলে, কমিশ্যনরগণ চব্বিশ ঘন্টার অন্যূন সময় থাকিতে নোটিস লিখিয়া দিয়া ঐ ঘর কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। বন্ধ করিয়া দেওনের খরচ ঐ ঘরের কি ভূমির প্রজার স্থানে লইতে পারিবেন।

রেট দিবার ত্রুটি হইলে জল বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। পূর্ব্বোক্ত জলের রেট যেং সময়ে দেওয় উচিত, কোন ব্যক্তি জল পাইলেও উক্ত কোন সময়ে ঐ রেট দিতে, কিম্বা ঘরের কার্য্যছাড়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত জল যোগাইয়া দেওয়া গেলে তাহার জন্যে খরচার দাওয়া হইলে পর তাহা দিতে ত্রুটি করিলে যে ঘরের কি ভূমির নিমিত্ত ঐ রেট কি দাবির টাকা দেনা হয় সেই ঘরে কি ভূমিতে যে নল যায়, কমিশ্যনরগণ তাহা কাটিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে ঐ ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তির স্থানে জল বন্ধ করিবার খরচ লইতে পারিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ড কি দায় বর্ত্তিলে, ঐ জলসম্পোষ্য বন্ধ হওয়াতেই তিনি সেই দণ্ড কি দায়হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

যাহার ঘরে জল নষ্ট হয় তাহার দণ্ড হইতে পারিবার কথা।

১৬ ধারা। এই আইনমতে কমিশ্যনরগণ কোন ঘরের কি ভূমির জল যোগাইয়া দিলে পর, প্রজার শৈথিল্য হেতুক কিম্বা অন্য যে ভাবগতিকের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে এমত ভাবগতিকহেতুক জল নষ্ট হইলে, কিম্বা যে নল কি কল কি সাজসরঞ্জাম দ্বারা ঐ ঘরের কি ভূমির জলসম্পোষ্য হয় তাহা এত দূর বেমেরামত হইয়াছে যে জল নষ্ট হইয়া থাকে ইহা জানা গেলে সেই প্রজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি জল নষ্ট করিলে তাহার দণ্ড হইতে পারিবার কথা।

১৭ ধারা। কমিশ্যনরগণ যে জল যোগাইয়া দেন কোন ব্যক্তি সেই জল নষ্ট করাইলে তাহার টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

মুনিসিপালিটীর বাহিরে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদিগকেও কমিশ্যনরগণের জল লইতে অনুমতি দিবার কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তি মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে বাস না করিলেও, কমিশ্যনরগণ ইচ্ছা করিলে নিয়মিত সভাছাড়া কোন সভায় তাঁহার গৃহকার্য্যের নিমিত্ত সময়েং জল দিবার যেং নিয়ম নির্দ্দেশ করেন সেইং নিয়মানুসারে ঐ ব্যক্তির জল লইবার কিম্বা তাহার জল যোগাইয়া দেওয়ার অনুমতি দিতে পারিবেন।

দণ্ডের কথা।

কমিশ্যনরগণ যে জলসম্পোষ্যের বিধান করেন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অনুমতি না পাইয়া মুনিসিপালিটীর সীমার বাহিরে খরচ করিবার জন্যে সেই জল লইলে কি আনাইলে, তাঁহার টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৩৬ ধারা। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন কিম্বা বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটীর বিধান করণার্থ অন্য যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনে যে প্রণালী নির্দিষ্ট থাকে সেই প্রণালীমতে পূর্ব্বধারার কার্য্য পক্ষে ঘরের ও ভূমির বার্ষিক মূল্য ধার্য্য করা যাইবে।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে বার্ষিক মূল্য ধার্য্য করিতে হইবার কথা।

৩৭ ধারা। ৪০ ও ৪১ ধারার বিধান অন্যথা ঘরের ও ভূমির প্রজারা জলের রেট দিবেন, এবং প্রতিবৎসর জানুয়ারি ও আপ্রিল ও জুলাই ও অক্টোবর মাসের ১ তারিখে ঐ রেট ত্রৈমাসিক অগ্রিম দেয় হইবে।

জলের রেট প্রজাদের ত্রৈমাসিক অগ্রিম দিতে হইবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির উপলক্ষে জলের রেটের কোন ত্রৈমাসিক কিস্তি দেওয়া গেলে পর, ঐ তিন মাসের নিমিত্ত দেওয়া গেল সেই তিন মাসের মধ্যে প্রজা উঠিয়া যাওয়াতে যদি ঘর কি ভূমি খালি থাকে, তবে কমিশনরদিগকে ঐ ঘর কি ভূমি খালি হইবার নোটিস লিখিয়া দেওয়া গেলে পুরা তিন মাসের যত দিন বাকী থাকে তত দিনের নিমিত্তে কমিশনরগণের স্থানে তাঁহার ঐ জলের রেটের চারি অংশের তিন অংশ ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে। ঐ নোটিস যে তারিখে কমিশনরগণের আফিসে দেওয়া যায় সেই তারিখ অবধি খালি হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ঘর খালি হইলে জলের রেট ফিরিয়া দিবার কথা।

৩৯ ধারা। যে ঘরের কি ভূমির উপর জলের রেট ধার্য্য হইল, ঐ রেট যে ব্যক্তির স্থানে আদায় করা গেল কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ রেট দিলেন তিনিই স্বামী না হইলে, ঐ ঘরের কি ভূমির স্বামির নিকট তাঁহার যে ভাড়া দেনা থাকে তাহা হইতে তিনি ঐ জলের রেটের চতুর্থাংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন।

প্রজা জলের রেট দিলে, স্বামির স্থানে তাহার চতুর্থাংশ ভাড়া হইতে কাটিতে পারিবার কথা।

৪০ ধারা। কোন ঘর কি ভূমি যদি পূর্ণ তিন মাস খালি থাকে, তবে সেই ঘরের কি ভূমির প্রজা থাকিলে জলের রেট বলিয়া তাঁহার যত টাকা দিতে হইত, কমিশনরদিগের ঐ ঘরের কি ভূমির স্বামির সেই রেটের চতুর্থাংশ দিতে হইবে।

ঘর কি ভূমি খালি থাকিলে জলের রেটের চতুর্থাংশ স্বামির দিবার কথা।

এই ধারামতে স্বামির যে টাকা দেনা হয়, পূর্ব্ব তিন২ মাসের জন্যে ক্রমান্বয়ে আপ্রিল মাসের প্রথম ও জুলাই মাসের প্রথম ও অক্টোবর মাসের প্রথম ও জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে তাঁহার সেই টাকা দিতে হইবে।

৪১ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তি পৃথক২ রূপে একই ঘরের প্রজা হইলে, কিম্বা দুই শত টাকার কম বার্ষিক মূল্য ধরিয়া ঘরের রেট ধার্য্য হইলে, কমিশনরগণ ঐ ঘরের স্বামির উপর, কিম্বা ঘর যে জমীতে থাকে সেই জমীর স্বামির উপর জলের রেট ধার্য্য করিতে পারিবেন।

স্থলবিশেষে স্বামিদের উপর রেট ধার্য্য করিবার কথা।

৪২ ধারা। যদি ঘরের কি জমির স্বামী ইহার পূর্ব্ব ধারামতে জলের রেট দিয়া থাকেন, তবে ঘরের একজন প্রজা থাকিলে, ঐ স্বামী রেটের যত টাকা দিলেন প্রজার স্থানে তাহার চারি অংশের তিন অংশ ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

স্বামী যে জলের রেট দেন প্রজার স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইবার কথা।

দুই কি তদধিক জন প্রজা থাকিলে, একং জনের দখলে ঘরের যে অংশ থাকে, সেইঅংশ সম্পূর্ণ ঘরের মূল্যের যে ভাগ হয় স্বামী তদনুসারে, ঐ রেট বিভাগ করিয়া একং জনের স্থানে ঐ ভাগের চারি অংশের তিন অংশ লইতে পারিবেন।

৪৩ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কোন ঘরের কিম্বা তাহার কোন অংশের প্রজার স্থানে স্বামির কোন টাকা ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিলে, ঘরের যে অংশ যাঁহার দখলে থাকে তাঁহার স্থানে সেই অংশের ভাড়া আদায় করিবার জন্যে তাঁহার যেং উপায় ও শক্তি ও স্বত্ব ও ক্ষমতা থাকে, ঐ রেটের টাকা আদায় করিবার জন্যে তাঁহার সেইং উপায় ও শক্তি ও স্বত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে।

খাজনা আদায় করণে স্বামির যে ক্ষমতা থাকে রেট আদায় করিতেও তাহার সেই ক্ষমতা থাকার কথা।

৪৪ ধারা। জলের রেট ও জলের যোগান কিম্বা তাহার কার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে যে সকল টাকা সংগৃহীত, প্রাপ্ত বা আদায় হয় তাহা এবং তৎসংক্রান্ত সমুদয় কিম্বা জল যোগান সম্পর্কীয় সমুদয় অর্থদণ্ড নিম্নলিখিত কার্য্যে নিম্নলিখিতক্রমে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

জলের রেট ও জল যোগান সম্বন্ধে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা প্রয়োগ করিবার কথা।

প্রথমতঃ।—জলের রেট আদায়ের খরচ দিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ।—কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ উক্ত মুনিসিপালিটীকে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্য যে হারের নিয়ম হয় অথবা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে নিযুক্ত সালিসেরা যে হার স্থির করিয়া দেন সেই হারে উক্ত জলের খরচ উক্ত সমবায়িত সমাজকে দেওয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ।—জলের কল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার, বাড়াইবার বা রক্ষা করিবার খরচ দিতে ও

জলের কল প্রভৃতির নিমিত্ত যে টাকা ঋণ করা হয় তাহার সুদ দিতে ও

তৎসম্বন্ধে কিম্বা জলের যোগান সংক্রান্ত অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল ঋণ করা হয় তাহা শোধ করিতে হইবে।

সালিসীর কথা।

৪৫ ধারা।—কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ উক্ত কমিশনরদিগকে যে পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন তাহার মূল্য সম্বন্ধে অথবা জলের যোগান সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে উক্ত সমবায়িত সমাজের ও কমিশনরদের মধ্যে কোন বিবাদ

জলের মূল্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবাদ হইলে তাহা সালিসীতে অর্পণ করিবার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

উত্থিত হইলে, ঐ বিষয় তিনজন সালিসের নিকট অর্পণ করা যাইবে। ঐ সালিসেরা নিম্নলিখিত প্রকারে নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটরীর স্বাক্ষরিত লিখনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক জনকে নি করিবেন।

কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজের সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিখনক্রমে উক্ত সমাজ এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

আর উক্ত কমিশ্যনরদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিখনক্রমে তাঁহারা এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

সালিসদিগকে নিয়োগপত্র দিবার কথা।

৪৬ ধারা। ঐ সকল নিয়োগ পত্র সালিসদের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে, এবং তাহাতে বিবাদীয় বিষয় বা বিষয়গুলি সালিসীতে অর্পণ করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে; এবং কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ অথবা উক্ত কমিশ্যনরেরা অপর পক্ষের ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি বিনা ঐ সালিসী রহিত করিতে পারিবেন না।

সালিসের পদ শূন্য হইলে তাহাতে লোক নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৭ ধারা।—অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে কোন সালিস মরিলে বা অক্ষম হইলে, যে পক্ষ ঐ সালিসকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই পক্ষ তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবার নিমিত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা প্রথম করিয়া লিখনক্রমে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং অন্য দুই পক্ষের কোন পক্ষের স্থানে লিখিত নোটিস পাইবার পর যদি সাত দিন পর্য্যন্ত উক্ত পক্ষ কাহাকেও নিযুক্ত না করেন, তবে অবশিষ্ট সালিসেরা অর্পিত বিষয়ের কার্য্যানুষ্ঠান চালাইতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্তরূপে কোন সালিসের পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়, পূর্ব্ব সালিসের মৃত্যু বা অক্ষমতা ঘটিবার সময়ে তাঁহার যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ছিল সেই ব্যক্তির সেই সকল ক্ষমতা ও শক্তি থাকবে।

সালিসদের বহী প্রভৃতি চাহিতে পারিবার কথা।

৪৮ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত সালিসেরা কোন পক্ষের হস্তগত বা ক্ষমতাধীন যে কোন বহী বা দলীল আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও তদর্থে যে শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যক হয় তাহা করাইতে পারিবেন।

একুশ দিনের মধ্যে সালিসদের মীমাংসাপত্র দিবার কথা।

৪৯ ধারা। শেষ যে সালিস নিযুক্ত হন তাঁহার নিয়োগের তারিখের পর একুশ দিনের মধ্যে অথবা আপনাদের স্বাক্ষরক্রমে সালিসেরা তদর্থে বর্দ্ধিত সময় স্থির করিয়া থাকিলে সেই সময়ের মধ্যে সালিসেরা কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি পক্ষদের নিকট আপনাদের মীমাংসাপত্র দিয়া দিবেন।

ঐ মীমাংসাপত্র চূড়ান্ত হইবে এবং অনিয়ম কিম্বা দাঁড়াগত কোন ভ্রমহেতুক উহা অসিদ্ধ হইবে না।

সালিসীর খরচার কথা।

৫০ ধারা। ঐ সালিসীতে ও তদানুষঙ্গিক যে সকল খরচ পড়ে, সালিসেরা তাহা স্থির করিয়া মীমাংসাপত্রে লিখিবেন; এবং সালিসেরা যে পক্ষকে আদেশ করেন সেই পক্ষ কিম্বা যে পরিমাণের আদেশ করেন সেই পরিমাণে উভয় পক্ষ উক্ত খরচ ও সালিসদের ফী দিবেন।

তফসীল।

(১ ধারা দেখ।)

সাল ও নম্বর	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল
১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৬ আইন	১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপল আইনসংগ্রহ নামক আইন সংশোধনার্থ আইন।	১৫ ও ৩০ ধারা।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

একণে মন্ত্রিসভার সম্মুখে মুনিসিপালিটী সংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত আছে তাহার ৭ম পরিচ্ছেদ পাণ্ডুলিপির নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যে সকল মুনিসিপালিটী প্রচলিত করা যায়, তথাকার জলের যোগান ও জলের রেট সম্বন্ধীয় কথা ঐ পরিচ্ছেদে আছে। কিন্তু যে বিশেষ বন্দোবস্তক্রমে কলিকাতার শাখানগরে পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দিবার অভিপ্রায় আছে তাহার বিধান সাধারণ মুনিসিপল আইনে সুবিধামত করা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত এই বিশেষ স্থলের প্রয়োজন সাধনার্থ বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে। এই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপল আইনের ৭ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে; এবং বিশেষ বিধানগুলি এই পাণ্ডুলিপির ৪ ধারায় ও ৪৪ অবধি ৫০ পর্য্যন্ত ধারায় আছে। ৪ ধারায় লিখিত আছে যে কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ জল যোগাইবার বিধান করিবেন; কিন্তু উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে জল বিতরণকার্য্য শাখানগরের কমিশ্যনরেরা আপনাদের হস্তে লইবেন. এইরূপ অভিপ্রায় আছে। যেং কার্য্যে জলের রেট প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে ২৩ ধারায় ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং উহাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে আদায়ের খরচ দিবার পর ৪ ধারামতে প্রদত্ত জলের মূল্য কলিকাতার সমবায়িত সমাজকে শোধ করিয়া দেওয়া ঐ রেটের উপর দ্বিতীয় দায় বলিয়া গণ্য হইবে। কোন বিবাদ উত্থিত হইলে সালিসদ্বারা তাহার মীমাংসা করিবার বিধান পরবর্ত্তী ধারাসমূহে আছে। পাণ্ডুলিপিতে ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১৫ ও ৩০ ধারা রহিত করা গিয়াছে; কারণ এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে ঐ ধারাগুলি অনাবশ্যক হইবে।

১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি।

এচ, জে, রেনল্ডস্।

সি, এচ, ডাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট : ১৮৮৪ । ৮ আশ্বিন।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ববিষয়ক সরক্যুলর।

১৮৮৪ সাল ফেব্রুয়ারি মাস।

মাননীয় শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব, সি, আই, ই।

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৩১০ পৃষ্ঠায় ১০ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৮ক ধারাস্বরূপ নিম্নলিখিত বিধি বিন্যস্ত করিতে হইবে।—

"ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের আজ্ঞা এই যে উক্ত গবর্নমেণ্ট পাট্টার শর্ত্তগুলি মঞ্জুর না করিলে, গবর্নমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোম্পানিকে খনিবিষয়ক পাট্টা দিবেন না। কোন স্থানীয় গবর্নমেণ্ট আপন ক্ষমতাক্রমে অল্পকালের নিমিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পাট্টা যে দিতে পারিবেন না, এই আদেশের এরূপ অভিপ্রায় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টকে না জানাইয়া ও উক্ত গবর্নমেণ্টের অনুমতি না লইয়া খনিজবিষয়ে গবর্নমেণ্টের মূল্যবান স্বত্ব কাহাকেও দেওয়া হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত করাই এই আদেশের উদ্দেশ্য। যে সকল শর্ত্তে খনি খনন করিবার পাট্টা বা লাইসেন্স দিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সাধারণ বিধি ভারতবর্ষে খনিসংক্রান্ত ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থায় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যে কোন স্থল উপস্থিত হয়, তাহার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত এচ, এ, ককেরেল সাহেব সি, এস, আই

৪ নম্বর।

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে এই বিধি প্রচার করা যাইতেছে, এবং ইহা বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালমের ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৫৪ক ধারাস্বরূপ বিন্যস্ত করিতে হইবে।

৫৪ক। "ভূমিগ্রহণসংক্রান্ত যে কার্য্যকারকেরা পব্লিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে বিশেষমতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক স্থলে রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে মুনিসিপালিটীর বা অন্যান্য সাধারণ সমিতির নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে নিযুক্ত করা যাইবে না। বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এরূপ কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা গেলে সেরেস্তার খরচ দিবার জন্য ভূমির মূল্যের শতকরা ১৫ টাকা খরচ ধরা যাইবে; এবং সেরেস্তার খরচ সহিত অনুমানপত্রমত টাকা খাজানাখানায় যত দিন দেওয়া না হয়, তত দিন আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে না।"

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৫ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসের ৫ নং সরকুলার অর্ডর রহিত করা গেল, এবং বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালমের ১১৩ পৃষ্ঠার ভূমিগ্রহণবিষয়ক ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৬১খ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটী দিতে হইবে।—

"৬১খ। মাসিক হিসাব আডিট করা যে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য, তাঁহার নিকট উক্ত হিসাবের সহিত উহার খরচের প্রতিপোষণার্থ এই রসীদ পাঠাইতে হইবে, এবং ইহার সর্টিফিকেটযুক্ত সকল মোকদ্দমার নথীর সহিত রাখিতে হইবে। যাঁহারা টাকা লন তাঁহাদের স্থানে দোকর রসীদ চাহা যাইবে না।"

৬ নম্বর।

রেবিনিউ এজেন্টদের সর্টিফিকেট নূতন করিয়া লইবার দরখাস্ত সামান্য কাগজে গ্রহণ করিবার রীতি কোন কোন জিলায় আছে। এই নিমিত্ত বোর্ড বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালমের ১০ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ১১ (ক) ধারাস্বরূপ নিম্নলিখিত কথাগুলি বিন্যস্ত করিবার আজ্ঞা করিলেন।—

"১১ (ক)। কোন রেবিনিউ এজেন্ট আপনার সর্টিফিকেট নূতন করিয়া লইবার দরখাস্ত করিলে, আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ২ তফসীলের ১ (খ) প্রকরণের দ্বিতীয় দফামতে ঐ দরখাস্তে আট আনা মূল্যের একখান ইষ্টাম্প লাগিবে।"

৭ নম্বর।

ইহা বোর্ডের গোচর হইয়াছে যে কখনং বার্ষিক গাঁজার মৌজুদ উপযুক্ত সাবধানতা ও শুদ্ধতা সহকারে বুঝিয়া লওয়া হয় না। এনিমিত্ত বোর্ডের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২নং ও ১৮৮২ সালের মার্চ্চ মাসের ৪ নং সরকুলারের অনুক্রমে, বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালমের ১৫ অধ্যায়ের ও ১৮৮৪ সালের আবকারী বিধিপুস্তকের ১৭ পরিচ্ছেদের ৫০ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

৫০। "২৫ মার্চ্চ হইতে ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রত্যেক গোলার মৌজুদ বুঝিয়া লইতে হইবে এবং (হিসাবের গোল নিবারণের জন্য) ওজনের দিবস হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কোন গোলা হইতে গাঁজা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না।

মৌজুদ বৎসরং বুঝিয়া লইবার কথা।

(যদি বৎসরের মধ্যভাগে কোন গোলার ব্যবহার্য্য গাঁজা সমস্ত ফুরাইয়া যায় এবং গোলাদার তাহার লাইসেন্স ছাড়িয়া দেয়, তবে এই ধারামতে বৎসরের মধ্যে তাহার গোলার হিসাব শেষ হইতে পারিবে।)

জিলার সদর মোকামে আবকারী ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী-কালেক্টর, মহকুমায় মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ এবং অন্য স্থানের গোলা হইলে গেজেটে যাঁহার নাম প্রকাশিত হয় কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক নিয়োজিত এরূপ কোন কর্ম্মচারী এই কার্য্য করিবেন এবং এই কার্য্যের ভার কোনমতে কোন অধঃস্থ কর্ম্মচারির প্রতি অর্পণ করা যাইবে না।

সকল গাঁইট ও থলিয়া খুলিয়া গাঁজা বাহির করিতে হইবে, এবং যদি কোন গাঁজা অব্যবহার্য্য শ্রেণীভুক্ত করা যায়, তবে তাহার তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার যত থাকে, তাহা পৃথক করা যাইবে। কোন গাঁজা অব্যবহার্য্য শ্রেণীভুক্ত করা যায়, গোলাদারের এই প্রার্থনা সচরাচর গ্রাহ্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ প্রচলিত লৌহের তৌল দ্বারা ব্যবহার্য্য তিন প্রকারের গাঁজা পৃথকরূপে ওজন করিতে হইবে। ওজনের পর প্রত্যেক প্রকারের গাঁজা পৃথক করিয়া পুনরায় গাঁইট ও থলিয়ার ভিতর পুরিতে ও গাঁইটপ্রভৃতির উপর পুনরায় মোহর করিতে হইবে।

তৎপরে অব্যবহার্য্য গাঁজা কিছু থাকিলে তাহা ওজন করিতে হইবে এবং ওজনের পর তাহা মোহর করা থলিয়ায় পৃথকরূপে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক থলিয়ার উপর গাঁজার প্রকার, ওজন এবং মালিকের নাম লিখিত থাকিবে।

গোলাঘর সাবধানে ঝাঁট দিতে হইবে এবং কিছু ঝরতি পড়তি থাকিলে, তাহা ওজন করিতে হইবে। কোন আলগা বোঁটা বা ভাঙ্গা ফুল ঘরের ভিতরে দেখিলে তাহা ঝরতি পড়তি বলিয়া ওজন করিতে হইবে। খড় দড়ি ইত্যাদি ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ওজনের হিসাবে ধৃত হইবে না। যাহা ঝরতি পড়তি হয়, তাহা মোহর করা বাক্সে বা থলিয়ায় ওজন ও মালিকের নাম লিখিয়া রাখিতে হইবে

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

অব্যবহার্য্য ও ঝরতি পড়তি গাঁজা নষ্ট করিতে হইবার কথা।

অব্যবহার্য্য শ্রেণীভুক্ত গাঁজা ও ঝরতি পড়তি কিছু থাকিলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লইয়া আবকারীর ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর বা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ বা গেজেটে যাঁহার নাম প্রকাশিত হয় নিয়োজিত এরূপ কোন কর্ম্মচারীর সাক্ষাতে ৩১ মার্চ্চ তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে নষ্ট করিয়া হিসাবে বাদ দিতে হইবে।

মোটে যত গাঁজা পাওয়া যায়, তাহা হইতে (১) যত বাহিরে গিয়াছে (২) যত অব্যবহার্য্য হইয়াছে (৩) যত ঝরতি পড়তি গিয়াছে এবং (৪) যত ব্যবহার্য্য গাঁজা গুদামে মৌজুদ থাকে, তাহার সমষ্টি বাদ দিলে, যে অন্তর হয়, তাহাই "কমতি." ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২ নং সরকুলারের লিখিত উদাহরণ দেখ।

গাঁজাব্যবসায়ী শতকরা ২½ অংশের অতিরিক্ত কমতির জন্য দায়ী এবং তদনুসারে মাশুল আদায় হইবে।

অতিরিক্ত কমতি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

যে অতিরিক্ত কমতির উপর মাশুল আদায় হয়, তাহা হিসাবে পৃথকরূপে দর্শাইতে হইবে এবং কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনাধীনে কালেক্টর সাহেব শতকরা ২½ অংশ পর্য্যন্ত কমতি হিসাব হইতে খারিজ করিয়া দিবেন। কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাটে কার্য্যাদির রিপোর্ট করিতে হইবে।

যে সকল কর্ম্মচারীর সাক্ষাতে গাঁজা নষ্ট করা হয় তাঁহারা ৩৯ নং পাঠে এই মর্ম্মে সর্ব্বদাই সর্টিফিকেট সংযোগ করিবেন, যে তাঁহারা স্বয়ং অব্যবহার্য্য শ্রেণীভুক্ত গাঁজার ওজন দেখিয়াছেন এবং ঝরতি পড়তি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তৎসমুদয় রীতিমত নষ্ট করা হইয়াছে।

কালেক্টর সাহেব ৩৯ নং পাঠে জিলার সমস্ত রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া সর্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন যে যেসকল ভিন্ন২ কর্ম্মচারী গাঁজার মৌজুদ বুঝিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে আবশ্যক সর্টিফিকেট পাইয়াছেন।

৩৭. ৪০ ও ৪১ নং গাঁজার রেজিষ্টর মৌজুদ বুঝিবার সময় পরীক্ষা করিতে ও গোলাদারের বহীর সহিত মিলাইয়া দেখিতে ও প্রত্তেন লিখিতে হইবে। যে কর্ম্মচারী মৌজুদের হিসাব লয়েন তিনি মৌজুদে কত ব্যবহার্য্য ও অব্যবহার্য্য তিন প্রকারের গাঁজা ও ঝরতি পড়তি দেখিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া আপন রিপোর্টে কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং হিসাবে বা মৌজুদে কোন অনৈক্য বা অনিয়ম দেখিলে তাহা লিখিবেন।"

---

৫৫ ধারার শেষবাক্যের পূর্ব্বে এই কথাগুলি দিতে হইবে। –

"আবকারী কর্ম্মচারী সাবধান হইবেন যেন ছাড়পত্রের লিখিত দ্রব্যের অতিরিক্ত গোলা হইতে স্থানান্তরিত না হয়।"

নির্দ্দিষ্ট পাঠে ও রিটর্ণে নিম্নলিখিত সংশোধনগুলি করিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে,—

৮ ঘরের শীর্ষক হইতে "গোলায়" এই কথা উঠাইয়া দিতে হইবে।

৯ ঘরের প্রথম উপশীর্ষকে "উচ্ছিষ্ট বলিয়া যত নষ্ট করিতে হইবে" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে "যত অব্যবহার্য্য গাঁজা ও ঝরতি পড়তি নষ্ট করা যায়" এই কথাগুলি দিতে হইবে।

৫০ নং রিটর্ণে,—

১ম টেবিলের ঘ শীর্ষকে "কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের এত নং আজ্ঞামতে যে উচ্ছিষ্ট গাঁজা নষ্ট করা যায়" এই২ কথার পরিবর্ত্তে "যত অব্যবহার্য্য গাঁজা ও ঝরতি পড়তি নষ্ট করা যায়" এই কথাগুলি দিতে হইবে। উক্ত টেবিলের ঙ শীর্ষকে "কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের এত নং আজ্ঞামতে যত ঝরতি পড়তি হিসাব হইতে খারিজ করা যায়" এই ২ কথার পরিবর্ত্তে "যত কমতি কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়" এই কথাগুলি দিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৪১ নং পাঠে,—

(১) শীর্ষকে "গত" এই শব্দের পর "মাসের" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "পাক্ষিক রিটর্ণের" এই কথা দিতে হইবে।

(৮) শীর্ষকে "উচ্ছিষ্ট বলিয়া নষ্ট হইল" এই কথার পরিবর্ত্তে "অব্যবহার্য্য ও ঝরতি পড়তি বলিয়া নষ্ট হইল" এই কথাগুলি দিতে হইবে।

(৯) শীর্ষকে "কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের অমুক নং অনুজ্ঞাপত্রক্রমে পড়তি বলিয়া হিসাব হইতে খারিজ করা যায়" এই২ কথার পরিবর্ত্তে "কমতি বলিয়া কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়" এই কথাগুলি দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৮ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পার্শ্বলিখিত যে সকল বিজ্ঞাপন ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৮ ধারামতে ও ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে প্রচারিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত কথাগুলি বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ে ও ইষ্টাম্পা কার্য্য বিভাগের কার্য্য-নির্ব্বাহে নিযুক্ত কার্য্যকারকদের উপদেশার্থ বিধিতে যোগ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ১ম খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ৭৮৬ নং।

১৮৮৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ১ম খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ৬৯০ নং।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ের ও ইষ্টাম্পা কার্য্যকারকদের উপদেশার্থ বিধির C পরিশিষ্টের ১ম টেবিলের শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র।	ইষ্টাম্প মাসুল কমা বা কম করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে সকল স্থলে মুক্ত করণের এই আজ্ঞা না করা গেলে রসীদে ইষ্টাম্প মাসুল লাগিত, সেই সকল স্থলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সেবিংব্যাঙ্কে যাঁহারা টাকা জমা রাখেন ঐ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইলে তাঁহাদের কর্ত্তৃক বা তাঁহাদের পক্ষে যে রসীদ দেওয়া হয়।	কমা করা গেল	১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ৭৮৬ নং। ৮ ধারা।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ের ও ইষ্টাম্প কার্য্যকারকদের উপদেশার্থ বিধির C পরিশিষ্টের ২য় টেবিলে শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র।	ইষ্টাম্প মাসুল কমা বা কম করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী নহে এরূপ কোন বন্দোবস্ত ক্রমে কোন মহালের যে অংশের বার্ষিক রাজস্ব গবর্ণমেণ্টে দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টরে পৃথক করিয়া ঐ রাজস্ব ধার্য্য করা গিয়াছে বলিয়া লেখা থাকিলে, ঐ অংশের কোন ভগ্নাংশ দখল পাইবার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, যায়, তাহার আবেদনপত্র।	এরূপে কমান গিয়াছে যে উক্ত অংশের উপর পৃথক করিয়া ধার্য্য করা রাজস্বের যে ভাগ উক্ত ভগ্নাংশ সম্বন্ধে হারাহারীমতে দেয় হয়, তাহার পাঁচগুণের অধিক হইবে না।	১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ৬৯০ নং। ৩৫ ধারা।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট, ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

প্রথম শ্রেণী।	জেলার নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	দফর জমা।	বাকী।	মন্তব্য।
				ও করালী দাস ঘোষাল সাং ইছাপুর শ্রীশ্রী৺ গোপালদেব জিউ ঠাকুরের সেবাইত রজনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও ভোলানাথচন্দ্র মুখোপাধ্যায় না বালকের অভিভাবিকা কৃষ্ণারাণী দেব্যা সাং রামনগর সুভদ্রা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র মণ্ডল অভিভাবক মধুসূদন মণ্ডল নাবালক সাং ভিমটিকুড়ি।	২৯৬ নং সুভদ্রাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ... ৩০৪৫।১০৯ ৩৬১ নং শ্রীশ্রী৺ গোপালজিউ ঠাকুরের সেবাইত ভোলানাথচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাবালকের অভিভাবিকা কৃষ্ণরাণী দেব্যা। ১৫২৸০ ৩৬২ নং শ্রীশ্রী৺ গোপাল জিউ ঠাকুরের সেবাইত রজনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ১৫২৸০ ৩৪১৯॥৶৭॥ সেওয়ায় ... ৪৭৪॥৶৬॥		
প্রথমশ্রেণী	...	১০৩নং	পং খটজা মাট-খন্যা।	রাজেন্দ্রনারায়ণ ধর ও বিহারীচন্দ্র ধর ও তেররাজ বাড়ওয়ারি গঙ্গানারায়ণ সেন ও গণেশচন্দ্র সেন ও গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় মাধবচন্দ্র মিত্র দীনবন্ধু সেন ও দোলগোবিন্দ ধর ও ধর্মমণী দাস্যা ও যশোদাসুন্দরী দাস্যা সাং কড়িয়া।	১৬৮০৸০	৩।৵৬	মোট আদায়ের নিলাম হইবে।
	..	১০৭নং	পং জাহাঙ্গীরপুর শাহাবাদী ঘাটপুর।	মুক্তাকেশী দেব্যা ও মুক্তাকেশী দেব্যা অদি দাদের-নাবালক পুলিনবেহারী মুখোপাধ্যায় সাং কেমুলী দিনতারিণী দেব্যা অদি দাদের নাবালক ব্রজরাখাল মুখোপাধ্যায় সাং ঐ সূর্য্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাং ঐ ও বিন্দুবাসিনী দেব্যা গিরিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাং ঐ কন্দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও নরোত্তমনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মনোমোহিনী দেব্যা সাং কেমুলী যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং বাজিতপুর ও মহেন্দ্রনারায়ণ রায় মুখী দেব্যা সাং ঐ	১১৭৬৸০ বাদ পৃথক হিঃ ২৮৪নং কন্দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২২০॥৶৫। ২৮৫ নং নরোত্তমনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ... ২২০॥৶৫। ৪৪১।১০॥ বাকী ... ৭৩৪॥১॥	১।৶৬	একমালী নম্বর জমা ৭৩৫॥১॥ টাকা নিলাম হইবে।
	. ...	১৩২নং	পং খটজা মান-ঘেড়া।	জেব বিবি ও ধর্ম্মন খাঁ ও বাহাদুর খাঁ সাং জমালিয়া ধর্ম্মন বিবি সাং লেকেশ্বরপুর মুরমেছা বিবি সাং জয়া মিয়া জেলা গাজিপুর ৺খেলেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের ইষ্টেট এডমিনিষ্ট্রেটর কৃষ্ণমোহিনী দাস্যা সাং কলিকাতা পাথুরেঘাটা বক্কেরি বিবি।	৫৮০॥০০ ২৯ নং তোসেম ইমাম খাঁ ওরফে ধর্ম্মন খাঁ মহম্মদইয়াকুব খাঁ ওরফে বাহাদুর খাঁ। ২৪৭৵৯ সেওয়ায় ... ৩৩৩॥৩	৪৯৸০	একমালী অংশের নম্বর জমা ৩৩৩॥১ টাকা নিলাম হইবে।

ঐ	...	১১৭নং	পঃ খটঙ্গা লাট সেমুলা।	বক্তারি বিবি ও মেঘ বিবি সাঃ জমনিয়া জেলা গাজিপুর ও বর্দ্ধন খাঁ ও বর্দ্ধন খাঁ সাঃ ঐ মাখন বিবি সাঃ সেকেন্দরপুর ও মুরাদ্বেহ বিবি সাঃ ভামঘিয়া।	৪৭৩।/০ বাদ পৃথক হিঃ ২৮ নং যোসেফ ইয়ার খাঁ ওঁয়ে বর্দ্ধন খাঁ মহাম্মদ ইয়াকুব খাঁ ওরফে বর্দ্ধন খাঁ নেওয়ার ... ২৬৩।৵০ / ২০৯॥৵	৪২৭	এজমালী অংশের মধ্যে জমা ২০৯॥৵ টাকা খিলাফ হইবেক।
ঐ	...	২১৩নং	পঃ কুতবপুর নারিস্তা মগঃ	দীনবন্ধু রায় সাঃ ব্রাহ্মণপাড়া ও দীনবন্ধু পরামাণীক সাঃ সাহাপুর ও যোগেন্দ্রলাল রায় সাঃ ফিরিগাছা রাধাবল্লভ দাস সাঃ ঐ রাধারমন দাস সাঃ ঐ গঙ্গানারাণ দাস সাঃ ঐ।	৫৬৪৵	।/৩	মৌন আয় নাহ ক খিলাপ হইবেক।
ঐ	...	২৩৩নং	পঃ খটঙ্গা বিরাইপুর।	রাধামাধব চৌধুরী সাঃ বলয়া রাধিকাসুন্দরী দেব্যা অন্য আত ওরফে নাবালক পুত্র রমেশচন্দ্র চৌধুরী সাঃ ঐ কুলদাসুন্দরী দেব্যা অলি হওা জামবে নাবালিক হরিশ রায় সাঃ বলয়া জয়কৃষ্ণ রায় সাঃ ঐ উমাশঙ্কর রায় সাঃ ঐ রামধন রায় সাঃ ঐ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ দক্ষিণগ্রাম ও শ্রীমতী ভগবতী দাসী সাঃ রাজনগর মাতঙ্গিনী দেব্যা সাঃ বিষ্ণুপুর স্বর্ণময়ী দেব্যা সাঃ বলয়া ডিঃ রামপুরহাট।	১১৪৩৷৶৵	./৩	ঐ
ঐ	...	৪৭১নং	পঃ আকবরসাহী ধরমবাড়ী।	মহেন্দ্রনারায়ণ রায় সাঃ রামনপুর ও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মধমি বিবি সাঃ সেকেন্ডা আজমতবেছা ওরফে অন্নদাদা বিবি সাঃ ঐ বিলমাধব রায় সাঃ বালিনপুর ও তেজচন্দ্র চৌধুরী সাঃ গণপুর মহাতাপচন্দ্র চৌধুরী সাঃ ঐ মকলউদ্দিন মাহাম্মান সাঃ সেকেন্ডা ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী সাঃ গণপুর রাইচরণ চৌধুরী সাঃ ঐ উদয়চন্দ্র চৌধুরী সাঃ ঐ শিবসুন্দরী দেব্যা সাঃ বালিনপুর ও বেণীমাধব রায় সাঃ ঐ মানিক সেকন্দর চরণ ভা ও কালিদাস বৈরাগ্য ও অজুহাজাম বাকিল্লা বিবি।	৫১৩৭	৩॥০	ঐ
ঐ	...	৬৪২নং	পঃ মঙ্গলনগর ৬৪২ নং পঃ ১হর মহেশপুর।	হবিরমেছা বিবি সাঃ মালার ডিঃ ভরথপুর ...	১১৫৬৷৶	৬৩১।৩	ঐ

BEERBHOOM COLLECTORATE,
The 4th March 1864.

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

জেলা বগুড়া।

জেলা বগুড়ার কালেক্টরি।

বাকী খাজানার জন্য অপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৮ এপ্রেল তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

তৌজির নম্বর ও মহালের নাম	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
নং ১০। ১১ তঃ বেহার পঃ সেনবর্ষ।	তাহেরআলী, আবিরন্নেছা বিবি সৈয়দালী হরিফন্নেছা বিবি, রাধারমণ চন্দ্রকিশোর ও কালীকিশোর মুন্সী লাল সিংহ স্বয়ং অলী পক্ষে চুনিলাল পান্নালাল ও অক্রুর সিংহ নাবালগ মতিলাল হিরালাল সিংহ প্যারীসুন্দরী দাস্যা মহিমচন্দ্র সাহা দিগম্বর সাহা রামসুন্দরী দাস্যা মাদরে অলীপক্ষে গৌরগোবিন্দ ও শ্রীগোবিন্দ সাহা নাবালক বনওয়ারিলাল ও মুকুন্দলাল সাহা রাধিকামোহন সাহা ও মফিজউদ্দিন খন্দকার ও শ্রীনাথ বৈষ্ণব ওছিপক্ষে সৈয়দমাজ্জম হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দয়ালী ওহুরন্নেছা বিবি স্বয়ং ওঅলীপক্ষে আলতাফন্নেছা বিবি নাবালগ মণ্ডউল্লী।	৬৫৩৭ ⁄১১।	৪৮৵৮৴	এই মহালে চিহ্নিত ॥০ আনা অংশের ৩২৬৮॥৴৯৫ পাই সদর জমার তাহেরআলী মিঞা. সৈয়দালী ওহুরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী ওছিপক্ষে আলতাফন্নেছা বিবি নাবালগ মণ্ডউল্লী ও মফিজউদ্দিন খন্দকার ও শ্রীনাথ বৈষ্ণব ওছিপক্ষে সৈয়দ মাজ্জম হোসেন চৌধুরী নামে যে হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে ৩২৬৮।।৴১১। পাই সদর জমার অংশ নিলাম হইবে।
নং ১১। ১৪ তঃ পাওগাছি পঃ সেনবর্ষ।	জৈনদ্দিন আবুল হোসেন গয়রহ ..	৪১৯৪ ⁄৬।	১১৵১০	এই মহাল ছালেমা তৈয়বান্নেছা বিবি প্রভৃতি নামে ২১৩১৮৴৩॥ পাই সদর জমার যে ১০ টি হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অংশ নিলাম হইবে।
নং ১১। ১৪ তঃ পাওগাছি পঃ সেনবর্ষ।	সোনাউল্লা ও অজরুদ্দি মণ্ডল কলীমদ্দিন চৌধুরী তমিজন্নেছা বিবি সোনাউল্লা সাহা নুরন্নেছা বিবি আয়মাখাতুন করিমন্নেছা বিবি স্বয়ং অলীপক্ষে নফিসন্নেছা বিবি মহম্মদ শাহাদ চৌধুরী মহম্মদ আব্দুলকরিম সাহ নজিম মদ্দিন আবুলহোসেন চৌধুরী।	২০৬১ ।।০⁄২৮	১১৵১০	

MOHENDRA NATH BHATTACHARGEE
Deputy Collector in charge, for Collector.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8 per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8 per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪৷৷০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮৷৷০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬৷৷০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্ন লিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫৷৷০ টাকা, ৮ আউন্স টীন ১০৷৷০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়। উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানা বান্ধে না, এরূপ সাধারণ জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৮৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৸০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশ্যানের মেম্বর, ইনর টেম্পালের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং থানি পুস্তকের মূল্য ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌন্টান্টের নিকট একং থানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে ।

				টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	বৎসর	১২৲	
ডাকমাশুল	...	...	„	২।।০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...		৪৲	
ডাকমাশুল	...	...	„	১৲	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য ...		...		।০	
ডাকমাশুল	...	...		/০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...		...		/০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর এক২ আনা ।
ডাকমাশুল	...	...		/০	

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

		Rs.
Full page, per issue	... ...	20
Half „	... ...	10
Casual advertisements.—4 annas per line.		

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ আগ্রিল ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

				টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা ,, ,,	..	...	...	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি		...	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্ল্যানেড ওয়েষ্ট টৌনহালের ভাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette*, 8*th April* 1884.]

কলিকাত প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 227—4-4-84—800

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1888A.

GENERAL.—*The 2nd April* 1884.—The services of Lieutenant W. C. W. Rawlinson, 2nd Battalion Lincolnshire Regiment, extra Aide-de-Camp on the Personal Staff of the Lieutenant-Governor of Bengal, are replaced at the disposal of the Government of India, in the Military Department.

The 4th April 1884.—In modification of the order of the 4th ultimo, Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders, with effect from the date on which he was relieved of the former appointment by Mr. W. Macpherson.

Baboo Umesh Chunder Batabyal, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that sub-division.

Mr. E. E. Lowis, Commissioner of the Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty-one days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr H. J. S. Cotton, Secretary to the Board of Revenue, is appointed to act as Commissioner of the Chittagong Division, during the absence, on leave, of Mr. E. E. Lowis, or until further orders.

Mr. W. H. Grimley, Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Secretary to the Board of Revenue, during the absence, on deputation, of Mr. H. J. S. Cotton, or until further orders.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah, during the absence, on deputation, of Mr. W. H. Grimley, or until further orders.

The 7th April 1884.—Baboo Issur Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is transferred to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

Mr. J. B. Worgan, Officiating District and Sessions Judge, Cuttack, is allowed privilege leave for two months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant.

Mr. H. Gillon, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to act as District and Sessions Judge, Cuttack, during the absence, on leave, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. Boxwell, Officiating Magistrate and Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

Mr. H. J. H. Fasson, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, is appointed to act as Magistrate and Collector of Gya, during the absence, on leave, of Mr. J. Boxwell, or until further orders.

Mr. T. D. Beighton Officiating District and Sessions Judge, Burdwan, is appointed to act as District and Sessions Judge, Patna, during the absence, on leave, of Mr. H. Beveridge, or until further orders.

Mr. S. H. C. Tayler, District and Sessions Judge, Beerbhoom, is appointed to act as District and Sessions Judge, Burdwan, during the absence, on deputation, of Mr. T. Smith, or until further orders.

[*Government Gazette, 15th April* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৮৮৮ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—লিনকনসেয়ার রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় বাটেলিয়নের লেপ্টেনেণ্ট ও বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের স্বকীয় দলের অতিরিক্ত মোসাহেব শ্রীযুক্ত ডবলিউ, সি, ডবলিউ রালিনসন সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে পুনঃ সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আপ্রিল।—গত মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত জে, বি, ওয়াগন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার ও হুগলীর এক্টিং আডিশ্যনল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত জে, পি, চার্লস সাহেব স্বীয় কর্ম্মের ভার শ্রীযুক্ত ডবলিউ মাকফরসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেদনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল উক্ত মহকুমায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশানর শ্রীযুক্ত ই, ই, লৌইস সাহেব আগামি মে মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ই, ই, লৌইস সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত এচ, জে, এস, কটন সাহেব চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এচ, জে, এস, কটন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার নিয়ৎকালীন জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এল, এচ, বি, স্মাইথ সাহেব হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

কটকের এক্টিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত জে, বি, ওয়াগন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণের মন্তব্যমতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি দুই মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, বি, ওয়াগন সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শাহাবাদের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, গিলন সাহেব কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ার এক্টিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, বজ্ঞওয়েল সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, বজ্ঞওয়েল সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজফরপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, জে, এচ, কাসন সাহেব গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, বেবরিজ সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্দ্ধমানের এক্টিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত টি, ডি, বেটন সাহেব পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত টি, স্মিথ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত এম, এচ, সি, টেলর সাহেব বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

Mr. B. L. Gupta (Barrister-at-Law), Presidency Magistrate, Calcutta, is appointed to act as District and Sessions Judge, Beerbhoom, during the absence, on deputation, of Mr. S. H. C. Tayler, or until further orders.

Moulvie Synd Ameer Hossein, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Presidency Magistrate, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. B. L. Gupta, or until farther orders.

Police.—*The 3rd April* 1884.—Colonel C. T. Hitchins, late District Superintendent of Police, Cuttack, was on leave, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, from the 5th to the 26th ultimo, both days inclusive.

The 4th April 1884.—Mr. W. D. Pratt, District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Colonel W. Gordon District Superintendent of Police, Howrah, is allowed leave for six months, under Rule XXV, appendix C1 of the Military Furlough Rules of 1868, with effect from the 1st proximo.

Mr. P. A. Sandilands, Assistant Superintendent of Police, Howrah, is appointed to act as District Superintendent of Police, Howrah, during the absence, on leave, of Colonel W. Gordon, or until further orders.

Registration.—*The 3rd April* 1884.—Pundit Debi Prosad, Special Sub-Registrar of *Chupra*, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 20th instant.

Opium.—*The 3rd April* 1884.—The orders of the 9th February 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 27th idem, granting three months' privilege leave to Mr. J D. Savi, Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, Behar Agency, and appointing Mr. H. F. Drummond, to act for him, are cancelled.

Medical.—*The 3rd April* 1884.—Baboo Otool Chunder Chuckerbutty is appointed to be a member of, and Assistant Secretary to, the committee for the management of the Bundipore Dispensary in the Serampore sub-division of the Hooghly district, *vice* Baboo Rammoy Roy, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the committee for the management of the charitable dispensary at Bhola, in the district of Backergunge:—

Baboo Hemango Chandra Bose, First Munsif.
,, Radha Charan Roy, Second Munsif.
,, Raj Chandra Roy, Police Inspector.
Moulvi Abdus Salem, Rural Sub-Registrar.
Baboo Ananda Chandra Chatterjee, Sub-Divisional Head Clerk.
Munshi Alimuddeen, Mukhtear.
Baboo Ishan Chandra Banerjee, Pleader.
,, Mohini Mohan Bagchi, Overseer.

Forests.—*The 8th April* 1884.—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong Division, is granted three days' privilege leave, in extension of the one month granted to him on the 15th January 1884.

Municipal.—*The 27th March* 1884.—Baboo Trigunanund Upadhya is appointed to be a Commissioner of the Chupra Municipality in the district of Sarun.

[*Government Gazette, 15th April* 1884.]

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এস, এচ, সি, টেলর সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট. (বারিষ্টার-আট-ল.) শ্রীযুত বি, এল, গুপ্ত, বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত বি, এল, গুপ্তের অনুপস্থিতি কাল অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আমীর হুসেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—কটকের পোলীসের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত সি, টি, হিগিন্স সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে গত মাসের ৫ তারিখ অবধি ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী লইয়াছিলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আপ্রিল।—২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ১৩ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, এ, সি, স্মাইড সাহেব উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ১৮৬৮ সালের মিলিটারী নিয়মিত ছুটীর বিধির C১ পরিশিষ্ট পত্রের ২১ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি, এ, সাণ্ডার্সন সাহেব হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—ছাপরার বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—বিহার এজেন্সীর অন্তর্গত তেকতার আফীনের সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত জে, ডি, সার্বি সাহেবকে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী দেওন এবং শ্রীযুত এচ, এফ, ডামণ্ড সাহেবকে তাঁহার কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির যে আজ্ঞা গত আপ্রিল মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—বাবু রামময় রায়ের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত বাবু অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার সামিল বলিপুর ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বর ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত ভোলার দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু হেমাঙ্গচন্দ্র বসু।

দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রাধাচরণ রায়।

পোলীসের ইন্সিপেক্টর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র রায়।

গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী আবদুল সালেম।

মহকুমার হেড ক্লার্ক শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মোক্তার শ্রীযুত মুন্শী আলিমদ্দীন।

উকীল শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওবরসিয়র শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন বাগচী।

বন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।—চট্টগ্রাম খণ্ডের একটিং ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ এম, গ্রীন সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারিতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

মুন্সিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—শ্রীযুত বাবু ত্রিগুণানন্দ উপাধ্যায় সারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরা মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Soory Municipality of Baboo Modon Gopal Singha to be their Vice-Chairman.

Baboo Loke Nauth Chuckerbutty, Second Master, Rajshahye Collegiate School, is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beauleah Municipality.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Nussirabad Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Chandrakanta Ghosh to be their Vice-Chairman.

The 3rd April 1884.—The following gentlemen are re-appointed to be Commissioner of the Hooghly and Chinsurah Municipality :—

Baboo Akhoy Chandra Sircar.
,, Soobul Chandra Mullic.
,, Mohendra Chandra Mittra.
,, Jadu Nath Set.
Prince Mahomed Amiruddin.
Baboo Dwarka Nath Chuckerbutty.
,, Lal Behary Dutt.
,, Nemye Chand Sil.

ROAD CESS.—*The 31st March* 1884.—Mr. A. Borooah, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Vice-Chairman of the Jessore District Road Committee, *vice* Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate.

Assistant Surgeon Abhoy Kumar Sen, in charge of the sub-divisional dispensary at Cox's Bazar, in the district of Chittagong, is appointed to be Vice-Chairman of the Branch Road Committee at that place.

Baboo Annada Prasad Sen is appointed to be a member of the Rungpore District Road Committee, *vice* Baboo Bhuban Mohun Roy Chowdhuri.

Mr. H. Lee is re-appointed to be Vice-Chairman of the Sarun District Road Committee.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree Lodging-house Committee for the year 1884-85 :—

Mr. W. D. Abercrombie, Assistant Superintendent in charge of District Police.
Baboo Kedarnath Biswas, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector.
,, Soshodhar Roy, Head Master of the Zillah School.
,, Ramchand Addya.
,, Tarakant Bidyasagar.
,, Harish Chunder Ghose.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road Committee of Dacca, under section 180 of the Cess Act, 1880, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification in the *Calcutta Gazette*.

1. Whoever encroaches on or damages any part of a district road by cultivating crops or otherwise, and the owner of any cattle found grazing within the boundaries of any such road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

2. Whoever, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman of the Road Committee, causes an obstruction to the traffic on any district road by cutting the same, wholly or partially, for purposes of the irrigation or drainage of adjacent lands, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

[*Government Gazette, 15th April* 1884.]

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—সিউড়ী মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু মদনগোপাল সিংহকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুত বাবু লোকনাথ চক্রবর্ত্তী রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নসিরাবাদ মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলী ও চুঁচড়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।	শ্রীযুত শাহজাদা মহম্মদ আমিরুদ্দীন।
,, ,, সুরেশচন্দ্র মল্লিক।	,, বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী।
,, ,, মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।	,, ,, লালবিহারী দত্ত।
,, ,, যদুনাথ শেঠ।	,, ,, নিমাইচাঁদ শীল।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ সরকারের পরিবর্ত্তে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, বড়ুয়া যশোহর জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমার ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার সেন উক্ত স্থানের শাখাপথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন রায় চৌধুরীর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন রঙ্গপুর জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, লী সাহেব সারণ জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৪-৮৫ সালের নিমিত্ত পুরীর বাসাবাড়ী কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, আরকুইন্স সাহেব।
কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস।
জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শশধর রায়।
শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ আঢ্য।
,, ,, তারাকান্ত বিদ্যাসাগর।
,, ,, হরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

কোলম্যান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার পথকমিটী কর্ত্তৃবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে নিম্নলিখিত যে উপবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তি-যুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেই উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিলেন।

১। কোন ব্যক্তি জিলার পথের কোন অংশে শস্য বুনিয়া বা প্রকারান্তরে তাহা চাপিয়া লইলে বা তাহার হানি করিলে তাহার ও উক্ত পথের সীমার মধ্যে গবাদি চরিতেছে দেখা গেলে তৎস্বামির ১০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি পথ কমিটীর সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা নিকটস্থ জমিতে জল সেঁচিবার বা জলনালা করিবার জন্যে জিলার পথের সমুদয় বা কতক অংশ কাটিয়া বাণিজ্য কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে তাহার ১০০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

3. Whoever wilfully causes the destruction and removal of, or damage to, any tree planted on a district road, or to any gabion erected for the protection of the same, or whoever removes any post erected on a district road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

4. Whoever encroaches on any village road which has been constructed or repaired by the District or the Branch Road Committee from the District Road Fund, by fencing upon or cutting the sides or otherwise, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

5. During the course of repairing any road it shall be lawful for the person in charge of such repairs to forbid traffic from passing over such portion of the roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic and carts can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

6. Whoever obstructs or fills up any portion or the whole of any *khall*, channel, or watercourse of the District Committee, by raising any *bund* for the purpose of catching fish, or for any other object, or by throwing into it any cow-dung, mud, sweepings or any other substance, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—Whereas a notice was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the following bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objection has been raised to the said bye-law, it is now notified that the bye-law is confirmed.

Whoever being in possession of or having control over any plants, trees or hedges obstructing, overhanging, or overshadowing any road, and being required by a notice in writing signed by the Chairman or Vice-Chairman of the District Road Committee or any Branch Committee to cut down, prune or trim such plants, trees or hedges, shall neglect or omit to comply with such requisition within the period therein prescribed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to further fine not exceeding Rs. 2 for each day after the imposition of a fine under this bye-law until the requisition is complied with.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that in the exercise of the power conferred on him by section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor directs that the ferry over the river Katjooree, at Joypur, in the district of Cuttuck, be struck out of the list of public ferries

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred on him by section 13 of Act V (B.C.) of 1876, to include within the limits of the Pooree Municipality the places named Matiapara and Mahantsahi, unless good reasons be shown to

৩। কোন ব্যক্তি জিলার পথে রোপিত কোন গাছ, কিম্বা তাহা রক্ষার্থ কোন ঘের ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট বা স্থানান্তর করিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিম্বা জিলার পথে প্রস্তুত কোন স্তম্ভ সরাইলে, তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। ডিষ্ট্রিক্ট রোড ফণ্ড হইতে জিলার বা শাখা পথ কমিটীর দ্বারা প্রস্তুত বা মেরামত করা কোন গ্রাম্য পথ কোন ব্যক্তি বেড়া দিয়া কিম্বা তাহার পার্শ্ব কাটিয়া বা প্রকারান্তরে চাপিয়া লইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ মেরামৎ করিবার সময়ে যে ব্যক্তি মেরামৎ করিবার ভার পান তিনি যে অংশ মেরামৎ হইতেছে সেই অংশের উপর দিয়া বাণিজ্য কার্য্যচলন নিষেধ করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ পথের কিয়দংশ দিয়া বাণিজ্য কার্য্য ও গরুর গাড়ী চলিবার স্থান রাখিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই রূপ কোন আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। কোন ব্যক্তি মাছ ধরিবার কিম্বা অন্য কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্ত বাঁধ দিয়া কিম্বা গোবর, কাদা, ঝাটনী কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য ফেলাইয়া জিলার কমিটীর কোন খালের, খাড়ির, বা জলস্রোতের কোন অংশ বা সমুদয়ের বাধা জন্মাইলে কিম্বা তাহা পূর্ণ করিলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাবাদ জিলার পথকমিটীর প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১১৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোন পথ অবরোধকারী বা তাহার উপর ঝুলিয়া পড়া বা অন্ধকারাচ্ছাদনকারী কোন চারার, বৃক্ষের বা বেড়ার দখলীকারের কিম্বা তাহার উপর কর্তৃত্ব থাকা কোন ব্যক্তির প্রতি জিলার পথ কমিটীর বা কোন শাখা কমিটীর সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিস দিয়া সেই চারা বা বৃক্ষ বা বেড়া কাটিবার, ছাটিবার বা বা ঝুড়িবার আদেশ করা গেলে তিনি নোটিসের লিখিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ আদেশমত কার্য্য করিতে শৈথিল বা ত্রুটি করিলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং এই উপবিধিমতে অর্থদণ্ড ধার্য্য হইলে পর ঐ আদেশমত কর্ম্ম না করণ পর্য্যন্ত দিন প্রতি আর ২৲ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮১ সালের ৬ আইনের ৩ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি কটক জিলার অন্তর্গত জয়পুরস্থ কাটজুরি নদীর খেয়াঘাট রাজকীয় খেয়াঘাটের নির্ঘণ্টপত্র হইতে উঠাইয়া দিবার আদেশ করিলেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, পুরী মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে

the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality. The places so to be united are bounded as follows:—

On the north by Ticarpara;
On the south by Goondichabari and Balukhund;
On the east by Hulhulia road and Luskurpatna; and
On the west by Koomharpara.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—Whereas a notification dated the 18th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act V (B.C.) of 1880, to the thanas named in the margin, in the district of Tipperah, was published at page 1312, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 26th idem, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the thanas named, within six weeks from the date of the publication of the said notification, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act the Lieutenant-Governor extends the provisions of the Act to the thanas named.

Brahmanbaria.
Nobinagore.
Moradnagar.
Kotwali.
Chandoona.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—Whereas a notification, dated the 15th January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 235 to 277 of Act V (B.C.) of 1876 to the Bhuddessur Municipality, was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th idem, and whereas no objection has been raised to the proposal, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 234 of the Act, the Lieutenant-Governor, on the recommendation of the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, sanctions the extension of the provisions of sections 235 to 277 of the Act to that municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a dry earth shed in mohullah Chowdhry Gully, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose land measuring, more or less, 15 cottahs 2 dhoors and 15 dhoorkees of local measurement is required.

The land is bounded on the north by the land and house of Saligram and the house of Gopeenath; on the south by a lane; on the east by the house of Gunpot and the land of Saligram, and on the west by an old Baoli of Baboo Boijnath.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for widening the Hurnaliatolah Lane in the city of Patna,

কার্য্য করিয়া তিনি মাটিয়াপাড়া ও বহস্তপাহী নামক স্থান পুরী মুনিসিপালিটীর মধ্যে ধরিবার কল্পনা করিয়াছেন। যেই স্থান উক্ত রূপে সংযোগ করা যাইবে তাহার সীমা এই২,—

উত্তর সীমা।—টিকাপাড়া;
দক্ষিণ সীমা।—গুণ্ডিচাবাড়ী ও বালুখণ্ড;
পূর্ব্ব সীমা।—হলহলিয়া পথ ও লঙ্করপড়ম্না; এবং
পশ্চিম সীমা।—কুমারপাড়া।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত পার্শ্বলিখিত কএক থানায় ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৩১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও, উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি উক্ত কএক থানায় উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে ছয় সপ্তাহের মধ্যে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত কএক থানায় প্রচলিত করিলেন।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া।
নবিনগর।
মোরাদনগর।
কোতয়ালী।
চান্দিনা।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটীতে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৫ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিয়া তিনি ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত মুনিসিপালিটীতে উক্ত আইনের ২৩৫ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগণার চৌধুরি গলী মহল্লায় শুষ্ক মাটির শেড প্রস্তুত করণার্থে পাটনা মুনসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত স্থানীয়মাপের ন্যুনাধিক ৮০ কাঠা ০ ধুর ও ১৫ ধুরকী পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা শালি গ্রামের জমি ও বাড়ী, এবং গোপীনাথের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা গলী পথ, পূর্ব্ব সীমা গণপতের বাড়ী ও শালি গ্রামের জমি, এবং পশ্চিম সীমা বৈজনাথ বাবুর পুরাতন বাউলী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগণার পাটনা শহরে হরনালিয়াটোলা লেন পরিসর করিবার জন্যে পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা

pergunnah Azimabad, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 cottahs and 12 dhoors of local measurement is required. The land is bounded on the north by the Lodikutra lane, on the south by the East India Railway, on the east by the houses of Mussamat Baso, Woozir Malee, Kazee Reja Houssain, Cheragali, Woozirool Haq, Birj Mohunlal, Mungun Kahar, Parijan Jwahirlal and Juggoolal and a temple, and on the west by the existing Hurnaliatolah Lane.

A plan of the land required is filed in the office of the Municipal Commissioners of Patna for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Manickgunge Union for a public purpose, viz for the extension of the municipal tank in the village of Dassora, pergunnah Rajnugger, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5 beegahs 16 cottahs 13 dhoors of standard measurement, is required. The land is bounded on the north by the Government road and the municipal tank; on the east by the municipal tank and the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy; and on the south and west by the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Rampore Beauleah Municipality for a public purpose, viz. for a road in the village of Boshpara, pergunnah Lushkurpore, zillah Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 6½ chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the compound of Gouranga Sundar Mozumdar's house; on the south by the road from Rampore Beauleah to Nattore; on the east by (1) a piece of land occupied by Prasanna Bystami, (2) a piece of waste land belonging to zemindars Keshub Narayan Tagore and others of Sheroil, and (3) lands occupied by Shubid Shekh and Khoaz Shekh; and on the west by a tank belonging to Radha Nath Sarkar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 1st April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz for a Mahomedan burial ground in the village of Patuaparah, Nattore, pergunnah Laskarpur, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 beeghas 4 cottahs and 5 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—On the north by Baher Chouki or outer moat, on the south by the municipal road and drain, on the east by the road cess road, and on the west by Abdul Hakim's jote land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 15*th April* 1884.]

প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে আনীয় মাপের ন্যূনাধিক ।১ কাঠা ১২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কোতিকট্টালেস; দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে; পূর্ব্ব সীমা মসম্মৎ বাদো, উজীর মাঝী, কাজি রেজা হুসেন, চেরাগালী, উজীকলচক, ব্রজ মোহন লাল, মজন কাহার, পারজন ওয়াহিব লাল এবং জগুলালের বাড়ী ও এক মন্দির এবং পশ্চিম সীমা বর্ত্তমান হরিনালীয়াটোলা লেন।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্য পাটনার মুনিসিপল কমিশনরদের আফীসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলম্যান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত রাজনগর পরগনার মশোরা গ্রামে মুনিসিপল পুষ্করিণী বাড়াইবার জন্যে মানিকগঞ্জ গ্রাম সমাহারের অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কল্পিত ন্যূনাধিক ৭৬১ কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেণ্টের পথ ও মুনিসিপল পুষ্করিণী, পূর্ব্ব সীমা মুনিসিপল পুষ্করিণী এবং তারাপ্রসন্ন ও কালীপ্রসন্ন রায়ের জমি, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা তারাপ্রসন্ন ও কালী প্রসন্ন রায়ের জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলম্যান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লস্করপুর পরগনার বোসপাড়া গ্রামে পথ করিবার জন্যে রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কল্পিতমতে ন্যূনাধিক /৩।৵১০ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গৌরাঙ্গসুন্দর মজুমদারের বাড়ীর হাতা, দক্ষিণ সীমা রামপুর বোয়ালিয়া অবধি নাটোর পর্য্যন্ত পথ, পূর্ব্ব সীমা (১) প্রসন্ন বৈষ্ণবীর দখলী একখণ্ড জমি, (২) নাটোরের কেশবনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি জমীদারদের পতিত একখণ্ড জমি ও (৩) শুকুর শেখ ও খোয়াজ শেখের দখলী জমি, এবং পশ্চিম সীমা রাধানাথ সরকারের পুষ্করিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলম্যান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লস্করপুর পরগনার নাটোরের পটুধাপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবরস্থানের জন্যে নাটোর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কল্পিতমতে ন্যূনাধিক ৵/৪।৵ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই২—উত্তর সীমা দারোগার চৌকী, দক্ষিণ সীমা মুনিসিপল পথ ও নর্দ্দমা, পূর্ব্ব সীমা পথকরের পথ, এবং পশ্চিম সীমা আবদুলহাকের গোত জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলম্যান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1889 A.

The 7th April 1884.—Mr. E. F. Ainslie, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sungoo, Chittagong Hill Tracts, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 31st March* 1884.—Baboo Kalinath Dhur, Second Munsif of Narail, in the district of Jessore, is allowed leave for 3 months, under section 73, Civil Leave Code, viz. 15 days on full pay under rule 3, and 2 months and 15 days on half pay under rule 1, with effect from the 17th February 1884.

The 3rd April 1884.—Baboo Koylash Chundra Mozumdar, Second Munsif of Bagirhat and Khulna, in the district of Jessore, is allowed leave for one month, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884, or from such date as he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs that the following rule be substituted for Rule 3 of the Supplementary Rules under the Indian Arms Act, XI of 1878, published in the *Calcutta Gazette* of the 26th March 1879 :—

Monthly returns of the stock and sales of each license-holder shall be submitted by Sub-Divisional Magistrates to the District Magistrate in the form prescribed above. From these monthly returns half-yearly statements shall be submitted by District Magistrates to Commissioners of Divisions and the Inspector-General of Police. The Inspector-General of Police will submit to Government a complete half-yearly return for the entire province, excluding the town of Calcutta. A similar half-yearly return for Calcutta shall be submitted by the Commissioner of Police.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—In continuation of notification, dated 3rd December 1883, which appeared in the *Calcutta Gazette* of 12th December 1883, Part I, page 1256, transferring thanas Kaliangunj and Gokurn from the sudder sub-division of Moorshedabad to the sub-divisions of Lalbagh and Kandi respectively, in the district of Moorshedabad, the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power vested in him by section 18, Act VI of 1871, to make similar alterations in the local jurisdictions of the sudder munsifi and of the munsifis of Lalbagh and Kandi in order to render the munsifis and sub-divisions conterminous. The munsifis in question will accordingly be constituted as follows :—

Munsifis.	*Thanas.*
Sudder munsifi of Moorshedabad (head-quarters at Berhampore)	Sujaganj. Gorabazar. Barwa. Goas. Nowada. Hariharpara. Daulatbazar. Jellinghi.
Lalbagh (head-quarters at Lalbagh) ...	Kalianganj. Shahanagur. Manullabazar. Assanpur. Bhagwangola. Sagardighi (independent outpost).
Kandi (head-quarters at Kandi) ...	Gokurn. Khargaon. Bharatpore. Kandi.

[*Government Gazette*, 16*th April* 1884]

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের অন্তর্গত সদর কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই, এফ, এক্সলী সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—যশোহর জিলার অন্তর্গত নড়াইলের দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কালীনাথ ধর সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ ৩ প্রকরণমতে পুরা বেতনে পনের দিনের ও ১ প্রকরণমতে অর্দ্ধেক বেতনে দুই মাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—যশোহর জিলার অন্তর্গত বাগিরহাট ও খুলনার দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র মজুমদার সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ও অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে ১৮৮৪ সালের ১০ আপ্রিল অবধি কিম্বা তাহার পর যে তারিখে ছুটীগ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখের বাঙ্গালা গেজেটে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত অতিরিক্ত বিধির ৩ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারা দিবার আদেশ করিলেন।

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটেরা উপরোক্ত পাঠে প্রত্যেক জন লাইসেন্স ধারির মৌজুদ দ্রব্যের ও বিক্রয়ের মাসিক রিটর্ণ জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এই সকল মাসিক রিটর্ণ হইতে ষাণ্মাসিক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়া খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের ও পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। পোলীসের ইনিস্পেক্টর জেনেরল সাহেব কলিকাতা নগরভিন্ন সমস্ত প্রদেশের সম্পূর্ণ ষাণ্মাসিক রিটর্ণ গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন। পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব কলিকাতার তদ্রূপ ষাণ্মাসিক রিটর্ণ পাঠাইবেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত মুরশিদাবাদের সদর মহকুমা হইতে কালিয়াগঞ্জ গোকর্ণ থানা ক্রমান্বয়ে লালবাগ ও কান্দি মহকুমা ভুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের বাঙ্গালা গবর্নমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তদতিরিক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ১৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি মুনসেফীর ও মহকুমার সীমা সমান করণার্থে সদর মুনসেফীর এবং লালবাগ ও কান্দি মুনসেফীর স্থানীয় বিচারাধিপত্যেরও তদ্রূপ পরিবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং উক্ত মুনসেফী গুলি নিম্নলিখিত রূপ হইবে।—

মুনসেফী।	থানা।
মুরশিদাবাদের সদর মুনসেফী (সদর স্থান বহরমপুরে)	সুজাগঞ্জ।
	গোরাবাজার।
	বারওয়া।
	গোয়াস।
	নওয়াদা।
	হরিহরপাড়া।
	দৌলতবাজার।
	জঙ্গী।
লালবাগ (সদর স্থান লালবাগে)	কল্যাণগঞ্জ।
	শাহনগর।
	মাঙ্গুরা বাজার।
	আসানপুর।
	ভগবানগোলা।
	সাগরদিঘী (স্বাধীন ফাঁড়ী)
কান্দি (সদরস্থান কান্দীতে) ...	গোকর্ণ।
	খারগাঁ।
	ভরতপুর
	কান্দি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

The Lieutenant-Governor is further pleased to declare under the same law that the transfer caused by the said notification of certain villages (lists A and B) from thana Barwa to thana Bharatpore, and of certain other villages (list C) from thana Barwa to thana Gokurn, will have effect in respect also of civil jurisdiction; that is to say, the villages in question will belong to the jurisdiction of the Kandi Munsifi, within which the thanas of Gokurn and Bharatpore are situated.

F. B. PEACOCK,
Secy to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 3rd April 1884.

No. 155.—*Leave.*—Mr. A. R. Macdonald, Assistant Engineer, second grade, Northern Bengal State Railway, is granted six months' special leave on urgent private affairs, with effect from the 20th instant, or such subsequent date as he may be allowed to avail himself of the same.

No. 156.—*Transfer.*—Mr. C. Von Ahn, Executive Engineer, fourth grade, temporary rank, is transferred from the Benares-Cuttack Railway Surveys to the Northern Bengal State Railway.

The 7th April 1881.

No. 157.—*Leave.*—Mr. L. R. Fraser, Assistant Engineer, second grade, Hazaribagh Division, is granted three months' leave to study the native language, under Public Works Code, chapter II, paragraph 27, with effect from the afternoon of the 26th ultimo.

No. 158.—*Corrigendum.*—In notification No. 150 of the 25th ultimo, *for* "afternoon" *read* "forenoon."

IRRIGATION.

The 8th April 1884.

No. 160.—*Notification* —In accordance with the last clause of section 43 of Act II (B.C.) of 1882, "The Bengal Embankment Act," the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the embankment described below, which is not mentioned in schedule D to Bengal Act VI of 1873, shall be included therein, and shall remain so included as long as the Government is the proprietor of the Punchanogram estate.

Punchanogram Embankment

This is a continuous embankment, 3 miles and 1,400 feet, more or less, in length, in the Government estate Punchanogram. It commences in village Kalikapore and terminates in villages Shaumbadut and Chowbhanga of pergunnah Calcutta Dehi-Punchanogram.

No. 161.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Collector's office in the village of Anderkilla, thana town, zillah Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 8 beeghas 3 cottahs 18 dhoors 6 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the District Engineer's and Collector's office premises, on the west by the Government road leading from Anderkilla to Feringi Bazar, on the south by the Judge's Court premises, and on the east by the Khillah land and Shiblal Tewari's tank, is required within the aforesaid village of Anderkilla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept

[*Government Gazette, 15th April* 1884.]

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আইনমতে আরো আদেশ করিলেন যে উক্ত বিজ্ঞাপনমতে (A ও B চিহ্নিত নির্ঘণ্টপত্রে লিখিত) কএক গ্রাম বরুওয়া থানাহইতে ভরতপুর থানাভুক্ত এবং (C চিহ্নিত নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত) অন্য কএক গ্রাম বরুওয়া থানা হইতে গোকর্ণ থানাভুক্ত করা দেওয়ানী বিচারাধিপত্য সম্পর্কেও ফলবৎ হইবে, অর্থাৎ, উক্ত কএক গ্রাম কান্দির মুন্সেফী বিচারাধিপত্যের মধ্যে হইবে, কেননা এই মুন্সেফীর মধ্যে গোকর্ণ ও ভরতপুর থানা আছে।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।

১৫৫ নম্বর।—ছুটী।—বঙ্গদেশের উত্তরদিগের ষ্টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ, আর, মাকডনাল্ড সাহেব নিজের বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের নিমিত্তে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণের অনুমতি পান তদবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

১৫৬ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন একসেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সি, জন আহমদ সাহেব বেণারস কটক রেলওয়ে সর্বে হইতে বঙ্গদেশের উত্তরদিগের ষ্টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।

১৫৭ নম্বর।—ছুটী।—হাজারিবাগ খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এল, আর, স্পেন্সর সাহেব এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করণার্থে পবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে গত মাসের ২৯ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৫৮ নম্বর।—অশুদ্ধশোধন।—গত মাসের ২৫ তারিখের ১৫০ নং বিজ্ঞাপনে "অপরাহ্ণ" শব্দের পরিবর্ত্তে "পূর্ব্বাহ্ণ" শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

জলসেচন বিষয়ক।

১৬০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের বাঁধ বিষয়ক ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৪৩ ধারার শেষ প্রকরণমতে এই আদেশ করিলেন, যে, নিম্নলিখিত যে বাঁধ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D চিহ্নিত তফসীলে লেখা যায় নাই, তাহা তন্মধ্যে ধরা যাইবে এবং গবর্ণমেণ্ট যত দিন পঞ্চান্ন গ্রাম ইষ্টেটের মালিক থাকেন তত দিন তাহা তন্মধ্যে থাকিবে।

পঞ্চান্ন গ্রাম বাঁধ।

পঞ্চান্ন গ্রাম গবর্ণমেণ্ট ইষ্টেটে এই বাঁধ ন্যূনাধিক ৩মাইল ১৮০০ ফুট দীর্ঘ এক টানা বাঁধ। ইহা কালিকাপুর গ্রামে আরম্ভ হইয়া কলিকাতা পরগনার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের শোল্বাদৎ ও চৌভাগা গ্রামে শেষ হয়।

১৬১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত সহর থানার আঁধারকিল্লাগ্রামে কালেক্টরের আফিস করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমিলওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত আঁধারকিল্লা গ্রামে কমীমৎ ন্যূনাধিক ৮/১ কাঠা ১৮ধুর ।৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র ও কালেক্টর সাহেবের আফিস বাড়ী পশ্চিম সীমা আঁধারকিল্লা অবধি ফিরিঙ্গিবাজার পর্য্যন্ত যাইবার গবর্ণমেণ্টের পথ, দক্ষিণ সীমা জজ সাহেবের আদালত ঘর, এবং পূর্ব্ব সীমা খিল্লা জমি ও শিবলাল তেওয়ারির পুষ্করিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপাটমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

টাকায় যত পাওয়া যায়।															৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।			
রাগী বা মাড়ুওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জালানিকাঠ।			লবণ।			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
																		বেহার।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	..	...	...	...	|৭	|৭	|৮	৪/	৪/	৪/	|০||	|০||	|০||	৩||৶০	৩|৶০	৩৸০	পূর্ণিয়া।
...	...	...	...	...	...	|,২	|৮	|/০	৩||	৪/	৩||	|১	|২	|১	৩|৵	৩/৬	৩||০	মালদহ।
...	...	...	|৮	|৮	৸৪	|৬	|১	|৭	৪/	৪/	৪/	|২	|০	|১	৩|০	৩|০	৩,৶০	সাঁওতাল পরগণা।
																		উড়িষ্যা।
|০||	|৪|৶	|৩৶	...	...		|৩||৶	|৩||৹	||২|	২/	২/	২/	|৪	|৪	|৪	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।
...	...	...	..	...	...	||১	||৩|০	|১||০	২/	২/	২/৬	|৬	|৬	|১	...	২||০০	২৸০	পুরী।
...	...	...	...	...	...	|৪	|৩	|৬	৩৲	২৸০	৩/	/৯৮০	/৯	|২/	৩৸০	৩৸০	৩৶০	বালেশ্বর।
																		ছোট নাগপুর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্সী।
||৬	||১	||৭	|৬	|৮	|৪	|৭	|৬	|৮	৮/	৮/	৩/	|০||	|১	|১	৩/১০	৩/৯	৩||০০	হাজারীবাগ।
||৮	||৮	১/	|৮	||০	৸২	|৬	|৪	|৬	২|০	২||০	৩/	|০	|১	|০	৩|৶০	৩.৶০	৩||৶০	লোহারডগা।
...	...	..	..	...	...	|৬	|৬	||৪	৪/	৪/	৪/	|৮	/৮	/৯	৪৲	৪৲	৩৸০	সিংহভূম।
...	...	..	..	...	১/৮	|৭||	|৭	||২	৩/	৩/	৩/	|০||	|০||	|০||	৩|৶০	৩||০	৩|৶০	মানভূম।

৯৫। ভদ্রক মহকুমায় লবণের খুচরা দর টাকায় /৮ সের।
৯৬। গিরিধি মহকুমার অন্তর্গত (খরকাদিহায়) লবণের খুচরা দর টাকায় ।১।। সের।
৯৭। গোবিন্দপুর মহকুমায় লবণের খুচরা দর টাকায় ।১ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪ । ১৫ আপ্রিল।]

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্ন লিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্ন লিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়, উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ।।।০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৮৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ।।।০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurramtolah Street, Calcutta.

[*Government Gazette*, 15th *April* 1874.]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গালা সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

[illegible] মন্দিরের [illegible] নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, [illegible] উপাধিধারী শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, মহোদয়ের [illegible] লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাসম্বন্ধে আইন সংক্ষেপ।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গালা সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengal Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette		10	0	0	per annum.
	Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal		4	0	0	,,
	Postage	1	0	0	,,
For a single copy—					
Entire Gazette		0	4	0	
	Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI		0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
	Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃস্বলে।

				টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	বৎসর	১০৲	
ডাকমাসুল	...	...	"	২॥০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...	"	৪৲	
ডাকমাসুল	...	...	"	১৲	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য ...		...		।০	
ডাকমাসুল	...	...		/০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...		...		/৫	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর একং আনা।
ডাকমাসুল	...	...		/০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃস্বলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এম বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

		Rs.
Full page, per issue	... ...	20
Half "	... ...	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

[*Government Gazette*, 15*th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা " "	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভায় আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার প্ল্যাসেড ওয়েষ্ট টৌনহালের ভাড়ায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১২ আপ্রিল।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুঃ এডওয়ার্ড মরিস লুইস সাহেব
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল

B 243—12-4-84—800

Numb. 2334 [২৩৩৪].

[REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1926 A.

GENERAL.—*The 9th April* 1884.—Mr. C. B. Garrett, Officiating District and Sessions Judge, Patna, is appointed to act as Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, during the absence, on leave, of Mr. T. T. Allen, or until further orders.

The 12th April 1884.—Mr. A. W. Paul, Joint-Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred temporarily to the sudder station of the Nuddea district.

Mr. W. H. Page, Officiating District and Sessions Judge of Bhagulpore, returned to duty on the afternoon of the 21st March 1884, instead of the 22nd idem, as previously notified.

Baboo Girendra Nath Mittra, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hazaribagh, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 24th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 14th April 1884.—Dr. K. B. Stuart is appointed to be Coroner of Calcutta, *vice* Mr. B. L. Gupta, resigned.

Mr. J. A. Craven, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Godda sub-division of the Sonthal Pergunnahs district, is transferred to Jamtara in the same district.

Mr. F. Grant, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Doomka, Sonthal Pergunnahs is appointed to have charge of the Godda sub-division in that district.

Baboo Chunder Narayan Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jamtara, Sonthal Pergunnahs, is transferred to the sudder station of that district.

The 15th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. O. R Edwards of his commission as a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps.

Troop Sergeant-Major F. A. Shaw is appointed to be a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps, *vice* Mr. A. O. R. Edwards.

LEGISLATIVE.—*The 12th April* 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the Hon'ble H. Beverley of his seat in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for making Laws and Regulations.

MARINE.—*The 10th April* 1884.—The services of Captain J. Brebner, Officiating Port Officer, Calcutta, are replaced at the disposal of the Government of India in the Military Department.

OPIUM.—*The 12th April* 1884.—Mr. W. D. Ridsdale, Sub Deputy Opium Agent, Fyzabad, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th instant.

MEDICAL.—*The 9th April* 1884.—Assistant Apothecary L. J. Reilly is confirmed in his appointment as Assistant Apothecary of the Presidency General Hospital, *vice* Mr. P. Heber, resigned.

The 12th April 1884.—Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is allowed leave for one month and a half, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Devendra Nath Roy is appointed to act as Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, or until further orders.

Surgeon R. D. Murray, Officiating Civil Surgeon of Burdwan, is appointed to act as Civil Surgeon of Jessore, during the absence, on leave, of Dr. D. W. D. Comins, or until further orders.

[*Government Gazette,* 22nd *April* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৯২৩ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—শ্রীযুত টি, টি, আলেন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি-কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত সি, বি, গারেট সাহেব রাজকীয় মোকদ্দমার সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের ও প্রযোজকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—২৪ পরগনার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, ডবলিউ, পাল সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে নদীয়া জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

ভাগলপুরের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ২২ মার্চ্চে কর্ম্মে প্রত্যাগমন না করিয়া ঐ মাসের ২১ তারিখের অপরাহ্ণে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

হাজারিবাগের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, এই মাসের ২৪ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারক-দের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৭৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—শ্রীযুত বি, এল, গুপ্ত কর্ম্ম ত্যাগ করাতে ডাক্তর শ্রীযুত কে, বি, ষ্টুয়ার্ট সাহেব কলিকাতার করণরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত গদ্দা মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, এ, ক্রাবেন সাহেব সেই জিলার অন্তর্গত জামতারায় প্রেরিত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ, গ্রান্ট সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত গদ্দা মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত জামতারার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত উক্ত জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—শ্রীযুত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেব বিহারস্থ অশ্বারোহী রাইফল দলের লেপ্টেনেন্টস্বরূপ স্বীয় কমিশন ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেবের পরিবর্ত্তে ট্রুপ সর্জেন্ট-মেজর শ্রীযুত এফ, এ, শা সাহেব বিহারস্থ অশ্বারোহী রাইফল দলের লেপ্টেনেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ব্যবস্থাপন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—মান্যবর শ্রীযুত এচ, বেবর্লী সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার স্বীয় আসন ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

সমুদ্রসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—কলিকাতা বন্দরের একটিং কর্ত্তৃপক্ষ কাপ্তান শ্রীযুত জে, ব্রবনর সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাধীন পুনঃসংস্থাপিত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—ফরুকাবাদের আফীমের সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, রিডসডেল সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—শ্রীযুত পি, কেহর সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে আসি-ষ্টান্ট আপথিকারি শ্রীযুত এল, জে, রাইলী সাহেব প্রেসিডেন্সী জেনরল হাঁস্পাতালের আসিষ্টান্ট আপথিকারিস্বরূপ স্বীয় পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—শিয়ালদহের কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ঔষধ বিদ্যার শিক্ষক আসিষ্টান্ট-সর্জন শ্রীযুত বলাইচাঁদ সেন যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত বলাইচাঁদ সেনের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ রায় শিয়ালদহের কাম্বেল মেডিকল স্কুলের ঔষধ বিদ্যার শিক্ষকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, কমিন্স সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্দ্ধমানের একটিং সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত আর, ডি, মরে সাহেব যশোহরের সিবিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

Municipal.—*The 3rd April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Nobin Chandra Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bali Municipality of Baboo Abinas Chunder Banerjea to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Midnapore Municipality :—

Baboo Kedar Nath Banerjee.
,, Kali Kamal Sirkar.
Baboo Rajendro Lal Mookerjee.
Dr. J. L. Phillips.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kartic Chunder Mittra.
Moonshi Mahomed Jan.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Rajendra Lal Gupta.
Baboo Indra Narayan Prodhan.
Moulvi Sujant Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector.

Civil Hospital Assistant Syama Churn Mullick is appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Umbica Charan Banerjee to be their Vice-Chairman.

The 9th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Burdwan Municipality :—

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police.
Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

The following notification is re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 20.—The 2nd April 1884.—In exercise of the power conferred upon him by section 29 of Act VI of 1871 (the Bengal Civil Courts Act), the Chief Commissioner is pleased to invest Baboo Hara Sundar Chakravarti, Munsif of Karimganj, in the Sylhet district, with the powers of a Judge of a Small Cause Court for the trial of suits cognizable by such Courts up to the amount of Rs. 50 within the local limits of his jurisdiction.

F. B. Peacock,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—Under section 4 of Act VII of 1871 (the Indian Emigration Act), the Lieutenant-Governor approves the appointment of Mr. R. W. S. Mitchell as Emigration Agent at Calcutta for British Guiana in place of Mr. H. A. Firth, deceased.

A. P. MacDonnell,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 3rd April 1884.—In the exercise of the powers conferred upon him by section 234, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor is pleased, on the recommendation of the Commissioners of the municipality of Culna, in the district of Burdwan, made at a meeting, to order that the provisions of sections 233 to 277 and 285 to 291, Part VII, Chapter II of the said Act shall be in force in the said municipality.

Colman Macaulay,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 22nd *April* 1884.]

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

বালি মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।
কালীকমল সরকার।	ডাক্তর শ্রীযুত জে, এম, ফিলিপস্ সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র।	শ্রীযুত মুনশী মহম্মদ জান।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুক মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত।	শ্রীযুত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান।

সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মুজফ্ফর আলি আহম্মদ।

সিবিল হাস্পাতাল আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত শ্যামাচরণ মল্লিক উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্দ্ধমান মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, মার্টিন সাহেব।
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

২০ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২ আপ্রিল।—শ্রীযুত প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত করিমগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তিকে তদীয় বিচারাধিকারের স্থান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা দিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—এচ, এ, কর্থ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ভিন্নদেশ গমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের ৭ আইনের ৩ ধারামতে ব্রিটিষ গায়নার পক্ষে কলিকাতায় বিদেশগামিদের এজেণ্টের পদে শ্রীযুত আর, ডবলিউ, এস, মিচল সাহেবের নিয়োগ অনুমোদন করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে এই আদেশ করিলেন যে, উক্ত আইনের ৯ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২৩৩ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ধারার এবং ২৮৫ অবধি ২৯০ পর্য্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রবল হইবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—Whereas a notification, dated 18th January 1884, was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the District Road Committee of Julpigoree under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to those bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—So much of the declaration, dated the 17th May 1882, published at page 467 of the *Calcutta Gazette* of the 31st May 1882, as refers to the acquisition of the premises Nos. 15,16, and 16-1, Jora Bagan Street; Nos. 22 and 23, Nimtollah Ghat Street; and Nos. 8, 9, and 10, Ockhoy Chunder Dutt's Lane is hereby cancelled.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—The following gentlemen are re-appointed, under section 28, Act V (B. C.) of 1876, to be Commissioners of the Howrah Municipality.—

Mr. W. Stalkartt.
Dr. R. N. Burgess.
Mr P. N. Banerjea
Baboo Kedarnath Bhattacharjea
,, Jaggat Chander Banerjea.
Baboo Huro Mohun Mukerjea.
,, Chunder Coomar Banerjea.
,, Kally Coomar Coondoo.
Pundit Harinath Sharmah.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th April 1884.—By Financial Notification No 3908, dated 19th June 1874, published at page 352, Part I of the *Gazette of India* of the 20th June 1874, the Government of India prescribed the use under the General Stamp Act of the locally made bi-colour (blue and black) non-judicial stamps, as well as of the impressed stamps of new designs manufactured in England.

2. As it is desirable that the new stamps should now be exclusively used, it is hereby notified for general information that impressed non-judicial stamps of the new design will be issued in exchange for unused bi-colour non-judicial stamps of equal value by Treasury Officers, on application being made to them within three months from the date of the publication of this notice.

E. N. BAKER,
Offg Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 3rd April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for excavating a tank in Mohullah Mohorumpur, in the town of Patna, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৮০ ধারামতে জলপাইগুড়ি জিলার পথকমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৯ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—১৮৮২ সালের জুন মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ১৭ মের বিজ্ঞাপনের যে পর্য্যন্ত যোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৫, ১৬ ও ১৬—১ নং এবং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের ২২ ও ২৩ নং এবং অক্ষয়চন্দ্র দত্তের লেনের ৮, ৯ ও ১০ নং বাটী গ্রহণ বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেই পর্য্যন্ত এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৮ ধারামতে হাবড়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ টলকাট সাহেব।	শ্রীযুত বাবু জগতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ডাক্তর শ্রীযুত আর, এন, বর্জেস সাহেব।	,, ,, হরমোহন মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুত পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়।	,, ,, চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, বাবু কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য।	,, ,, কালীকুমার কুণ্ডু।

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিনাথ শর্ম্মা।

ই, এম, বেক্‌লার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—১৮৭৪ সালের জুন মাসের ১০ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৭৩ সালের ১৯ জুনের ২৯০৮ নং রাজস্ব সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ ইষ্টাম্প আইনমতে এতদ্দেশে প্রস্তুত (নীল ও কাল) দ্বিরঙ্গের বিচার-কার্য্য সংক্রান্ত ভিন্ন ইষ্টাম্পের ও ইংলণ্ডে প্রস্তুত নবকল্পিত ছাপ করা ইষ্টাম্পের ব্যবহার নির্দ্দেশ করেন।

২। নূতন ইষ্টাম্প এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে ব্যবহার হইয়া আসিবার ক্ষমতা হওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে খাজ নাথানার কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট প্রার্থনা করা গেলে তাঁহারা বিচারকার্য্য সংক্রান্ত ভিন্ন অব্যবহৃত তুল্য মূল্যের দ্বিরঙ্গের ইষ্টাম্প লইয়া বিচারকার্য্য সংক্রান্ত ভিন্ন নবকল্পিত ছাপা করা ইষ্টাম্প দিবেন।

ই, এম, বেক্‌লার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরের মহরমপুর মহল্লায় পুষ্করিণী খনন করণার্থে পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই

for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 acre and 38 perches is required.

The land is bounded on the north by the public road, on the south by land belonging to the East Indian Railway Company, on the east and west by the cultivated land of Mohorumpur.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 5th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the South Suburban Municipality for a public purpose, viz. for widening the Dum-Duma road, in the village of Dum-Duma, pergunnah Magoorah, zillah 24-Pergunnahs, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 cottahs and 6 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by land belonging to the Clive Jute Mill Company and Mokaram Durjee's land; and on the south, east, and west by the Dum-Duma road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION

The 5th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz for the excavation of a municipal tank in the village of Bargacha, pergunnah Taherpore, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bighas 15 cottahs of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—

On the North—By Mobarak Sarkar's jote land and Innu and Barkat Khalifas' land;
On the West—By Saroda Prosad Sukul's khamar land and Serbag Sarkar's jote land;
On the South—By Burgacha municipal road and drain; and
On the East—By Fuzlar Rahaman Khan's land and Imamuddeen Sarkar's dwelling.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Serampore Municipality for a public purpose, viz for the construction of a drain in the village of Chatra, pergunnah Boro, in the district of Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 11 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by municipal road, viz. Barnipara Lane; on the west by pucca wall of the East Indian Railway Company; on the south by Panch Kari Dass' garden; and on the east by Kailas Chandra, Sita Nath, and Mohes Chandra Pramanick's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 22nd April 1884.]

কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ১ একর ৩৩ পচ পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রাজপথ, দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ভূমি, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা মহরমপুরের কর্ষিত জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকৃশা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪পরগনা জিলার অন্তর্গত থাণ্ডয়া পরগনার দমদমা গ্রামে দমদমা পথ পরিসর করণার্থে দক্ষিণ শাখানগর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কত্তিমতে ন্যূনাধিক /৪।০/ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ক্লাইব জুট্‌ মিল কোম্পানীর ও মকরম দরজীর জমি, এবং দক্ষিণ, পূর্ব্ব, ও পশ্চিম সীমা দমদমা পথ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত ভেহেরপুর পরগনার বড়গাছা গ্রামে মুনিসিপল পুষ্করিণী খনন করণার্থে নাটোর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কত্তিমতে ন্যূনাধিক ৩৫০ নাম্বা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—মহারাজ সরকারের যোত জমি, এবং ইসু ও বরকৎ খলিফার জমি।

পশ্চিম সীমা।—শারদাপ্রসাদ শুকুলের খামার জমি, ও সেরবা। সরকারের যোত জমি।

দক্ষিণ সীমা।—বড়গাছা মুনিসিপল পথ ও নর্দ্দমা, এবং

পূর্ব্ব সীমা।—কজলর রহমান খাঁর জমি, ও ইমামদ্দীন সরকারের বসতী বাটী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ৭ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরো পরগনার চাতরা গ্রামে জলপ্রণালী করণার্থে শ্রীরামপুর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কত্তিমতে ন্যূনাধিক ।।৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মুনিসিপল পথ অর্থাৎ বাকটপাড়া লেন, পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির পাকা প্রাচীর, দক্ষিণ সীমা পাঁচকড়ি দাসের বাগান, ও পূর্ব্ব সীমা কৈলাসচন্দ্র, গীতানাথ ও মহেশচন্দ্র প্রামাণিকের জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of roads for the improvement of the Jora Bagan Bustee, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 16-2, Jora Bagan Street, measuring, more or less, 2 cottahs 1 chittack and 20 square feet, is required. The land is bounded on the north and east by tenanted land No. 16, Jora Bagan Street; on the south partly by a passage leading to tenanted land No. 16, Jora Bagan Street, and partly by Jora Bagan Street; and on the west by a bustee passage between Nos. 16 and 16-2, Jora Bagan Street, and No. 16-1, Jora Bagan Street.

The plan and specification of the land are filed in the office of the Commissioners of the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a road connecting Mundul Street with Prosunno Coomar Tagore's Street, for the improvement of the Jora Bagan bustee, it is hereby declared that for the above purpose pieces of land No. 15, Jora Bagan Street, and No. 18-1, Mundul Street, measuring, more or less, 9 cottahs 2 chittacks and 33 square feet, are required. The lands are bounded on the north partly by No. 15, Jora Bagan Street, partly by a public drain, and partly by Mundul Street; on the east partly by Jora Bagan Street and partly by a public drain; on the south by a public drain; and on the west partly by a public drain and partly by Mundul Street.

The plan and specifications of the land are filed in the office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1927 A.

The 9th April 1884.—The services of Mr. R. S. T. MacEwen, Third Judge of the Court of Small Causes, Calcutta, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Kooshtea, with effect from the date on which he joined his appointment, *vice* Baboo Upendra Nath Ghose, on leave.

Baboo Gossain Das Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Kissengunge sub-division of the Purneah district, is vested with the powers to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

The 12th April 1884.—Baboo Koylash Chandra Mozoomdar, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Pubna and Bogra, and to be ordinarily stationed at Serajgunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

[*Government Gazette*, 22nd *April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঘোড়াবাগান বসতীর উৎকর্ষসাধনার্থে পথ প্রস্তুত করিবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৬—২ নং অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২।০ ছটাক ২০ বর্গফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৬ নং প্রজাগণ জমী, দক্ষিণ সীমা অংশতঃ ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট ১৫ নং প্রজাগণ জমী ও যাইবার পথ ও অংশতঃ ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট এবং পশ্চিম সীমা ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৬ ও ১৬—১ নম্বরের মধ্যস্থ বসতীর পথ ও ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৬—১ নং।

উক্ত ভূমির নক্শা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ ঘোড়াবাগান বসতীর উৎকর্ষ সাধনার্থ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীটের সঙ্গে মণ্ডল ষ্ট্রীট সংযোগকরণার্থে পথ প্রস্তুত করিবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৫ নং ও মণ্ডল ষ্ট্রীটের ১৮—১ নং অর্থাৎ ন্যূনাধিক ।৫/ ছটাক ২৩ বর্গফুট পরিমিত এক এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। এই ভূমির উত্তর সীমা অংশতঃ ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের, ১২ নং, অংশতঃ সরকারী নর্দ্দমা ও অংশতঃ মণ্ডল ষ্ট্রীট, পূর্ব্ব সীমা অংশতঃ ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট, ও অংশতঃ সরকারী নর্দ্দমা, দক্ষিণ সীমা সরকারী নর্দ্দমা, এবং পশ্চিম সীমা অংশতঃ সরকারী নর্দ্দমা ও অংশতঃ মণ্ডল ষ্ট্রীট।

উক্ত ভূমির নক্শা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১২৭ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজ শ্রীযুত আর, এস, টি, মাকই-উয়েন সাহেব নিয়োগকালের নিমিত্তে হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ছুটী লওয়াতে শ্রীযুত বাবু উমানাথ ঘোষাল, বি, এল, নদীয়া জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়া স্ব স্ব কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ কুষ্টীয়ায় অবস্থাপিত হইবেন।

পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোবিন্দদাস দত্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার পাবনা ও বগুড়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হওয়া সেরাজগঞ্জে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

Baboo Bidhu Bhusan Chakravartti, Officiating Munsif of Sealdah, in the district of the 24-Pergunnahs, is appointed to act as a Munsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at Perozepore.

Baboo Aknoy Kumar Chatterjee, Additional Munsif of Perozepore, in the district of Backergunge, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mudhubannee.

Baboo Nilmadhub Banerjee, Munsif of Mudhubannee, in the district of Tirhoot, is transferred to Durbhunga in that district.

Baboo Brajo Mohun Prasad, Munsif of Durbhunga, in the district of Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Gya, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Moulvie Abdul Bari, First Munsif of Gya, is appointed to be a Munsif in the district of Patna, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Kedarnath Roy, Munsif of Patna, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Howrah.

Baboo Pran Nath Banerji, Second Munsif of Serampore and Howrah, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Bhugwan Chandra Chatterji, Munsif of Krishnaghur, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Serampore.

Baboo Prasanna Kumar Sen, First Munsif of Serampore, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Rampore Hât.

Baboo Atul Behari Ghosh, Munsif of Rampore Hât, in the district of Beerbhoom, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Baraset.

Baboo Mohendra Nath Ghosh, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Khettra Nath Dutt, Officiating Munsif of Serajgunge, in the district of Pubna and Bogra, is appointed to act as a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Jehanabad.

In supersession of the order of the 4th ultimo, Baboo Gopi Mohun Mookerji, Munsif of Culna, in the district of Burdwan, is appointed to be a Munsif in the district of Moorshedabad, and to be ordinarily stationed at Azimgunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey, *vice* Baboo Ram Jadub Talapatra, on leave.

Baboo Gopi Mohun Mookerji is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Azimgunge Munsifi.

Baboo Kalidhan Chatterjee, Munsif of Moonsheegunge, in the district of Dacca, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at Habigunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey

Baboo Umakant Chatterjee, Munsif of Chooadanga, in the district of Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at South Sylhet (Moulvie Bazar), with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Prosanna Kumar Bose, First Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Chooadanga.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within his jurisdiction.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee is, under clause 6, section 3 of the Land Acquisition Act, X of 1870, also vested with the powers of a "Court" under that Act, to be exercised within the local limits of the Kurigram Munsifi.

[*Government Gazette, 22nd April* 1884.]

২৪ পরগনার অন্তর্গত শিয়ালদহের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী বাখরগঞ্জ জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ পিরোজপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের আডিশ্যনল মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিহুত জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মধুবনিতে অবস্থাপিত হইবেন।

ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত মধুবনির মুনসেফ শ্রীযুত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ জিলার অন্তর্গত দ্বারভঙ্গায় প্রেরিত হইলেন।

ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত দ্বারভঙ্গার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন প্রসাদ গয়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

গয়ার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী আবদুল বারি, পাটনা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

পাটনার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ রায় হুগলী জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাবড়ায় অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীরামপুর ও হাবড়ার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

কৃষ্ণনগরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ভবানীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শ্রীরামপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সেন, বীরভূম জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ রামপুরহাটে অবস্থাপিত হইবেন।

বীরভূম জিলার অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অটলবিহারি ঘোষ, ২৪ পরগনা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারাসতে অবস্থাপিত হইবেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, উক্ত চৌকীতে থাকা-নার মোকদ্দমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

পাবনা ও বগুড়া জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের একটিং মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত, হুগলী জিলায় মুন্সেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ জাহানাবাদে অবস্থাপিত হইবেন।

গত মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুত বাবু রামযাদব তলাপাত্র ছুটী লওয়াতে বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনার মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জিলায় মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়া আজিমগঞ্জে কর্ম্মগ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় আজিমগঞ্জ মুন্সেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলায় মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়া হবিগঞ্জে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ শ্রীহট্টে (মৌলবী বাজারে) কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বসু নদীয়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ চুয়াডাঙ্গায় অবস্থাপিত হইবেন।

রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সেই চৌকীতে থাকানার মোকদ্দমা বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

যুত বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণমতে কুড়িগ্রাম মুনসেফীর স্থান সীমার মধ্যে উক্ত, আইনমত আদালতের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাও পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

Baboo Gopal Krishna Ghosh, Officiating Munsif of Bolepore, in the district of Beerbhoom, is appointed to act as a Munsif in the district of Rungpore, and to be ordinarily stationed at Kurigram.

Baboo Janoki Nath Dutt, Munsif of Comillah, in the district of Tipperah, on leave, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Bolepore.

Baboo Hem Chandra Mitter, Munsif of Monghyr, is appointed to be a Munsif in the district of Sarun, and to be ordinarily stationed at Motihari, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Sham Lal Haldar, Officiating Munsif of Motihari, in the district of Sarun, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mozufferpore, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Jadu Nath Das, Munsif of Arrareah, in the district of Purneah, is appointed to be a Munsif in the district of Bhagulpore, and to be ordinarily stationed at Monghyr, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

In supersession of the order of the 25th ultimo, Baboo Gopal Chunder Bosu, M.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Moonsheegunge, with effect from the date on which he joined that chowkey.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 14th April 1884.

No. 162 —*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a railway from Sultanpore eastwards to Bogra, through the villages of Seetahar, Kalsha, Teorpara, Dhowakuri, Ootraly, Bamneegaon, Pyekpara, Soodeen, Shahar, Lockhipur, Durusulai, Konchkuri, Mathurapur, Khayal, Bontutoolee, Mowakuri, Koel, Bara-Chupra, Ganee-Belghorea, Maygha, Subla, Chandpore-Fakeerpara, Lokenathpur, Pratabpur, Kulna, Luckhipur, Kahaloo, Oolut, Sitlye, Dulgara, Belgharea, Koechone, Phampore, Shardighee, Puran-Bogra, Kamargaree, Sootrapur, and Bogra, pergunnahs Knatta and Selbarsa, zillah Bogra, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 24 miles in length and about 149 feet in average breadth, measuring, more or less, 1,307 beeghas 10 cottahs 10 chittacks of standard measurement, is required within the aforesaid villages of Seetahar, Kalsha, &c.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

IRRIGATION.

The 14th April 1884.

No. 163.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpos iz. for Julpoora drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land in mouzah Kaler, pergunnah Arwal, in the district of Gya, situate on the 28th mile of the Patna Canal, measuring about 243 feet in length and varying from 70 to 80 feet in width, and containing an area of 1 rood and 28 poles, more or less, is required in the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette*, *22nd April* 1884.]

বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ রঙ্গপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কুড়িগ্রামে অবস্থাপিত হইবেন।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিল্লার ছুটীপ্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুত বাবু জানকীনাথ দত্ত বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বোলপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুঙ্গেরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র, সারণ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মতিহারীতে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

সারণ জিলার অন্তর্গত মতিহারীর একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল হালদার ত্রিহুত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মজফরপুরে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত অররিয়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ দাস ভাগলপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মুঙ্গেরে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

গত মাসের ২৫ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু, এম, এ, ও বি. এল, ঢাকা জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া মুনশীগঞ্জে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

এফ. বি. পীকক.
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।

১৬২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত খট্টা ও শেলবরস পরগনার সাঁতাহর, কালুমা, ভিওরপাড়া, ধোয়াকুরি, উত্রলী, বামনীগাঁ, পাইকপাড়া, সুদীম, শক্কর, লক্ষ্মীপুর, দরমলাই, কোঞ্চকুরি, মথুরাপুর, খায়ল, বন্তুলী, মৌয়াকুরি, কোয়েল, বড় ছাপরা, গানি-বেলঘরিয়া, মেঘা, সুবলা, চাঁদপুর ফকীরপাড়া, লোকনাথপুর, প্রতাবপুর, কুলনা, লক্ষ্মীপুর, কতালু, উলৎ, নিতলাই, মলগাড়া, বেলঘরিয়া, কইচুনি কামপুর, সারদাঘী, পুরাণ বগুড়া, কামারগাড়ী, সুত্রপুর, ও বগুড়া গ্রামের মধ্যে দিয়া সুলতানপুর হইতে পূর্ব্বমুখে বগুড়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সাঁতাহর, কালমা, প্রভৃতি গ্রামে ২৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ১৪৯ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ কমিনতে ন্যূনাধিক ১,৩০৭।০।৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।

১৬৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জলপুরা জলপ্রণালী কাটীবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে গয়া জিলার অন্তর্গত অরবল পরগনার কালের মৌজায় পাটনা খালের ২৮ মাইলে স্থিত প্রায় ২৪৩ ফুট দীর্ঘ ও ৭০ অবধি ৮০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১কড ১৮ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

No. 164.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Koni drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 335 feet in length, and varying from 7 to 12 feet in width, and containing an area of 12¼ poles, more or less, is required in the villages of Koni and Balsar, pergunnah Arwal, in the district of Gya.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 15th April 1884.

No. 165.—*Leave.*—Mr. T. E. Curry, Assistant Engineer, first grade, Cossye Division, is granted furlough, with the necessary subsidiary leave, for eighteen months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 25th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 167.—*Posting.*—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 86 of the 10th instant, Mr. J. C. Mills, Assistant Engineer, second grade, is posted to the Benares-Cuttack Railway Surveys.

No. 168.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is likely to be required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a branch line of railway from Bunwar Chak, about five miles to the west of Sonepur, to Paleza Ghat on the river Ganges, in the district of Sarun, it is hereby declared that a survey party is about to take the field for the purpose of surveying the above-mentioned branch line of railway.

This declaration is made, under the provisions of section 4 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৬৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কোণি জলপ্রণালী কাটিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে গয়া জিলার অন্তর্গত অমরথ পরগনার কোণি ও বলার গ্রামে প্রায় ১৫ ফুট দীর্ঘ ও ৭ অবধি ১২ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১২।। পোন পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

১৬৫ নম্বর।—ছুটী।—কাঁসাই খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত টি. ই. কবি সাহেব এই মাসের ২২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পরে যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর নিয়মের ২ অধ্যায়ের ৪৯ ধারামতে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ছুটীযুক্ত আঠার মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৬৭ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই মাসের ১০ তারিখের ৮৬নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত জে. সি মিলস সাহেব বাণারসী-কটক সরবেতে অবস্থাপিত হইলেন।

১৬৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত সোণপুরের পশ্চিম প্রায় ৫ মাইল দূরস্থ বনওয়ার চক অবধি গণ্ডকনদীর ধারে পেলজা ঘাট পর্য্যন্ত শাখা রেল পথ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি গ্রহণকরণের প্রয়োজন হওয়ায় বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উপরোক্ত শাখা রেল পথের জরীপ করণাভিপ্রায়ে জরীপ কারকেরা জরীপী কার্য্যারম্ভ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৪ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ডি. এস. ই. এস. বীল মেজর, এম এস, সি.
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জোট সেক্রেটরী

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২২ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুালর।

দেওয়ানী বিধি।

২ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২৩ ফেব্রুয়ারি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩ অধ্যায়ের ১২৮ পৃষ্ঠায়,

"বিবাদ স্থল চাড়া ১৮৬৫ সালের ১০ আইন ও ১৮৮১ সালের ৫ আইনমত প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র পাইবার প্রার্থনাপত্র (বিবাদ স্থল হইলে, তাহা মোকদ্দমা শীর্ষকে খারিজ করিয়া লইতে হইবে)"

এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ কর—

" এবং উক্ত প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র রহিত করিবার প্রার্থনাপত্র" ।

ফৌজদারী সরকুালর অর্ডর।

৩ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ও অর্ডরের ২ অধ্যায়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশে যে "নোট" আছে, তাহার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নোট দিতে হইবে।—

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে "সংশোধনের দরখাস্তকারী" এই যে কথা আছে, তন্মধ্যে যাহাদের পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা যাহাদের স্বার্থে মাজিষ্ট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্রবৃত্তিমতে সংশোধন হইবার উপায় অবলম্বন করেন, সেই সকল ব্যক্তিকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, তাহারা বাদীই হউক আর অভিযুক্ত ব্যক্তিই হউক।

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে "সংশোধনের দরখাস্তকারী" এই যে কথা আছে, তন্মধ্যে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা যাহাদের স্বার্থে মাজিষ্ট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্রবৃত্তিমতে সংশোধন হইবার উপায় অবলম্বন করেন, কেবল সেই ব্যক্তিদিগকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে। বাদির পক্ষে এইরূপ দরখাস্ত করা গেলে বা এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে, মন্তব্যের ঘরে বাদিদের সংখ্যা সহিত সেই কথা লিখিতে হইবে। শেষোক্ত স্থলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা যায়, তাহাদের কথা ২ ঘরে লেখা না গেলেও উক্ত দরখাস্তের ফলানুসারে ৩ অবধি ১৩ পর্য্যন্ত ঘরে যথাযোগ্য স্থানে থাকিবে।

২। ৩০ পৃষ্ঠায় A ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ৩য় খণ্ডের ২ ঘরে "সংশোধনের দরখাস্তকারী" এই কথায় নিম্নলিখিত ফুটনোট যোগ করিতে হইবে।

"৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ 'নোট' দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সরকুালর অর্ডর)।"

৩। ৩২ পৃষ্ঠায় B ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ২য় খণ্ডের ২ ফুটনোটে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।—

"৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ 'নোট' দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সরকুালর অর্ডর)।"

৪। কালানুক্রমিক সূচীপত্রের ১১ পৃষ্ঠায় ১৮৮০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সাধারণপত্রের পার্শ্বে ৫৫ পৃষ্ঠার উল্লেখ উঠাইয়া দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

(ঙ) [অপরাধ স্বীকার অনুবাদ করিতে হইবার কথা—১৮৭২ সালের ১০ আগষ্টের ৪নং সরকুলর অর্ডর] সেশন আদালতে বিচারার্থে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করা যায়, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহারা যে অপরাধ স্বীকার করিল, তাহা প্রমাণের মধ্যে থাকিলে, ইঙ্গরেজী ভাষায় তাহার অনুবাদ সঙ্গে থাকা উচিত। সেই অনুবাদ পরিষ্কাররূপে লিখিতে হইবে। একটি স্বীকার বা একটি পরীক্ষার অধিক একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

ফৌজদারী সরকুলর অর্ডর।

৪ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২৮ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ও অর্ডরের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ১৪ ধারার (ঙ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত প্রকরণটি দিতে হইবে।—

(ঙ) [সাক্ষ্য প্রভৃতি অনুবাদ করিতে হইবার কথা।—১৮৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির ৪নং সরকুলের অর্ডর।]—সেশনের মোকদ্দমার বিচারে প্রমাণ বলিয়া দেশীয় ভাষায় যে (১) দলীল, (২) সাক্ষ্য বা (৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে হইবে এবং উক্ত অনুবাদের একপ্রস্ত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া নথীর অন্তর্ভুত করিতে হইবে। একাধিক দলীলের, সাক্ষ্যের বা পরীক্ষার অনুবাদ একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

২। কালানুক্রমিক সূচীপত্রের ১০ পৃষ্ঠার, ১৮৭২ সালের ১০ আগষ্টের ৪নং সরকুলর অর্ডর ও উল্লেখাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M.A. and B.L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকিপড়া রাজস্ব ও রোডসেস ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোত বেক ১২৯১ বাঙ্গালা ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাক্সবাজার সবডিবিসনের এলাকাধীন।

তৌজির নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	নম্বর জমা। রাজস্ব।	নম্বর জমা। সেস।	বাকী। রাজস্ব।	বাকী। সেস।	মোট।	মন্তব্য।
২৩। / ২৫।	মৌজে ইনানী থানে টেকনাফ তালুক নছরত আলি চৌং	খোদ ...	৮৯৭।০	২০৬৬	৫৩৮।৬	০	৪৩৮।৬	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে।
৪৩ / ১৩৩১	মৌং টেকনাফ থানে টেকনাফ তাং শ্রীমতী খাউ চৌং	খোদ ...	১২১৭৭	৭৯/০	৬১৩৭	২৩।/৬	৬৩৯।/৬	ঐ
১৫৫ / ১৩৮	মৌং রাজারকুল থানে রামু তালুক সেরমস্ত খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং	১১০১।৬	১২৮।/	৩০৩।/৬	৪৪/৬	৩৪৭।৶	ঐ
২০৪ / ৪১৯	মৌং মিঠাছরি থানে রামু ইজারা শ্রীমতী লতিকা খাতুন নাবালগের পক্ষে আছাদ আলি খাঁ।	নিং আহার আলি খাঁ।	১১৮৩।৶০	১১০/৬	৪২০৲	৩৭।।৶৬	৪৫৭।।৶৬	ঐ
২৯৯ / ২৮৩	মৌং বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি ইমরাক ...	নিং দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭।।/৩	২৯৪৸/	৪১০৲	১৯৬।।	৬২৬।।০	ঐ
৩৩৪ / ১৪৬০	মৌং পেকুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৭	১০৯।৩৬	২০৪২৭	৭২৸৶	২১১৪৸৶০	ঐ

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector, Chittagong.*

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারির এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১২৯১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৪। ৭ এপ্রেল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
৯৬ নং	পং নশিরুজীয়াল জমিদারি হিস্যা ।৷০ আনা ময় বেজাবেতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরিজামোহন চৌধুরী গয়রহ।	৭১৯৫৲	৮২৯৸৶৹	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনাকান্দা ৲৩৮৷৶ ভাগ হিস্যা।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	১৸৶০	০	০
	ঐ ঐ ঐ কি চান্দীনাকান্দা হিস্যা ৲১০৶৫৷ তল। তপে রণভাওয়াল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ ...	৸০	০	০
১১৬ নং	তাং নেওয়াজআলা হিস্যা ৷০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা।	মদনাথ চক্রবর্ত্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৶০	৪২৸৶	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গয়রহ ৩৩ মৌজার ।০ আনা হিস্যা।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৶০	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ..	৩৪১৸৶৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৶৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ... তপে হাজরাদী।	কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৶১	০	০
১২৪ নং	পাএন্দাবেগ হিস্যা ৶৷৹ ক্রান্তী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী দিননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	১০৩৩৸০	১২।৶৮	এজমালি অংশ নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ।৶০ আনা নগর হাজরাদীর ।৶১১ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নাবালগ।	২৯১।৶০	০	০
	ঐ ঐ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ৴১৫ গণ্ডা ও নগর জবদীর ৴১৯ গণ্ডা ও বীর ক্সুয়ার ৸৶০ আনা।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী ...	১৬৩৸০	০	০
	তপে সীংধা দরজিবাজুর মোতালক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদী।	ছৈয়দ আবদুল্লা অধ্যক্ষপক্ষে আমিনা আক্তর খাতুন।	২১৭৩৸৶০	১২।৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২১২৯ নং	তাং কুঞ্জরাম দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দিননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩৯৸৶৫	০	০
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৶১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস্যা ..	২৫০৸৶০	৪৬৷৷০	খারিজ হিস্যা নিলাম।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গয়রহ।	১০১৪।৶৭	০	০

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

নং তৌজি ।	নাম মহাল ।	নাম মালিক ।	সদর জমা ।	বাকী ।	কৈফিয়ৎ ।
	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল ।				
৫০৭১ নং	তপে রণজাওয়াল । চর চারিপাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কামারিয়া ।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ ।	৭৬৭৸১০ পাই	১১॥৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক ।
৫০৮৫ নং	পং ময়মনসীংহ বীলছলজী ।	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ ।	৫৮৩৲	২০॥৵০	ঐ
৬১৭৪ নং	পং হুসেনসাহী চর জেলুয়ামারি ।	দিননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ ।	৮৭৪৲	২২৭৲	ঐ
৫২৪৯ নং	পরগণে পুখরিয়া চরগাবরা ।	বাদশাহী দেবা চৌধুরাণী পতির নাম দুর্গাপ্রসাদ খাঁ ও মহারাণী শরতসুন্দরী দেবি গয়রহ ।	৫১১৮৸০ মালিকানা ৬৫৮৲	১৪১৫।০ মালিকানা ১৬৭৲	ঐ

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

INSOLVENCY NOTICE.

মোকদ্দমার নং ৩ । ১৮৮৪ ইং

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২০ অধ্যায়মতে দরখাস্ত ।

জেলা দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত ।

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ পিতা মৃত রামধন ঘোষ সাকিম বীরগঞ্জ পং সুরপুর ... দেনদার ।

এতদ্বারা সম্পর্কবিশিষ্ট ব্যক্তি সমূহকে এবং সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে সদর মুন্সেফী আদালতের হরিচরণ সেন ইত্যাদি ডিক্রীদারের ১৮৮৪ সালের ২০ নং ডিক্রীজারী মোকদ্দমায় ঐ আদালতের ১৮৮৪ সালের ৭ মার্চ্চ তারিখের আদেশক্রমে ধৃত হইয়া দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ হওয়ার পর দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩৩৬ ধারা অনুসারে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়াছে অতএব দেনদারকে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া কেন প্রকাশ করা যাইবে না তৎসম্বন্ধে কেহ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা স্বয়ং অথবা উকীল দ্বারা সন ১৮৮৪ সালের ২৫ এপ্রেল তারিখে দিবা ১০ ঘটীকার সময় এই আদালতে উপস্থিত করে তাহাতে অন্যথা করিলে উপরোক্ত তারিখে রীতিমত দরখাস্ত উপস্থিত হইয়া বিহিত আদেশ প্রচার করা যাইবে ইতি. সন ১৮৮৪ ৭ এপ্রেল ।

L. B. B. KING,

District Judge.

(9—1)

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of HENRY AUGUSTUS DEEFHOLTS, an Insolvent.

NOTICE is hereby given that Wednesday, the 7th day of May next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 4th day of April 1883 until the 31st day of March 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of GYULA VON BENKE, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1883 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JAMES REDEOUT BELLETTY, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st February 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of HENRY SAMUEL BROOKS, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of EDWIN WILLOUGHBY SYKES, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 2nd October 1877 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE, }
Calcutta, 16th April 1884. }

A. B. MILLER,
Official Assignee.
(10—1)

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 11, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আপ্রিল ।]

NOTICE.

The 21*st February* 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette ...	...	...	10	0	0	per annum.
	Postage ...	...	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal ...	...	...	4	0	0	"
	Postage ...	...	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette ...	...	...	0	4	0	
	Postage ...	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
	Postage ...	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে।

				টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট ...		...	বৎসর	১০৲	
	ডাকমাসুল ...	...	"	২৷৷০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে) ...		...	"	৪৲	
	ডাকমাসুল ...	...	"	১৲	
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য ...		...		।০	
	ডাকমাসুল ...	...		/০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...		...		/০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর এক২ আনা।
	ডাকমাসুলে ...	...		/০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে. এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

	টাকা।
পুর এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা " "	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার ল্যাণ্ডেড ওয়েষ্ট চৌমহালের তাতায়াস্থত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 22nd April* 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস মুইন সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 256—18-4-84—806

Numb. 2335 [২৩৩৫].

[REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—Public.

Simla, the 17th April 1884.

No. 620.—Under the provisions of Section 17 of the Indian Arms Act, 1878, the Governor-General in Council is pleased to make the following rule:—

13A. Licenses to possess and carry arms in places to which Section 15 of the Indian Arms Act, 1878, applies may be granted by the District Magistrate, on plain paper and without fee, to the heirs of persons to whom arms have been presented by or under the orders of Government, in respect of any such arms which they may inherit. Such licenses shall be granted in Form VIII prescribed by Rule 13.

Medical.

The 18th April 1884.

No. 159.—The services of Surgeon T. R. Macdonald, M.B., are placed temporarily at the disposal of the Government of Bengal.

Judicial.

The 17th April 1884.

No. 513.—The Hon'ble Romesh Chunder Mitter, B.L., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th May next, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

A. Mackenzie,
Secretary to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Simla, the 18th April 1884.

No. 332.—Babu Ishan Chandra Basu having been appointed to officiate as Assistant Accountant-General, Bengal, assumed charge of his duties before noon on the 3rd April 1884.

No. 333.—Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General, made over charge of his duties as Officiating Assistant Accountant-General, Bengal, to Mr. O. T. Barrow, B.C.S., after noon on the 7th April 1884.

D. M. Barbour,
Secy. to the Govt. of India.

[*Government Gazette, 26th April* 1884.]

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।—পবলিক।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।

৬২০ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৭ ধারার বিধানমতে নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

১৩ ক। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কিম্বা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে যাঁহাদিগকে অস্ত্রাদি দান করা গিয়াছে তাঁহাদের যে উত্তরাধিকারিরা সেই অস্ত্রাদি উত্তরাধিকার করিতে পারেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৫ ধারাযেং স্থানে বর্ত্তে সেইং স্থানে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাদা কাগজে ও ফী না লইয়া অস্ত্রাদি রাখিবার ও বহন করিবার লাইসেন্সপত্র দিতে পারিবেন। উক্ত লাইসেন্সপত্র বিধির ১৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট ৮ পাঠে দেওয়া যাইবে।

চিকিৎসা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।

১৫৯ নম্বর।—সর্জ্জন শ্রীযুত টি, আর, মাকডনালড সাহেব, এম, বি, কিয়ৎকালের নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

জুডিশ্যাল।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।

৫১৩ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের জজ মান্যবর শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মিত্র, বি, এল, আগামি মে মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

এ, মাকেঞ্জি,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।

৩৩১ নম্বর।—শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু বঙ্গদেশের আসিস্টাণ্ট আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিলের পূর্ব্বাহ্নে আপন কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

৩৩৩ নম্বর।—শ্রীযুত টি, এচ, বিশপ, সাহেব আসিস্টাণ্ট কণ্ট্রোলর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে শ্রীযুত ও, টি, বারো, বি, সি, এস, সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৭ আপ্রিলের অপরাহ্নে বঙ্গদেশের একটিং আসিস্টাণ্ট আকৌণ্টাণ্ট জেনরলস্বরূপ স্বীয় কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন।

ডি, এম, বারবর,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1965 A.

General.—*The 10th April* 1884.—Moulvie Syed Husmut Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Sarun, is transferred to Sasseram, in Shahabad, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 11th April 1884.—Baboo Soorjee Coomar Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Jehanabad sub-division of the Hooghly district, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Bemola Charn Bhattacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to have charge of the Jehanabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Soorjee Coomar Sen, or until further orders.

Baboo Gopal Chunder Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 12th April 1884.—Mr. H. Holmwood, c.s., reported his departure from India, on special leave, on the 4th instant.

Baboo Khetter Gopal Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1880, in that district.

The 14th April 1884.—Baboo Nadia Chand Dutt acted as Sub-Deputy Collector for 15 days, from the 5th February 1884, for completing the land registration proceedings of the district of Pooree.

The 15th April 1884.—Baboo Annoda Prosad Pattuck, Sub-Deputy Collector, Bankoora, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Kali Pado Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Collector under section 100 of Act IX (B.C.) of 1880.

Baboo Juggut Chunder Soome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is posted temporarily to the Howrah district.

The 16th April 1884.—Baboo Nanda Krishna Bose, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Jamalpore, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, and Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, is posted to the sudder station of the Cuttack district.

Baboo Chunder Seeker Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is appointed to act, until further orders, as Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division.

Baboo Chunder Seeker Banerjee is also appointed to act as an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, and is vested with the powers of a Deputy Collector in those mehals.

The 19th April 1884.—Moulvie [illegible], Sub-Deputy Collector, Maldah, is allowed leave for five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 21st April 1884.—Mr. J. F. Browne, District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, is allowed leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next.

[*Government Gazette, 29th April* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১১৬৮ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—সারণের [illegible] সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ হসমৎ হুসেন স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি পাটনাদের অন্তর্গত মাধীপুরে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার সেন যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সেনের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য উক্ত জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত এচ, বেবরিজ সাহেব, সি, এস, বিশেষ ছুটী লইয়া এই মাসের ৪ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

ফরীদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রগোপাল রায় উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু নদের চাঁদ দত্ত পুরী জিলায় ভূমি রেজিষ্টরী করণের কারকার্য্য সমাপ্ত করণার্থে ১৮৮৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অবধি পদের [illegible] সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—বাঁকুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ পাঠক এই মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১০০ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র সোম কিয়ৎকালের নিমিত্তে হাবড়া জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুরের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এবং উড়িষ্যা খণ্ডের কমিশনর সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টান্ট শ্রীযুত বাবু [illegible] রায় কটক জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় উড়িষ্যা খণ্ডের কমিশনর সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টান্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] সাহেবের আসিষ্টান্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়ায় উক্ত [illegible] কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—মালদহের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী [illegible] জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখ অবধি [illegible] সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পাঁচ দিনের ছুটী পাইলেন।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—২৪ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত জে এফ, ব্রৌন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act temporarily as District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. J. F. Browne, on leave.

Mr. J. Whitmore, Officiating District and Sessions Judge, Furreedpore, is appointed to act temporarily as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, *vice* Mr. J. G. Charles.

Mr. H. F. Matthews, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Furreedpore, during the absence, on deputation, of Mr. F. J. G. Campbell, or until further orders.

Mr. H. H. Risley, Assistant Commissioner, Manbhoom, on special duty, is appointed to officiate as Under-Secretary to the Government of Bengal, during the absence, on deputation, of Mr. C. W. Bolton, or until further orders.

Baboo Rajani Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is appointed to have charge of the Jamalpore sub-division of the Mymensingh district, during the absence, on leave, of Baboo Nanda Krishna Bose, or until further orders.

The Hon'ble C. P. L. Macaulay, Secretary to the Government of Bengal, Financial Department, is allowed leave for two months and twenty-three days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Mr. E. N. Baker, Officiating Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act, in addition to his own duties, as Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department, during the absence, on leave, of the Hon'ble C. P. L. Macaulay, or until further orders.

Mr. F. H. Harding, C.S., reported his departure from India, on furlough, on the 25th March 1884.

The 22nd April 1884.—In modification of the order of the 4th instant, Mr. E. E. Lowis, Commissioner, Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

POLICE.—*The 10th April* 1884.—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, was on leave, under rule 2, section 136, chapter X of the Civil Leave Code, from the 5th to the 11th December 1883, both days inclusive.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, is posted temporarily to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

The 15th April 1884.—Mr. H. Munro, District Superintendent of Police, Mozufferpore, is appointed to act in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 1st April 1884, during the absence, on leave, of Mr. B. Rattray, or until further orders.

The 19th April 1884.—Mr. E. B Baker, Deputy Inspector-General of Police, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 5th proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The 14th April* 1884.—Syed Habibul Hossain is appointed to be Joint Sub-Registrar of Motihari (Kessariya), in the district of Chumparun.

EDUCATION.—*The 17th April* 1884.—Mr. G. A. Stack, Professor, Patna College, on leave, is appointed temporarily to be a Professor in the Presidency College.

Moulvie Abdul Jubbar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Patna, *vice* Mr. L. P. Shirres.

The 18th April 1884.—In modification of the order of the 19th January last, Baboo Sib Chandra Gui, M.A., Lecturer, Sanskrit College, is appointed to have charge of the current duties of the office of Principal of that institution, during the absence, on leave, of Pundit Mahesa Chandra Nyayaratna, C.I.E., or until further orders.

[*Government Gazette, 29th April* 1884.]

শ্রীযুত জে, এফ, ব্রৌন সাহেব ছুটী লওয়াতে ২৪ পরগনা ও হুগলীর একটিং আডিশ্যনল ও সেশন জজ শ্রীযুত জে. জি, চার্লস সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, জি, চার্লস সাহেবের পরিবর্ত্তে ফরীদপুরের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত জে, হুইটবোর সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা ও হুগলীর আডিশ্যনল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এফ, জে, জি, কায়েল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বারভঙ্গার একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, এফ, মাথিউস সাহেব ফরীদপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত জি. ডবলিউ, বোল্টন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত মানভূমের আসিষ্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত এচ, এচ, রিসলী সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসুর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজনীকুমার দত্ত ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত জামাল-পুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ফিনানশ্যল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী মান্যবর শ্রীযুত সি, পি, এল, মেকলে সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারা-মতে দুই মাস তেইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

মান্যবর শ্রীযুত সি, পি, এল, মেকলে সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুত ই, এন, বেকার সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত ফিনানশ্যল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ, এচ, হার্ডিং সাহেব, সি, এস, নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের মার্চ্চ মাসের ২৫ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—এই মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশ্যনর শ্রীযুত ই, ই, লোইস সাহেব আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যা-য়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—মজফ্ফরপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত আর, ডবলিউ, কেওন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারার ২ প্রকরণমতে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ অবধি ১. তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী লইয়াছিলেন।

পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এস, শর সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রেল।—শ্রীযুত বি, রাক্রে সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজফ্ফরপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, মনরো সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—পোলীসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর-জেনরল শ্রীযুত ই, বি, বেকার সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্য-কারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—শ্রীযুত সৈয়দ ফবিবল হুসেন চাম্পারণ জিলার অন্তর্গত মতিহারির (কেসেরিয়ার) জাইন্ট সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—ছুটী প্রাপ্ত পাটনা কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত জি. এ, ষ্টাক সাহেব কিয়ৎ কালের নিমিত্তে প্রেসিডেন্সী কালেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এল, পি, শিরেস সাহেবের পরিবর্ত্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আবদুল জব্বার পাটনা জিলার স্কুল কমিটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—গত জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ইর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সংস্কৃত কালেজের উপদেশক শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুই. এম, এ, উক্ত কালেজের প্রিন্সিপলের আফিসের চলিত কর্ম্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

Port Trust.—*The* 15*th April* 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Prestage of his appointment as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

Medical.—*The* 14*th April* 1884.—Assistant Surgeon Kally Dass Bose, a Supernumerary at the Presidency, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Municipal.—*The* 5*th April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the English Bazar Municipality, in the district of Maldah, of Baboo Bhoirubnath Palit, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 7*th April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Berhampore Municipality of Baboo Mohendra Nath Mukerjea to be their Vice-Chairman.

The 8*th April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazaribagh, of Baboo Sharoda Persad Ghose to be their Vice-Chairman.

The 12*th April* 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Soory Municipality, in the district of Beerbhoom:—

Baboo Dhon Krishna Ghose, M.A., B.L. | Baboo Hem Nath Das, B.L.

Baboo Nemye Chunder Saha

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Shyama Das Mazoomdar. | Baboo Nabin Chunder Chatterjea.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Comillah Municipality:—

Baboo Mohini Mohun Purdhan, B.L. | Baboo Hari Mohun Guha.
" Shib Chunder Aich. | " Raj Mohun Mittra.

Baboo Kailash Chunder Dutta, M.A., B.L.

The 11*th April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality of Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Gouri Sunkar Ghosal is re-appointed to be a Commissioner of the Baraset Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Rajkrishna Ghosal | Munshi Rafiuddin.
" Mohendranath Ghosal. | Baboo Chunder Nath Bannerjie

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Barripore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Prasunno Coomar Banerjea to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Kali Kumar Roy Chowdhry | Baboo Nibaran Chandra Mittra.
" Nim Narain Mittra. | " Debnarain Dutta.

Baboo Eshan Chunder Dutta

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality of Baboo Dwarkanath Chuckerbutty to be their Vice-Chairman.

[*Government Gazette*, 29*th April* 1884.]

পোর্ট ট্রস্ট বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—শ্রীযুত এম, প্রেস্টেজ সাহেব কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনের মধ্যে স্বীয় পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত কালিদাস বসু যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ আপ্রিল।—মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজবাজার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভৈরবনাথ পালিতকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—বরহমপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।—হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চত্রা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বীরভূম জিলার অন্তর্গত শিউড়ি মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু ধনকৃষ্ণ ঘোষ, এম, এ, ও বি, এল, । | শ্রীযুত বাবু হেমনাথ দাস, বি, এল।

শ্রীযুত বাবু নিমাইচন্দ্র শাহা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু শ্যামাদাস মজুমদার। | শ্রীযুত বাবু নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিল্লা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন বি, এল। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন গুহ।
" " শিবচন্দ্র আইচ। " " রাজমোহন মিত্র।

শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত, এম, এ, ও বি, এল,।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—রাঁচি মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, ডবলিউ, মেকাই সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু গৌরীশঙ্কর ঘোষাল ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বারাসত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষাল। শ্রীযুত মুনশী রফীউদ্দীন।
" " মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল। " বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারুইপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী। শ্রীযুত বাবু নিবারণ চন্দ্র মিত্র
" " নিমনারায়ণ মিত্র। " " দেবনারায়ণ দত্ত।

শ্রীযুত বাবু ঈশান চন্দ্র দত্ত।

হুগলী ও চুঁচড়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

ROAD CESS.—*The 7th April* 1884.—The gentlemen named below are appointed to be members of the Goalundo Branch Road Committee, in the district of Furreedpore :—

Baboo Mahendro Nath Mallik, Inspector of Police *(ex-officio)*, *vice* Baboo Sital Chandra Sanyal, transferred.

„ Kesaba Chandra Datta, *vice* Baboo Rasik Lal Das, deceased.

„ Giris Chandra Majumdar, *vice* Baboo Umes Chandra Majumdar, deceased.

The 9th April 1884.—Mr. K. H. Stephen, Assistant Engineer, Public Works Department, Irrigation Branch, is appointed to be an *ex-officio* member of the Sewan Branch Road Committee, in the district of Sarun.

The 11th April 1884.—Baboo Ram Chunder Mukerjee is appointed to be Vice-Chairman of the Nuddea District Road Committte.

The 14th April 1884.—Mr. E. Stonewig is appointed to be a member of the Hajeepore Branch Road Committee, *vice* Mr. R. Brown, resigned.

Mr. T. M. Cockburn is appointed to be a member of the Sasseram Branch Road Committee, *vice* Mr. Morton, resigned.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 3.—*The 9th April* 1884.—Mr W. E. Ward made over charge of the office of Judge and Commissioner of the Assam Valley Districts to Mr. C. J. Lyall in the forenoon of the 2nd April 1884.

No. 4.—Mr. L. E. Fabre-Tonnerre reported his departure from India, on furlough, on the 30th March 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—Mr. J. R. Douglas is appointed to be Port Officer of False Point and Pooree, and Superintendent of Customs, False Point, in place of Mr. T. Geary retired, with effect from the 1st instant

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—Whereas a notification, dated the 27th November 1883, was published at page 1254, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th December last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Rajshahye District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালন্দের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু শীতলচন্দ্র সান্যাল স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে পোলীসের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মল্লিক (স্বীয় পদোপলক্ষে)।

বাবু রসিকলাল দাসের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত বাবু কেশবচন্দ্র দত্ত।

বাবু উমেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের জলসেচন শাখার আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত কে, এচ, ষ্টীফেন সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে সারণ জিলার অন্তর্গত সেওয়ানের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—শ্রীযুত আর, ব্রৌন সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত ই, ষ্টোনউইল সাহেব হাজিপুরের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, মর্টন সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত টি, এম, কোবর্ণ সাহেব সাসীরামের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটে হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৩ নম্বর।—১৮৮৩ সাল ৯ আপ্রিল।—শ্রীযুত ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব শ্রীযুত সি, জে, লায়ল সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২ আপ্রিলের পূর্ব্বাহ্নে আসাম উপত্যকা জিলার জজের ও কমিশনরের কর্ম্মের ভারাপর্ণ করিলেন।

৪ নম্বর।—শ্রীযুত এল, ই, ফেবর-টনের সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ৩০ মার্চে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

এস, সি, বীলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—শ্রীযুত টি, গিলবী সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীযুত জে, আর, ডগলাস সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবধি ফলস-পাইণ্ট ও পুরী বন্দরের কর্ত্তাক্ষের এবং ফলস-পাইণ্টের কষ্টমের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে রাজশাহী জিলার পথ কমিটীর প্রণীত কয়েক উপবিধি দৃঢ় করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৭ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে

Committee of Bankoora at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification :—

Bye-laws.

1. No person shall damage or encroach on any part of a district road or its side ditches by taking earth from, cultivating crops, or placing a fence on it or them.

2. No person shall tether any cattle on any district road, and the owner of any cattle found tethered shall be held to have allowed his cattle to be tethered there.

3. No person shall, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman, cut any part of a district road.

4. No person shall wilfully destroy or damage any tree on any district road, or any fence erected for the protection of such tree, and no person shall remove or damage any post or fence erected on any district road.

5. Drivers of elephants and camels shall move off the district roads to a reasonable distance whenever they see a horse approaching.

6. Any person committing a breach of the above bye-laws shall be liable to a fine under clause 2 of section 180 of Act IX (B.C.) of 1880.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 26th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of the Bengal Vaccination Act V (B.C.) of 1880 to the Municipalities of Deoghur and Sahibgunge, and the towns of Doomka and Rajmehal, in the Sonthal Pergunnahs district, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of the Act to the above places with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in compliance with the recommendation of the Commissioners of the Nuddea Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the said municipality of a fee not exceeding that prescribed by section 124 of the Act on the registration of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 10th April 1884.—Whereas a notification was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the imposition by the Commissioners of the Berhampore Municipality, in the district of Moorshedabad, of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on carriages and horses and other animals mentioned in the third schedule of the Act, and whereas no

অন্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে বাঁকুড়া জিলার সভাগত পথ কমিটীর প্রণীত নিম্নলিখিত কএক যুক্তি উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

উপবিধি।

১। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথের কোন অংশ বা তৎপার্শ্বস্থ খানাহইতে মাটী লইয়া বা তাহাতে শস্য বুনিয়া কিম্বা তাহাতে বেড়া দিয়া তাহার ক্ষতি করিবে না বা তাহা চাপিয়া লইবে না।

২। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথে গবাদি বাঁধিয়া দিবে না ও জিলার কোন পথে গবাদি বাঁধা দেখা গেলে, গবাদির স্বামী আপন গবাদি তথায় বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৩। কোন ব্যক্তি সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা জিলার কোন পথের কোন অংশ কাটিবে না।

৪। কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারের কোন গাছ কিম্বা গাছ রক্ষার্থে যে বেড় করিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট বা তাহার ক্ষতি করিবে না। ও কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারে নির্ম্মিত কোন স্তম্ভ বা বেড়া সরাইয়া ফেলিবে না বা তাহার ক্ষতি করিবে না।

৫। হস্তী ও উষ্ট্র চালকেরা ঘোড়া আসিতেছে দেখিলে জিলার পথহইতে যুক্তিসঙ্গত দূরে যাইবে।

৬। কোন ব্যক্তি উক্ত সকল উপবিধি লঙ্ঘন করিলে ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারার ২ প্রকরণমতে তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রেল।—সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত দেওঘর ও সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটীতে এবং দুমকা ও রাজমহাল নগরে বঙ্গদেশের গোবসন্ত টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করনার্থে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও তৎপ্রচলন সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১মে অবধি তাহা প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করিলেন, সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা ইহা প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রেল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে; নদীয়া মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শন না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং নদীয়া মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি, উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় তাহা রেজিষ্টরী করিয়া উক্ত আইনের ১১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট ফীর অনধিক উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা আদায় হইবার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার.
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রেল।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বরহমপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১২১ ধারামতে টাক্স ধার্য্য হইবার অনুমতিসূচক শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত মুনিসিপালিটীতে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রেল।]

objection has been raised to the proposal within one month from the publication of the above notification within the municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the said Commissioners of a tax on carriages, horses, and other animals at rates not exceeding those specified in the said schedule.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th April 1884.—It is hereby notified for general information that so much of the notification, dated the 23rd May 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th June 1882, regarding the resumption of certain ferries in the Tipperah district as relates to the ferries over the Bijni, Sheni and Rogni, is cancelled.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Culna Municipality made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred upon him by section 10 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to revise the boundaries of the said municipality, so as to withdraw the villages named in the margin from the operation of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the aforesaid municipality.

Goora, Nitboojee, Talbana and Pooronohat.

The revised boundaries of the municipality will be as follows:—

On the north the Labhanga Beel, the khal that passes eastwards from the beel by the north of the indigo factory, and the khal that passes from the Kadrar Beel to the Bhagirathy and the Bhagirathy; on the east the Bhagirathy, the burial ground, the road that passes by the east of the Mission house, and by the west of Dood Bibi's tank and that portion of the road called the Mujlish Sahib's Dighi road, passing southward from its junction with the above mentioned road. On the south a line drawn between the southern boundaries of the Mujlish Sahib's Dighi, Mollapara, Ayma, Lukhonpara, Jewdhara, Barooipara, Modhubone, Amlapokur, Bora Mitropara, Chota Mitropara and Boresoona and the northern boundaries of Arrah Shapore, Jewdhara cornfields, Sarva Mangola, Ramessurpore, Koldanga, Dharmodanga, Meerpore, Rungpara and Patty Khojhat; and on the west Pooranahat, the lane which passes southwards by the west of the residence of the Sub-Divisional Officer, and the villages of Talbona and Goora.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 16th April 1884.—Whereas a notification, declaring the Lieutenant-Governor's intention to direct that all deaths occurring within that part of the district of Darjeeling which lies to the west of the Teesta river shall be registered under Act IV (B.C.) of 1873, was published in the *Calcutta Gazette* of the 9th January last, and whereas no objections have been raised to the proposed measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the said Act, the Lieutenant Governor is pleased to direct that all deaths occurring in the above mentioned area shall be registered under the said Act with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 29*th April* 1884.]

তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত কমিশনরদের কর্তৃক উক্ত আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত হারের অনধিক হারে গাড়ী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুর উপর টাক্স ধার্য্য হইবার অনুমতি দিলেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কএক খেয়াঘাট রাজকীয় খেয়াঘাট করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের ২৭ মের বিজ্ঞাপনের যে অংশ বিজনী, ফেনী ও রমনী নদীর খেয়াঘাটের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই অংশ রহিত করা গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কালনা মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে কালনা মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে এবং শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপাল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১০ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্য্যপ্রচলন হইতে পার্শ্বলিখিত কএক গ্রাম ত্যাগ করিয়া উক্ত মুনিসিপালিটীর সীমা সংশোধন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

গুরা, নিজুলি, তালবনা ও পুরাণহাট।

উক্ত মুনিসিপালিটীর সংশোধিত সীমা এইরূপ হইবে,—

উত্তর সীমা লাতাজা বিল, উক্ত বিলহইতে নীলকুঠীর উত্তরদিয়া পূর্ব্বমুখে যে খাল যায় তাহা, এবং কদরার বিলহইতে ভাগিরথী পর্য্যন্ত যে খাল যায় তাহা ও ভাগিরথী, পূর্ব্ব সীমা ভাগিরথী, কবরস্থান ও মিশন হৌসের পূর্ব্বদিক দিয়া ও জুদ বিবির পুষ্করিণীর পশ্চিমদিক দিয়া যে পথ যায় তাহা এবং মজলিশ সাহেবের দীঘীর পথ নামক পথের যে অংশ উপরোক্ত পথের সহিত সংযোগ স্থান হইতে দক্ষিণমুখে যায় সেই অংশ। দক্ষিণ সীমা মজলিশ সাহেবের দীঘী, মোল্লাপাড়া, আয়মা, লক্ষ্মণপাড়া, জিউধারা, বারুইপাড়া মধুবন, আমলাপুকুর, বড় মিত্রপাড়া, ছোট মিত্রপাড়া ও ঘোস্ নার দক্ষিণ সীমার এবং আরাশাহপুর, জিউধারার শস্যক্ষেত্র, সর্ব্বমঙ্গলা, রামেশ্বরপুর, কোলডাঙ্গা, ধর্ম্মডাঙ্গা, মীরপুর, ব্রজপাড়া ও পটী খোয়াটে উত্তর সীমার মধ্যে টাকা রেখা, এবং পশ্চিম সীমা পুরাণহাট ও মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষের বাসস্থানের পশ্চিমদিয়া দক্ষিণমুখে যে গলি পথ যায় তাহা ও তালবনা ও গুরাগ্রাম।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—দার্জিলিঙ্গ জিলার যে অংশ তিস্তা নদীর পশ্চিমদিকে আছে সেই অংশে ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে মৃত্যু রেজিষ্টরী করিতে হইবে এই আদেশসূচক শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন গত জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি উক্ত আইনমতে উপরোক্ত স্থানে মৃত্যু রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা করিলেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 16*th April* 1884.—Whereas a notification declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the levy by the Commissioners of the Pubna Municipality of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on four-wheeled carriages which are kept or habitually used in the municipality was published in the *Calcutta Gazette* of the 13th February 1884, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition of a tax on four-wheeled carriages in the Pubna Municipality at rates not exceeding those specified in the third schedule of the Act.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 19*th April* 1884.—The Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, *i.e.*, of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MacDonnell,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21*st April* 1884.—It is hereby notified for general information that the police station at Badalgachi, in the district of Bogra, has been removed to Nawabganj, and that the thana will be called by the name of the Nawabganj Thana in future.

A. P. MacDonnell,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22*nd April* 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for excavating a tank within the limits of the villages Daulatgunge and Jevannagar, pergunnah Ukhra, chakla Muttuaree, zillah Nuddea, for the use of the inhabitants of those villages, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs and 5 cottahs of standard measurement is required within the aforesaid villages Daulautgunge and Jevannagar. The land is bounded on the east by the house of Sreekanta Doss and the land belonging to Behary Lall Datta; on the north by the houses of Sreeputty Chukerbutty and Bykanta Law; on the west by the lands belonging to Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury and Behary Lall Datta; and on the south by the lands of Joykally Chowdhuranee, Baboo Shyam Chandra Law, and Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A. P. MacDonnell,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

The 22*nd April* 1884.

To—Calcutta. | From—Bombay.
To—Bengal. | From—General Secretary.

Government of India have sanctioned enforcement of *b* quarantine rules at Aden against vessels from Calcutta and Bassein. Letter follows.

A. P. MacDonnell,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 29*th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—পাবনা মুনিসিপালিটীর মধ্যে চারিচাকার যে সকল গাড়ী রাখা যায় বা নিয়ত ব্যবহার হয় তাহার উপর উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১২২ ধারামতে টাক্স আদায় করিবার আদেশসূচক শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি পাবনা মুনিসিপালিটীর মধ্যে চারিচাকার গাড়ীর উপর উক্ত আইনের তৃতীয় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হারের অনধিক হারে টাক্স ধার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—খণ্ডের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র ও আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রেণীর গোণচক্রের খালের কর্ত্তৃপক্ষেরা ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপক্ষে অর্থাৎ পাটওয়ারীদের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেট ধার্য্য বা খালের রেট আদায় করণ সংক্রান্ত গ্রামের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে তাঁহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বগুড়া জিলার অন্তর্গত কমলগাছীর পোলীস থানা নবাবগঞ্জে উঠিয়া গিয়াছে ও উক্ত থানা এই অবধি নবাবগঞ্জ থানা নামে খ্যাত হইবে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নদীয়া জিলার অন্তর্গত মাটিয়ারি চাকলার উখ্‌ড়া পরগনার দৌলৎগঞ্জ ও জীবননগর গ্রামের সীমার মধ্যে ঐ২ গ্রামের লোকদের উপকারার্থে পুষ্করিণী খনন করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত দৌলৎগঞ্জ ও জীবননগর গ্রামে কমিবেশে ন্যূনাধিক ১০ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্ব্ব সীমা শ্রীকান্ত দাসের বাড়ী ও বিহারীলাল দত্তের জমী, উত্তর সীমা শ্রীপতি চক্রবর্ত্তীর ও বৈকুণ্ঠ দাসের বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর ও বিহারীলাল দত্তের জমী, দক্ষিণ সীমা জয়কালী চৌধুরাণী, বাবু শ্যামচন্দ্র দাস ও বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর জমী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

বঙ্গদেশে, কলিকাতায়। | বোম্বাইর সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

কলিকাতা ও বাসিন হইতে যে সকল জাহাজ যায়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1966 A.

The 11*th April* 1884.—Baboo Kedar Nath Mazoomdar, Second Subordinate Judge of Midnapore, is transferred temporarily to Furreedpore.

Baboo Nilmoni Nag, Second Munsif of Manickgunge, Dacca, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of that munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Jogul Kishori De, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Manickgunge, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Bhuban Mohun Gangooly, Second Munsif of Bhanga, in the district of Furreedpore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Bhanga Munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Saroda Prosad Chatterjee.

Baboo Umesh Chander Sen is appointed to act as a Munsif in the district of Furreedpore, and to be ordinarily stationed at Bhanga, during the absence, on deputation, of Baboo Bhuban Mohun Gangooly, or until further orders.

The 16*th April* 1884.—Baboo Chunder Seekur Banerjee, Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, and an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, will continue to exercise the powers of a Magistrate of the first class.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers of a Magistrate of the first class

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the undermentioned gentlemen of their appointments of Honorary Magistrates of the Sudder Bench of the Jessore district:—

Baboo Umesh Chunder Ghose. | Baboo Mohesh Chunder Banerjee.
Baboo Raghuttam Ghose Chowdhari.

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Mahima Chunder Banerjee. | Baboo Jagabandhu Bhadra.
„ Basanto Kumar Roy Chowdhari. | „ Brojo Prosaud Bose.

The 17*th April* 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Baikunto Nath Dey of his appointment of Honorary Magistrate of the Sudder Bench in the district of Howrah.

ERRATUM.—*The* 14*th April* 1884.—In the order of the 8th January last, published in the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Bogola Prosunno Mozoomdar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Siligoree, Darjeeling, to be also a Munsif in the district of Julpigoree, *for* "Julpigoree" *read* "Dinagepore."

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The* 16*th April* 1884.—Baboo Jadu Nath Ghose, Third Munsif of Jessore, is allowed leave for 13 days, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 19*th April* 1884.—Baboo Moti Lall Haldar, Second Munsif of Baripore, in the district of the 24 Pergunnahs, is allowed leave for one month and twelve days, under section 73, rule 2, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th April 1884, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 29*th April* 1884.]

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১৯৬৬ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—মেদিনীপুরের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ মজুমদার কিয়ৎকালের নিমিত্তে ফরীদপুরে প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্রের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু নীলমণি নাগ সেই চৌকীর খাজানার মোকদ্দমা বিচার করণার্থ মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং উক্ত মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্রের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু যুগল কিশোর দে, বি, এ, ও বি, এল, ঢাকা জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মাণিকগঞ্জে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভাঙ্গার মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র সেন ফরীদপুর জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ ভাঙ্গায় অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—উড়িষ্যা খণ্ডের কমিশানর সাহেবের স্বকীয় একটিং আসিস্টান্ট ও কটকের পেশকশী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আসিস্টান্ট শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন রায় প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যশোহর জিলার সদর বেঞ্চের স্বর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।—

শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ। | শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু রঘুরাম ঘোষ চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।—

শ্রীযুত বাবু মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র।
,, ,, বসন্তকুমার রায় চৌধুরী। | ,, ,, ব্রজপ্রসাদ বসু।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে হাবড়া জিলার সদর বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—দার্জিলিঙ্গের অন্তর্গত শিলিগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদারকে জলপাইগুড়ি জিলার মুন্সেফের পদেও নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখের যে আজ্ঞা ঐ মাসের ১৫ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে " জলপাইগুড়ি " শব্দের পরিবর্ত্তে " দিনাজপুর " পাঠ করিতে হইবে।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—যশোহরের তৃতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ ঘোষ, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারামতে তের দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারইপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মতিলাল হালদার ১৮৮৪ সালের ২৮ আপ্রিল অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাস বার দিনের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 21st April 1884.

No. 169.—*Leave.*—Mr. J. P. Coy, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code (fifth edition), with effect from such date as he may avail himself of it.

No. 170.—In continuation of this office notification No. 463 of the 17th December 1883, Mr. H. Bell is appointed as Manager and Engineer-in-Chief of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd instant.

IRRIGATION.

The 21st April 1884.

No. 171.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main outfall of the Howrah Drainage Works, in the village of Gobaria, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 7·42 beegahs of standard measurement, in the aforesaid village of Gobaria, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 172.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken permanently by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main channel of the Howrah Drainage Works, in the villages of Makhoora, Bakshara, Sooltanpore, Oonshoonee, Bakra Budderpore, Tetoolkoolee, Pakooria, Khalia, Konah, Naloosh, Chamralee and Joypore, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring, more or less, 9 miles 2,480 feet in length, with an average width of 57 feet or thereabout, is required within the aforesaid villages in Hooghly district.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

No. 173.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, namely for the construction, at the expense of the Alipore Coal Company, Limited, of a branch line from the East Indian Railway to their collieries at Kairbad, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 4½ miles in length, and with an average width of 80 feet, and measuring 76 beegahs 4 cottahs and 9 chittacks, more or less, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 29*th April* 1884.]

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।

১৬৯ নম্বর।—ছুটী।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে. পি. কয় সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির (পঞ্চম সংস্করণের) ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৭০ নম্বর।—এই কার্য্যালয়ের ১৮৮৩ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ৪৬৩ নং বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত শ্রীযুত এচ, বেল সাহেব এই মাসের ২ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের মানেজারের ও প্রধান ইঞ্জিনিয়রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।

১৭১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইমর্সা পরগনার গোবরিয়া গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্য্যের জল নির্গত হইবার প্রধান নালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত গোবরিয়া গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৭·৪২ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৭২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইমর্সা পরগনার মাখুয়া, বাকুসাড়া, সুলতানপুর, উমগুনী, বাঙ্কা বদরপুর, তেতুলকুলী, প্যাকুরিয়া, থালিয়া, কোনা, মাজুয়া, চত্রালী ও জয়পুর গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্য্যের প্রধান জলনালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে হুগলী জিলার অন্তর্গত উক্ত সকল গ্রামে ন্যূনাধিক ৯ মাইল ২,৪৮০ ফুট দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ৫৭ ফুট প্রস্থ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এল, নীল, মেজর, এম. এল. সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

---

১৭৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েহইতে সীমাবদ্ধ আলিপুর কোল কোম্পানির করনস্থ পাণ্ডুবিয়া কয়লার খনি পর্য্যন্ত শাখা রেলপথ করিবার জন্যে উক্ত কোম্পানির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে প্রায় ৪। ০ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৮০ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৭৮/৪।।/ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

The 2nd April 1884.

No. 174.—*Leave.*—Mr. W. H. Nightingale, Executive Engineer, second grade, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India two months' furlough, in extension of that granted him in Bengal Government notification No. 178 of the 10th May 1883.

No. 175.—The following Assistant Engineers of the second grade passed the examination prescribed in the Public Works Code, chapter II, section I, paragraph 17, on the 7th April 1884:—

Mr. J. Manson.	Mr. C. A. White.
„ E. J. Alexander.	„ B. K. Finnimore.

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 22nd April 1884.

No. 177.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a road cess inspection bungalow at Colgong, in the village of Kasba Colgong, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigha 1 cottah and 12 dhoors of standard measurement, bounded on the north by Road Cess Committee's road No. 12 (Colgong to Barhat), east by the waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and a drain, on the south by waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and drain, and west by East Indian Railway compound wall and land belonging to Muddun Thacoor, is required within the foresaid village of Kasba Colgong.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৪ নম্বর।—ছুটী।—দ্বিতীয় শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, নাইটিঙ্গেল সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৩ সালের ১০ মের ১৭৮ নং বিজ্ঞাপনমতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতী ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব তাঁহাকে দুই মাসের ছুটী দিয়াছেন।

১৭৫ নম্বর।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রেরা ১৮৮৩ সালের ৭ আপ্রিলের পবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

শ্রীযুত জে, মাক্সন সাহেব।
,, ই, জে, আলেকজাণ্ডর সাহেব।
শ্রীযুক্ত সি, ই, ওয়াইট সাহেব।
,, বি, কে, ফিনিমোর সাহেব।

স্থানীয় বর্ত্মাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাহালগাঁ পরগনার কশবা কাহালগাঁ গ্রামে পথকরের ইনেস্পেকশন বাঙ্গলা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কশবা কাহালগাঁ গ্রামে কম্টিমতে ন্যূনাধিক ১/১ কাঠা ১২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কাহালগাঁ অবধি বড়হাট পর্য্যন্ত পথকর কমিটীর ১২ নং পথ, পূর্ব্ব সীমা মৃত বাবু রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও এক নৰ্দ্দমা, দক্ষিণ সীমা মৃত বাবু রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও নৰ্দ্দমা, এবং পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাতার প্রাচীর ও মদন ঠাকুরের জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজের, এম, এন, সি।
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

সংখ্যা।	জিলা।	গম। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	গম। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গম। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	যব। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	যব। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	যব। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ভাল চাউল। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ভাল চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	ভাল চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	সামান্য চাউল। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	সামান্য চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	সামান্য চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	বজু ও মারুয়া। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	বজু ও মারুয়া। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	বজু ও মারুয়া। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	চোলম ও জোয়ার। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	চোলম ও জোয়ার। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	চোলম ও জোয়ার। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
	পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	ঢাকা ...	চ ।১।	।২।	।৪॥	।৮	।৬	॥৪	।১	।৩॥	।৬।	।৪	।৫	।৯	...	...	...	..	...	..
১৯	ফরীদপুর ..	ণ ॥১	।৯	॥৪	৸০	৸৫	৸৭	।৪	।৪	॥২	।৫	।৫	॥৩	...	...	...	...	...	...
২০	বাকরগঞ্জ ...	ত ...	...	...	...	...	...	।৫	।৫	।৯	।৮	।৮	॥৩	...	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ	থ ।৩	।৩।	।২	...	...	...	।২।/০	।২	।৬	।৫॥	।৪॥	॥০	...	..	...	...	..	...
২২	চট্টগ্রাম	দ ।২	।২	।২	...	...	...	।৩	।৩	।৪	।৭	।৭	॥১	...	...	...	...	...	...
২৩	নওয়াখালী	ধ ...	...	...	...	...	...	।৬	।৬	॥৩	।৮	।৮	॥০	...	..	.	...	...	...
২৪	ত্রিপুরা	ন ।৪॥	।৩।/	।২।	...	...	...	।৫	।৪॥	॥১	।৬	।৭।	॥৬	...	.	...	...	...	...
২৫	চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	...	...	...	...	...	...	।৩।/	।৩।/	।৬	।৬	।৬	।৭৸৶	...	...	...	...	...	...
	ত্রিপুরা পর্ব্বত	।২	।২	।০	...	...	...	।৪	।৩	॥০	।৮	।৮	॥৮	...	.	...	...	...	...
	বেহার।																		
২৬	পাটনা ..	॥২॥	॥২	।৭॥	॥৪	॥৫	৸২	।১	।২	।৪	।৪	।৫	।৯	..	..	...	...	...	...
২৭	গয়া ...	।৮	।৭	।।০	॥৩	॥২	।৪॥	।০	।০	।২॥	।৩॥	।৪	।৭	...	...	...	...	...	...
২৮	সাহাবাদ ...	প ।৯	।৮-।৯	।৬-।৮	॥২	॥৪	॥৬	/৯	/৮-/৯	।১-।১॥	।৪	।৩-।৪	।৮-।৮।	॥৩	॥৮	৸০	॥৪	॥৩	০
২৯	দারভাঙ্গা	ফ ।৬	।৬॥	।৫	...	...	১/৪	।১॥	।১	।৬	।৩৸	।৪।/	।৯	...	...	...	...	...	...
৩০	মজফরপুর...	ব ।৮	।৭	॥১	॥০	॥১	৸৫	।০	।১	।২	।২	।৩।	।৮	...	...	...	...	...	...
৩১	সারণ	ভ ।৭	।৭॥	।৬॥	॥৪	॥৪	৸০	/৮	/৮	।০	।২	।২	।৯	...	...	...	॥৬	॥৬	৸২
৩২	চাম্পারণ ...	ম ।৬	।৮	।৬	...	...	১/	/৯	/৯	।৪	।৩॥	।৪	।৮	..	...	...	...	...	..
৩৩	মুঙ্গের ...	য ॥১	॥১	।৯।৶	॥১	॥১	৸৩॥/	।১॥/	।২॥/	।৩॥/	।৩॥৶	।৩৸৶	।৫৸	...	...	...	...	...	...
৩৪	ভাগলপুর ...	য১ ।৭॥৶	।৬।৶	।৬।৶	।১।৶	।০৶	॥৫।	।২	।২ নূঃ ।০।৶ পুঃ	।৫৸	।৩৸৶	।৩৸৶ নূঃ ।২।০৶ পুঃ	।৮৸৶	...	...	...	...	...	...

চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—মাণিকগঞ্জে ।২ সের, মুনশীগঞ্জে ।১॥৴৬ সের ও নারায়ণগঞ্জে ।৩ সের।

ণ। গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।৩ সের।

ত। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—পটুয়াখালিতে ।৩॥৶ সের, পিরোজপুরে ।১ সের, ও ভোলায় ।০ সের।

থ। ঐ ঐ ।—কিশোরীগঞ্জে ।১॥৶ সের, আটীয়ায় ।২ সের, জামালপুরে ।১। সের,

দ। কক্সবাজারে লবণের খুজরা দর টাকায় ।০ সের।

ধ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় /৯ সের অবধি ।২। সের পর্য্যন্ত।

ন। ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।২।০ সের ও চাঁদপুরে ।২॥ সের।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্ব

৪০ সেরের

নম্বর	বন্দর।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কঙ্গু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা ...	২॥০	২৸৵০	২।৵০	২।০	২।০	১৸০	৪৲	৪৲	১৸	৩৲	৩৲	২॥০	২৶০	২৶০	..
২	শেরাজগঞ্জ ...	২।০	১৶০	১৲	...	...	...	৪।০	৪।০	৪৲	২॥	২।৵১০	২৴১০	...	...	...
৩	ঢাকা ...	২।৶	২৶০	২৸০	২৶০	২।৶	১॥০	৩৲	৩৲	২।৵১০	২৸০	২।৷০	১৸৶০	..	...	...
৪	নারায়ণগঞ্জ ...	...	...	...	...	...	...	...	২৸০	২৲	২॥০	২॥৵০	১৸০	...	...	...
৫	চট্টগ্রাম ...	৩।০	৩।০	৩৲	...	..	...	৩৲	৩৲	২৸০	২।০	২।০	২৲	..	...	.
৬	পাটনা ..	॥৶০	১॥৶১০	২৶০	১।০	১।৶	১৶০	৩৲	৫৲	২॥৶০	২।৵০	২।৶১০	২৲	...	...	...
৭	বালেশ্বর ..	২৲	২।০	২৸০	৩৶	...	...	২৶	২।৶	২॥০	১৸৶	১৸০	১।০	...	...	...
৮	পুরী ..		...		...	...	...	.	..	...	১॥৵০	১।৵০	১।০	...	.	...
৯	কটক .	১৸৵০	২৲	৩৲	..	...	...	৩৲	৩৲	২৶০	১৸৶	২৲	১॥০		.	...

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

শস্যের দর।

চোলম ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			অড়হরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৲	২৲	১।।৶	...	...	...	২৲	২৲	১৸০	২৶০	২৶০	২৲	।৶৩	।৶৩	।৶৩	২৸০	২৸০	২৸০	কলিকাতা।
..	...	...	...	...	...	...	...	...	২।৶০	২৸০	১৸৶০	...	...	...	৩৴৬	৩৴০	৩৲	গোয়ালন্দ।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৶০	২।০	২।৶০	।৶০	।৶০	।৶৬	৩৶০	৩৶০	৩৶০	ঢাকা।
...	...	...	...	...	...	..	...	...	২।০	২।০	২৲	।৶০	।৶০	।৶০	৩৲	৩৲	২৸৶০	নারায়ণগঞ্জ।
.	...	...	.	...	...	...	...	...	৩৲	৩৲	২।।০	...	...	...	৪৲	৩।০	৪৲	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	...	...	১।৶৯	১।৶৯	১৶০	১।।	১।৶৩	১।৴০	।৴০	।৴০	।৴০	২৸৶০	২৸৶০	৩৲	পাটনা।
...	..	...	.	...	...	...	...	...	২৸০	২৸০	৩।।০	।০	।০	।৴৪	৩।০	৩৸০	৩।।০	বালেশ্বর।
	.	...	...	..	...	.	...	...	..	...	...	...	..	...	২।৶০	২।৶০	২৸০	পুরী।
.	..	.	৩।।৶	৩।।৶০	২।৴	...	..	...	১।।০	১।।৴	১।।৶	।।০	।।০	।।০	২৸০	২৸০	.	কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

উ, এল সি. কার.
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

LAND ADVERTISEMENT. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারির কালেক্টরি।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাক্সবাজার সব-ডিবিসনের এলাকাধীন।

তৌজির নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য
			রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব।	সেস।		
২০১ / ২৫১	মৌজে ইনানী থানে টেকনাফ তালুক নছরত আলি চৌং ...	খোদ ...	৮৯৭।০	২০৮৬	৪৩৮।৬	০	৪৩৮।৬	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে।
৪৫ / ১৩৬১	মৌং টেকনাফ থানে টেকনাফ তাং শ্রীমতী থাউ চৌং	খোদ ...	১২১১৭	৭৯/০	৬১৩৭	১৩৮/৬	৬৩৯/৬	ঐ
১৭৭ / ১৩৮	মৌং রাজারকুল থানে রামু তালুক সেরমস্ত খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং	১১০১।।৬	১৫৮।/	৩০৩।/৬	৪৪/৬	৩৪৭।/	ঐ
২০৪ / ৪৬৯	মৌং মিঠাছড়ি থানে রামু ইজারা শ্রীমতী লতিফা খাতুন নাবালগের পক্ষে আছার আলি খাঁ।	মিং আছার আলি খাঁ।	১১৮৩।৶০	১১৩/৬	৪২০৲	৩৭।।৶৬	৪৫৭।।৶৬	ঐ
২৯৯ / ২০৬	মৌং বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি ইমপ্রাক ...	মং দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭।।/৩	২৯৬৶/	৪৩০৲	১৯৬।।	৬২৬।।০	ঐ
৩৩৪ / ১৪৬০	মৌং পেকুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৭	১০৯।৶৬	২০৪২৭	৭২৬৶/	২১১৪৬৶০	ঐ

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector, Chittagong.*

[*Government Gazette, 29th April* 1884.]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১২৯১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮- । ৭ এপ্রিল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
২৬ নং	পং নশিরুজীয়াল জমিদারি হিস্যা ।১০ আনা ময় বেকাবেতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরিজামোহন চৌধুরী গয়রহ।	৭১২৯৫৲	৮২২৯৸৶৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনাকান্দা ৲১৮৷৶ ভাগ হিস্যা।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	১৸৶০	০	০
	ঐ ঐ ঐ কি চান্দীনাকান্দা হিস্যা ৲১০৴৫॥ তিল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ ...	৸০	০	০
	তপে রণভাওয়াল।				
১১৬ নং	ডাং নেওয়াজআলী হিস্যা ॥০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা।	দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৶০	৪২৸৴	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কনামণ্ডল গয়রহ ৩৩ মৌজার ।০ আনা হিস্যা।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৴৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৴৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৴৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ..	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৴৩	০	০
	তপে চাকরাদি।				
১১৮ নং	পাএন্দাবেগ হিস্যা ৸৶৬॥— ক্রান্তী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী, দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	১৩৩১৸০	১২।৴৮	এজমালি অংশ নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ।৴০ আনা নগর হাজরাদির ।৶১৬ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নাবালগ।	২৯৫॥৶০	০	
	ঐ ঐ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ৴১৫ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ৴১৯ গণ্ডা ও বাঁন মসুয়ার ৸৶০ আনা।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী ..	১৬৩৸০	০	০
	তপে সাঁহধা দরজিবাজুর মোতালক ১৫১ নং জমিদারি।	ছৈয়দ আবদুল্লা অধ্যাপনে জামিনা আকর খাতুন।	৭৩৸৴০	১২।৴০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
	তপে হাজরাদী।				
২১২৯ নং	ডাং কৃষ্ণরাম দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩৯৮৴৫	০	০
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৶১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস্যা ..	২৫০৸৴০	৪১॥০	খারিজ তিস্যা নিলাম।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গয়রহ।	১০১৪॥৶৭	০	০

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
		দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।			
৫০৭১ নং	তপে ময়ভাওয়াল। চর চারিপাড়া সুবর্ণপুর ওঁরফে কায়ারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	৭৪৭৸১০ পাই	১১॥৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৫০৮৫ নং	পং ময়মনসিংহ বীল ছলঙ্গী ...	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৲	২০॥/০	
৫১৭৪ নং	পং হুসেনশাহী চর ভেলুয়ামারি ...	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৲	২২৭৲	
৫২৪৯ নং	পরগনে পুখরিয়া চরপাবনা।	রামমণী দেব্যা চৌধুরাণী পতির নাম দুর্গাপ্রসাদ খাঁ ও মহারাণী শরতসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫৯১৮৶০ মালিকানা ৬৫৮৲	১৪৯৫।০ মালিকানা ১৬৭৲	

G. E. Manisty,
Offg. Collector.

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. Smith,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge

This preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8, per eight ounce tin, *Rs.* 8 *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 1[illegible], *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[*Government Gazette, 29th April* 1884.]

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

উহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪৷৷° টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮৷৷° টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬৷৷° টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫৷৷° টাকা ৮ আউন্স টীন ১০৷৷° টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ৷৷° আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸° বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কেন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৸° বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্‌ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবনর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵° পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে ;—

মফঃসলে।

		টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲	
ডাকমাশুল	"	২॥০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	"	৪৲	
ডাকমাশুল	"	১৲	
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য		।০	
ডাকমাশুল		৵০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল		৵০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

[*Government Gazette*, 29*th April* 1884.]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. Bolton,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

Note—*Rates for Advertisements in the* Calcutta Gazette.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বক্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা " "	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার ষ্ট্র্যাণ্ডের ওয়েষ্ট চৌরঙ্গীর ভাড়ায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন ম্যরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 270—25-4-84—809

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২৯ আপ্রিল।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সমেত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয়।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আমাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অর্পিত হইয়াছিল। আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও তৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি নূতন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আমাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্ত্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি। কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ আবশ্যক বলিয়া আমাদের বোধ হয়। আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্য্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইব। আমরা পাণ্ডুলিপিখানিকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদিগের পরামর্শ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর কএকজন সভ্য যত দিন এই পাণ্ডুলিপিসংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় অর্পিত না হয় ততদিন কোনং বিষয় সম্বন্ধে আপন মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন। কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৪। এই পাণ্ডুলিপিখানিতে যে ভিন্ন২ শ্রেণীর প্রজার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানায় ভূমিভোগকারিরায়তদিগকে যেরূপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অথবা তদ্রূপ শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তদ্রূপ না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী রূপে বিবেচনা করা গিয়াছে। ইহাও দেখা যাইবে যে "সাধারণ রায়ত" এই কথার পরিবর্ত্তে "দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত" এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে। প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাত্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি নানা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। পরিশেষে

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দ্রষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে বাস্তুভূমি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত নহে, তাহার রায়তদের উল্লেখমাত্র নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সন্ধান জানা আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জানা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদ্দেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের যোত সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তর্গত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সন্ধান না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে ঐ সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক সন্ধান জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদ বিষয়ক ধারাটিতে আমরা ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমা রেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিহিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবধারিত হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; ঐ অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলায় কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানা বৃদ্ধির বিধান করা হয় নাই, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল আদালত তালুকদারকে লভ্যের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকের সৃষ্টি হয়, তালুকের অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও ঝুঁকি হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পত্তনী তালুকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণিকা অধ্যায়ের মধ্যে এবং সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে ঐ বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পত্তনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্টরীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটী বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় একটী বর্জিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিস্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্টরী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা রহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারকর্ত্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তথায় ২৲ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৮ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্ববান হইলে যাবৎ ঐ হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্টরী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবে না।

(৪) এবং রেজিস্টরী বহীর লেখার নকল প্রদান বিষয়ক ধারাটী (এক্ষণকার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক আনার অন্যূন বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধার্য্য করেন প্রত্যেকখণ্ড নকল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা তালুকদারদের প্রতি যেহ নিয়ম বর্ত্তে তাহা অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী বাসেন্দা রায়তের প্রতিও বর্ত্তিবে ইহা বিধান করিয়া ঐ নিয়ম গুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়তদিগকে (ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ত এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে তালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়ম গুলির কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র২ বিষয়ের পরিবর্ত্তনের আমাদের কেবল যে গুলির কথা বলা আবশ্যক, তাহাই বলা যাইবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুবৃহৎ মহাল আছে, সেইরূপ কএকটি মহালের সমুদায় অংশেই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎপ্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আয়তনের পরিবর্ত্তে রাজস্বসংক্রান্ত কি শাসন কার্য্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ জানা দেশখণ্ড ধরিলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কি না জানিতে বাঞ্ছা করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে "১৮৭০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি" কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা সত্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ স্থির কারবার কারণ এই যে প্রায় ঐ সময়াবধি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি পাইবার যুক্তিসঙ্গতরূপ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্ব্ব কোন সময়ে ঐ তারিখ স্থির করা যাইবে তদ্বিষয়ে অধিকতর বিবেচনা আবশ্যক. সুতরাং যে কএকটি কথাতে ঐ সময় সূচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধ ক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষণ নির্দ্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত দর্শান না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। ইহাতে মোকদ্দমার কার্য্যে সরলতা বিধান করিবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না খাটিলে ভূম্যধিকারী অনায়াসে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন যোত হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়তের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (৬) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ৯৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফায় দেখ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্ব্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিঃক্রম বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাহাতে বুঝিবার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়তের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দানক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং ঐ পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার ব্যাখ্যাত খামার শব্দের অর্থমধ্যে যেহ শ্রেণীর জমী

পর তাহাতে দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক ঐ ধারাটির পরিবর্ত্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শেষোক্ত ধারায় সাধারণতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল শ্রেণীর জমী মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সন সন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

১৭। যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত এরূপে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [৩০ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেশাচারের বিরুদ্ধে ঐ ভূমিস্থিত বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে " হস্তান্তর বিষয়ক নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যস্থির হইবার কি আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারায় একটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎক্রমে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে ঐ ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা ঐ ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত ঐ ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উইলক্রমে দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা ঐ ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উইলক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শেষোক্ত শ্রেণীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদিগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিষ্টরী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং ঐ দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবিলম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি ঐ দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্ব্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা নিষিদ্ধ সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্ত্তৃক দান স্থলে ঐ দান পূর্ব্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ তদ্রূপ দান সচরাচর উইলক্রমে দানের পরিবর্ত্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী তালুকদার ও তাঁহারা অন্য যে তালুকদারদিগকে ঐ স্বত্বানুযায়ি কার্য্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবিশিষ্ট উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন তালুকদার পূর্ব্বোক্ত স্বত্বানুযায়ি কোন কার্য্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। ঐ অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত ঐ ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে সে বাসিন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তিরা যাহাতে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশে এবং রায়তের কোর্ফা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের কৃত একটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্দ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলা যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রধান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে তাহা উক্ত যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে ঐ রায়তের কোর্ফা রায়তেরাও বর্ত্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২য়।—কোন রায়ত আপনার যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা)

এই বিধানগুলি উপর কএকটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান।

১ম।—কোন রায়ত বয়স হেতু বা স্ত্রীলোক বলিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্ঘটনাক্রমে কি নির্দ্দিষ্ট কএকটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্ফা বিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার ঐ কার্য্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২য়।—যদি কোন রায়ত পূর্ব্বোক্তমতে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে শর্ত্তে ও যে নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত এক্ষণেও সেইং শর্ত্তে ও নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

২৭। এই বিধান গুলি লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূম্যধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্ফা প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্য্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্ত্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম না খাটিবার বিধান করা গিয়াছে, সুতরাং বিষয়টি বিলক্ষণ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্ফা বিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়াপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্ফা বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকের ন্যায় সরাসরী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্ফা প্রজারা দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্ফা বিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপধারীরূপে নিবারণ করা যে অতীব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বলিয়া তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত যেরূপ সরাসরীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের ও তাহাই থাকিবে। ভূম্যধিকারী অগ্রেক্রয় করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাবৎ ঐ রায়তের নাম রেজিষ্টরী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই সম্ভব হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার মোকদ্দমায় আদালতের প্রতি সেই সকল অবধারণ করিবার ভার অর্পণ করিলে অতীব কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টই ঐ সকল সম্পর্ক নিরূপণ করিয়া রেজিষ্টরী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সত্ত্বেও ঐ চুক্তি রেজিষ্টরী করা না হইলে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি তদ্রূপ চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্ব্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বের বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ১২৷৷০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত স্বাধীনভাবে তাহা করিতেছে এইরূপ কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত [illegible] না [illegible] বুঝিয়া লইবার [illegible] এক্ষণে কেবল ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোনো বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বোল্লিখিত বিধি বর্ত্তিবে।

৩১। মোকদ্দমাক্রমে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত ও সুকঠিন সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতেই খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীদিগের হস্তে অকর্ম্মণ্য যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে যেই২ হেতুতে খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪৩ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তে যে জমির জন্য সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ)—ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানাবৃদ্ধির আইনসম্মত এই হেতুটি এককালে ত্যাগ করণ প্রতি জমীদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্ব্বপ্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রক্ষিত হইল। এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিষ্টরী করণকার্য্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্দ্বারা ঐ খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণাভাবে খাজানাবৃদ্ধির এই হেতুটি কার্য্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এস্থলে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফসল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ বৃদ্ধি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জষ্টিস শ্রীযুক্ত ফিল্ড সাহেব কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের দশমাংশের পরিবর্ত্তে মুদ্রাযোগে দেয় কর স্থির করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্য বৃদ্ধিস্থলে অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে, মূল্যবৃদ্ধিজন্য আবাদ করিবার খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আপাততঃ আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত অন্য যে [illegible] হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৫৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান [illegible] অনুপাত [illegible] আদালত [illegible] মোকদ্দমায় এরূপ খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না। কিন্তু এই অবস্থায় [illegible] সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা [illegible] হইলে এই নিয়মটি অধিকতর [illegible] বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবার হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যে অসুবিধা অনুভূত হয়, বাঙ্গালা খাজানা গড় বার্ষিক মোট উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অসুবিধা সম্ভাবে অনুভূত হয়। দ্বিতীয় অপকারাংশ প্রক্রিয়ার মত এই যে প্রত্যেক স্থলেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপন্ন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব, এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের পুষ্টি ও গুরুতর আপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে। অতএব এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭১ (গ) ধারায় পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্ত্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারা যাইবে না; ২য় কিম্বা ৪র্থ হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতি চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন স্থলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্য্যন্তই খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যেং স্থলে দেশাচারমতে রায়তের জাতির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, সেইং স্থলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপন্নের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে,
(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
(৩) উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে
(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্ব্বের কথা লইয়া কষ্টকর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানাবৃদ্ধি দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যক সকল সংবাদই উপযুক্ত মতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্যাদ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিধির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। ঐ বিধির মর্ম্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতি খাটিবে পরন্তু ঐ নিয়মটি এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির যে মোকদ্দমা দোষগুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি খাটিবে, ও একবার খাজানাবৃদ্ধি করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। পূর্ব্বে দশ বৎসর গত হইলেই খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিত।

৪০। যে২ হেতুতে খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐ রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—ঐ স্থানে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক স্থলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিষয়ে বিভিন্ন। এস্থলে কেবল একটি পরিবর্ত্তনের কথা বলা আবশ্যক, অর্থাৎ এই নূতন ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট গত বার বৎসর নিয়মিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া [illegible] পারিলে, মূল্য বৃদ্ধি [illegible] সময়ে আদালতের কার্য্য নিশ্চিতরূপ সরল [illegible] হইবে।

৪২। পত্তনী কিম্বা ভূমির খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পত্তনীদারের নিমিত্তে প্রজাবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিরল, সুতরাং এ বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শস্যরূপে বা ফসল অনুসারে যে খাজানা দিবেন তাহার সীমা নির্দ্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারাটিও উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ এবিষয়ে স্থানীয় রীতি অতিশয় জটিল দৃষ্ট হইল। ফসল বিভাগ করিবার পূর্ব্বে নানা উপলক্ষ করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কোন দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য বিধি নির্দ্দেশ করিলে আদালতের ভ্রান্তি ঘটিয়া অনিষ্ট ঘটিবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৪৩) ধারাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৬ ধারা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দ্দিষ্ট কএক জন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও মুদ্রাযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারায় বিবেচনামত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে ঐ খাজানা নির্ণয় করণকালীন পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮৯ ধারায় এই বিধান ছিল ঐ পাণ্ডুলিপির অভিহিত "সামান্য রায়ত" অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়েং যে খাজানা ধার্য্য হয় ১১৯ ধারার বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় অত্যুচ্চ খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল থাকিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরদের খাজানা বৃদ্ধি স্থলে এইপ্রকার অত্যুচ্চ খাজানা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তদ্রূপ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধার্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্ত্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এরূপ কোন নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ ধারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র ভিন্ন কিম্বা এই অধ্যায়ের যে কএকটি ধারার কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তদুল্লিখিত প্রকারে না হইলে ঐ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৬। যেং হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। ঐ প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্ত্তী (৫৯) ধারায় বিধান করিয়াছি যে মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্ত্তে (৬০ ধারায়) এই বিধান করিয়াছি যে বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অসম্মত হইতেছে ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন। ঐ রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাট্টার মিয়াদ অতীত হইলে যেং নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেইং নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৮। কোন মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপন স্বত্বের অর্দ্ধেক কোর্ফা বিলি করাতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাহার কোর্ফা প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আমরা পূর্ব্বেই (২৬ ও ২৭ দফায়) পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই নূতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি যে কোর্ফা রায়তেরা এই বিধানের উপকার পাইবার অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের কিয়ৎপরিমাণে রক্ষণোপায় সাধিত হইবে।

৬২ ধারার বিধান এই যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে স্থলে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরীকৃত পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পচিশ টাকার।

আর ৬৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পর তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারায় একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি চিরস্থায়ী তালুক কি অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজাস্বত্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টরী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ঘটিত সুবিদিত অনুমানটি খাটিবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভায় পূর্ব্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টরী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের একখানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে যদি ঐ পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্ত্তিত থাকাতে ভূম্যধিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন আইন ও পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ ক্রমে অন্ততঃ অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তমরূপ প্রতিকার হইবে। স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার পরেও ঐ অনুমান আর খাটিবে না (পরবর্ত্তী ৭৭ দফা দেখ)

৫০। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি যোজিত হওয়াতে ঐ তালুকের খাজানায় টাকা যোগ করিবার সময়ে লভ্য, ঝুঁকি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা ধরিয়া দিতে হইবে মূলপাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি তুল্যভাবের ৬৬ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বিধান করিয়াছি যে তালুকদার আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৫১। আমরা খাজানার বৃদ্ধি বিষয়ক (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত কিয়ৎপরিমাণে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৫২। আমরা ৬৮ ধারায় একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাঁহারা পরীক্ষার্থে প্রজাকে পোষ্টাল মণিঅর্ডর ক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা জনক বোধ হইতে পারে।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারায় প্রজাকে দেয় খাজানার কবজে ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা দৃঢ় রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া তফসীলে ঐ২ দলীলের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারায় মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবের [১০০ (৪) ধারার] বিধানের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া "বিপরীত দর্শান না গেলে" এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আমানত করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্রে যাহাতে কোর্ট ফী না লাগে তাহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ২ আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্য্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দ্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাওলী যোতের উৎপন্ন ফসল বিভাগ বা যাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। স্বার্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ কার্য্য করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবেন। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করা যায় তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপিক্রমে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা আমাদিগের বিবেচনায় অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্ত্তে আমরা পার্শ্বলিখিত ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি যেস্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেস্থলে ফসলের দখল সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারায় সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপ বিধান করা গিয়াছে।

ফসলের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্য্যের নিয়মিতকালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দণ্ড বিষয়ক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ শ অধ্যায়ের (১৮০ ধারা) মধ্যে দণ্ড বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের সংক্রান্ত বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধা দিতে পারিবেন না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬২। উৎকর্ষসাধন ঘটিত বিবাদের সহজে নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা মধ্যপ্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (৯২) প্রণয়ন করিয়াছি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয় তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ৩৭ দফার লিখিত মত ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্টরী করিবার বিধান করিয়া ও আমরা একটি ধারা (৯১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপির ১২৯ (৪) ধারার বিধান এই ছিল যদি উহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্ত্তে আমরা একটি উপধারা [৯৩ (৪) ধারা] নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। ঐ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে খাটিবার পক্ষে ইহাতে বাধ্য হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-কর্ত্তৃক যেং বিষয় বিবেচিত হইবে, আমরা ৯৪ ধারায় কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের ফল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তদ্বিবেচনায় ঐ উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি এবং " ভূমি কৃষি কার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অবৰ্দ্ধিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন " সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রজা কর্ত্তৃক ইস্তফা করণ বিষয়ক (৯৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোনং লোকের এই বিষয়ে একটি ভ্রান্ত সংস্কার আছে বলিয়া তাহার দূরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৬৬। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু ঐ যোত যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ইহা নির্বিঘ্ন রূপে ধরিয়া লইতে পারা যায় কি না এবং উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দেওয়া যায় কি না ভূম্যধিকারী ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারেন না; এইরূপস্থলে যে অসুবিধা অনুভূত হয় আমরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

> ৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।
>
> পরিত্যাগের কথা।
>
> (২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।
>
> (৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয়মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না এই বিষয়ঘটিত ৯৯ ধারায় আমরা নিম্নলিখিত স্থল বর্জ্জিত স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী কি পৈয়স্তীহেতুক বৎসরং পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসরং পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্যপ্রকারে খরিদার হন এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।"

৬৮। মাপের রুক্তি বিষয়ক ১০১ ধারায় আমরা একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লইবার পর কোন স্থানে যে [illegible] যের মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা যাইতেছে এবং ঐরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া [illegible] করিবার বিধান করিয়াছি। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতে মূল পাণ্ডুলিপির ১৩০ ধারার [illegible] থাকিতেছে না, অতএব ঐ ধারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান স্বত্বের লিপি সম্বন্ধীয় ১০ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা তালুকের সহাধিকারীদিগের পক্ষে কার্য্য করণার্থে কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয় এই অধ্যায়ের অন্তর্গত [illegible] আমরা একটি ধারা (১০৯) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক ধারাটি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। ঐ ধারাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূম্যধিকারীর হস্তে [illegible] হওয়ায় [illegible] প্রজাদিগকে কোফা রায়তের অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের সাধারণ লক্ষ্য [illegible] বিবেচনায় ঐ ধারাটি আমাদিগের মতে বিশেষ আপত্তিযোগ্য। আবার ঐ ধারাটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির ঐ ক্রমে ধারা সম্পত্তিসংক্রান্ত আইনের জটিলতা ঘটাইবার প্রচুর ও যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকে। ঐ জটিলতার প্রতারণার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও ঐ ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আমাদিগের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন দখলীস্বত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (২৮) ধারার বিধানক্রমে যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা পূর্ব্বেই (১৫ দফায়) আমরা বলিয়াছি মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত ফিল্ড সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের এই সংস্কার হইয়াছে যে স্বত্বনিমজ্জনঘটিত প্রস্তাবটি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায্য অধিকারের বহির্ভূত।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটী বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটী অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টীর অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আমরা সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকায় জনসাধারণে কখনং, বিশেষতঃ কোন মহাল কি তালুক নীলামক্রমে বলপূর্ব্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আমাদিগের ভরসা যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটী নিয়মাধীনে ভূস্বামী কি তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটী পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির [illegible] সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপি মধ্যে যে কথা ধরিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কার্য্যবিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল-স্থলেই একই ফল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলেই তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে কি ধরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে ঐ বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার কৃত নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় গ্রাহ্য হইবে। বিশেষ যে জজ তদ্রূপ সকল আপীল শুনিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হন ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাঁহারই নিকট আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাধীনে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিস্তারে সংঘটিত হইবে বিবেচনায় এবং স্বত্বের লিপি যেরূপেই প্রকাশিত হউক না কেন স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ লিপির মধ্যে

যে কথা ধরা যায় তাহার যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর প্রামাণিক হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭২। যে কার্য্যকে "খাজানার বন্দোবস্ত" বলা হইয়াছে তাহাতে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা ও তালুকদারেরা অবধারিত খাজানায় না হইয়া অন্যপ্রকারের ভূমি ভোগ করিলে ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্তরূপে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার প্রার্থনা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে কি না এবং করা যাইতে পারিলে কত টাকায় তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্য্যায়ের যুক্তির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধের অস্তিত্ব, ভূমির পরিমাণ প্রজার স্বত্ব ও যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়ঘটিত প্রস্তাবের উপর পূর্ব্বোক্তপ্রশ্ন গুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। ঐ প্রশ্নের মধ্যে আইনঘটিত এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সন্তোষজনক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এ প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-ঘটিত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থাৎ ভিন্ন সময়ে প্রচলিত দর, ও এবং উৎকর্ষসাধনের ফল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই হউক আর আপীল ক্রমেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া যথাযথ কার্য্য করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আমাদিগের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা ঐ পাণ্ডুলিপির ১৮০ ধারায় দৃষ্ট হইবে। স্বত্বের লিপি সংক্রান্ত কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপটু ও স্থানীয় কৃষিকার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যত কর্ম্মচারী বিশেষ জজস্বরূপ নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর পাইবার পক্ষে সাহায্যতা হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যায় তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বত্বের লিপি অন্তর্গত কোন কথা-ঘটিত বিবাদের ন্যায় উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে ঐ সমগ্র বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকট হইতে পারিবে এবং স্বত্বের লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনায় খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে হাই কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপলক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে ঐ নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে হাই কোর্ট নূতন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন কিন্তু জমাবন্দীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদৃষ্টে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক কি অত্যল্প করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই হাই কোর্টে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনঘটিত বিষয়ে বুঝিবার ভুল হইয়াছে, বলিয়া যথা বিশেষ জজ কোন যোতের মধ্যে প্রকৃতই যত জমী আছে তদপেক্ষা অধিক কি অল্প জমী আছে ধরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যায় বলিয়া দ্বিতীয় আপীল করা গেলে ও আপীলকারী কৃতকার্য্য হইলে, হাই কোর্ট খাজানার হার পরিবর্ত্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কমাইয়া কি বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৫। আমরা ১২০ ধারায় বিধান করিয়াছি যে পূর্ব্ব কথিত ধারাক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাঁহার প্রার্থনামতে ধার্য্যতয় কিম্বা নির্ণীত হয়, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ বৃদ্ধিহেতুক না হইলে, পনের বৎসর কালমধ্যে তাহা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৭৬। খরচ দিতে হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ ধারাটি এক্ষণে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্তকরণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থাৎ ১২২ সংখ্যক নূতন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। বিধানটি এই কোন প্রজার স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানায় বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিয়াছি। যে সকল তদন্ত লওয়া হইয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থলেই কোন বৃহৎ দেশখণ্ডে খাটিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্ত্তৃক বিশেষ২ স্থানের নিমিত্ত হারের উক্তরূপ তালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ বিবেচনা করেন প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেই গুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের মূল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ বৃত্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব দুই একটি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার যেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা দুইটি বিভিন্ন কার্য্য পদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক তদ্রূপ ভূমির জরীপ ও রেজিষ্টরী করণ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত লওন।

বহুবিস্তৃত দেশ মধ্যে এই বিষয় টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে ঐবিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে দুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই শ্রেণীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোন২ শ্রেণী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারি ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে ২ স্থল স্পষ্টতঃই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত নহে সেই২ স্থলে কার্য্য করণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২৮ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্ত্তনের প্রতি আমাদিগের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় ক্রোকের দরখাস্তে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোন২ স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

(ঘ) যে ফসল গোলাজাত করা যাইতে পারে, তাহা ক্ষেত্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারায় ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারামতে অপরাধ করা গেলে, বিশেষ ২ স্থলে ঐ ব্যক্তির অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত ঐ পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

(চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারিদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ শ অধ্যায়ের প্রথম ধারায় স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৫৮ ধারায় ইহা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে এবং ঐ স্থলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্ত্তিলে তিনি যে ব্যক্তিরা তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।

(ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই অধ্যায়ের কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিতেন, এই ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

৮১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্য্যন্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি।

৮২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমেহাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্ত্তিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাধীনে বর্ত্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য্য চলে এই বিষয়ে ভূয়ো দর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্তউক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, যাহাতে কার্য্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস।

৮৩। আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্য-পদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতার করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা, শীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্য ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমন জারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

৮৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানা মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদির প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

৮৫। আমরা আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

৮৬। আমরা ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদির দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

৮৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুষঙ্গ নিরূপণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিতেন। ইহার পরিবর্ত্তে আমরা ১৭৪ ধারায়, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকতর সরল ও সুলভ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং যে আদালতের নিকট ঐ প্রার্থনা ক যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে ঐ আদালতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্তে আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে সরসরী নীলামের বিধি।

৮৮। আমরা ভূম্যধিকারিদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পত্তনী তালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্ত্তন করি নাই, কেবল ভাষার লইয়া ও ক্ষুদ্র২ বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এক্ষণে তফসীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। ঐ বিধান গুলি লইয়াই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। ঐ ধারার বিধান এই যে, পত্তনী তালুক ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপনক্রমে যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত এ একটি বিষয় সম্পর্কে এই গুরুতর প্রশ্নটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ঐ২ বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা ধার্য্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংকোচ করণার্থে যে২ নিয়ম করা আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেক গুলিই এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যে২ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা।

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে এই পাণ্ডুলিপিমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯ ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্থায়ী মোকররী পাট্টা দিবার প্রথা সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নূতন ধারা সন্নিবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই মহালে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে দায়েমী মকররী পাট্টা দিতে ভূম্যধিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আমাদিগের বাদানুবাদের মধ্যে সর্ব্বস্থলেই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃত ভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উঠবন্দী ও দাল হাসিলী প্রথা নামে খ্যাত ভূমির সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আবশ্যক। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আমাদিগের নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পশ্চাল্লিখিত তিনটী ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে, যে রায়ত চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহা ক্রমাগত বারবৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ ঐ দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া তাহা গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে "উঠবন্দী" প্রণালী ও "দাল হাসিলী" প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। ৪ দফায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তভূমি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায়টি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রজাস্বত্বের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ২১৬ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ দেশাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যে জমী তাহার আপন যোতের অন্তর্গত সেই জমীর পুনর্ব্বার দখল পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে মিয়াদের কাল যুক্তিসঙ্গতমত অল্প করিয়া ধার্য্য করা উচিত, আমরা এইরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজা স্বত্ববিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রজাকে উচ্ছেদ করা যায় তদবধি দুই বৎসর কাল মিয়াদের কাল ধার্য্য করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্ব্বেই তামাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার হেতু পুনরুত্থাপিত না হয় এই জন্য একটী উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নির্দ্দিষ্ট "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সত্ত্বেও কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে ভ্রান্তি থাকাতে তাহা অপনোদন করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে দুই বা তদধিক ব্যক্তি একযোগে ভূম্যধিকারী হইলে, তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করিবেন কিম্বা তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

৯৯। আমাদিগের বাদানুবাদ কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতীত হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কথাগুলির যথোপযুক্ত মীমাংসা করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতক গুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

প্রধান কথাগুলি এই২ ;—

(১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নালা কাটাইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।

(২) খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার যাহাতে শীঘ্র হয় এই অভিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয় কি না, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ কাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধে বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না।

(৩) একতর্ফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্ব্বার বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংকোচ করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা যাইতে পারে কি না। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঁহুছে নাই কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি স্ববোধমতে ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনর্ব্বার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি ; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনজারী অস্বীকার করাই এক্ষণে পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সহজেই গ্রাহ্য করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাহারো উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কার্য্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে একতর্ফা মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদ্দৃষ্টে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মান্যবর জজ সাহেবদের বিবেচনার্থ প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

(৪) আমাদিগের নিকট প্রায় ঐরূপ ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে. প্রস্তাবটি এই — বাকীখাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

(৫) যে সকল স্বাধীন তালুকের রাজস্ব গবর্ণমেন্টের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ তালুকের অধিকারীগণ জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টেরমত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এ সকল তালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টরে গবর্ণমেণ্টের নাই। পত্তনী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী উক্ত সকল তালুকের প্রতি বর্ত্তান চউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

(৬) খাজানা মুক্ত তালুকের অধিকারীদের নিকট পথকর ও পবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তাইবার নিমিত্ত ঐরূপ ভাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।

(৭) যেং নিয়মাধীনে বাস্তুভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ দফা দেখ)

(৮) আমরা উঠবন্দী ও হালহাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষ মতে বর্ত্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত তদ্রূপ জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষমতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(৯) আর ওজাত্তা ও গোরা খোতের হস্তান্তরযোগ্য দখলীস্বত্বের ন্যায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(১০) পরিশেষে গত বার বৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই গুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা যাইতে পারে কি না এবং এ নিমিত্ত ঐ সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা বৃদ্ধির নিয়ম করিলে কি ফল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।	তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ্চ।
কলিকাত্তা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।	ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাঙ্গালা	১৮৮৩ সাল ২৪ আপ্রিল।
	হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
	উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক্ষণকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্ব্বার প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদিগের মত।

এস, সি, বেলী।
রিবর্স টমসন।
সি, পি, ইলবার্ট
জি, এচ, পি, ইবান্স।
জে ডবলিউ, কুইন্টন।

টি, ডবলিউ, গিবস।*
আমীর আলী।
ডবলিউ, ডবলিউ, হণ্টর।
এচ, রেনলড্স।*

কমিটীর মন্ত্রণার ফল এই রিপোর্টে যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদন্তর্গত অনেক কথার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাধীনে ও বিধি অনুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

দ্বারভঙ্গা।

১৮৮৪ সাল ১৭ই মার্চ্চ।

* কোনং বিষয়ে আপত্তি থাকিল।

তফসীল।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১ লা মে তারিখের ৪৮৪—১১৬ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৬৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিত-পত্র [৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১৯২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখের ৫৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র]।

সারণের শ্রীযুত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র]।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র]।

দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৯১২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজ পত্র]।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্য বিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ ই অক্টোবর তারিখের ৯০৪ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎ সহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ ই অক্টোবর তারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের ১১৬০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯৯ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩ রা নবেম্বর তারিখেরপত্র [২০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২৩২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮৯—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২৩৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র]।

উরিষ্যার জনসাধারণ সভার কমিটীর ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র]।

উত্তরপাড়ার শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]

ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]

শ্রীযুত বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গ ও বেহারদেশের ভূম্যধিকারীদের সদর কমিটীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিত পত্র [২৮ নং কাগজপত্র]।

রাজস্ব ও কৃষিসংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৩৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র]।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুরের কএকজন জমিদার, তালুকদার, ও মধ্যবত্তি ভূম্যধিকারিদের ১৮৮৩ সালের ১৮ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—৯৬৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজ পত্র]

ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র]।

রাজশাহীর ভূম্যধিকারীদের কমিটীর সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র]।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আফিসিয়েটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৫ L. R নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]

ভালাক্কা শাখা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্দ্ধারণাবলি [৩৭ নং কাগজপত্র]।

ভাগলপুরের ভূম্যধিকারী সভার সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ২২ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৬৮ L. R নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—১৩১ L. R নং পত্র ও তৎসহিত পত্র [৪০ নং কাগজপত্র]।

ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র]।

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

সুচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক একটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক একটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। (১) এই আইন "বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আরম্ভ।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তফসীল লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তে, সেই সেই দেশে ইহার প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান যায়, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তান গেলে, তন্মধ্যে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

অর্থকরণের কথা।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই২ রেজিস্টরের কোন রেজিস্টরে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিস্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (২) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন তালুক রেজিস্টরী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের মর্ম্মানুযায়ী মহাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) "ভূস্বামী বা জমীদার" শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায় থাকিত, "প্রজা" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, "ভূম্যধিকারী" শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, "খাজানা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে "দেওয়া" "দিতে" ও "দেওন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, "অর্পণ করা," "অর্পণ করিতে," ও "অর্পণ করণ" ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাট্টাক্রমে বা এক প্রস্থ নিয়মের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যে২ ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, "যোত" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) "কৃষি বৎসর" বলিতে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) "হস্তান্তর" শব্দে ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক দেওন বুঝাইবে।

(১১) "উত্তরাধিকার" শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্র দ্বারা অর্পিত হউক কিম্বা উইলমত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারাতে চেরাসহী করিলে, "স্বাক্ষরিত" শব্দে "চেরাসহী করা" বুঝাইবে। এই শব্দ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের "মোহরাঙ্কিত" ও বুঝাইবে।

(১৩) "নির্দ্দিষ্ট" শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৪) "কালেক্টর" শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে।

(১২) এই আইনের কোন বিধানে "রাজস্ব কর্ম্মচারী" শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্ম্মচারীর কর্ম্ম তদনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্ম্মচারী বুঝাইবে।

(১৬) "পত্তনী তালুক" শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলের উল্লিখিত দরপত্তনী ও অন্যান্য তদ্রূপ তালুকও তদন্তর্গত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা।

৪ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর প্রজা থাকিবে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোর্ফা রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের ঐরূপ দখলী স্বত্ব নাই।

তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব ভূস্বামির স্থানে বা অন্য কোন তালুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, "তালুকদার" বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাঁহারা ঐরূপ স্বত্ব পাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদিগকে ও যাঁহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তবর্গদ্বারা, বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশীদের সাহায্যে ভূমির চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন, "রায়ত" শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তিরা ঐরূপে ভূমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়মাধীনে ঐ শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাস্বত্বের ভাবের প্রতি, অর্থাৎ ঐ স্বত্ব খাজানা আদায় করিবার বা ভূমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন যোতের পরিমাণ কষ্টিমত ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিয়দংশ পেটাও বিলি করা গেলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ প্রজা তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে কোন২ স্থলেমাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না অর্থাৎ,

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে ঐ তালুক ভোগ হয় তদনুসারে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান, অথবা

(খ) ঐ তালুকদার আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে ঐ খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকস্তী হওয়াতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত বা কোম্পানিদের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধানমতে ভূমি গৃহীত হওয়াতে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেল, ঐ কমান এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

তালুকের খাজানাবৃদ্ধির সীমার কথা।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া ঐ খাজানা নিকটস্থ তদ্রূপ তালুক যাঁহারা ভোগ করেন, তাঁহারা দেশাচারানুগত যে হারে খাজানা দেন সেই হার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেস্থলে তদ্রূপ দেশাচারানুগত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট যে লাভ প্রাপ্য হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লাভ দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুক সৃষ্টি হয়, যথা, তালুকের অন্তর্গত ভূমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের দ্বারায় বা খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও ঝুঁকি।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপনি দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানায় দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে পূর্ব্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত খাজানা ধার্য্য করা যায়, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা বৃদ্ধি করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা বৃদ্ধি ক্রমেং করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা বৃদ্ধির উর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমেং বৎসর বৎসর খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে দশ বৎসর পরিবর্দ্ধিত হইতে না পারিবার কথা।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে বৃদ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর বৃদ্ধি করিবেন না।

তালুকের অন্যান্য অনুষঙ্গের কথা।

চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারাদির কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না পারিবার কথা।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্তক্রমে এই আইনের বিধান সঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিনা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

পত্তনী তালুকের কথা।

পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। পত্তনী তালুকদার এই আইনের বিধান মানিয়া আপনার তালুকের বা তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির বিলি করিতে পারিবেন।

পত্তনী তালুকের ভূম্যধিকারির হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্থানে জামিন চাহিবার স্বত্বের কথা।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা পত্তনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্দ্ধ বৎসরের খাজানা পরিমিত মাতব্বর জামিন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২). ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া দখল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পেটাও তালুকদার কিম্বা রায়তদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যাস স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) ঐরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা ন্যূন হয় তজ্জন্য ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গৃহীতা অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারির প্রতি আদেশসূচক আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞার উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টরী করিবার কথা।

ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে হইবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কএক কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থক পশ্চাৎনির্দ্দিষ্ট ফী দেন, তবে ভূম্যধিকারী পত্তনী তালুক হইলে পূর্ব্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্রে যে ফী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ কোন ফী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন; এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের ফী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাহিবামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্ত্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হওবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী তালুকের স্বত্ববান হন, তিনি তালুকদারস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব্ব কএক ধারামতে ভূম্যধিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্ব্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব্ব কএক ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটিবার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি ফী দিবেন না নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর রেজিষ্টরী বহীর লেখার নকল দিবার কথা।

২১ ধারা। পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন তালুকের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করা গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি বা যাহার দ্বারা উক্ত তালুক বা তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করা যায়, তিনি কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত তালুকের উত্তরাধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিষ্টরী বহীতে উক্ত তালুক সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার নকল খান সকল সময়ে২ চাহেন, ভূম্যধিকারীর স্থানে যথার্থ নকল বলিয়া ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত তত্খান সকল পাইতে পারিবেন; কিন্তু সময়ে২ তদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আনার অন্যূন বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধার্য্য করেন, এরূপ প্রত্যেক খণ্ড নকলের জন্য তিনি ভূম্যধিকারীকে সেই ফী দিবেন।

রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২২ ধারা। (১) পূর্ব্ব কএক ধারামতে যে সকল রেজিষ্টরী বহী রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত ও এই আইনসঙ্গত বিধিক্রমে সময়ে২ সেই সকল রেজিষ্টরী বহীর পাঠ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং সাধারণতঃ রেজিষ্টরী করিবার সম্বন্ধে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণমত কোন বিধি প্রণয়ন কালে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই বিধান করিতে পারিবেন, যে উক্ত বিধি লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অধিকারের কথা।

২৩ ধারা। অবধারিত খাজানা যে হারে বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন তালুকদারের যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহার ও আপন জোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই২ বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্তক্রমে এই আইনসঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এইহেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

বর্ত্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আইনের বলে কিম্বা দেশাচারক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে রায়তের দখলীস্বত্ব থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে সেই রায়তের উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব থাকিবে।

বাসেন্দা রায়তদের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা।

২৫ ধারা। (১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৫ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তস্বরূপ পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা ততোধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, তত কাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেস্তা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

গ্রাম ও মহাল শব্দের অর্থকরণের কথা।

২৭ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যাপক্ষে,

(ক) গ্রাম শব্দে রাজস্বসংক্রান্ত জরীপের গ্রামের মানচিত্রে একই বহিঃসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যায় সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্র হইতে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থান ঐ গ্রামের অংশ, তাহা হইলে তাহাও বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, ঐরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় তদন্ত করিবার পর এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে ১৮৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি এক বা অধিক বাটওয়ারা হওয়াতে দুই বা ততোধিক মহাল সৃষ্ট হয়, সেই স্থলে ঐরূপ বাটওয়ারা না হইলে ঐ সকল যে মহালের অংশস্বরূপ হইত, সেই দল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলের কথা।

২৮ ধারা। দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে ঐ রায়তের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু এই ধারার কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

এজমালী মালিক ও ইজারদারদের সম্বন্ধে বিশেষ বিধানের কথা।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করিলে, ঐ ভূমিতে ভূস্বামী বা তালুকদারস্বরূপ তাহার এজমালী স্বার্থ আছে বলিয়া কেবল এই কারণে তাহার উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার বাধা হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি ইজারদার বা ইজারাদারস্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে ঐ ভোগহেতুক তৎসম্বন্ধে এই ধারামতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে পর সেই ভূমি ইজারা লইয়া ভোগ করিলে, ঐ দখলীস্বত্ব যাইবে না।

খামার জমী সংরক্ষণের কথা।

৩০ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বঙ্গদেশে খামার, নিজ বা নিজযোত নামে এবং বেহারে জিরাত, সির, খুদ বা কামাত নামে যে ভূমি খ্যাত, কএক সনের মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গের কথা।

৩১ ধারা। কোন ভূমি সম্বন্ধে কোন রায়তের দখলী স্বত্ব থাকিলে, নিম্নলিখিত বিধানগুলি বর্ত্তিবে, অর্থাৎ,

(ক) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, কিন্তু দেশাচারের বিরুদ্ধে বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানমতে ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে খাজানা দিবেন

(ঘ) (১) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা

(২) তিনি এই আইনের বিধানসঙ্গত এরূপ এক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ হইলে, তদীয় ভূম্যধিকারির সহিত তাঁহার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে;

এই হেতু ধরিয়া এই আইন অনুসারে উচ্ছেদ করিবার যে ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রীজারী করা না হইলে উক্ত ভূমি হইতে তাঁহার ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) তিনি এই আইন অনুসারে আপন যোত ইস্তফা করিতে পারিবেন।

(চ) এই আইনক্রমে ভূম্যধিকারির যে সকল স্বত্ব রক্ষিত হইল, তাহা মানিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের ভূমিগত স্বার্থ, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইলক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

(ছ) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত ভূমি বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিতে পারিবেন।

(জ) তাঁহার ভূমিগত স্বার্থসম্বন্ধে তিনি উইল না করিয়া মরিলে অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাহার উত্তরাধিকার ঘটিবে; কিন্তু তিনি যে দায়ভাগ ব্যবস্থার অধীন সেই ব্যবস্থামতে যে কোন স্থলে তাঁহার অন্য সম্পত্তি রাজার প্রতি বর্ত্তে, সেই স্থলে তাঁহার দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধিকারির অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩২ ধারা। (১) রায়তের দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিবার স্বত্ব তদীয় ভূম্যধিকারির অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের নিয়মাধীন থাকিবে।

(২) অগ্রে ক্রয় করিবার যে স্বত্ব ভূম্যধিকারীর আছে, তদনুসারে কর্ম্ম করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিবার নিমিত্ত, রায়ত ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিবার কল্পনা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করণার্থ আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন। যে ব্যক্তির নিকট যে দরে তিনি উক্ত স্বত্ব বিক্রয় করিতে চাহেন এবং উক্ত স্বত্ব কি (যদি কোন) দায়যুক্ত থাকে ঐ নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ গত না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রয় করা বন্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঐ নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলী স্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে ঐ স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী এতদর্থে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতজন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলী স্বত্বের মূল্য ধার্য্য করিবার নিমিত্ত তত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি ঐ বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐ আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন ও তন্মধ্যে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে ঐ ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্যধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারিকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূম্যধিকারির অনুকূলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেরূপ ফল হইত সেইরূপ ফল হইবে।

দখলী স্বত্বদানবিষয়ে নিয়মের কথা।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দান করা না গেলে, ভূমিগত দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবেন না।

(৩) ঐরূপ কোন দান রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্ত্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা।

৩৬ ধারা। পূর্ব্ব চারি ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল

(ক) যে ভূস্বামীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূস্বামীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী তালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই তালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে, উক্ত তালুকদার ভূস্বামীর বা কোন চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূস্বামীর কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী তালুকদারের স্থানে ঐ২ ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম্ম করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্ফা বিলি করে, তাহাদের তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হইবার কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বয়স হেতুক স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনার অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করে তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেং শর্ত্তে ও যেং নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত। সেইং শর্ত্তে ও সেইং নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্ফা বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্দ্ধেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্ত্তিত হয় না।

দরপাট্টার কালের নিয়মের কথা।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে, ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বয়সহেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে কিম্বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে দরপাট্টা দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাতবৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।

৩৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

মুদ্রারূপ খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে নিয়মের কথা।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ নগদী খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধানমতে না হইলে, প্রকারান্তরে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিস্টরী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্ব্বদের খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্ব বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মর্ম্ম বুঝে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিস্টরী করিবার পূর্ব্বে এইং কথা জানিয়া লইবেন।

পুনর্ব্বার বিলি করিবার বেলা খাজানা বৃদ্ধির কথা।

৪২ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিস্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বধারার বিধান বর্ত্তিবে।

মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা যোগে খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইস্থানে বা চলিত বাজারে প্রধানং খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারির দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যাদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া হয়, এইহেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) ঐ খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে তদন্ত বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তদ্দ্বারা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত করা হয় আদালত এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচার-ক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতি বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫ ধারা। মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে, বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধনহেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানা বৃদ্ধি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে, তাহা নিশ্চয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উক্ত খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক ফল না ফলিলে, ডিক্রী পুনরালোচনা ও পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

বনাঙ্গনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বনাঙ্গনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) যে বৃদ্ধি ক্ষিৎকালীন বা নৈমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এরূপে বৃদ্ধি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

খাজানাবৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয় আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

ক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অবিলম্বে ডিক্রী প্রদান করিলে রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ বৃদ্ধি ক্রমে২ করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসর২ ক্রমে২ খাজানা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে তত দূর বৃদ্ধি করা যাইবে।

ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার জন্য সীমাবদ্ধ করিবার কথা।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই হেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া কোন জোতের খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী পনর বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ জোতের খাজানা বৃদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫২ ধারামতে খাজানার রূপপরিবর্ত্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্ব্বোক্ত কোন হেতু বা তদ্রূপ কোন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধি বিষয়ক আইনের ১৩ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

খাজানা কমাইবার কথা।

খাজানা কমাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলীস্বত্বাধিকারী রায়ত নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপনার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং জোতের জমা কম হওয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের শর্ত্ত ছাড়া [illegible] পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐ রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূল্যের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই২ স্থানে যে২ প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে বৎসরের যে বা যে২ সময় ধার্য্য করেন, সেই বা সেই২ সময়ে সেই২ শস্যের ফসলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

প্রধান২ শস্যের মূল্যের তালিকার কথা।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেণ্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে নিশ্চয় প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর নোটিস যেরূপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোন যোতের নিমিত্ত শস্যরূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া কিম্বা শস্যাংশের ভিন্ন২ হারে অথবা কিয়দংশ পরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়দংশ পরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা তদীয় ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিবর্ত্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্ম্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মচারী তাহা নির্ণয় করিবেন, এবং এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, রায়ত শস্যরূপে বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্য প্রকারে আপনার খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহার নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্ম্মচারী এই২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসর ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে হেতু ধরিয়া করা যায়, ও যে সময়াবধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারীরা অন্য যে আজ্ঞা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে, ঐ আজ্ঞার উপরও সেইরূপে আপীল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে কর্ম্মচারীরা ৫২ ধারামত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের অভিপ্রায়ক্রমে কোন্‌-কোন্‌ খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৫১ ও ৪২ ধারামতে যে কার্য্য কালেক্টরেরা চুক্তি রেজিষ্টরী করেন, তাহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রায়তের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রায়তের দখলীস্বত্ব নাই, [illegible] দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত বলিয়া এই অধ্যায়ে যাহার উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে খাটিবে।

এই অধ্যায় খাটিবার কথা।

৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের প্রথমস্থলীয় খাজানার কথা।

৫৭ ধারা। রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারামত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

খাজানা বৃদ্ধির নিয়মের কথা।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, প্রকারান্তরে নহে।—

যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

(ক) সে বাকী খাজানা দেয় নাই, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কার্য্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে, রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৬০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্য্যকারক অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোতের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান্ থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বধারার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা গড়ে যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজানার উপর টাকায় আট আনার অধিক বৃদ্ধি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গেলে, যাবৎ তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টায় এই মর্ম্মের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

"দখল দেওয়া" শব্দের অর্থ।

অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে ঐ পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

কোর্ফা রায়তের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয়মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত নোটিস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

কোর্ফা রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা যাহা বিশবৎসর পরিবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে তাঁহারা উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্ব্বে রেজিষ্টরী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজাস্বত্ব বা স্থলবিশেষে উক্ত শ্রেণীর যে কোন প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খ নাস্বরূপ দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্ত্তে অবধারিত টাকা খাজানাস্বরূপ ধার্য্য করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে প্রজাস্বত্ব শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোনপ্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে সে যেং নিয়মে ভূমিভোগ করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেং নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শান না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেই২ নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিবে, এইরূপ অনুমান হইবে।

খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সংক্রান্ত অনুমানের কথা।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা

(ক) পূর্ব্বে যৎপরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন, মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

(খ) শিকস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাইতে স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নষ্ট ভূমি পৈবস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান্ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে, তাহা পূর্ব্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা যোতের পূর্ব্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা।

৬৭ ধারা। (১) তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যেরূপ নিয়ম থাকে, তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ তারিখে তালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে কোন স্থানের নিমিত্ত যে২ কিস্তি ও তারিখ নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই২ কিস্তিক্রমে সেই২ তারিখে দেওয়া যাইবে।

খাজানার কিস্তির কথা।

(২) কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে২ কিস্তি ও তারিখ নির্দ্দেশ করেন, বার্ষিক খাজানার তদ্রূপ অংশগুলা কিস্তিক্রমে ও বৎসরে চারির অনধিক সেই২ তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই বিধির নিয়মাধীনে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, ফসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে ফলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৬৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে প্রজা ঐ কিস্তির টাকা দিবেন।

খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।

(২) এই আইনমতে যে২ স্থলে প্রজা আপন খাজানা আমানত করিতে পারে, সেই২ স্থল ছাড়া ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে কিম্বা তদর্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোষ্টাল মনিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।

(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাৎ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে।

ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩য় তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে২ বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজে ও অনুলিপিতে সেই২ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, ঐ বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারির স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন।

বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিআনা ফী দিলে ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে২ বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসম্বলিত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও ঐরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যাহা উচিত বোধ করেন সেইরূপ দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন।

কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজার দাওয়ামতে ৭১ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশমত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আমানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্য্যালয়ে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জন্য কবজ দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা লইতে বা তন্নিমিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহাংশীদারদিগকে সংসৃষ্টভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তন্নিমিত্ত সহাংশীদারদের সংসৃষ্ট কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন্ ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে;

সেই স্থলে

যোত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা তাঁহার আফিসে আমানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষবার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও একণে যে বা যেং ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং বিধিক্রমে আট আনার অনধিক যে ফী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই ফী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারির নিকট পূর্ব্ব ধারামত দরখাস্ত করা যায় যদি তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আমানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তন্নিমিত্ত আপন সরকারী মোহরযুক্ত রসীদ দিবেন।

যে খাজানা আমানত করা যায় রাজকীয় কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবে ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্ব ধারার আদেশমত দরখাস্তে যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কার্য্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংসৃষ্টভাবে সহাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে তাহা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে উক্ত রসীদ কার্য্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারী আমানত লন তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আপন আফিসের কোন সুপ্রকাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তের বর্ণনা থাকিবে।

আমানত পাইবার নোটিসের কথা।

(২) পূর্ব্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্ত্তী ধারামতে আমানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্ম্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আমানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মচারির বিবেচনায় আমানতের টাকা পাইবার অধিকারী বলিয়া বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির ঐরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল মণিঅর্ডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আমানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আমানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্ম্মচারির নিকট খাজানা আমানত করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ ফিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা না থাকিলে আমানতী টাকা আমানতকারীকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব্ব কএক ধারামতে আমানত গ্রহণকারী কোন কর্ম্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের

বিরুদ্ধে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে না; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আমানতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন প্রথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রথম দায় হইবার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের খাজানা উহার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারিক্রমে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূম্যধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত থাকে সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা যে খানে ফসলী বা আমলী সন চলিত থাকে সেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্ত্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইলে ঐ সুদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্ব্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

বাকী খাজানার সুদের কথা।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার সময়ে আদালত প্রচলিত প্রথার প্রতি ও পক্ষদের মধ্যে কোন নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, তবে খাজানা ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপূরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপূরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপূরণস্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ফসলী বা ভাওলী খাজানার কথা।

ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন বিভাগ বা যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া যায়,

(ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্ম্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন,

(খ) কিম্বা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আমানত করিলে, ঐ ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজ্ঞাদ্বারা ফসল স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব্ব ধারামতে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে আসেসরস্বরূপ আপনার সহিত লন এবং আসেসর লওয়া গেলে উক্ত আসেসরদের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ব্বাচন প্রণালীসম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্ম্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাহার নোটিস ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন, কিন্তু ভূম্যধিকারী বা প্রজা নিজে বা কর্ম্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কার্য্যানুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আবশ্যক বোধ করিলে সেই তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারির পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্য্যের নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্যসংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারির পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার দায়ের কথা।

হস্তান্তরের নোটিস না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায়, তজ্জন্য ভূম্যধিকারির স্বার্থগ্রহীতার নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূম্যধিকারীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিস না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিস প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিস হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

আবওয়াব প্রভৃতি আইন বিরুদ্ধ হইবার কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আবওয়াব মাথট কিম্বা তদ্রূপ অন্য নাম দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর ধার্য্য করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং ঐরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া লইলে দণ্ডের কথা।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উৎপন্নের কোন অংশ ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে উক্ত প্রজা ঐরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐরূপে গৃহীত টাকার বা উৎপন্নের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদালত দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা যাহা ঐরূপে অন্যায় করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূম্যধিকারির নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

"উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থ।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন রায়তের যোতের সম্বন্ধে "উৎকর্ষসাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে যে কোন কার্য্য দ্বারা যোতের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোতের উপযোগী এবং উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যসম্মত, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহার উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত মর্ম্মান না গেলে, নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার জলনিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ, কিম্বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্য্যার্থে ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া বা পুনঃসংস্কার করা, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা,

(চ) আবশ্যক বাটীর সহিত সমেত রায়ত ও তদীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণ।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য্য করেন তদ্দ্বারা স্বীয় ভূম্যধিকারীর মহালের বা তালুকের মূল্য বিশেষরূপে [illegible] হ্রাস পাইলে, ঐ কার্য্য এই আইনের অভিপ্রায়ানুযায়ী উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

অংশাধিকৃত যোতে ভূম্যধিকারী ঐ স্বত্ব উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৮ ধারা। রায়ত অংশাধিকৃত যোতের কিম্বা অবধারিত ও জমার হারে ভূমিভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাঁহার যোতের সম্বন্ধে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে তাহাকে ভূম্যধিকারীস্বরূপ বাধা দিতে পারিবেন না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাঁহার দখলীস্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ আছেন, এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূম্যধিকারীস্বরূপ উক্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে পারিবেন না।

(২) যদি রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্দ্বারা স্পষ্ট না হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্র স্বত্ব থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকার্য্য উৎকর্ষসাধন কিনা, এতৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৯০ ধারা। (১) দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়ত আপনার ও স্বীয় পরিবারের নিমিত্ত আবশ্যক বাটীর ঘর সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্তমতে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে না হইলে আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতি না লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন তিনি উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধপত্র দিতে বা [illegible] হইতে পারিবেন, এবং ভূম্যধিকারী ঐ অনুরোধ পালন করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপনি ঐ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আপনমতে যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা যাহা এই আইনমতে তাঁহার খরচে করা যায়, কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যেরূপ আদেশ করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও তাহাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্ম্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উৎকর্ষসাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি,

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষসাধন হইলে, উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,

১২ বার মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে, ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহিয়াছে, তবে উক্ত কর্ম্মচারী উভয় পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের অধীন দাবীদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণমধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ করিবার কথা।

যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনার যোতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র এরূপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে গ্রহীতা ঐ অংশ পৃথক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এজেণ্ট তাঁহার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী পৈবস্তী হেতুক বৎসর২ পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর২ চাষের ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর গত মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্ব্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

মাপের কাটির কথা।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম্মকারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কাটিমত এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণমেণ্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্ন কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যেহ মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় তদন্ত লইবার পর তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষের কথা।

কেন সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারিগণ যদি তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে একমত না হন, এবং সেই কারণে

(ক) সাধারণের অসুবিধা কিম্বা

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশপূর্ব্বক নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্টরী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

১৫৩ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি নীলামকারক কর্ম্মচারীদিগকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্ম্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

কোনং কর্ম্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্ম্মচারীর হস্তে ১৪৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দ্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আমানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থলবিশেষে উক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

নীলামের পূর্ব্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঐরূপ আমানত পাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজানার জন্য পরবর্ত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া তজ্জন্য হানি পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আমানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আমানতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আমানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রজার জোত বা তাহার কোন অংশ পেটাও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) ঊর্দ্ধতন প্রজার ত্রুটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

পেটাও প্রজা আপন পাট্টাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাকীদারের স্থানে তাহা আদায় করণার্থ তাঁহার যে মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটাও বিলি করা গেলে, যদি একই সম্পত্তিক্রোককারী ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে ঊর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে দত্ত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের দত্ত আজ্ঞা, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উদ্বর্ত্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতি বিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন আদেশ করেন, তাহার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেস্থলে ১৩৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই সেই স্থলে ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫৯। (১) হাই কোর্ট সময়ে২ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে এইরূপ আদেশসূচক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতি কিম্বা ঐরূপ বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সহকারে বর্ত্তিবে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় বর্ত্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) ঐরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিচারাধিপত্যের কথা।

উপস্থিত নয়, তাহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্য্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ খেতের দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

নায়েব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা।

১৬১ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন নায়েব বা গোমস্তা ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টরের কথা।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তান্ত উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত ঐ বিশেষ রেজিষ্টর রাখিবেন।

খাজানার মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ প পর্য্যন্ত ধারা ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় খাটিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও নাম ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ ও সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্ত্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল উত্তর ধার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তে প্রতিবাদির নামে শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিষ্টরী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না।

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(ছ) বাকীখাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যাঁহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি ভূম্যধিকারির ভূমিগত স্বার্থ বর্ত্তিয়া না থাকিলে তিনি ঐ ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত করিবেন না।

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাদীর নিকট নহে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ঐ খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিস প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধকরণার্থে আজ্ঞা না পাইলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার স্থানে তাহা পাইবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।

১৬৬ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঐ টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আজ্ঞা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

আদালতের রসীদ দিবার কথা।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে রসীদ দিবেন; এবং বাদী বা স্থলবিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজানার নিমিত্ত নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

বাকী খাজানার মোকদ্দমায় আপীলের কথা।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিরুদ্ধ দাওয়াবিশিষ্ট পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশ্যনাল জজ কিম্বা সবর্ডিনেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে বাকী খাজানা পাইবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তদুপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকের আইনমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী যে তারিখ অবধি কলবৎ হইবে তাহার কথা।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমায় এই আইনমতে খাজানাবৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্ত্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

সম্পত্তি দগ্ধ হইবার প্রতিকারের কথা।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে তাহা প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ হইলে, ভূম্যধিকারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিয়ম ভঙ্গ ঘটে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূম্যধিকারী ঐ প্রতিকার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিয়ম ভঙ্গের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর অনুকূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিয়মভঙ্গ জন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে ক্ষতিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত ক্ষতিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের সন্তোষমতে সেই হানি বা নিয়মভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, শস্য ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে কোন যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আজ্ঞামত ঐ শস্যের মূল্য ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আজ্ঞামতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাঁহার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ সুদ তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়তের উচ্ছেদ নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত যেরূপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্য্যে পরস্পরের দাওয়ার নিষ্পত্তি হইবার কথা।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার সমুদয় মোকদ্দমায় ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যে এই আইনমতে প্রজা ও ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল দাওয়া থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উহা আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ব বশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোফা রায়ত, এবং তালুকদার হইলে, তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় উহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামত কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য ফলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫শ অধ্যায়

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোত তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় করা গেলে "সংরক্ষিত স্বার্থ" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেই স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল সেই২ স্বার্থ মানিয়া এবং "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ে যে স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, ক্রেতা ঐ যোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য্য করিতে হইবে।

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত স্থিরকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্য্যে চলিত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্য্যন্ত অবধারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

১৮৪ ধারা। (১) কোন খরিদার পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর ঐ দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্ম্মের নোটিস দায়ধারীর উপর জারী করিবেন।

পূর্ব্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে তিনি তদনুসারে নোটিস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে ঐ নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে চড়াইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব্ব কএক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, ঐ স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোত কিম্বা, স্থলবিশেষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামত নীলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বতোভাবে তালুকের ন্যায় গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

(ক) ঐ যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, ঐ উদ্বৃত্ত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্বৃত্ত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণাবধি ছই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উত্থাপন করিলে, আদালত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে ঐ যোত ক্রোক করা গেলে, তৎ সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই, যোত ক্রোক হইতেমুক্ত হইবার কথা।

(২) ঐরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম খরিদারের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিম্বা আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, ঐ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায় মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি, কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা ঐরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন২ স্থলে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।

(ক) ঐরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ১২৲ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে ; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও তাহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) ঐরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না ;

১৮৯ ধারা। বাকীদার উর্দ্ধতন প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং নীলাম হইলে যে অধস্তন প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতিকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি ঐরূপে প্রদত্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনিও ঐরূপে তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজনা হইতে ঐরূপ কর্ত্তিত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও যে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি বিনা ঐ যোত ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন।

নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।

(২) ঐরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা এই অধ্যায়মত কোন নীলাম সম্বন্ধে খাটিবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য্য না হইবার কথা।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ ভাগে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন যোতের উপর যাহাতে দায় সৃষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজিষ্টরী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট রেজিষ্টরী করণার্থ উপস্থিত করা যায়, তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইবে।

দায়স্থাপনকারী কোন২ নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে উক্ত যোতের উপর কোন দায় সৃষ্টি হয়, কোন কার্য্যকারক এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনামতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ফী ধার্য্য করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৩ শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি

পত্তনী তালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পত্তনী তালুকের পাওনা খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে, ভূস্বামী আদালতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ভূস্বামীর সরাসরী নীলামদ্বারা পত্তনীদারের স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে, অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা বাকী হয়, তাহার পরবৎসরের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন। পূর্ব্ব ধারায় যে২ তালুকের উল্লেখ হইল, তাহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের হিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, ঐ দরখাস্তে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।

(২) তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া হয়, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে দেওয়া না গেলে, বাকীদারদের তালুক ঐ টাকা শোধ করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

(৩) ভূস্বামী ঐরূপ আর এক খান নোটিস আপন সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে নোটিসের যে অংশ খাটে, সেই অংশের নকল বা উদ্ধৃত লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে ঐ তালুকের প্রধান কার্য্য চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের অধীনে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তাহায় উক্তরূপে প্রচার করাইবেন।

(৪) এই ধারামতে যে২ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ ধারা। (১) মফস্বলে যে নোটিস পাঠাইবার আজ্ঞা হয়, তাহা এক জন পেয়াদা যাইয়া জারী করিবে। ঐ পেয়াদা তন্নিমিত্ত উক্ত বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষের রসীদ লইয়া আসিবে; অথবা উহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস ঐ স্থানে জানিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী তিনজন মাতব্বর লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

নোটিস জারী করিবার কথা।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, তিনি এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা২ করিতে হইবে, তাহার কথা।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিতমতে কার্য্য করিতে হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান ফলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্নমেণ্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূমাধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উদ্বর্ত্ত থাকিলে, যে কার্য্যকারক নীলাম কার্য্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাঁহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাঁহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উদ্বর্ত্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হারাহারীমতে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উদ্বর্ত্ত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্ত্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্নমেণ্ট সিকুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্নমেণ্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিস্কৌণ্টের বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকুরিটী লওয়া যাইবে।

রবিবার ও বন্ধের দিন বিষয়ক বিধানের কথা।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বন্ধের দিন হইলে, ঐ দিনে এই অধ্যায়মতে যাহা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বন্ধের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

অন্যান্য রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া খাটিবার কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্নমেণ্ট বিধিক্রমে সময়ে২ যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

চুক্তির বিরুদ্ধে যে২ বিধান ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইনের বিধান ফলবৎ হইবে, যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩০ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের শর্ত্তভঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (২৮ ধারা)।

কায়েমী মকররী পাট্টার কথা।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েমী মকররী পাট্টা দিতে ভূমাধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থে কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের চুক্তির কথা।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যে প্রকারের জমী চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত, অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে, সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

চর ও দেয়াড়া জমীর কথা।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আদালত নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। "উঠবন্দী" প্রণালী ও "হাল হাসিলী" প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচরানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

উঠবন্দী ও হাল হাসিলী প্রণালীর কথা।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাটওয়ালী বা অন্য চাকরাণ তালুকের কোন অনুষঙ্গের ব্যাঘাত হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তাহা হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইবে না।

চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ দেশাচার দ্বারা নিরূপিত হইবে।

বাস্তু ভূমির কথা।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে অথবা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

উদাহরণ।

কোর্ফা রায়ত কোন২ অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশাচার এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে, এবং এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

১৮ শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত তদুৎ জন্য ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতেও করিতে হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

৪ তফসীলস্থ মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার স্বত্ব পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা ২১৮ ধারায় লিখিত মোকদ্দমার বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়দংশ ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন আইন তৎকালে চলিত থাকে, সেই আইন অনুসারে না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

ফসলে বে আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বলপূর্ব্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, স্থানান্তর করিতে কিম্বা প্রকারান্তর তাহা লইয়া কার্য্য করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

১ম তফসীল — (চলিতেছে।)

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	যদি জমীদারের বাকী তাহার তালুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ইং ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হইবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	চরের কি কোন নদী কি সমুদ্র স্থান ত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি যেং হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবেক সেইং হুকুম প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্রকরণে "এবং এ রূপে হওয়া ভূমি যদি কোন প্রধান দখীলকারের পেটার কোন দখীলকারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয়" এইং কথা যুক্ত প্রকরণের শেষ পর্যন্ত।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৫০ সালের ২৫ আইন।	১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ করণের আইন।	যে পর্যন্ত রহিত হয় নাই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৩৩ আইন।	বাঙ্গলাদেশে পত্তনী তালুকের নীলামের নিমিত্তে যে দাঁড়া আবশ্যক আছে তাহা শোধরিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সালের ৬ আইন।	মালগুজারীর বাকীর বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং পত্তনী তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিষয়ের সরাসরী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিষয়ে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন।	ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৬২ সালের ৬ আইন।	১৮৫৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ফোর্টউইলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধন করিবার আইন) সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন
১৮৬৫ সালের ৮ আইন।	কাগজপত্রের কিম্বা প্রসিদ্ধ দেশাচারের বলে যেং পেটাও তালুক বিক্রয়দ্বারা কি প্রকারান্তরে হস্তান্তরকৃত হইতে পারে তৎসম্বন্ধীয় বাকী খাজানা আদায় করণার্থে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ব্যাখ্যা ও সংশোধন করিবার এবং কোনং বিচার সিদ্ধ করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৬ আইন।	ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭৯ সালের ৮ আইন	বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আইন	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১) ধারা দেখ।]

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ভেকুয়াম হইতে উদ্ধৃত।

"দশসালা বন্দোবস্তের তালুকদারেরা আপনাদিগের ইজারা ইত্যাদি দিতে ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া নূতন করারদারের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রধানতঃ তাহা বর্দ্ধমানের রাজার জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে একণে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকার এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তমরারি জন্য তালুক দেয় ও তাহার মুনফা যে ব্যক্তি তাহা লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সম্বন্ধের নিমিত্তে ধরিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মাল জামিন ও কেবল জামিন লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে জামিন দেওন হইতে মাফ করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াইতে পারে না বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা একক্ষণকার রেগুলেশন অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল।

"তাহার বন্দোবস্তের নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সংখ্যা যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহা তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার মাল অসবাব বিক্রয় হইতে পারে।

"এ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তনী তালুক বলে ও তাহা লইয়া অনেকং লোক ঐ সকল নিয়ম ও নির্ব্বন্ধে তাহা অন্যং লোককে দেয় ও তাহারা দরপত্তনীদার কহলায় ও দরপত্তনীদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এই মত। ও ইহারদিগের প্রত্যেকের বন্দোবস্ত এক মজমুনে হয়।"

তৃতীয় তফসীল।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

(৭০ ও ৭১ ধারা দেখ।)

কবজের পাঠ

১ নম্বর
২ সাল
৩। গ্রামের নাম .... থানা ....
৪। প্রজার নাম
৫। তাহার যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ....
নগদী বিঘা .... টাকা ....
ভাওলী বিঘা .... মণ .... বা টাকা ....

সায়ের { বনকর .... টাকা।
জলকর .... টাকা।
ফলকর .... টাকা।

গবর্ণমেন্টের কর ... { পথকর
পূর্ত্তকার্য্যের কর

৬। যাহার মারফতে দেওয়া গেল ....
৭। দিবার তারিখ ....
৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) .... টাকা।
৯। ভূস্বামীর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

কবজের পাঠ।

১। নম্বর
২। সাল
৩। গ্রামের নাম .... থানা ....
৪। প্রজার নাম
৫। তাহার যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ....
নগদী বিঘা .... টাকা ....
ভাওলী বিঘা .... মণ .... বা টাকা ....

সায়ের { বনকর .... টাকা।
জলকর .... টাকা।
ফলকর .... টাকা।

গবর্ণমেন্টের কর ... { পথকর
পূর্ত্তকার্য্যের কর

৬। যাহার মারফতে দেওয়া গেল ....
৭। দিবার তারিখ ....
৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) .... টাকা
৯। ভূস্বামীর বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের ৬৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

"৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।"

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে তাহার কথা।

"(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরে সেই কিস্তির হিসাবে ঐ টাকা জমা দিতে পারিবেন।"

(তৃতীয় তফসীল ।—কবজ ও হিসাবের পাঠ ।)

হিসাবের পাঠ ।

১ । সাল

২ । প্রজার নাম

৩ । যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

বিঘা হার টাকা ।

নগদী

গবর্নমেণ্টের কর

বিঘা মণ টাকা ।

ভাওলী

জলকর ...

বনকর ...

ফলকর ...

মণ টাকা ।

৪ । বৎসরের তলব ...

৫ । পূর্ব্ব বৎসরের বাকী (বকেয়া) ...

টাকা ।

৬ । মোট তলব (হাল ও বকেয়া) ...

৭ । প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল { হাল তলব ... / বকেয়া তলব ... }

মণ

৮ । শস্য দেওয়া গেল ...

টাকা ।

৯ । বৎসরের শেষে বাকী

১০ । ভূস্বামীর স্বাক্ষর

হিসাবের পাঠ ।

১ । সাল

২ । প্রজার নাম

৩ । যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

বিঘা হার টাকা ।

নগদী

গবর্নমেণ্টের কর

বিঘা মণ টাকা

ভাওলী

জলকর ...

বনকর ...

ফলকর

মণ টাকা ।

৪ । বৎসরের তলব ...

৫ । পূর্ব্ব বৎসরের বাকী (বকেয়া) ...

টাকা ।

৬ । মোট তলব (হাল ও বকেয়া) ...

৭ । প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল { হাল তলব ... / বকেয়া তলব ... }

মণ

৮ । শস্য দেওয়া গেল ...

টাকা

৯ । বৎসরের শেষে বাকী

১০ । ভূস্বামীর স্বাক্ষর

চতুর্থ তফসীল।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমার মিয়াদ।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। যে নিয়ম সংক্রে এরূপ স্পষ্ট বিধানাত্মক চুক্তি আছে যে ঐ নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গ হেতু তালুকদার বা রায়তকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা	এক বৎসর	নিয়ম ভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা (ক) ৭৩ ধারামতে ঐ খোতের খাজানার নিমিত্ত জামিন করিবার পূর্ব্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে	ছয় মাস	আমানতের তারিখ অবধি।
(খ) অন্যান্যস্থলে	তিন বৎসর	বাঙ্গালা সন যেই স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে বাঙ্গালা সনের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আমলী ও ফসলী সন যেই স্থানে চলিত আছে সেইই স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তস্বরূপ ভূমির [illegible] করিলে, উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বেদখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীলের মিয়াদ।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজ্ঞার উপর কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল হইলে	ত্রিশ দিন	যে আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্রের মিয়াদ।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত খাতক ছলে বা বলে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থল ভিন্ন এই আইনমত কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজ্ঞা জারি করিবার প্রার্থনাপত্র, যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ হয় তাহা বাদে কিন্তু ঐ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০৲ টাকার অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি, কিম্বা (২) আপীল করা গেলে আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি কিম্বা (৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৩ সালের ১১ মার্চ্চে উহার কার্য্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদিগকে ৪৮ ঘণ্টার পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫ টা পর্য্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্ব্ব দিন সেক্রেটরীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর হাতে অনেক কার্য্য বাকী ছিল ও বিশেষ সিমলা গমনের সময় উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজেদের যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্য্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৩ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অন্যায় করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি যাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও বিশেষ অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোপধায়ক হয় নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শিষ্টতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষাশেষি গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বরা করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বরা অপরিহার্য্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটী যে এই ক্ষমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিধি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদর্শী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া বিলের অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কোন২ বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটী ক্ষুদ্র২ বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপক্ষপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে যেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূ মকর্ষক, যাহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে ফলে তাহার অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এক্ষণে সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং তজ্জন্য এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই :—

১ম।—ইহা বর্ত্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যভিচারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে বেঙ্গলের আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করা হইয়াছে তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত জনরব ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালীর সরলতাসম্পাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষাণ (কৃষিশ্রমজীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ায় ও জমীদারী কার্য্যনির্ব্বাহ ও রায়তদের কার্য্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারককে মধ্যস্থ ও তত্ত্বাবধায়ক স্থাপন করায় ইহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অন্যায় প্রকারে ব্যাঘাত করা হইবে। গবর্ণমেণ্টের পিতৃস্থানীয় ভাব বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেক্ট কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীরও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও কয়েকটী প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার।

যাঁহারা এক্ষণে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই নূতন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্ফা বিলি করে (৩৭ ধারা) এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে। (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানাবৃদ্ধির দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্ত্তিবে। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। ঐ সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ দুপয়সা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উপর খাজানার হার সুলভ হইবে, ও উহা অগ্রক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবস্থাপক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা কখনই এদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভূমিসংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলাম খরিদার আদায় করিবে তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। "মফঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারে ধরা গেলে সে তালুকের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক একাবৎ ভূমির উৎপন্নের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নানকর ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা যত উচিত হয় তাহা মিনাহা করিয়া যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ মফঃসলী তালুকের জমা ঠাহরিবেক"। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানাবৃদ্ধির সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকটবর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকের অধিকারী কর্ত্তৃক প্রদেয় চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাইজেস্ট দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, "চলিত হারের" পরিবর্ত্তে "দেশাচারানুগত হার" লেখা হইয়াছে কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লভ্য শতকরা ১৭ টাকার ন্যূন হইবে না। ঐ শতকরা দশটাকা আবার আদায়ের নহে। আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায়। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লভ্য নহে, সেটি জমা হইতে কোন খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের ঝুঁকিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশটাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের ঝুঁকির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পবলিক ওয়ার্ক সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনাদায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহারা নহেন। তাঁহারা বিনা বেতনে গবর্ণমেন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ব্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা বৃদ্ধি হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইবে এবং সমস্ত বৃদ্ধি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা বৃদ্ধির কালের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটী বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং যে দারুণ সূর্য্যাস্ত আইনমতে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের নয় বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিলি হস্তান্তর করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে।

অবধারিত হারের রায়ত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মর্ম্মের একটী আইনসম্মত অনুমান সন্নিবিষ্ট হয় যে কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্ব্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮১৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮১৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল একণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমীদারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুত রেনলড্‌স সাহেব খাজানা কমিশনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে "ইহাদ্বারা জমীদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে" এবং "নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ব্ববর্ত্তী জমীদারের জমীদারি কাগজপত্রের দখল পায় না।" শ্রীযুত রেনলড্‌স সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে "সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহাল অতি অল্পই আছে এই অনুমান দ্বারা যাহার ভূস্বামীর স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই"। এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া শ্রীযুত রেনলড্‌স সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া স্থলেই এই অনুমানের কার্য্য সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় শ্রীযুত রেনলড্‌স্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে "ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮১৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কার্য্যতঃ তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত"। এঅনুমান দ্বারা কি জমীদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়ানুসারে প্রজার যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সফল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রজার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য অভিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেরূপে ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব একণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

শ্রীযুত রেনলড্‌স্ সাহেব তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ব্বেও যেমত ন্যায় ও বিচারসঙ্গত ছিল এখনও তেমনিই আছে। ঐ মতের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুত রেনলড্‌স্ সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কমিটীর অধিকাংশসভ্য আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্ত্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাস হওয়ার তারিখের পূর্ব্ব হইতে ঐ বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দ্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুষঙ্গিক নিম্নলিখিত স্বত্ব সমূহের উল্লেখ আছে।

২৩ ধারা।—অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন তালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকেন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাহারও সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর, যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তমতে এই আইন সঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে, তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, কাহার মনে সংশয় এই ধারণা হয় যে, ইহাদ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রজারা আপনাদিগকে অবধারিত হারধারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপে জমীদারকে তাহার যথার্থ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমীদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমায় খরচান্ত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করায় ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উহাদ্বারা যে সকল জমীদারের কিছু তহিসংকোচ নাই তাহারা যেন আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না বাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজিও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক ঝাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকররীদার বা চিরস্থায়ী তালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমীদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্য্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমীদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়া প্রযুক্ত বহুবৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করেন নাই, তাঁহার যে রায়তেরা যত্নপূর্ব্বক দাখিলা গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহারা অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরন্তু যে জমীদার কখনও এরূপ আস্থা ও সদয়ভাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়ে২ খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উত্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হন না, তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমীদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত।

সকলেই জানে যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্ত্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি। কিন্তু আমি এবিষয়ের বাদানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা ভাল দেখায় না। এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত করিতে পারেন। সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। কিন্তু শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় "কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১২ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে"। আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। একজন লোক যে বিনা স্বত্বে ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্ববান হইবে, এনিয়ম যে নির্দ্দোষ এবং বিচারসঙ্গত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না। যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সঙ্গতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কোন মহাজন যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবী তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্ব্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ। যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্য্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত। কিন্তু কমিটী স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরুত্থাপন করিতে তাঁহারা সমর্থ নহেন। কিন্তু এস্থলে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটী শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরীর দাবাংশার বাহ্য বশে তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল।—

৪৫ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং ঐকাল মধ্যে ভিন্ন২ সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি ঐরূপে ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ হইলেও ঐব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবার

৪৭ ধারা।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটী বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন যথাঃ—

২৫ ধারা—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যাপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা তাহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ হইলেও, এই ধারার কার্য্যাপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যাপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা ততধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে এই সমস্ত বিধান শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (২) প্রকরণে যেরূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কমান শ্রীযুক্ত ষ্টেট-সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিরুদ্ধ প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে "বাসেন্দা রায়ত" দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব্ব উদ্ধৃত বিধান সকলে "বাস" কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, দুই বা ততধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার যোত ছাড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্ত্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্থতঃ শ্রীযুক্ত ষ্টেটসেক্রেটরী সাহেব কোনস্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিত্যাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারদার হইলেও পরে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু জমীদার যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা জমীদারকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদার ও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে সাধারণ খরিদারের যে স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য ও যুক্তির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাদরপূর্ব্বক রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালায় ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন "কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বনামে খ্যাত কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ ক্রয় বা অন্যোপায়ে অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আসিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্ত্তী কৃষি-কর্ম্ম বর্জ্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুকভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অবাসেন্দা তালুকদার, এ জমী সর্ব্বনিম্নবর্ত্তী যে পেটাও তালুকের অন্তর্ভূত তদুপরিস্থিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপস্বত্ব অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্ব্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূম্যধিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে "যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করে," অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে ভূস্বামীর "যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে"। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার টীকা টিপ্পনী করা আবশ্যক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিরুদ্ধে তর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটী মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুপক্ষীয় লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত-

প্রদানার্থ ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রীর টাকা শোধ করণার্থ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসঙ্গত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কার্য্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটরী রেনল্ড্স সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

"শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্ব্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য একরূপে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উঠাইয়া লইতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ ফল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও জমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরস্বত্ব দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার ঔচিত্য বিষয় বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী-মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।"

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা বৃথা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রক্রয়স্বত্ব বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাহাতে সর্ব্বগ্রাসী ভূমিব্যবসায়ী বা দাঁওঅন্বেষী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয় ক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আমার ভয় হয় যে কার্য্যকালে তাহা সারবস্তু না হইয়া ছায়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর ভূস্বামী ও যাহা আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য খরিদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বনিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচান্ত করিয়া সালিসীর জন্য আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেক সংখ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, তাহা হইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত ভাণ্ডারভরা টাকা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুষমন লোকের হস্তগত হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কার্য্যতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে মীমাংসায় বাধ্য নহে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন "রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।" অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কৌশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্ব্ব ক্রয়স্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফাবিলি করিয়া অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করিয়া তজ্জন্য তালুকদার-রূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে না।

খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় নাই। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি দেখিতেছি যে এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার স্থগিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নূতন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে জমী-দারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বদ্ধমূল হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ত্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হই-য়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অনধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনর বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারের উপর বিষম অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি নদ্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কারণাবলীতে খাজানা বৃদ্ধি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ "প্রচলিতহার" পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং এখন এবিষয়ে যে সকল সন্দেহ ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভয় এই যে দ্বিতীয় কারণ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না। জানিয়াশুনিয়াও গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিতান্ত সুকঠিন, বিশেষ "সেই স্থানে বা চলিত বাজারে", কমিটী তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজারকে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কার্য্যতঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কার্য্য হয় তথাপি উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কার্য্যকারক কর্ত্তৃক খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে তাহাতে কার্য্যতঃ সমস্ত ব্যাপারই রাজস্ব কার্য্যকারকের বিবেচনামত সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়জন্য রাজস্ব কার্য্যকারকের উপর তত্তৎস্থানে তদারকের উপদেশ আছে কিন্তু কি সূত্র ধরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারক ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কার্য্য করিবেন। মূল্য বৃদ্ধিহেতুক খাজানা বৃদ্ধি করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারিআনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচবৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ২০ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কার্য্যকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকা উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পোলীসে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করে এবং পোলীস যে এবিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। প্রায় সমস্তই যে থোকে ও খুচরা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত করা হইয়া থাকে সে কথা না ধরিলেও কোন দায়িত্ববিশিষ্ট সেরেস্তায় তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না এবং উহা হইতে ন্যায্যরূপ গড় হিসাব করা যায় না। যদি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকা প্রতি বর্ত্তিবে) এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃষ্ট ও নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আবার এ প্রশ্ন আসিতেছে—পুরাণ মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আরো দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাঙ্গালার চাউলের এবং বেহারে ভুট্টা, যব ও গমের মূল্য পরিগণিত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোল্লেখ করার ভার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনামত সময়ে সময়ে ভিন্ন শস্যের নাম উল্লেখ করিতে পারেন। তামাক, ইক্ষু, তুঁত, আলু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয় কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের টাইদস কমুটেশন আক্ট যে মূল সূত্রে গ্রথিত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের টাইদের সহিত বাঙ্গালার খাজানার কোন সৌসাদৃশ্য নাই, কারণ প্রথমোক্তটী ফসলের নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ দশম অংশ, আর শেষোক্তটী উৎপন্নের অংশ মূলক হইলেও এক্ষণে পুরাতন ভিত্তি হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী টাইদের কখন বৃদ্ধি হয় না কিন্তু আইনেই বাঙ্গালার টাকায় দেড়

খাজানা বৃদ্ধিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে যে মূল সূত্র টাকাকে টাকায় পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকায় দেয় খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে সেই মূল সূত্র কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্ত্তমান আইনমতে এই সূত্র ধরিয়া কার্য্য করা যেরূপ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে ও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্য্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ বৃদ্ধির আজ্ঞা দিবার সময় যে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪১ ধারায় বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন বুদ্ধিমান্ জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটী কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সহিত ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখিদ্বারা পূর্ব্বে এই স্থির হইয়াছিল যে কোন স্থানেই বর্ত্তমান খাজানা দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না এবং একবার বৃদ্ধি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের পরামর্শমতে উক্ত নিয়মই পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেস্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সেস্থলে খাজানা টাকায় আটআনার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক বৃদ্ধি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সে স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বতন খাজানা হইতে টাকায় চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা বৃদ্ধি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্ণমেন্টের মীমাংসা কখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা যতই অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে যেস্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্ত্তমান খাজানার ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শতকরা পঞ্চাশ টাকা উর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া বৃদ্ধি দিতে হইবে, সেস্থলে শতকরা পঁচিশ টাকা উর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দেশ করা সুবিচার সঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকায় পরিবর্ত্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঙ্গালা অপেক্ষা বেহারেই অধিক খাটে; এবং আমার মাননীয় সহযোগী মহিমান্বিত দ্বারভাঙ্গার মহারাজা নিশ্চয়ই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই যে মূল সূত্র ধরিয়া পরিবর্ত্তনকার্য্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটী সূত্র এই—

(ক) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির সম্পর্কে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এস্থলে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমান খাজানা কমান হইবে না এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইন এ উভয় মতেই দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের সহিত কারবারে জমিদারের স   স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীস্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূম্যধিকারী ও দখলীস্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্জ্জিত হইতেছে। যদি দখলীস্বত্বহীন প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীস্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার যেরূপ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রায়তকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে যাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ জোতের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন, এবং আদালতের হুকুমমত জমিদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বেই রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মে তাহা হইলে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্ব অধিকার পাইতে স্বত্ববান হইবে। এইরূপে দখলীস্বত্বহীন প্রজা নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। এই শ্রেণীর রায়তের সহিত আপনার ইচ্ছামত কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এস্থলে আমার বলা উচিত যে বিচারাধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণহেতুকই প্রজার উচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয়

প্রথমধারার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এদেশে অজ্ঞাত কতকগুলি নূতন তাঁতের সূত্র অন্তর্নিহিত ছিল। এপাণ্ডুলিপিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিবাদের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বিচারাধীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্ত্তিত করায় জমিদারের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জমিদারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়তের সুবিধার জন্য বিচারাধীন পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল সে অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মন্দ পরামর্শ দিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রজার পালকে ক্ষেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। হয়ত জমিদার অন্য প্রজার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং হয়ত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভাব্য পাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাধীন পাট্টায় তাঁহার সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বহীন রায়ত সম্বন্ধীয় বিধান সকলে জমিদারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে শ্রেণীর রায়তের সুবিধার জন্য এরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু মাত্র মায়ানাই সুতরাং জমিদারের অনুগ্রহ পাইতে তাহাদের কিছু মাত্র ধর্ম্মতঃ দাবী নাই।

কোর্ফা বিলি ও কোর্ফা রায়ত।

যে পাণ্ডুলিপি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান দোষ এই যে, যদিও উহাতে জমিদারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষ রূপে খর্ব্ব করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্ষক, যাহার পরিশ্রমেই দেশে ধনাগম হয় ও সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ও ভূস্বামী ও পেটাও ভূস্বামীর দল আহার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যতঃ অল্পই উপকার করা হয়। মধ্যবর্ত্তী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্ফা রায়ত যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্ষণ করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধ্যবর্ত্তি লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এই বিধানে যেরূপ ইতর বিশেষ করা হয় কমিটী তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা কোর্ফা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাণ্ডুলিপিতে কোর্ফা বিলি নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে এসকল বিধান কাহারো পরিণত হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে সে, উহা রেজিষ্টরী হইবামাত্র, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপ সুবিধাজনক। অতএব ইহাতে কোর্ফা বিলি বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং উহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফা বিলি করে, তাহা হইলে কোর্ফা পাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের জন্য সিদ্ধ হইবে না, এবং উহা ভূতকালেও বলবৎ হইবে। যে কোর্ফা পাট্টা নিয়াছে তাহার অবশ্য ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টার মিয়াদ যত অল্প হইবে তাহার লাভ তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্ফা রায়তের ভূম্যধিকারী রেজিষ্টরী করা পাট্টাস্থলে নিজে যাহা দিয়া থাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অনেক স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পরং বহুসংখ্যক মধ্যবর্ত্তী লোক আছেন, (বাকরগঞ্জে পরং ১১ শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোক আছে,) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধিমতে কার্য্য চলিবে। প্রত্যেক মধ্যবর্ত্তীই কি কোর্ফার মতের নিকট হইতে তিনি আপন ভূম্যধিকারীকে যাহা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকার অধিক দাবী করিতে স্বত্ববান হইবেন? তাহা হইলে এই দলের সর্ব্বশেষ ব্যক্তির, যে ব্যক্তি স্বহস্তে চাস করে তাহার, দশা কি হইবে? চতুর্থতঃ ভূম্যধিকারী কোর্ফা রায়তকে কৃষি সম্বৎসরের শেষে ভিন্ন ও ঐ বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্ব্বে উঠিয়া যাইবার লিখিত নোটিস দান ভিন্ন রায়তকে উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে ঊর্দ্ধতন রায়ত অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছে কিনা তাহাই লইয়া ঊর্দ্ধতন রায়তের সহিত কোর্ফা রায়তের সর্ব্বদা বিবাদ হইবে; ফল এই হইবে যে হয় কোর্ফা রায়ত নিঃশব্দে অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইবে, না হয় সর্ব্বদা মোকদ্দমা মামলা হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকলস্থলে ঊর্দ্ধতন রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিবে কেবল সেই সকল স্থলেই ৬২ ধারামতে খাজানার সীমা নির্দ্ধারণ কার্য্যকর হইবে। এই জন্য সে রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও ঊর্দ্ধতন রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহাহইলে তাহাকে আদালতে আনায় কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিরই বিধান নাই। ঊর্দ্ধতন রায়ত যে রায়ত তাঁহার নিজের শর্ত্তমত জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্ফা রায়ত ঐ শর্ত্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রদত্ত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত আইনের নির্দিষ্ট শর্ত্তে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি ঊর্দ্ধতন রায়ত তাহাকে গ্রহণই না করিল তবে সে দাঁড়ায় কিসের জোরে। অতএব কোর্ফা বিলি নিয়মনার্থ বিধান সমূহ হয় অকার্য্যকর হইবে, না হয় অশেষপ্রকার মোকদ্দমা মামলা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধ্যায়ে ভূম্যধিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্ত্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূম্যধিকারীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে সাধারণতঃ ভূম্যধিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে। ১। যে সকল অবধারিত খাজানায় ভূমিভোগ

করে সে আপন যোত সম্বন্ধে কোন রূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূম্যধিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যোত সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোতে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূম্যধিকারীর উপর এক নোটিস দিবে। যদি ভূম্যধিকারী তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমূহের মর্ম্ম এই যে উহাতে ভূম্যধিকারীর ভূস্বামী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের মীমাংসারভার কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রথম কল্পে ভূম্যধিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূম্যধিকারীর অধিক মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তাহার মুনাফা তুলিয়া লইবেন এ আশ্বাসও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানা বৃদ্ধি দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে এ ভূমি খাজানা বৃদ্ধি দিতে সমর্থ তবেই বৃদ্ধির আদেশ করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, ও যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা, আদর্শক্ষেত্র প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূম্যধিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে বলা হয়।

অবিভক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার জজকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাঁহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাঁহার বোধ হয় যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের হানি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা তালুকের সহাধিকারীদিগকে উহার তত্ত্বাবধারণের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই প্রথম বলিব। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কমিটী খাজানা আমানতের বিধান করিয়া এ অসুবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেক গুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহাদিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা টাকার জন্য উক্ত সহাধিকারীদিগের একযোগে রসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আমানত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষের দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা রুজু না করে তাহা হইলে সহাধিকারীরা ক্রোকের দরখাস্ত অথবা বর্দ্ধিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবে না। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিভক্ত মহালের রায়তদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিভক্ত ভাবে কোন মহালের তত্ত্বাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে ত্রুটি করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য্য করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের রেজিষ্টরী বিষয়ক আইনের কার্য্য দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা অন্য সাধারণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন। পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যে সকল কারণের কথনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই ভান করিয়া ভূস্বামী ও ধনীদিগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিশ্রম ও উৎকর্ষ সাধনের উত্তেজক কারণ অপনোদন করা প্রকৃষ্ট রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, ও হারের তালিকা।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তথায় অধুনা যে ভাবে ভূমির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলিও সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ই উত্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং এই অধ্যায় সকলের বিষয় সম্বন্ধে যে যে স্থলে প্রজা ও ভূম্যধিকারীতে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ স্বার্থের উপর আইনের কার্য্য নির্ভর করিতে দেওয়াই সহজজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্ম্ম এই যে, একদিকে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়কেই, তাহাদের জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার কুপ্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল করণের দ্বার প্রকাশ্যরূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অধীনস্থ আমলারা অশেষরূপে অত্যন্ত অসৎ হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিজীবিগণ ক্ষতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এ সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন ইহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্ণমেণ্ট দেশের লোকের উপরি-উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরি বিক্রয়ে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য জমাবন্দীর কাগজ পায় না; স্বত্বের লিপি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়, যেস্থলে রায়তেরা ধর্ম্ম ঘট করিয়া খাজানা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়তদের কর্ত্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমীদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমীদারের নিজ জমীর রেজিষ্টরী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হস্তে অসীম বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অধ্যায়ের লক্ষ্য বিষয় যে রূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহাদ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রসম্মত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নমুনার হার বা এক সমান হার বা পূর্ব্বে যাহাকে পরগনা হার বলিত কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা আশাতীত। প্রজা ও ভূম্যধিকারী কাহারই একার্য্য দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার খরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোন রূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূম্যধিকারী ও প্রজার ঘাড়ে চাপান হইবে। যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমি বিশিষ্ট শ্রেণীর উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর নূতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূম্যধিকারীর নিজ জমী লিপিবদ্ধকরণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহাদ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ ধারায় বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপি বদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না, এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজজমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। জানিবেক যে সুবে বেহারের মধ্যের মালিকানা জমীর এবং সুবে বাঙ্গালা ও মেদিনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারীদিগের নিজের নানকার ও খামার ও নিজ যোত ওগয়রহ ভূমিউপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাখেরাজ ভূমির বহিষ্করণ] দফা সকলের বাহিরে আছে ইত্যাদি।

আইনের ভাষার সহিত পাণ্ডুলিপির ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয়া চাষকরার শর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিলনা। পতিত ভূমিসম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুরুতর খাজনা ধার্য্য করায় জমীদারের যে অপরিহার্য্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে ক্রোকের আইনের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সহায়তা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্ত্তমান ক্রোক আইনের সার এই যে ইহাদ্বারা শীঘ্র ও অব্যর্থ প্রতীকার হয় কিন্তু ভূম্যধিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত থাকে ক্ষমতার অব্যবহার করিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে ক্রোক আদালতে

জারী করিতে হইবে, উহার প্রতিপদে নানাপ্রকার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হয়ত মাঠ হইতে শস্য অন্যত্র নীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা দ্বারা আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্বর প্রতীকারই ক্রোক আইনের মর্ম্ম হওয়া উচিত। আবার ক্রোক করিতে গেলে ভূম্যধিকারীর এত ব্যয় করিতে ও এত বিরক্ত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ক্রোকী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর হইয়া থাকিবে। এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য্য প্রণালী।

গবর্ণমেন্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাপাদন করিবেন বলিয়া পুনঃ২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বার২ বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্য্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপরুক্ত পাণ্ডুলিপির প্রথম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাপাদন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদানুবাদের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই [illegible] বাদানুবাদের ফল কার্য্যতঃ আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পত্তনী কার্য্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেণ্ট ও রাজানুপালিত মহালে এক্ষণে যে কার্য্যপ্রণালী চলে তাহা ও

(৩) বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা অন্য ওয়াশীল বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপাততঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটী বিধান করিতে পরামর্শ দিই—।

"সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টরী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নিবাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লট্‌কাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাছারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, অথবা তদুপরিস্থিত অন্য কোন সদরজায়গায় অথবা গ্রামের চৌকি বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জমী অবস্থিত তাহার অন্য কোন সুপ্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে সমন হয় গ্রামের চৌকিদার গ্রামের মণ্ডল, অন্তর গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, নাহয় গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।"

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য্য প্রণালীর অন্ততঃ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমায় একতরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্ব্বিচার বা পুনরান্দোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দ্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিলকরিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইসু ধার্য্য করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধার্য্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদির এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীক্রমে তাহার তালুক বা যোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না।

খাজানাগ্রহীতা রীতিমত প্রতিভাব্যদিলে আমানতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবে।

কমিটীতে আমার অনেক মহামান্য সহযোগীর আমার পরামর্শমত উপায়ে সহানুভূতি আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে অধিকাংশ সভ্য আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্যপদ্ধতির স্বল্পতর ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্যে ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারার একটি গুরুতর পরিবর্দ্ধন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র অংশের মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অপ্রমাণ হইলে সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইত, আমি ইহা কমিটীকে দেখাইয়াও দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বত্বের মোকদ্দমা, বর্দ্ধিত হইবে মাত্র খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক তাহার বিলক্ষণ বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন নিবদ্ধ করিয়াছেন নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্ত্তন করিতেও সমর্থ।

আমার ভরসা আছে যখন আগামি বৎসরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যেরা খাজানা আদায়ের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্য্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকাতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত একহয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি, ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বলক্ষণ নিন্দা হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কার্য্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা।

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারা মতে কসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু ভিন্ন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ ৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা।

(চ) গোতের ভূমি নিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবারস্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উত্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই অবনতির প্রস্তাবের বিলক্ষণ প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্য ভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী ঘর ক্ষেত

খোদা বিক্রয় বা বন্ধক দিবার সময়, তাহার ক্ষেত্রের উৎপন্ন বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কেন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে বলি।

দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারাধিপত্য বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধে, রাজস্ব কর্ম্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট এই যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যেরূপ সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং যাহাদ্বারা ঐ অঞ্চলে মূলধানের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রস্রবণ শুকাইয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালায়ও ভূমিবন্দোবস্তের সেই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়, আমারও এই বোধ। কিন্তু আমি ভরসা করি যে আমার বোধ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হইবে। পাছে বেশ খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তনেই হউক, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্তেই হউক, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হউক, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধারণেই হউক, প্রতিমত মাপের কাটি নির্দ্দেশ করণেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয়ই দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকেই স্থিরবিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিরূপ অট্টালিকার অধিকাংশ সেই স্থিরবিন্দুর উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্ম্মচারীকে কার্য্য নির্ব্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এবিষয়ে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারককে শাসন কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেন্টের ইঙ্গিতমতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাদে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"যে ভূমির রাজস্বের ও তাহা উশুলের বিষয় সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের যে বাদানুবাদ এবং যাবতীয় ভূম্যধিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের মধ্যে যে সকল দাওয়া ও বিরোধের মোকদ্দমা অদ্যাবধি মাল আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা জজের মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাঁহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুরে মালের কৌন্সেলে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিম্মা থাকিলে মাল আদালতের দেরেস্তায় দীপ্তিমান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হক অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয় নিতান্তই মনস্থির রাখিবেক না কারণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিরুদ্ধমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অপ্রতুলকে এতাবতা বিনা তাজবীজে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই মবহুব থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য ও তহসীলের মোকদ্দমায় আইনের অন্যথার হুকুম হইলে অন্যায়গ্রস্তের আশা ভরসার স্থান ছিল না যে বিপক্ষ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায়গ্রস্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহুল্য জন্য ভূম্যধিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাসের আধিক্যজন্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত্ব ও তৎসম্পর্কীত সকল স্বত্বের স্থৈর্য্য কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধিপতির কর্ত্তব্য এই যে ভূম্যধিকারিদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণের শক্তি ত্যাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্বভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা মালগুজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের জজ সাহেবদিগের যে প্রকারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে জজ সাহেবদিগের স্বেচ্ছাময়ের ময়র না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারীদিগের ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবেরা আপনাদিগের অর্পিত যাবৎ কর্ম্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার জওয়াব আদালতে দেন এবং সরকারেরও প্রকৃত প্রাপ্তব্য ছাড়া কাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা ঐ হুজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত দ্বারে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্য্যাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিয়া অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত্ব গুরুতর হইবেক এবং যে চাসের আধিক্যে সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তন্নিমিত্ত সকল লোকেই শ্রম ও চেষ্টা যথোচিত করিবেক।"

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেন্ট যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ সালে দশগুণ অধিক খাটো পত্তনী তালুক।

জমীদারেরা এই পাণ্ডুলিপিতে পত্তনী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন। এরূপ করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া ঐ আইনের প্রত্যেক কথা কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; জমীদার, পত্তনীদার, আদালত ও আমলা সকলেই উহা বেশ বুঝে; উহার ভাষার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে ষাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনানুসারে পত্তনী আইনের বাক্য ও ব্যাখ্যা যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। আমিও এই মতের অনুমোদন করি এবং আমার ইচ্ছা যে পত্তনী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল সূত্র ধরিয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রধানতঃ উল্লিখিত তাহার পর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষবিষয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। আগামী নবেম্বরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮৩ সাল ১৪ মার্চ্চ।

কৃষ্ণদাস পাল।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্য লিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন তালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তক্রমে এই আইনসঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন;

(খ) যদি সে নিজ জমী এরূপে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাস্বত্বের কার্য্যের সম্পূর্ণরূপ অনুপযোগী হয় তাহা হইলেও দখল হইতে উচ্ছেদের দায়ী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অনুষঙ্গ সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুষঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ

যদি একস্থলে জমীদারকে অগ্রক্রয় স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকে ঐ স্বত্ব দেওয়া উচিত। যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজার কার্য্যের অনুপযুক্ত করায় রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপর স্থলেও সে উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অনুকূলে যত তর্ক উত্থাপিত করা যায় অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রক্রয় স্বত্ব মহম্মদীয় আইনের শাখা। বেহারের হিন্দুরা পূর্ব্ব ক্রয়ের স্বত্বের দাবি করিলে, উহার ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দখলীস্বত্ব খরিদ করিতে পারে তাহার হস্ত হইতে ভূম্যধিকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শত্রুপক্ষীয় ক্রেতা ভূম্যধিকারীকে যেরূপ ভয়ানক অসুবিধায় ফেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ ক্ষেত্র নষ্ট করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এইস্বত্ব যেরূপ অনর্থক হইবে অপর স্থলে ও সেই রূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে ফল এই হইবে, ভূম্যধিকারী উৎসন্ন যাইবে।

যখনই ভূম্যধিকারী পূর্ব্ব ক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবে অথবা যদি ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরগ্রহীতা পূর্ব্বেই পূর্ব্বক্রয় স্বত্বের ভয় করিয়া যখনই আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে তখনই ভূম্যধিকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভয় আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করায় হস্তান্তরগ্রহীতার অবধারিতহারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাইতেন এবং এই অধ্যায়ের কার্য্য মোকররী পাট্টাধীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টায় লোককে উৎসাহ দেওয়ায় যে হানির ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোর্ফা বিলির নিয়ম।

কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়েই আমার মত বিভিন্ন।

কোর্ফা বিলি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশে কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে বাধাজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফাবিলি করে তাহাকে তালুকদাররূপে পরিগণিত করিলে ভূম্যধিকারীদিগের বিশিষ্ট স্বার্থের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষতঃ রায়তদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ রায়তের রায়তদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে তত্ত্বাবধারণাধীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্ফা বিলির ক্ষমতা রায়তের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হঠাৎ দেনায় জড়াইয়া পড়িলে ইহাদ্বারা সে সেই দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থ অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জ্জন করিতে পারে।

ইহা আইনসঙ্গত। এতদিন কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাজনক নিয়ম ছিলনা। আর যতই কেন বাধাজনক নিয়ম হউক না, কেহই কোর্ফা বিলি পরিত্যাগ করিবেন না।

যতদিন পর্য্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাইবার জন্য হা করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা এক্ষণে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এরূপ এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবন্ধক হইতে কোর্ফা পাট্টার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্ফা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোর্ফাপাট্টাধারীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এ প্রণালীকে কোন না কোন রূপ তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এবিষয় শীঘ্রই এরূপ ভাবে গবর্ণমেন্টের গোচরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার মীমাংসা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

৬। ৫ম অধ্যায়—খাজানা বৃদ্ধি।

সিলেক্ট কমিটীর নিকট রিপোর্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে বর্দ্ধিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্ব্বহারের উপর টাকায় ছয়আনা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূম্যধিকারী প্রজার সহিত ঘরাও বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

জমির জন্য যে হার প্রদত্ত হয় তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া জমীদার খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্দ্ধিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থলেই পূর্ব্বতন খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা বৃদ্ধি উভয় স্থলেই বর্দ্ধিত খাজানা দশ বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। সিলেক্ট কমিটীর সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিমত খাজানা বৃদ্ধি কোন স্থলেই টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

দু আনার কম বা দু আনা পর্য্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে, দু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্য্যন্ত।

কোন যোতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা বৃদ্ধি হইলে উহা পূর্ব্বতন হারের উপর শত করা পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী বৃদ্ধিবশতঃ হইলে শত করা পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয় তাহাতে বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক হার পনের বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উভয় স্থলেই পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আইনমত খাজানা বৃদ্ধি করা বর্ত্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু আমার বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব সকলই এই কথা স্বীকার করায় খাজানা বৃদ্ধির সীমা পরিত্যাগ করা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সীমা সঙ্কোচ ও সময় বৃদ্ধি করিয়া কমিটীর অধিকাংশ সভ্য খাজানাবৃদ্ধির উপর যে বাধা জনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রজাদিগকে যোত ভোগ করিবার স্বত্ব স্থায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূম্যধিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অনায়াসেই খাজানা বৃদ্ধি দিতে স্বীকৃত হইবে।

প্রজা ও জমীদার নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আমি সে রাজনীতি অনুমোদন করি না।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধিস্থলে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিমত খাজানা বৃদ্ধি রেজিষ্টরী করা করারপত্র দ্বারা করিতে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে প্রজা তাহাতে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়াছে।

মোট টাকার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উভয় স্থলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দ্দেশ করায় ভূম্যধিকারী উাঁহার যত পাওনা তাহার এক কড়া ও আদায় করিয়া লইতে ছাড়িবেন না। আমরা রক্ষা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এস্থলে কমিটীর প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোত ভোগ করণ হেতুক খাজানা বৃদ্ধির যে ইচ্ছামত সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমারই অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উভয় বিষয়েই আদালতের হস্ত পদ বন্ধন না করাই উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

৫৪ ধারা (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানায় সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে পারিবে প্রথমটীর এই মর্ম্ম।
ঐ „ (২)
ঐ „ (৩)

দ্বিতীয়টির মর্ম্ম এই যে, বিপক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানায় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানায় ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টী দ্বারা ঐ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানাতেও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিপির উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম একণে যেসকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্ত্তনমাত্র, সারতঃ কিছুই নহে।

কমিটীতে এই বিষয় বাদানুবাদের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তৎসমর্থনার্থ একটুও যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই। উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্ত অতিক্রম করা হইয়াছে; এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই যাহাতে আমি আমার মন্তব্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্ত্তমান আইন, বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তনার্থ কমিটীকে প্রবৃত্ত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপরম্পরা প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কেমন করিয়া ও কি কি শর্ত্তে রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুষঙ্গিক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিলনা যে মোকররিদার ও ইস্তমরারদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন শ্রেণী যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটী শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া জমীদারদিগের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানায় ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক বৃত্তিভোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের পরিবর্ত্তে মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করায় ইহাদ্বারা ক্রমাগতই নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া দিতেছে।

এ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জ্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং উহার অর্জ্জনে বাধা দেওয়া জমীদারের স্বার্থ, অতএব উহাকে বর্ত্তমান আকারে পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করায়, উভয়ের স্বার্থেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

যদি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ করা সুবিচার সঙ্গত হয় নাই স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান আইনের কার্য্য চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উচ্ছেদ করাও অন্যায় ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কার্য্য চলিবে, এক্ষণকার ন্যায় মোকদ্দমা রুজু করিবার ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে যদি কমিটী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং জমীদারদিগের প্রতিও প্রথম কিঞ্চিৎ সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়তের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাবধানতা ও নিজের কার্য্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাস করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচার সঙ্গত।

অতীত কালে তিনি যাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয় ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার রক্ষা হয় তাহাও অন্ততঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তমতে কেবল মাত্র মোকররিদার ও ইস্তমরারিদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ-সালা বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমীদারের কার্য্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তালুকদার বাসেন্দা রায়ত, ইহাদের দখলজমা স্বত্ব জন্মিয়াছিল, আর পাইকস্ত রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ৬৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব্ব প্রথম পাইকস্ত রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভার রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়তের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে তাহাই করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাসের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য ঐ আইনে এই সকল বিধান নিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে "যে সকল বংশানুক্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা ঐ হারে পাট্টা পাইতে স্বত্ববান হইবে" লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজিও দাবিকারি রায়তের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত স্কোন্স সাহেবই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী" এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। এই সকল ধারা খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমটী তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টীর কায়্য চলন হইতে দেওয়ার যুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্ত্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আইন রক্ষা করি তাহা হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে যেরূপ গিয়াছি সেরূপ বর্ত্তমান আইন ছাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলা হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে সহজ কিন্তু রায়তের পক্ষে স্বত্ব সাব্যস্ত করা সহজ নহে তাহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন হৃদ্বোধই নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণ করা অতি সহজ কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যত পুরাণ আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়তের অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্ত্তমান আইনে যেস্থলে বরাবর টাকায় খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থলের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, ঐ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানাতেও খাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটীতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাঞ্ছনীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর বিধিবদ্ধ করা উচিত আমরা এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি।

এপ্রকরণ বিধিবদ্ধ করা ও যাহা আর যেসকল রায়ত শস্যে খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকায় খাজানা দেয়, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়া ও ঠিক তাহাই।

বর্ত্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পরস্পর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না তখন রায়ত যা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ও হারের বন্দোবস্ত করণের অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপর যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্য্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল বিধান অপরিবর্ত্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্লাবিত হইয়া যাইবে ও জমীদারেরা উচ্ছন্ন যাইবে।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের কুফলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় সংক্রান্ত প্রকরণের উপর এই সকল বিধানের কার্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৫। ৯ম অধ্যায়। যোতের অবান্তর বিভাগ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া ন্যায্য কার্য্যই করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তরকরণের স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুষঙ্গের মধ্যে ছিল না, অনেকস্থলে আদালত ভূমিভোগের স্বত্ব গ্রাহ্য হইলেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে এপ্রদেশের প্রতি জিলা হই দখলীস্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয় হইতেছে।

কোনং জেলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইনবিরুদ্ধ হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে।

আইনবিরুদ্ধ হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

এক্ষণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধ হইলে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসঙ্গত করার ফল মন্দ হইবে। ভূম্যধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের কার্য্য ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ ও রায়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইতে দেওয়ায় রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধ্য হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যেমন টানাটানি হইলে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অৰ্দ্ধেক মূল্যে তাহার যোতের একং খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডশঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

ভূম্যধিকারীকে এরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইস্তফা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া।

ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত্ত অনুসারে যেরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

শেষোক্তটী অত্যন্ত কার্য্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তি বিন্যাস করিয়াছিলাম।

৬। ১০ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভূম্যধিকারীর অনুরোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুরোধে, অথবা বিবাদ নিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় যেরূপ আছে তদনুসারে মহালের জমাবন্দী স্থির বা নিশ্চয় করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের জন্য ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না,

১। যেস্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তথায় ইহা খাটিবে।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তথায় ইহা খাটিবে।

৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেস্থলে কিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয় জমীদার বাধ্য হইবেন, না হয়, পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিবে। ইহার একদিক ওদিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে এই অধ্যায় সেই স্থলেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারায় দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিলে একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায় নানাবিধ অত্যাচারের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১২শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যে বিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিষ্টরী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলী যোত দায়মুক্ত করিয়া, বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্দ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিভোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ায়, মোকদ্দমার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেনাদারের, বা ক্রেতার কাহার কর্ত্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র এক অংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাহার বাজার সম্ভ্রমের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক সুদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মন্তব্যলিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল এক্ষণে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের ন্যায় আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমার এ কথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনায় কয়েকটী বিষয় প্রজার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানাবৃদ্ধির যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে নিয়মে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র দরবৃদ্ধি প্রযুক্ত বৃদ্ধি প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূম্যধিকারীর অনেক বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিলেও আদিম বিলের ৭৫ (ঘ) * ধারার শাসনটী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয় খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূন এই কথা খাজানাবৃদ্ধির একটি হেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে; এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূম্যধিকারী কত খাজানার দাবী করিবেন তাহার কোন সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূম্যধিকারী পূর্ব্বতন খাজানার শতকরা পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি দাবী করিতে পারেন। প্রজা জমী না ছাড়িয়া যতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষম শক্তি এই সকল ধারায় ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিযোত নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূম্যধিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল যোত বিলি করিবার সময় অবাধে যত ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, স্পষ্টই বোধ হইতেছে চলন প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল নূতন বসান রায়তদিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে এরূপ নহে, সাধারণ প্রজা সম্প্রদায় মাত্রেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় দেখিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আমার বিবেচনায় যেস্থলে ভূম্যধিকারী শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিণত করিবার আবেদন করেন সেস্থলে প্রজার স্বার্থ ৫৩ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকা উচিত যে প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপ খাজানা ভূম্যধিকারীর পথকর রিটর্নে ঐ যোতের যে খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূম্যধিকারী দশ বৎসর ধরিয়া যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া যদি মুদ্রারূপ খাজানা স্থির হয়, তাহা হইলে চাষকার্য্যের সমস্ত ঝুঁকি প্রজা গ্রহণ করে এবিবেচনায় তাহা হইতে বিলক্ষণ বাদ দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এরূপ বাদ দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধহয় পরিত্যাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপে কথা যোজনা করা হইয়াছে, তাহাতে অপব্যবহারের দ্বার বিলক্ষণরূপে উদ্ঘাটিত হইবে। যখন রায়ত পরিত্যাগ করিয়াছে এই ওজরে তাহাকে তাহার যোত হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃ প্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা রুজু করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল অতি অল্পই হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কার্য্যচলন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের দখলস্থ যোতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে উহা বিস্তার করার অতি অল্পমাত্রও কারণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত যোত বক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূম্যধিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ। এচ, জে, রেনল্ড্‌স।

---

* এই প্রকারে প্রকাশ করে যে, "রায়তেরা ফসলের সময় যে মূল্যে বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিয়া প্রধান শস্যযোগে ভূমির মোট উৎপন্নের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য যত হয়, বর্দ্ধিত খাজানা কোন স্থলে তাহার পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাত্মকলিপি।

পাণ্ডুলিপির মূলসূত্র।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রশস্ত হেতুমূলে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত আইন একক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপির দ্বারা তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সন্তোষজনক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দুর্বলের সহায় করিতে সক্ষম এরূপ সঙ্গতিপন্ন কৃষকদের হস্তে ভূমির চাষকার্য্য রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশৃঙ্খলতার সুন্দররূপ বৃদ্ধি ও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা হইবে না। আর যে অভিপ্রায়েই লর্ড হার্টিংটন সাহেবেরমতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যত্ত প্রতিপাদন করা যায়, এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেইং অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না এরূপ নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার ও বর্ত্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপ নূতন পথে যাইতে হইতেছে। উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ নহে বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

১৮৮২ সালের ১৭ আগষ্টের বিজ্ঞাপনীর ২১ প্রকরণ।

১৮৮২ সালের ১৭ আগষ্টের বিজ্ঞাপনীর ৯ প্রকরণ।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইন কিং মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করেন, ইহা বুঝা আমি কঠিন দেখিতেছি, অভিপ্রায় ও হেতুবাদে বর্ণনাপত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মন্ত্রিসভার সভ্যদের নিকট পাঠাইবার রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনং গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিষ্ফল হইয়াছে যে বেহারে প্রতিযোগিতার অত্যুচ্চতারে রায়তদের স্থানে খাজানা লওয়া হইয়াছে ও জমীদারের কর্ত্তৃক অত্যাচার ঘটিয়াছে, এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার জমীদারেরা আইনমতে যে খাজানা বৃদ্ধি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা বৃদ্ধি পাইতে পারেন নাই, এবং আপনার বৈধখাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ করিতে পারি, একপক্ষে রায়তদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমীদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা আইনমতে বৃদ্ধি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে ইহা যদি দেখান যাইতে পারে। কিন্তু আমি বেহার সম্বন্ধে নিরঙ্কুশভাবে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি এস্থলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির নামে যেং উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেইং উদ্দেশ্য সাধনার্থ যেং ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূম্যধিকারী বা রায়ত তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না এবং জমীদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে ইহা আমি দেখিতেছি না। পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকভাবের প্রকরণ পরম্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূম্যধিকারীদের মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সত্য বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তাঁহারা ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে চাহেন। প্রত্যুত তাঁহারা নিয়ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূম্যধিকারীদিগকে যেং নির্দ্ধারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেইং স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে, কার্য্যতঃ ঐ নির্দ্দেশ বাক্য ব্যর্থ করা হইবে।

ক্ষতিপূরণ না দিয়া এক শ্রেণীকে তদীয় নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিয়া অন্য শ্রেণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া যাহার উদ্দেশ্য এরূপ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি যে এরূপ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ মত ইংলণ্ডে কোনং উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে এরূপ কোন মতের কথা শুনা যায় নাই এবং ইংলণ্ডেও অগ্রসর চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে চাহেন; এবং যদিও ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব তাঁহার পত্রে বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন শ্রেণীর নির্দ্ধারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপিহইতে যত অসন্তোষ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপিহইতে ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখনও তত জন্মে নাই। মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেণ্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যেং সূত্রানুসারে ব্যবস্থাপনকার্য্য করি বলিয়া অনুমান হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেইং সূত্রের বিরুদ্ধ। আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে।

কাংপকাল চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া পিট সাহেব সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এই নিমিত্ত আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী স্থির করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট পাঠাইলাম।'

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাদিগকে যে২ স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যে২ স্বত্বভোগ করিত, সেই২ স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপনা২ যোত হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমীদারের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী যে চাউল, গম বা অন্য সস্তা শস্য খাদ্যকে কেবল মাত্র "প্রধান শস্য" বলিয়া সংপ্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাজানার হার নিয়মিত হইত।

আমি এস্থলে এই বিষয়ে সার জন শোরের লেখা হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

"কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহুকাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমীদারদের স্থানে জোর করিয়া বৃদ্ধি লওয়া গেলে রায়তদের স্থানে ঐ বৃদ্ধি চাহিবার স্বত্বক্রমে তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন। ভূমির মালিকত্ব কেবল জমীদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়তেরা ঐ স্বত্ব ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত না হইলে, রায়তদের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

"বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় খাজানা গ্রহণ করা না হয়, তথায় ভূমির খাজানা জাম্মা হারানুসারে নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোন২ জিলায় প্রত্যেক গ্রামের স্বতন্ত্র হার আছে। বিঘা প্রতি ভূমির উৎপন্ন ধরিয়া এই সকল হার স্থির হয়। কোন২ ভূমিতে বৎসরে দুই ফসল, কোন২ ভূমিতে তিন ফসল জন্মে। তুঁতগাছ, পান, তামাক ও আখ প্রভৃতি অধিকতরলাভজনক দ্রব্য হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্যের হ্রাস হয়। এই সকল হার ভূমি মাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং তোড়লমলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে ঐ আসলের উপর আর ওয়াব যোগ করা হয়, পরে মূল্য নির্দ্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরে যেরূপ মাপ হইয়াছে, তদনুসারে হার ভেদ হইয়াছে। জমী মাপ করা গেলে সামান্যতঃ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির সহিত চলিত হার দৃঢ় করা হয়।"

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য সস্তা খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তামাক, তুঁত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান্ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্তৃপক্ষের লেখা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটকাফের উল্লেখ করিতেছি, ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাঁহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমীদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

"আমরা আইনেরদ্বারা যে সকল ভূস্বামীর সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তাঁহাদের সপক্ষ নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করা একটী বিষম ভ্রান্তি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ও তাঁহাদিগকে ভূস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আমি বিবেচনা করি আমরা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব রক্ষাকল্পে যে সকল মালিকীস্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্ব্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাঁহাদিগকে দিয়াছি। পূর্ব্ব হইতে অন্যের যে স্বামিত্ব ছিল, আমাদের নূতন সৃষ্ট ভূস্বামীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই স্বামিত্ব নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের ছিল না। যাহা পূর্ব্বে অন্যের ছিল এরূপ একটী ক্ষেত্রও তাঁহাদিগকে আইনতঃ বা ন্যায়ানুরূপে দিতে আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের জমীদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের যে স্বত্ব ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিয়াছিলাম এবং স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে যাহাতে অন্যের স্বামিত্ব বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতেও আমরা সম্পূর্ণ স্বামিত্ব প্রদান করিয়াছিলাম এইরূপ করাতে পুরাতন চাষীমালিক ও দখলীকারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদি ও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে স্বীকার ও বাধ্য হইলেও উহা রক্ষা না করাতে আমাদের আপনা আপনি লজ্জিত হওয়া উচিত। তথাপি আমাদের ঐ ভূস্বামীর নিজ সম্পত্তি বলিয়া যে ভূমি নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাষী বসাইয়াছেন, সেই চাষী ও ভূস্বামী পরস্পর যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আমাদের মনোমত অন্য নিয়ম নির্দ্দেশ করিবার বিধিতঃ তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইতে আমাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূস্বামীকে তাঁহার সমুদয় ন্যায্য স্বত্ব দিতে চাই। আমরা যখন ভূস্বামীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাঁহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা কিয়দংশ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, কখন এরূপ অভিপ্রায় থাকা সম্ভবে না। এরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, তাঁহারা প্রকৃত ভূস্বামী হইবেন এবং যে স্থলে অন্যের পূর্ব্বস্বত্ব বিদ্যমান, তদ্ভিন্ন সেই স্থলে তাঁহারা ভূস্বামী আছেন ও তাঁহাদের ভূস্বামী থাকাই উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বহরণ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আইনমত ক্ষমতা আমাদের ছিল না, তখন ঐ সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূস্বামীদিগকে দিই নাই; এবং আমাদের সৃষ্ট ভূস্বামীদের নিকটে পুরাতন ভূস্বামীদিগকে ও স্থায়ীস্বত্বভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

আইন ঘটিত এইরূপ বিবাদীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে হাই কোর্টের জজদের, আডবোকেট জেনরল সাহেবের ও গবর্ণমেণ্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ স্থিতিরীতি বিষয়ে, তদ্রূপ এই বিষয়েও বিশেষরূপ সন্দিগ্ধভাব দেখিতে পাই। চিরস্থায়ীবন্দোবস্ত জমীদারদের একটী প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্ব্বোৎকৃষ্টমত পাওয়া যাইতে পারে, সিলেক্ট কমিটীর তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনমত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের সারসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রণালী হইতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ "দুর্ব্বৎসর সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সঙ্গতিপন্ন কৃষকদল" সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকেরাই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোনং বিশেষ স্থলে কোর্ফা বিলি নিষেধ হইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিলক্ষণ সম্মত আছি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিজে বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীস্বত্ব এইরূপ নিয়মাধীন থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাস্তেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে হস্তান্তর করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কমিটীতে যে২ সংশোধনের প্রস্তাব করি, তন্মধ্যে দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। স্ত্রীলোক ও নাবালগ প্রভৃতির বেলা সমুদয় ক্ষেত্র কোর্ফা বিলি করিবার অনুমতি দান সূচক সংশোধনটী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাস্তেন্দা কৃষককে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই মর্ম্মের অন্য সংশোধনটী গ্রাহ্য হয় নাই।

এই কথার উত্তম প্রমাণ আছে যে কোর্ফা বিলি করায় কৃষকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা ঘটিত গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর প্রজারা সর্ব্বাপেক্ষা দায়ী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্ফা বা কলায়ত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকে তালুকদার ও খাজানাগ্রহীতার পদে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অস্থাব। অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এক জমী হইতে অন্য জমীতে চালান করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), এইরূপ জমীদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম কিন্তু কমিটী রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহারা ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহারা অন্ততঃ ১২ বৎসর ঐ ভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধ; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনং পরিবর্ত্তন হইতেছে: এই প্রদেশে বৃহৎ২ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিয়ত শিকস্তী ও পয়স্তী ঘটিতেছে: এই প্রদেশের সীমাবর্ত্তী স্থানে সর্ব্বত্র অদ্যাপি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; অধিবাসিত জিলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও নামকর জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রসার হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকস্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাধাবাধি না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের ক্ষেত্র ত্যাগ করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়া, প্রজা অদ্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ গত বার বৎসর দখল করিয়াছে?

The Zemindari Settlement of Bengal নামক স্পষ্টরূপে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ খণ্ডের ৫৫৫-৬০, ও ৮-৯ পৃষ্ঠায় ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বেসরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

সকল রায়তের দখলীস্বত্ব আছে এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে কএকটি স্থলের উল্লেখ করিব, যে২ স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি —

১ম — গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যে২ স্থলে ভূম্যধিকারী দখল পায়, সেই২ স্থলে যে বাকীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই স্বভাবতঃ ক্রেতাকে কোন কাগজ দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিবেন?

২য় — যে স্থলে একজন জমীদার কিম্বা অন্যান্য পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মহালের জন্য পত্তনী বা ঠিকা আমলে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে খণ্ডন করিবেন?

কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের ক্ষেত্রের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে নূতন জমি লইলে, যে দিন তাহার সহিত ঐ গ্রামের বন্দোবস্ত হয়, সেই দিন তাহাতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ২ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। সে কেবল কোর্ফা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার "মহাল" শব্দ অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎ খণ্ড বুঝাইতে পারে। "গ্রাম" শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। গ্রামের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে ও উহাতে বিশেষ স্থান বুঝায়।

খাজানা বৃদ্ধি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদায় বিষয়ে জমীদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পর মর্ম্মসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে কেবল তিনটী কারণ বশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করার অনুমতি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারন এই যে, রায়তের ব্যয় বা পরিশ্রম ব্যতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই সূত্র ধরিয়া বৃদ্ধি দেওয়া ন্যায্য, কিন্তু কার্য্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ "বৃদ্ধি" আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা বৃদ্ধি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমীদার ঘরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও যে সকল সময়েই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমীদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে বৃদ্ধি পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

যাহাহউক, যে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিক মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য বৃদ্ধি জানার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যবৃদ্ধির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমীদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান আইনের শব্দরচনা সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে তদ্ভিন্ন অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অতিরিক্ত বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র শুদ্ধ খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমার মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্ত্তন হইলে জমীদারেরা তাহার উপকার ভোগ করিবে এ কথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সর জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তথায় যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্যও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমিতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ব্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হইল।

বিবাদীয় স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার দিবার যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজানাবৃদ্ধির হার সীমাবদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে যেরূপ অনুসন্ধান লইতে হইত, তাহাতে কোন্ হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের জ্ঞানাধীন এই বিধান থাকিলেও টাকায় চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ঘরাও খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন্ বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। ঘরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি পাওয়া জমীদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে ভবিষ্যৎ বিবাদের জন্য কোনরূপ ছিদ্র থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্ব্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভায় উত্থাপিত আদিম পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনের ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করায় বর্ত্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কার্য্য করা দুর্ঘট হইয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেস্থলে এরূপ এজমালী ভূস্বামিদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে ঐ সম্পত্তির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্ব্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭০ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্য্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্ব্বে, সরকারী কার্য্যাধ্যক্ষেরা ও অভিযোক্তাগণ প্রকৃতপক্ষে কতদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি কি ফল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটীতে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা যাইবে এবং

তদবধি এবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন অপ্রচলিত বলিয়া যথাবিহিত প্রকারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্ব্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্ব্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও শ্রেণীবদ্ধ করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন ন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না যে শিক্ষার ও সাম্যবাদের বহুল প্রচারের সহিত রায়তদিগের উপকারার্থ গবর্নমেণ্টের পিতৃস্থানীয় ভার রক্ষা করার কোন আবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও তালুকের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির সৃষ্ট নূতন তালুকদারেরাও আপনাদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জেলার জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ স্থলে জজসাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা তজ্জন্যরূপ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এস্থলে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধারণের ব্যয় ও তত্ত্বাবধারকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থলেই তত্ত্বাবধারণের খরচ মহালের মোট আয়ের শতকরা ১১ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থলে গবর্নমেণ্টের অধীন কোর্টঅবওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধারণের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

"দেওঘর দেওঘরে হার ভিন্ন ভিন্ন, রাজশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ১৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধারণ প্রণালীর পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে) উড়িষ্যায় শতকরা ৫১ টাকা [বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা]"

এতদ্ভিন্ন আমি এই মর্ম্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শান্তিভঙ্গহেতু কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহালে ও যেস্থলে রায়তেরা জমীদারকে বিরক্ত করিবার জন্য শান্তিভঙ্গ অপরাধে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজারা এজমালী কার্য্যাধ্যক্ষ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুচারু রূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর একণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্যকর।

সিলেক্ট কমিটীতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্য্যাধ্যক্ষ সমস্ত এজমালী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, প্রথমে কার্য্যাধ্যক্ষের স্বার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত মাত্র, যে গবর্নমেণ্ট কার্য্যকারক তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন তাঁহার কার্য্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধারণে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়তের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমীদারকে বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রায়তদিগের নিকট কমিশন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্য্যাধ্যক্ষের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিত যত্ন করিয়া এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, ভূমি সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণে যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এবিষয়ে রাজপুরুষদিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন নাই, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্নমেণ্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্নমেণ্ট যে শ্রেণী হইতে আমীন ও পুলিস ইনিস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই শ্রেণী হইতেই কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিস ইনিস্পেক্টরই এদেশের একটী প্রধান বালাই! এরূপ চাকরীতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্নমেণ্ট কার্য্যাধ্যক্ষ করিবার জন্য উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় ভদ্রলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ভূস্বামীদের আয় অতি অল্প; আর আজি কালি শান্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্নমেণ্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জন্য এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপ অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্ব্বদা বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও তাঁহার সেরেস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমীদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেক্ট কমিটীতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়নার্থ অনুরোধ করা হইবে। কিন্তু আমরা জমীদার, আমরা বলি যে কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা অনির্ণীত থাকা উচিত নহে এবং ব্যবস্থাপক সভার স্পষ্টরূপে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সত্য সত্যই এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে হাই কোর্ট ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নিশ্চয়রূপে জমীদারদিগকে প্রদত্ত আইনসঙ্গত স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মন্ত্রণা করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপির ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমীদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমীদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দ্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমীদার ও প্রজাকে জরীপের হাঙ্গাম সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাপের প্রাচীন প্রণালীমতে সকল জমীদারই নিয়মিত সময়ান্তরে তাঁহাদের মহালের মাপ করেন এবং তাঁহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটা মোটি মাপের কাগজ আছে; অনেকে আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইঁহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের কাগজপত্রে রায়তের যোতের সূক্ষ্ম পরিমাণ ও ঠিক জায়গা ও জমীর গুণ ও দেয় খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অল্পসংখ্যক জমীদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাঁহারা প্রত্যেক রায়তকে তাঁহার ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া খতিয়ানে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লন। জমীদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খাস মহালে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কার্য্যকারকের যেরূপ হাজির করাণের ক্ষমতা আছে, তাঁহার সে ক্ষমতা নাই; সুতরাং তাঁহাকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয় ও সুতরাং তাঁহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমীদারের নির্দ্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় সে সকল গ্রামে জমীদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উহাতে হাত দেওয়া উচিত; কি বিচারে যে যাহারা ইচ্ছা করে না তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারিনা। জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া অনন্ত মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমীদারদিগকে স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। ইহাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যেসকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারাও কোন না কোন রূপ স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই, এমন অনেক জমীদার আছেন যাঁহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমায় দুষ্পরিহার্য্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমীদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জনও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অল্পসংখ্যক লোকের স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে আট বৎসর কালও অল্প সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহাহইলে প্রজার স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না? বাজালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই প্রজা। এবিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘসময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, ব্যয়, হয়রাণ ও দুশ্চিন্তায় কি সকল শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তদ্ভিন্ন অন্য গ্রামে জরীপ প্রবর্ত্তিত করা অনাবশ্যক।

জমীদারের রেজিষ্টরী।—খামার বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার মতভেদপ্রকাশকালে এরূপ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপির ১৩ অধ্যায়।—ক্রোক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অব্যর্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্ত্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর। স্যর জেমস কেয়ার্ডের ন্যায় প্রধান প্রামাণিক ব্যক্তি ও যে সকল মহালে "খাজানা দিব না" বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তথায় জমীদারের বিভ্রাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত জানুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও একরূপ বিভ্রাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভরসা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসঙ্গত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও ব্যয়শূন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্য্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচার সঙ্গত ও ব্যয়শূন্য কার্য্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্ত্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্ত্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজের অধীন নহে এবং এজন্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিপত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পুর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার মত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অর্দ্ধ যাযাবর অবস্থায় থাকে এবং এক ফসলের অধিক কাল এক জায়গায় বাস করে না তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে বিস্তর হানি হয়, যদি রায়তেরা খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিবা মাত্র তাহারা চিরদিনের মত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কর্ম্মচারীর ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পঁহুছিবার পুর্ব্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে, এরূপ কার্য্যপ্রণালীতে যে জমীদারের উপর কেবল কোর্টফী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য নূতন ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অর্দ্ধযাযাবর প্রজা শস্য কর্ত্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমীদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজুকরাই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমীদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেক্ট কমিটীর হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে ওরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমীদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট ঐ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংপ্রতি তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেণ্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সুর্য্যাস্তের পুর্ব্বে তাহারা গবর্ণমেণ্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইবে। অথচ গবর্ণমেণ্টকে দিতে এক দিনেরঅন্যথা হইলে যাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

এক্ষণে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্ত্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষাগত সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিষ্কৃত হইতেপারে। অথচ আমি পূর্ব্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছাকরি যে গবর্ণমেণ্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমীদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করায় জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের সুবিচারের অভাব হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখায়, গবর্ণমেণ্ট নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্য্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পুর্ব্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমীদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

২৭ শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্ত্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান চুক্তি যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেণ্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসঙ্গত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির ব্যবহার দ্বারা অসন্দিহান কৃষককুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন অনুসারে বর্ত্তমান যে বন্দোবস্ত স্থায়ীরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার এরূপ অযথা ভাঙ্গাচুরা করা না হয়।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তেই রায়তের ক্ষতি হইয়াছে এই সিদ্ধান্তটী করিয়া লইয়াই ও জমিদারের অপকারক যে আইন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ ভ্রমাত্মক কারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রায়তের সুবিধা হয়। রায়ত জমীদারের মত কাজ করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু অপরাপর গুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেক্ট কমিটীর মীমাংসায় আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমার বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে যাহা যাহা নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায় আমরা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূস্বামিস্বত্বের হানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেণ্টের আইনের সভাসদ উহা উত্থাপিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্ত্তমান কৃষক শ্রেণীর উপকারার্থে বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এক পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিকারার্থ আর এক বার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কষ্টে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিকট পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ নির্ণয় ও তৎবিষয়ের সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে কল্পনা করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেক্ট কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে রীতিমত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ায় এবং স্থিতিরীতি বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ায়, ও ঐ সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ায়, আমাদের বাদানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রেল। দ্বারভঙ্গা।

সনন্দের অনুবাদ।

সুবা দেওয়ারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আমিল, জায়গীরদার, ক্রোড়ী কার্য্যকারক ও নিজামগণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক যাঁহার আজ্ঞাকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে উক্ত দেওয়ার সুবার অন্তর্গত মুঙ্গের সরকারের ধরমপুর পরগনা ও ত্রিহুত সরকারের দেকাত পরগনা আনুষঙ্গিক ইনাম রসুম প্রভৃতি স্বত্বের সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, উহা এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিজামতের কারপরদাজ ও কার্য্যকারকগণ ঐ রাজাকে তাঁহার রাজভক্তি যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী স্বত্বে বজায় রাখে উঁহার সমস্ত তহবিলে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজভক্ত ও রায়তের হিতৈষী হন তবে ইহাঁর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই মহামান্য সনন্দের অনুগামী হইয়া তাহারা ইহার আজ্ঞানুসারে ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত সনন্দ দাখিল করার জন্য আহ্বান করিবে না।

অভিষেকের ৪২ বৎসরের ২৯ শাওয়াল

ডি. ফিটজপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M A. AND B.L.,
Bengali Translator.

Numb. 2336 [২৩৩৬]. [REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—JUDICIAL.

Simla, the 24th April 1884.

No. 553.—The Honorable W. Macpherson, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort Willam in Bengal, on the forenoon of the 8th instant.

No. 555.—The Honorable H. Beverley, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, on the forenoon of the 9th instant.

A. MACKENZIE,
Secretary to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—POLITICAL.

Simla, the 19th April 1884.

No. 1409*I*.—His Excellency the Viceroy and Governor General is pleased to confer upon Babu Nobo Kristo Ghose, late an Assistant Superintendent of Police under the Government of Bengal, the title of "Rai Bahadur" as a personal distinction

C. GRANT,
Secy. to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Simla, the 25th April 1884.

No. 507.—Privilege leave for three months having been granted to Babu Rajaninath Ray, Officiating Assistant Comptroller-General, and Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General in consequence, Babu Rajaninath Ray made over and Mr. T. H. Biggs received charge of the duties of Assistant Comptroller-General after noon on the 5th April 1884.

No. 615.—Mr. R. H. Kelly having been appointed to officiate as Post Master, Calcutta during the absence, on privilege leave, of Mr. E. Hatton, assumed charge of the duties of his appointment after noon on the 14th April 1884.

D. M. BARBOUR,
Secy. to the Govt. of India.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

হোম ডিপার্টমেণ্ট

বিজ্ঞাপন—জুডিশ্যল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।

৫৫৩ নম্বর।—মান্যবর শ্রীযুত ডবলিউ, মাকফরসন সাহেব, সি, এস, এই মাসের ৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের একটিং জজস্বরূপ স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন।

৫৫৫ নম্বর।—মান্যবর শ্রীযুত এচ, বেবর্লী সাহেব, সি, এস, এই মাসের ৯ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের একটিং জজস্বরূপ স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন।

এ, মাকেঞ্জি,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

ফরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।—পোলিটিকাল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।

১৩০৯। নম্বর।—মহিমান্বিত শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অধীন পোলিসের ভূতপূর্ব্ব আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিলেন।

সি, গ্রাণ্ট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।

৫০৭ নম্বর।—একটিং আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলর জেনরল শ্রীযুত বাবু রজনীনাথ রায়কে তিনমাসের অনুগ্রহের ছুটী দেওয়া প্রযুক্ত শ্রীযুত টি, এস, বিগস সাহেব আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে শ্রীযুত বাবু রজনীনাথ রায় ১৮৮৪ সালের ৫ আপ্রিলের অপরাহ্নে শ্রীযুত টি, এস, বিগস সাহেবের প্রতি আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলর জেনরলের কর্ম্মের ভার অর্পণ করিলেন, ও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন।

৬১৪ নম্বর।—শ্রীযুত ই, ইটন সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুত আর, এস, কেম্প সাহেব কলিকাতার পোষ্ট-মাষ্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৪ আপ্রিলের অপরাহ্নে আপন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

ডি, এম, বারবর,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVEROR OF BENGAL.

No. 1980 A.

GENERAL.—*The* 16*th April* 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, M.A., Temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Bogra district.

Baboo Hurry Pado Ghose is appointed temporarily to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Baboo Gunga Narain Roy, and is posted to the Chittagong Hill Tracts district for employment on survey and settlement work in that district.

Moulvie Azhurul Huq, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is transferred temporarily to Sewan in that district, during the absence, on leave, of Moulvie Azhurul Huq, or until further orders.

Mr. C. F. Worsley, Officiating Magistrate and Collector, Chumparun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 12th May next.

Mr. E. R. Henry, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chumparun, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on leave, of Mr. C. F. Worsley, or until further orders.

Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is allowed furlough for one year, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

The 17*th April* 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Hooghly, is transferred to the Bogra district.

In modification of the order of the 26th ultimo, Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders, with effect from the 22nd idem.

The 21*st April* 1884.—The services of Mr. E. G. Colvin, Assistant Magistrate and Collector, 24-Pergunnahs, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Grish Chunder Sircar, Sub-Deputy Collector, Julpigoree, is transferred to Rungpore, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22*nd April* 1884.—Mr. J. Monro, Commissioner of the Presidency Division, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 6th instant:—

Mr. H. L. Oliphant.	Mr. A. A. Wace.

Baboo Sheonundun Lal Roy, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for fifteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is allowed leave for three months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May 1884.

Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Jessore, during the absence, on leave, of Mr. F. W. V. Peterson, or until further orders.

[*Government Gazette,* 6*th May* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৯৮০ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—নদীয়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বগুড়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন;

শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু হরিপদ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্ত চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলায় জরীপ ও বন্দোবস্তের কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে উক্ত জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হক যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হকের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মবারক আলি, কিয়ৎকালের জন্যে উক্ত জিলার অন্তর্গত সেওয়ানে অবস্থাপিত হইলেন।

চাম্পারণের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত সি, এফ, ওর্সলী সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মে মাসের ১২ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত সি, এফ, ওর্সলী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চাম্পারণের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই, আর, হেনরি সাহেব উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই, আর, মিডলটন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—হুগলীর সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, সি, লয়ড সাহেব বগুড়া জিলায় প্রেরিত হইলেন।

গত মাসের ২৬ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত টি, ই, কক্সহেড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিনাজপুরের কিয়ৎকালীন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, সি, ট্যুট সাহেব উক্ত মাসের ২২ তারিখ অবধি উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—২৪ পরগনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ই, জি কলবিন সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

জলপাইগুড়ির সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র সরকার রঙ্গপুর জিলার স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব রাজশাহী খণ্ডের কমিশনর শ্রীযুত জে, মনরো সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৬ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বং গমনের রিপোর্ট করেন।—

শ্রীযুত এচ, এল, অলিফন্ট সাহেব। | শ্রীযুত এ, এ ওয়েন সাহেব।

পাটনার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শিবনন্দনলাল রায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ, ডবলিউ বি, পিটরসন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণের ও ভাগের মন্তব্যমতে ১৮৮৪ সালের ৬ মে অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এফ, ডবলিউ, পিটরসন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, লোহারডগার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, ডবলিউ, মেকাফ সাহেব যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

The 23rd April 1884.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, is allowed furlough for 18 months, under sections 50 and 92 of the Civil Leave Code, with effect from the 29th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. Gordon Leith, Barrister-at-Law, is appointed to act as Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs under this Government, during the absence, on leave, of Mr. G. C. Kilby, or until further orders.

The 24th April 1884.—Mr. C. W. Bolton, Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act as Magistrate and Collector of Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

This cancels the order of the 1st instant, appointing Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, to act as Magistrate and Collector of Pubna.

Baboo Troylucko Nath Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Muddehpoorah Bhagulpore, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Bongong subdivision of that district.

Baboo Mohendro Nath Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bongong Jessore, is transferred to the sudder station of the district of Monghyr, with effect from the date on which he joined that district.

Munshi Wajid Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Hajeepore, Mozufferpore, is allowed leave for one month, under section 138-?, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 28th April 1884.—Baboo Behary Lal Mukerjee, Sub-Deputy Collector, was on leave, without pay, from the 26th October to the 5th December last inclusive.

Baboo Behary Lal Mukerjee is appointed to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Rai Wopendra Nath Dwardar, Bahadoor, retired.

Baboo Behary Lal Mukerjee will continue to be employed as a Special Deputy Collector under the Public Works Department, Railway Branch of this Government, until further orders.

The 29th April 1884.—Baboo Upendra Chundra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted to the sudder station of the district of Purneah.

Mr. F. H. McLaughlin, Officiating District and Sessions Judge, Pubna, is appointed to be a District and Sessions Judge of the first grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. H. Muspratt, retired.

Police.—*The 16th April* 1884.—Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, acted as a District Superintendent of Police in Assam from the 26th June 1882 to the 14th November 1883, inclusive.

The 29th April 1884.—Mr. J. Cowie is appointed to officiate as an Assistant Superintendent of Police.

Jails.—*The 16th April* 1884.—Surgeon E. G. Russell is appointed, under the provisions of section 12 of Act V of 1876, to be a member of the Board of Management of the Reformatory School established at Alipore for the reception and industrial training of juvenile offenders, *vice* Dr. Nicholson, transferred.

The 17th April 1884.—In supersession of the order of the 24th December last, the late Lieutenant-Colonel R. Beadon, Superintendent of the Alipore and Russa Jails, was on furlough in India, under the furlough rules of 1868, from the 26th December 1883 to the 6th March 1884, inclusive.

Education.—*The 23rd April* 1884.—Mr. J. Van Someren Pope, M.A., Officiating Ispector of Schools, Behar Circle, is confirmed in that appointment.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সুজাত আলি আহম্মদ অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ আপ্রিল।—রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ও প্রয়োজক শ্রীযুত জি, সি, কিলি সাহেব এই মাসের ২৯ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ৫০ ও ৯২ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জি. সি. কিলি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বারিষ্টার-আট-লা শ্রীযুত গর্ডন লীথ্‌ সাহেব এই গবর্নমেন্টের অধীন রাজকীয় মোকদ্দমায় ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেন্টের ও প্রযোজকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত ই, জি, গ্লেজিয়র সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুত সি, ডবলিউ, বোলন্টন সাহেব পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত আর, কর্ণিস সাহেবকে পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

ভাগলপুরের অন্তর্গত মধেপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন, যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বনগাঁ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বনগাঁয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মুঙ্গের জিলায় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সেই জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মুনশী ওয়াজীদ হুসেন, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮—২ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় গত অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ অবধি ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ পর্য্যন্ত বিনা বেতনে ছুটী লইয়াছিলেন।

শ্রীযুত রায় উপেন্দ্রনাথ হালদার, বাহাদুর, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, এই গবর্নমেন্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ে শাখায় বিশেষ ডেপুটী কালেক্টররূপে নিযুক্ত থাকিবেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—ছুটীপ্রাপ্ত একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পুরনিয়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, মসপ্রাট সাহেব কর্ম্মহইতে অবসর গ্রহণ করাতে পাবনার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এস, এচ, মাকলথলিন সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, টি, রিবেট কার্ণাক সাহেব ১৮৮২ সালের ২৬ জুন অবধি ১৮৮৩ সালের ১৪ নবেম্বর পর্য্যন্ত আসামের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—শ্রীযুত জে, কৌই সাহেব পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জেলবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—ডাক্তর শ্রীযুত নিকলসন সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে সর্জন শ্রীযুত ই, বি, রসল সাহেব ১৮৭৬ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার বিধানমতে যুবা অপরাধিদিগকে গ্রহণ করিবার ও শিক্ষাদিবার জন্যে আলিপুরে স্থাপিত চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থ বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—গত ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। আলিপুর ও রসা জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, বীডন সাহেব ১৮৬৮ সালের নিয়মিত ছুটী বিষয়ক বিধিমতে ১৮৮৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর অবধি ১৮৮৪ সালের ৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত নিয়মিত ছুটী লইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ আপ্রিল।—বিহারচক্রের স্কুল সমূহের একটিং ইন্সপেক্টর শ্রীযুত জে, বান সমেরস্ পোপ সাহেব, এম, এ, সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

FORESTS.—*The 25th April* 1884.—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong, is allowed privilege leave for three days, in extension of the leave granted to him under the order of the 15th January 1884.

CUSTOMS.—*The 23rd April* 1884.—Mr. S. J. Kilby, Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, is allowed furlough for six months, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, during the absence, on leave, of Mr. S. J. Kilby, or until further orders.

This cancels the order of the 4th instant, appointing Mr. Sneyd to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. W. D. Pratt, on leave.

PORT TRUST.—*The 29th April* 1884.—Captain G. O'B. Carew, Deputy Director of the Indian Navy, is re-appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

The following gentlemen are appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870 to be Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta :—

Mr. W. Craik, *vice* Mr. F. Prestage, resigned.

" C. H. Moore, *vice* Mr. H. B. H. Turner.

MEDICAL.—*The 16th April* 1884.—Mr. F. J. Murphy, Medical Officer at the Sandheads is allowed leave for one month, under section 135, rule 10, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May next.

The 17th April 1884.—Surgeon R. Macrae, Civil Surgeon of Julpigoree, is allowed leave for two months and ten days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Brojo Nath Chowdry, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the civil station of Julpigoree, during the absence, on leave, of Surgeon R. Macrae, or until further orders.

The 19th April 1884.—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, is allowed furlough for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Surgeon T. R. Macdonald is appointed to act as Civil Surgeon of Mymensingh, during the absence, on furlough, of Surgeon J. Moorhead, or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 20th April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Rampore Beauleah Municipality of Assistant Surgeon Chunder Nath Chowdree to be their Vice-Chairman.

Baboo Bani Kunto Deb is appointed to be a Commissioner of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly.

The 21st April 1884.—Pandit Horo Prosad Sastri is re-appointed to be a Commissioner of the municipality of Naihatty, in the district of the 24-Pergunnahs.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Chandra Sinkur Gupta to be their Vice-Chairman.

The 22nd April 1884.—Mr. G. Sam, District Traffic Superintendent, East Indian Railway is appointed to be a Commissioner of the Sahebgunge Municipality, in the Sonthal, Pergunnahs district.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

বন্দরবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।—চট্টগ্রামের বন্দরের একটিং ডেপুটী বন্দররক্ষক শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এম, গ্রীন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত তিন দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

কষ্টমবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ আপ্রিল।—কষ্টমের মাসুল চুরী নিবারণ কার্য্যের ও শালিখার লুনগোলার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এস, জে, কিল্বি সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এস, জে, কিল্বি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জে, এ, পি, স্নাইড সাহেব, কষ্টমের মাসুল চুরী নিবারণ কার্য্যের ও শালিখার লুনগোলার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেব ছুটী লওয়াতে শ্রীযুক্ত স্নাইড সাহেবকে ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্তকরণ বিষয়ক এই মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

পোর্টট্রষ্ট বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—ইণ্ডিয়ান নেবির ডেপুটী ডৈরেক্টর কাপ্তান শ্রীযুক্ত জে, ও' বি কার সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষসাধনার্থ কমিশানরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষসাধনার্থ কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত এফ, প্রেষ্টেজ সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ক্রেক সাহেব।
" এচ, বি, এচ, টনর সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত সি, এচ, মুর সাহেব।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—গঙ্গাসাগরের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত এফ, জে, মনি পেনি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ১২ প্রকরণমতে আগামি মে মাসের ৬ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—জলপাইগুড়ির সিবিল চিকিৎসক সর্জ্জন শ্রীযুক্ত আর, মাকে সাহেব আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পরে যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

সর্জ্জন শ্রীযুক্ত আর, মাকে সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চৌধুরী জলপাইগুড়ির সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসক সর্জ্জন শ্রীযুক্ত জে, মুর হেড সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

সর্জ্জন শ্রীযুক্ত জে, মুরহেড সাহেবের নিয়মিত ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সর্জ্জন শ্রীযুক্ত টি, আর, মাকডনালড সাহেব ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ আপ্রিল।—রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটীর কমিশানরেরা আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বাণীকণ্ঠ দেব হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রি ২৪পরগনা জিলার অন্তর্গত নৈহাটী মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশানরেরা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি, সাম সাহেব সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬৮৫।]

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Sital Singh. | Baboo Haridas Marwari.

Road Cess.—*The* 18*th April* 1884.—Mr. C. Ambler is appointed to be a member of the Monghyr District Road Committee.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 106.—*The* 14*th April* 1884.—In consequence of the return to duty of Lieutenant-Colonel T. B. Michell, Deputy Commissioner, fourth grade, who is appointed to act in the second grade of Deputy Commissioners, the following officers reverted to the grades specified against their names, with effect from the 27th February 1884:—

To Deputy Commissioner, third grade, Mr. J. K. Wight, c.s., Officiating Deputy Commissioner, second grade.

* * * * *

To Assistant Commissioner, first grade, Mr. A. J. Primrose, c.s., Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, with effect from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, second grade, Mr. J. D. Anderson, c.s., Officiating Assistant Commissioner, first grade, from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, third grade, Mr. R. S. Greenshields, c.s., Officiating Assistant Commissioner, second grade, from the 12th March 1884.

No. 107.—The following promotions are made in the Assam Commission with effect from the 1st March 1884, in consequence of the transfer of Mr. O. G. R. McWilliam, c.s., to Bengal, notified in Government of India notification, in the Home Department, No. 270, dated the 22nd December 1883:—

* * * * *

Mr. J. Knox Wight, c.s., Assistant Commissioner, first grade, to be Deputy Commissioner, fourth grade.

* * * * *

Mr. J. Kennedy, c.s., Supernumerary Assistant Commissioner, second grade, is absorbed in that grade.

No. 111.—*The* 17*th April* 1884.—In consequence of the departure, on leave, of Mr. A. J. Primrose, Officiating Assistant Commissioner, first grade:—

Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, second grade, to act in the first grade, with effect from the 23rd March 1884.

Mr. R. S. Greenshields, Assistant Commissioner, third grade, to act in the second grade, *vcie* Mr. Anderson.

F. B. Peacock,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18*th April* 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to extend to the Bansberia Municipality, in the district of Hooghly, in accordance with the recommendation of the Commissioners made at a meeting, the provisions of sections 237, 238, 239 240, 241, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 285, 286, 287 and 288 of Act V (B.C.) of 1876, and so much of section 235 as refers to drains only; and also to extend the provisions of section 236 of the Act to the Shahagunge and Trivanee road situated within the said Municipality, and whereas no valid objection has been raised to the proposal, the Lieutenant-Governor, in the exercise of the powers conferred upon him by section 234 of the said Act, directs that the extension shall take effect from the 1st June 1884.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

[*Government Gazette*, 6*th May* 1884.]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু শীতল সিংহ। | শ্রীযুত বাবু হরিদাস মাড়ওয়ারী।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—শ্রীযুত সি, আম্বলার সাহেব মুঙ্গের জিলার পথ-কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটহইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১০৬ নং।—১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশ্যনর লেপ্টেনেন্ট-কর্ণেল শ্রীযুত টি, বি, মিচেল সাহেব ডেপুটী কমিশ্যনরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার কর্ম্মে প্রত্যাগমন প্রযুক্ত নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা ১৮৮৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অবধি আপনং নামের পার্শ্বলিখিত শ্রেণীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটিং ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুত জে. কে, ওয়াইট সাহেব, সি, এস, তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশ্যনরের পদে।

* * * * *

চতুর্থ শ্রেণীর একটিং ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুত এ, জে, প্রিমরোস সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের ১২ মার্চ অবধি প্রথম শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনরের পদে।

প্রথম শ্রেণীর একটিং আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত জে. ডি, আণ্ডরসন সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের ১২ মার্চ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনরের পদে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটিং আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত আর. এফ. গ্রীনফিলডস সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের ১২ মার্চ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনরের পদে।

১০৭ নম্বর। হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ২২ ডিসেম্বরের ২৭০ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত শ্রীযুত ও, জি. আর, মাকউলিয়ম, সি. এস, সাহেবকে বঙ্গদেশে প্রেরণহেতু ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি আসাম কমিশনে নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করা গেল।

* * * * *

প্রথম শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত জে. নক্স ওয়াইট সাহেব, সি, এস. চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনর হইবেন।

* * * * *

দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত জে, কেনেডি সাহেব, সি. এস, সেই শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১১১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—প্রথম শ্রেণীর একটিং আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত এ. জে, প্রিমরোস সাহেব, ছুটী লইয়া গমন করাতে—

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত জে. ডি, আণ্ডরসন সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৩ মার্চ অবধি প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিবেন।

শ্রীযুত আণ্ডরসন সাহেবের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত আর, এফ. গ্রীনফিলডস সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম্ম করিবেন

এফ, বি. পীকক.
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মুনিসিপালিটীর অভ্যাগত কমিশনরগণের অনুমোদনক্রমে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৮২, ২৮৬, ২৮৭, ও ২৯৮ ধারার বিধান [illegible] ২৩১ ধারার যে অংশ কেবল [illegible] নির্ম্মাণের পথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই অংশ উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করণার্থে এবং উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে স্থিত শাহাগঞ্জ ও ত্রিবেণীর পথে উক্ত আইনের ২৩৬ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও সেই প্রস্তাব সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ কোন আপত্তি উপস্থিত না হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২৩৪ ধারা মতে অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি উক্ত প্রচলন ফলবৎ হইবার আজ্ঞা করিতেছেন।

ই. এম. [illegible]
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

NOTIFICATION.

The 21*st April* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee, under bye-law No. 2 of the Bye-laws framed under Act IV (B.C.) of 1871, for the town of Gya, to assist the Magistrate and the Health Officer in carrying out the provisions of the Act within the said town :—

Official Members.

W. Rattray, Esq , Deputy Magistrate and Deputy Collector.
Baboo Pran Kumar Das, Deputy Magistrate and Deputy Collector.
„ Bhup Sen Singh, Government Pleader.

Non-official Members.

Baboo Durga Sankar Bhattacharjee, Zemindar.
„ Ram Nath Singh, Zemindar.
„ Behari Lal Barik, Gyawul.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21*st April* 1881.—It is hereby notified [illegible] general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 7[illegible], Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, to sanction the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on [illegible] and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also [illegible] in the exercise of the same power to sanction the levy by the Commissioners, under section [illegible] of the Act of a fee on the registration, under section 135, of [illegible] habitually used within the municipality.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24*th April* 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints Mr. J. E. Caithness to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. W. Alexander.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26*th April* 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints the Hon'ble R. Miller to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. H. Pratt.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26*th April* 1881.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. T. Jones of his appointment as a Commissioner of the Town of Calcutta.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 6*th May* 1884.]

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints Mr. C. E. Buckland, c.s., to be a Commissioner of the town of Calcutta *vice* Mr. T. Jones, resigned.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th April 1884.—Under section 18, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be *ad interim* Commissioners of the Patna Municipality until the election of Commissioners is held under the new Municipal Act:—

Moulvie Khoda Bux Khan.
Rai Jai Kissen.
Rai Kashi Pershad.
Baboo Guru Prosad Sen.
Syed Quazi Reza Hossein.
Syed Fuzlur Rahman.
Syed Tajamul Hossein.
Syed Ali Mahamed.
Syed Jafer Hossein.
Syed Amir Hossein.
Baboo Lukhraj Bahadoor.
" Krishna Chunder Ghose.
Baboo Raj Kishoon Lall.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[illegible] 1884.

From—Lembo[illegible] | To—Calcutta.
From—General Secretary | To—Bengal.

Extract telegraphs from Cairo [illegible]—Quarantine imposed here on arrivals from Bombay.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1981 A.

The [illegible] April 1884.—Under the authority vested in him by the final clause [illegible] section 357 of the Code of Criminal Procedure (Act X of 1882), the Lieutenant-Governor empowers Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate of Kooshtea, Nuddea, to take down evidence in criminal cases in the English language, with effect from the date on which he took charge of that sub-division.

The 16th April 1884.—Baboo Ganga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Saroda Prosad Basu, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bagirhat, during the absence, on leave, of Baboo Koilash Chunder Mozoomdar, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Saroda Persad Roy Chowdry of his appointment of Honorary Magistrate of the Kandi bench, in the district of Moorshedabad.

Baboo Kunjo Behary Ghose is appointed to be an Honorary Magistrate for this Bench, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আপ্রিল।—শ্রীযুত টি, জোন্স সাহেব কর্ম্মত্যাগ করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬ ধারামতে শ্রীযুত সি, ই, বকলাণ্ড, সি, এস, সাহেবকে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—নূতন মুনিসিপল আইনমতে যাবৎ কমিশ্যনরগণ মনোনীত না হন শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৮ ধারামতে নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে পাটনা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।—

শ্রীযুত মৌলবী খোদাবক্স খাঁ।
,, রায় জয়কৃষ্ণ।
,, রায় কাশীপ্রসাদ।
বাবু গুরুপ্রসাদ সেন।
সৈয়দ কাজি রেজা হুসেন
,, সৈয়দ ফজলর রহমান।

শ্রীযুত সৈয়দ তজমল হুসেন।
,, সৈয়দ আলি মহম্মদ।
,, সৈয়দ আসগর হুসেন।
,, সৈয়দ আমির হুসেন।
বাবু লথরাজ বাহাদুর।
,, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীযুত বাবু বালকৃষ্ণ লাল।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ২৭ আপ্রিল।

শ্রীযুত ইগটন সাহেব কাইরোহইতে এইরূপ টেলিগ্রাম করিয়াছেন।—বোম্বাইহইতে যেস কল জাহাজ আইসে, তাহার উপর এখানে কারাণ্টাইন ধার্য্য হইল।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যল ডিপার্টমেন্ট।

১৭৮১ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।—নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টায়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সৈয়দ মহম্মদ ইস্রাইল যে তারিখে উক্ত মকুদ্দমার কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩১৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি সেই তারিখ অবধি তাঁহাকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

১৮৮০ সাল ১৬ আপ্রিল।—বগুড়ার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদারের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু সারদাপ্রসাদ বসু, বি, এল, যশোহর জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বাগেরহাটে স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সাধারণতঃ তথায় অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু সারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কান্দি বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষ এই বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২ মে।]

The 17th April 1884.—Mr. G. C. Sconce (Barrister-at-Law), Fourth Judge, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Third Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. R. S. T. MacEwen, or until further orders.

Mr. T. Jones (Barrister-at-Law), Registrar and Chief Ministerial Officer, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Fourth Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. G. C. Sconce, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen (Barrister-at-Law), Munsif of Sealdah, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Registrar and Chief Ministerial Officer, Small Cause Court, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. T. Jones, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen is invested, under section 14 of Act XV of 1882 (the Presidency Small Cause Courts Act), with the powers of a Judge for the trial of suits in which the amount or value of the subject-matter does not exceed Rs. 20.

The 18th April 1884.—Baboo Narayan Chandra Naik, Tehsildar of Ungul, exercising powers of a Magistrate of the second class, is vested, under section 32, Act X of 1882 (The Code of Criminal Procedure), with the power to pass sentences of whipping.

The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Gurwah Bench, in the district of Lohardugga, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Runjeet Singh.	Baboo Goburdhun Ram.
,, Dukhi Sahu.	Sheik Neazan.

Dubey Gopidhur.

Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers, under sections 110, 113, and 260, of the Code of Criminal Procedure.

The 21st April 1884.—Shah Mahomed Yakub is appointed to be an Honorary Magistrate for the Kharackpur Bench, in the district of Monghyr, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 28th April 1884.—Baboo Purna Chander Mitter, B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders

Grant of Leave to Munsifs.—*The 25th April* 1884.—Baboo Mohim Chandra Sarkar Munsif of Barabazar, in the district of Manbhoom, is allowed leave of absence for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or from any date on which he may avail himself of it

The 26th April 1884.—Baboo Jogendronath Deb, Additional Munsif of Gya, is allowed leave of absence for one month and a half, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, on half-pay, with effect from the date on which he may avail himself of it.

F. B. Peacock,
Secy. to the Govt. of Bengal

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified that the Chintaman, Hemtabad, and Patnitollah Munsifis, in the district of Dinagepore, shall henceforth be designated the Phulbari, Raigunge, and Balughat Munsifis respectively.

F. B. Peacock,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত আর, এস, টি, মাকইউয়েন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার ছোট আদালতের চতুর্থ জজ বারিষ্টার আট-ল শ্রীযুত জি, সি, স্কন্স সাহেব উক্ত আদালতের তৃতীয় জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত জি, সি, স্কন্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার ও প্রধান আমলা বারিষ্টার-আট-ল শ্রীযুত টি, জোন্স সাহেব উক্ত আদালতে চতুর্থ জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত টি, জোন্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগণার অন্তর্গত শিয়ালদহের মুনসেফ বারিষ্টার-আট-ল শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ সেন কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের ও প্রধান আমলার কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ সেন বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য ২০, টাকার অধিক না হইলে সেই মোকদ্দমার বিচার করণার্থ মফস্বলীয় ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১৫ আইনের ১৪ ধারামতে জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রান্ত কর্ম্মকারি অঞ্চলের তহশীলদার শ্রীযুত বাবু নারায়ণচন্দ্র নায়ক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩২ ধারামতে কদাচিৎ দণ্ডাজ্ঞা করণের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা লোহারডগা জিলার অন্তর্গত গড়ওয়া বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রণজিত সিংহ।	শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন রাম।
„ „ ভূখী সাহু।	„ শেখ নিয়াজান।

শ্রীযুত দোবে গোপীধর।

কটকের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত কে, জি, গুপ্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০, ১০৩ ও ২৬০ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—শ্রীযুত শাহ মহম্মদ টয়াকুব মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত খড়কপুর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু মতিলাল হালদারের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র, বি, এল, ২৪ পরগনা জিলায় মুন্সেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারুইপুরে অবস্থাপিত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।—মানভূম জিলার অন্তর্গত বড় বাজারের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহিমচন্দ্র সরকার আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১১৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—গয়ার আডিশানল মুনসেফ শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে অর্দ্ধ বেতনে দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত চিন্তামন, হেমতাবাদ ও পত্নীটোলা মুনসেফী এই অবধি ক্রমান্বয়ে ফুলবাড়ী, রাইগঞ্জ ও বালুঘাট মুনসেফী নামে খ্যাত হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 28th April 1884.

No. 179.—*Leave.*—Mr. W. deW. Peel, Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem*, and Under-Secretary in this department, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 16th April 1884.

No. 180.—*Notification.*—Mr. F. J. E. Spring, Executive Engineer, third grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is appointed to officiate as Under-Secretary in this department during the absence, on privilege leave, of Mr. W. deW Peel.

No. 181.—*Leave.*—Mr. C. A. Mills, Executive Engineer, third grade, Second Calcutta Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code, with effect from the 14th proximo, or from such date as he may avail himself of it.

RAILWAY.

The 28th April 1884.

No. 182.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Bilaspur, pergunnah Sarai Hamid, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 18 beegahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the—

Plot 1.—North by the river Bagmati, also called Bakya; east by the holdings of Saikh Nabi, Mossamut Rahooari, Shaikh Sharafuddin, and Shaikh Maddi; south by the aforesaid river; west by the holdings of Maddi, Shaikh Sharuffuddin, Nanku Mian, Mosahib Choudhri, Enayut Choudhri, Mohamad Salah Choudhri, and Mohamad Shah Choudhri.

Plot 2.—North, east, and south by the river Bagmati, and west by waste land of which the land required forms a part, is required within the aforesaid village of Bilaspur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No 183.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Jagdispur, pergunnah Kharsar, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 24 beegahs 4 cottahs 7 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the holdings of Madhukur, Bhola, Reepan, Goghan, Jhumak, Keshwar Singh, Babulal Singh, Rashid Mian, Gobind Singh, Ram Nath Singh, and public road; east by the river Bagmati; south by the holdings of Bhagju Singh, Ghoghan, Babul l Singh, Chand Singh, Ram Lal Singh, Gobind Singh, Sahdaon Singh, and public road; west by the aforesaid river, is required within the aforesaid village of Jagdispur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No. 184.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for public purposes, viz. for addition and alteration of locomotive sidings and turntable at Mokameh station, in the village of Mokameh, pergunnah Ghyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for above purpose one plot of land is required, as follows:—

Plot No. 1.—Measuring local 7 beegahs 16 cottahs, bounded on the north and east by the East Indian Railway Company's land; south by the adjoining land belonging to Kassey Sing, Toolsee Sing, Joomon Sing, and others, and west by Talabor Sing, Tahul Singh and Nilcomul Mitter's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।

১৭৯ নম্বর।—ছুটী।—কিয়ৎকালীন স্থায়ী তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র ও এই কার্য্য-বিভাগের ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৯ আপ্রিলের অপ-রাহ্ণ অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে বানারস-কটক রেলওয়ে সরবের তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এফ, জে, ই, স্প্রিং সাহেব এই কার্য্যবিভাগের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮১ নম্বর।—ছুটী।—কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সি, এ, মিলস সাহেব আগামি মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদ-বধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।

১৮২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত সরাই হামিদ পরগনার বিলাসপুর গ্রামে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের বিলাসপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্য্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বিলাসপুর গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১৮।৫৩।। ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই২, —

১ খণ্ড।—উত্তরসীমা বাগমতী নদী, (বকাও বলে,) পূর্ব্বসীমা সেখ নবি, মসম্মৎ রাহুয়ারি, সেখ শরফুদ্দীন ও সেখ মজিদের যোত, দক্ষিণ সীমা উক্ত নদী, পশ্চিমসীমা মজিদ, সেখ শরফুদ্দীন, নান্কু মিঞা, মোসাহেব চৌধুরী, এনায়েৎ চৌধুরী, মহম্মদসালা চৌধুরী ও মহম্মদশাহ চৌধুরীর যোত।

২ খণ্ড। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণসীমা বাগমতী নদী, এবং পশ্চিম সীমা পতিত জমি, ঐ জমির একাংশ প্রয়োজনীয় ভূমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত থারসার পরগনার জগদীশপুর গ্রামে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের বিলাসপুর ষ্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্য্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জলস্রোত ফিরাইবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত জগদীশপুর গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১৪/৪।৬। ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মধুকর, ভোলা, রূপণ, গোখন, কুমক, কেশওয়ার সিংহ, বাবুলাল সিংহ, বশির মিঞা, গোবিন্দ সিংহ, ও রামনাথ সিংহের যোত এবং সরকারী পথ, পূর্ব্ব সীমা বাগমতী নদী, দক্ষিণ সীমা ভাগজু সিংহ, ঘোঘান, বাবু লাল সিংহ, চাঁদ সিংহ, রামলাল সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, সাহদাওন সিংহের যোত ও সরকারী পথ, পশ্চিম সীমা উপরোক্ত নদী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত গয়াসপুর পরগনার মোকামা গ্রামে মোকামা ষ্টেশনে লোকোমটিব সাইডিঙ্গ এবং টর্ণটেবলের সংযোগ ও তৎপরিবর্দ্ধন করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ৭৫১ কাঠা পরিমিত, তাহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জমি, দক্ষিণ সীমা কাশী সিংহ, তুলসী সিংহ ও জুমন সিংহ প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী জমি, এবং পশ্চিম সীমা ভালের সিংহ, টহল সিংহ ও নীলকমল মিত্রের জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

Civil Buildings.

The 28th April 1884.

No. 185.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a burial ground in the village of Bania Khamar, pergunnah Khalispur, in the district of Khoolna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 beegahs 5 cottahs 4 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the newly-planted garden of Haran Das, on the east by the house of Machim Shaikh, on the south by the land of Machim Shaikh and Kasi Nath Kundu, and on the west by the Bania Khamar Road, is required within the aforesaid village of Bania Khamar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 186.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the purpose of making the boundary of the Government estate English Bazar, as well as the premises of the Government circuit-house, permanently compact and uniform, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 2 beegahs, more or less, of standard measurement, and situated in mouzah Mukdompore, mehal Khana Alampore, pergunnah Bhatiagopalpore, zillah Maldah, bounded on the north by the Government compound land, on the south by the Government compound wall and the Government English School Street, on the west by the Mukdompore Street, and on the east by the school tank is required within the aforesaid mouzah Mukdompore.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The [illegible] April 1884.

No. 187.—*Notification.*—Mr. J. R. Swinden, Assistant Engineer, first grade, is appointed, as a temporary measure, to hold charge of the Buxar Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. J. P. Scotland, with effect from the forenoon of the 10th instant.

No. 188.—*Notification.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department:—

Name	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. J. Oldham ...	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	14th March 1884	*Sub. pro tem.*
„ J. A. Price ...	Ditto ...	Ditto ...	16th ditto	*Ditto.*
„ A. E. Behrmann...	Ditt (temporary	Assistant Engineer, first grade.	27th February 1884	Reversion.
„ A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	14th March 1884	Temporary.
„ A. E. Behrmann...	Executive Engineer, fourth grade (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	9th April 1884	Reversion.
„ J. R. Swinden ...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	10th April 1884	Temporary.

No. 189.—The following transfers are made in the interests of the public service:—

Name.	Rank.	From	To
Mr. J. T. Boase	Assistant Engineer, first grade.	Dacca Division ...	Sone Circle.
Baboo Aughore Nath Mookerjee	Ditto ...	Burdwan Division...	Dacca Division.

No. 191.—*Transfer.*—Mr. C. A. White, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Hazaribagh to the Arrah Division.

G. F. E. S. Neill, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy to the Govt. of Bengal, P. W. D.

[*Government Gazette 6th May* 1884.]

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।

১৮৫ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ খুলনা জিলার অন্তর্গত খালিসপুর পরগনার বানিয়া খামার গ্রামে কবর স্থানের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বানিয়া খামার গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২১০। ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা নূতন রোপিত হরদাসের বাগান, পূর্ব্ব সীমা মচিম সেখের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা মচিম সেখ ও কাশীনাথ কুণ্ডুর জমি, এবং পশ্চিম সীমা বানিয়া খামার পথ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৬ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইংরাজ বাজার গবর্ণমেন্ট ইষ্টেটের ও গবর্ণমেন্টের-দাওরাঘরের সীমা স্থায়িরূপে দৃঢ় ও একিরূপ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে মালদহ জিলার অন্তর্গত জাটিয়া গোপালপুর পরগনার মহলখানা আলমপুরের মকদুমপুর মৌজায় স্থিত কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২৵ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের হাতার জমি, দক্ষিণ সীমা গবর্ণমেন্টের হাতার প্রাচীর ও গবর্ণমেন্টের ইংরেজী স্কুল ষ্ট্রীট, পশ্চিম সীমা মকদমপুর ষ্ট্রীট, ও পূর্ব্ব সীমা স্কুলের পুষ্করিণী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

১৮৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত জে, সি, স্কটল্যাণ্ড সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে প্রথম শ্রেণীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত জে, আর, সুইণ্ডেন সাহেব এই মাসের ১০ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে বক্সার খণ্ডের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়র সিরিশ্তায় নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি ও পদে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা করিলেন।—

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ বৃদ্ধির ভাব।
শ্রীযুত এ, জে, ওলডহাম সাহেব	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনির	তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ্চ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
,, জে, এ, প্রাইস সাহেব	ঐ ...	ঐ	ঐ ১৩ মার্চ্চ।	ঐ
,, এ, ই, বেরুমনু সাহেব	কিয়ৎকালীন ঐ ..	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র	১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি	পদে প্রত্যাগমন।
,, এ, ই, বেরুমনু সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র।	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ্চ	কিয়ৎকালীন।
,, এ, ই, বেরুমনু সাহেব	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র	১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল	পদে প্রত্যাগমন।
,, জে, আর, সুইণ্ডেন সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র	১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল	কিয়ৎকালীন।

১৮৯ নম্বর।—রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্ত নিম্নলিখিত স্থানান্তরে প্রেরণ করা গেল।

নাম।	পদ।	যে স্থান হইতে।	যে স্থানে।
শ্রীযুত জে. টি. বোযান সাহেব ...	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র ...	ঢাকা খণ্ড ...	সোণ চক্রে।
,, বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ...	ঐ	বর্দ্ধমান খণ্ড ...	ঢাকা খণ্ডে।

১৯১ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সি, এ, ওয়াইট সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে হাজারীবাগ খণ্ড হইতে আরা খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এন, সি।
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।				
	জেলা ময়মনসিংহ।				
৫০৭১ নং	চর চারিপাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কামারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	১৪৭৮১০ পাই	১১॥৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৫০৮৫ নং	পং ময়মনসিংহ বীল চলজী ...	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৩৮৩৭৲	২০॥৴০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হুসেনশাহী চর ভেলুয়ামারি ...	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৲	২২৭৲	ঐ
৫২৪৯ নং	পরগণে পুখরিয়া চর পারুয়া ...	রামমণী দেব্যা চৌধুরাণী পতির নাম দুর্গাপ্রসাদ খাঁ ও মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫৬১৮৸০ মালিকানা ৬৫৮৲	১৪৯৩।০ মালিকানা ১৩৭৲	ঐ

G. E. MANISTY,
Offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৷৵০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Re.* 1-12.

⁂ The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে।

		টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲	
ডাকমাসুল	"	২৸০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)		৪৲	
ডাকমাসুল	"	১৲	
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য		৷০	
ডাকমাসুল		৴০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর একং আনা।
ডাকমাসুল		৴০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য; কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per issue	20
Half	10

Casual advertisements —4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের [illegible] এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর অধীন কার্য্যালয় ভিন্ন [illegible] সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে [illegible] কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, [illegible] বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট তাহার মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তেহার [illegible] বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই।—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের ...	২
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের মুদ্রিত আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার [illegible] ওয়েষ্ট চৌমহালের অট্টালিকাস্থ বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন কার্য্যবিভাগের আফিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডওয়ার্ড মাথুস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 286—2-6-84—800

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

Dated the 1st May 1884.

To—Calcutta.	From—Bombay.
To Bengal	From—General Secretary.

Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Bombay. Letter follows.

A. P. MacDonnell,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ মে।

বঙ্গদেশ,	বোম্বাই হইতে
কলিকাতায়।	সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

বোম্বাই হইতে যে সকল জাহাজ যায় তাহার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারাণ্টাইন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৬ মে।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সমেত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয়।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আমাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অর্পিত হইয়াছিল। আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি নূতন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আমাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্ত্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি। কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের বোধ হয়। আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্য্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইব। আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদিগের পরামর্শ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর কয়েকজন সভ্য যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় অর্পিত না হয় ততদিন কোন২ বিষয় সম্বন্ধে আপন২ মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন। কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন২ শ্রেণীর প্রজার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানায় ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে যেরূপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে। ইহাও দেখা যাইবে যে "সামান্য রায়ত" এই কথার পরিবর্ত্তে "দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত" এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে, প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাত্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি ন্যায্য আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। পরিশেষে

ইহাও দ্রষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত নহে এরূপ বাস্তুভূমির রায়তদের উল্লেখমাত্র নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সন্ধান জানা আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জানা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদ্দেশের ভিন্ন২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের যোত সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তর্গত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সন্ধান না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে ঐ সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক সন্ধান জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিতে আমরা ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমারেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিহিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবধারিত হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; ঐ অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানা বৃদ্ধির নিষেধ করা হয় নাই, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার কেবল সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত তালুকদারকে তাহার শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকের সৃষ্টি হয়, তালুকের অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও তৎসম্পন্ন করিবার যে খরচ ও ঝুঁকি হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বৰ্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পত্তনী তালুকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণিকা অধ্যায়ের মধ্যে এবং সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে ঐ বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পত্তনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিষ্টরীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটী বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১৩ ধারার (১) উপধারার একটী বাড়তি বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা রহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারের ভুক্ত কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তথায় ২৲ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৬ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। তাহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্ববান হইলে যাবৎ ঐ হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

(৪) এবং রেজিষ্টরীর বহীর লেখার নকল প্রদান বিষয়ক ধারাটী (এক্ষণকার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক আনার অন্যূন বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধার্য্য করেন প্রত্যেক বহীর নকল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা তালুকদারদের প্রতি যেই নিয়ম বর্ত্তে তাহা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়তের প্রতিও বর্ত্তিবে ইহা বিধান করিয়া ঐ নিয়ম গুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়তদিগকে (ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ত এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে তালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়ম গুলির কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র২ বিষয়ের পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমাদের কেবল যে গুলির কথা বলা আবশ্যক তাহাই বলা যাইবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুবৃহৎ মহাল আছে, সেইরূপ কএকটি মহালের সমুদায় অংশেই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎপ্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আয়তনের পরিবর্ত্তে রাজস্বসংক্রান্ত কি শাসন কার্য্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ সুবিদিত দেশখণ্ড ধরিলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এমত বিবেচনা করেন কিনা জানিতে বাঞ্ছা করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে "১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি" কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা সত্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ স্থির করিবার কারণ এই যে, ঐ সময় ঐ সময়াবধি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি পাইবার যুক্তিসঙ্গতরূপ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্ব্ব কোনসময়ে ঐ তারিখ স্থির করা যাইবে তদ্বিষয়ে অধিকতর বিবেচনা আবশ্যক, সুতরাং যে কএকটি কথাতে ঐ সময় সূচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষণ নির্দ্দেশক ২৬ ধারায় (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত দর্শান না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। ইহাতে মোকদ্দমার কার্য্যের সরলতা বিধান করিবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না খাটিলে ভূম্যধিকারী অনায়াসে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন যোত হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়তের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (৬) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি উপধারাটির মর্ম্ম এই ৯৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফায় দেখ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্ব্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাহাতে বুঝিবার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়তের স্বার্থপ্রাপ্ত হওয়াতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দানক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং ঐ পাণ্ডুলিপির ৫৯ ধারায় ব্যাখ্যাত খামার শব্দের অর্থমধ্যে যেই শ্রেণীর [illegible]

গণ্য তাহাতে দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক ঐ ধারাটির পরিবর্ত্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শেষোক্ত ধারায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল শ্রেণীর জমা মিয়াদী পাট্টা ক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

১৭। যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত এরূপে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [৩. ধারা. (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেশাচারের বিরুদ্ধে ঐ ভূমিস্থিত বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি একণে " হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যস্থির হইবার কি আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারায় কএকটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎক্রমে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে ঐ ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা ঐ ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত ঐ ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উইলক্রমে দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমারা ঐ ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উইলক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শেষোক্ত শ্রেণীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদিগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিষ্টরী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং ঐ দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবিলম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি ঐ দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্ব্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিবাহ বিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্ত্তৃক দান স্থলে ঐ দান পূর্ব্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ তদ্রূপ দান সচরাচর উইলক্রমে দানের পরিবর্ত্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী তালুকদার ও তাঁহারা অন্য যে তালুকদারদিগকে ঐ স্বত্বানুযায়ি কার্য্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবিশিষ্ট উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন তালুকদার পূর্ব্বোক্ত স্বত্বানুযায়ি কোন কার্য্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। ঐ অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে, ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত ঐ ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তিরা যাহাতে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশে এবং রায়তের কোর্ফা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত কএকটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্দ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলা যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রধান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার জোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহা তদীয় জোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে ঐ রায়তের কোর্ফা রায়তেরাও বর্ত্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২য় ।—কোন রায়ত আপনার যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা)

এই বিধানগুলি অপর একটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত একটি প্রধান।

১ম ।—কোন রায়ত বয়স হেতুক বা স্ত্রীলোক বলিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্ঘটনাক্রমে কি নির্দ্দিষ্ট একটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্ফা বিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার ঐ কার্য্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২য় ।—যদি কোন রায়ত পূর্ব্বোক্তমতে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে শর্ত্তে ও যে নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত এক্ষণেও সেই শর্ত্তে ও নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

২৭। এই বিধান গুলি লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূম্যধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্ফা প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্য্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্ত্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম না খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলক্ষণ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্ফা বিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়াপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্ফা বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকের ন্যায় সরাসরী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্ফা প্রজারা দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্ফা বিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কার্য্যোপযোগিরূপে নিবারণ করা যে অতীব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বলিয়া তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত যেরূপ সরাসরীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূম্যধিকারী অগ্রে ক্রয় করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন! কিন্তু যাবৎ ঐ রায়তের নাম রেজিষ্টরী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার মোকদ্দমায় আদালতের প্রতি সেই সকল অবধারণ করিবার ভার অর্পণ করিলে অতীব কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টই ঐ সকল সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া রেজিষ্টরী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সত্ত্বেও ঐ চুক্তি রেজিষ্টরী করা না হইলে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি তদ্রূপ চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্ব্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বের বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ১২॥০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(ঙ)—রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত স্বাধীনভাবে তাহা করিতেছে এইং কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিবর্ত্তে এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুক্তারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া বিলির রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বোল্লিখিত বিধি বর্ত্তিবে।

৩১। মোকদ্দমাক্রমে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত ও সুকঠিন সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতেই খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীদিগের হস্তে অকর্ম্মণ্য যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে যে২ হেতুতে খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৫২ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে হারে [illegible] খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানের [illegible] বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ)—ভূম্যধিকারীর ব্যয়ে বা [illegible] যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানতদন্তে [illegible] যাইতেছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিরিখনির্দ্ধারের [illegible] প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ [illegible] হইতে পারিবে [illegible] বৃদ্ধি হওয়াছে বলিয়া আদালত খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানাবৃদ্ধির আইনসম্মত এই হেতুটি এককালে ত্যাগ করণ প্রতি জমীদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্ব্বপ্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রক্ষিত হইল। এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিষ্টরী করণকার্য্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্দ্বারা ঐ খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণাভাবে খাজানাবৃদ্ধির এই হেতুটি কার্য্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের [illegible] তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এস্থলে ইহা বলা উচিত [illegible] যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন [illegible] শস্যের সাধারণতঃ বৃদ্ধি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই [illegible] আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও তৎপরবর্ত্তী [illegible] যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের দশমাংশের [illegible] মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য্য [illegible]

[illegible] অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত [illegible] ন্যায় খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত অন্য যে সকল [illegible] ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান এই—যাহা [illegible] বোধ হয় আদালত কোন মোকদ্দমায় তদ্রূপ খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না। [illegible] যে সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক [illegible] অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবার হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যে অসুবিধা অনুভূত হয়, বর্দ্ধিত খাজানা গত বাৎসরিক মোট উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অসুবিধা সমভাবে অনুভূত হয়। কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক স্থলেই গত বাৎসরিক মোট উৎপন্ন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) ধারার পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্ত্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিলে টাকাপ্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারা যাইবে না; ২য় কিম্বা ৪র্থ হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতি চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন স্থলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্য্যন্তই খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যেং স্থলে দেশাচারমতে রায়তের জাতির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, সেইং স্থলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপন্নের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্ব্বের কথা লইয়া কষ্টকর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানাবৃদ্ধি দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যক সকল সংবাদই উপযুক্তমতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্যাদ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিধির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। ঐ বিধির মর্ম্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) একণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বর্ত্তিবে; পরন্তু ঐ নিয়মটি একণে খাজানা বৃদ্ধির যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্ত্তিবে, ও একবার খাজানাবৃদ্ধি করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। পূর্ব্বে দশ বৎসর গত হইলেই খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিত।

৪০। যে ২ হেতুতে খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে —অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐ রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইলে;

(খ)—ঐ স্থানে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক স্থলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, ততদূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করণ সংক্রান্ত সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটী মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। এ স্থলে কেবল একটি পরিবর্ত্তনের কথা বলা আবশ্যক, অর্থাৎ এই নূতন ধারাক্রমে পূর্ব্বের ও বর্ত্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা [illegible] হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট গত চারি বৎসর নিয়মিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে [illegible] অবধারণ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ সময়ে আদালতের কার্য্যের বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিমিত্তে প্রজাবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিরল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শস্যরূপে বা ফসল অনুসারে যে খাজানা দিবেন তাহার সীমা নির্দ্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারাটিও উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এবিষয়ে স্থানীয় রীতি অতিশয় জটিল দৃষ্ট হইল। ফসল বিভাগ করিবার পূর্ব্বে নানা উপলক্ষ করিয়া উভয় হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কোন দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য বিধি নির্দ্দেশ করিলে আদালতের ভ্রান্তি ঘটিয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) ধারাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৮ ধারা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দ্দিষ্ট কএক জন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও মুদ্রাযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারায় বিবেচনামত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে ঐ খাজানা নির্ণয় করণকালীন পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮৯ ধারায় এই বিধান ছিল, ঐ পাণ্ডুলিপির অভিহিত "সামান্য রায়ত" অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়ে২ যে খাজানা ধার্য্য হয় ১১৯ ধারার বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় অত্যুচ্চ খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরদের খাজানা বৃদ্ধি স্থলে এইপ্রকার অত্যুচ্চ খাজানা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তদ্রূপ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধার্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্ত্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এরূপ কোন নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ ধারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র দ্বারা কিম্বা এই অধ্যায়ের যে একটি ধারার কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তন্নির্দ্দিষ্ট প্রকারে না হইলে ঐ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৬। যে২ হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। ঐ প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্ত্তী (৫৯) ধারায় বিধান করিয়াছি যে মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্ত্তে (৬০ ধারায়) এই বিধান করিয়াছি যে বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন। ঐ রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাট্টার মিয়াদ অতীত হইলে যেং নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেই২ নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৫৫। খাজানা আমানত করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্রে যাহাতে কোর্ট ফী না লাগে তাহা বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ২ আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্য্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে জোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই জোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারায় একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজনা দিবার নির্দ্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাওলী জোতের উৎপন্ন ফসল বিভাগ বা বাছাই করণার্থ কালেক্টর সাহেব কোন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। স্বার্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার জিলেক্টর সাহেবের মতে ঐরূপ কার্য্য করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবেন। [৮২ (১) ধারা]

৫৮। যে কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করা যায় তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা]। মূল পাণ্ডুলিপি ক্রমে পক্ষদিগকে সকল স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা আমাদিগের বিবেচনায় অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্ত্তে আমরা পার্শ্বলিখিত ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি যেস্থলে উৎপন্ন বাছাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেস্থলে ফসলের দখল সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারায় সংক্ষেপে প্রকৃতিরূপে নির্দিষ্ট করা গিয়াছে।

শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল বাছাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন আপত্তি ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্য্যের নিয়মিতকালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত বাছাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার বাছাই বা বিভাগ করার বাধা হয়, তবে শস্য সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাইত, ঐ সব ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দণ্ড বিষয়ক বিধানটি এইস্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ শ অধ্যায়ের (১১০ ধারা) মধ্যে দণ্ড বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিশেষ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত কমধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানায় হারে ভূমি ভোগ করিলে, তাঁহার ভূম্যধিকারী তাঁহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধা দিতে পারিবেন না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারায় এই বিধান করিয়াছি যে রায়ত ও তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষ২ স্থানের নিমিত্ত হারের উক্তরূপ তালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেই গুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ বৃত্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব দুই একটি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার যেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা দুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক তদ্রূপ ভূমির জরীপ ও রেজিষ্টরী করণ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত করণ।

বহুবিস্তৃত দেশ সম্বন্ধে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমিখণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে ঐবিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে দুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই শ্রেণীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন২ শ্রেণী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারী ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে২ স্থল স্পষ্টতঃই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত নহে সেই২ স্থলে কার্য্য কলার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্ত্তনের প্রতি আমাদিগের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় ক্রোকের দরখাস্তেও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোন২ স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল; [১৪৯ (৩) ও (৪) ধারা]

(ঘ) যে ফসল গোলাজাত করা যাইতে পারে, তাহা ক্ষেত্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারায় ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারামতে অপরাধ করা গেলে, বিশেষ ২ স্থলে ঐ ব্যক্তির অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত ঐ পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

(চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারিদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ শ অধ্যায়ের প্রথম ধারায় স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৫৮ ধারায় ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে এবং ঐ স্থলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্ত্তিলে তিনি যে ব্যক্তিরা তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।

(ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিতেন; এই ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

৮১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্য্যন্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি।

৮২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমে হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্ত্তিবে নাকি বিশেষ কোন নিয়মাধীনে বর্ত্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য্য চলে এই বিষয়ে ভূয়োদর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, যাহাতে কার্য্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস।

৮৩। আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্য-পদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতার করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্য ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

৮৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন, ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদির প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

৮৫। আমরা আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

৮৬। আমরা ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদির দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

৮৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুষঙ্গ নিরূপণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিতেন। ইহার পরিবর্ত্তে আমরা ১৭৪ ধারায়, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

৯৬। ৪ দফায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া খাসভূমি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায়টি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রজাস্বত্বের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ২২৬ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ দেশাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে জমী তাহার আপন যোতের অন্তর্গত সেই জমীর পুনর্ব্বার দখল পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে মিয়াদের কাল যুক্তিসঙ্গতমত অল্প করিয়া ধার্য্য করা উচিত, আমরা এরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৮২ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রজাকে উচ্ছেদ করা যায় তদবধি দুই বৎসর কাল মিয়াদের কাল ধার্য্য করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্ব্বেই তামাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার হেতু পুনরুত্থাপিত না হয় এই জন্য একটী উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নির্দ্দিষ্ট "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সত্ত্বেও কোন ২ ব্যক্তির একটি বিষয়ে ভ্রান্তি থাকাতে তাহা অপনোদন করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একযোগে ভূম্যধিকারী হইলে, তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া দাবি করিবেন কিম্বা তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

৯৯। আমাদিগের বাদানুবাদ কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতীতি হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কথাগুলির যথোপযুক্ত মীমাংসা করিতে সমর্থ হইব না। উহার মধ্যে কতক গুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

প্রধান কথাগুলি এই ;—

(১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নালা কাটাইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।

(২) খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার যাহাতে শীঘ্র হয় এই অভিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয় কি না, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ কাহার অধীন না হইয়া ভূমি ভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধে বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না।

(৩) একতর্ফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্ব্বার বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংকোচ করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা যাইতে পারে কি না। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঁহুছে নাই কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি স্ববোধমতে ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনর্ব্বার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনজারী অস্বীকার করাই এক্ষণে পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সহজেই গ্রাহ্য করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কার্য্যের উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কার্য্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে একতর্ফা মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদ্দৃষ্টে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মাননীয় জজ সাহেবদের বিবেচনার্থে প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

(৪) আমাদিগের নিকট প্রায় ঐরূপ ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই—বাকীখাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

(৫) যে সকল স্বাধীন তালুকের রাজস্ব গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ তালুকের অধিকারীগণ জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ঐ সকল তালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টরে নাই। পত্তনী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী উক্ত সকল তালুকের প্রতি বর্ত্তিবে কি না? এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

(৬) খাজানা মুক্ত তালুকের অধিকারীদের নিকট পথকর ও পবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তাইবার নিমিত্ত ঐরূপ ভাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।

(৭) যেং নিয়মাধীনে খাসভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ দফা দেখ)

(৮) আমরা উঠবন্দী ও চালচাসিনী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষমতে বর্ত্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত তদ্রূপ জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষমতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(৯) আর জঙ্গলাভ্রা ও গোরা খোতের হস্তান্তরযোগ্য দখলীস্বত্বের ন্যায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(১০) পরিশেষে গত বারবৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই গুলির শুদ্ধতা সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করা যাইতে পারে কি না এবং প্রধানতঃ ঐ সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা বৃদ্ধির নিয়ম করিলে কি ফল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।	তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।	ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাঙ্গালা	১৮৮৩ সাল ২৪ এপ্রিল।
	হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
	উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১১ মে।

১০১। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্ব্বার প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদিগের মত।

এস, সি, বেলী।	টি. ডবলিউ. গিবন।*
রিবর্স টমসন।	আমীর আলী।
সি. পি. ইলবার্ট।	ডবলিউ. ডবলিউ. হণ্টর।
জি, এচ, পি, ইবান্স।	এচ, বেবরিজ।*
জে ডবলিউ. কুইণ্টন।	

কমিটীর মন্ত্রণার ফল এই রিপোর্টে যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদনুগত অনেক কথার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাধীনে ও বিধি অনুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

দ্বারভঙ্গা।

১৮৮৪ সাল ১৩ই মার্চ্চ।

* কোনং বিষয়ে আপত্তি থাকিল।

তফসীল।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১ লা মে তারিখের ৪৮৪—১৫৬ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৬৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১৯২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L.R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখের ৫৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র]।

মান্যবর শ্রীযুত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র]।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র]।

দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৯৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজ পত্র]।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ৯০৮ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১৫৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের ১১৬০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯৯ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩ রা নবেম্বর তারিখের পত্র [২০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২০২১—৮৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২০৮৯—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২০৯৬—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র]।

উড়িষ্যার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র]।

উত্তরপাড়ার শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]

ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]

শ্রীযুত বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গ ও বেহারদেশের ভূম্যধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিত পত্র [২৮ নং কাগজপত্র]।

রাজস্ব ও কৃষিসংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৩৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র]।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুরের কএকজন জমিদার, তালুকদার, ও মধ্যবর্ত্তি ভূম্যধিকারিদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৮৭০—৯৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজ পত্র]

ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র]।

রাজসাহীর ভূম্যধিকারীদের কমিটির সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র]।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৫ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]

জালাম্পা শাখা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্দ্ধারণাবলি ৩৭ নং কাগজপত্র]।

ভাগলপুরের ভূম্যধিকারী সভার সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিত পত্র [৪০ নং কাগজপত্র]।

ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিত পত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

তালুকের অন্যান্য অনুষঙ্গের কথা।

পত্তনী তালুকের কথা।

রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।

কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। (১) এই আইন "বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আরম্ভ।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তফসীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তে, সেই সেই দেশে ইহার প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান যায়, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তান গেলে, তন্মধ্যে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

অর্থকরণের কথা।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই২ রেজিষ্টরের কোন রেজিষ্টরে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন তালুক রেজিষ্টরী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের মর্ম্মানুযায়ী মহাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) "ভূস্বামী বা জমীদার" শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, "প্রজা" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, "ভূম্যধিকারী" শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, "খাজানা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে "দেওয়া" "দিতে" ও "দেওন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, "অর্পণ করা," "অর্পণ করিতে," ও "অর্পণ করণ" ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাট্টাক্রমে বা এক প্রজাস্বত্বের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেং ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, "যোত" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) "কৃষি বৎসর" বলিতে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) "হস্তান্তর" শব্দে ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে।

(১১) "উত্তরাধিকার" শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রানুযায়ী অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারাতে ঢেরাসহী করিলে, "স্বাক্ষরিত" শব্দে "ঢেরাসহী করা" বুঝাইবে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের "মোহরাঙ্কিত"ও বুঝাইবে।

(১৩) "নির্দ্দিষ্ট" শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৪) "কালেক্টর" শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য কারবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে।

(১৫) এই আইনের কোন বিধানে "রাজস্ব কর্ম্মচারী" শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্ম্মচারী বুঝাইবে।

(১৬) "পত্তনী তালুক" শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলের উল্লিখিত দরপত্তনী ও অন্যান্য তদ্রূপ তালুকও তদন্তর্গত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা।

৪ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর প্রজা থাকিবে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোর্ফা রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের ঐরূপ দখলী স্বত্ব নাই।

তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব ভূস্বামির স্থানে বা অন্য কোন তালুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, "তালুকদার" বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাঁহারা ঐরূপ স্বত্ব পাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদিগকে ও যাঁহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদ্বারা, বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশীদের সাহায্যে ভূমির চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন, "রায়ত" শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তিরা ঐরূপে ভূমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়মাধীনে ঐ শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রজাস্বত্ব প্রাপ্তির সময়ে প্রজাস্বত্বের ভাবের প্রতি, অর্থাৎ, ঐ স্বত্ব খাজানা আদায় করিবার বা ভূমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন যোতের পরিমাণ কমিমত ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা কিয়দংশ পেটাও বিলি করা গেলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ প্রজা তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে কোনং স্থলে মাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে ঐ তালুক ভোগ হয় তদনুসারে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান, অথবা

(খ) ঐ তালুকদার আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া দানীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে ঐ খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) নিকস্তি হওয়াতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত বা কোম্পানিদের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধানমতে ভূমি গৃহীত হওয়াতে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, ঐ কমান এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

তালুকের খাজানা বৃদ্ধির সীমার কথা।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া ঐ খাজানা নিকটস্থ তদ্রূপ তালুক যাঁহারা ভোগ করেন, তাঁহারা দেশাচারানুগত যে হারে খাজানা দেন সেই হার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেস্থলে তদ্রূপ দেশাচারানুগত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট নেট খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লইতে দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকের সৃষ্টি হয়, যথা, তালুকের অন্তর্গত ভূমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের দ্বারায় বা খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও ঝুঁকি।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন ঃ এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিস্টরী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিস্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিস্টরী করণের ফী পাওনা গিয়াছে, এবং রেজিস্টরী করা হইলে চাহিবামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরি হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদ্বিষয়ে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিস্টরী করিবেন।

রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্ত্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দাবী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিস্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত লিখিত আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী তালুকের স্বত্ববান হন, তিনি তালুকদারস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব্ব কএক ধারামতে ভূম্যধিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিস্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্ব্বক রেজিস্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিস্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্টরী করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব্ব কএক ধারামতে যাহা রেজিস্টরী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটিবার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি রেজিস্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিস্টরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি ফী দিবেন না নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঐ নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে ঐ স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী এতদর্থে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতজন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলী স্বত্বের মূল্য ধার্য্য করিবার নিমিত্ত তত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি ঐ বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐ আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম হয় এবং দুই বা ততধিক ব্যক্তি কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন ও তন্মধ্যে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে ঐ ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্যধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে ঐ সম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারিকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূম্যধিকারির অনুকূলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেরূপ ফল হইত সেইরূপ ফল হইবে।

দখলী স্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দান করা না গেলে, ভূমিগত দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবেন না।

(৩) ঐরূপ কোন দান রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্ত্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিধায় নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা।

৩৬ ধারা। পূর্ব্ব চারি ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল

(ক) যে ভূস্বামীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূস্বামীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী তালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই তালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু একপক্ষে আবশ্যক যে উক্ত তালুকদার ভূস্বামীর বা কোন চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূস্বামীর কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী তালুকদারের স্থানে ঐ২ ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম্ম করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোফা বিলি করে তাহাদের তালুকদারের পরিবর্ত্তিত হইবার কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোফা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বয়স হেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হওয়া আপনার অক্ষম থাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন; এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১১ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ১২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের ফী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাহিবামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্ত্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ১২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী তালুকের স্বত্ববান হন, তিনি তালুকদারস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব্ব কএক ধারামতে ভূম্যধিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্ব্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব্ব কএক ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটিবার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি ফী দিবেন না, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঐ নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে ঐ স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী তদর্থে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতজন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলী স্বত্বের মূল্য ধার্য্য করিবার নিমিত্ত তত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি ঐ বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐ আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন ও তন্মধ্যে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে ঐ ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্যধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারিকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূম্যধিকারির অনুকূলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেরূপ ফল হইত সেইরূপ ফল হইবে।

দখলী স্বত্বদানবিষয়ে নিয়মের কথা।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দান করা না গেলে, ভূমিগত দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্ত্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা।

৩৬ ধারা। পূর্ব্ব চারি ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল

(ক) যে ভূস্বামীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূস্বামীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী তালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই তালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে, উক্ত তালুকদার ভূস্বামীর বা কোন চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূস্বামীর কিম্বা স্থলবিশেষে চিরস্থায়ী তালুকদারের স্থানে এই ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম্ম করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোফা বিলি করে, তাহাদের তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হইবার কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোফা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বয়স হেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা সাহবা চাকরীতে বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনার অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেই শর্ত্তে ও যেই নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত, সেইই শর্ত্তে ও সেইই নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্ফা বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্দ্ধেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্ত্তিত হয় না।

দরপাট্টার কালের নিয়মের কথা।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে, ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বয়সহেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে কিম্বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে দরপাট্টা দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাত বৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।

৩৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

মুদ্রারূপ খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে নিয়মের কথা।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ (নগদী) খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধানমতে না হইলে, প্রকারান্তরে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্ব্বদেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্ব বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মর্ম্ম বুঝে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে এইই কথা জানিয়া লইবেন।

পুনর্ব্বার বিলি করিবার বেলা খাজানা বৃদ্ধির কথা।

৪২ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বধারার বিধান বর্ত্তিবে।

মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা যোগে খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইস্থানের বা চলিত বাজারের প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যাদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া হয়, এইহেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে তদর্থে বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তদ্দ্বারা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতিবিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫ ধারা। মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে, বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানা বৃদ্ধি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে, চাষ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক ফল না ফলিলে, ডিক্রী পুনরালোচনা ও পুনর্ব্বিবেচনা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) যে বৃদ্ধি কিয়ৎকালীন বা নৈমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এরূপে বৃদ্ধি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

খাজানাবৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

ক্রমে২ খাজানা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অবিলম্বে ডিক্রী প্রবল করিলে রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ বৃদ্ধি ক্রমে২ করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসর২ ক্রমে২ খাজানা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর বৃদ্ধি করা যাইবে।

ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই হেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য বৃদ্ধিহেতু ধরিয়া কোন যোতের খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ যোতের খাজানা বৃদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫৩ ধারামতে খাজানার রূপপরিবর্ত্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্ব্বোক্ত কোন হেতু বা তত্তুল্য কোন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিস্মিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না,

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

খাজানা কমাইবার কথা।

খাজানা কমাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপনার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোতের জমী কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের শর্ত ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্থাৎ দরের তালিকার কথা।

প্রধান২ শস্যের মূল্যের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই২ স্থানে যে২ প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে বৎসরের যে বা যে২ সময় ধার্য্য করেন, সেই বা সেই২ সময়ে সেই২ শস্যের ফসলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর নোটিস যেরূপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোন যোতের নিমিত্ত শস্যরূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া কিম্বা শস্যভেদে ভিন্ন২ হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা তাঁহার ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিবর্ত্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্ম্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মচারী উহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আজ্ঞা করিবেন যে, রায়ত শস্যরূপে বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্য প্রকারে আপনার খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্ম্মচারী এই২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে২ হেতু ধরিয়া করা যায়, ও যে সময়াবধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারীরা অন্য যে২ আজ্ঞা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে, ঐ আজ্ঞার উপরও সেই প্রকারে আপীল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কর্ম্মচারীরা ৫২ ধারামত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে কোনু-কোনু খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারামতে যে কার্য্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্টরী করেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

এই অধ্যায় খাটিবার কথা।

৫৫ ধারা। যে রায়তদের দখলীস্বত্ব না থাকে, ও দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত বলিয়া এই আইনে যাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাঁহাদের সম্বন্ধে খাটিবে।

৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের প্রথমস্থলীয় খাজানার কথা।

৫৭ ধারা। রেজিস্টরী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারামত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

খাজানা বৃদ্ধির নিয়মের কথা।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।—

যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

(ক) সে বাকী খাজানা দেয় নাই, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কার্য্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিস্টরী করা পাট্টাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে অধিকারবান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে, রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৬০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্য্যকারক অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ ক্ষেত্রের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন ক্ষেত্র দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বধারার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, উহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা গড়ে যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজানার উপর টাকায় আটআনার অধিক বৃদ্ধি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি তাহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টায় এই মর্ম্মের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

"দখল দেওয়া" শব্দের অর্থ।

অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে ঐ পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

কোর্ফা রায়তের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না,।

কোর্ফা রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয়মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত নোটিস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা যাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিশবৎসর মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ইহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে তাঁহারা উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্ব্বে রেজিষ্টরী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজাস্বত্ব বা স্থল বিশেষে উক্ত শ্রেণীর যে কোন প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানাস্বরূপ দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিম্বা রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্ত্তে অবধারিত টাকা খাজানাস্বরূপ ধার্য্য করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে প্রজাস্বত্ব শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।

৬৫ ধারা। কোনপ্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে সে যে২ নিয়মে ভূমিভোগ করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যে২ নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শান না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেই২ নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা

(ক) পূর্ব্বে যৎপরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন, মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাইতে স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নষ্ট ভূমি পয়বস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং এরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান্ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে, তাহা পূর্ব্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা যোতের পূর্ব্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা।

৬৭ ধারা। (১) তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যেরূপ নিয়ম থাকে, তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ তারিখে তালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে কোন স্থানের নিমিত্ত যেং কিস্তি ও তারিখ নির্দ্দিষ্ট করেন, সেইং কিস্তিক্রমে সেইং তারিখে দেওয়া যাইবে।

খাজানার কিস্তির কথা।

(২) কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার অংশস্বরূপ যেং কিস্তি ও বৎসরে চারির অনধিক যেং তারিখ নির্দ্দেশ করেন, সেইং কিস্তিক্রমে ও সেইং তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানাধীনে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, ফসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে ফলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৬৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে প্রজা ঐ কিস্তির টাকা দিবেন।

খাজানা দিবা সময় ও স্থানের কথা।

(২) এই আইনমতে যেং স্থলে প্রজা আপন খাজানা আমানত করিতে পারে, সেইং স্থল ছাড়া ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে কিম্বা তদর্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোষ্টাল মণিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরের কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।

(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাৎ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে।

ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩য় তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যেং বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজে ও অনুলিপিতে সেইং বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, ঐ বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে ঐ প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারির স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন।

বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিআনা ফী দিলে ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যেং বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসম্বলিত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও ঐরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যাহা উচিত বোধ করেন সেইরূপ দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজার দাওয়ামতে ৭১ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশমত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আমানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্য্যালয়ে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জন্য কবজ দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা লইতে বা তন্নিমিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহাংশীদারদিগকে সংসৃষ্টভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তন্নিমিত্ত সহাংশীদারদের সংসৃষ্ট কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন্ ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে; সেই স্থলে

যোত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা তাঁহার আফিসে আমানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষবার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও এক্ষণে যে বা যেং ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং বিধিক্রমে আট আনার অনধিক যে ফী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই ফী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারির নিকট পূর্ব্বধারামত দরখাস্ত করা যায় যদি তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আমানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তন্নিমিত্ত আপন সরকারী মোহরযুক্ত রসীদ দিবেন।

যে খাজানা আমানত করা যায় রাজকীয় কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবে ও রসীদ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কার্য্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংসৃষ্টভাবে সহাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্য্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারী আমানত লন তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আপন আফিসের কোন সুপ্রকাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তের বর্ণনা থাকিবে।

আমানত পাইবার নোটিসের কথা।

(২) পূর্ব্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্ত্তী ধারামতে আমানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্ম্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আমানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মচারির বিবেচনায় আমানতের টাকা পাইবার অধিকারী বলিয়া বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির ঐরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল মণিঅর্ডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আমানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আমানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্ম্মচারির নিকট খাজানা আমানত করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ ফিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা না থাকিলে আমানতী টাকা আমানতকারীকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব্ব কএক ধারামতে আমানত গ্রহণকারী কোন কর্ম্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের

বিরুদ্ধে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে না; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আমানতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রথম দায় হইবার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের খাজানা উহার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারিক্রমে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূম্যধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত থাকে সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা যে খানে ফসলী বা আমলী সন চলিত থাকে সেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্ত্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইবে ঐ সুদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্ব্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

বাকী খাজানার সুদের কথা।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার সময়ে আদালত প্রচলিত প্রথার ও পক্ষদের মধ্যে কোন নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সামান্যতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, তবে খাজানা ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপূরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপূরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপূরণস্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ফসলী বা ভাওলী খাজানার কথা।

ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়,

(ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্ম্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আমানত করিলে, ঐ ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজ্ঞাদ্বারা ফসল স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব্ব ধারামতে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন, কোন ব্যক্তিদিগকে আসেসরস্বরূপ আপনার সহিত লন এবং আসেসর লওয়া গেলে উক্ত আসেসরদের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ব্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন ; এবং উক্ত কর্ম্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন

(২) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাহার নোটিস ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন, কিন্তু ভূম্যধিকারী বা প্রজা নিজে বা কম্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কার্য্যানুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আবশ্যক বোধ করিলে সেই তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন ; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারির পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্য্যের নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্যসংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারির পরিবর্ত্তনহইলে খাজানার দায়ের কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হওনার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূম্যধিকারীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তরক্রমেগ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তর হওনার নোটিস না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমেগ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

হস্তান্তরের নোটিস না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায়, তজ্জন্য ভূম্যধিকারির স্বার্থগ্রহীতার নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা।

(২) যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমেগ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিস প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিস হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আবওয়াব মাথট কিম্বা তদ্রূপ অন্য নাম দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর ধার্য্য করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং ঐরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

আবওয়াব প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার কথা।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উৎপন্নের কোন অংশ ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে উক্ত প্রজা ঐরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐরূপে গৃহীত টাকার বা উৎপন্নের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদালত দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা যাহা ঐরূপে অন্যায় করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূম্যধিকারির নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া লইলে দণ্ডের কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন রায়তের যোতের সম্বন্ধে "উৎকর্ষসাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে যে কোন কার্য্য দ্বারা যোতের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোতের উপযোগী এবং উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্য-সম্মত, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহার উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

উৎকর্ষসাধন শব্দের অর্থ।

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, নিম্নলিখিত কার্য্য গুলি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনুমান হইবে;

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার জল-নিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ, কিম্বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া বা পুনর্ব্বার করা, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা; ও

(চ) আবশ্যক বাহিরের ঘর সমেত রায়ত ও তদীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণ।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য্য করেন, তদ্দ্বারা স্বীয় ভূম্যধিকারীর মহালের বা তালুকের মূল্য বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, ঐ কার্য্য এই আইনের অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

অবধারিত হারে ভূমি-ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ-সাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৮ ধারা। রায়ত অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমিভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহার যোতের সম্বন্ধে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে তাহাকে ভূম্যধিকারীস্বরূপ বাধ দিতে পারিবেন না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার দখলীস্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা ভূম্যধিকারী নিজে উৎকর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূম্যধিকারী স্বরূপ উক্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে পারিবেন না।

(২) যদি রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট না হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্র স্বত্ব থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে
(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিম্বা
(খ) কোন বিশেষকার্য্য উৎকর্ষসাধন কিনা, এতৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৯০ ধারা। (১) দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়ত আপনার ও স্বীয় পরিবারের নিমিত্ত আবশ্যক বাহিরের ঘর সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তমতে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে না হইলে আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতি না লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন তিনি উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধপত্র দিতে বা দেওয়াইতে পারিবেন, এবং ভূম্যধিকারী ঐ অনুরোধ পালন করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপনি ঐ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ-সাধন রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা যাহা আইনমতে তাঁহার খরচে করা যায়, কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেরূপ আদেশ করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও তাহাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্ম্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,
(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উৎকর্ষ সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি,
(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-সাধন হইলে, উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,
১২ বার মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে, ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহিয়াছে, তবে উক্ত কর্ম্মচারী উভয় পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের অধীন দাওয়াদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়ত বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয় হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিবেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাধীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবেন।

(৩) যেস্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাইবেন বলিয়া রায়ত ক্ষতিপূরণ বিনা উৎকর্ষসাধন করিতে চুক্তি করিয়া, বা পাট্টা লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত জন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আসেসর আপন সঙ্গে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্ব্ব ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, এইং বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—

যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

(ক) যোতের জমার মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি ও তাহার ফল যত কাল স্থায়ী হওনের সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগে তৎপ্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূম্যধিকারী কোনরূপে খাজানা ত্যাগ বা ক্ষমা করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা জলসেচিত ভূমি সেচক ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতকাল অবর্দ্ধিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে, ভূম্যধিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে মুদ্রাযোগে প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইস্তফা করিতে পারিবে।

ইস্তফা করিবার কথা।

(২) কিন্তু ইস্তফা করিলেও যদি সে ইস্তফা করিবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে ইস্তফা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূম্যধিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইস্তফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তি কৃষি-বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, উক্ত নোটিস ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই ধারার কার্য্যপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরে সেই ভূম্যধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নূতন যোত লয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইস্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করে;

(গ) যদি ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূম্যধিকারী নিজে অন্য কোন প্রজাকে ঐ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করাইতে পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেয় হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষিবৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

পরিত্যাগের কথা।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ করিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কার্য্যক্রমে সেই প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনার যোতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র এরূপে হস্তান্তর বা বণ্টন করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে গ্রহীতা ঐ অংশ পৃথক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার কথা।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও কোন চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদর্থে তাঁহার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া, তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী পয়স্তী হেতুক বৎসর২ পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যেস্থলে বৎসর২ চাষের ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্ব্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবে।

প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষঙ্গিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম্মকারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কাঠিমত এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণমেণ্টের মাপ অনুসারে হইবে।

মাপের কাঠির কথা।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যেং মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় তদন্ত লইবার পর তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারিগণ যদি তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে একমত না হন, এবং সেই কারণে

(ক) সাধারণের অসুবিধা

কিম্বা

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

কোন সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা।

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশসূচক নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্টরী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১০৩ ধারা। যদি পূর্ব্ব ধারামত নোটিস জারী হইবার পর এক মাসের মধ্যে উক্ত মহাধিকারিগণ পূর্ব্বোক্তরূপ কারণ দেখাইতে না পারেন, তবে জিলার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন; এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে যে কোন মহাধিকারী উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

আজ্ঞা পালিত না হই-লে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৪ ধারা। পূর্ব্ব ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক মাসের অন্যূন যে সময় জিলার জজ সাহেব এতদর্থে ধার্য্য করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করিবার পর ঐরূপ সময়ের মধ্যে যদি মহাধিকারীগণ একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ সাহেবের অবগতি নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্বাদ না দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার লইতে সম্মত হন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহালের ও তালুকের নিমিত্ত পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণমতে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, সেই সকল মহালের ও তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্টগবর্ণর সাহেব এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহালসম্বন্ধে যদি জজ সাহেব মহাধিকারিগণের এক জনকে কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তবে এই বিধি খাটিবে না।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ১০৪ ধারামতে কোন মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের যে সমস্ত বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্পর্কীয় হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবে।

কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি যেং বিধান খাটিবে তাহার কথা।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়েং যেরূপ আদেশ করেন, ১০৪ ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ পারিশ্রমিকস্বরূপ সেইরূপ অবধারিত বেতন কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন, সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যেরূপ জামিন দিবার আদেশ করেন, উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ যথাবিধি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, মহাধিকারীরা সংসৃষ্টভাবে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন, তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, এবং মহাধিকারীরা ঐরূপ কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে লভ্য লইয়া কার্য্য করিবেন ও তাহা বণ্টন করিয়া দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং মহাধিকারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও উহার নকল লইতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে পাঠের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে আপনার হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১১ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা করিতে পারিতেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

মহাধিকারিগণকে কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব-ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে স্থাপন করা গেলে, কিম্বা ১০৪ ধারামতে তন্নিমিত্ত একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা গেলে, যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মে, যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি বিনা মহাধিকারিদের দ্বারা কার্য্যাধ্যক্ষতা চলিবে, তবে তিনি যে কোন সময়ে মহাধিকারিদিগকে উক্ত মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়েং পূর্ব্ব কএক ধারামত কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এবং পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে সময়ের স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত টাকা আমানত করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে তকরার বিবাদ আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস যাহার মালিক বা কার্য্যাধ্যক্ষ, এরূপ কোন মহালের বা তালুকের মধ্যে, উক্ত স্থান অন্তর্ভূক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামত কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

যেং বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তাহার কথা।

১১১ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তন্মধ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্ফা রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা ;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

ভূস্বামীর বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিশেষকথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

১১২ ধারা। ভূস্বামী বা তালুকদার প্রার্থনা করিলে ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আমানত করিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন মহাল বা তালুক বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

লিপি প্রকাশ করিবার কথা।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ লিপি সম্পূর্ণ করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল ঐ লিপির পাণ্ডুলেখ্য ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন, এবং উক্ত কালমধ্যে ঐ লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উহা ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন ; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশকরণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

লিপির লেখা সম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১১৪ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ বিবাদ শ্রবণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্য্যপক্ষে সেই কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং উঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ জজ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) পূর্ব্ব ধারামত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে ; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত করা যায় তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

ঐ লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে তাহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবার কথা।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে, পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় ভূমির বা কোন শ্রেণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে রাজস্ব কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের দ্বারা ধার্য্য হইবে।

খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীদের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু ঐরূপ আজ্ঞা করা বাঞ্ছনীয়, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এইরূপ প্রত্যয় না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজকীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা ঐরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল ঐরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামত আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইনমতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা বৃদ্ধি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে খাজানা ধার্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) (১) প্রকরণমত লিপিতে উক্ত কর্ম্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান খাটিবে।

(৩) যে তালুকের খাজানা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে সেই তালুক হইলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোত হইলে, ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্ম্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি বর্ত্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত কর্ম্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং ঐ রূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) ঐ রূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমত দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন যোতের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার কালে একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য যোতের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্দ্দিষ্ট বা ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্ম্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধার্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধার্য্য করিলে যত টাকা খাজানা ধার্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে লেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মর্ম্মানুযায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাটিত, এই ধারামত প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারার (১) প্রকরণমতে ঐরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাটিবে।

১১৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্ত্তন করা গেলে, জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পরিবর্ত্তন বলবৎ হইবে।

যে সময়ে খাজানার পরিবর্ত্তন বলবৎ হইবে তাহার কথা।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হেতুক

ধার্য্যকরা খাজানা যতকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, তাহার কথা।

না হইলে এই অধ্যায়মতে যোতের যে খাজানা নির্ণীত বা ধার্য্য হয়, তাহা জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে তাহার কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রার্থনামতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার উদ্দেশে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সফল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্ম্মচারীরা আপন রাজকীয় কর্ম্মাতিরিক্ত উক্ত বিধান সফল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং ধার্য্য করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান কোন স্থানে সফল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা ঐ স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অধ্যায়মতে ধার্য্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় যেরূপ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ খরচের যে হারহারীমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেনা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

লিপি প্রস্তুত হইলে থাকিলে, অবধারিত খাজানা সম্বন্ধীয় অনুমান না খাটিবার কথা।

১২২ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১১১ ধারার (খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর ৫৪ ধারামত অনুমান তৎসম্বন্ধে খাটিবে না।

১১ শ অধ্যায়

হারের তালিকাবিষয়ক বিধি।

তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারিবার কথা।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত আসেসরদের সাহায্যে কোন স্থানের জন্য এইরূপ একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায়মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকায় যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকায় এই এই কথা লেখা থাকিবে,

ও তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ধার্য্য করা আবশ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারামতে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার ধার্য্য করিবার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,।-

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ধার্য্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য সঠিকে জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতুক কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্ব্ব গড় মূল্যের সহিত বর্দ্ধিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত নূতন হারের তদপেক্ষা উচ্চতর অনুপাত থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত ধার্য্য করা হার বর্ত্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ তালিকা প্রস্তুত করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয় হয়, সেই স্থানের প্রচলিত দেশীয় ভাষায় তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ প্রকাশ করিবার পর এক মাস মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী আসেসরদের সাহায্যে ঐরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

তালিকা ঊর্দ্ধতন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্ম্মচারী খণ্ডের কমিশনর সাহেবের দ্বারা রেবিনিউ বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুমোদনের নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্য্যবিবরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার হেতু লিখিয়া রিপোর্ট ও যেং আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

ভাহা হইলে রেবিনিউ বোর্ডের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত বোধ করেন, পূর্ব্ব ধারামতে প্রেরিত তালিকা সেই প্রকারে সংশোধন করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে যে কোন আপত্তি পাঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা সম্পূর্নরূপে বা অংশতঃ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।

১৩০ ধারা। বোর্ড হারের তালিকা অনুমোদন করিলে, উহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেন্ট যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বা সংশোধিত তালিকা যে স্থানে বর্ত্তিবে সেই স্থানের নির্দ্দেশ সহিত রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

তালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ব্ব ধারামতে যে তারিখে ঐরূপে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে, এবং প্রকাশ করিবার সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পনের বৎসরের অন্যূন বা ত্রিশ বৎসরের অনধিক যত কাল প্রবল থাকিবার আদেশ করেন, তত কাল প্রবল থাকিবে।

তালিকা সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবার কথা।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা গেলে তাহা এই আইনমত কার্য্যনিক কার্য্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণস্বরূপ হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কার্য্য এই আইন অনুসারে যথানিয়মে করা হইয়াছে; এবং

(২) এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত তালিকায় যে হার দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে বর্ত্তে, সেই স্থানের অন্তর্গত ঐ শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের দেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেরূপে দিতে হইবে তাহার কথা।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকামাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্ম্মচারীরা আপনার সরকারী কর্ম্মাতিরিক্ত উহা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যেরূপ অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সমেত ঐ তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের যে খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং যেরূপ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে উক্ত স্থানের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ও ভূম্যধিকারীরা দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারহারীমত যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাঁহার দেনা বাকী ভূমির রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমার কথা।

১৩৪ ধারা। পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন স্থানে কোন তালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত স্থানের অন্তর্গত যে যোত কোন দখলী স্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী তৎকালে দেয় খাজানা এই বলিয়া বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দ্দিষ্ট হারে যে খাজানা দেয় হয় উহা তদপেক্ষা কম। তাহা হইলে আদালত তালিকার নির্দ্দিষ্ট হারানুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু

১ম।—রায়ত কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী ভূমি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে বা ভূমিসম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত যদি যোতের অন্তর্গত কোন ভূমির খাজানা এই ধারামতে উচ্চতর হারে ধার্য্য করিতে হয়, এবং উক্ত পরিবর্ত্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে ধার্য্য করা যাইত, তবে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে, যথা,—

(ক) যদি কেবল রায়তের বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে ঐ ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন;

(খ) যদি অংশতঃ ভূম্যধিকারির কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে, এবং অংশতঃ রায়তের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার সমুদয় ঘটনাগতিক বিবেচনা যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উচ্চতর হার ও নিম্নতর হারের মধ্যবর্ত্তী এরূপ হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন; এবং

(গ) ভূম্যধিকারির বা রায়তের কিম্বা তাঁহাদের কাহারও স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে উক্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যদি ইহার প্রমাণ না হয়, তবে আদালত উচ্চতর ও নিম্নতর হারের অন্তরের অর্দ্ধেকের সহিত নিম্নতর হার যোগ করিয়া সেই হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন।

২য়।—এই ধারামতে যে হার খাটে, চুক্তি বা দেশাচারক্রমে কিম্বা কোন ন্যায্য কারণে রায়ত তদপেক্ষা নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইহা প্রমাণ করিলে, আদালত নিম্নতর হারে খাজানা ধার্য্য করিবেন।

৩য়।—এই ধারামতে খাজানাবৃদ্ধির যে সকল ডিক্রী হয়, তৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্ত্তিবে; এবং খাজানা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিম্বা মূল্যবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া ৫ অধ্যায়মত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা হইলে যেরূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামত সমুদয় খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্ত্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোনং প্রকারের ভূমির জন্য তালিকায় এইরূপ হার লিখিত আছে,—

কূপ হইতে ভূমিতে জলসেচন করা গেলে ... একর প্রতি ৪ টাকা।

ঐরূপে জলসেচন করা না গেলে... একর প্রতি ২ টাকা

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আনন্দ, বলরাম, চন্দ্র ও দীননাথের যোত, ঐপ্রকারের ভূমি। ঐ২ যোতের অন্তর্গত কূপ হইতে তাহাতে জলসেচন হয়।

আনন্দের যোতের কূপ পুরাতন, প্রজাস্বত্বসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আছে। বলরামের যোতের কূপ প্রজাস্বত্বসৃষ্টি হইবারপর ভূম্যধিকারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চন্দ্রের যোতের কূপ রায়ত প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীননাথের যোতের কূপ ভূম্যধিকারী ও রায়ত প্রত্যেক পরিশ্রম ও মালমশলার কিয়দংশ দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন। আনন্দ ও বলরামের যোতের খাজানা একর প্রতি ৪৲ টাকা হারে, চন্দ্রের যোতের খাজানা একর প্রতি ২৲ টাকা হারে, এবং দীননাথের যোতের খাজানা ২৲ টাকা ও ৪৲ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে হার আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই হারে ধার্য্য করিতে হইবে।

(খ) কোন এক প্রকারের ভূমির নির্দ্দিষ্ট তালিকায় যে হার লিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ ;—

কোন নদীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেচন করা গেলে ...একর প্রতি ৪৲ টাকা

ঐরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২৲ টাকা

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ঈশান ও মদনের যোতের ভূমি উক্ত প্রকারের, এবং তাহাতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ রূপ জল সেচন করা যাইত না, কিন্তু ঐ সময়ে নিকটস্থ একটী নদীর গতি পরিবর্ত্তন হওয়াতে ঐ যোতের পার্শ্বে নূতন একটী নদীশাখা হয়। ঈশান পঞ্চাশ বৎসর আপনার যোত দখল করিতেছেন, মদন ত্রিশ বৎসর মাত্র। ঈশানের যোতের খাজানা ২৲ টাকা হারে এবং মদনের যোতের খাজানা ৪৲ টাকা হারে ধার্য্য করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি

ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১৩৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ১০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী থাকে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহা জরীপ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন।

ভূস্বামী বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা।

১৩৬ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া কোন জমী কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূস্বামীর বা কোন প্রজার প্রার্থনামতে ও খরচের যত টাকা আবশ্যক হয়, তিনি সেই টাকা আমানত করিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, তাহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, ১১৩, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

যে২ স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৩৯ ধারা। কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের ভূম্যধিকারীর বাকী খাজানা পাওনা হইলে, ও এক বৎসরের অধিক কাল পাওনা হইয়া না থাকিলে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী কোন আদালতে নালিশ না করিয়া থাকিলে, উক্ত ভূম্যধিকারী আদালতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত ঐ কৃষকের দখলে যাহা আছে,

(ক) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন ঐ যোতে কাটা বা তোলা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন উক্ত যোতে উৎপাদিত, এবং কাটা বা তোলা গিয়া ঐ যোতে শস্য মাড়িবার স্থানে, কিম্বা (কোন গ্রন্থে উক্ত দাবী ভিন্ন অন্য) শস্য মাড়াই প্রস্তুত করিবার স্থানে রক্ষিত হইয়াছে,

তাহা ক্রোক করিয়া উক্ত বাকী খাজানা আদায় করেন।

কিন্তু

(১) ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমত অর্থকরণানুযায়ী ভূম্যধিকারীর বা কার্য্যাধ্যক্ষের কিম্বা তদীয় বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে

ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিষ্টরী করা না হইয়া থাকে, তবে তৎকর্তৃক, কিম্বা

(২) পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিমতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্দ্বারা রক্ষিত করা কোন আইনমত কার্য্যানুষ্ঠানক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি লইয়া পেটাও বিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১৪০ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত প্রত্যেক দরখাস্তে এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার সীমা অথবা তাহা যাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্য নিরূপণ ;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকা দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে ঐ টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যেরূপ বৃত্তান্ত প্রচুর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা জমীতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে আবেদনপত্রে যরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে; এবং ঐরূপ সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া জানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার বা প্রস্তুত করিবার দণ্ডবিষয়ক তৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানানুসারে ঐ ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

দরখাস্ত পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্ব্ব কএক ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের দাবী পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ কোন দলীল আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন, ও যত দূর সাধ্য অল্প বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা তাহার প্রতিপোষণার্থ অধিকতর সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অবিলম্বে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হওয়ার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক কাল পূর্ব্বে ঐ শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল ঐ আজ্ঞা জারী করণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া আর এক আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।

১৪২ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত ঐ লিখিত উৎপন্ন শস্যাদি অথবা ঐ শস্যাদির যে অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন, এবং ঐ উৎপন্ন শস্যাদি যেখানে থাকে, উক্ত কর্ম্মচারী সেইখানে গিয়া আপনি ঐ শস্যাদি হস্তগত করিয়া আপনার পক্ষে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মা রাখিয়া এবং আইন কার্য্য সেই মহল্লের যে রীতি করেন, তদনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ উৎপন্ন শস্যাদি ক্রোক করিবেন।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির ভাব বিবেচনায় তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা যায় না, সেই শস্যাদি কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার যোগ্য হইবার পূর্ব্বে বিশ দিনের ন্যূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী খাজানার ও ক্রোক করিবার খরচের দাবীপত্র লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবেন এবং যেরূপ হেতুতে ক্রোক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া ঐ সঙ্গে এক হিসাব দিবেন।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্ম্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবেন।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব যাহা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি সর্ব্বশেষে যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটীর বহির্দ্বারে উক্ত কর্ম্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবেন।

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারামতে ক্রোক হইলে তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিতে বা তুলিতে বা গোলাজাত করিতে কিম্বা তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

শস্যাদি কর্ত্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।

(২) যে ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিবার স্বত্ব থাকে, যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ ফসল বা অসংগৃহীত শস্যাদি পাকিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান তদর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটস্থ অন্য কোন সুবিধামত স্থানে ঐ ফসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, কিম্বা তাহা উপযুক্তমতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উভয় স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি এতদর্থে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমেত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ বৃত্তান্ত এবং যে দাবীর জন্য উহা ক্রোক করা হয় তাহা লেখা যাইবে, এবং এত সম্বাদ দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপে ধার্য্য করিতে হইবে যাহাতে ঐ দিনের পূর্ব্বে ঐ শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির বাকী খাজানার দাওয়া হয়, সেই ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ্য স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্য যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর এরূপ মত হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের গমনাগমনের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

নীলাম হইবার স্থানের কথা।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিয়া বা তুলিয়া সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা এতদর্থে তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ ফসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা করিতে স্বত্ববান হইবেন।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কর্ম্মচারী যাহা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ এক বা অধিক লাটে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎক্ষণাৎ অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি নীলামকারক কর্ম্মচারীর বিবেচনায় তাহার ন্যায্য মূল্য ডাক না হয়, এবং ঐ সম্পত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা, নীলামের স্থানে হাট হওয়া থাকিলে, পরবর্ত্তী হাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্য্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় কার্য্য সম্পূর্ণ করা যাইবে।

বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে, কিম্বা নীলামকারক কর্ম্মচারী তৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে, এবং ঐরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্ব্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে, নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রেতাকে এক সর্টিফিকেট দিবেন। ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, ঐ সর্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

ক্রেতাকে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রোকের ও নীলামের খরচ দিবেন। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নির্দ্দিষ্ট খরচের হারানুসারে উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

নীলামের উৎপন্ন টাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।

(২) যে বাকী খাজানার জন্যে ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্য্যন্ত তাহার সুদ সমেত সেই বাকী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উদ্বর্ত্ত থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

কোবং কর্ম্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

১৫৩ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি নীলামকারক কর্ম্মচারীদিগকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্ম্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

নীলামের পূর্ব্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্ম্মচারীর হস্তে ১৪৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দ্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আমানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঐরূপ আমানত পাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজানার জন্য পরবর্ত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া তজ্জন্য হানি পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আমানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আমানতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আমানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রজার মোক্ত বা তাহার কোন অংশ পেটাও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

পেটাও প্রজা আপন পাট্টাধাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে বাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৫৫ ধারা। (১) ঊর্দ্ধতন প্রজার ত্রুটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাকীদারের স্থানে তাহা আদায় করণার্থ তাঁহার যে মোকদ্দমা করিবার স্বত্ত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্ত্বের বিঘ্ন হইবে না।

ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটাও বিলি করা গেলে, যদি একই সম্পত্তিক্রোককারী ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে ঊর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর স্বত্ত্ব প্রবল হইবে।

যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে দত্ত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের দত্ত আজ্ঞা, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উদ্বর্ত্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতিবিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন আদেশ করেন, তাহার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেস্থলে ১৩৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই সেই স্থলে ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় বর্ত্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন [illegible] বর্জ্জিত করিবার ক্ষমতার কথা।

১৫৯। (১) হাই কোর্ট সময়েং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে এরূপ আদেশসূচক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতি কিম্বা ঐরূপ বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সহকারে বর্ত্তিবে।

(২) ঐরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্য্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইল, ঐ যোতের দখল পাইবার যে দাবা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

নায়েব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা।

১৬১ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন নায়েব বা গোমস্তা ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টরের কথা।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তান্ত উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত ঐ বিশেষ রেজিষ্টর রাখিবেন।

খাজানার মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ গ পর্য্যন্ত ধারা ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় খাটিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও নাম ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্ত্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল তর্ক ধার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তে প্রতিবাদির নামে শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিষ্টরী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না।

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(ছ) বাকীখাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যাঁহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি ভূম্যধিকারির ভূমিগত স্বার্থ বর্ত্তিয়া না থাকিলে তিনি ঐ ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত করিবেন না।

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাদীর নিকট নহে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ঐ খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিস প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থ আজ্ঞা না পাইলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাঁহার স্থানে তাহা পাইবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।

১৬৬ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঐ টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আজ্ঞা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

আদালতের রসীদ দিবার কথা।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে রসীদ দিবেন; এবং বাদী বা স্থলবিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজানার নিমিত্ত নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

খাজানার মোকদ্দমায় আপীলের কথা।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিরুদ্ধ দাওয়াবিশিষ্ট পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশনাল জজ কিম্বা সবর্ডিনেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাধিপত্তাক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজানা পাইবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকের আইনমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী যে তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমায় এই আইনমতে খাজানাবৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা ফলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্ত্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি ফলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী ফলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

সম্পত্তি নষ্ট হইবার প্রতিকারের কথা।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে তাহা প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ হইলে, ভূম্যধিকারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিয়ম ভঙ্গ ঘটে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূম্যধিকারী ঐ প্রতিকার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিয়ম ভঙ্গের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর অনুকূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিয়মভঙ্গ জন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ে২ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত হানিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের সন্তোষমতে সেই হানি বা নিয়মভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, শস্য ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে কোন যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আজ্ঞামত ঐ শস্যের মূল্য ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আজ্ঞামতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাঁহার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ সুদ তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়তের উচ্ছেদ নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত যেরূপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্য্যে পরস্পরের দাওয়ার নিষ্পত্তি হইবার কথা।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার সমুদয় মোকদ্দমায় ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যে এই আইনমতে প্রজা ও ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল দাওয়া থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উহা আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্ফা রায়ত, এবং তালুকদার হইলে, তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় উহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামত কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য ফলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৪শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোত তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় করা গেলে "সংরক্ষিত স্বার্থ" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেং স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল সেইং স্বার্থ মানিয়া এবং "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেং স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রেতা ঐ যোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য্য করিতে হইবে।

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত কিয়ৎ-কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্য্যন্ত অবধারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

(ছ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(জ) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী যাহা সৃষ্টি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

'দায়' ও "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে,

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে "দায়" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা আপন যোতের উপর কিম্বা আপন স্বার্থ সঙ্কোচ করিয়া যে কোন দাওয়া, পেটাও প্রজাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

(খ) দেনা বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল বাকী খাজানা পাওনা হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

যোতের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৫ ধারামতে ডিক্রী জারীক্রমে উক্ত যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চিরস্থায়ী তালুক হইলে, ৩য় অধ্যায়মতে রক্ষিত রেজিষ্টরের যে অংশ ঐ তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল দাখিল করিবেন।

নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত কোন প্রার্থনাপত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম হইবার আজ্ঞা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দ্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই২ কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত তালুক প্রথমে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলাম করা যাইবে, ঐ দিনের নোটিস যথাবিধি দিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন পূর্ব্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক ঐরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত তালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৮১ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন তালুক নীলামে চড়ান যায়, তন্নিমিত্ত যত টাকা পর্য্যন্ত ডাক হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক বিক্রয় করিতে চাহেন, তবে নীলামকারী কর্ম্মচারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, ঐ ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

অবধারিত হারের যোতের প্রতি পূর্ব্ব কএক ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা খাজানার হার থাকে, তাহা তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব্ব কএক ধারা যেরূপ বর্ত্তিত সেইরূপ বর্ত্তিবে।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন খরিদার পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর ঐ দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্ম্মের নোটিস দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

পূর্ব্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্য-প্রণালীর কথা।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে, তিনি তদনুসারে নোটিস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে ঐ নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে চড়াইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব্ব কএক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, ঐ স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত কিম্বা, স্থলবিশেষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামত নীলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বতোভাবে তালুকের ন্যায় গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধির পরিবর্ত্তে নিম্ন-লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

(ক) ঐ যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত কিন্তু মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, ঐ উদ্বৃত্ত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্বৃত্ত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণাবধি দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উত্থাপন করিলে, আদালত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে ঐ যোত ক্রোক করা গেলে, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই, যোত ক্রোক হইতেমুক্ত হইবারকথা।

(২) ঐরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম খরিদারের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিম্বা আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, ঐ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা ঐরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন২ স্থলে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।

(ক) ঐরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ১২৲ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও তাহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) ঐরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না;

১৮৯ ধারা। বাকীদার উর্দ্ধতন প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং নীলাম হইলে যে অধস্তন প্রজার স্বার্থ অনিষ্ট হইতে পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতিকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি ঐরূপে প্রদত্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনিও ঐরূপে তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপ কর্ত্তিত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, যে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি বিনা ঐ যোত ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন।

নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।

(২) ঐরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩১৬ ধারা এই অধ্যায়মত কোন নীলাম সম্বন্ধে খাটিবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩১৬ ধারার কার্য্যে না হইবার কথা।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ ভাগে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন যোতের উপর যাহাতে দায় সৃষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজিষ্টরী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট রেজিষ্টরী করণার্থ উপস্থিত করা যায়, তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইবে।

দায়সৃষ্টিকারী কোন২ নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে উক্ত যোতের উপর কোন দায় সৃষ্টি হয়, কোন কার্য্যকারক এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনামতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ফী ধার্য্য করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬ শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি

পত্তনী তালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পত্তনী তালুকের পাওনা খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে, ভূস্বামী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ভূস্বামীর সরাসরী নীলামদ্বারা পত্তনীদারের স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে, অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা বাকী হয়, তাহার পরবৎসরের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন। পূর্ব্ব ধারায় যে২ তালুকের উল্লেখ হইল, তাহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের হিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, ঐ দরখাস্তে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।

(২) তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া হয়, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে দেওয়া না গেলে, বাকীদারদের তালুক ঐ টাকা শোধ করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

(৩) ভূস্বামী ঐরূপ আর এক খান নোটিস আপন সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে নোটিসের যে অংশ খাটে, সেই অংশের নকল বা উক্ত প্রতিলিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে ঐ তালুকের প্রধান কার্য্য চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের অধীনে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তথায় উক্তরূপে প্রচার করাইবেন।

(৪) এই ধারামতে যে২ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ ধারা। (১) মফঃসলে যে নোটিস পাঠাইবার আজ্ঞা হইল, তাহা একজন পেয়াদা যাইয়া জারী করিবে। ঐ পেয়াদা তন্নিমিত্ত উক্ত বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষের রসীদ লইয়া আসিবে; অথবা উহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস ঐ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষ্য স্বরূপ তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী তিনজন মাতব্বর লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

নোটিস জারী করিবার কথা।

(২) উক্ত গ্রামের লোকে স্বাক্ষ্যস্বরূপ ক্ষাপ-নাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার করিলে, উক্ত পেয়াদা নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে কিম্বা মুনসেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায় যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত হইয়াছে, এবিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক শপথ করিবে। এই মর্ম্মের এক সর্টিফিকেটে উক্ত কার্য্যকারকেরা স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া ঐ পেয়াদাকে দিবেন।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষ্যের মর্ম্ম বুঝিয়া যদি দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দ্দিষ্ট তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের কথা।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্ত্তিক মাসের ১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন মাসের শেষপর্য্যন্ত চলিত সনের খাজানার হিসাবে যে বাকী টাকা পাওনা থাকে, তাহার বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে প্রচার করাইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে তৎসমস্ত দেওয়া না যায়, অথবা কার্ত্তিক মাসের তলবসমেত ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়, যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম হইবে।

তালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী খাজানা পাওনা আছে বলিয়া কথিত হইলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া গেলে, উক্ত তালুক নীলামের নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত পাইলে, ভূস্বামীর নিকট সমন দিবেন, তাহাতে সমনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম কেন স্থগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধ্য হইলে উভয় পক্ষের কথা কিম্বা তন্মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যে২ বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তাহার মীমাংসা করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে যদি কালেক্টর এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্ব্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবেন; এবং তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠান পক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

বাকী টাকা আমানত করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।

১৯৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে তালুক সম্বন্ধে পূর্ব্ব কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে, সেই তালুক নোটিসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে নীলাম করা যাইবে; কিন্তু পূর্ব্ব দিনের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তলবের টাকা অথবা পূর্ব্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই কমান টাকা ভূম্যধিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আমানত করিলে, নীলাম হইবে না।

নীলাম হইলে, যে২ নিয়ম মানিতে হইবে, তাহার কথা।

২০০ ধারা। (১) পূর্ব্বে কাছারীতে যে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের সময়ে তাহা নামাইয়া ফেলিতে হইবে, এবং লাটগুলি নোটিসে যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই ক্রমানুসারে পর২ ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায় তাহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যে২ টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সর্টিফিকেট সহিত ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা দেখিয়া লওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের বাকী থাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে, নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে, তাহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন; এবং যে কার্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি নীলাম ন্যায্য ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে২ বিধি নির্দ্দেশ করা গেল তাহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী থাকিবেন না।

নীলামের কার্য্য যে-রূপে চালাইতে হইবে তাহার কথা।

২০১ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে তালুকের সমস্ত নীলাম সরকারী কাছারীতে হইবে।

২) যে ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাক হয়, তুমি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাকীদার ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি অবাধে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাটের ডাক মঞ্জুর হইবামাত্র ক্রয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্য্যকারক নীলামের কার্য্য চালান, তাঁহার হৃদ্বোধমতে যাবৎ প্রত্যয় না জন্মে যে, যত টাকা আমানত করিতে হইবে তাহা তদর্থে হাতে আছে কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা নগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা তত্তুল্য মূল্যের গবর্ণমেণ্ট সিকুরিটী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাট ঐ দিনেই পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর মোকামের বাজারে ঢেঁড়রা দিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবধি নবম দিবসে পুনর্ব্বার নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাট প্রথম খরিদারের ঝুঁকিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা দণ্ড হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্ব নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার জন্যেও দায়ী থাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালীমতে ঐ কমতী টাকা আদায় করা যাইবে।

(৮) আমানত করা যে টাকা দণ্ড হয়, তাহা হইতে নীলামের খরচ দেওয়া যাইবে; এবং যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা গবর্ণমেণ্টে জমা দেওয়া যাইবে।

২০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন তালুকের খরিদার ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

খরিদারের স্বত্বের কথা।

(২) তাহা হইলে তালুকদার কিম্বা তাহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ তালুকের উপর যে সকল দায়, দাবী, পেটাও ইজারাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ ধারায় যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত খরিদার উক্ত তালুক প্রাপ্ত হইবেন। নিম্নলিখিত কএকটী স্বত্বসম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না:-

(ক) দখলী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিদর্শনপত্রক্রমে তালুকের সৃষ্টি হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতাক্রমে সৃষ্ট কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন তালুকের খরিদার তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারামত সার্টিফিকেট পাইলে, এবং ৩য় অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি তালুক হস্তান্তর হইবার কথা রেজিস্টরী করা গেলে, তাঁহাকে তালুক দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে তালুকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যেং ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

খরিদারকে দখল দিবার কথা।

২০৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন তালুক নীলাম হইবার ইস্তাহার দেওয়া গেলে যদি কোন ব্যক্তির ঐ তালুকে এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ ১৯৯ ধারামতে আবশ্যক টাকা কালেক্টরী কাছারীতে আমানত করেন, তবে ১৮৮ ধারার বিধান খাটিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি তালুকদারের অধস্তন প্রজা হন, তবে ১২ অধ্যায়মতে যে মোক্ত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উক্ত তালুক সেই মোক্ত হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থে উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ ধারার বিধান যেরূপে খাটিত, সেইরূপে খাটিবে।

নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আমানত করা টাকা আদায় করিবার কথা।

২০৫ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রয়ে কোন তালুক নীলাম করা গেলে কিন্তু উক্ত নীলাম এই সকল বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত, যে ভূস্বামীর প্রার্থনামতে নীলাম হয় তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।

(২) তালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তজ্জন্য তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূস্বামীর স্থানে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন তালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ তালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা খরিদার ২০২ ধারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম দ্বারা তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে বাকীদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

নীলাম হওয়াতে যে ব্যক্তির স্বত্ব অসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ঐ প্রজা এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা২ করিতে হইবে, তাহার কথা।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিতমতে কার্য্য করিতে হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান ফলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্নমেণ্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উদ্বর্ত্ত থাকিলে, যে কার্য্যকারক নীলাম কার্য্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাঁহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাঁহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উদ্বর্ত্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহাহইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হারাহারীমতে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উদ্বর্ত্ত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্ত্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্নমেণ্ট সিকিউরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্নমেণ্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিস্কৌণ্টের বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকিউরিটী লওয়া যাইবে।

রবিবার ও বন্ধের দিন বিষয়ক বিধানের কথা।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বন্ধের দিন হইলে, ঐ দিনে এই অধ্যায়মতে যাহা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বন্ধের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

অন্যান্য রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া খাটিবার কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্নমেণ্ট বিধিক্রমে সময়ে২ যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

চুক্তির বিরুদ্ধে যেং বিধান ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইনের বিধান ফলবৎ হইবে, যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩০ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) খোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

কায়েমী মকররী পাট্টার কথা।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েমী মকররী পাট্টা দিতে ভূম্যধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের চুক্তির কথা।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যে প্রকারের জমী চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত, অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে, সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়মহয়, তাহার যোতের নিমিত্ত সেই খাজনা দিতে দায়ী থাকিবে।

চর ও দেয়াড়া জমী কথা।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আদালত নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। "উঠবন্দী" প্রণালী ও "হাল হাসিলী" প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-মতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

উঠবন্দী ও হালহাসিলী প্রণালীর কথা।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাটওয়ালী বা অন্য চাকরাণ তালুকের কোন অনুষঙ্গের ব্যাঘাত হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তাহা হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইবে না।

চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ দেশাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

বাস্তু ভূমির কথা।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে অথবা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

উদাহরণ।

কোন২ রায়ত কোন২ অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশাচার এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে, এবং এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

১৮ শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত তত্তৎ জন্য ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতেও করিতে হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার স্বত্ব পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা ২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়দংশ ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন আইন তৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইন অনুসারে না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

ফসলে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে, কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বলপূর্ব্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে ভোগে লওয়া কার্য্য করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কার্য্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্ম্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্ত্তৃপক্ষ প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকও ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকের উপর তাহা জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেরূপ ফল হইত, এই আইনের কার্য্যার্থে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্ম্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাঁহাকে ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা এতদর্থে ক্ষমতাপত্রপ্রাপ্ত তদীয় কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

একজমালী ভূম্যধিকারীদের এজেন্ট বা সাধারণ কর্ম্মকারকের দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২২ ধারা। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একজমালী ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু করিতে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

কর্ম্মচারীদের কার্য্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্ম্মচারীদের উপর এই আইনের দ্বারা বা এই আইনমতে যে কোন কর্ম্মের ভার অর্পিত হয়, সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ তাঁহাদের যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার নিয়ম করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐ বিধি দ্বারা এরূপ কোন কর্ম্মচারীর প্রতি

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও মাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখ্য, যে ব্যক্তিদের তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাইকোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেণ্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্বাদ দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে ঐ বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু এরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখ্য রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের সহিত একটী নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখ্য এরূপ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, ঐ নোটিসে সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, ঐ প্রকাশ করণই উক্ত বিধি যথানিয়মে প্রণীত হইবার নিষ্পত্তিসূচক প্রমাণ হইবে।

যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলায় যে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে খাটিবার কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখন হয় নাই, কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে, রাজস্বের নির্দ্দিষ্টকালীন বন্দোবস্তের মিয়াদ ফুরাইলে, খাজানা বৃদ্ধির বাধা হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের

১ম তফসীল—(চলিতেছে।)

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	যদি জমীদারের বাকী তাহার তালুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ইংরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হইবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	চরের কি কোন নদী কি সমুদ্র স্থান ত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি যেং হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবেক সেইং হুকুম প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আইন।	৩ ধারার ১ প্রকরণে "এবং ঐ বৃদ্ধি হওয়া ভূমি যত কোন প্রধান মহালদারের পেটার কোন মহালদারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয়" এইং কথা ভুক্ত প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৬২ সালের ৬ আইন।	(১৮৫৯ সালের ১০ আইন অর্থাৎ কোর্টউইলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধন করিবার আইন) সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৫ সালের ৮ আইন।	আদমপত্রের কিম্বা প্রচলিত দেশাচারের বলে যেং পেটাও তালুক বিক্রয়দ্বারা কি প্রকারান্তরে হস্তান্তরীকৃত হইতে পারে তৎসম্পর্কীয় বাকী খাজানা আদায় করণোপলক্ষে তৎ বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতবঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সংশোধন করিবার এবং কোনং বিচার সিদ্ধ করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন।	ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭১ সালের ৮ আইন	বঙ্গোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৫০ সালের ২০ আইন।	১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ করণের আইন।	যে পর্য্যন্ত রহিত হয় নাই সেই পর্য্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৪৩ আইন।	বাঙ্গলাদেশে পত্তনী তালুকের নীলামের নিমিত্তে যে দাঁড়া আবশ্যক আছে তাহা শুধরিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫০ সালের ৩ আইন।	মালগুজারীর বাকীর বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং পত্তনী তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিষয়ের সরাসরী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিষয়ে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন।	কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

"সমস্ত বঙ্গোবস্তের তালুকদারেরা আপনাদিগের জমাং ইত্যাদি দিতে ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া নূতন করারদাদের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রথমতঃ তাহা বর্দ্ধমানের রাজার জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে এক্ষণে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকার এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তমরারি জমাতে তালুক দেয় ও তাহার মুনফা যে ব্যক্তি তালুক লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সর্ব্বকালের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মাল জামিন ও কেলার জামিন লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে জামিন দেওন হইতে মাফ করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াইতে পারে না বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এইক্ষণকার রেওয়াজ অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল।

"তাহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সংখ্যা যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহা তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার মাল আসবাব বিক্রয় হইতে পারে।

"ঐ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তনি তালুক বলে ও তাহা লওনিয়া অনেকং লোক ঐ সকল নিয়ম ও নির্ব্বন্ধে তাহা অন্যং লোককে দেয় ও তাহারা দর পত্তনীদার কহলায় ও দরপত্তনীদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এইমত। ও ইজারদারদিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক মজমুনে হয়।"

তৃতীয় তফসীল।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

(৭০ ও ৭১ ধারা দেখ।)

কবজের পাঠ।

১। নম্বর
২। সাল
৩। গ্রামের নাম ———————— থানা ————————
৪। প্রজার নাম
৫। তাহার যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ————
নগদী বিঘা ———————— টাকা ————
ভাওলী বিঘা ———————— মণ ———— বা টাকা ————
সায়ের { বনকর ———————— টাকা। জলকর ———————— টাকা। ফলকর ———————— টাকা। }
গবর্ণমেণ্টের কর ... { পথকর পূর্ত্তকার্য্যের কর }
৬। যাহার মারফতে দেওয়া গেল ————————
৭। দিবার তারিখ ————————
৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) ———————— টাকা।
৯। ভূস্বামীর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

কবজের পাঠ।

১। নম্বর
২। সাল
৩। গ্রামের নাম ———————— থানা ————————
৪। প্রজার নাম
৫। তাহার যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ————
নগদী বিঘা ———————— টাকা ————
ভাওলী বিঘা ———————— মণ ———— বা টাকা ————
সায়ের { বনকর ———————— টাকা। জলকর ———————— টাকা। ফলকর ———————— টাকা। }
গবর্ণমেণ্টের কর ... { পথকর পূর্ত্তকার্য্যের কর }
৬। যাহার মারফতে দেওয়া গেল ————————
৭। দিবার তারিখ ————————
৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) ———————— টাকা।
৯। ভূস্বামীর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের ৬৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

"৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।"

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে তাহার কথা।

"(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে ঐ টাকা জমা দিতে পারিবেন।"

চতুর্থ তফসীল।

মিয়াদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। যে নিয়ম সম্বন্ধে এরূপ স্পষ্ট বিধানাত্মক চুক্তি আছে যে ঐ নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গহেতু তালুকদার বা রায়তকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা—		
(ক) ৭৩ ধারামতে ঐ যোতের খাজানার নিমিত্ত আমানৎ করিবার পূর্ব্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস	আমানতের তারিখ অবধি।
(খ) স্থলান্তরে ...	তিন বৎসর	বাঙ্গালা সন যেং স্থানে চলিত আছে সেইং স্থানে বাঙ্গালা সনের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আমলী ও ফসলী সন যেং স্থানে চলিত আছে সেইং স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাদী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তস্বরূপ ভূমির দাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বে-দখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজ্ঞার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত থাতক ছলে বা বলে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলভিন্ন এই আইনমত কিম্বা এই আইনদ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজ্ঞা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র ; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিন্তু ঐ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০৲ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি ; কিম্বা (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি কিম্বা (৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে, সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ্চে উহার কার্য্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৩ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫½ পর্য্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্ব্ব দিন সেক্রেটরীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর হাতে অনেক কার্য্য বাকী ছিল ও সিমলা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজের২ যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্য্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অন্যায় করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি যাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোপধায়ক হয় নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শিষ্টতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষাশেষি গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বরা করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বরা অপরিহার্য্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটী যে এই ক্ষমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদর্শী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কোন২ বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তদপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটী ক্ষুদ্র২ বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপক্ষপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে যেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকর্ষক, যাহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে ফলে তাহার অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং তজ্জন্য এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই২ :—

১ম।—ইহা বর্ত্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যভিচারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষাণ (কৃষিশ্রমজীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ায় ও জমীদারী কার্য্যনির্ব্বাহ ও রায়তদের কার্য্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারককে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করায়, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্য্যের ব্যাঘাত করা হইবে, গবর্ণমেণ্টের পিতৃস্থানীয় ভাব বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেক্ট কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীরও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও কএকটী প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার।

যাঁহারা এক্ষনে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই নূতন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্ফা বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানাবৃদ্ধির দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্ত্তিবে। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলী-স্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। ঐ সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ টাকা দিতে হয় দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার সুলভ হইবে, ও উহা অগ্রক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবস্থাপক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভুস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলামখরিদার আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। "মফঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতা ভূমির উৎপন্নের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নানকর ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা যত উচিত হয় তাহা মিনাহ হইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ মফঃসলী তালুকের জমা ঠাহরিবেক"। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানাবৃদ্ধির সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-বর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকের অধিকারী কর্ত্তৃক প্রদেয় চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাইজেষ্ট দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, "চলিত হারের" পরিবর্ত্তে "দেশাচারানুগত হার" লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লভ্য শতকরা ১০৲ টাকার ন্যূন হইবে না। ঐ শতকরা দশটাকা আবার আদায়ের নহে। আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায়। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লভ্য নহে, মোট জমা হইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের ঝুঁকিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশটাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের ঝুঁকির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পবলিক ওয়ার্ক সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনাদায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহারা নহেন। তাঁহারা বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ব্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা বৃদ্ধি হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইবে এবং সমস্ত বৃদ্ধি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা বৃদ্ধির কালের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটী বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দারুণ সূর্য্যাস্ত আইনমতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাঁহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের নয় বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিলি হতাদর করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে।

অবধারিত হারের রায়ত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মর্ম্মের একটী আইনসম্মত অনুমান সন্নিবিষ্ট হয় যে, কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্ব্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮৫৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমীদারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুত রেনলড্‌স সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে "ইহাদ্বারা জমীদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে" এবং "নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ব্ববর্ত্তী জমীদারের জমীদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।" শ্রীযুত রেনলড্‌স সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে "সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহাল অতি অল্পই আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার ভূস্বামি-স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই" এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া শ্রীযুত রেনলড্‌স সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া স্থলেই এই অনুমানের কার্য্য সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় শ্রীযুত রেনলড্‌স সাহেব বলিয়াছিলেন যে "ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কার্য্যতঃ তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত"। এ অনুমান দ্বারা কি জমীদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়ানুসারে প্রজার যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সফল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রজার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবল মাত্র তাহাদেরই জন্য অভিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেরূপে ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

শ্রীযুত রেনলড্‌স সাহেব তাঁহারমত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ব্বেও যেমত ন্যায় ও বিচার সঙ্গত ছিল এখনও তেমনিই আছে। ঐ মতের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত রেনলড্‌স সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কমিটীর অধিকাংশসভ্য আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্ত্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাস হওয়ার তারিখের পূর্ব্ব হইতে ঐ বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দ্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুষঙ্গিক নিম্নলিখিত স্বত্বসমূহের উল্লেখ আছে।

১৭ ধারা।— অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন তালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্তমতে এই আইন সঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আমার মনে সত্যই এই ধারণা হয় যে, ইহাদ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রজারা আপনাদিগকে অবধারিত হারধারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপে জমীদারকে তাহার যথার্থ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমীদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমায় খরচান্ত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করায় ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উহাদ্বারা যে সকল জমীদারের কিছুতেই সঙ্কোচ নাই তাহারা যেন আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমি ভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না বাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক ঝাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকররীদার বা চিরস্থায়ী তালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমীদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্য্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমীদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়াপ্রযুক্ত বৎসরবৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করেন নাই, তাঁহার যে রায়তেরা যত্নপূর্ব্বক দাখিলা গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহারা অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরন্তু যে জমীদার কখনও এরূপ আস্থা ও সদয়ভাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়েং খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উত্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে! ফল এই হইবে যে ভাল জমীদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমীদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত।

সকলেই জানে যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্ত্তমান কালের দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি। কিন্তু আমি এবিষয়ের বাদানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা ন্যায্য বা বিচার মত নহে। এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত করিতে পারেন। সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। কিন্তু শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় "কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১২ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে"। আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। একজন লোক যে বিনা স্বত্বে ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্ববান হইবে, এনিয়ম যে নির্দ্দোষ এবং বিচারসঙ্গত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না। যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সঙ্গতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কোন ব্যবসাদার যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পুর্ব্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ। যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্য্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত। কিন্তু কমিটী স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরুত্থাপন করিতে তাঁহারা সমর্থ নহেন। কিন্তু এস্থলে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটী শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরীর মীমাংসায় যাহা বলেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল।—

৪৫ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পুর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং ঐকাল মধ্যে ভিন্ন২ সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি এরূপে ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ হইলেও ঐব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবার

৪৭ ধারা।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটী বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথাঃ—

২৫ ধারা।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে, এই সমস্ত বিধান শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (২) প্রকরণে যেরূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কমান শ্রীযুত ষ্টেট-সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিরুদ্ধ প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে "বাসেন্দা রায়ত" দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব্ব উক্ত বিধান সকলে "বাস" কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার যোত ছাড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্ত্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ শ্রীযুত ষ্টেটসেক্রেটরী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিত্যাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারদার হইলেও পারে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূম্যধিকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসপূর্ব্বক রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালায় ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন "কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বনাম খ্যাত কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ ক্রয় বা অন্যোপায়ে অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আসিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্ত্তী কৃষি-কর্ম্মবর্জ্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অবাসেন্দা তালুকদার, ঐ জমী সর্ব্বনিম্নবর্ত্তী যে পেটাও তালুকের অন্তর্ভুক্ত তদুপরিস্থিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপস্বত্ব অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্ব্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূম্যধিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে "যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করে," অথবা ১৪ দফায় শেষের দিকে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা "যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে"। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার টীকা টিপ্পনী করা আবশ্যক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় এত তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে! অতএব আমি ইহার বিরুদ্ধে তর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানেন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটী মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুপক্ষীয় লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

প্রদানার্থ ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রীর টাকা শোধ করণার্থ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কার্য্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটরী রেনল্‌ড্‌স সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

"শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্ব্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্রমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উঠাইয়া লইতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ ফল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরস্বত্ব দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার ঔচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারীমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।"

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা বৃথা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রক্রয়স্বত্ব বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাহাতে সর্ব্বগ্রাসী ভূমিব্যবসায়ী বা দাঁওঅন্বেষী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আমার ভয় হয় যে কার্য্যকালে তাহা সারবস্তু না হওয়া ছায়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর ভূস্বামী ও যাহা আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য খারদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বনিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচান্ত করিয়া সালিসীর জন্য আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, তাহাহইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত ভাণ্ডারভরা টাকা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুষমন লোকের হস্তগত হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কার্য্যতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে মীমাংসায় বাধ্য নহে, কারণ ৫২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন "রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূলে উক্ত ভূমাধিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।" অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কৌশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্ব্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি বর্ত্তিবে না ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহারা তালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহাদিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় নাই। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার স্থগিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নূতন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে জমীদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বদ্ধমূল হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ত্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অনধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারের উপর বিষম অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কারণাবলীতে খাজানা বৃদ্ধি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ "প্রচলিতহার" পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং এখন এবিষয়ে যে সকল সন্দেহ ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভয় এই যে দ্বিতীয় কারণ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না, ইহা জানিয়াশুনিয়াও গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিতান্ত সুকঠিন, বিশেষ "সেই স্থানে বা চলিত বাজারে", কমিটী তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কার্য্যতঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কার্য্য হয়, তথাপি উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কার্য্যকারক কর্ত্তৃক খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে, তাহাতে কার্য্যতঃ সমস্ত ব্যাপারই রাজস্ব কার্য্যকারকের বিবেচনাধীন সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়জন্য রাজস্বকার্য্যকারকের উপর তত্ত্বদক্ষ যে তদারকের উপদেশ আছে; কিন্তু কি সূত্র ধরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারক ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কার্য্য করিবেন। মূল্য বৃদ্ধিহেতুক খাজানা বৃদ্ধি করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া যাবা [illegible] বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ২৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কার্য্যকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকা [illegible] বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পোলীসে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করে এবং পোলীস যে এবিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। প্রায় সর্ব্বদাই থোকে ও খুচরা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত থাকায় উহা হইতে সাধারণ গড় হিসাব করা [illegible] [illegible] থাকিলেও কোন দায়িত্বাবলম্বী কেরেস্তায় তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ তাৎকালিক তালিকার প্রতিই বর্ত্তিবে)—এই সকল তালিকা বিচারপক্ষে প্রকৃত ও নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আবার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পূর্ব্বের মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

[illegible] রাখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য [illegible] [illegible] চাউলের মূল্য, এবং [illegible] মূল্য পরিগণন করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোল্লেখ করার [illegible] স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনামতে সরকারে ভিন্ন শস্যের নাম উল্লেখ করিতে পারেন। তামাক, ইক্ষু, তুঁত, আলু, পাট প্রভৃতি [illegible] উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয় কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের টাইথ কমুটেশন আক্ট যে মূল সূত্রে স্থাপিত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের টাইথের সহিত বাঙ্গালার খাজানার কোন সাদৃশ্য নাই, কারণ প্রথমোক্তটী ফসলের নির্দ্দিষ্ট অথচ সমগ্র অংশ, আর শেষোক্তটী উৎপন্নের [illegible] [illegible] হইলেও এক্ষণে পুরাতন নিরিখ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। [illegible] টাইথের [illegible] বৃদ্ধি হয় না; [illegible] [illegible] [illegible] টাকায় দের

খাজানা বৃদ্ধিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল সূত্র টাইমকে মুদ্রায় পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকায় দেয় খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে সেই মূল সূত্র কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্ত্তমান আইনমতে এই সূত্র ধরিয়া কার্য্য করা যেরূপ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানাবৃদ্ধিসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্য্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ বৃদ্ধির আজ্ঞা দিবার সময় আদালতের যে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৬ ধারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটী কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখিদ্বারা পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন স্থানেই বর্ত্তমান খাজানা দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না এবং একবার বৃদ্ধি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পরামর্শমতে উভয় নিয়মই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেস্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সেস্থলে খাজানা টাকায় আট আনার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক বৃদ্ধি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সে স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বতন খাজানা হইতে টাকায় চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা বৃদ্ধি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্ণমেণ্টের মীমাংসা কখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা যতই অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্ত্তমান খাজানার ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শতকরা পঞ্চাশ টাকা ঊর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া বৃদ্ধি দিতে হইবে, সেস্থলে শতকরা পঁচিশ টাকা ঊর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দেশ করা সুবিচারসঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকায় পরিবর্ত্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঙ্গালা অপেক্ষা বেহারেই অধিক খাটে; এবং আমার মাননীয় সহযোগী মহিমান্বিত দ্বারভাঙ্গার মহারাজা নিশ্চয়ই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল সূত্র ধরিয়া পরিবর্ত্তনকার্য্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটী সূত্র এই—

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এস্থলে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইন এ উভয় মতেই দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের সহিত কারবারে জমীদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীস্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূম্যধিকারী ও দখলীস্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি দখলীস্বত্বহীন প্রজা কোনমতে একথণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীস্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার যেরূপ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমীদার রায়তকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে যাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমীদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ মোকদ্দমায় কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন, এবং আদালতের হুকুমমত জমীদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বেই রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মে তাহা হইলে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার পাইতে স্বত্বাধীন হইবে। এইরূপে দখলীস্বত্বহীন প্রজা নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। এই শ্রেণীর রায়তের সহিত আপনার ইচ্ছামত কারবার করিবার জমীদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমীদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এস্থলে আমার বলা উচিত যে বিচারাধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজার উচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয়

প্রথমকার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে? এই সকল বিধানে এদেশে অজ্ঞাত কতকগুলি নূতন ভাবের সূত্রে অন্তর্নিহিত ছিল। এপাণ্ডুলিপিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিবাদের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বিচারাধীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্ত্তিত করায় জমীদারের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জমীদারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়তের সুবিধার জন্য বিচারাধীন পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল, সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মন্দ পরামর্শ দিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রজার পালকে ক্ষেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। হয়ত জমিদার অন্য প্রজার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং হয়ত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভাব্য পাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাধীন পাট্টায় তাঁহার সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বহীন রায়ত সম্বন্ধীয় বিধান সকলে জমীদারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে শ্রেণীর রায়তের সুবিধার জন্য এরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু মাত্র মায়া নাই সুতরাং জমীদারের অনুগ্রহ পাইতে তাহাদের কিছু মাত্র ধর্ম্মতঃ দাবী নাই।

কোর্ফা বিলি ও কোর্ফা রায়ত

যে পাণ্ডুলিপি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান দোষ এই যে, যদিও উহাতে জমিদারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষ রূপে খর্ব্ব করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষিকর্ষক, যাহার পরিশ্রমেই দেশে ধনাগম হয় ও সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ও ভূস্বামী ও পেটাও ভূস্বামীর দল আহার প্রাপ্ত হন, তাহার বাস্তবিক অল্পই উপকার করা হয়। মধ্যবর্ত্তী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্ফা রায়ত, যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্ষণ করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধ্যবর্ত্তি লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই বিধানে যেরূপ হস্তনিক্ষেপ করা হয় কমিশী তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা কোর্ফা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাণ্ডুলিপিতে কোর্ফা বিলি নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, এসকল বিধান কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে সে, উহা রেজিষ্টরী হইবামাত্র, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপ সুবিধাজনক। অতএব ইহাতে কোর্ফা বিলি বন্ধ হওয়া দূর থাকুক বরং উহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফা বিলি করে, তাহা হইলে কোর্ফা পাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের জন্য সিদ্ধ হইবে না, এবং উহা ভুক্তকালেও কলহের হইবে। যে কোর্ফা পাট্টা লিখাইতে তাহার অবশ্য ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টার মিয়াদ যত অল্প হইবে তাহার লাভ তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্ফা রায়তের ভূম্যধিকারীরা ষ্টরী করা পাট্টাস্থলে নিজে হাতা দিয়া থাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অন্য স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পরং বহুসংখ্যক মধ্যবর্ত্তী লোক আছেন, (বাকরগঞ্জে পরং ১৩ শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোক আছে) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধিমতে কার্য্য চলিবে। প্রত্যেক মধ্যবর্ত্তী কি তাহার রায়তের নিকট হইতে তিনি আপন ভূম্যধিকারীকে যাহা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা অধিক দাবী করিতে স্বত্ববান হইবেন? তাহা হইলে এই দলের সর্ব্ব শেষ ব্যক্তির যে ব্যক্তি স্বহস্তে চাষ করে তাহার দশা কি হইবে? চতুর্থতঃ ভূম্যধিকারী কোর্ফা রায়তকে কৃষি সম্বৎসরের শেষে ভিন্ন ও ঐ বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্ব্বে উঠিয়া যাইবার লিখিত নোটিস দান ভিন্ন উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উদ্ধতন রায়ত অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছে কিনা তাহাই লইয়া উদ্ধতন রায়তের সহিত কোর্ফা রায়তের সর্ব্বদা বিবাদ হইবে, ফল এই হইবে যে হয় কোর্ফা রায়ত নিঃশব্দে অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইবে, না হয় সর্ব্বদা মোকদ্দমা মামলা হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকলস্থলে উদ্ধতন রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিবে কেবল সেইসকল স্থলেই ৬১ ধারাতে খাজানার সীমা নির্দ্ধারণ কার্য্যকর হইবে। এই জন্য সেই রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উদ্ধতন রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহাহইলে তাহাকে আদালতে আনায় কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিযুক্ত বিধান নাই। উদ্ধতন রায়ত যে রায়ত তাঁহার নিজের শর্ত্তমত জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই স্থির করিয়া রাখিবে. এবং যখন কোন কোর্ফা রায়ত ঐ শর্ত্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রদত্ত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত আইনের নির্দ্দিষ্ট শর্ত্তে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উদ্ধতন রায়ত তাহাকে গ্রহণই না করিল তবে সে দাঁড়ায় কিসের জোরে। অতএব কোর্ফা বিলি নিয়মনার্থ বিধান সমূহ হয় অকার্য্যকর হইবে, না হয় অশেষপ্রকার মোকদ্দমা মামলা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধ্যায়ে ভূম্যধিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্ত্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূম্যধিকারীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহারা ভূম্যধিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অবধারিত খাজানায় ভমিভোগ

করে সে আপন যোত সম্বন্ধে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূম্যধিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যোত সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোতে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূম্যধিকারীর উপর এক নোটিস দিবে। যদি ভূম্যধিকারী তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমূহের মর্ম্ম এই যে উহাতে ভূম্যধিকারীর ভূস্বামী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের মীমাংসাব্যবস্থার কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রথম কল্পে ভূম্যধিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূম্যধিকারীর অনেক মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তাহার মুনাফা তুলিয়া লইবেন এ আশ্বাসও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানা বৃদ্ধি দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে ঐ ভূমি খাজানা বৃদ্ধি দিতে সমর্থ তবেই বৃদ্ধির আদেশ করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, ও যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা, কারখানা প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূম্যধিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে বলা হয়।

অবিভক্ত সম্পত্তির সত্ত্ব রক্ষণ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার জজকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাঁহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাঁহার বোধ হয় যে (ক) সাধারণের অসুবিধা বা (খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা তালুকের সহাধিকারীদিগকে উহার তত্ত্বাবধারণের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই প্রথমে বলিব। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কাননী খাজানা আদালতের নিয়ম করিয়া এ অসুবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেক গুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহাদিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা টাকার জন্য উক্ত সহাধিকারীদিগের একযোগে রসীদ পাইতে না পায় সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আমানত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীরা একযোগে অথবা [illegible] কালেক্টরের দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা রুজু না করে তাহা হইলে সহাধিকারীরা ক্রোকের দরখাস্ত অথবা বৃদ্ধি খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবে না। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা [illegible] মহালের রায়তদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিভক্ত ভাবে কোন মহালের তত্ত্বাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে ক্রটি করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য্য করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের ফৌজদারী বিষয়ক আইনের ক্ষমতা দণ্ডানুসারে করা যাইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জজ সাধারণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যেসকল কারণের কথনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই [illegible] করিয়া [illegible] সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিশ্রম ও উৎসাহের [illegible] কারণ অপনোদন করা, প্রকৃত রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

পাণ্ডুলিপি খাজানার বন্দোবস্ত, জমার তালিকা, ও ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ।

[illegible] যে সকল [illegible] লিপিবদ্ধ [illegible] ও [illegible] তদনুসারে যে ভাবে ভূমির [illegible] থাকে, তদ্বিষয়ে [illegible] সেই [illegible] লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের [illegible] নির্দিষ্ট আছে, এবং এই [illegible] বিষয় [illegible] যে [illegible] সম্প্রদায়ের নিজ নিজ [illegible] উপর [illegible] সংরক্ষণাবশ্যক। কিন্তু এই সকল [illegible] এই যে, একদিকে ভূম্যধিকারী ও প্রজা [illegible] অবলম্বন করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে [illegible] অবলম্বন করিবার [illegible] দেওয়া হইয়াছে। এই সকল [illegible] হইলে, আমার ভয় হয় যে [illegible] মোকদ্দমা [illegible] ভূম্যধিকারী ও প্রজার [illegible] হইবে, [illegible] জমীর [illegible] [illegible] যাইবে,

এবং কৃষিজীবিরা ক্ষতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। হ্যাজল্‌ডিরযুক্ত অব্দীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন উহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ. কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্ণমেণ্ট যাইয়া দেশের লোকের উপরি উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধকার দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিক্রয়ে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য জমাবন্দীর কাগজ পান না, স্বত্বের লিপি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়; যেস্থলে রায়তেরা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়তদের কর্ত্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমীদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমীদারের নিজ জমীর রেজিষ্টরী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হস্তে অসীম বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অধ্যায়ের লক্ষ্য বিষয় যেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহাদ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রসম্মত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নমুনার হার বা এক সমান হার বা পূর্ব্বে যাহাকে প্রচলিত হার বলিত কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রজা ও ভূম্যধিকারী কাহারই একার্য্য দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার খরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূম্যধিকারী ও প্রজার ঘাড়ে চাপান হইবে। যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমিবিশিষ্ট শ্রেণীর উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর নূতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূম্যধিকারীর নিজ জমী লিপিবদ্ধকরণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহাদ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ ধারায় বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন লিপিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজজমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালতও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। জানিবেক যে সুবে বেহারের মধ্যের মালিকান জমীর এবং সুবে বাঙ্গালা ও মেদনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারীদিগের নিজের নানকার ও খামার ও নিজ যোত ও ঐরূপ ভূমিষ্টপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাখেরাজ ভূমির বহিষ্করণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের ভাষার সহিত পাণ্ডুলিপির ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয়া চাষ করার শর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিলনা। পতিত ভূমি সম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুরুতর খাজনা ধার্য্য করায় জমীদারের যে অপরিহার্য্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে ক্রোকের আইনের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সহায়তা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্ত্তমান ক্রোক আইনের সার এই যে ইহাদ্বারা শীঘ্র ও অব্যর্থরূপে কার্য্য হয়, কিন্তু ভূম্যধিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত থাকে, ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে কোন আদালতে

দ্বারা করিতে হইবে. উহার পতিপদে নানাপ্রকার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হয়ত মাঠ হইতে শস্য অন্যত্র নীত হইয়া গিয়াছে। উহার কার্য্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উক্ত দ্বারা আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্বর প্রতীকারই ক্রোক আইনের মর্ম্ম হওয়া উচিত। আবার ক্রোক করিতে গেলে ভূম্যধিকারীর এত ব্যয় করিতে ও এত বিরক্ত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ক্রোকী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য্যপ্রণালী।

গবর্ণমেণ্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতা সাধন করিবেন বলিয়া পুনঃ২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং২ বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্য্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য সকল মত স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রথম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাসাধন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদানুবাদের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদানুবাদের ফল কার্য্যতঃ আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম

(১) পত্তনী কার্য্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেণ্ট ও রাজা পালিত মহাশয় এক্ষণে যে কার্য্যপ্রণালী চালাইতেছেন ও

(৩) বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা জমাওয়াশীল বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপাততঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটী বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

"সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রাম ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির বসতবাটীতে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাছারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, তথায় অথবা তদুপরিস্থিত অন্য কোন সদর জায়গায় অথবা গ্রামের হাট বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জমি অবস্থিত তাহার অন্য কোন সর্ব্বপ্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে সমন হয় গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের মণ্ডল, না হয় গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, নাহয় গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে জারীর বাবত সাক্ষ্য লইতে হইবে।"

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য্যপ্রণালীর অন্ততঃ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্ব্বিচার বা পুনরান্দোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দ্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইস্যু ধার্য্য করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধার্য্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদির এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীক্রমে তাহার তালুক বা যোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না। খাজানাগ্রহীতা রীতিমত প্রতিভাব্য দিলে আমানতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটীতে আমার অনেক মহামান্য সভ্যগণের আমার পরামর্শমত উপায়ে সহানুভূতি আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভ্য আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্যপদ্ধতি স্বল্পব্যয় ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্য ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারার একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র জনের মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অপ্রমাণ হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইত, আমি ইহা কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বত্বের মোকদ্দমা, বাহির হইবে মাত্র; খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিলক্ষণ বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; আমার বোধ হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্রত্ব সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ।

আমার ভরসা আছে যখন আগামি নবেম্বরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যেরা খাজানা আদায়ের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্য্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকাতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে, কোনবিষয়ে সকলের মত একত্র হয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ নিন্দা হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কার্য্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু ভিন্ন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)

(চ) গোচের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উত্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অহিতকর প্রস্তাবের বিলক্ষণ প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী, ঘর, ক্ষেত,

খোদাবিক্রয় বা বন্ধক দিবার সময়, তাহার ক্ষেত্রোৎপন্ন বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কেন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে বলি।

দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারাধিপত্য বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের পার্লিয়ামেন্টের অনুরোধে, রাজস্ব কর্ম্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্টই এই যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যেরূপ সব একসমান করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং যাহাদ্বারা ঐ অঞ্চলে মূলধনের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রস্রবণ শুকাইয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালায়ও ভূমিবন্দোবস্তের সেই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়, আমারও এই বোধ। কিন্তু আমি ভরসা করি যে আমার বোধ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হইবে। শস্যে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তনেই হউক, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্তেই হউক, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হউক, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধারণেই হউক, কৃত্রিম মাপের কাটি নির্দ্দেশ করণেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে দিকেই দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকেই স্থিরবিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিরূপ অট্টালিকার অধিকাংশ সেই স্থিরবিন্দুর উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্ম্মচারীকে কার্য্যনির্ব্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এবিষয়ে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারককে শাসনকার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেন্টের ইচ্ছামতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাদে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"যে ভূমির রাজস্বের ও তাহা উৎপন্নের নিয়ম সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের দেনা পাওনার এবং যাবতীয় ভূম্যধিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের মধ্যে যে সকল দাওয়া ও বিরোধের মোকদ্দমা অদ্যাবধি মাল আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা আইনের মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাঁহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত যে মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুর মালের কৌন্সেলে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহশীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিম্মা থাকিলে মাল আদালতের দৌরেস্তায় দীপ্তিমান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের মতে যে সকল স্বত্ব অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয় নিতান্ত মনস্থির রাখিবেক না কারণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিরুদ্ধমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অপ্রত্যক্ষে এত্তেলাবিনা হাজিরীতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহশীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই মবস্থা থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য ও তহশীলের মোকদ্দমায় আইনের অন্যথায় হুকুম হইলে অন্যায়গ্রস্তের আপন ভরসার স্থান ছিল না যে বিপক্ষ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায়গ্রস্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবদিগ হইতে তহশীলের কার্য্যের বাহুল্য জন্য ভূম্যধিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাসের আধিক্যজন্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত্ব ও তৎসংক্রান্ত সকল স্বত্বে। স্থৈর্য্য কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধিপতিকর্ত্তৃক এই যে ভূম্যধিকারিদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণের শক্তি ত্যাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্বভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা মালগুজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের জজ সাহেবদিগের যে প্রকারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে কহা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে জজ সাহেবদিগের স্বেচ্ছাময়ের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারীদিগের ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবেরা আপনাদিগের অর্পিত যাবৎ কর্ম্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার উত্তর আদালতে দেন এবং সরকারেরও প্রকৃত প্রাপ্তব্য ছাড়া কাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা ঐ হুজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালতের দায়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্য্যাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিয়া অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত্ব গুরুতর হইবেক এবং যে চাসের আধিক্যে সর্ব্বের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তন্নিমিত্ত সকল লোকেই শ্রম ও চেষ্টা যথোচিত করিবেক।"

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেণ্ট যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ সালে দশগুণ অধিক খাটে।

পত্তনী তালুক।

জমীদারেরা এই পাণ্ডুলিপিতে পত্তনী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন এরূপ করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া ঐ আইনের প্রত্যেক কথা কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; জমীদার, পত্তনীদার, আদালত ও আমলা সকলেই উহা বেশ বুঝে; উহার ভাষার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে ষাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনানুসারে পত্তনী আইনের ধারা ও ব্যাখ্যা যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। আমরাও এই মতের অনুমোদন করি এবং আমার ইচ্ছা যে পত্তনী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল সূত্র ধরিয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রধানতঃ লিখিত তাহার উপর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষবিষয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। আগামী নবেম্বরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিবার বাসনা রহিল।

১৮৮৫ সাল ১৪ মার্চ্চ।

কৃষ্ণদাস পাল।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্যলিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন তালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তক্রমে এই যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী অগ্রে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন;

(খ) যদি সে নিজ জমী এরূপে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাস্বত্বের কার্য্যের সম্পূর্ণরূপ অনুপযোগী হয় তাহা হইলেও দখল হইতে উচ্ছেদের দায়ী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অবস্থা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ।

যদি একস্থলে ভূম্যধিকারীকে অগ্রক্রয় স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাঁহাকেও স্বত্ব দেওয়া উচিত, যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজার কার্য্যের অনুপযুক্ত করায় রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অনুকূলে যত তর্ক উত্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রক্রয় স্বত্ব মহম্মদীয় আইনের শাখা। বেহারের হিন্দুরা পূর্ব্ব ক্রয়ের স্বত্বের দাবী করিলে, উহার ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দখলীস্বত্ব খরিদ করিতে পারে, তাহার হস্ত হইতে ভূম্যধিকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শত্রুপক্ষীয় ক্রেতা ভূম্যধিকারীকে যেরূপ ভয়ানক অসুবিধায় ফেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ; ক্ষেত্র নষ্ট করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাঁহার পক্ষে এইস্বত্ব যেরূপ অনর্থক হইবে অপর স্থলেও সেই রূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে ফল এই হইবে, ভূম্যধিকারী উৎসন্ন যাইবে।

যখনই ভূম্যধিকারী পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবে অথবা যদিও ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরগ্রহীতা পূর্ব্বেই পূর্ব্বক্রয় স্বত্বের ভয় করিয়া যখনই আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূম্যধিকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভয় আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করাই হস্তান্তরগ্রহীতার অবধারিতহারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাইতেন এবং এই অধ্যায়ের কার্য্য মোকররী পাট্টাধীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টায় লোককে উৎসাহ দেওয়ায় যে হানিকর ফল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোর্ফা বিলির নিয়ম।

কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটী অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়েও আমার মত বিভিন্ন।

কোর্ফাবিলি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশে কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে বাধাজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফাবিলি করে তাহাকে তালুকদাররূপে পরিণত করিলে ভূম্যধিকারীদিগের বিশিষ্ট স্বার্থের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষতঃ রায়তদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ রায়তের রায়তদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে তত্ত্বাবধারণাধীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্ফা বিলির ক্ষমতা রায়তের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হঠাৎ দেনায় জড়াইয়া পড়িলে ইহা দ্বারা সে সেই দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থ অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জন করিতে পারে।

উহা আইনসঙ্গত। এতদিন কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাজনক নিয়ম ছিলনা। আর যতই কেন বাধাজনক নিয়ম হউক না, কখনই কোর্ফা বিলি পরিত্যক্ত হইবে না।

যতদিন পর্য্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা এক্ষণে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এরূপ এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবন্ধক হইতে কোর্ফা পাট্টার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্ফা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোর্ফাপাট্টাধারীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এপ্রণালীকে কোন না কোন রূপ তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এবিষয় শীঘ্রই এমত ভাবে গবর্ণমেন্টের গোচরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার মীমাংসা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

৬। ৪র্থ অধ্যায়—খাজানা বৃদ্ধি।

সিলেক্ট কমিটীর নিকট রিপোর্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে বর্দ্ধিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্ব্বহারের উপর টাকায় ছয়আনা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূম্যধিকারী প্রজার সহিত বরাবর বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

জমির জন্য যে হার প্রদত্ত হয় তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া ভূম্যধিকারী খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্দ্ধিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থলেই পূর্ব্বতন খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা বৃদ্ধি উভয় স্থলেই বর্দ্ধিত খাজানা দশ বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। সিলেক্ট কমিটীর সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিমত খাজানা-বৃদ্ধি কোন স্থলেই টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

দুই আনার কম বা দুই আনা পর্য্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে, দুই আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্য্যন্ত।

কোন যোতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা বৃদ্ধি হইলে উহা পূর্ব্বতন হারের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী বৃদ্ধিবশতঃ হইলে শতকরা পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক, হার পনের বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উভয় স্থলেই পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আইনমত খাজানা বৃদ্ধি করা বর্ত্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে. কিন্তু আমার বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এই কথা স্বীকার করায় খাজানাবৃদ্ধির সীমা পরিত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া সীমা সঙ্কোচ ও সময় বৃদ্ধি করিয়া কমিটীর অধিকাংশ সভ্য খাজানাবৃদ্ধির উপর যে বাধাজনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রজাদিগকে যোত ভোগ করিবার স্বত্ব স্থায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূম্যধিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অনায়াসেই খাজানা বৃদ্ধি দিতে স্বীকৃত হইবে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আমি সে রাজনীতি অনুমোদন করি না।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধিস্থলে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিমত খাজানা বৃদ্ধি রেজিষ্টরী করা করারপত্র দ্বারা করিতে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে প্রজা তাহাতে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে স্বীকার করিয়াছে

টাকার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উভয় স্থলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দ্দেশ করায় ভূম্যধিকারী তাঁহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়াও আদায় করিয়া লইতে ছাড়িবেন না। আমরা রক্ষা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এস্থলে কমিটীর প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোত ভোগ করণ হেতুক খাজানা বৃদ্ধির যে পরিমাণমত সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমারই অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উভয় বিষয়েই আদালতের হস্তক্ষেপ না করাই উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

৬৪ ধারা (১) ঐ ,, (২) ঐ ,, (৩) — চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানায় সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে পারিবে প্রথমটীর এই মর্ম্ম।

দ্বিতীয়টীর মর্ম্ম এই যে, বিপক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানায় জমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানায় ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টী দ্বারা ঐ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানাতেও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিপির উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্ত্তনমাত্র, সারতঃ কিছুই নহে।

কমিটিতে এই বিষয় বাদানুবাদের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তৎসমর্থনার্থ একটুও যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তের অতিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তির উত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই যাহাতে আমি আমার মন্তব্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্ত্তমান আইন, বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তনার্থ কমিটিকে প্রবৃত্ত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপরম্পরা প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কেমন করিয়া ও কি কি শর্ত্তে রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুষঙ্গিক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিলনা যে মোকররীদার ও ইস্তমরারদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন শ্রেণী যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটী শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া জমীদারদিগের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানায় ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের পরিবর্ত্তে মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করায় ইহাদ্বারা ক্রমাগতই নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া দিতেছে।

এঅধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়. ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জ্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জ্জনে বাধা দেওয়া জমীদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্ত্তমান আকারে পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করায়, উভয়ের স্বার্থেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ করা সুবিচারসঙ্গত হয় নাই স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান আইনের কার্য্য চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উচ্ছেদ করাও অন্যায় ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কার্য্য চলিবে, এক্ষণকার মত মোকদ্দমা রুজু করিবার ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, যদি কমিটী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং জমীদারদিগের প্রতিও প্রথম কিছু সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়তের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাবধানতা ও নিজের কার্য্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাস করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসঙ্গত।

অতীত কালে তিনি যাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহার রক্ষা হয় তাহাও অন্ততঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তমতে কেবল মাত্র মোকররীদার ও ইস্তমরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশশালা বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমীদারের কার্য্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তালুকদার বাসেন্দা রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজন্য স্বত্ব জন্মিয়াছিল, আর পাইকস্ত রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ৬৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব্ব প্রথম পাইকস্ত রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভার রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়তের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশা করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাসের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিলে কিসের জন্য ঐ আইনে এই সকল বিধান নিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে "যে সকল বংশানুক্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা ঐ হারে পাট্টা পাইতে স্বত্ববান হইবে" লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখও নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজিও দাবিকারি রায়তের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুত স্কোন্স সাহেবই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুসঙ্গততর যুক্তির উপর স্থাপিত যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে" কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করায় তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। এই সকল ধারা খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমটী তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টীর কার্য্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্ত্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে যেরূপ গিয়াছি সেরূপ বর্ত্তমান আইন ছাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলা হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়তের পক্ষে স্বত্ব সাব্যস্ত করা তত সহজ নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন হৃদ্বোধই নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণ করা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যত পুরাণ আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়তের অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্ত্তমান আইনে যেস্থলে বরাবর টাকায় খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থলের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, ঐ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানায়ও খাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটীতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাঞ্ছনীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর নি বদ্ধ করা উচিত আমরা এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি।
এপ্রকরণ বিধিবদ্ধ করাও যাহা আর যেসকল রায়ত নগদে খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকার খাজানা দেয়, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়াও ঠিক তাহাই।

বর্ত্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পরস্পর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত যা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ও ... করণের অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপর যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্য্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল বিধান অপরিবর্ত্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্লাবিত হইয়া যাইবে ও জমীদারেরা উৎসন্ন যাইবে।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের কুফলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় সংক্রান্ত প্রকরণের উপর এই সকল বিধানের কার্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের অন্তর বিভাগ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতও হস্তান্তর যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তরকরণের স্বত্ব দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুষঙ্গের মধ্যে ছিল না। অন্যথা স্থলে আদালত ভূমিভোগের স্বত্ব ... হইলেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে এপ্রদেশের প্রতি জিলাতেই দখলীস্বত্ব ইচ্ছামত ক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয় হইতেছে।

কোন২ জিলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইন বদ্ধ হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে, যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে আক্রমণ করিয়াছে।

আইনবিরুদ্ধ হইলেও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

এক্ষণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধ হইলে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর আইন ... করার ফল মন্দ হইবে। ভূম্যধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের দ্বারা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ ও রায়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইতে দেওয়ায় রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যখন টানাটানি হই ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্দ্ধেক মূল্যে তাহার যোতের এক খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডশঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

ভূম্যধিকারীকে এরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইস্তফা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া।

ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত্ত অনুসারে যেরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

শেষোক্তটী অত্যন্ত কার্য্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তিবিন্যাস করিয়াছিলাম।

৬। ১০ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভূম্যধিকারীর অনুরোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুরোধে, অথবা বিবাদ নিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় যেরূপ আছে তদনুসারে মহালের জমাবন্দী স্থির বা নিশ্চয় করার পর তাহা দশের বৎসর সময়ের জন্য ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না।

১। যেস্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তথায় ইহা খাটিবে।
২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তথায় ইহা খাটিবে।

৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেস্থলে কিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয়; জমীদার বাধ্য হইবেন, না হয়, পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিবে। ইহার এদিক ওদিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধ্যায় সেই সকল স্থলেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারায় দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। দিলে একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায় অত্যাচারের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১৪শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যে বিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিষ্টরী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়মুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্দ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিভোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ায়, মোকদ্দমার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেনাদারের, বা ক্রেতার কাহার কর্ত্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র এক অংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাহার বাজার সম্ভ্রমের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক সুদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।

পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্নমতের মন্তব্যলিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল এক্ষণে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের ন্যায় আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার এ কথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনায় কয়েকটি বিষয়ে প্রজার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানাবৃদ্ধির যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে বিষয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র দরবৃদ্ধি প্রযুক্ত বৃদ্ধি প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূম্যধিকারীর এই বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ২২ (খ) * ধারার শাসনটী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয় খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূন এই কথা খাজানাবৃদ্ধির একটি হেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে; এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূম্যধিকারী কত খাজানার দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূম্যধিকারী পূর্ব্বতন খাজানার শতকরা পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি দাবী করিতে পারেন। প্রজা জমী না ছাড়িয়া যতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষম শক্তি এই সকল ধারায় ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিযোগ্য নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূম্যধিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল জোত বিলি করিবার সময় অবাধে যত ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল নূতন বসান রায়তদিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে এরূপ নহে, সাধারণ প্রজা সম্প্রদায় মাত্রেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় দেখিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আমার বিবেচনায় যেস্থলে ভূম্যধিকারী শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিণত করিবার আবেদন করেন সেস্থলে প্রজার স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫৩ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকা উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপ খাজানা ভূম্যধিকারীর পক্ষের বিবরণে ঐ জোতের যে খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূম্যধিকারী দশবৎসর ধরিয়া যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া যদি মুদ্রারূপ খাজানা স্থির হয়, তাহা হইলে শস্যকার্য্যের সমস্ত ঝুঁকি প্রজা গ্রহণ করে এ বিবেচনায় তাহা হইতে বিলক্ষণ বাদ দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশ্যন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এরূপ বাদ দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিত্যাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপ কথা যোজনা করা হইয়াছে, তাহাতে আমার বোধ হয় অপব্যবহারের দ্বার বিলক্ষণরূপে উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা। যখন রায়ত পরিত্যাগ করিয়াছে এই অজুহাতে তাহাকে তাহার জোত হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃপ্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা রুজু করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল অতি অল্পই হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কার্য্যচলন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের দখলস্থ জোতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতে উহা বিস্তার করিবার অতি অল্পমাত্রও কারণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত জোত বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূম্যধিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ্চ। এচ, জে, রেনল্ডস।

*এই প্রকরণে প্রকাশ করে যে, "রায়তেরা ফসলের সময় যে মূল্যে বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিয়া প্রধান অন্যযোগে ভূমির মোট উৎপন্নের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য যত হয়, বর্দ্ধিত খাজানা কোন স্থলে তাহার পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।"

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলসূত্র গ্রথিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইসম্বন্ধে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ জন্মিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

"এই নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, তথাপি এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্ত্তমানের প্রয়োজনের কথার উপর অধিক নির্ভর করে। এজন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্য্যকর ভাবের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন।"

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধহয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এস্থলে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়তদের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্ত্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অতীত প্রতিজ্ঞানুসারে প্রণীত নহে, কোন বর্ত্তমান স্থানীয় গবর্নমেণ্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহ২ যাহা বর্ত্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তদ্রূপ এক শ্রেণী; এবং স্বভাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহ২ বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্ব্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে "উপযুক্ত জন্য ক্ষতি পূরণ" দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ত্যাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের [illegible] ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন বোধ হইতেছে, এবং [illegible] সিলেক্ট কমিটির বিবেচনা কালে বিশেষ গুরুতর স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের ফল বলিয়া উক্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জষ্টিস সাহেব যে সুন্দর মন্তব্যলিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে ন্যায্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি [illegible] হইতে যখন বহির্গত হইয়াছে তদবধি বরাবর জমিদারেরা সমবেত ভাবে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছেন [illegible] বঙ্গদেশের প্রায় অনেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির [illegible] উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণমত এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে [illegible] ভূমি সংক্রান্ত পুরাতন আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। [illegible] এরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে [illegible] ও প্রজার [illegible] তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে [illegible] করিয়াছিলেন।

এই সভার [illegible] আর এই [illegible] বলিতে চাই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত [illegible] কোন নূতন [illegible] তাহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে [illegible] প্রথম এইবার নিষেধাত্মক নিয়ম [illegible] প্রস্তাব [illegible] করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার [illegible] টাকা খাজানা বৃদ্ধির উর্দ্ধসীমা করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল [illegible] কেবল [illegible] স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে [illegible] হইতেছে [illegible] জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্ব ভঙ্গ করা হইতেছে, জমীদারদের নিশ্চয়ই এইরূপ জ্ঞান করেন। [illegible] বঙ্গদেশের [illegible] জমীদারেরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর [illegible] প্রজাদের মধ্যে [illegible] রাজভক্ত এবং ইংলণ্ড পার্লেমেণ্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহারা [illegible] বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে কিম্বা তাঁহাদের [illegible] বহির হইতে চাহিবেন না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অবস্থায় যাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করায় জমীদারদের স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে জমীদারদের স্বত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জমীদারেরা এমন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে যেরূপ অর্থগৃধ্নু ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেইরূপ অর্থগৃধ্নু ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার বৃত্তান্ত কোথায়? আমাদের নিকট কি এমন কোন রিতিনীতি বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে গত দ্বাদশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্ত্তন করা বঙ্গদেশের জমীদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ আছে কি যাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে তজ্জন্য আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় উপদ্রব জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার মত গ্রহণ করা ন্যায়ানুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতারা ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগত্যা ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অত্যুচ্চহারে খাজানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে তজ্জন্য ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যক?

অনেক রাজকর্ম্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিতপত্রে যেরূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ প্রায় বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমীতে রায়তদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমীদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তদ্ভিন্ন কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিলেক্ট কমিটীর হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যেং বিষয়ে আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্নং দফামতে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেইং বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদে অন্যস্ত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিরত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমীদার ও রায়ত ও গবর্ণমেণ্ট সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমীদারেরা প্রকৃতপক্ষে "ভূমির মালিক" এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করেন বোধ হয় সেরূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্ব্বে জমীদার শ্রেণী ছিল না, ঐ সময়ের পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেণ্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথার উত্তরস্বরূপ আমি ইহার সঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খানি সনন্দের অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে ঐ সনন্দ দিয়াছিলেন। ঐ দুইখানির মধ্যে এক খানি ভোজপুরের বা ডোমরাওর রাজবংশকে ও অন্যখানি দারভাঙ্গার রাজবংশকে [illegible] হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোনং জমীদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ছিল এরূপ নহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে [illegible] স্থাপনের পূর্ব্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের [illegible] ঐ বিষয়ে [illegible] আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা [illegible] পারিতেছি না। ঐ অংশটি এই [illegible]।—

[illegible]

[illegible] লিখিয়াছেন।

আমি জমীদারদিগকে ভূমির মালিক বা [illegible] আপনার [illegible] উত্তরাধিকারীস্বত্বে [illegible] উত্তরাধিকারীরা [illegible] উত্তরাধিকারের বঞ্চিত করি[illegible] কিম্বা [illegible] বিক্রয় বা বন্ধকরূপে [illegible] কার্য্য করিবার অধিকার [illegible] এবং আমরা [illegible] পূর্ব্বে ঐ অধিকারমতে জমীদারের কার্য্য করিতেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমীদারদিগকে "ভূমির মালিক" বলেন। [illegible] যে [illegible] লোক নয়, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

"আমি ইহা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলাম যে বোর্ড অব কণ্ট্রোল হইতে এই বিষয় নিষ্পত্তি হওয়া উচিত, আর এক্ষণে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমার সহকারী করিতে যত্ন করা উচিত। এই নিমিত্ত তিনি সম্প্রতি আমার সহিত উইম্বলডনে দশ দিন বদ্ধ থাকিয়া কেবল ঐ কার্য্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। ঐ সময়ের মধ্যে

[illegible] পাওয়া নাই

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের সারসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রণালী হইতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত; কারণ "দুর্ব্বৎসর সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সমৃদ্ধিপন্ন কৃষককুল" সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকেরাই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোন২ বিশেষ স্থলে কোর্ফা বিলি নিজহইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিলক্ষণ সম্মত আছি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিজে বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীস্বত্ব এইরূপ নিয়মাধীন থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে হস্তান্তর করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কমিটীতে যে২ সংশোধনের প্রস্তাব করি, তন্মধ্যে দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। স্ত্রীলোক ও নাবালগ প্রভৃতির বেলা সমুদয় যোত কোর্ফা বিলি করিবার অনুমতি দান সূচক সংশোধনটী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষককে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই মর্ম্মের অন্য সংশোধনটী গ্রাহ্য হয় নাই।

এই কথার উত্তর প্রমাণ আছে যে কোর্ফা বিলি করায় কৃষকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা ঘটিত গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর প্রজারা সর্ব্বাপেক্ষা দায়ী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্ফা বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকে২ তালুকদার ও খাজানাগ্রহীতার পদে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অসুবিধা অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এক জমী হইতে অন্য জমীতে চালান করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া মিলেক্ট কমিটী রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহারা ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহারা অবশ্যই ১২ বৎসর ঐভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধ; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিন২ পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ২ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিরন্ত সিকস্তী ও পয়স্তী ঘটিতেছে; এই প্রদেশের সীমাঞ্চল স্থানে সর্ব্বত্র অদ্যাপি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জিলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও ঘাসকর জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রসার হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকস্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাঁধাবাঁধী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত ইস্তফা করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়া, প্রজা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে তাঁহাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ গত বার বৎসর দখল করিয়াছে?

The Zemindari Settlement of Bengal নামক স্পষ্টরূপে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ খণ্ডের ৩৩২-৬০, ও ৮ ও ১ পৃষ্ঠায় ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বে-সরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

সকল রায়তের দখলীস্বত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে কএকটি স্থলের উল্লেখ করিব, সেই২ স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি —

১ম।—গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যে২ স্থলে ভূম্যধিকারী দখল পান, সেই সেই স্থলে যে বাকীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই স্বভাবতঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্ব২ সনের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মহাল দুই কিম্বা ততোধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা আমলে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে খণ্ডন করিবে?

কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোতের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে নূতন জমি লইলে, যে দিন তাহার সহিত ঐ জমির বন্দোবস্ত হয়, সেই দিনই তাহাতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা যুক্তিই নহে। সে কেবল কোর্ফা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার "মহাল" শব্দ অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎ খণ্ড বুঝাইতে পারে। "গ্রাম" শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। গ্রামের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে ও উহাতে বিশেষ স্থান বুঝায়।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাসেন্দা হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না।* দেশাচারক্রমে না হইলে ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশাচার সর্ব্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে স্থিতিরীতিগত বিবরণের দোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ তাহাতে দেখায় না কত স্থলে হস্তান্তর হইবার পূর্ব্বে বা পরে জমীদার সম্মতি দিয়াছেন।

*"ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।" শোর সাহেবের ১৭৮৯ সালের ১৮ জুনের মন্তব্যলিপি; হারিংটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩য় বালামের ৪০৪ পৃষ্ঠা।

এপ্রকারের কোন দেশাচার এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল শ্রেণীর ও স্বার্থের সন্তোষ জন্মাইয়া ইহা বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২য়) যে দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে পরিদারদের অক্ষমতা হেতুক দেওয়ানী আদালতে অবিচার ঘটিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্ব্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যেরূপ কল্পনা হইতেছে, তদনুসারে সর্ব্বত্র দখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও গ্রাম্য সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল গাঁথ ও মৈত্রভাবাপন্ন রায়তদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর উাহার থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিরোধী জমীদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের জমীতে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বসাইয়া গ্রামে বিবাদ, মোকদ্দমা ও সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা জমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে ঐরূপ যোত হস্তান্তর করিতে পারা যাইত না তাহাতে গ্রাম্য সমাজের নির্ব্বিঘ্নতা ও মঙ্গল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, ঐ সমাজে যাহাদের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথায় বলপূর্ব্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ ঐ সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধ স্বার্থ স্থাপন করিয়া গ্রামের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা ঐ দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারিত হইত।

দক্ষিণাপথের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল ফলিয়াছে; এবং যেমহাজনদের হাতে সাঁওতালেরা পড়ে, প্রধানতঃ তাহাদের অত্যাচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আমার মতের প্রতিপোষণার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমার নিজ ও অন্যের জমীদারীর রায়তদিগকে মহাজন ও অন্য ভূমিব্যবসায়ীদের করুণার উপর ফেলা যে ইহার স্বাভাবিক ফল হইবে, তদ্বিরুদ্ধে আমি আপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, নূতন হস্তান্তরস্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্ব ভূস্বামীর অল্পই উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকার ক্রমে না হইয়া রায়তী স্বত্বের যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহাতেই এই স্বত্ব বর্ত্তাইয়া উহা অধিকতর কার্য্যকর করা উচিত; এবং "তালুক" সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্ত্তাইতে পারিলে মধ্যবর্ত্তী প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি সহজ আয়কর বন্দোবস্তের বিধান করা হইবে, ইহাতে সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার অলীক স্বত্বাধীনে যাহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকদের নিকট স্বাধীন ভাবে বিক্রয় করা আমার নিকট উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কেহ২ অনুমান করেন যে, দখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেহারের নীলকরদের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরগণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজনা মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মহালে ভাওলী বা শস্যরূপ খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়ার ন্যায় ঐসকল অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় ভাওলীই চলিত ও টাকায় খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। ঐ সকল স্থানের অবস্থা ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে যেরূপ কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন যদি সহসা প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল শ্রেণীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট হইতেছে যে, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে২ শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্ব্বক এরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা আমি দোষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আমার নিজের বড় একটা ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেহারের জমীদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনাযোগ্য।

শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃসন্দেহ খাজানা দিবার আদিম উপায়; এবং বেহারের অনেক অংশে উহা যে আজিও রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্ত্তমান অবস্থায় উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাণ রীতি অনুসারে কার্য্য করিতেই অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমল রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আওরঙ্গজীব বৃদ্ধি করিয়া অর্দ্ধেক করিয়া তুলেন। জমীদারেরা বিঘাদির মূল্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত দুষ্কর বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ১৬ ষোলভাগের নয় ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজন্মার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ খাজানা স্বরূপ দেওয়াই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর এক দিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ সহ্য করিতে অধিক সমর্থ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বৎসর লও যাহাতে শস্য একেবারে জন্মে নাই। ভাওলীদার আপন ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু উঁহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর নাই হউক। মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, ... অত্যন্ত কম সেই সময়ে অধিক সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী ... করিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্ত্তনের বিধান বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ উহাতে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে ... ফেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ ফসলের সময়ের সঙ্গে এক হওয়ায় সচরাচর দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেক স্থলে, যদিও এরূপ ... তাহাদিগকে অতি অল্পমূল্যে শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে ভাওলী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তথায় প্রতি ফসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এরূপ স্থলে জমীদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই ভাওলী প্রথায় খাজানার বন্দোবস্ত করায় সুবিধা ও সুবিচার হয়

আরও ভাওলী প্রথানুসারে বন্দোবস্তে জমীদার রায়তের সহিত ভাগ করায় প্রতিবৎসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির ফল পাইয়া থাকেন; আর হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। এজন্য কোন পক্ষেরই বিশেষ অসন্তোষের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমীদারেরও খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা রুজু করিবার বিশেষ আবশ্যকতাও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্ত্তন কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্ম্মচারীই মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গত দশ বৎসরে জমীদার প্রকৃত পক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন। এই সকল বিষয় অত্যন্ত আলগা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাব ভিন্ন কর্ম্মচারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন। আমার বিবেচনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে তাঁহার নিজ মতামত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমীদারের পক্ষহইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমীদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায় তাঁহাকে ফসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া ফসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্ত্তনে কার্য্যতঃ জমীদারের আয় কমান হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতক গুলি স্থিতিরীতি ঘটিত সংবাদ দিতে পারিব। ঐ গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রায়তের স্বার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটী এই।—যে স্থলে ভাওলীপ্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক পুর বাঁধ সকল জমীদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে রায়ত ইহার উপকার লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যেস্থলে টাকায় খাজানা দিতে হয়, সেস্থলে জমীদার যদি জলসেচনকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হয় ... পুর বাঁধ প্রভৃতি মেরামতে রাখার ... জমীদারকে ... অংশ অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা বৃদ্ধি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদায় বিষয়ে জমীদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে কেবল তিনটী কারণ বশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করার অনুমতি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের ব্যয় বা পরিশ্রম ব্যতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই সূত্র ধরিয়া বৃদ্ধি দেওয়া ন্যায্য, কিন্তু কার্য্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ "বৃদ্ধি" আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা বৃদ্ধি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমীদার বরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমীদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে বৃদ্ধি পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

যাহা হউক, যে অবধি গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য বৃদ্ধি জানার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যবৃদ্ধির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমীদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান আইনের শব্দরচনা সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে তদ্ভিন্ন অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র সুলভ খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমার মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্ত্তন হইলে জমীদারেরা তাহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তথায় যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্যপ্রকার শস্যও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার "নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ব্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া হইল।"

বিবাদীয় স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার দিবার যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজানাবৃদ্ধির হার সীমাবদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অনুসন্ধান লইতে হইত, তাহাতে কোন্ হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের অভিপ্রায় এই বিশ্বাস জন্মিলেও টাকায় চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বরাও খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন্ বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। বরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি পাওয়া জমীদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে ভবিষ্যৎ বিবাদের জন্য কোনরূপ ছিদ্র থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্ব্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।— এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত আদিম পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করায় বর্ত্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১৭ সালের ৫ আইনের ২৩ ধারা অনুসারে কার্য্য করা দুর্ঘট হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেস্থলে এরূপ এজমালী ভূস্বামিদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেস্থলে ঐ সম্পত্তির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্ব্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্য্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্ব্বে, সরকারী কার্য্যকারকেরা ও অভিযোক্তাগণ প্রকৃতপক্ষে কতদূর ১৮১৭ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি না ফল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটীতে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা যাইবে এবং

খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসঙ্গত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও ব্যয়শূন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্য্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসঙ্গত ও ব্যয়শূন্য কার্য্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্ত্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্ত্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজ্যের অধীন নহে এবং এজন্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিপত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার মত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অর্দ্ধ যাযাবর অবস্থায় থাকে এবং এক ফসলের অধিক কাল এক জায়গায় বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে নিশ্চয় হানি হয়। যদি রায়তেরা খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিবা মাত্র তাহারা চিরদিনের মত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কর্ম্মচারীর ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্য্যপ্রণালীতে যে জমীদারের উপর কেবল কোটফী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য নূতন ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অর্দ্ধ যাযাবর প্রজা শস্য কর্ত্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমীদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করাই তাঁহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমীদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেক্ট কমিটীর হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে ওরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমীদারেরাই তাঁহাদের অংশের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট ঐ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে স্বচ্ছ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংপ্রতি তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেণ্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহারা গবর্ণমেণ্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইবে। অথচ গবর্ণমেণ্টকে দিতে এক দিনের অন্যথা হইলে যাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

এক্ষণে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে, বর্ত্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষাগত সম্পত্তি বিক্রীত ও সে তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্ব্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেণ্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমীদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করায় জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের সুবিচারের অভাব হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখায়, গবর্ণমেণ্ট নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অনাবশ্যকতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমীদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

দশম অধ্যায় :—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্ত্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান চুক্তি যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেণ্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসঙ্গত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অযথা ব্যবহারদ্বারা অসন্দিহান কৃষককুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন অনুসারে বর্ত্তমান যে বন্দোবস্ত ন্যায্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এরূপ ভয়ানক ভাঙ্গাচুরা করা না হয়।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তেই রায়তের ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটী ধরিয়া লইয়াই এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থাপককার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ ভ্রমাত্মক, কারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রায়তের সুবিধা হয়। রায়ত জমীদারের কথামত কাজ করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবমত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেক্ট কমিটীর মীমাংসায় আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমার বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে যাহাদ্বারা ন্যায্য সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমরা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূস্বামিস্বত্বের হানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেণ্টের আইনের সভাসদ উহা উপস্থাপিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্ত্তমান কৃষক শ্রেণীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এক পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিবিধানার্থ আর একবার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কষ্টে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিকট পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ নির্ণয় ও তদ্বিষয়ের সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে কল্পনা করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেক্ট কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে রীতিমত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ায় এবং স্থিতিনীতি বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ায়, ও ঐ সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ায়, আমাদের বাদানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল। দ্বারভঙ্গা।

সত্যের অনুবাদ।

মোহর।

বেহারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আমিল, জায়গীরদার, ক্রোড়ী কার্য্যকারক ও নিজামগণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক যাঁহার আজ্ঞাকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞা ক্রমে উক্ত বেহার সুবার অন্তর্গত ত্রিহুত সরকারের ধরমপুর পরগনা ও তিরহুত সরকারের দেকাত পরগনা আনুষঙ্গিক ইনাম রসুম প্রভৃতি স্বত্বের সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, ইহা ক্রিয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল।) নিজামতের কারপরদাজ ও কার্য্যকারকগণ ঐ রাজাকে তাঁহার প্রাণশক্তি যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী স্বত্বে বহাল রাখে তাঁহার সমস্ত ভবনে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজভক্ত ও রায়তের হিতৈষী হন তবে ইঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই যথাসাধ্য, সনন্দের অনুযায়ী হইয়া তাহারা তাঁহার আজ্ঞানুসারে ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত সনন্দ দাখিল করার জন্য আহ্বান করিবে না।

অভিষেকের ৪র্থ বৎসরের ২৯ শাওয়াল।

ডি, ফিট্জ প্যাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.

B 273—28-4-84—2,100

Numb. 2337 [২৩৩৭]. [REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 13, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1989 A.

GENERAL.—*The 17th April* 1884.—Mr. W. O'Reilly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district.

Baboo Bhobotosh Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Baboo Shitul Nath Bose.

Baboo Gobind Mohun Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Mr H. A D. Phillips.

The 19th April 1884.—Mr. R. M. Waller, Officiating Magistrate and Collector of Mymensingh, is allowed furlough for eight months, under section 50, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he availed himself of it.

The 21st April 1884.—Mr F. E Pillard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sonthal Pergunnahs, is transferred to Rajmehal in that district, with effect from the date on which he joined his appointment

The 22nd April 1884—Baboo Nilkanto Sirkar, M.A., Lecturer in the Kishnaghur College, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Fureedpore district.

The 24th April 1884.—Baboo Radhika Lal Shome, Temporary Sub-Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for thirty-five days under sections 127-7 and 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 25th April 1884.—Baboo Gopal Chunder Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is transferred to Rajshahye, and is posted to the sudder station of that district

Baboo Pran Kumar Dass, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Gya, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Pran Kumar Dass, or until further orders.

The 28th April 1884.—Mr. F. W. R Cowley reported his departure from India, on furlough, on the 28th March 1884

POLICE.—*The 21st March* 1884.—Mr J. Lambert, C.I.E., Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is allowed privilege leave for three months, with effect from the date on which he may avail himself of it

The 24th April 1884—Mr. C. S. Murray, Officiating Assistant Superintendent of Police, Rungpore, was on leave from the 29th July to the 5th August 1883, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code.

The 28th April 1884.—Mr. C. Jennins reported his departure from India, on furlough on the 6th instant.

The 1st May 1884—Mr. O. S. Stack, District Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as Deputy Inspector-General of Police, during the absence, on leave, of Mr. E. B. Baker, or until further orders

[*Government Gazette*, 13th *May* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৯৮৯ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ও'রাইলী সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শীতলনাথ বসুর পরিবর্ত্তে বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভবতোষ বন্দোপাধ্যায় উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, এ, ডি, ফিলিপ্‌স সাহেবের পরিবর্ত্তে ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—ময়মনসিংহের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর, এম, ওয়ালস সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—সাঁওতাল পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, ই, পেপার সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত রাজমহলে স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—কৃষ্ণনগর কালেজের উপদেশক শ্রীযুক্ত বাবু নীলকান্ত সরকার, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া ফরীদপুর জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—বাখরগঞ্জের তৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকালাল ঘোষ, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২১—৭ ও ১৩৪ ধারামতে পঁয়ত্রিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।—মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজসাহীতে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকুমার দাস অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকুমার দাসের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথকুমার বসু, গয়ায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত এফ, ডবলিউ, আর, কৌলী সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত জে, লাম্বর্ট সাহেব, সি, আই, ই, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—রঙ্গপুরের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি, এস, মরে সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই অবধি ৫ আগষ্ট পর্য্যন্ত ছুটী লইয়া ছিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত সি, জোনস্ সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৬ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—শ্রীযুক্ত ই, বি, বেকার সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ও, এস, ষ্টাক সাহেব, পোলীসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

Ecclesiastical.—*The 26th April* 1884.—Mr. Arthur Jenson, a Missionary of the Baptist Mission at Comillah, in the district of Tipperah, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872 to grant certificates of marriage between persons who are Native Christians.

Registration.—*The 25th April* 1884.—Baboo Mohesh Chunder Bose, Special Sub-Registrar of Burrisal, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Banamali Roy, Rural Sub-Registrar of Nalchiti, in the district of Backergunge, is appointed to act as Special Sub Registrar of Burrisal, during the absence, on leave, of Baboo Mohesh Chunder Bose, or until further orders.

The 26th April 1884.—Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is appointed to be *ex-officio* Special Sub-Registrar of Chuprah, in that district, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

The 28th April 1884.—Baboo Ram Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is appointed to be also Sudder Sub-Registrar of Pooree, with effect from the 22nd October 1883

Chowdhury Syed Uddin Ahmed is appointed to be Rural Sub-Registrar of Teghra (Phulwari), in the district of Monghyr *vice* Moulvie Abdul Wahab, resigned

Education.—*The 23rd April* 1884 —Mr C B. Clarke, Officiating Inspector of Schools Presidency Circle, is confirmed in that appointment.

Medical.—*The 22nd April* 1884.—Assistant Surgeon Bepin Behary Gupta, in charge of the charitable dispensary at Dumraon, is allowed leave for ten days, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 20th February last

The 24th April 1884 —Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee, Second Demonstrator of Anatomy, Calcutta Medical College, is appointed to be Senior Demonstrator of Anatomy in that institution, *vice* Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee.

Assistant Surgeon Debendro Nath De is appointed to be Second Demonstrator of Anatomy in the Calcutta Medical College, *vice* Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee.

The 26th April 1884.—Assistant Surgeon Debendro Nath Roy, Officiating Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is appointed to be Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence in that institution *vice* Rai Kanye Lall Dey, Bahadoor, retired.

The 27th April 1884.—Baboo Umbica Churn Dutta, Second Munsif of Nelphamaree is appointed to be a member of the Committee for the management of the Nelphamaree Dispensary, in the district of Rungpore.

The 2nd May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the charitable dispensary at Julpigoree :—

Baboo Nirmal Chunder Shingha, M.A., B.L. | Baboo Mohesh Chunder Chukerbutty.

Zoological Gardens.—*The 24th April* 1884 — The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Schiller of his appointment as member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

Municipal.—*The 20th April* 1884.—Baboo Ram Chunder Mukerji, Government Pleader, is re-appointed to be a Commissioner of the Krishnaghur Municipality.

The 24th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Krishnaghur Municipality of Baboo Prosunna Coomar Bose, M.A., B.L., to be their Vice-Chairman.

Mr. T. Kenoy is appointed to be *ad-interim* Vice-Chairman of the Darjeeling Municipality.

Mr. F. Prestage is appointed to be a Commissioner of the Darjeeling Municipality.

[*Government Gazette*, 13th *May* 1884.]

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bhubooah Municipality, in the district of Shahabad :—

Baboo Kani Ram. | Baboo Purmanund.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, of Moulvie Afsar Uddin Khan Chowdhry to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry. | Baboo Chundra Bhusan Mukerjea.
,, Modhusudan Roy Chowdhry. | ,, Kali Kishore Roy Chowdhry.

The Sub-Inspector of Police, in charge of the Moheshpore Police Station *(ex-officio.)*

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Kotrung Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Womesh Chandra Mittra to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Deoghur Municipality of Baboo Jagat Durlabh Bysack, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 26th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Comillah :—

Baboo Rajkrishna Mukerjee, Special Sub-Registrar. | Baboo Girish Chandra Sen
| Munshi Ali Ahmed.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Comillah Municipality of Mr. H. M. Weathrall to be their Vice-Chairman.

The 28th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Shahebgunge Municipality, in the district of the Sonthal Pergunnahs, of Baboo Hem Chundra Mookerjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye, of Moulvi Fuzlur Rahman Khan Chowdhury to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality :—

Moulvi Russid Khan Chowdhury, Khan Bahadoor. | Baboo Beharee Lal Sanyal
| ,, Kedar Nath Chowdhury.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Kandi Municipality, in the district of Moorshedabad :—

Baboo Mohendra Gopal Roy. | Baboo Khettra Mohun Mittra.

Baboo Basanta Lal Bajpayee is re-appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Sherepore Municipality, in the district of Bogra, of Baboo Bhoirub Chunder Moitra to be their Vice-Chairman.

[*Government Gazette*, 13*th May* 1884.]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভুবুয়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত শাণাইরাম বাবু।	শ্রীযুত পরমানন্দ বাবু।

যশোহর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত মৌলবী আকসর উদ্দীন খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী।	শ্রীযুত বাবু চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়।
,, ,, মধুসূদন রায় চৌধুরী।	,, ,, কালীকিশোর রায় চৌধুরী।

মহেশপুর পোলীস থানার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের সব-ইনস্পেক্টর (স্বীয় পদোপলক্ষে।)

১৮৮৩ সাল ২৫ আপ্রিল।—হুগলী জিলার অন্তর্গত কোতরঙ্গ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

দেওঘর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র বসাককে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কুমিল্লা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।	শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন।
	,, মুনশী আলি আহমদ।

কুমিল্লা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত এচ, এম, ওয়েনরবল সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত মৌলবী ফজলর রহমান খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নাটোর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত মৌলবী রমীদ খাঁ চৌধুরী, খাঁ বাহাদুর।	শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল সান্যাল।
	,, ,, কেদারনাথ চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাঁদি মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রগোপাল রায়।	শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র।

শ্রীযুত বাবু বসন্তলাল বাজপেয়ী উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

বগুড়া জিলার অন্তর্গত শেরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র মৈত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

Baboo Ambica Churn Mukerjea is appointed to be a Commissioner of the Rajpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Jagadishar Bhuttacharjee. | Baboo Saroda Prosad Mukerjea.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the above municipality of Baboo N[illegible] Chand Ghose to be their Vice-Chairman

The 29th April 1884.—The following officers are appointed to be *ex-officio* members of the Committee for carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879, in the town of Gurbetta, in the district of Midnapore :—

The Sub-Inspector of Police in charge of the Police Station

The Civil Hospital Assistant in charge of the Gurbetta Dispensary

The 30th April 1884.—The following gentlemen are appointed [illegible] Commissioners of the municipality of Chattra, in the district [illegible] Hazareebagh :—

Munshi Goolal Sing.
,, Mukbul Hossain.
Baboo Poresh Chunder Datta.
Baboo Joi [illegible] Sirkar.
,, [illegible] Nath Chatterjee.
,, Ramdial Ram Marwari.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo [illegible] Banerjee to be their Vice Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Durbhunga Municipality :—

Baboo Brij Behary Prosad.
Mr. Harry Stuart, Examiner of Tirhoot State Railway Accounts.
Baboo Mohomaya Pershad
Munshi Behari Lal

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Burdwan Municipality of Baboo Jagadbundhoo Mitra to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 24th April* 1884.—Mr F Prestage is appointed to be a member of the District Road Committee, Darjeeling.

The 2nd May 1884.—Baboo Saroda Prosad Sirkar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Commissioner of the Jessore Municipality *vice* Baboo Shyama Kumad Mukerjia.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette*

No. 5.—The 24th April 1884.—Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, made over charge of the South Sylhet sub-division to Baboo Ishan Chandra Patranavis, Extra Assistant Commissioner, and availed himself of privilege leave in the afternoon of the 3rd April 1884.

No. 7.—Mr. A. J Primrose, Assistant Commissioner, reported his departure from India, on furlough, on the 6th April 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette* [illegible] *May* 1884.]

শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত রাজপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য।	শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু নবীনচাঁদ ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা স্ব২ পদোপলক্ষে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করণার্থ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলীস থানার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের সব-ইনিস্পেক্টর।

গড়বেতা ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত সিবিল হাস্পাতাল আসিষ্টাণ্ট।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চাতরা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত মুনশী ও মরাফ সিংহ।	শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ সরকার।
,, ,, মকবুল হুসেন।	,, ,, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, বাবু পরেশচন্দ্র দত্ত।	,, ,, রাম সহায় রাম মাড়ওয়ারী।

হুগলী জিলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ভাগলপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু ব্রজবিহারী প্রসাদ।	শ্রীযুত বাবু মহামায়া প্রসাদ।
ডিভিশ্যন ষ্টেট রেলওয়ের হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুত হ্যারি স্টুয়ার্ট সাহেব	,, মুরলী বিহারী লাল।

বর্দ্ধমান মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।—শ্রীযুত এফ [illegible] সাহেব দার্জ্জিলিঙ্গ জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—শ্রীযুত বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায়ের স্থানে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ সরকার যশোহর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত জে, ডি, আণ্ডরসন সাহেব অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র পত্রনবিশের প্রতি দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিলের অপরাহ্নে অসুখের ছুটী গ্রহণ করিলেন।

৭ নম্বর।—আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত এ, জে. লিমরোজ সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ৬ আপ্রিলে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

ERRATUM.

The 24th April 1884.—In the third line of the bye-law published at page 250, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th January 1884, *for* "houses" *read* "hours."

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th April 1884.—It is hereby notified for general information that the following gentlemen have been elected to be Commissioners of the Burdwan Municipality for the wards noted against their names :—

Baboo Gunga Narain Mittra, Medical Practitioner ...	For Ward A.
„ Annoda Prosad Mookerjee, Medical Practitioner ...	For Ward B.
„ Ram Lall Mookerjee, Pleader	For Ward C.
Munshi Abdool Gafoor	For Ward C.
Baboo Bani Madhub Ghose	For Ward D.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 234 of Act V (B.C.) of 1876, and on the recommendation of the Commissioners of the Bali Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor extends the provisions of sections 235 to 245, 247 to 256, 261 to 277, 283 to 288, and 294 of Part VII, Chapter II of the said Act to that municipality. The operation of section 256 will be limited to 50 feet on either side of the Grand Trunk road, wherever there is a bazar or a collection of houses, and to other parts of the municipality where there is a bazar.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION

The 30th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of Act III (B.C.) of 1884 (The Bengal Municipal Act), the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the said Act, III (B.C.) of 1884, shall come into force on the 1st August 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 78 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the Bishenpore Municipality, in the district of Bankoora, under sections 78 and 134 of the Act, of a fee not exceeding Rs. 4 per annum on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 13*th May* 1884.]

অশুদ্ধশোধন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—১৮৮৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উপবিধির দ্বিতীয় পংক্তিতে "বাড়ী" শব্দের পরিবর্ত্তে "ঘণ্টা" পাঠ করিতে হইবে।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত মহাশয়েরা আপনং নামের পার্শ্বলিখিত পল্লীতে বৰ্দ্ধমান মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানারায়ণ মিত্র ... ... A. পল্লীতে।
,, ,, ,, অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ... ... B. পল্লীতে।
উকীল ,, ,, রামলাল মুখোপাধ্যায় ... ... } C. পল্লীতে।
শ্রীযুক্ত মুনশী আবদুল গফুর ... ... }
,, বাবু বেণীমাধব ঘোষ ... ... D. পল্লীতে।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২০৪ ধারা মতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া ও বালি মুনিসিপালিটীর সংক্রান্ত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২২৫ অবধি ২২৮ পর্য্যন্ত ও ২৪৭ অবধি ২৫৬ পর্য্যন্ত ও ২৬১ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ও ২৮৩ অবধি ২৮৮ পর্য্যন্ত এবং ২৯৫ ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিলেন। বাজার বা অনেকগুলি ঘর একত্র থাকিলে উত্তর-পশ্চিম দেশে যাইবার পথের প্রত্যেক পার্শ্বে ৫০ ফুট পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে এবং মুনিসিপালিটীর অন্যান্য যে স্থানে বাজার থাকে তথায় ২৫৬ ধারা কার্য্যকর হইবে

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইন নামক ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি এই আজ্ঞা করিলেন যে, ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় উক্ত ৩ আইন ১৮৮৪ সালের ১ আগষ্ট অবধি প্রবল হইবে।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপাল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি, উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে তাহা রেজিস্টরী করিবার নিমিত্ত উক্ত কমিশনরদের দ্বারা উক্ত আইনের ৭৮ ও ১৩৪ ধারামতে বৎসর ৪৲ টাকার অনধিক ফী আদায় করিবার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—The declaration published at page 1293, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 19th December last, authorizing the acquisition of a plot of land by the Dinagepore Municipality for burying night-soil, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 20th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chittagong Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a municipal road in the villages of Thamakumandi, Madarbari, and Shujakatgar, in the town of Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose four pieces of land, measuring in all, more or less, 2 bigahs 13 cottahs 11½ dhoors of standard measurement, are required.

The four plots of land are bounded as follows:—

Plot a.—On the north and south by the paddy-fields of mouzah Thamakumandi; on the east by the Henderson's Foundry road; and on the west by the Thamakumandi road.

Plot b.—On the north by the [illegible] road; on the south by the Karnafuli river; on the east by the godown belonging to M[illegible]; and on the west by the garden belonging to Nityanand Rai.

Plot c.—On the north by [illegible] land and [illegible] road; on the south by the lands of Dag No. 40.5; on the east by [illegible] Karnafuli; and on the west by the municipal road and lands of Dag No. 399.

Plot d.—On the north by [illegible] road; on the south by the river Karnafuli; on the east by Mr. [illegible] godown; and on the west by the [illegible] of Shaiatolla.

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 30th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the [illegible] of a [illegible] drain along the new Chowk road in the city of [illegible] Azim[illegible] in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose six plots of land measuring more or less, 2 cottahs of local measurement are required.

The [illegible] of the plots are as follows:—

Plot No. 1.

On the North.—A lane;
On the South.—Plot No. 2;
On the East.—The house of Mollepe Maharaj; and
On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 2.

On the North.—Plot No. 1;
On the South.—A lane;
On the East.—The house of Mokoond Lal and Gocool Chand; and
On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 3.

On the North.—A lane;
On the South.—Plot No. 4;
On the East.—The waste land of Gocool Chand; and
On the West.—The new Chowk road.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—নিষ্ঠা পুস্তিবার জন্যে দিনাজপুর মুনিসিপালিটী কর্ত্তৃক এক খণ্ড ভূমি গ্রহণের আদেশসূচক যে বিজ্ঞাপন গত ১৫ ডিসেম্বরের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২০১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২০ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম নগরের অন্তর্গত থমকুমণি মাদারবাড়ী ও শুক্তাকাটগড় গ্রামে মুনিসিপল পথ করিবার জন্য চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২৷।৩ কাঠা ১১৷৷ ধুর পরিমিত চারি খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত চারি খণ্ড ভূমির সীমা এই২,—

A খণ্ড।—উত্তর ও দক্ষিণ সীমা থমকুমণি মৌজার ধান্যের ক্ষেত, পূর্ব্ব সীমা হেণ্ডরসনের কলি পথ এবং পশ্চিম সীমা থমকুমণি পথ।

B খণ্ড।—উত্তর সীমা নদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব্ব সীমা ডিটরমেস সাহেবের গুদাম, এবং পশ্চিম সীমা নিত্যানন্দ রায়ের বাগান।

C খণ্ড।—উত্তর সীমা মুনিসিপল জমি ও নয়ানাদ, দক্ষিণ সীমা ৪৯৯৩ নং দাগের জমি, পূর্ব্ব সীমা কর্ণফুলি নদী, ও পশ্চিম সীমা মুনিসিপল পথ ও ৪৯৯৪ নং দাগের জমি।

D খণ্ড।—উত্তর সীমা নদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব্ব সীমা ডিটরমেস সাহেবের গুদাম ও পশ্চিম সীমা আরয়া তুল্লাব গুদাম।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আক্টের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরে নূতন চকের পথের ধারে পাকা নর্দ্দমা করিবার জন্যে পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ⁄২ কাঠা পরিমিত ছয় খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত কএক খণ্ডের সীমা এই২,—

১ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা।—এক গলিপথ।
দক্ষিণ সীমা।—২নং খণ্ড।
পূর্ব্ব সীমা।—মাদাইজী মহারাজের বাড়ী, এবং
পশ্চিম সীমা।—নূতন চকের পথ।

২ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা।—১নং খণ্ড।
দক্ষিণ সীমা।—এক গলি পথ।
পূর্ব্ব সীমা।—মুকুন্দলালের ও গোকুলচাঁদের বাড়ী, এবং
পশ্চিম সীমা।—নূতন চকের পথ।

৩ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা।—একগলি পথ।
দক্ষিণ সীমা।—৪নং খণ্ড।
পূর্ব্ব সীমা।—গোকুলচাঁদের পতিত জমি। এবং
পশ্চিম সীমা।—নূতন চকের পথ.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

Plot No. 4.

On the North.—Plot No. 3 ;
On the South.—Plot No. 5 ;
On the East.—The houses of Luchoo Baboo, Bulakee Lal Must, Jankey, Nathnee, and Rampersad ; and
On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 5.

On the North.—Plot No. 4 ;
On the South.—A bye-lane ;
On the East.—The waste land of Munnee ; and
On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 6

On the North.—A bye-lane
On the South.— Ditto ;
On the East.—The house of Rahmutoolah ; and
On the West.—The new Chowk road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

Dated the 3rd May 1884

From—Bombay. | To—Calcutta.
From—General Secretary. | To—Secretary.

RESIDENT, Aden telegraphs Telegram begins.—A telegram to the following effect has been received from the British Consul-General, Cairo, on account of plague near Baghdad —Quarantine of observation in Egypt for 24 hours on all arrivals from Bussorah, with prohibition to embark in Egypt personal effects, manufactures, rugs, and carpets Disinfection obligatory for all susceptible merchandise. Telegram ends. Resident further telegraphs —B quarantine rules will be enforced against Persian Gulf, pending sanction

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884

To—Calcutta. | From—Bombay
To—Bengal. | From—General Secretary

My telegram 3rd May Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Persian Gulf. Letter follows

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

Dated 7th May 1884

To—Calcutta. | From—Bombay.
To—Bengal. | From—General Secretary

RESIDENT, Aden, telegraphs Message begins.—A telegram to the following effect has been received from British Consul-General at Cairo. Telegram begins.—Singapore, Point [illegible]

৪ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা।—৩নং খণ্ড।
দক্ষিণ সীমা।—৫নং খণ্ড।
পূর্ব্ব সীমা।—মধু বাবু, বলাকি লাল মণ্ড, জানকী, মাধবী ও রামপ্রসাদের বাড়ী। এবং
পশ্চিম সীমা।—নূতন চকের পথ।

৫ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা।—৪নং খণ্ড।
দক্ষিণ সীমা।—এক উপগলি পথ।
পূর্ব্ব সীমা।—মাধুর পতিত জমি। এবং
পশ্চিম সীমা।—নূতন চকের পথ।

৬ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা।—এক উপগলি পথ।
দক্ষিণ সীমা।— ঐ ঐ
পূর্ব্ব সীমা।—রহমতুল্লার বাড়ী। এবং
পশ্চিম সীমা।—নূতন চকের পথ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নক্সা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই. এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর,
সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৯৮ সাল ৩ মে।

এডেনের রেসিডেণ্ট সাহেব তারযোগে এইরূপ খবর দিয়াছেন।—"বোগদাদের নিকট প্লেগ হওয়ায়, কাইরোস্থ ব্রিটিষ কন্সাল জেনরল সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত মর্ম্মের টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে।—"বোম্বাই হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, মিসরে সেই সকল জাহাজের উপর ২৪ ঘণ্টার নজরবন্দী কারান্টাইন স্থাপিত হইয়াছে, এবং মিসরে সঙ্গের জিনিষ, শিল্প দ্রব্যাদি, রগ ও গালিচা প্রভৃতি উঠাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। রোগসঞ্চারক্ষম সকল বাণিজ্য দ্রব্যের রোগসঞ্চারশক্তি নিবারণ করিতে হইবে।" রেসিডেণ্ট সাহেব আরো টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে অনুমতির অপেক্ষায় পারস্য উপসাগর হইতে আগত জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করা যাইবে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর,
সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৯৮ সাল ৭ মে।

আমার ৩ মে তারিখের টেলিগ্রাম দেখ। পারস্য উপসাগর হইতে যে সকল জাহাজ আইসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৯৮ সাল ৭ মে।

এডেনের রেসিডেণ্ট সাহেব তারযোগে এই খবর দিয়াছেন।—"কাইরোস্থ ব্রিটিষ কন্সাল জেনরল সাহেবের স্থানে পশ্চাল্লিখিত মর্ম্মের টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে।" "এডেনে যেরূপ ব্যবস্থা করা

Galle, Colombo, and Persia in quarantine here till they take measures as at Aden. Saigon declared in quarantine as infected. Telegram ends. B rules will be enforced against the ports named. Message ends.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1990 A.

The 22nd April 1884.—Baboo Nilkanto Sarkar Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Moulvie Naziruddin Mohamed of his appointment of Honorary Magistrate of the Hooghly Municipal Bench.

The 30th April 1884.—Moulvie Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate, Kooshtea, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 2nd May* 1884.—Baboo Suresh Chundra Ghose, Munsif of Meherpore, in the district of Nuddea, is allowed leave for one month, under section 73, rule 1, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 3rd May 1884.—Baboo Srigopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 6th May 1884.

No 193.—Mr R. S. J. Routh, Assistant Engineer, first grade, Tirhoot State Railway, passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 3rd March 1884

No. 194.—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, reported his return, on the forenoon of the 23rd ultimo, from the privilege leave granted him in notification No. 152 of the 31st March 1884.

No. 195.—*Promotion.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

Name.	From	To	Date	Nature of promotion.
Mr. M. J. J. P. Norman.	Executive Engineer, fourth grade	Executive Engineer third grade	24th April 1884	*Sub. pro tem.*
Mr. A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	24th ditto ...	Temporary.

[*Government Gazette,* 13*th May* 1884.]

হইয়াছে, যাবৎ মির্জাপুরে, পাইন্ট ডি গলে, কলম্বোতে ও পারস্য দেশে তদ্রূপ ব্যবস্থা কর[illegible] তাবৎ ঐ সকল স্থানের বিরুদ্ধে এখানে কারান্টাইন ধার্য্য হইল। রোগাক্রান্ত নম্বরা দেশের সম্বন্ধে কারান্টাইন নির্দ্দেশ করা গেল' যেহ বন্দরের উল্লেখ হইল, তাহাদের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত [illegible] প্রবল করা যাইবে।"

এ, পি, মাকডনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১৭১০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল —ফরীদপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নীলকান্ত সরকার তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—শ্রীযুত মৌলবী নাজিরুদ্দীন মহম্মদ হুগলীর মুনিসিপল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—কুষ্টিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ ইব্রাহিম ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ১ মে।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষ অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝিনিদহের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।

১৭৩ নম্বর।—ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত আর, এস, জে, রুথ, সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩ মার্চ্চে নিম্নতর কক্ষিমতে হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৭৪ নম্বর।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে সি, ওয়াইয়েট সাহেব ১৮৮৩ সালের ৩১ মার্চ্চের ১৫২নং বিজ্ঞাপনমতে যে অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা হইতে গত মাসের ২৩ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করেন।

১৭৫ নম্বর।—পদবৃদ্ধির কথা।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনিয়র সংস্থায় নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ বৃদ্ধির ভাব।
শ্রীযুত এস, জে, জে, পি, বম্‌স সাহেব	চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল	চিরকালীন স্থায়ী
শ্রীযুত এ, ই, বেথম্‌স্‌ সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল	চিরকালীন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

No. 196.—*Leave.*—Mr. H. O. Walling, Assistant Engineer, second grade, Chittagong Division, is granted three months' leave to study the native language, under chapter II, para. 27 of the Public Works Code, with effect from the 15th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of the same.

No. 197.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the head cut, section II of the Sarun Canal scheme, in the villages of Tewari Matihania and Sapya, pergunnah Kuari, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose additional strips of land, varying from 45 to 105 feet in width, and situated between the fifth and sixth miles of the said cut, and measuring, more or less, 43 bigahs 6 cottah and 13 dhoors of the standard measurement, are required within the aforesaid villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 198.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense, viz. for construction of embankments for the newly constructed Dhanai sluice, at the village of Dewapur, pergunnah Dhungsi, district Sarun, it it hereby declared that for the above purpose two strips of land measuring, more or less, 1 bigah 13 cottahs and 5 dhoors of the standard measurement, are required within the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

CIVIL BUILDINGS.

The [illegible] May 1884.

No. 199.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of the Small Cause Court building at Munshigunge, in the village of Munshigunge, thana Munshigunge, zillah Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the site of the double Munsif's Court and a tank, on the east and south by the khal, and on the west by the Keedu Sing's garden, is required within the aforesaid village of Munshigunge.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 202.—*Posting.*—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 104 of the 2nd instant, Mr. F. K. Cunliffe, Storekeeper, class III of the Superior Revenue Establishment of State Railways, is posted to the Tirhoot State Railway.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৯৬ নম্বর।—ছুটী।—চট্টগ্রাম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এচ, ও, ওয়ালিং সাহেব এদেশীয় ভাষাভ্যাস করণার্থে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি পবলিক ওর্কস বিধিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৯৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত কুয়ারি পরগণার তেওয়ারী মাটিহানিয়া ও সপায়া গ্রামে সারণ খাল প্রণালীর দ্বিতীয় ভাগের প্রধান নালার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ঐ২ গ্রামে উক্ত নালার পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাইলের মধ্যস্থিত ৪৫ অবধি ১০৫ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্ত অর্থাৎ কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৪৩।১ কাঠা ১৩ধুর পরিমিত আর কএক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৯৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত ধকুসি পরগণার দেবপুর গ্রামে নূতন প্রস্তুত বনাই জল কপাটের বাঁধ প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১।।৩ কাঠা ৫ ধুর পরিমিত দুইখণ্ড ভূমি প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮০ সাল ৬ মে

১৯৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জ থানার মুনশীগঞ্জ গ্রামে মুনশীগঞ্জের ছোট আদালতের বাড়ী করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মুনশীগঞ্জ গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২৮৩।। ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্তভূমির উত্তর সীমা ছোট মুনসেফের আদালত ঘর ও পুষ্করিণী, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা খাল, এবং পশ্চিম সীমা কাছু সিংহের বাগান।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২০২ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের এই মাসের ২ তারিখের ১০৮ নম্বর বিজ্ঞাপন উপলক্ষে ষ্টেট রেলওয়ে সমূহের সুপিরিয়র রেবিনিউ ষ্টাবলিশমেণ্টের তৃতীয় শ্রেণীর ষ্টোর কীপর শ্রীযুক্ত এফ, কে, কর্নালিক সাহেব ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

জি, এফ, ই, এস, সীল, মেজর, এস, এল, সি।
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

সমাজ যে সকল স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য্য করিতেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সেই সকল স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য্য করিবেন।

নগরের সীমার বহিঃস্থ ট্রামওয়ে সম্বন্ধে সমবায়িত সমাজের কর্তৃত্ব না থাকিবার কথা।

৪ ধারা। ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নির্দ্দিষ্ট নগরের সীমার বাহিরে যে কোন ট্রামওয়ে বা ট্রামওয়ের যে কোন অংশ প্রস্তুত করা যায়, তৎসম্বন্ধে সমবায়িত সমাজকে কোনরূপ কর্তৃত্ব, ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া যাহাতে হয়, এরূপ ভাবে এই আইনের কোন কথার অর্থ করিতে হইবে না।

যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়াছে তৎসম্বন্ধে আইনের ভূতকাল পক্ষে ফল হইবার কথা।

৫ ধারা। উক্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৪ ধারামতে যে কোন নোটিস প্রকাশ করা আবশ্যক তাহা প্রকাশ করিতে কোন ত্রুটি বা অনিয়ম হইলেও, এই আইন প্রবল হইবার পূর্ব্বে যে কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়া থাকে, সেই ট্রামওয়ে সম্বন্ধে এই আইনের ও কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধান খাটিবে।

সি, এচ, রাইলী,
ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 13, 1884

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল			সামান্য চাউল			কঙ্গু ও বাজরা।			চোলম ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ
	বেহার।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পূর্ণিয়া ..	য২ |১	|৮	|৮	...	...	...	|৩	|১	|৬	|৪	|৪	|৭	...	...	...	...	...	...
৩৬	মালদহ ..	||০	|২	|৮		...	...	|১||	|১	|৪	|৪	৪	|৭	...	...	...	...	...	...
৩৭	সাঁওতাল পরগণা।	য৬ |১	|১	|৪	..	...	...	|৩	|২	|১	|৬	|১	||২	..	...	...	...	...	...
	উড়িষ্যা।																		
৩৮	কটক	|৯|৶	|৯||০	|৫৸	...	...	...	|১৶	|৩৵	|৫৸	|৯|৶	|৯|৶	|৬|০	...	..	...	...	...	...
৩৯	পুরী ...	৷৯৶	|৪|৶	|৩৵	..		...	|৫৴	|৫৸	||৬।	||১||০	|৩৵	৸২।	...	..	.	..	...	...
৪০	বালেশ্বর ...	য৭ ৮	|৮	|৪	|১	|১	...	|৬	|৮	|৮	||১	||১	৸২	..	..	.	...	...	..
	ছোট নাগপুর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।																		
৪১	হাজারীবাগ...	য৮ |৪	|৪	|৮	|৫	|১	||০	|০	|০	|০	|৪	|৬	|৭	...	..	...	...	...	..
৪২	লোহারডগা ...	|১	|৬	|৭	||০	||০	|৪	|৪	|৬	||০	|৮	|৮	||৪	...	...	...	..	...	...
৪৩	সিংহভূম ...	|৮	|৮	|৪	||৪	||৪	৸২	||০	||০	৸২	||৪	||৪	৸৬	.	...	...	...	...	...
৪৪	মানভূম ...	য৯ |৪	|৪	|৫	||৪	||৬	||৮	|৬	|৬	|৮	|০||	||১	||৭	...	...	..	...	...	...

* মফঃসলে সামান্য চাউলের খুচরা দর টাকায় ॥১ সের অবধি ৸১। ৴ সের পর্যন্ত।

য২। কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুচরা দর টাকায় ৴৯ সের, ও অররিয়া মহকুমার অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ।১ সের।

য৬। রাজমহল ও গোবিন্দপুরে লবণের খুচরা দর টাকায় ।১ সের।

কলিকাতা
১৮৮৪ সাল, ৬ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

ধনের দর।

চোলম ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৲	২৲	১৸০	...	...	...	...	২৲	১॥৶০	২৶০	২৶০	২৶০	৷৩	৷৶৩	৷৶৩	২৸০	২৸০	২৸০	কলিকাতা।
..	...	...	...	...	...	...	...	...	২৷৶০	২৸০	২৶০	...	...	...	৩৲৬	৩৲৬	৩৲	সেরাজগঞ্জ।
...	..	...	...	...	...	...	...	...	২৶০	২৷০	২৸০	৷৶০	৷৶০	৷৶৩	৫৶০	৩৶০	৫৶০	ঢাকা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৷০	২৷০	২॥০	৷৶০	৷৶০	৷৶০	৫৲	৩৲	৩৲	নারায়ণগঞ্জ।
...	...	...	..	...	...	...	...	...	৫৶০	৩৲	২৷০	...	...	...	৪৲	৪৲	৪৲	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	...	...	১৷৶৯	১৷৶৯	১৶০	১॥	১৷৶৩	১৷৴০	৷৴০	৷৴০	৷৴০	২৸৶	২৸৶০	৩৲	পাটনা।
...	..	...	...	...	...	...	...	...	২৸০	২৸০	২৸০	৷০	৷০	৷৴৪	৩॥০	৩॥০	৩॥০	বালেশ্বর।
..	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৷৶০	২৷৶০	২॥৶০	পুরী।
..	...	...	৩॥০	৩॥৶০	৩৲	...	...	...	১॥৴	১॥৴	১॥০	॥০	॥০	॥০	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।				
৫০৭১ নং	তপে রণভাওয়াল। চর চাবিপাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কামারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	৭৬৭৮৯০ পাই	১১॥৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৫০৮৫ নং	পং ময়মনসিংহ বীলছনজী ...	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৲	২০।৴০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হুশেনশাহী চর ভেলুয়ামারি ...	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৲	২২৭৲	ঐ
৫২৪০ নং	পরগনে পুখরিয়া চর গাবতলা ...	রামসখী দেব্যা চৌধুরাণী পতির নাম দুর্গাপ্রসাদ খাঁ ও মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫৯১৮৮০ মালিকানা ৬৫৮৲	১৪২৫।০ মালিকানা ১৬৭৲	ঐ

G. E. MANISTY,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্ ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ৮৮৪ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ৩ আষাঢ় রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রী যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহাল নওয়াবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩২/২০৫৭৮	থানে নটীকছরি। মৌজে কাঞ্চননগর তালুক রঘু দেব্যা।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৸৶৮	১৪৮॥৩	৩৩৪৲	৪৯॥০	৩৮৩॥০	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3th May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[*Government Gazette*, 13*th May* 1884.]

কালেক্টরী জেলা রংপুর।

বাকীর কর্দ্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালার লাগাএদ কিস্তী ফাল্গুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মার্চ্চ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর ছতী দ্বারা আদায় হইয়া যাহা বাঁকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাড়ী ও গয়রহ মৌজা চাকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাস্যা কুঞ্জমোহন চাকি. ভামামণি দাস্যা চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫।৶৹	।৵১০	বামাসুন্দরী দাস্যার ১২৮৸৵৯ পাই সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	রামনগর মৌজা চাকলে কাজির হাট	সৌদামিনী দাস্যা	১৩৪১৸৶১	৪২৮।৶৪	
২২১	খোর্দ্দ মুরাদপুর ও গয়রহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জনকীবল্লভ সেন, আচরা বেগম, রাহতমেছা ছাবেরা খাতুন, ও ছবিয়ল আলম আব্দুল হোসেন চৌধুরী একক তোমা মিঞা ও দুলা মিঞা।	২৫৩২৸৶৫।।	৫৩০।।৶৮	
২২০	খামার কুরসা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ।	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরী, জহিমন্নেছা চৌধুরাণী মহমুদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২৫০৫৮৶১১	১৮২ ৻৯	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক যাহার সদর জমা ১০২১।/৬ পাই ঐ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪১	চক দুর্গাপুর ও গয়রহ মৌজা পং সরহাট্টা।	খএরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী এনাতুল মিঞা বাটয়ানী বিবি চৌধুরাণী, জিনাতুল্লা চৌধুরী খুসিয়ন্নেছা বিবি জতন বিবি চৌধুরাণী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ৈবে ল ক্যানাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেছামদ্দিন, মহম্মদ নেজামদ্দিন মহাম্মদ চৌধুরী, আমিরন্নেছা বিবি স্বয়ং ও আমিনউদ্দি পক্ষে আবদুললতিফ চৌধুরী নাবালগ।	১৮১২৮৸৶৮	১৪।৶৮	গবর্ণমেণ্টের তত্বাধীনের অংশ যাহার সদর জমা ৪৩১।/৬ পাই ও যাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ্বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৩২৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপালচন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী, ঈশানচন্দ্র চৌধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোঙর চন্দ্রকিশোর রায় নাবালগ, ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী কুড়ানু সরকার।	৫২৮১৸৶১।	২০৸৶৪	কুড়ানু সরকারের নিজাংশ ৶৹ তিন আনা ঐ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,
The 30th April 1884.

H. J. NEWBERY,
offg. Collector.

[*Government Gazette*, 13*th May* 1884.]

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

জিলা দিনাজপুরের কালেক্টরি।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমাধার্য্য হওয়া মহাল।

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১৩০ নং	মৌজে চারখণ্ড গয়রহ পরগনে শিলাবাড়ী।	কাত্যায়নী দেব্যা, জয়কিশোর চৌধুরীপ্রভৃতি।	১৬৯৬৮৬৮	৯৯৯৮১	পুরামহাল নীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	মৌজে দৌতপুর গয়রহ পরগনে রাজনগর।	তারকনাথ চৌধুরী, জয়েশ্বরী চৌধুরাণী উর্ফ পক্ষে মোহনলাল চৌধুরীপ্রভৃতি।	৪৬৬০॥১	৪৮৩।৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৵০ আনা অংশ যাহার ৫৮২॥৶০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বকী ৸৵০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৸৶১ পাই সদর জমা হয় ঐ একমালী অংশ বাকী পড়ায় তাহ ই নীলাম হইবেক।
২৬৩ নং	মৌজে গোবিন্দপুর গয়রহ পরগনে ঘোড়াঘাট।	দীননাথ মজুমদার ও গোলোকনাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯৮।৶১	২৫১৻৭	মৌজে কেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকনাথ মজুমদারের ৴৪= কাত্তী অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১২৵৫ পাই সদর জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৴১	ঐ মত দীননাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকা য়৴৪= কাত্তী অংশের ৫১২৵৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৻৩	ঐ মত কালীসুন্দরী দেব্যার ৴৪= কাত্তী অংশ পৃথক হিসাব হইয়া ৫১২৵৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	মৌজে দাউদপুর গয়রহ পরগনে শীলাহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	২৫৮৵১॥	১৩৭৲	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজে নাজিরপুর গয়রহ পরগনে সন্তোষ।	ভগিরথী চৌধুরাণী	৬৬৯।৶১	৪৬৪৲	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,
The 6th May 1884.

A. C. TUTE,
offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে [illegible] উপ[illegible]। কলিকাতার (বোটানিকাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট [illegible] সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড [illegible] লিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ [illegible] পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

[illegible] সাধারণ [illegible] নিম্ন [illegible] মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা [illegible] টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার [illegible] ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও [illegible] উপরের লিখিত [illegible] আউন্স টীনে ।।০ আট আনা ও এক পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাক মাশুল [illegible]।

[illegible] সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা হইতে [illegible] গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত [illegible] উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহাদের জানা থাকে না, [illegible] অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিলেও অধিকতর উপকারী [illegible] গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণ [illegible] কার্য্যের জন্য এবং একালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় [illegible] যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে [illegible] পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং [illegible] প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ১২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে [illegible] পাইবেন। ইহার অতিরিক্ত ৸০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta

[*Government Gazette*, 13*th May* 1884.]

For SALE at the BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., *of the Inner Temple, Barrister-at-Law and* of Her Majesty's *Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the* **Rent Commission.**

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি. সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengal Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	... ...	10	0	0	per annum.
	Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	... ...	4	0	0	„
	Postage	1	0	0	„
For a single copy—					
Entire Gazette	... ...	0	4	0	
	Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	... ...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
	Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এক্ষণাবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট [illegible] টেণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মফস্বল—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই:—	টাকা।
প্রত্যেক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করিলে	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲
[illegible] ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের [illegible] আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার [illegible] ওয়েষ্ট চৌমাথার [illegible] বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগের আফিসে রেজিষ্ট্রারের নামে [illegible] পাঠাইতে হইবে।

উক্ত [illegible] আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[কলিকাতা গেজেট। ১৮৮২। [illegible]]

কলিকাতা বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়েট যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডওয়ার্ড মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 316 [illegible]

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ১৩ মে।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সমেত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় ১৮৮৪ সালের ১২ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয়।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আমাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অর্পিত হইয়াছিল। আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি নূতন করিয়া গঠন করতঃ এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আমাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্ত্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি। কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের বোধ হয়। আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্য্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইব। আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদিগের পরামর্শ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর কএকজন সভ্য যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় অর্পিত না হয় ততদিন কোনং বিষয় সম্বন্ধে আপন মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন। কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্নং শ্রেণীর প্রজার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানায় ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে যেরূপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে। ইহাও দেখা যাইবে যে "সামান্য রায়ত" এই কথার পরিবর্ত্তে "দখলীস্বত্ত্বশূন্য রায়ত" এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে। প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাত্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি ন্যায্য, আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। পরিশেষে

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দ্রষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত মতে এরূপ বাস্তুভূমির রায়তদের উল্লেখমাত্র নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সন্ধান জানা আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জানা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদ্দেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের যোত সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তর্গত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সন্ধান না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে ঐ সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক সন্ধান জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিতে আমরা ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমারেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা উচিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবধারিত হারে জমী জোত করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে, ঐ অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানা বৃদ্ধির বিষয় ধার্য্য হয় নাই, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন [illegible] ধারার অন্তর্গত ও উপধারায় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার অল্প পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত তালুকদারকে [illegible] দিবেন না এবং খাজানা নির্দ্ধার্য্য করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকের [illegible] তালুকের অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও ঝুঁকি [illegible] দিবেন। [illegible] বৃদ্ধিত খাজানা পূর্ব্বের খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং [illegible] অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় রায়তী তালুকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণিকা অধ্যায়ের মধ্যে এবং [illegible] ৪৫ ধারাটি যে অধ্যায়ে [illegible] আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারা [illegible] তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিষ্টরীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১২ ধারার (১) উপধারায় একটী বাধক বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারীর খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (১) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা রহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারকর্ত্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তথায় ২৭ [illegible] ফী দিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৮ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। তাহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্বাধিকারী হইলে যাবৎ ঐ হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ সেই মাত্র ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

(৪) এবং রেজিষ্টরী বহীর লেখার নকল প্রদান বিষয়ক ধারাটী (এক্ষণকার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক আনার অন্যূন বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধার্য্য করেন প্রত্যেক [illegible] নকল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

গণ্য তাহাতে দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক ঐ ধারাটির পরিবর্ত্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শেষোক্ত ধারায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল শ্রেণীর জমী মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

১৭। যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত এরূপে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [৩১ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেশাচারের বিরুদ্ধে ঐ ভূমিস্থিত বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে " হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যস্থির হইবার কি আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারায় কএকটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎক্রমে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে ঐ ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা ঐ ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত ঐ ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উইলক্রমে দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা ঐ ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উইলক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শেষোক্ত শ্রেণীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদিগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিষ্টরী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং ঐ দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবিলম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি ঐ দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্ব্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিবাহ বিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্ত্তৃক দান স্থলে ঐ দান পূর্ব্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ তদ্রূপ দান সচরাচর উইলক্রমে দানের পরিবর্ত্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী তালুকদার ও তাঁহারা অন্য যে তালুকদারদিগকে ঐ স্বত্বানুযায়ি কার্য্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবিশিষ্ট উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন তালুকদার পূর্ব্বোক্ত স্বত্বানুযায়ি কোন কার্য্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। ঐ অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে, ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত ঐ ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তিরা যাহাতে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশে এবং রায়তের কোর্ফা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত কএকটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্দ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলা যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রধান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে ঐ রায়তের কোর্ফা রায়তেরাও বর্ত্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২য়।—কোন রায়ত আপনার যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা)

এই বিধানগুলি অপর কএকটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান।

১ম।—কোন রায়ত বয়স হেতুক বা স্ত্রীলোক বলিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্বলতাক্রান্ত কি নির্দিষ্ট কএকটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাস করিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্ফাবিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার এ কার্য্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২য়।—যদি কোন রায়ত পূর্ব্বোক্তমতে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে শর্ত্তে ও যে নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত এক্ষণেও সেই শর্ত্তে ও নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অক্ষুন্নই থাকিবে।

২৭। এই বিধান গুলি লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূম্যধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্ফা প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইননির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্য্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্ত্তন ঘটাবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলক্ষণ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্ফা বিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়াপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্ফা বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকের ন্যায় সদাগদ্ধী নীলামত্রুমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্ফা প্রজারা দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এই রূপ বিধান করা গেল। কোর্ফা বিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কার্য্যোপধায়ীরূপে নিবারণ করা যে অতীব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বলিয়া তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত যেরূপ সরাসরীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূম্যধিকারী অগ্রে ক্রয় করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাবৎ ঐ রায়তের নাম রেজিষ্টরী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার মোকদ্দমায় আদালতের প্রতি ঐ সকল অবধারণ করিবার ভার অর্পণ করিলে অতীব কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টই ঐ সকল সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া রেজিষ্টরী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টও উহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমরা ছারের তালিকা অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সত্ত্বেও ঐ চুক্তি রেজিষ্টরী করা না হইলে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি তদ্রূপ চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্ব্বের খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বের বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ১২৷৷০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত স্বাধীনভাবে তাহা করিতেছে এই২ কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিবর্ত্তে এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৫২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসিন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্র ক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বোল্লিখিত বিধি বর্ত্তিবে।

৩১। মোকদ্দমাক্রমে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত ও সুকঠিন সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকা তেই খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীদিগের হস্তে অকর্ম্মণ্য যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে যে২ হেতুতে খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৫৩ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানে বা নিকট বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ)—ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানাবৃদ্ধির আইনসম্মত এই হেতুটি এককালে ত্যাগ করণ প্রতি জমীদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্ব্বপ্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রক্ষিত হইল। এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিষ্টরী করণকার্য্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্দ্বারা ঐ খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণাভাবে খাজানাবৃদ্ধির এই হেতুটি কার্য্যকর হয় নাই, এক্ষণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। শস্যাদির মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এস্থলে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফসল জন্মিয়াছে তাহা গণ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ বৃদ্ধি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জষ্টিস শ্রীযুক্ত ফিল্ড সাহেব কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ১৫০ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের দশমাংশের পরিবর্ত্তে মুদ্রাযোগে দেয় কর স্থির করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যবৃদ্ধিস্থলে অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে, মূল্যবৃদ্ধিজন্য আবাদ করিবার খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আপাততঃ আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম করা হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৫৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান এই— যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয় আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না। কিন্তু এই অধ্যায়ে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইলে এই বিষয়টি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবার হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যে অসুবিধা অনুভূত হয়, বর্দ্ধিত খাজানা গড় বাৎসরিক মোট উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অসুবিধা সমভাবে অনুভূত হয়। কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক স্থলেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপন্ন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতি ও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭১ (ঘ) ধারার পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্ত্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারা যাইবে না; ৩য় কিম্বা ৪র্থ হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতি চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন স্থলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্য্যন্তই খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যে২ স্থলে দেশাচারমতে রায়তের জাতির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, সেই২ স্থলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপন্নের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্ব্বের কথা লইয়া কষ্টকর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানাবৃদ্ধি দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যক সকল সংবাদই উপযুক্তমতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্যাদ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিধির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। ঐ বিধির মর্ম্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এইহেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বর্ত্তিবে; পরন্তু ঐ নিয়মটি এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্ত্তিবে, ও একবার খাজানাবৃদ্ধি করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। পূর্ব্বে দশ বৎসর গত হইলেই খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিত।

৪০। যে২ হেতুতে খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐ রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—ঐ স্থানে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক স্থলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ধারাটী মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কএক বিষয়ে বিভিন্ন। এস্থলে কেবল একটি পরিবর্ত্তনের কথা বলা আবশ্যক, অর্থাৎ এই নূতন ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট গত বার বৎসর নিয়মিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে উহাদিগকে বিশ্বাসযোগ্য লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ সময়ে আদালতের কার্য্যের বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিমিত্তে প্রজাবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিরল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শস্যরূপে বা ফসল অনুসারে যে খাজানা দিবেন তাহার সীমা নির্দ্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারাটিও উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এবিষয়ে স্থানীয় রীতি অতিশয় জটিল দৃষ্ট হইল। ফসল বিভাগ করিবার পূর্ব্বে নানা উপলক্ষ করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কোন দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য বিধি নির্দ্দেশ করিলে আদালতের ভ্রান্তি ঘটিয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) ধারাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৮ ধারা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দ্দিষ্ট কএক জন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও মুদ্রাযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারায় বিবেচনামত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে ঐ খাজানা নির্ণয় করণকালীন পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮৯ ধারায় এই বিধান ছিল, ঐ পাণ্ডুলিপির অভিহিত "সাধারণ রায়ত" অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়ে২ যে খাজানা ধার্য্য হয় ১১৯ ধারার বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় অত্যুচ্চ খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরদের খাজানা বৃদ্ধি স্থলে এইপ্রকার অত্যুচ্চ খাজানা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তদ্রূপ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধার্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্ত্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ কোন নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ ধারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র ভিন্ন কিম্বা এই অধ্যায়ের যে একটি ধারার কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তদুল্লিখিত প্রকারে না হইলে ঐ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৬। যে২ হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। ঐ প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্ত্তী (৫৯) ধারায় বিধান করিয়াছি যে মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্ত্তে (৬০ ধারায়) এই বিধান করিয়াছি যে বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন। ঐ রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাট্টার মিয়াদ অতীত হইলে যেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৮। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপন যোতের অর্দ্ধেক কোর্ফা বিলি করাতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাহার কোর্ফা প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আমরা পূর্ব্বোক্ত (২৬ ও ২৭ দফায়) পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই নূতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কোর্ফা রায়তেরা এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের কিয়ৎপরিমাণে রক্ষণোপায় লাধিত হইবে।

৬২ ধারার বিধান এই যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত জমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরীকৃত পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

আর ৬৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পর তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগহইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারায় একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি চিরস্থায়ী তালুক কি অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজাস্বত্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টরী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ঘটিত সুবিদিত অনুমানটি খাটিবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভায় পূর্ব্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টরী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি ঐ পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্ত্তিত থাকাতে ভূম্যধিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন ঐ আইন ও পূর্ব্বোক্ত প্রকরণক্রমে অন্ততঃ অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তমরূপ প্রতিকার হইবে। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও ঐ অনুমান আর খাটিবে না (পরবর্ত্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৫০। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি যোজিত হওয়াতে ঐ তালুকের খাজানায় টাকা যোগ করিবার সময়ে লভ্য, ঝুঁকি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা ধরিয়া দিতে হইবে মূলপাণ্ডুলিপির ৯৩ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি তুল্যভাবের ৬৬ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে, তালুকদার আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৫১। আমরা খাজানার কিস্তি বিষয়ক (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত কিয়ৎপরিমাণে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৫২। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাঁহারা পরীক্ষার্থে প্রজাকে পোষ্টাল মণিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা জনক বোধ হইতে পারে।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারায় প্রজাকে দেয় খাজানার কবজে ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা দৃঢ় রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া তফসীলে ঐ২ দলীলের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারায় মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবের [১০০ (৪) ধারার] বিধানের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া "বিপরীত দর্শান না গেলে" এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আমানত করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্রে যাহাতে কোর্ট ফী না লাগে তাহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ২ আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্য্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দ্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাওলী যোতের উৎপন্ন ফসল বিভাগ বা যাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। স্বার্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ কার্য্য করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবেন। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করা যায় তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপিক্রমে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা আমাদিগের বিবেচনায় অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্ত্তে আমরা পার্শ্বলিখিত ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি

যেস্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেস্থলে ফসলের দখল সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারায় সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপ বিধান করা গিয়াছে

শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্য্যের নিয়মিতকালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দণ্ড বিষয়ক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ শ অধ্যায়ের (২২০ ধারা) মধ্যে দণ্ড বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধা দিতে পারিবেন না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারায় সংশোধন দ্বারা এক্ষণে রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬২। উৎকর্ষসাধন ঘটিত বিবাদের সহজে নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা মধ্যপ্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (৯২) প্রণয়ন করিয়াছি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয় তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ৩৭ দফায় লিখিত মত ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার বিধান করিয়াও আমরা একটি ধারা (৯১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপির ১২৯ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি ইহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্ত্তে আমরা একটি উপধারা [৯৩ (৪) ধারা] সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। ঐ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্ত্তিবার পক্ষে ইহাতে বাধা হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালতকর্ত্তৃক যেং বিষয় বিবেচিত হইবে, আমরা ৯৪ ধারায় কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের ফল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তদ্বিবেচনায় ঐ উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি এবং "ভূমি কৃষি কার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অবর্দ্ধিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন" সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রজা কর্ত্তৃক ইস্তফা করণ বিষয়ক (৯৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোনং লোকের এই বিষয়ে একটি ভ্রান্ত সংস্কার আছে বলিয়া তাহার দূরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে, ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৬৬। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু ঐ যোত যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ইহা নির্বিঘ্ন রূপে ধরিয়া লইতে পারা যায় কি না এবং উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দেওয়া যায় কি না ভূম্যধিকারী ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারেন না। এইরূপস্থলে যে অসুবিধা অনুভূত হয় আমরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

> ৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।
>
> পরিত্যাগের কথা।
>
> (২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।
>
> (৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয়মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না এই বিষয়ঘটিত ৯৯ ধারায় আমরা নিম্নলিখিত স্থল বর্জ্জিত স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী কি পৈবস্তীহেতুক বৎসরং পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসরং পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্যপ্রকারে খরিদার হন এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের ত্রুটি বিষয়ক ১০১ ধারায় আমরা একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লইবার পর কোন স্থানে যে বা যেহ মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি এবং ঐরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে এই বিধান করিয়াছি। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতে মূল পাণ্ডুলিপির ১৩৮ ধারার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব ঐ ধারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান স্বত্বের লিপিসম্বন্ধীয় ১০ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা তালুকের সত্বাধিকারিদের পক্ষে কার্য্য করণার্থে কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদে আমরা একটি ধারা (১০৯) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক ধারাটি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। ঐ ধারাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূম্যধিকারীর হস্তে রক্ষিত হওয়াতে তদীয় প্রজাদিগকে কোর্ফা রায়তের অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের বাঞ্ছা বিশেষ লক্ষ্য স্থল তদ্বিবেচনায় ঐ ধারাটি আমাদিগের মতে বিশেষ আপত্তিযোগ্য। আবার ঐ ধারাটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির ঐ ধারা ক্রমে সম্পত্তিসংক্রান্ত আইনের জটিলতা ঘটাইবার প্রচুর ও যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকে। ঐ জটিলতায় প্রতারণার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে ও ঐ ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আমাদিগের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন দখলীস্বত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (২৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা পূর্ব্বেই (১২ দফায়) আমরা বলিয়াছি। মাননীয় জষ্টিস ফিল্ড সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের এই সংস্কার হইয়াছে যে স্বত্বনিমজ্জনঘটিত প্রস্তাবটি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায্য অধিকারের বহির্ভূত।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটী বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটী অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টীর অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আমরা সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকায় জন সাধারণে কখনং, বিশেষতঃ কোন মহাল কি তালুক নীলামক্রমে বলপূর্ব্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আমাদিগের বোধ হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটী নিয়মাধীনে ভূস্বামী কি তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটী পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২শ অধ্যায়মত সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপিমধ্যে যে কথা ধরিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কার্য্যবিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকলস্থলেই একই ফল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলেই তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে কি ধরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে ঐ বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার কৃত নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় প্রবল হইবে। বিশেষ যে জজ তদ্রূপ সকল আপীল শুনিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হন ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাঁহারই নিকট আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাধীনে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিস্তারে সংঘটিত হইবে বিবেচনায় এবং স্বত্বের লিপি যদ্রূপেই প্রকাশিত হউক না কেন স্বার্থসংযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ লিপির মধ্যে

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্ত্তৃক বিশেষং স্থানের নিমিত্ত হারের উক্তরূপ তালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেই গুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ বৃত্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব দুই একটি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার যেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা দুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক তদ্রূপ ভূমির জরিপ ও রেজিষ্টরী করণ ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত করণ।

বহুবিস্তৃত দেশ সংক্রেএই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে ঐবিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে দুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই শ্রেণীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনং শ্রেণী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারী ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যেং স্থল স্পষ্টতঃই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত নহে সেইং স্থলে কার্য্য কলাপে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১২৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রামাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্ত্তনের প্রতি আমাদিগের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় ক্রোকের দরখাস্তেও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনং স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪২ (৩) ও (৪) ধারা]

(ঘ) যে ফসল গোলাজাত করা যাইতে পারে, তাহা ক্ষেত্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারায় ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮২ ধারামতে অপরাধ করা গেলে, বিশেষ ২ স্থলে ঐ ব্যক্তির অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত ঐ পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

(চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারিদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ শ অধ্যায়ের প্রথম ধারায় স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৫৮ ধারায় ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে এবং ঐ স্থলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্ত্তিলে তিনি যে ব্যক্তিরা তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।

(ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই অধ্যায়ের কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিতেন; এই ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

৮১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্য্যন্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি।

৮২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমে হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্ত্তিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাধীনে বর্ত্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য্য চলে এই বিষয়ে ভূয়োদর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, যাহাতে কার্য্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস।

৮৩। আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্য-পদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতার করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ের উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্য ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্যক্রূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

৮৪। পতিত খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারার একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদির প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

৮৫। আমরা আরও ১৬২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

৮৬। আমরা ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদির দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

৮৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজা ইঁহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুষঙ্গ নিরূপণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিতেন। ইহার পরিবর্ত্তে আমরা ১৭৪ ধারায়, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

(৫) যে সকল স্বাধীন তালুকের রাজস্ব গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ তালুকের অধিকারীরা জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ঐ সকল তালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টরে নাই। পত্তনী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী উক্ত সকল তালুকের প্রতি খাটান হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

(৬) খাজানা মুক্ত তালুকের অধিকারীদের নিকট পথকর ও পবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যপ্রণালী খাটাইবার নিমিত্ত ঐরূপ ভাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।

(৭) যেং নিয়মাধীনে বাস্তুভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (পূর্ববর্ত্তী ৪ দফা দেখ)

(৮) আমরা উঠবন্দী ও কালকাসিমী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষমতে বজায় রাখিয়াছি। অন্য নামে খ্যাত তদ্রূপ জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষমতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(৯) আর গুজরাট ও গোরা খোতের কয়েকটা পরগণা দখলীস্বত্বের ন্যায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(১০) পরিশেষে গত বারবৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই গুলির শুদ্ধতা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রমাণ করা যাইতে পারে কি না এবং প্রধানতঃ ঐ সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা বৃদ্ধির নিয়ম করিলে কি ফল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।	তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।	ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাঙ্গালা	১৮৮৩ সালের ২৪ এপ্রেল।
	হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
	উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

এই পাণ্ডুলিপি এক্ষণকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপি পুনর্ব্বার প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদিগের মত।

এচ, জি, রেনলী।	টি. ওয়াল্‌ড, হিলর।
[illegible]	আমীর আলী।
সি, পি, ইলবার্ট।	[illegible], ডব্লিউ. কর্ট্‌র।
জি, এস, সি, ক্যাম্বেল	৩০, ঢেকনলহুল।
জে ওকিনিলি ই. কুইণ্টন	

কমিটীর অধিকাংশ সভ্য এই রিপোর্টে যথাযথরূপে লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদন্তর্গত অনেক ধারার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মাননীয় বাবু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মানুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

দ্বারভাঙ্গা।

১৮৮৪ সাল ১২ই মার্চ।

তকসীল।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১ লা মে তারিখের ৪৮৪—১১৬ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৪৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৬৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১৯২৮—৬৯৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখের ৫৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র]।

মাননীয় শ্রীযুক্ত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি ৮ নং কাগজপত্র ।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র]।

দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৯৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের [illegible] অক্টোবর তারিখের ১০৮২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র]।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের [illegible] অক্টোবর তারিখের [illegible] R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখের [illegible] T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের ১১৬০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯৯ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩ রা নবেম্বর তারিখের পত্র [২০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের [illegible]—৮৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১১ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮৬—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২০৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র]।

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি

১২শ অধ্যায়

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

তফসীল।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। সংক্ষেপ নাম। (১) এই আইন "বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

(২) আরম্ভ। স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

(৩) স্থানীয় ব্যাপ্তি। কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তফসীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

২ ধারা। রহিত হইবার কথা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তে, সেই সেই দেশে ইহার প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান যায়, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তান গেলে, তন্মধ্যে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

৩ ধারা। অর্থকরণের কথা। বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই রেজিষ্টরের কোন রেজিষ্টরে একই নম্বরের মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন তালুক রেজিষ্টরী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের মর্ম্মানুযায়ী মহাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) "ভূস্বামী বা জমীদার" শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, "প্রজা" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, "ভূম্যধিকারী" শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, "খাজানা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে "দেওয়া" "দিতে," ও "দেওন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, "অর্পণ করা," "অর্পণ করিতে," ও "অর্পণ করণ" ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাট্টাক্রমে বা এক প্রস্থ নিয়মের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেই ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, "যোত" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) "কৃষি বৎসর" বলিতে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) "হস্তান্তর" শব্দে ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে।

(১১) "উত্তরাধিকার" শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রানুযায়ী অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারাতে ঢেরাসহী করিলে, 'স্বাক্ষরিত' শব্দে "ঢেরাসহী করা" বুঝাইবে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের "মোহরাঙ্কিত" ও বুঝাইবে।

(১৩) "নির্দ্দিষ্ট" শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৪) "কালেক্টর" শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে।

(১৫) এই আইনের কোন বিধানে "রাজস্ব কর্ম্মচারী" শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্ম্মচারী বুঝাইবে।

(১৬) "পত্তনী তালুক" শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলে উল্লিখিত দরপত্তনী ও অন্যান্য তদ্রূপ তালুকও তদন্তর্গত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা।

৪ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর প্রজা থাকিবে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোর্ফা রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্ত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের ঐরূপ দখলী স্বত্ত্ব নাই।

তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার স্বত্ত্ব ভূস্বামির স্থানে বা অন্য কোন তালুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, "তালুকদার" বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাঁহারা ঐরূপ স্বত্ত্ব পাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদিগকে ও যাঁহারা ১৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদ্বারা, বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশীদের সাহায্যে ভূমির চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন, "রায়ত" শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তিরা ঐরূপে ভূমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়মাধীনে ঐ শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাস্বত্ত্বের ভাবের প্রতি, অর্থাৎ ঐ স্বত্ত্ব খাজানা আদায় করিবার বা ভূমি চাষ করিবার স্বত্ত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন যোতের পরিমাণ ন্যূনাধিক ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা কিয়দংশ পেটাও বিলি করা গেলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ প্রজা তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে কোনং স্থলেমাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে, কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে ঐ তালুক ভোগ হয় তদনুসারে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ত্ববান, অথবা

(খ) ঐ তালুকদার আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে ঐ খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকস্তি হওয়াতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত বা কোম্পানিদের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধানমতে ভূমি গৃহীত হওয়াতে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, ঐ কমান এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

তালুকের খাজানা বৃদ্ধির সীমার কথা।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া ঐ খাজানা নির্দ্ধার্য্য হয়। তালুকদারেরা যে ভূমি ভোগ করেন, উহারা দেশাচারানুসারে যে হারে খাজানা দেন সেই হারে তাহা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেস্থলে তদ্রূপ দেশাচারানুযায়ী হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি না থাকিলে আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট কত খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকের সৃষ্টি হয়, যথা, তালুকের অন্তর্গত ভূমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের দ্বারায় বা খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও ঝুঁকি।

(৪ উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপনি দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানায় দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পুর্ব্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে পূর্ব্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত খাজানা ধার্য্য করা যায়, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা বৃদ্ধি করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা বৃদ্ধি ক্রমেং করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা বৃদ্ধির ঊর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমেং বৎসর বৎসর খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে দশবৎসর পরিবর্দ্ধিত হইতে না পারিবার কথা।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে বৃদ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর বৃদ্ধি করিবেন না।

তালুকের অন্যান্য অনুষঙ্গের কথা।

চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারাদির কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না পারিবার কথা।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্তক্রমে এই আইনের বিধানমতে যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিনা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

পত্তনী তালুকের কথা।

পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। পত্তনী তালুকদার এই আইনের বিধান মানিয়া আপনার তালুকের বা তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির বিলি করিতে পারিবেন।

পত্তনী তালুকের ভূম্যধিকারি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্থানে জামিন চাহিবার স্বত্বের কথা।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা পত্তনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্দ্ধ বৎসরের খাজানা পরিমিত মাত্রায় জামিন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া দখল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পেটাও তালুকদার কিম্বা রায়তদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যাস স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) ঐরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা ন্যূন হয় তজ্জন্য ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গৃহীতা অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারির প্রতি আদেশসূচক আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞার উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টরী করিবার কথা।

ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে হইবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা একত্র কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থক পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট ফী দেন, তবে ভূম্যধিকারী পত্তনী তালুক হইলে পূর্ব্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্রে যে ফী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ কোন ফী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন; এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

খাজানার ডিক্রী জারী জন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীর জন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ১২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত প্রাপ্তিক্রমে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরীর জন্য ফী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাহিবামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এরূপে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্ত্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী তালুকের স্বত্ববান হন, তিনি তালুকদারস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব্বক এক ধারামতে ভূম্যধিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্ব্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকে নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব্বক এক ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটিবার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি ফী দিবেন না, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন

ভূম্যধিকারীর রেজিষ্টরী বহীর লেখার নকল দিবার কথা।

২১ ধারা। পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন তালুকের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করা গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি বা যাহার দ্বারা উক্ত তালুক বা তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করা যায়, তিনি কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত তালুকের উত্তরাধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিষ্টরী বহীতে উক্ত তালুক সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার সত্য খাস নকল সময়ে২ চাহেন, ভূম্যধিকারীর স্থানে যথার্থ নকল বলিয়া ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত তত্খান নকল পাইতে পারিবেন; কিন্তু সময়ে২ এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক আনার অন্যূন বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধার্য্য করেন, এরূপ প্রত্যেক খণ্ড নকলের জন্য তিনি ভূম্যধিকারীকে সেই ফী দিবেন।

রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২২ ধারা। (১) পূর্ব্ব কএক ধারামতে যে সকল রেজিষ্টরী বহী রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত ও এই আইনসঙ্গত বিধিক্রমে সময়ে২ সেই সকল রেজিষ্টরী বহীর পাঠ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং সাধারণতঃ রেজিষ্টরী করিবার সম্বন্ধে যে কার্য্য-প্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণমত কোন বিধি প্রণয়ন কালে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিধান করিতে পারিবেন, যে উক্ত বিধি লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৪র্থ অধ্যায়

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অনুবন্ধের কথা।

২৩ ধারা। অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন তালুকদারের যেং বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন জোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই২ বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্তক্রমে এই আইনসঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এইহেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি সাধারণ।

বর্ত্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আইনের বলে কিম্বা দেশাচারক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে রায়তের দখলীস্বত্ব থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে সেই রায়তের উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব থাকিবে।

বাসেন্দা রায়তদের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা।

২৫ ধারা। (১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তস্বরূপ পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা তাহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, তত কাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ৯৬ ধারামতে পুনর্বার ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

গ্রাম ও মহাল শব্দের অর্থকরণের কথা।

২৭ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে,

(ক) গ্রাম শব্দে রাজস্বসংক্রান্ত জরীপের গ্রামের মানচিত্রে একই বহিঃসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যায় সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্র হইতে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থান ঐ গ্রামের অংশ, তবে তাহাও বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন এরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় তদন্ত লইলে পর এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনাবধি এক বা অধিক বাটওয়ারা হওয়াতে দুই বা তদধিক মহাল সৃষ্ট হয়, সেই স্থলে ঐরূপ বাটওয়ারা না হইলে ঐ সকল যে মহালের অংশস্বরূপ হইত, সেই মূল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

ভূম্যধিকারী দখলী-স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলের কথা।

২৮ ধারা। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে ঐ রায়তের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে, দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু এই ধারার কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

এজমালী মালিক ও ইজারদারদের সম্বন্ধে বিশেষ বিধানের কথা।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করিলে, ঐ ভূমিতে ভূস্বামী বা তালুকদারস্বরূপ তাহার এজমালী স্বার্থ আছে বলিয়া কেবল এই কারণে তাহার উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার বাধা হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি খাজানার ইজারদারস্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে ঐ ভোগহেতুক তৎসম্বন্ধে এই ধারামত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে পর সেই ভূমি ইজারা লইয়া ভোগ করিলে, ঐ দখলীস্বত্ব হারাইবে না।

খামার জমী সংরক্ষণের কথা।

৩০ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বঙ্গদেশে খামার, নিজ বা নিজযোত নামে এবং বেহারে জেরাত, নিজ, সের বা কামাত নামে যে ভূমি খ্যাত, কএক সনের মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গের কথা।

৩১ ধারা। কোন ভূমি সম্বন্ধে কোন রায়তের দখলী স্বত্ব থাকিলে, নিম্নলিখিত বিধানগুলি বর্ত্তিবে, অর্থাৎ,

(ক) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, কিন্তু দেশাচারের বিরুদ্ধে বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানমতে ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে খাজানা দিবেন

(ঘ) (১) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা

(২) তিনি এই আইনের বিধানসঙ্গত এরূপ এক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ হইলে, তদীয় ভূম্যধিকারির সহিত তাঁহার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে;

এই হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার যে ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উক্ত ভূমি হইতে তাঁহার ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) তিনি এই আইন অনুসারে আপন যোত ইস্তফা করিতে পারিবেন।

(চ) এই আইনক্রমে ভূম্যধিকারির যে সকল স্বত্ব রক্ষিত হইল, তাহা মানিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের ভূমিগত স্বার্থ, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইলক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

(ছ) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত ভূমি বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিতে পারিবেন।

(জ) তাঁহার ভূমিগত স্বার্থসম্বন্ধে তিনি উইল না করিয়া মরিলে অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাহার উত্তরাধিকার ঘটিবে; কিন্তু তিনি যে দায়ভাগ ব্যবস্থার অধীন সেই ব্যবস্থামতে যে কোন স্থলে তাঁহার অন্য সম্পত্তি রাজার প্রতি বর্ত্তে, সেই স্থলে তাঁহার দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধিকারির অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩২ ধারা। (১) রায়তের দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিবার স্বত্ব তদীয় ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের নিয়মাধীন থাকিবে।

(২) অগ্রে ক্রয় করিবার যে স্বত্ব ভূম্যধিকারীর আছে, তদনুসারে কর্ম্ম করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিবার নিমিত্ত, রায়ত ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিবার কল্পনা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করণার্থ আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন। যে ব্যক্তির নিকট যে শর্ত্তে তিনি উক্ত স্বত্ব বিক্রয় করিতে চাহেন এবং উক্ত স্বত্ব কিছু (যদি কোন) দায়যুক্ত থাকে ঐ নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ গত না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রয় করা বন্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঐ নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে ঐ স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী এতদর্থে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য [illegible] করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতজন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য ধার্য্য করিবার নিমিত্ত তত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি ঐ বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐ আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম হয় এবং দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন ও তন্মধ্যে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে ঐ ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্যধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারিকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূম্যধিকারির অনুকূলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেরূপ ফল হইত সেইরূপ ফল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দান করা না গেলে, ভূমিগত দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

দখলী স্বত্বদানবিষয়ে নিয়মের কথা।

(২) রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্ত্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবন্ধনে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

৩৬ ধারা। পূর্ব্ব চারি ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল

পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা।

(ক) যে ভূস্বামীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূস্বামীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী তালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই তালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে, উক্ত তালুকদার ভূস্বামীর বা কোন চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূস্বামীর কিম্বা স্থলবিশেষে চিরস্থায়ী তালুকদারের স্থানে ঐ ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম্ম করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোফা বিলি করে, তাহা উক্ত যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোফা বিলি করে তাহাদের তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হইবার কথা।

কিন্তু (ক) বয়স হেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গাহস্থ্য চাকরীতে বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনার অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেং শর্ত্তে ও যেং নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত, সেইং শর্ত্তে ও সেইং নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্ফা বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্দ্ধেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্ত্তিত হয় না।

দরপাট্টার কালের নিয়মের কথা।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে, ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বয়ঃক্রমহেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে কিম্বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে দরপাট্টা দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাত বৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।

৩৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

মুদ্রারূপ খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে নিষেধের কথা।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ (নগদী) খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধানমত না হইলে, প্রকারান্তরে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্ব্বদেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্ব বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মর্ম্ম বুঝে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে এইং কথা জানিয়া লইবেন।

পুনর্ব্বার বিলি করিবার বেলা খাজানা বৃদ্ধির কথা।

৪২ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বধারার বিধান বর্ত্তিবে।

মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা যোগে খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে নিম্ন লিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইস্থানের প্রচলিত বাজারে প্রধানং খাদ্যশস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারির দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নদ্যাদিদ্বারা বাড়ান হইয়াছে।

প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের অভাবে খাজানা দেওয়া হয়, এইহেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) বৃদ্ধিযুক্ত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে আদালত বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা দেন তাঁহাকে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত করিবার জন্য আদালত এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের প্রথমদখলীয় খাজানার কথা।

৫৭ ধারা। রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারামত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

খাজানা বৃদ্ধির নিয়মের কথা।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।—

যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

(ক) সে বাকী খাজানা দেয় নাই, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কার্য্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য্য হইবে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে হকদার, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে, রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিষেধের কথা।

৬০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী প্রস্তাবিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিষেধের কথা।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্য্যকারক অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারাতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ জোতের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নিরূপ করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নিরূপিত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন জোত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বধারার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নিরূপিত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, উহা নিরূপ করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও [illegible] ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা যত যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু মাবেক খাজানার উপর টাকায় আট আনার অধিক বৃদ্ধি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ দখল রাখিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টার এই মর্ম্মের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

দখল দেওয়া [illegible] কথা।

অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে ঐ পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

কোর্ফা রায়তের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, ।

কোর্ফা রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয়মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত নোটিস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা যাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিশবৎসর মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়াআসিতেছেন, এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ইহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে তাঁহারা উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্ব্বে রেজিষ্টরী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজাস্বত্ব বা স্থল বিশেষে উক্ত শ্রেণীর যে কোন প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানাস্বরূপ দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্ত্তে অবধারিত টাকা খাজানাস্বরূপ ধার্য্য করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে প্রজাস্বত্ব শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।

৬৫ ধারা। কোনপ্রজার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে সে যেং নিয়মে ভূমিভোগ করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেং নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শান না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেইং নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা

(ক) পূর্ব্বে যৎপরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন, মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকা প্রমাণ হয়, উক্ত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাইতে স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নষ্ট ভূমি পৈবস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান্ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে, তাহা পূর্ব্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা যোতের পূর্ব্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা।

খাজানার কিস্তির কথা।

৬৭ ধারা। (১) তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যেরূপ নিয়ম থাকে, তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ তারিখে তালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে: এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে কোন স্থানের নিমিত্ত যে২ কিস্তি ও তারিখ নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই২ কিস্তিক্রমে সেই২ তারিখে দেওয়া যাইবে।

(২) কোন রায়তের বা কোফা রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার অংশস্বরূপ যে২ কিস্তি ও বৎসরে চারির অনধিক যে২ তারিখ নির্দ্দেশ করেন, সেই২ কিস্তিক্রমে ও সেই২ তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানাধীনে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, ফসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে ফলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পুর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে

খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।

৬৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে প্রজা ঐ কিস্তির টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে যে২ স্থলে প্রজা আপন খাজানা আমানত করিতে পারে, সেই২ স্থল ছাড়া ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে কিম্বা তদর্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোষ্টাফিস মণিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।

৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরের কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।

(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা।

ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাৎ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩য় তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে২ বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজে ও অনুলিপিতে সেই২ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, ঐ বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে ঐ প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারির স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিআনা ফী দিলে ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে২ বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসম্বলিত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন তাহাতেও ঐরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যাহা উচিত বোধ করেন সেইরূপ দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজার দাওয়ামতে ৭১ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশমত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আমানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্য্যালয়ে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জন্য কবজ দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা লইতে বা তন্নিমিত্ত কবজ দিতে উৎসুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহাংশীদারদিগকে সংসৃষ্টভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তন্নিমিত্ত সহাংশীদারদের সংসৃষ্ট কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন্ ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে; সেই স্থলে

জোত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা তাঁহার আফিসে আমানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষবার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও একণে যে বা যে২ ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ বিধিক্রমে আট আনার অনধিক যে ফী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই ফী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারির নিকট পূর্ব্বধারামত দরখাস্ত করা যায় যদি তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আমানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তন্নিমিত্ত আপন সরকারী মোহরযুক্ত রসীদ দিবেন।

যেখাজানা আমানত করা যায় রাজকীয় কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবেন ও রসীদ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কার্য্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংসৃষ্টভাবে সহাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্য্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারী আমানত লন তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আপন আফিসের কোন সুপ্রকাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তের বর্ণনা থাকিবে।

আমানত পাইবার নোটিসের কথা।

(২) পূর্ব্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্ত্তী ধারামতে আমানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্ম্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আমানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মচারির বিবেচনায় আমানতের টাকা পাইবার অধিকারী বলিয়া বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল মণিঅর্ডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আমানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আমানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্ম্মচারির নিকট খাজানা আমানত করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ ফিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা না থাকিলে আমানতী টাকা আমানতকারীকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব্ব কএক ধারামতে আমানত গ্রহণকারী কোন কর্ম্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের

বিরুদ্ধে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আমানতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রথম দায় হইবার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের খাজানা উহার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারীক্রমে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূম্যধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত থাকে সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা যে খানে ফসলী বা আমলী সন চলিত থাকে সেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্ত্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইলে ঐ সুদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্ব্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

বাকী খাজানার সুদের কথা।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার সময়ে আদালত প্রচলিত প্রথার ও পক্ষদের মধ্যে কোন নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সামান্যতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, তবে খাজানা ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপূরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপূরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপূরণস্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ফসলী বা ভাওলী খাজানার কথা।

ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়,

(ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্ম্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আমানত করিলে, ঐ ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজ্ঞাদ্বারা ফসল স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব্ব ধারামতে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে আসেসরস্বরূপ আপনার সহিত লন এবং আসেসর লওয়া গেলে উক্ত আসেসরদের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ব্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন

(২) বিপরীত প্রমাণ না পেলে, নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন ;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার জলনিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ, কিম্বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ ;

(ঘ) কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন ;

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া বা পুনর্ব্বার করা, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা ; ও

(চ) আবশ্যক বাড়ীর ঘর সমেত রায়ত ও তদীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণ।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য্য করেন তদ্দ্বারা স্বীয় ভূম্যধিকারীর মহালের বা তালুকের মূল্য বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, ঐ কার্য্য এই আইনের অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৮ ধারা। রায়ত অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে জমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহার যোতের সম্বন্ধে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে তাহাকে ভূম্যধিকারীস্বরূপ বাধা দিতে পারিবেন না।

অবধারিত হারে জমিভোগ করা গেলে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার দখলীস্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা ভূম্যধিকারী নিজে উৎকর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূম্যধিকারীস্বরূপ উক্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে পারিবেন না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

(২) যদি রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট না হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্র স্বত্ব থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকার্য্য উৎকর্ষসাধন কিনা, এতৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৯০ ধারা। (১) দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়ত আপনার ও স্বীয় পরিবারের নিমিত্ত আবশ্যক বাড়ীর ঘর সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্তমতে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে না হইলে আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতি না লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।

(২) স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন তিনি উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধপত্র দিতে বা দেওয়াইতে পারিবেন, এবং ভূম্যধিকারী ঐ অনুরোধ পালন করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপনি ঐ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা যাহা আইনমতে তাঁহার খরচে করা যায়, কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যেরূপ আদেশ করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও তাহাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্ম্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উৎকর্ষসাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়াবধি,

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষসাধন হইলে, উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার তারিখ অবধি,

১২ বার মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে, ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তজবীজাধীনে রহিয়াছে, তবে উক্ত কর্ম্মচারী উভয় পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের অধীন দাওয়াদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

১৭ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তাঁহার যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়ত বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয় হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিবেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাধীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা দিবেন।

(৩) যেস্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাইবেন বলিয়া রায়ত ক্ষতিপূরণ বিনা উৎকর্ষসাধন করিতে চুক্তি করিয়া, বা পাট্টা লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হওনের সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হয়, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত দূর আবশ্যক উপযুক্ত বোধ করেন, তত দূর তাঁহারা আপন মতে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আদেশ করিয়া এবং আসেসরদের দ্বারা ও নির্দ্ধারণের প্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সরকারী রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৮ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্ব্ব ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময়ে, এই২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—

যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

(ক) যোতের জমার মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি ও তাহার ফল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগে তৎপ্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূম্যধিকারী কোনরূপে খাজানা হ্রাস বা ক্ষমা করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতকাল অবর্দ্ধিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে, ভূম্যধিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে মুদ্রাযোগে প্রদত্ত না হইয়া উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইস্তফা করিতে পারিবে।

ইস্তফা করিবার কথা।

(২) কিন্তু ইস্তফা করিলেও যদি সে ইস্তফা করিবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে ইস্তফা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূম্যধিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইস্তফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তি কৃষি বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, উক্ত নোটিস এরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই ধারার কার্য্যপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরে সেই ভূম্যধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নূতন যোত লয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইস্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামে বাস না করে;

(গ) যদি ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূম্যধিকারী নিজে অন্য কোন প্রজাকে ঐ যোত বা তাহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করাইতে পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষিবৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

পরিত্যাগের কথা।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ করিবার কথা।

যোতের অংশ হস্তান্তর-যোগ্য না হইবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনার যোতের অন্তর্গত ভূমি কিয়দংশমাত্র এরূপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে গ্রহীতা ঐ অংশ পৃথক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও কোন চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান সাপেক্ষে স্বয়ং কিম্বা এতদর্থে তাঁহার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, পিকস্তী দিয়ারা হেতুক বৎসর২ পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যেস্থলে বৎসর২ চাসের ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাসের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে খরিদদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্ব্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে সীমা দেখাইতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে নকসা বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত প্রমাণ না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

মাপের কাটির কথা।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম্মকারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে গণ্টরমত এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণমেণ্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের মধ্যে ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্রে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যেরূপ মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় তদন্ত করিবার পর তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত প্রমাণ না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষের কথা।

কোন সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, তাহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারিগণ যদি তাহার কার্য্য-সম্পর্কীয় সম্বন্ধে একমত না হন, এবং সেই কারণে

(ক) সাধারণের অসুবিধা কিম্বা

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের বা (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, তাহার কারণ দর্শাইবার আদেশপত্রক নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্টরী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি

স্বত্বের লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এবং পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে সময়ের স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারি কর্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত টাকা আমানত করেন, সেই স্থলে;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস যাহার মালিক বা কার্য্যাধ্যক্ষ, এরূপ কোন মহালের বা তালুকের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামত কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তন্মধ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

যে২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তাহার কথা।

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্ফা রায়ত;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারির নাম;

(ঙ) দেয় খাজানা;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূস্বামী বা তালুকদার প্রার্থনা করিলে ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আমানত করিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন মহাল বা তালুক বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

ভূস্বামীর বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিশেষকথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ লিপি সম্পূর্ণ করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল ঐ লিপির পাণ্ডুলেখ্য ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন, এবং উক্ত কালমধ্যে ঐ লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

লিপি প্রকাশ করিবার কথা।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উহা ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশকরণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে রাজস্ব কর্ম্মচারী এ বিবাদ গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্য্যপক্ষে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

লিপির লেখা সম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ জজ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।

(২) পূর্ব্ব ধারামত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত করা যায় তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

ঐ লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে তাহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবার কথা।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে, পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশপূর্ব্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন শ্রেণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে রাজস্ব কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের দ্বারা ধার্য্য হইবে।

খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীদের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু ঐরূপ আজ্ঞা করা বাঞ্ছনীয়, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ হৃদ্বোধ না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজকীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার নিষ্পত্তি প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা ঐরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল ঐরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামত আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইনমতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা বৃদ্ধি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে খাজানা ধার্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) (১) প্রকরণমত লিপিতে উক্ত কর্ম্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান খাটিবে।

(৩) যে তালুকের খাজানা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে সেই তালুক হইলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোত হইলে, ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্ম্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি বর্ত্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত কর্ম্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) ঐরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমত দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন যোতের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার বেলা একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য যোতের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্ম্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধার্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধার্য্য করিলে যত টাকা খাজানা ধার্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে লেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১১ ধারার মর্ম্মানুযায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাটিত, এই ধারামত প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারার (১) প্রকরণমতে ঐরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাটিবে।

১১৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্ত্তন করা গেলে, জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পরিবর্ত্তন বলবৎ হইবে।

যে সময়ে খাজানার পরিবর্ত্তন বলবৎ হইবে তাহার কথা।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হেতুক

ধার্য্যকরা খাজানা যতকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, তাহার কথা।

না হইলে এই অধ্যায়মতে যোতের যে খাজানা নির্ণীত বা ধার্য্য হয়, তাহা জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে তাহার কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রার্থনামতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার উদ্দেশে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সফল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্ম্মচারীরা আপন রাজকীয় কর্ম্মাতিরিক্ত উক্ত বিধান সফল করিতে নিযুক্ত হন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ধার্য্য করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান কোন স্থানে সফল করিতে গবর্ণমেণ্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা ঐ স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অধ্যায়মতে ধার্য্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ তাবৎ স্থলে সমুদয় অবস্থাতিক বিবেচনায় যেরূপ হারাহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারাহারীমতে দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ খরচের যে হারাহারীমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেনা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধা ও খাজানা সম্বন্ধীয় অনুমান না খাটিবার কথা।

১২২ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১১০ ধারার (খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর ৬৪ ধারামত অনুমান তৎসম্বন্ধে খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকাবিষয়ক বিধি।

তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারিবার কথা।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে এতাবৎ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিরুক্ত আদেশনের সাহায্যে কোন স্থানের জন্য এইরূপ একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায়মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকায় যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকায় এই এই কথা লেখা থাকিবে, যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ধার্য্য করা আবশ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায়মতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারামতে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার ধার্য্য করিবার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,।—

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ধার্য্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানের প্রচলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য নিশ্চয় জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও সুবিধাকর বোধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানের প্রচলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতুক কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্ব্ব গড় মূল্যের সহিত বর্দ্ধিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত নূতন হারের তদপেক্ষা উচ্চতর অনুপাত হইবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত ধার্য্য করা হার বর্ত্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ তালিকা প্রস্তুত করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয় হয়, সেই স্থানের প্রচলিত দেশীয় ভাষায় তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ প্রকাশ করিবার পর এক মাস মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী আসেসরদের সাহায্যে ঐরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

তালিকা উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্ম্মচারী খণ্ডের কমিশনর সাহেবের দ্বারা রেবিনিউ বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুমোদনের নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্য্যবিবরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার হেতু লিখিয়া রিপোর্ট ও যে২ আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আকবর, বলরাম, চন্দ্র ও দীননাথের যোত, ঐপ্রকারের ভূমি। ঐ২ যোতের অন্তর্গত কূপ হইতে তাহাতে জলসেচন হয়।

আকবরের যোতের কূপ পুরাতন, প্রজাস্বত্বসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আছে। বলরামের যোতের কূপ প্রজাস্বত্বসৃষ্টি হইবার পর ভূম্যধিকারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চন্দ্রের যোতের কূপ নায়ক প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীননাথের যোতের কূপ ভূম্যধিকারী ও রায়ত প্রত্যেক পরিশ্রম ও মালমশলার কিয়দংশ দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন। আকবর ও বলরামের যোতের খাজানা একর প্রতি ৪৲ টাকা হারে, চন্দ্রের যোতের খাজানা একর প্রতি ২৲ টাকা হারে, এবং দীননাথের যোতের খাজানা ২৲ টাকা ও ৪৲ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে হার আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই হারে ধার্য্য করিতে হইবে।

(খ) কোন এক প্রকারের ভূমির নিরিখ তালিকায় যাহার লিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ ;—

কোন নদীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেচন করা গেলে ...একর প্রতি ৪৲ টাকা

ঐরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২৲ টাকা

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত উমাম ও বাবরের যোতের ভূমি উক্ত প্রকারের, এবং তাহাতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ রূপ জল সেচন করা যাইত না, কিন্তু ঐ সময়ে নিকটস্থ একটি নদীর গতি পরিবর্ত্তন হওয়াতে ঐ যোতের পার্শ্বে নূতন একটী নদীপথ হয়। উমাম পঞ্চাশ বৎসর আপনার যোত দখল করিতেছেন, বাবর ত্রিশ বৎসর মাত্র। উমামের যোতের খাজানা ২৲ টাকা হারে এবং বাবরের যোতের খাজানা ৪৲ টাকা হারে ধার্য্য করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১৩৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ১০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী থাকে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহা জরীপ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন।

ভূস্বামী বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা।

১৩৬ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া কোন জমী কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূস্বামীর বা কোন প্রজার প্রার্থনামতে ও খরচের মত টাকা পরিশোধ হয়, তিনি সেই টাকা আমানত করিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, ইহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, ১১৩, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রামাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

যে২ স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৩৯ ধারা। কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের ভূম্যধিকারীর বাকী খাজানা পাওনা হইলে, ও এক বৎসরের অধিক কাল পাওনা হইয়া না থাকিলে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী কোন জামিন না পাইয়া থাকিলে, উক্ত ভূম্যধিকারী আদালতে অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত ঐ কৃষকের দখলে যাহা আছে,

(ক) এরূপ যে কোন শস্য বা কৃষির অন্য উৎপন্ন ঐ যোতে কাটা বা তোলা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন শস্য বা কৃষির অন্য উৎপন্ন উক্ত যোতে জন্মিয়াছে, এবং কাটা বা তোলা গিয়া ঐ যোতে বা শস্য মাড়িবার স্থানে, কিম্বা (ক্ষেত্রেই হউক বা বাটীতেই হউক) শস্য মাড়াই প্রভৃতি করিবার স্থানে রাখা হইয়াছে,

তাহা ক্রোক করিয়া উক্ত বাকী খাজানা আদায় করেন।

কিন্তু

(১) ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমত অর্থকরণানুযায়ী ভূম্যধিকারীর বা কার্য্যাধ্যক্ষের কিম্বা তদীয় বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে

ভূমির সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্টরী করা না হইয়া থাকে, তবে তৎকর্ত্তৃক, কিম্বা

(২) পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিমতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্য্যানুষ্ঠান-ক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত ; কিম্বা

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি লইয়া পেটাও বিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামতে প্রত্যেক দরখাস্তে এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা এবং তাহার সীমা অথবা তাহা যাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য বৃত্তান্ত ;

(খ) প্রজার নাম ;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা ;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি বা অন্য বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে ঐ টাকা দেয় হয়, তাহা ;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য ;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যেরূপ বৃত্তান্ত উচিত হয়, তাহা ; এবং

(ছ) উহা জমীতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার আরজী বিষয়ক আইনে আবেদনপত্রে যেরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে ; এবং ঐরূপ সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া জানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার বা প্রস্তুত করিবার দণ্ডবিষয়ক যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানানুসারে ঐ ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্ব্ব কএক ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের কথার পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ কোন দলীল আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবেন।

দরখাস্ত পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন, ও যত দূর সাধ্য বিলম্ব না করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা তাহার প্রতিপোষণার্থ অধিকতর সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অবিলম্বে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক দিন পূর্ব্বে ঐ শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল ঐ আজ্ঞা জারী করণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া আর এক আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১৪২ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত দরখাস্তে লিখিত উৎপন্ন শস্যাদি অথবা ঐ শস্যাদির যে অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন ; এবং ঐ উৎপন্ন শস্যাদি যেখানে থাকে, উক্ত কর্ম্মচারী সেইস্থানে গিয়া আপনি ঐ শস্যাদি লইবেন, অথবা প্রজার পক্ষে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখিবেন এবং তাহা কাটা সেই সম্বন্ধে যে নিয়ম করেন, তদনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ উৎপন্ন শস্যাদি ক্রোক করিবেন।

ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির ভাব বিবেচনায় তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা যায় না, সেই শস্যাদি কাটা বা সংগ্রহ করিবার যোগ্য হইবার পূর্ব্বে বিশ দিনের ন্যূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী খাজানার ও ক্রোক করিবার খরচের দাবীপত্র লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবেন এবং যে হেতুতে ক্রোক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া ঐ সঙ্গে এক হিসাব দিবেন।

দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্ম্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবেন।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব যাহার হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে ; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি সচরাচর যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটীর বহির্দ্বারে উক্ত কর্ম্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবেন।

১৫৩ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি নীলামকারী কর্ম্মচারীদিগকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্ম্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

কোনং কর্ম্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্ম্মচারীর হস্তে ১৪৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দ্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আমানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

নীলামের পূর্ব্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

(২) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঐরূপ আমানত পাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজানার জন্য পরবর্ত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া তজ্জন্য হানি পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আমানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আমানতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আমানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রজার যোত বা তাহার কোন অংশ পেটাও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) ঊর্দ্ধতন প্রজার ত্রুটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

পেটাও প্রজা আপন পাওনাদার জন্য যে টাকা দেয়, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাকীদারের স্থানে তাহা আদায় করণার্থ তাঁহার যে মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটাও বিলি করা গেলে, যদি একই সম্পত্তিক্রোককারী ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে ঊর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে দত্ত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের দত্ত আজ্ঞা, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতি বিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন আদেশ করেন, তাহার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেস্থলে ১৩৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই সেই স্থলে ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫৯। (১) হাই কোর্ট সময়েং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে এইরূপ আদেশসূচক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতি কিম্বা ঐরূপ বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সহকারে বর্ত্তিবে

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় বর্ত্তিতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) ঐরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

আইনমত আবশ্যকীয় কার্য্যে বিচারাধিপত্যের কথা।

উপস্থিত হয়, তাহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্য্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ যোতের দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন নায়েব বা গোমস্তা ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

নায়েব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার তাৎপর্য্য বিশেষ রূপে উক্ত ধারা নির্দ্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত ঐ বিশেষ রেজিষ্টর রাখিবেন।

মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টরের কথা।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

খাজানার মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ গ পর্য্যন্ত ধারা এরূপ কোন মোকদ্দমায় খাটিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও নাম ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্ত্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণন দিতে হইবে।

(গ) কেবল জমা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তে প্রতিবাদির নামে শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিষ্টরী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না।

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(ছ) বাকীখাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান সেই ডিক্রী যাহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি ভূম্যধিকারির ভূমিগত স্বার্থ বর্ত্তিয়া না থাকিলে তিনি ঐ ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাদীর নিকট নহে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ঐ টাকা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।

(২) ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস আবেদনের ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিস প্রাপ্ত হন তদ্‌ তিন মাসের মধ্যে যদির একাজে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থ আজ্ঞা না পাইলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাঁহার স্থানে তাহা পাইবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।

১৬৬ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঐ টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আজ্ঞা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।

তাঁহার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ সুদ তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়তের উচ্ছেদ নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত যেরূপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার সমুদয় মোকদ্দমার ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যে এই আইনমতে প্রজা ও ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল দাওয়া থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্য্যে পরস্পরের দাওয়ার নিষ্পত্তি হইবার কথা।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উহা আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের বিবেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্ত্বশূন্য রায়ত কি কোর্ফা রায়ত, এবং তালুকদার হইলে, তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় উহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত করেন।

(৩) এই ধারামত কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোত তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় করা গেলে "সংরক্ষিত স্বার্থ" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেং স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল সেইং স্বার্থ মানিয়া এবং "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেং স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রেতা ঐ যোত গ্রহণ করিবেন।

দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য্য করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত মিয়াদকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্য্যন্ত অবধারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

(ঙ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(চ) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী যাহা সৃষ্টি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে,

"দায়" ও "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে "দায়" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা আপন যোতের উপর কিম্বা আপন স্বার্থ সঙ্কোচ করিয়া যে কোন দাওয়া, পেটাও প্রজাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

(খ) দেনা বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল বাকী খাজানা পাওনা হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

যোতের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীক্রমে উক্ত যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চিরস্থায়ী তালুক হইলে, ৩য় অধ্যায়মতে রাখিত রেজিষ্টরের যে অংশ ঐ তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল দাখিল করিবেন।

নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত কোন প্রার্থনাপত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম হইবার আজ্ঞা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দ্দেশ করিবার অতিরিক্ত এইং কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত তালুক প্রথমে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলাম করা যাইবে, ঐ দিনের নোটিস যথাবিধি দিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে সময়েং যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন পূর্ব্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক ঐরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত তালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৮১ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন তালুক নীলামে চড়ান যায়, তন্নিমিত্ত যত টাকা পর্য্যন্ত ডাক হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক বিক্রয় করিতে চাহেন, তবে নীলামকারী কর্ম্মচারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, ঐ ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

অবধারিত হারের যোতের প্রতি পূর্ব্ব কএক ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা খাজানার হার থাকে, তাহা তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব্ব কএক ধারা যেরূপ বর্ত্তিত সেইরূপ বর্ত্তিবে।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

পূর্ব্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৮৪ ধারা। (১) কোন খরিদার পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর ঐ দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্ম্মের নোটিস দায়ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে, তিনি তদনুসারে নোটিস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে ঐ নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব্ব কএক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে চড়াইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, ঐ স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত কিম্বা, স্থলবিশেষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামত নীলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বতোভাবে তালুকের ন্যায় গণ্য হইবে।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) ঐ যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্বর্ত্ত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত কিন্তু মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্বর্ত্ত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণাবধি দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উত্থাপন করিলে, আদালত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই, যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে ঐ যোত ক্রোক করা গেলে, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

(২) ঐরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম খরিদারের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিম্বা আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, ঐ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন২ স্থলে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা ঐরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) ঐরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ১২৲ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও তাহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) ঐরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উর্দ্ধতন প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রী-জারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং নীলাম হইলে যে অধস্তন প্রজার স্বার্থ অনিষ্ট হইতে পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতিকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি ঐরূপে প্রদত্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনিও ঐরূপে তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপ কর্ত্তিত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, যে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি বিনা ঐ যোত ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন।

নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।

(২) ঐরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা এই অধ্যায়মত কোন নীলাম সম্বন্ধে খাটিবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য্য না হইবার কথা।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ ভাগে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন যোতের উপর যাহাতে দায় সৃষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজিষ্টরী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য্য-কারকের নিকট রেজিষ্টরী করণার্থ উপস্থিত করা যায়, তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইবে।

দায়সৃষ্টিকারী কোন২ নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে উক্ত যোতের উপর কোন দায় সৃষ্টি হয়, কোন কার্য্যকারক এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-মতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ফী ধার্য্য করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

---

১৬ শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পত্তনী তালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পত্তনী তালুকের পাওনা খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে, ভূস্বামী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ভূস্বামীর সরাসরী নীলামদ্বারা পত্তনীদারের স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে, অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা বাকী হয়, তাহার পরবৎসরের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন। পূর্ব্ব ধারায় যেং তালুকের উল্লেখ হইল, তাহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের হিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, ঐ দরখাস্তে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।

(২) তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া হয়, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে দেওয়া না গেলে, বাকীদারদের তালুক ঐ টাকা শোধ করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

(৩) ভূস্বামী ঐরূপ আর এক খান নোটিস আপন সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে নোটিসের যে অংশ খাটে, সেই অংশের নকল বা উদ্ধৃত লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে ঐ তালুকের প্রধান কার্য্য চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের জমীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তথায় উক্তরূপে প্রচার করাইবেন।

(৪) এই ধারামতে যেং নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ ধারা। (১) মফঃসলে যে নোটিস পাঠাইবার আজ্ঞা হইল, তাহা একজন পেয়াদা যাইয়া জারী করিবে। ঐ পেয়াদা তন্নিমিত্ত উক্ত বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষের রসীদ লইয়া আসিবে; অথবা উহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস ঐ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার প্রমাণ-স্বরূপ তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী তিনজন ভদ্রতর লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

নোটিস জারী করিবার কথা।

(২) উক্ত গ্রামের লোকে স্বাক্ষ্যস্বরূপ তাপনাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার করিলে, উক্ত পেয়াদা নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে কিম্বা মুনসেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায় যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত হইয়াছে, এবিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক শপথ করিবে। এই মর্ম্মের এক সর্টিফিকেটে উক্ত কার্য্যকারকেরা স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া ঐ পেয়াদাকে দিবেন।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষ্যের মর্ম্ম বুঝিয়া যদি দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দ্দিষ্ট তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

বৎসরের মধ্যখানে নীলামের দরখাস্তের কথা।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্ত্তিক মাসের ১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন মাসের শেষপর্য্যন্ত চলিত সনের খাজানার হিসাবে যে বাকী টাকা পাওনা থাকে, তাহার বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে প্রচার করাইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে তৎসমস্ত দেওয়া না যায়, অথবা কার্ত্তিক মাসের তলবমতে ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়, যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম হইবে।

তালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী খাজানা পাওনা আছে বলিয়া কথিত হইলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া গেলে, উক্ত তালুক নীলামের নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই তারিখের পূর্ব্বে কোন সময় তালুকদার তলবের সমস্ত বা কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত পাইলে, ভূস্বামীর নিকট সমন দিবেন, তাহাতে সমনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম কেন স্থগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধ্য হইলে উভয় পক্ষের কথা কিম্বা তন্মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যে২ বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তাহার মীমাংসা করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে যদি কালেক্টর এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্ব্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবেন; এবং তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠান পক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

বাকী টাকা আমানত করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।

১৯৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে তালুক সম্বন্ধে পূর্ব্ব কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে, সেই তালুক নোটিসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে নীলাম করা যাইবে; কিন্তু পূর্ব্ব দিনের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তলবের টাকা অথবা পূর্ব্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই কমান টাকা ভূম্যধিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আমানত করিলে, নীলাম হইবে না।

নীলাম হইলে, যে২ নিয়ম মানিতে হইবে, তাহার কথা।

২০০ ধারা। (১) পূর্ব্বে কাছারীতে যে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের সময়ে তাহা লাগাইয়া ফেলিতে হইবে, এবং লাটগুলি নোটিসে যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই ক্রমানুসারে পর২ ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায় তাহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যে২ টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের সহিত ও মফঃস্বলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সর্টিফিকেট সহিত ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা দেখিয়া লওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের বাকী থাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে, নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে, তাহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন; এবং যে কার্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি নীলাম লাগা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে২ বিধি নির্দ্দেশ করা গেল তাহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী থাকিবেন না।

নীলামের কার্য্য যেরূপে চালাইতে হইবে তাহার কথা।

২০১ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে তালুকের সমস্ত নীলাম সরকারী কাছারীতে হইবে।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ঐ প্রজা এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা২ করিতে হইবে, তাহার কথা।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিতমতে কার্য্য করিতে হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান ফলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উদ্বর্ত্ত থাকিলে, যে কার্য্যকারক নীলাম কার্য্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাঁহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাঁহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উদ্বর্ত্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হওয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হারাহারীমতে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উদ্বর্ত্ত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্ত্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্ণমেণ্ট সিকুরিটি রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্ণমেণ্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিস্কৌণ্টের বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকুরিটী লওয়া যাইবে।

রবিবার ও বন্ধের দিন বিষয়ক বিধানের কথা।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বন্ধের দিন হইলে, ঐ দিনে এই অধ্যায়মতে যাহা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বন্ধের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

অন্যান্য রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া খাটিবার কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে সময়ে২ যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

চুক্তির বিরুদ্ধে যে২ বিধান ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইনের বিধান ফলবৎ হইবে, যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের হস্তান্তর (২০, ২১ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ২৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫২ ধারামতে কালী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) ক্ষেতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

কায়েমী মকররী পাট্টার কথা।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েমী মকররী পাট্টা দিতে ভূম্যধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের চুক্তির কথা।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

চর ও দেয়াড়া জমীর কথা।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যে প্রকারের জমী চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত, অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে, সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আদালত নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড় জমী বলিয়া আর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদায় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

উঠবন্দী ও হালহাসিল প্রণালীর কথা।

২১৪ ধারা। "উঠবন্দী" প্রণালী ও "হাল হাসিল" প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-মতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাটওয়ালী বা অন্য চাকরাণ তালুকের কোন অনুষঙ্গের ব্যাঘাত হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তাহা হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইবে না।

বাস্তু ভূমির কথা।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ দেশাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে অথবা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোর্ফা রায়ত কোনং অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশাচার এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে, এবং এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

১৮ শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

৪ তফসীলস্থ মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত উক্ত জন্য ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত বারিত হইত এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার স্বত্ব পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের নিয়মাদি এ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা ২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

ফসলে বে-আইনী রূপে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন আইন সংকালে বলবৎ থাকে, সেই আইন অনুসারে না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বলপূর্ব্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, স্থানান্তর করিতে কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকারের লিখিত কোন কার্য্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ দোষের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্ম্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকও ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকের উপর তাহা জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেরূপ ফল হইত, এই আইনের কার্য্যার্থে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্ম্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহাকে ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

অংশী ভূম্যধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্ম্মকারকের দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২২ ধারা। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অংশী ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু করিতে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

কর্ম্মচারীদের কার্য্য-প্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্ম্মচারীদের উপর এই আইনের দ্বারা বা এই আইনমতে যে কোন কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থে তাঁহাদের যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার নিয়ম করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐ বিধি দ্বারা ঐরূপ কোন কর্ম্মচারীকে প্রা

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেইরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শস্য বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও ঝাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখ, যে ব্যক্তিদের তদ্দ্বারা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাইকোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেণ্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্বাদ দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে ঐ বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু ঐরূপ [illegible] রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখের সহিত একটি নোটিস প্রকাশ করা [illegible]। প্রকাশকরণের তারিখ হইতে [illegible] অতীত হইবার [illegible] উক্ত পাণ্ডুলেখ [illegible] যে তারিখে বা সে তারিখের পর বিবেচনার্থে লওয়া যাইবে, ঐ নোটিসে সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুলেখ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, ঐ প্রকাশ দ্বারাই উক্ত বিধি যথাবিধানে প্রণীত হইবার নিশ্চয় প্রমাণ হইবে।

[illegible] চিরস্থায়ী কিম্বা [illegible]কালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

[illegible] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত [illegible] সেই [illegible] যে ভূমি [illegible] হয়, তৎসম্বন্ধে [illegible] বার কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে, বন্দোবস্তের [illegible]কালীন বন্দোবস্তের নিয়মাদি ফুরাইলে, খাজানা বৃদ্ধির বাধা হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব ভুক্তা গবর্ণমেণ্টের

স্থানে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্যানুষ্ঠান মধ্যে বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইবার পর অবধারিত ভাবে খাজানা দিয়া ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।

২২৬ ধারা। যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী ভূমির অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন ভূমি বিনা খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানায় ভোগ করিবার স্বত্ব ঐ ভূমির প্রজাকে দেওয়া গেল বলিয়া ভূম্যধিকারী পাট্টা দিলে কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং পাট্টা বা চুক্তি বলবৎ থাকিতে

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত ভূমির সম্বন্ধে প্রথম দেয় হইলে, কিম্বা

(খ) তৎসম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব পূর্বে দেয় হইয়া থাকিলেও ভূমির রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করা গেলে,

উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও, কোন রাজস্ব কর্মচারী ভূম্যধিকারির বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞাক্রমে এই আইনের বিধান অনুসারে উক্ত ভূমির উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

জলকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

জলকর ও বনকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

২২৭ ধারা। বাকী খাজানা আদায় করণার্থ মোকদ্দমায় এই আইনের যে সকল বিধান খাটে, কোন জলকর, বনকর, ফলকর প্রভৃতি স্বত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমায় যত দূর সম্ভব সেই সকল বিধান খাটিবে।

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

২২৮ ধারা। এই আইনের কোন কথায়—

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রহিত করা হয় নাই, সেই আইনের নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত কার্য্যকারকদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের,

(খ) গবর্ণমেণ্টের মহালের কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের অধ্যক্ষতাধীন মহালের খাজানা আদায়ের কার্য্য প্রণালীর বিধান করণার্থ কোন আইনের,

(গ) গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্তে নীলাম দ্বারা প্রজাস্বত্ব অনিষ্টকরণ সংক্রান্ত কোন আইনের,

(ঘ) লাখেরাজী মহালের বাজেয়াপ্তী সংক্রান্ত কোন আইনের, কিম্বা

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে যে বিশেষ বা স্থানীয় অন্য আইন রহিত করা না যায়, তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যেং আইন রহিত হইল।

বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৭৯৩ সালের ৮ আইন।	সুবেবাং বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও কুদী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের মালগুজারীর জন্যে দশসনী বন্দোবস্তের বিষয়ের যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে ও তাহার পরে যে তারিখে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার পরিবর্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার আইন।	৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬২, ও ৬৫ ধারা।
১৮০৫ সালের ১২ আইন।	এইক্ষণে মেদিনীপুর জিলাভুক্ত পটাশপুর, কমর্দাচৌর ও ব্রাহ্মণভূম পরগনা শুদ্ধ কটক জিলার বন্দোবস্ত ও সরকারী রাজস্ব আদায় করণার্থ আইন	৭ ধারা।
১৮১১ সালের ৫ আইন।	ভূমির মালগুজারি তহশীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এইক্ষণে চলন আছে তাহার কোন২ দাঁড়া রদ করিবার ও বদলিবার নিমিত্তে আইন	২, ৩, ৪, ও ২৭ ধারা।
১৮১২ সালের ১৮ আইন।	ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার মর্ম সুস্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ও ৮ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও সংশোধিত করিবার ও ঐ সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সকলের পরিবর্তে নূতন দাঁড়া নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে আইন।	হেতুবাদ এবং ২ ও ৩ ধারা।
১৮১৯ সালের ৮ আইন।	কোন২ অধিকার সিদ্ধ হওন ও [illegible] সমস্ত হওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখনের ও জমীদারদিগের ও পত্তনী তালুকদারের [illegible] পরস্পর স্বত্বের বিবরণের ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনের নিয়ম নির্দিষ্ট করণের ও তাহার প্রকার ও [illegible] বাঙ্গালা দেশের জমীদারদিগের ও তালুকদারদিগের ও [illegible] মধ্যে পূর্বে নির্দিষ্ট কোন২ দাঁড়া স্পষ্ট করণের ও তাহার কোন২ দাঁড়া বদলনের নিমিত্তে আইন	সমুদয় আইন।

তৃতীয় তফসীল।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

(৭০ ও ৭১ ধারা দেখ।)

কবজের পাঠ।

১। নম্বর

২। সাল

৩। গ্রামের নাম ———— থানা ————

৪। প্রজার নাম

৫। তাহার জোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ————

নগদী বিঘা ———— টাকা ————

ভাওলী বিঘা ———— মণ ———— বা টাকা ————

সায়ের { বনকর ———— টাকা।
জলকর ———— টাকা।
ফলকর ———— টাকা।

গবর্ণমেণ্টের কর ... { পথকর
পুর্ত্তকার্য্যের কর

৬। যাহার মারফতে দেওয়া গেল ————

৭। দিবার তারিখ ————

৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) ———— টাকা।

৯। ভূস্বামীর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

কবজের পাঠ।

১। নম্বর

২। সাল

৩। গ্রামের নাম ———— থানা ————

৪। প্রজার নাম

৫। তাহার জোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ————

নগদী বিঘা ———— টাকা ————

ভাওলী বিঘা ———— মণ ———— বা টাকা ————

সায়ের { বনকর ———— টাকা।
জলকর ———— টাকা।
ফলকর ———— টাকা।

গবর্ণমেণ্টের কর ... { পথকর
পুর্ত্তকার্য্যের কর

৬। যাহার মারফতে দেওয়া গেল ————

৭। দিবার তারিখ ————

৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) ———— টাকা

৯। ভূস্বামীর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইনের ৫৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

"৫৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরের কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।"

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে তাহার কথা।

"(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে ঐ টাকা জমা দিতে পারিবেন।"

হিসাবের পাঠ ।

১ । সাল

২ । প্রজার নাম

৩ । যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

বিঘা   হার   টাকা ।

নগদী

গবর্ণমেণ্টের কর

বিঘা   মণ   টাকা ।

ভাওলী

জলকর ...

বনকর ...

ফলকর ...

মণ   টাকা ।

৪ । বৎসরের তলব ...

৫ । পূর্ব্বং বৎসরের বাকী (বকেয়া) ...

টাকা ।

৬ । মোট তলব (হাল ও বকেয়া) ...

৭ । প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল { হাল তলব ... / বকেয়া তলব ... }

মণ

৮ । শস্যে দেওয়া গেল ...

টাকা ।

৯ । বৎসরের শেষে বাকী

১০ । ভূস্বামীর স্বাক্ষর

হিসাবের পাঠ ।

১ । সাল

২ । প্রজার নাম

৩ । যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

বিঘা   হার   টাকা ।

নগদী

গবর্ণমেণ্টের কর

বিঘা   মণ   টাকা ।

ভাওলী

জলকর ...

বনকর ...

ফলকর ...

মণ   টাকা ।

৪ । বৎসরের তলব ...

৫ । পূর্ব্বং বৎসরের বাকী (বকেয়া) ...

টাকা ।

৬ । মোট তলব (হাল ও বকেয়া) ...

৭ । প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল { হাল তলব ... / বকেয়া তলব ... }

মণ

৮ । শস্যে দেওয়া গেল ...

টাকা

৯ । বৎসরের শেষে বাকী

১০ । ভূস্বামীর স্বাক্ষর

চতুর্থ তফসীল।

মিয়াদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। যে নিয়ম সম্বন্ধে এরূপ স্পষ্ট বিধানাত্মক চুক্তি আছে যে ঐ নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গহেতু তালুকদার বা রায়তকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা—		
(ক) ৫৩ ধারামতে ঐ যোতের খাজানার নিমিত্ত আমানৎ করিবার পূর্ব্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে	ছয় মাস	আমানতের তারিখ অবধি।
(খ) স্থলান্তরে ...	তিন বৎসর	বাঙ্গালা সন যেং স্থানে চলিত আছে সেইং স্থানে বাঙ্গালা সনের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আমলী ও ফসলী সন যেং স্থানে চলিত আছে সেইং স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাদী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তস্বরূপ ভূমির দাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বে-দখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজ্ঞার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত খাতক ছলে বা বলে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলভিন্ন এই আইনমত কিম্বা এই আইনদ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজ্ঞা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র ; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জন্মে তাহা বাদে কিন্তু ঐ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০৲ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি ; কিম্বা (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি কিম্বা (৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে, সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ্চে উহার কার্য্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইত। ১৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫ ঃ পর্য্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্ব্ব দিন সেক্রেটরীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর হাতে অনেক কার্য্য বাকী ছিল ও সিমলা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজের২ যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্য্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অন্যায় করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি যাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোপধায়ক হয় নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শিষ্টতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষাশেষি গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বরা করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বরা অপরিহার্য্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটী যে এই ক্ষমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মাননীয় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদর্শী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে! কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কোনং বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তদপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটী ক্ষুদ্রং বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপক্ষপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে যেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকর্ষক, যাহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে ফলে তাহার অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং তজ্জন্য এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এইঃ—

১ম।—ইহা বর্ত্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যভিচারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষাণ (কৃষিশ্রমজীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ায় ও জমীদারী কার্য্যনির্ব্বাহ ও রায়তদের কার্য্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারককে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করায়, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্য্যের ব্যাঘাত করা হইবে, গবর্ণমেণ্টের পিতৃস্থানীয় ভাব বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেক্ট কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীরও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও কএকটী প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার।

যাঁহারা এক্ষণে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই নূতন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্ফা বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানাবৃদ্ধির দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্ত্তিবে। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। ঐ সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ টাকা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার সুলভ হইবে, ও উহা অগ্রক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবস্থাপক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলামখরিদার আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। " মফঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতা ভূমির উৎপন্নের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নানকর ও তালুক বুনিয়া তহসীলের খরচা যত উচিত হয় তাহা মিনাহ হইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ মফঃসলী তালুকের জমা ঠাহরিবেক "। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানাবৃদ্ধির সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকটবর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকের অধিকারী কর্ত্তৃক প্রদেয় চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাইজেষ্ট দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, "চলিত হারের" পরিবর্ত্তে " দেশাচারানুগত হার " লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লভ্য শতকরা ১০৲ টাকার ন্যূন হইবে না। ঐ শতকরা দশটাকা আবার আদায়ের নহে। আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায়। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লভ্য নহে, মোট জমা হইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের ঝুঁকিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের ঝুঁকির জন্য বাদ পড়ে একথা অদ্যাপি আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পবলিক ওয়ার্ক সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনাদায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহারা নহেন। তাঁহারা বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ব্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা বৃদ্ধি হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইবে এবং সমস্ত বৃদ্ধি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা বৃদ্ধির কালের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটী বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দারুণ সূর্য্যাস্ত আইনমতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাঁহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের নয় বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিলি হতাদর করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে।

অবধারিত হারের রায়ত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মর্ম্মের একটী আইনসম্মত অনুমান সন্নিবিষ্ট হয় যে, কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্ব্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

(৫) কোন জমী দুই বা ততোধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে, এই সমস্ত বিধান শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (১) প্রকরণে যেরূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কমান শ্রীযুত ষ্টেট-সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিরুদ্ধ প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে "বাসেন্দা রায়ত" দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব্ব উদ্ধৃত বিধান সকলে "বাস" কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, দুই বা ততোধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার যোত ছাড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্ত্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ শ্রীযুত ষ্টেটসেক্রেটরী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিত্যাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামিস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারদার হইলেও পারে যে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূম্যধিকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসপূর্ব্বক রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালায় ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন "কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বনামে খ্যাত কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ ক্রয় বা অন্যোপায়ে অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আসিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্ত্তী কৃষি-কর্ম্মবর্জ্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক, অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অবাসেন্দা তালুকদার, ঐ জমী সর্ব্বনিম্নবর্ত্তী যে পেটাও তালুকের অন্তর্ভূত তদুপরিস্থিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্ব্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূম্যধিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে "যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করে," অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা "যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে"। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার টীকা টিপ্পনী করা আবশ্যক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে; অতএব আমি ইহার বিরুদ্ধে তর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটী মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুপক্ষীয় লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে তাহা অল্প দিনের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

প্রদানার্থ ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রীর টাকা শোধ করণার্থ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কার্য্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটরী রেনল্‌ড্‌স সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

"শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্ব্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্রমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উঠাইয়া লইতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ ফল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরস্বত্ব দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার ঔচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারীমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।"

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা বৃথা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রক্রয়স্বত্ব বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাহাতে সর্ব্বগ্রাসী ভূমিব্যবসায়ী বা দাঁওঅন্বেষী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আমার ভয় হয় যে কাৰ্য্যকালে তাহা সারবস্তু না হইয়া ছায়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর ভূস্বামী ও যাহা আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য খরিদদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বনিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচান্ত করিয়া সালিশীর জন্য আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, তাহাহইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত ভাণ্ডারভরা টাকা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুষমন লোকের হস্তগত হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কাৰ্য্যতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে মীমাংসায় বাধ্য নহে, কারণ ৩৭ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন "রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।" অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কাৰ্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কৌশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্ব্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি বর্ত্তিবে না ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহারা তালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহাদিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় নাই। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার স্থগিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নূতন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে জমীদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বদ্ধমূল হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ত্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অনধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮৫৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমীদারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মান্যবর শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স্ সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে "ইহাদ্বারা জমীদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে" এবং "নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ব্ববর্ত্তী জমীদারের জমীদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।" শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স্ সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে "সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহাল অতি অল্পই আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার ভূস্বামী-স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই" এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স্ সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া স্থলেই এই অনুমানের কার্য্য সীমাবদ্ধ হওয় উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে "ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কার্য্যতঃ তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত"। এ অনুমান দ্বারা কি জমীদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়ানুসারে প্রজার যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সফল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রজার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে কেবল মাত্র তাহাদেরই জন্য অভিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেরূপে ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স্ সাহেব তাঁহারমত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ব্বেও যেমত ন্যায় ও বিচার সঙ্গত ছিল এখনও তেমনিই আছে। ঐ মতের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স্ সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কমিটীর অধিকাংশসভ্য আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্ত্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাস হওয়ার তারিখের পূর্ব্ব হইতে ঐ বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দ্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুষঙ্গিক নিম্নলিখিত স্বত্বসমূহের উল্লেখ আছে।

১১ ধারা।— অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন তালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহাও আপন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্ত এই আইন সঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আমার মনে স্বতঃই এই ধারণা হয় যে, ইহাদ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রজারা আপনাদিগকে অবধারিত হারধারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপে জমীদারকে তাঁহার যথার্থ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমীদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমায় খরচান্ত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করায় ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উহাদ্বারা যে সকল জমীদারের কিছুতেই সঙ্কোচ নাই তাহারা যেন আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমি ভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না বাড়াইয়া লইতে পারে! কিন্তু আজিও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক ঝাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকররীদার বা চিরস্থায়ী তালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমীদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্য্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমীদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথব দয়াপ্রযুক্ত বিংশবৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করেন নাই, তাঁহার যে রায়তেরা যত্নপূর্ব্বক দাখিলা গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহারা অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরন্তু যে জমীদার কখনও এরূপ আস্থা ও সদয়ভাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়েং খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উত্ত্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে! ফল এই হইবে যে ভাল জমীদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমীদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত।

সকলেই জানে যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্ত্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি। কিন্তু আমি এবিষয়ের বাদানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা ন্যায্য বা বিচারসম্মত নহে। এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত করিতে পারেন। সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় "কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১২ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে"। আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। একজন লোক যে বিনা স্বত্বে ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্ববান হইবে, এনিয়ম যে নির্দ্দোষ এবং বিচারসঙ্গত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না। যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সঙ্গতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কোন পাওনাদার যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্ব্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ। যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা ঐরূপ কার্য্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত। কিন্তু কমিটী স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরুত্থাপন করিতে তাঁহারা সমর্থ নহেন। কিন্তু এস্থলে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটী শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরীর মীমাংসায় যাহা বলেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল।—

৪৫ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপে ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং ঐকাল মধ্যে ভিন্ন২ সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি ঐরূপে ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ হইলেও ঐব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবার

৪৭ ধারা।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটী বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা:—

২৫ ধারা।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তস্বরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারের উপর বিষম অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি নদী দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত ধারাবলীতে খাজানা বৃদ্ধি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ "প্রচলিতহার" পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং এতৎ বিষয়ে যে সকল সন্দেহ ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভয় এই যে দ্বিতীয় কারণ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করা যায় না, ইহা জানিয়া শুনিয়াও গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিতান্ত দুষ্কর ছিল, বিশেষ "সেই স্থানে বা চলিত বাজারে", কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কার্য্যতঃ অনির্দ্দিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কার্য্য হয়, তথাপি উহা কদাচ অধিক উপকারে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কার্য্যকারক কর্ত্তৃক খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে তাহাতে কার্য্যতঃ সমস্ত ব্যাপারই রাজস্ব কার্য্যকারকের বিবেচনাধীন হইয়া পড়িবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়জন্য রাজস্বকার্য্যকারকের উপর তত্ত্বানুসন্ধানের উপদেশ আছে; কিন্তু কি সূত্র ধরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারক ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কার্য্য করিবেন। মূল্য বৃদ্ধিহেতুক খাজানা বৃদ্ধি করিবার এই নিয়ম আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া যাইবে তাহা কিংবা যাহা হউক, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া যায়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ-বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৩০ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কার্য্যকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পোলীসে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করে এবং পোলীস যে এ বিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। প্রায় সর্ব্বদাই থোকে ও খুচরা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত থাকায় উহা হইতে যথারূপ গড় হিসাব করা যায় না, সে কথা না ধরিলেও কোন দায়িত্ববিশিষ্ট কেরেস্তার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকার প্রতিই বলিতে)—এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃত ও নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আবার এ প্রশ্ন আসিতেছে—পুরাণ মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আরো দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাঙ্গালায় চাউলের এবং বেহারের ভুট্টা, যব ও গমের মূল্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোল্লেখ করার ভার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনামত সময়ে ভিন্ন শস্যের নাম উল্লেখ করিতে পারেন। তামাক, ইক্ষু, তুঁত, আলু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয়ে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের টাইদস কমুটেশন আক্ট যে মূল সূত্রে গ্রথিত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের টাইদের সহিত বাঙ্গালার খাজানার কোন সৌসাদৃশ্য নাই; কারণ প্রথমোক্তটী ফসলের নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ দশম অংশ, আর শেষোক্তটী উৎপন্নের অংশ মূলক হইলেও এক্ষণে পুরাতন নিয়ম হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী টাইদের কখন বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু আইনেই বাঙ্গালার টাকার দেয়

খাজানা বৃদ্ধিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল সূত্র টাইমকে মুদ্রায় পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকায় দেয় খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে সেই মূল সূত্র কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্ত্তমান আইনমতে এই সূত্র ধরিয়া কার্য্য করা যেরূপ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানাবৃদ্ধিসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্য্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ বৃদ্ধির আজ্ঞা দিবার সময় আদালতের যে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৬ ধারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটী কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখিদ্বারা পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন স্থানেই বর্ত্তমান খাজানা দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না এবং একবার বৃদ্ধি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পরামর্শমতে উভয় নিয়মই পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেস্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সেস্থলে খাজানা টাকায় আটআনার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক বৃদ্ধি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সে স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বতন খাজানা হইতে টাকায় চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা বৃদ্ধি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্ণমেণ্টের মীমাংসা কখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা যতই অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্ত্তমান খাজানার ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শতকরা পঞ্চাশ টাকা ঊর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া বৃদ্ধি দিতে হইবে, সেস্থলে শতকরা পঁচিশ টাকা ঊর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দেশ করা সুবিচারসঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকায় পরিবর্ত্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঙ্গালা অপেক্ষা বেহারেই অধিক খাটে; এবং আমার মাননীয় সহযোগী মহিমান্বিত দ্বারভাঙ্গার মহারাজা নিশ্চয়ই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল সূত্র ধরিয়া পরিবর্ত্তনকার্য্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটী সূত্র এই—

(ক) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত নগদে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এস্থলে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উত্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন ও ১৮১২ সালের ১০ আইন এ উভয় মতেই দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের সহিত কারবারে জমীদারকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীস্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূম্যধিকারী ও দখলীস্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি দখলীস্বত্বহীন প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীস্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি দখলী রায়ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার যেরূপ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমীদার রায়তকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে চাহিবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমীদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ যোতের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন, এবং আদালতের হুকুমমত জমীদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বেই রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মে তাহা হইলে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার পাইতে স্বত্বাধীন হইবে। এইরূপে দখলীস্বত্বহীন প্রজা নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। এই শ্রেণীর রায়তের সহিত আপনার ইচ্ছামত কারবার করিবার জমীদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমীদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এস্থলে আমার বলা উচিত যে বিচারাধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজার উচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয়

প্রথমকার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এদেশে অজ্ঞাত কতকগুলি নূতন তাঁতের সূত্র অন্তর্নিহিত ছিল। এপাণ্ডুলিপিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিবাদের সৃষ্টি হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বিচারাধীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্ত্তিত করায় জমীদারের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জমীদারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়তের সুবিধার জন্য বিচারাধীন পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল, সে অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মন্দ পরামর্শ দিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রজার পালকে ক্ষেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। হয়ত জমিদার অন্য প্রজার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে উহা অপেক্ষা বেশী খাজনা পাইতে পারিতেন এবং হয়ত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভাব্য পাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাধীন পাট্টায় তাঁহার সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বহীন রায়ত সম্বন্ধীয় বিধান সকলে জমীদারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে শ্রেণীর রায়তের সুবিধার জন্য এরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু মাত্র মায়া নাই সুতরাং জমীদারের অনুগ্রহ পাইতে তাহাদের কিছু মাত্র ধর্ম্মতঃ দাবী নাই।

কোর্ফা বিলি ও কোর্ফা রায়ত।

যে পাণ্ডুলিপি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান দোষ এই যে, যদিও উহাতে জমিদারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষ রূপে খর্ব্ব করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্ষক, যাহার পরিশ্রমে দেশে ধন-শস্য হয় ও সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ও ভূস্বামী ও ছোটও ভূস্বামীর দল আহার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যতঃ অল্পই উপকার করা হয়। মধ্যবর্ত্তী লোকের স্বত্ব বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্ফা রায়ত যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্ষণ করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধ্যবর্ত্তী লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই বিধানে যেরূপ উত্তরবিশেষ করা হয় কমিটী তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা কোর্ফা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাণ্ডুলিপিতে কোর্ফা বিলি নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, এসকল বিধান কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে সে, উহা রেজিষ্টরী হইবামাত্র, তালুকদাররূপে পরিগণিত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপ সুবিধাজনক; অতএব যাহাতে কোর্ফা বিলি বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং উহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফা বিলি করে, তাহা হইলে কোর্ফা পাট্টা পাঁচ বৎসরের অধিক কালের জন্য সিদ্ধ হইবে না, এবং উহা ভূস্বামীকেও বলবৎ হইবে। যে কোর্ফা পাট্টা দিয়াছে তাহার অবশ্য ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টার মিয়াদ যত অল্প হইবে তাহার লাভ তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্ফা রায়তের ভূম্যধিকারীরা কবুলী বা পাট্টাস্থলে নিজে খাজনা দিয়া থাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অন্য স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পরস্পর বহুসংখ্যক মধ্যবর্ত্তী লোক আছেন, (বাকরগঞ্জে পরস্পর ১৩ শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোক আছে) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধিমতে কার্য্য চলিবে। প্রত্যেক মধ্যবর্ত্তী কি কোর্ফা রায়তের নিকট হইতে তিনি আপন ভূম্যধিকারীকে যাহা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা অধিক দাবী করিতে ক্ষমতাবান হইবেন? তাহা হইলে এই দলের সর্ব্ব শেষ ব্যক্তির, যে ব্যক্তি স্বহস্তে চাষ করে তাহার, দশা কি হইবে? চতুর্থতঃ ভূম্যধিকারী কোর্ফা রায়তকে কৃষি সম্বৎসরের শেষে ভিন্ন ও ঐ বৎসর শেষ হইবার তিনমাস পূর্ব্বে উঠিয়া যাইবার লিখিত নোটিস দান ভিন্ন উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উর্দ্ধতন রায়ত অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছে কিনা তাহাই লইয়া উর্দ্ধতন রায়তের সহিত কোর্ফা রায়তের সর্ব্বদা বিবাদ হইবে, ফল এই হইবে যে হয় কোর্ফা রায়ত নিঃশব্দে অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইবে, না হয় সর্ব্বদা মোকদ্দমা মামলা হইবে। আর আমি যতদূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকলস্থলে উর্দ্ধতন রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিবে কেবল সেইসকল স্থলেই ৮২ ধারাতে খাজানার সীমা নির্দ্ধারণ কার্য্যকর হইবে। এই জন্য সেই রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উর্দ্ধতন রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে আনায় কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তির বিধান নাই। উর্দ্ধতন রায়ত যে রায়ত তাঁহার নিজের শর্ত্তমত জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্ফা রায়ত ঐ শর্ত্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রদত্ত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত আইনের নির্দ্দিষ্ট শর্ত্তে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উর্দ্ধতন রায়ত তাহাকে গ্রহণই না করিল তবে সে দাঁড়ায় কিসের জোরে। অতএব কোর্ফা বিলি নিয়মনার্থ বিধান সম্পূর্ণ অকার্য্যকর হইবে, না হয় অশেষপ্রকার মোকদ্দমা মামলা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধ্যায়ে ভূম্যধিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্ত্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূম্যধিকারীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহারা ভূম্যধিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অবধারিত খাজানায় জমিভোগ

এবং কৃষিজীবিরা ক্ষতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন ইহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্ণমেন্ট যাইয়া দেশের লোকের উপরি উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধকার দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিক্রয়ে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য জমাবন্দীর কাগজ পায় না, স্বত্বের লিপি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়; যেস্থলে রায়তেরা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়তদের কর্ত্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমীদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমীদারের নিজ জমীর রেজিষ্টরী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে অসীম বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অধ্যায়ের লক্ষ্য বিষয় যেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহাদ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রসম্মত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নমুনার হার বা এক সমান হার বা পূর্ব্বে যাহাকে পরগনা হার বলিত কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা আশাতীত। প্রজা ও ভূম্যধিকারী কাহারই একার্য্য দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার খরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূম্যধিকারী ও প্রজার ঘাড়ে চাপান হইবে। যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমিবিশিষ্ট শ্রেণীর উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর নূতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূম্যধিকারীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহাদ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ ধারায় বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রামাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজজমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। আনবেক যে সুবে বেহারের মধ্যের মালিকানা জমীন এবং সুবে বাঙ্গালা ও মোদনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারীদিগের নিজের নানকার ও খামার ও নিজ যোত ওগয়রহ ভূমিউপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাখেরাজ ভূমির বহিষ্করণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের ভাষার সহিত পাণ্ডুলিপির ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয়া চাষ করার শর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিলনা। পতিত ভূমিসম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুরুতর খাজনা ধার্য্য করায় জমীদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে ক্রোকের আইনের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সহায়তা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্ত্তমান ক্রোক আইনের সার এই যে ইহাদ্বারা শীঘ্র ও অবার্থরূপে ফল হয়, কিন্তু ভূম্যধিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত থাকে ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে এক আদালতের

জারী করিতে হইবে, উহার প্রতিপদে নানা প্রকার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হয়ত মাঠ হইতে শস্য অন্যত্র নীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহ দ্বারা আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্বর প্রতীকারই ক্রোক আইনের মর্ম্ম হওয়া উচিত। আবার ক্রোক করিতে গেলে ভূম্যধিকারীর এত ব্যয় করিতে ও এত বিব্রত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ক্রোকী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য্যপ্রণালী।

গবর্ণমেন্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাপাদন করিবেন বলিয়া পুনঃ২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বার২ বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্য্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রথম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাপাদন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদানুবাদের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদানুবাদের ফল কার্য্যতঃ আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পত্তনী কার্য্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাজানুপালিত মহালে এক্ষণে যে কার্য্য প্রণালী চলে তাহা ও

(৩) বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা জমাওয়াশীল বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপাততঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটী বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

"সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টরী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রাম ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নবতহ বাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাছারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, তথায় অথবা তদুপরিস্থিত অন্য কোন সদর জায়গায় অথবা গ্রামের চৌকি বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জমী অবস্থিত তাহার অন্য কোন সুকাপ্রশস্থানে লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে সমন হয় গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের মণ্ডল, না হয় গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, নাহয় গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।"

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য্যপ্রণালীর অন্ততঃ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরান্দোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দ্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইস্যু ধার্য্য করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধার্য্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদির এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীক্রমে তাহার তালুক বা যোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলস্বত্ব না রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না। খাজানাগ্রহীতা রীতিমত প্রতিভাবা দিলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটীতে আমার অনেক মহামান্য সভ্যেরা আমার পরামর্শমত উপায়ে সহানুভূতি আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভ্য আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্যপদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্য ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র জনের মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে অথচ আদালতে তাহার কথা অপ্রমাণ হইলে সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইত, আমি ইহা কমিটীকে দেখাইয়াও দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বত্বের মোকদ্দমা, বর্দ্ধিত হইবে মাত্র; খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিলক্ষণ বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্রত্ব সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ।

আমার ভরসা আছে যখন আগামি নবেম্বরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যেরা খাজানা আদায়ের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্য্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকাতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত একহয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ নিন্দা হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কার্য্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু ভিন্ন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)

(চ) গোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উত্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অনৈতিক প্রস্তাবের বিলক্ষণ প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী, ঘর, ক্ষেত,

খোদা বিক্রয় বা বন্ধক দিবার সময়, তাহার ক্ষেত্রের উৎপন্ন বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কেন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে বলি।

দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারাধিপত্য বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধে, রাজস্ব কর্ম্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্টই এই যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যেরূপ সব একসমান করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং যাহাদ্বারা ঐ অঞ্চলে মূলধনের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রস্রবণ শুকাইয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালায়ও ভূমিবন্দোবস্তের সেই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়, আমারত এই বোধ। কিন্তু আমি ভরসা করি যে আমার বোধ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হইবে। শস্যে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তনেই হউক, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্তেই হউক, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হউক, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধারণেই হউক, কল্পিত মাপের কাটি নির্দ্দেশ করণেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয়ই দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকেই স্থিরবিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডু-লিপিরূপ অট্টালিকার অধিকাংশ সেই স্থিরবিন্দুর উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্ম্মচারীকে কার্য্য-নির্ব্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এবিষয়ে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারককে শাসনকার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেন্টের ইঙ্গিতমতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাদে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"যে ভূমির রাজস্বের ও তাহা উশুলের বিষয় সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের যে বাদানুবাদ এবং যাবতীয় ভূম্যধিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দাওয়া ও বিরোধের মোকদ্দমা অদ্যাবধি মাল আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা জজের মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাঁহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুর মালের কৌন্সেলে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিম্মা থাকিলে মাল আদালতের সেরেস্তার দীপ্তি-মান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হক অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিশ্চিন্ত মনঃস্থির রাখিবেক না কারণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিরুদ্ধমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অজ্ঞতাকে এতাবতা বিনা হাজিরীতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই গবস্থব থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব দাবা ও তহসীলের মোকদ্দমায় আইনের অন্যথাব হুকুম হইলে অন্যায়গ্রস্তের আশা ভরসার স্থান ছিল না যে বিপক্ষ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায়গ্রস্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহে-বের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহুল্য জন্য ভূম্যধিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাসের আধিক্যজন্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত ও তৎসম্পৃক্ত সকল স্বত্বের স্থৈর্য্য কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধি-পতির কর্ত্তব্য এই যে ভূম্যধিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণের শক্তি ত্যাগ করেন এবং মাল আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্বভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা মালগুজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের জজ সাহেবদিগের যে প্রকারে আদালতের শাস্ত সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে জজ সাহেবদিগের স্বেচ্ছাময়ের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারীদিগের ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবেরা আপনাদিগের অর্পিত যাবৎ কর্ম্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার জওয়াব আদালতে দেন এবং সরকারেরও প্রকৃত প্রাপ্তব্য ছাড়া কাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা ঐ হুজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত দায়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্য্যাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিয়া অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত্ব গুরুতর হইবেক এবং যে চাসের আধিক্যে সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় ভূমিবিত্ত সকল লোকেই শ্রম ও চেষ্টা যথোচিত করিবেক।"

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেন্ট যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ সালে দশগুণ অধিক খাটে।

পত্তনী তালুক।

জমীদারেরা এই পাণ্ডুলিপিতে পত্তনী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন। এরূপ করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া ঐ আইনের প্রত্যেক কথা কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; জমীদার, পত্তনীদার, আদালত ও আমলা সকলেই উহা বেশ বুঝে; উহার ভাষার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে যাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনানুসারে পত্তনী আইনের বাক্য ও ব্যাখ্যা যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। আমিও এই মতের অনুমোদন করি এবং আমার ইচ্ছা যে পত্তনী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপি বহির্ভূত করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল সূত্র দ্বারা এই পাণ্ডুলিপি প্রধানতঃ লিখিত তাহার উপর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষবিধির সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। আগামী সম্বৎসরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন আর আর সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮৫ সাল ১৪ মার্চ্চ।

কৃষ্ণদাস পাল।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্যলিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন তালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সহিত জমীর ভূম্যধিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তক্রমে এবং যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী অগ্রে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন;

(খ) যদি সে নিজ জমী এরূপে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাস্বত্বের কার্য্যের সম্পূর্ণরূপ অনুপযোগী হয় তাহা হইলেও দখল হইতে উচ্ছেদের দায়ী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অধিকার সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অধিকার হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ।

যদি একস্থলে ভূম্যধিকারীকে অগ্রক্রয় স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাঁহাকে এ স্বত্ব দেওয়া উচিত। যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজার কার্য্যের অনুপযুক্ত করায় রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অনুকূলে যত তর্ক উত্থাপিত করা যায়, অন্যস্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রক্রয় স্বত্ব সম্বন্ধীয় আইনের শাখা। মেহারের হিন্দুরা পূর্ব্ব ক্রয়ের স্বত্বের দাবী করিলে, উহার ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দখলীস্বত্ব খরিদ করিতে পারে, তাহার হস্ত হইতে ভূম্যধিকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এ সম্বন্ধে ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শত্রুপক্ষীয় ক্রেতা ভূম্যধিকারীকে যেরূপ ভয়ানক অসুবিধায় ফেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ, ক্ষেত্র নষ্ট করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাঁহার পক্ষে এইস্বত্ব যেরূপ আবশ্যক হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ আবশ্যক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে ফল এই হইবে, ভূম্যধিকারী উৎসন্ন যাইবে।

যখনই ভূম্যধিকারী পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবে অথবা যদিও ভূম্যধিকারী পূর্ব্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরগ্রাহীকে পূর্ব্বেই পূর্ব্বক্রয় স্বত্বের ভয় করিয়া যখনই আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূম্যধিকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভয় আছে যেমন তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে শেষ না করাই হস্তান্তরগ্রহীতার অবধারিতহারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাইতেন এবং এক অধ্যায়ের কার্য্য (মোকররী) পাট্টাধীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টায় লোককে উৎসাহ দেওয়ায় যে হানিকর ফল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোর্ফা বিলির নিয়ম।

কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটী অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়েই আমার মত ভিন্ন।

কোর্ফাবিলি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশে কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে বাধাজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফাবিলি করে তাহাকে তালুকদাররূপে পরিণত করিলে ভূম্যধিকারীদের বিশিষ্ট স্বত্বের হানি হইবে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধিস্থলে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিমত খাজানা বৃদ্ধি রেজিষ্টরী করা করারপত্র দ্বারা করিতে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে প্রজা তাহাতে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়াছে।

টাকার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উভয় স্থলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দ্দেশ করায় ভূম্যধিকারী তাঁহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়াও আদায় করিয়া লইতে ছাড়িবেন না। আমরা রক্ষা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এস্থলে কমিটীর প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোত ভোগ করণ হেতুক খাজানা বৃদ্ধির যে সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমারই অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উভয় বিষয়েই আদালতের হস্ত পদ বন্ধন না করাই উচিত ছিল।

৫। ৮ম অধ্যায়।—দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

৬ষ্ঠ ধারা	(১)	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানায় সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে পারিবে প্রথমটীর এই মর্ম্ম।
ঐ	,, (২)	
ঐ	,, (৩)	

দ্বিতীয়টির মর্ম্ম এই যে, বিপক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানায় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানায় ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি দ্বারা এ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানাতেও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিপির উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা বহাল রাখিতে আমার অভিমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্ত্তনমাত্র, সারতঃ কিছুই নহে।

কমিটীতে এই বিষয় বাদানুবাদের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তৎসমর্থনার্থ একটুও যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই; উক্ত দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তের অতিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাও বলা হয় নাই যাহাতে আমি আমার মন্তব্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্ত্তমান আইন, বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তনার্থ কমিটীকে প্রবৃত্ত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপরম্পরা প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কেমন করিয়া ও কি কি শর্ত্তে রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুষঙ্গিক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিলনা যে মোকররীদার ও ইস্তমরারদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন শ্রেণী যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনও এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটী শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া জমীদারদিগের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানায় ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক বৃত্তিভোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের পরিবর্ত্তে মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করায় ইহাদ্বারা ক্রমাগতই নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া দিতেছে।

এঅধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জ্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জ্জনে বাধা দেওয়া জমীদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্ত্তমান আকারে পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করায়, উভয়ের স্বার্থেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। তাহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ করা সুবিচারসঙ্গত হয় নাই স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান আইনের কার্য্য চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উচ্ছেদ করাও অন্যায় ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কার্য্য চলিবে, এক্ষণকার ন্যায় মোকদ্দমা রুজু করিবার ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, যদি কমিটী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং "জমীদারদিগের প্রতিও প্রথম কিন্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়তের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাবধানতা ও নিজের কার্য্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাস করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসঙ্গত।

অতীত কালে তিনি যাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহার রক্ষা হয় তাহাও অন্ততঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তমতে কেবল মাত্র মোকররীদার ও ইস্তমরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশসালা বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমীদারের কার্য্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তালুকদার বাসেন্দা রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজন্য স্বত্ব জন্মিয়াছিল, আর পাইকস্ত রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ৬৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব্ব প্রথম পাইকস্ত রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয় অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভার রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়তের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই একপ্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশা করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাসের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য ঐ আইনে এই সকল বিধান বিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে "যে সকল বংশানুক্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা ঐ হারে পাট্টা পাইতে স্বত্ববান হইবে" লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজিও দাবিকারি রায়তের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুত স্কোন্স সাহেবই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে" কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করায় তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। এই সকল ধারা খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমটী তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টীর কার্য্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্ত্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে যেরূপ গিয়াছি সেরূপ বর্ত্তমান আইন ছাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলা হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়তের পক্ষে স্বত্বসাব্যস্ত করা তত সহজ নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন হৃদ্বোধই নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণ করা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যত পুরাণ আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়তের অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্ত্তমান আইনে যেস্থলে বরাবর টাকায় খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থলের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, ঐ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানায়ও খাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটীতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাঞ্ছনীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর বিধিবদ্ধ করা উচিত আমরা এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি।
এপ্রকরণ বিধিবদ্ধ করাও যাহা আর যেসকল রায়ত খন্যে খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকায় খাজানা দেয়, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়াও ঠিক তাহাই।

বর্ত্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পরস্পর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত যা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ও হারের বন্দোবস্ত করণের অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্য্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল বিধান অপরিবর্ত্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্লাবিত হইয়া যাইবে ও জমীদারেরা উৎসন্ন যাইবে।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের কুফলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় সংক্রান্ত প্রকরণের উপর এই সকল বিধানের কার্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের অবান্তর বিভাগ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া ন্যায্য কার্য্যই করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুষঙ্গের মধ্যে ছিল না। অসংখ্য স্থলে আদালত ভূমিভোগের স্বত্ব ক্রীত হইলেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে এপ্রদেশের প্রতি জিলাতেই দখলীস্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয় হইতেছে।

কোন২ জিলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইনবিরুদ্ধ হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে, যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে।

আইনবিরুদ্ধ হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

এক্ষণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধ হইলে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে। ভূম্যধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের পার্থ্য ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেন্ট যে কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেও তাহা আইনসম্মত বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ ও রায়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইতে দেওয়ায় রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যেমন টানাটানি হইবে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্দ্ধেক মূল্যে তাহার যোতের একং খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডশঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

ভূম্যধিকারীকে এইরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইস্তফা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া।

ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত্ত অনুসারে যেরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

শেষোক্তটী অত্যন্ত কার্য্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তিবিন্যাস করিয়াছিলাম।

৬। ১০ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ভূম্যধিকারীর অনুরোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুরোধে, অথবা বিবাদ নিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় যেরূপ আছে তদনুসারে মহালের জমাবন্দী স্থির বা নিশ্চয় করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের জন্য ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না।

১। যেস্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তথায় ইহা খাটিবে।
২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তথায় ইহা খাটিবে।

৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেস্থলে কিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয় জমীদার বাধ্য হইবেন, না হয়, পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিবে। ইহার এদিক ওদিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধ্যায় সেই সকল স্থলেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারায় দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। দিলে একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায় অত্যাচারের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১২শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যে বিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিষ্টরী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়মুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্দ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিভোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ায়, যোতদার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেনাদারের, বা ক্রেতার কাহার কর্ত্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একাংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাহার বাজার মূল্যের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক সুদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মন্তব্যলিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল এক্ষণে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের ন্যায় আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমার এ কথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনায় কয়েকটী বিষয়ে প্রজার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানাবৃদ্ধির যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে নিয়মে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র দরবৃদ্ধি প্রযুক্ত বৃদ্ধি প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূম্যধিকারীর এই বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) * ধারার শাসনটী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয় খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূন এই কথা খাজানাবৃদ্ধির একটি হেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে : এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূম্যধিকারী কত খাজানার দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূম্যধিকারী পূর্ব্বতন খাজানার শতকরা পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি দাবী করিতে পারেন। প্রজা জমী না ছাড়িয়া যতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষম শক্তি এই সকল ধারায় ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিজাত নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূম্যধিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল যোত বিলি করিবার সময় অবাধে যত ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল নূতন বন্দোবস্তের প্রজাদিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে এরূপ নহে, সাধারণ প্রজা সম্প্রদায় মাত্রেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় দেখিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আমার বিবেচনায় যেস্থলে ভূম্যধিকারী শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিণত করিবার আবেদন করেন সেস্থলে প্রজার স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫৩ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকা উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপ খাজানা ভূম্যধিকারীর পথকর বিবরণে ঐ যোতের যে খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূম্যধিকারী দশ বৎসর ধরিয়া যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া যদি মুদ্রারূপ খাজানা স্থির হয়, তাহা হইলে চাষকার্য্যের সমস্ত ঝুঁকি প্রজা গ্রহণ করে এবিবেচনায় তাহা হইতে বিলক্ষণ বাদ দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এরূপ বাদ দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিত্যাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপে কথা যোজনা করা হইয়াছে, তাহাতে আমার বোধ হয় অপব্যবহারের দ্বার বিলক্ষণরূপে উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা। যখন রায়ত পরিত্যাগ করিয়াছে এই ওজরে তাহাকে তাহার যোত হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃপ্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা রুজু করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল অতি অল্পই হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কার্য্যকলাপ দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের দখলস্থ যোতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে উহা বিস্তার করার অতি অল্পমাত্রও কারণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত যোত বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূম্যধিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ। এচ. জে. রেনল্ড্স।

---

* ইহা প্রকাশ করে যে, "রায়তেরা ফসলের সময় যে মূল্যে বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিয়া প্রধান শস্যাবোগে ভূমির যে উৎপন্নের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য হয়, বর্দ্ধিত খাজানা কোন স্থলে তাহার পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাত্মকলিপি।

পাণ্ডুলিপির মূলসূত্র।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রশস্ত হেতুমূলে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপির দ্বারা তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সন্তোষজনক ভিত্তির উপর

১৮৮২ সালের ১৭ আগষ্টের বিজ্ঞাপনীর ২১ প্রকরণ।

স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দুর্বংশের সঙ্গ করিতে সক্ষম এরূপ সম্পত্তিপর কৃষকদের হস্তে ভূমির চাষকার্য্য রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশ্বস্ততার সুন্দররূপ বৃদ্ধি ও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা হইবে না। আর যেং অভিপ্রায়েই লর্ড হার্টিংটন সাহেবেরমতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়, এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেইং অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না এরূপ নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার ও বর্ত্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপ নূতন পথে যাইতে হইতেছে। উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ নহে বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

১৮৮২ সালের ১৭ আগষ্টের বিজ্ঞাপনীর ৯ প্রকরণ।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইন কিং মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্ট পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করেন, ইহা বুঝা আমি কঠিন দেখিতেছি। অভিপ্রায় ও হেতুযুক্ত যে বর্ণনাপত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মন্ত্রিসভার সভ্যদের নিকট পাঠাইবার রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনং গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিষ্ফল হইয়াছে যে বেহারে প্রতিযোগিতার অত্যাচারে রায়তদের স্থানে খাজানা লওয়া হইয়াছে ও জমীদারের কর্ত্তৃক অত্যাচার ঘটিয়াছে, এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার জমীদারেরা আইনমতে যে খাজানা বৃদ্ধি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা বৃদ্ধি পাইতে পারেন নাই, এবং আপনং বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ করিতে পারি, একপক্ষে রায়তদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমীদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা আইনমতে বৃদ্ধি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে ইহা যদি দেখান যাইতে পারে (কিন্তু আমি বেহার সম্বন্ধে নির্বন্ধসহকারে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি এস্থলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই।) তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির নামে যেং উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেইং উদ্দেশ্য সাধনার্থ যেং ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূম্যধিকারী বা রায়ত তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না; এবং জমীদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে ইহা আমি দেখিতেছি না।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যেরপ্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকভাবের প্রকরণপরম্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূম্যধিকারীদের মনে বহু পরিমাণে অশান্তিও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সত্য বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তাঁহারা ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে চাহেন। প্রত্যুত তাঁহারা নিরন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূম্যধিকারীদিগকে যেং নির্দ্ধারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেইং স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে, কার্য্যতঃ ঐ নির্দ্দেশ বাক্য ব্যর্থ করা হইবে।

ক্ষতিপূরণ না দিয়া এক শ্রেণীকে তদীয় নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিয়া অন্য শ্রেণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া যাহার উদ্দেশ্য এরূপ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি যে এরূপ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ মত ইংলণ্ডে কোনং উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে এরূপ কোন মতের কথা শুনা যায় নাই এবং ইংলণ্ডেও অগ্রসর চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে চাহেন; এবং যদিও ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব তাঁহার পত্রে বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন শ্রেণীর নির্দ্ধারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসন্তোষ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপিহইতে ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখনও তত জন্মে নাই। মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লব জনক এবং আমরা যেং সূত্রানুসারে ব্যবস্থাপনকার্য্য করি বলিয়া অনুমান হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেইং সূত্রের বিরুদ্ধ। আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলসূত্র গ্রথিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইসহজে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ জন্মিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

"এই নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল তথাপি এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্ত্তমানের প্রয়োজনের কথার উপর অধিক নির্ভর করে। এজন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্য্যকর ভাবের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন।"

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধহয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এস্থলে স্বতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়তদের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্ত্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অতীত প্রতিজ্ঞানুসারে প্রণীত নহে, কোন বর্ত্তমান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহ২ যাহা বর্ত্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তদ্রূপ এক শ্রেণী; এবং স্বভাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয় কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহ২ বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্ব্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে "উপদ্রব জন্য ক্ষতিপূরণ" দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ত্যাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এমন বোধ হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেক্ট কমিটীর বিবেচনা কালে বিশেষ রূপে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের ফল বলিয়া উক্ত কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জষ্টিস সাহেব যে সুন্দর মন্তব্যলিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে ন্যায্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশনের হস্ত হইতে যখন বহির্গত হইয়াছে তদবধি বরাবর জমিদারেরা সমস্বরে তাহার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। বেহার ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির বিপ্লবজনক প্রকরণ গুলির উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণমত এইরূপ হইয়াছিল যে পাণ্ডুলিপিতে বর্ত্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পুরাতন আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মন্ত্রিসভায় বলেন যে "এরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে" তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই প্রকার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত যেদিন কোন নূতন জমীর বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে তুল্য সুবিধা করিয়া না দিয়া অধীন চুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রায়তদের অনুকূলে প্রথম এইবার নিষেধাত্মক নিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজানা বৃদ্ধির আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শতকরা পঁচিশ টাকা খাজানাবৃদ্ধির উর্দ্ধসীমা করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ সূত্র কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে যাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বও ভঙ্গ করা হইতেছে, জমীদারদের নিশ্চয়ই এইরূপ জ্ঞান হইবে। একটি শ্রেণী বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেহারের জমীদারেরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজভক্ত এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কথা ঠিক এই প্রতিশ্রুতির উপর প্রত্যয় স্থাপন করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে কিম্বা তাঁহাদের যথার্থ বিরুদ্ধ হইতে চাহিবেন না অথবা ইহা সহ্য করিবেন না।

এরূপ অবস্থায় যাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করায় জমীদারদের স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই২ মত অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে জমীদারদের স্বত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জমীদারেরা এমন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে যেরূপ অর্থগৃধ্নু ও বিবেকশূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেইরূপ অর্থগৃধ্নু ও বিবেকশূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার প্রমাণ দেখাইবার স্থল কোথায়? আমাদের নিকট কি এমন কোন লিপিভুক্ত বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি জমিদারের

প্রজাদের ভূমি পরিবর্ত্তন করা বঙ্গদেশের জমীদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ আছে কি যাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে তজ্জন্য আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় উপদ্রব জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার মত গ্রহণ করা ন্যায়ানুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতারা ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগত্যা ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অত্যুচ্চহারে খাজানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে তজ্জন্য ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যক?

অনেক রাজকর্ম্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিতপত্রে যেরূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ প্রায় বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমীতে রায়তদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমীদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তদ্ভিন্ন কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিলেক্ট কমিটীর হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যেং বিষয়ে আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্নং দফাতে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেইং বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে চাহি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদে আর সরকারী কাগজপত্রে একথা নিয়ত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমীদার ও রায়ত ও গবর্ণমেণ্ট সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমীদারেরা প্রকৃতপক্ষে "ভূমির মালিক" এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করেন বোধ হয় সেরূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্ব্বে জমীদার শ্রেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেণ্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথার উত্তরস্বরূপ আমি ইহার সঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খানি সনন্দের অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে ঐ সনন্দ দিয়াছিলেন। ঐ দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ডোমরাওর রাজবংশকে ও অন্যখান দ্বারভাঙ্গার রাজবংশকে দেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোনং জমীদার বংশ কোন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ছিল এরূপ নহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের পূর্ব্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে জমীদারদের প্রতি যেং স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঐ বিষয়ের আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাইতেছি না। ঐ অংশটি এই রূপ।—

"মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব জমীদারদিগকে তালুকদারদিগকে ও ভূমির অন্যান্য প্রকৃত মালিকদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে তাঁহারা যে কর দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ আইনমত উত্তরাধিকারিরা অপরিবর্ত্তনীয় করে চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব আশা করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী জমা চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত হওয়ায় তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুঝিয়া এইরূপ নিশ্চয় জানেন যে আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করিবেন যে নিজেরা উৎকৃষ্ট কার্য্যদক্ষতার ও পরিশ্রমের ফল কেবল নিজেরাই ভোগ করিবেন। বিলম্ব না করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর দেওয়া ও আপনাদের অধীনস্থ তালুকদার ও রায়তদের প্রতি সভ্য ও সদয়ভাবে ব্যবহার করা জমীদারের নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য এবং এক্ষণে যে সকল আজ্ঞা করা গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার প্রাপ্ত হইলেন তজ্জন্য এই সকল কর্ত্তব্য ঠিক পালন করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।"

সার জন শোর সাহেব আপনার মন্তব্যলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

"আমি জমীদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জ্ঞান করি। তাঁহারা আপনং ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ ভূমি প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা ন্যায়রূপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকক্রমে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই মূল স্বত্ব হইতে উদ্ভূত, এবং আমরা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ অধিকারমতে জমীদারেরা কার্য্য করিতেন।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমীদারদিগকে "ভূমির মালিক" বলেন। আবার যে সে লোক নয়, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডণ্ডাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

"আমি ইহা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলাম যে, বোর্ড অব কণ্ট্রোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ভূত হওয়া উচিত, আর এরূপ গুরুতর ও বিবাদীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমার অংশী করিতে যত্ন করা উচিত। এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং আমার সহিত উইম্বল্‌ডনে দশ দিন বদ্ধ থাকিয়া কেবল ঐ কার্য্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। ঐ সময়ের অনে-

* ম্যান্‌ বর মহারাজার স্থানে এরখান সনন্দ পাওয়া যায় নাই।

কাপ্তেন চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া পি সাহেব সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এই নিমিত্ত আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী স্থির করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট পাঠাইলাম।"

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাদিগকে যে২ স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যে২ স্বত্বভোগ করিত, সেই২ স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপন২ যোত হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমীদারের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী যে চাউল, গম বা অন্য সস্তা খাদ্য শস্যকে কেবল মাত্র "প্রধান শস্য" বলিয়া সংজ্ঞতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাজানার হার নিয়মিত হইত।

আমি এস্থলে এই বিষয়ে স্যর জন শোরের লেখা হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

"কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহুকাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমীদারদের স্থানে জোর করিয়া বৃদ্ধি লওয়া গেলে রায়তদের স্থানে ঐ বৃদ্ধি চাহিবার স্বত্বক্রমে তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন। ভূমির মালিকত্ব কেবল জমীদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়তেরা ঐ স্বত্ব ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত না হইলে, রায়তদের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

"বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় খাজানা গ্রহণ করা না হয়, তথায় ভূমির খাজানা জমা হারানুসারে নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোন২ জিলার প্রত্যেক গ্রামের স্বতন্ত্র হার আছে। বিঘা প্রতি ভূমির উৎপন্ন ধরিয়া এই সকল হার স্থির হয়। কোন২ ভূমিতে বৎসরে দুই ফসল, কোন২ ভূমিতে তিন ফসল জন্মে। তুতগাছ, পান, তামাক ও ক্ষার প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক দ্রব্য হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি মাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং তোড়ল মলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে ঐ আসলের উপর আবওয়াব যোগ করা হয়, পরে মূল্য নির্দ্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরে২ যেরূপ মাপ হইয়াছে তদনুসারে হারভেদ হইয়াছে। জমী মাপ করা গেলে সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির সহিত চলিত হার দৃঢ় করা হয়।"

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য সস্তা খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তামাক, তুত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের লেখা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটকাফের উল্লেখ করিতেছি। ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাঁহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমীদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

"আমরা আইনেরদ্বারা যে সকল ভূস্বামীর সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তাঁহাদের সপক্ষ নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করা একটী বিষম ভ্রান্তি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ও তাঁহাদিগকে ভূস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আমি বিবেচনা করি আমরা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব রক্ষাকরণানন্তর যে সকল মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্ব্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাঁহাদিগকে দিয়াছি। পূর্ব্ব হইতে অন্যের যে স্বামিত্ব ছিল, আমাদের নূতন সৃষ্ট ভূস্বামীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই স্বামিত্ব নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের ছিল না। যাহা পূর্ব্বে অন্যের ছিল এরূপ একটী ক্ষেত্রও তাঁহাদিগকে আইনসঙ্গত ন্যায়রূপে দিতে আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের জমীদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের যে স্বত্ব ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিয়াছিলাম। এবং স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে যাহাতে অন্যের স্বামিত্ব বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আমরা সম্পূর্ণ স্বামিত্ব প্রদান করিয়াছিলাম এইরূপ করাতে পুরাতন চাষীমালিক ও দখলিকারদের যে সকল স্বত্ব ছিল যদি ও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে স্বত্ববান ও বাধ্য ও যদিও উহা রক্ষা না করাতে আমাদের আপনা আপনি লজ্জিত হওয়া উচিত, তথাপি আমাদের ঐ ভূস্বামীর নিজ সম্পত্তি বলিয়া যে ভূমি নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাষী বসাইয়াছেন সেই চাষী ও ভূস্বামী পরস্পর যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আমাদের মনোমত অন্য নিয়ম নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইতে আমাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূস্বামীকে তাঁহার সমুদয় ন্যায্য স্বত্ব দিতে চাই। আমরা যখন ভূস্বামী দিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাঁহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা কিয়দংশ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, কখন এরূপ অভিপ্রায় থাকা সম্ভবে না। এরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, তাঁহারা প্রকৃত ভূস্বামী হইবেন এবং যে স্থলে অন্যের পূর্ব্বস্বত্বের বিঘ্ন না হয়, সেই স্থলে তাঁহারা ভূস্বামী আছেন ও তাঁহাদের ভূস্বামী থাকাই উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বহরণ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আইনমত ক্ষমতা আমাদের ছিল না, তখন ঐ সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূস্বামী দিগকে দিই নাই, এবং আমাদের সৃষ্ট ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে পুরাতন ভূস্বামী দিগকে ও স্থায়ীস্বত্বভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

আইনঘটিত এইরূপ বিবাদীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে হাই কোর্টের জজদের, আডবোকেট জেনরল সাহেবের ও গবর্ণমেণ্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ স্থিতিরীতি বিষয়ে, তদ্রূপ এই বিষয়েও বিশেষরূপ সম্মাদাভাব দেখিতে পাই। চিরস্থায়ীবন্দোবস্ত জমীদারদের একটী প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত পাওয়া যাইতে পারে, সিলেক্ট কমিটীর তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনমত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায়।—তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

তালুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশমাত্রে নিবদ্ধ। প্রকৃত তালুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আমি কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত; এবং একটি শ্রেণীস্বরূপ তাঁহারা অন্ততঃ আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তালুক ও পেটাও তালুক সম্বন্ধে ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান রীতিমত পুনঃপ্রর্ত্তন করণ আমি বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু এত বিষয়ে মূল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত কারণ যে আছে তা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নূতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের বিধান অখণ্ডাকারে রাখা উচিত, এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান গুলি শুদ্ধ তুলিয়া লওয়া উচিত।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন কোন রায়তকে (অর্থাৎ যাহার কোর্ফা বিলিকরে ও যাহাদের দখলে একশত বিঘার অধিক জমা থাকে তাহাদিগকে) তালুকদারের পদে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে উন্নীত করায়, আমার মাননীয় সহযোগীর বিস্তারিত ব্যাখ্যামতে মূল ব্যবস্থা ঘটিত পরিবর্ত্তনের অনাবশ্যকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়।—যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের নূতন কর নির্দ্ধারণ করার বাকী খাজানা আদায়ের সুবিধা করা ভূম্যধিকারীরা যত কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং নিম্ন বঙ্গদেশে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া শ্রেণীবিশেষের ভূম্যধিকারিরা যত কেন অত্যাবশ্যক জ্ঞান করুন না, আমি বলিতে পারি বঙ্গদেশের ও বেহারের জমীদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্ত্তমান অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত। কিন্তু যদি আইন পরিবর্ত্তন করিতে হয় তবে ইহা ন্যায় ও বিচার সিদ্ধ যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের নূতন যে যে বিধানে উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষেরা স্বীকার করিয়াছেন জমীদারদের অন্যায় ক্ষতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা উচিত। খাজানার একরূপ হারে বিশ বৎসর ভোগ করিলে প্রজার অনুকূলে যে অনুমান হয় তাহার উদ্দেশ্য কেবল নিষ্ঠুরতা বলা যাইতে পারে; কারণ যে কোন প্রজার ইহার প্রতি দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া রসিদ রাখিয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন করিতে সুযোগ পাইয়াছে। অন্য কোন কথা না থাকিলেও এরূপ হওয়াতে যত কাল একরূপ খাজানা দিলে এরূপ অনুমান হইবে সেই কাল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত হইত। কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তন এই কারণে অনাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্ত্তমান আকারে এই অনুমান একতঃ জমীদারের নিশ্চিত ও অনুচিত ক্ষতি হইতেছে।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা দেখ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রেনল্ডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মন্তব্যলিপিতে যেমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মাননীয় লায় বাহাদুর তাঁহার লিখিত অভিমতে পৃথক উৎপত্তি যথোচিত আকর্ষণ করিয়াছেন। রেভিনিউ বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজানা সংক্রান্ত কমিশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ড্যাম্পিয়র সাহেবও তাঁহার ১৮৮১ সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে তদ্রূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যদিও মাননীয় শ্রীযুক্ত রেনল্ডস সাহেব আপন মত পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ড্যাম্পিয়র সাহেব যে সকল যুক্তি উত্থাপন করেন, তাহার খণ্ডন হয় নাই। এই রূপ আইনমত অনুমানের প্রকৃত ফল রক্ষণাত্মক হয় নাই, আক্রমণাত্মক হইয়াছে, অর্থাৎ যে "সকল স্বত্ব আছে কিন্তু যাহার প্রতিপোষণার্থ সম্পূর্ণরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া অধিকাংশ স্থলে নূতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে" মাননীয় শ্রীযুক্ত রেনল্ডস সাহেব এই যে হেতু উত্থাপন করেন কেবল যে তাহা ধরিয়াই শ্রীযুক্ত ড্যাম্পিয়র সাহেব অনুমান ঘটিত ধারাটি রক্ষণের দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি ঘটিত এই হেতু দিয়াছেন যে, "বলপূর্ব্বক নীলাম দ্বারা বিক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে কোন খরিদার কোন মহাল পাইলে অধিকাংশ স্থলেই খরিদার জমীদারী কাগজপত্র পাইতে পারে না বলিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা কার্য্যতঃ এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয় যে, কোন প্রজা খাজানা পরিবর্ত্তন বিনা বিশ বৎসর ভূমি দখল করিলে অবধারিত হারে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।" শ্রীযুক্ত ড্যাম্পিয়র সাহেব সাধারণ রাজনীতি ঘটিত হেতু ধরিয়া এইরূপ আর একটি যুক্তি দিয়াছেন যে "চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাছে চলিয়া যায়" এই ভয়ে উক্ত বিধানহেতুক ভূম্যধিকারীদের বিশ বৎসর অন্তর খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয়।

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের রিপোর্টের ১ বালামের ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের রিপোর্টের ১ বালামের ৪৬০ পৃষ্ঠা।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায়।—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মধ্যবর্ত্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রভেদ আছে, ইহা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। যাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে জাতীয় সমৃদ্ধির ও সভ্যতা হয়। কিন্তু চাষীকে নিষ্পীড়ন করিয়া মধ্যবর্ত্তী প্রজা যাহা আদায় করিতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী প্রজা সমাজের অনাবশ্যক অঙ্গস্বরূপ এবং তিনি থাকাতে কেবল অনর্থ ও অসুবিধা বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন দেশাচার কিম্বা পূর্ব্ব কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দয়া দেখান হয়, তাহা কেবল ভূমির চাষীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ভূমি দখল করিয়া ক্ষুদ্র ভূস্বামী হইয়া বসেন, ও আপনাদের সীমাবদ্ধ কার্য্যক্ষেত্রে জমীদারীপ্রণালীর যত কিছু দোষ ও

শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃসন্দেহ খাজানা দিবার আদিম উপায় ; এবং দেশের অনেক অংশে উহা যে আজিও রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্ত্তমান অবস্থায় উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাণ রীতি অনুসারে কার্য্য করিতে অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমল রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের এক তৃতীয় অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আরঙ্গজীব বৃদ্ধি করিয়া অর্দ্ধেক করিয়া তুলেন। জমীদারেরা বিচালির মূল্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ১৬ ষোলভাগের নয় ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজন্মার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয় তাহার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ সহ্য করিতে অধিক সমর্থ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বৎসরও যাহাতে শস্য একেবারেই জন্মে নাই। ভাওলীদার আপন ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু তাঁহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর নাই হউক। মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার বাণিজ্যসম্ভ্রম অত্যন্ত কম সেই সময়ে অধিক সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা রুজু করিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্ত্তনের বিধান বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ উহাতে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে ফেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ ফসলের সময়ের সঙ্গে এক হওয়ার সচরাচরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতি বিরল, তাহাদিগকে অতি অল্প মূল্যে শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে ভাওলী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তথায় প্রতি ফসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলক্ষণ হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এরূপ স্থলে জমীদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই ভাওলী প্রথায় খাজানার বন্দোবস্ত করায় সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও ভাওলী প্রথানুসারে বন্দোবস্তে জমীদার রায়তের সহিত ভাগ করায় প্রতিবৎসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির ফল পাইয়া থাকেন। যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। এজন্য কোন পক্ষেরই বিশেষ অসন্তোষের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমীদারেরও খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা রুজু করিবার বিশেষ আবশ্যকতাও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্ত্তন কার্য্যে পরিদর্শন সম্বন্ধে রাজস্ব কর্ম্মচারীই মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গত দশ বৎসরে জমীদার প্রকৃতপক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন। এ সকল নিয়ম অত্যন্ত আলগা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন কর্ম্মচারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন। আমার বিবেচনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে তাঁহার নিজ মতামত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার রীতিমত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমীদারের পক্ষহইতে কেবল ও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমীদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায় তাঁহাকে ফসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া ফসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্ত্তনে কার্য্যতঃ জমীদারের আয় কমান হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেণ্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি ঘটিত সংবাদ দিতে পারিব। ঐ গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রায়তের স্বার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটী এই।—যে স্থলে ভাওলীপ্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক খুর বাঁধ সকল জমীদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে রায়ত ইহার উপকার লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যেস্থলে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেস্থলে জমীদার যদি জলসেচনকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রথা অনুসারে আশা করা যায় যে বর্ত্তমান খুর বাঁধ প্রভৃতি মেরামতে রাখার খরচ জমীদারকে ও তাহাকে অংশ অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা বৃদ্ধি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদায় বিষয়ে জমীদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে কেবল তিনটী কারণ বশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করার অনুমতি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের ব্যয় বা পরিশ্রম ব্যতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই সূত্র ধরিয়া বৃদ্ধি দেওয়া ন্যায্য, কিন্তু কার্য্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ "বৃদ্ধি" আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা বৃদ্ধি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমীদার মরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কে সক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমীদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে বৃদ্ধি পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

যাহা হউক, যে অবধি গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য বৃদ্ধি জানার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যবৃদ্ধির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমীদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান আইনের শব্দরচনা সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে তদ্ভিন্ন অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও তাহত প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র মুখ্যত খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমার মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্ত্তন হইলে জমীদারেরা তাহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তথায় যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্যপ্রকার শস্যও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার "নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ব্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া হইল।"

বিবাদীয় স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার দিবার যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজানাবৃদ্ধির হার সীমাবদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অনুসন্ধান লইতে হইত, তাহাতে কোন্ হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের স্বাধীনতা এই বিধান অস্থিরেও টাকায় চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

মরাও খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন্ বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। মরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি পাওয়া জমীদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে ভবিষ্যৎ বিবাদের জন্য কোনরূপ ছিদ্র থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্ব্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভায় উত্থাপিত আদিম পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করায় বর্ত্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কার্য্য করা দুর্ঘট হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেস্থলে এরূপ এজমালী ভূস্বামিদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেস্থলে ঐ সম্পত্তির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্ব্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্য্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্ব্বে, সরকারী কার্য্যকারকেরা ও অভিযোক্তাগণ প্রকৃতপক্ষে কতদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা ফল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটীতে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা যাইবে এবং

অদ্যাবধি এবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন অপ্রচলিত বলিয়া যথাবিহিত প্রকারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্ব্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্ব্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও শ্রেণীবদ্ধ করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন ন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না যে, বিদ্যার ও সংবাদের বহুল প্রচারের সহিত রায়তদিগের উপকারার্থ গবর্ণমেণ্টের পিতৃস্থানীয় ভাব রক্ষা করার কোন আবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও তালুকের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির কষ্ট নূতন তালুকদারেরাও আপনাদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জিলার জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ স্থলে জজ সাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা জজস্বরূপ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এস্থলে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধারণের ব্যয় ও তত্ত্বাবধারকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থলেই তত্ত্বাবধারণের খরচ মহালের মোট আয়ের শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থলে গবর্ণমেণ্টের অধীন কোর্টঅবওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধারণের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

"দেবগড়ে দেবগড়ের ব্যয় ... ভয় ছিল, রাজশাহী ও কুচবিহারের শতকরা ১৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধারণপ্রণালীর পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে) উড়িষ্যায় শতকরা ৫.১ টাকা। বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী ১৮৭৯-৮০ সাল, ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠা।"।

তদ্ভিন্ন আমি এই মর্ম্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একাধিক ভূস্বামী আবেদন না করিলে শান্তিরক্ষার্থ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহাল ও যেস্থলে নায়েব অন্যের বিরুদ্ধে নালিশের জন্য শান্তিভঙ্গ অপরাধে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিয়া থাকিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রত্যেক এজমালী কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুবিধারূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্যকর।

সিলেক্ট কমিটিতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্য্যাধ্যক্ষ সমস্ত এজমালী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, গ্রামে কার্য্যাধ্যক্ষের স্বার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত মাত্র, যে সময়ের জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কার্য্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধারণে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়তের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমীদারের বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রায়তদিগের নিকট কমিশন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্য্যাধ্যক্ষের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা বিশিষ্ট রূপে এবিষয় আলোচনা করিয়াছেন, ভূমিসম্পত্তির তত্ত্বাবধারণে যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এবিষয়ে রাজপুরুষদিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন নাই, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্ণমেণ্ট যে শ্রেণী হইতে আমীন ও পুলিস ইনিস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই শ্রেণী হইতেই কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিস ইনিস্পেক্টরই এদেশের একটী প্রধান বালাই? এরূপ চাকরীতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কার্য্যাধ্যক্ষ করিবার জন্য উক্ত শ্রেণীর দেশীয় ভদ্রলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ভূস্বামীদের আয় অতি অল্প; আর আজি কালি শান্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্ণমেণ্ট যে একসংখ্যক মহালের জন্য এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপ অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্ব্বদা বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও তাঁহার সেরেস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমীদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেক্ট কমিটিতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়নার্থ অনুরোধ করা হইবে। কিন্তু আমরা জমীদার, আমরা বলি যে কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা অনির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত নহে এবং ব্যবস্থাপকসভার স্পষ্টরূপে তাহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সভা সত্যই এরূপ বিবেচনা করা

খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসঙ্গত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও ব্যয়শূন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্য্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসঙ্গত ও ব্যয়শূন্য কার্য্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্ত্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদে বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্ত্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজের অধীন নহে এবং এজন্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিপত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার মত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অর্দ্ধ যাযাবর অবস্থায় থাকে এবং এক ফসলের অধিক কাল এক জায়গায় বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে বিস্তর হানি হয়। যদি রায়তেরা খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিবা মাত্র তাহারা চিরদিনের মত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কর্ম্মচারীর ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্য্যপ্রণালীতে যে জমীদারের উপর কেবল কোর্টফী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য নূতন ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অর্দ্ধ যাযাবর প্রজা শস্য কর্ত্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমীদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করাই তাঁহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক, বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে জমীদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেক্ট কমিটীর হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে ঐরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমীদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট ঐ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংপ্রতি তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেণ্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহারা গবর্ণমেণ্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইবে। অথচ গবর্ণমেণ্টকে দিতে এক দিনের অন্যথা হইলে যাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

এক্ষণে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্ত্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষাগত সম্পত্তি বিক্রীত ও সে তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্ব্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্ত্তের জন্য ও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেণ্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমীদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করায় জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের সুবিচারের অভাব হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখায়, গবর্ণমেণ্ট নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্য্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা হইবে, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমীদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্ত্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান চুক্তি যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেণ্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসঙ্গত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অথবা ব্যবহারদ্বারা অসন্দিহান কৃষককুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন অনুসারে বর্ত্তমান যে বন্দোবস্ত নানারূপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এরূপ ভয়ানক তোলাপাড়া করা না হয়।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তেই রায়তের ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটী ধরিয়া লইয়াই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপকগণ আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ ভ্রমাত্মক; কারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রায়তের সুবিধা হয়। রায়ত জমীদারের কথামত কাজ করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবমত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেক্ট কমিটীর মীমাংসায় আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমার বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে যাহাদ্বারা ন্যায্য সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায় আমরা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূস্বামিস্বত্বের হানিকরণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেণ্টের আইনের সভায় উহা উপস্থাপিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্ত্তমান কৃষক শ্রেণীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিকারার্থ আর এক বার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কষ্টে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিকট পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল

আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে চাহি যে যদি ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ নির্ণয় ও তদ্বিষয়ের সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে কল্পনা করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেক্ট কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে রীতিমত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ায় এবং স্থিতিরীতি বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ায়, ও ঐ সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ায়, আমাদের বাদানুবাদ মতে যতগুলি হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ মার্চ্চ।

দ্বারভাঙ্গা।

সম্পূর্ণ অনুবাদ।

সুবা বেহারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আমিল, জায়গীরদার, ক্রোড়ী কার্য্যকারক ও নিজামগণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক যাঁহার আজ্ঞাকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে উক্ত বেহার সুবার অন্তর্গত মুঙ্গের সরকারের ধরমপুর পরগনা ও তিরহুত সরকারের দেহাত পরগনা আনুষঙ্গিক ইনাম প্রভৃতি স্বত্বের সহিত রাজা মধু সিংহকে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া গেল। রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, উহা এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল। নিজামতের কার্য্যকারক ও কার্য্যকারকগণ ঐ রাজাকে তাঁহার রাজভক্তি যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী স্বত্বে বজায় রাখে তাঁহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজভক্ত ও রায়তের হিতৈষী হন তবে ইঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই মহাশয়, সময়ের অনুগামী হইয়া তাঁহারা ইহার আজ্ঞানুসারে ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তের নবীকৃত সনন্দ দাখিল করার জন্য আহ্বান করিবে না।

অভিষেকের ৫০ বৎসরের ২৯ শাবান।

জে. নিটজন্যাটক,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.
Bengali Translator.

Numb. 2338 [২৩৩৮]. REGISTERED No. 30.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1997 A.

GENERAL.—*The 3rd April* 1884.—Mr. J. C. Veasey, Officiating Magistrate and Collector, Moorshedabad, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 23rd ultimo.

The 30th April 1884.—Mr. C. A. W. Fordyce, Officiating Sub Deputy Collector, Khoorda, Pooree, is appointed to be a Special Deputy Collector under the Board of Revenue for acquiring land for the Kairbad-Roopnarainpore Railway.

Mr. Fordyce is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the Burdwan district.

Moulvie Abdool Jubber, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th May, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Bunk[illegible]o Behari Buxee, Sub Deputy Collector, Pakour, Southal Pergunnahs, is allowed leave for 21 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 22nd March 1884.

The 1st May 1884.—Mr. L. J. R. Br[illegible]ce, [illegible]rator of the Herbarium of the Royal Botanical Gardens, Calcutta, is appointed to have charge of the Royal Botanical Gardens, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. J. Gammie, Head Gardener of the Government Cinchona Cultivation, Darjeeling, is appointed to have charge of the Cinchona Plantation, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Bonomali Paramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, is allowed leave for 2 months and 1[illegible] days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Rajoni Kanto Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira in the district of Khoolna, during the absence, on leave, of Baboo Bonomali Paramanick, or until further orders.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, on leave, is posted to the sudder station of the district of Shahabad.

Baboo Rakhal Das Haldar, Manager of the Chota Nagpore Estate, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

The 5th May 1884.—The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 20th April 1884:—

Mr. R. M. Waller | Mr. H. A. D. Phillips.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is allowed leave for four days, under section [illegible], chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 5th February last.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, on leave, is transferred to Jessore and is posted to the sudder station of that district.

Mr. G. M. Goodricke, Deputy Collector of Calcutta and Superintendent of Excise Revenue, is allowed leave, on private affairs, for six months, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৯৯৭ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—মুরশিদাবাদের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, পি, বীদেন সাহেব গত মাসের ২৩ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—পুরীর অন্তর্গত খুর্দ্দার একটিং সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি, এ, ডবলিউ কর্ডাইস সাহেব কয়রাবাদ-রূপনারায়ণপুর রেলওয়ের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণার্থে রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কর্ডাইস সাহেব বর্দ্ধমান জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল জব্বার ১০ মে অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারা মতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত পাকুড়ের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কবিহারী বক্সী ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের অজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—ডাক্তর শ্রীযুক্ত জি, কিং সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার রয়ল বটানিকাল উদ্যানের হর্বেরিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত এল, জে, আর, ব্রেন সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত রয়ল বটানিকাল উদ্যানের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর শ্রীযুক্ত জি, কিং সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দার্জিলিঙস্থ গবর্ণমেণ্টের সিনকোনা চাষের প্রধান গার্ডনর শ্রীযুক্ত জে, গ্যামাই সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত সিনকোনা বাগানের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলীর একটিং জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বি, ডে সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী পরামাণিক অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে চুয়ান্ন দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী পরামাণিকের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরার সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী প্রাপ্ত মজঃফরপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শাহাবাদ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

ছোটনাগপুর ইষ্টেটের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস হালদার সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—নিম্নলিখিত কর্ম্মকারকেরা নির্দ্ধারিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২০ আপ্রিলে ভার ত্যাগ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।—

শ্রীযুক্ত আর, এম, ওয়ালস সাহেব। | শ্রীযুক্ত এচ, এ, ডি ফিলিপস সাহেব।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শীতলনাথ বসু গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে চারি দিনের ছুটী পাইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শীতলনাথ বসু যশোহর জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর ও আবকারী রাজস্বের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি, এম, গুড্রিক সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারামতে নিজ কার্য্যের নিমিত্ত ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

Mr. R. C. Sterndale, Vice-Chairman of the Suburban Municipality, Calcutta, is appointed to act as a Deputy Collector in Calcutta, and as Superintendent of Excise Revenue, under section 32 of Act VII (B.C.) of 1878, in the following places, that is to say:—

(1) In the district of Calcutta;

(2) In so much of the district of the 24-Pergunnahs as is within the jurisdiction of the Commissioner of Police, Calcutta; and

(3) In so much of the district of Hooghly as is comprised within the limits of the Municipality of Howrah.

Mr. Sterndale is also appointed to act as a Collector of Stamp Revenue, Calcutta, under section 3 of Act I of 1879, and as a Collector under section 3 of the Bengal License Tax Act, II of 1880, in Calcutta.

Mr. Sterndale will act in the said appointments during the absence, on leave, of Mr. G. M. Goodricke, or until further orders.

The 7th May 1884.—Mr. J. Scobell Armstrong, Collector of Customs, Calcutta, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 21st instant.

Mr F. R. S. Collier, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serampore, Hooghly, is appointed to act as Collector of Customs, Calcutta, during the absence, on leave, of Mr. J. Scobell Armstrong, or until further orders.

Mr. F. A. Slack, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is appointed to have charge of the Serampore sub-division of the Hooghly district, during the absence, on deputation, of Mr F. R. S. Collier, or until further orders.

Moulvie Abdul Kadir, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Narail, Jessore, on leave, is appointed to have charge of the Contai sub-division of the Midnapore district, during the absence, on deputation, of Mr. F. A. Slack, or until further orders.

The 12th May 1884.—Baboo Upendra Chandra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is posted to the sudder station of the district of Burdwan.

This cancels the order of the 29th ultimo, posting Baboo Upendra Chandra Mookerjee to the sudder station of the district of Purneah.

POLICE.—*The 24th April* 1884.—Mr. C. Raban, Officiating District Superintendent of Police, Khoolna, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 3rd May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

The 28th April 1884.—Colonel H. E. Waller, District Superintendent of Police, Durbhunga, is promoted to the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel C. T. Hitchins, deceased.

Mr. W. W. Daly, Commandant of Frontier Police, Assam, on leave, is promoted to the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel H. E. Waller.

Mr. D. W. Ritchie, District Superintendent of Police, Furreedpore, is promoted to the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. W. Daly.

Mr. C. P. Crouch, Commandant of Frontier Police, Assam, is promoted to the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. D. W. Ritchie.

Mr. W. F. Smith, Officiating District Superintendent of Police, Chittagong, is appointed to be a District Superintendent of Police of the fifth grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. C. P. Crouch.

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

Mr. H. S. Schurr, Temporary Assistant Superintendent of Police, of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. F. Smith.

Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, Assam, is promoted temporarily to the first grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. J. C. Stack, Temporary Assistant Superintendent of Police of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. H. C. Clogstoun, Assistant Superintendent of Police, Mymensingh, is promoted temporarily to the second grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. J. C. Stack.

REGISTRATION.—*The 1st May* 1884.—Moulvi Syed Abdur Raub, Special Sub-Registrar of Jessore, on probation, is confirmed in that appointment.

EDUCATION.—*The 30th April* 1884.—Baboo Akhoy Kumar Mookerjee, Head Master of the Rungpore Zillah School, is appointed a member of, and Secretary to, the District School Committee of Rungpore, *vice* Baboo Khetter Mohun Mittra, who has left the district.

***The 5th May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Howrah :—**

Surgeon-Major J. G. Pilcher, Civil Surgeon, Howrah, *vice* Baboo Becharam Chatterjee, resigned.

Mr. S. F. Downing, Principal, Engineering College, Howrah, *vice* Mr. J. H. Reily.

The Revd. A. L. Mitchell, Chaplain, Howrah, *vice* Kumar Bejoy Kissen Roy, deceased.

Pundit Mohesh Chunder Nyayaratna, C.I.E., Principal, Sanskrit College, Calcutta, *vice* Baboo Obhoy Churn Ghose, deceased.

Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, *vice* Baboo Raj Kissen Mookerjee, deceased.

OPIUM.—*The 30th April* 1884.—Mr. N. T. Ryves, Sub-Deputy Opium Agent, Hajeepore, Mozufferpore, is allowed leave for one month under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Mr. W. T. Ryves, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Chupra, is appointed to act as Sub-Deputy Opium Agent, Hajeepore, Mozufferpore, during the absence, on leave, of Mr. N. T. Ryves, or until further orders.

***The 1st May* 1884.—Mr. W. L. [illegible], Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for 2 months and [illegible] days under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.**

MEDICAL.—*The 2nd May* 1884.—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, reported his departure from India, on furlough, on the afternoon of the 18th ultimo.

***The 5th May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Buntipore Dispensary, in the district of Hooghly :—**

Baboo Gris Chandra Chakrabotty.	Baboo Mohesh Chundra Ghatak.
,, Bani Madhub Ghattack.	,, Brojonoth Mittra.
,, Gris Chundra Roy.	,, Khetranoth Ghose.

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

শ্রীযুত ডব্লিউ, এফ, স্মিথ সাহেবের পরিবর্ত্তে পোলীসের প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবর্ত্তে আসামের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, টি, রিবেট-কার্ণাক সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবর্ত্তে পোলীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, সি, ষ্টাক্ সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, সি, ষ্টাক সাহেবের পরিবর্ত্তে ময়মনসিংহের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ সি, ক্রুপষ্টন সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ মে।—পরীক্ষার্থ যশোহরের বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আব্দুর রব সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র রঙ্গপুর জিলা হইতে গমন করায় রঙ্গপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রঙ্গপুর জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বর ও সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়া জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ম্মত্যাগ করাতে হাবড়ার সিবিল চিকিৎসক সর্জন মেজর শ্রীযুত জে, জি, পিলচর সাহেব।

„ জে, এচ রাইলী সাহেবের পরিবর্ত্তে হাবড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের প্রিন্সিপল শ্রীযুত এস, এফ, ডৌলিং সাহেব।

কুমার বিজয়কৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ধর্ম্মোপদেশক পাদরী শ্রীযুত এ, এল, মিচেল সাহেব।

বাবু অভয়চরণ ঘোষের মৃত্যু হওয়াতে কলিকাতার সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপল, পণ্ডিত শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই,।

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আফীমের সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এন, টি, রাইবস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এন, টি, রাইবস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা অন্য আজ্ঞা না হয়, তাপরার আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, টি, বার্ণস সাহেব মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আফীমের সব-ডেপুটী এজেণ্টের কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—তেহতার আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এল, এল, রীড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি দুই মাস সাতাইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২ মে।—ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত জে, মুরহেড সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া গত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্নে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলী জিলার অন্তর্গত বক্সীপুরের ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।	শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘটক।
„ „ বেণীমাধব ঘটক।	„ „ ব্রজনাথ মিত্র।
„ „ গিরীশচন্দ্র রায়।	„ „ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

The 13th May 1884.—Dr. K. D. Ghose, Civil Medical Officer, Khoolna, is appointed to act as Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. P. Gupta, or until further orders.

SANITATION.—*The 28th April* 1884.—Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal, Officiating Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, is appointed to be Superintendent of Vaccination, Sonthal Pergunnahs Circle.

This cancels the order of the 15th February last, appointing Assistant Surgeon Anand Chunder Mookerjee to be Superintendent of Vaccination, Sonthal Pergunnahs.

Assistant Surgeon Mohendro Nath Das, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 2nd May* 1884.—Lieutenant-Colonel G. F. Graham is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

The 13th May 1884.—Mr. C. H. Moore is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 4th May* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Rungpore Municipality of Dr. E. S. Brander, Civil Surgeon of the district, to be their Vice-Chairman.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Mozufferpore Municipality of Baboo Iswary Churn Mukerjea to be their Vice-Chairman.

Baboo Okhoy Coomar Sen, Personal Assistant to the Commissioner of Dacca, is appointed to be a Commissioner of the Dacca Municipality, *vice* Moulvie Obaidullah, resigned.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazareebagh, of Baboo Mohendra Lall Ghose, Munsif, to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Preonath Banerjea to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 5th May* 1884.—Mr. J. C. Williamson is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Pooree District Road Committee.

Mr. Patri[illegible] Duff, Sub-Manager of Nareeguer, is appointed to be a member of the Soop[illegible] Branch Road Committee, in the district of Bhagulpore, *vice* Baboo Mohadeo Dutt, transferred.

The following gentlemen are appointed to be members of the Rajshahye District Road Committee:—

Baboo Jadoo Nundun Sen. | Mr. F. A. Larg.

Munshi [illegible], Rural Sub-Registrar, is appointed to be a member of the Julp[illegible] District Road Committee.

[illegible] Lesan Ali Khan Chowdry is appointed to be Vice-Chairman of the Nattore Branch Road Committee.

The [illegible] May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Baras[illegible] District Road Committee:—

Baboo Heramba Narayan Roy Mohasay. | Baboo Steekant Kur.
Baboo Damudar Chowdhury.

The following gentlemen are re-appointed to be members of the above Committee:—

Lala Jadunath Roy. | Baboo Radharaman Das.
Rajan Shyamanund De. | „ Bhugwan Chunder Das.

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

The following notification is re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 127.—*The* 30*th April* 1884.—Mr. J. J. S. Driberg, Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, and Mr. B. G. Geidt, Officiating Assistant Commissioner, second grade, held the substantive appointments of first and second grade Assistant Commissioners, respectively, from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to the second and third grades of Assistant Commissioners on the 7th November 1883.

Mr. B. G. Geidt officiated in the first grade of Assistant Commissioners from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to Officiating Assistant Commissioner, second grade on the 7th November 1883.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29*th April* 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the District Road Committee of Mymensingh at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification.

Bye-laws.

I. Any one making or causing any obstruction, by means of buildings, huts, fences or otherwise, on any roadway or side-drain, or by tethering cattle upon, or so that they can stray upon any roadway or side-drain, or by leaving carts or cattle standing without a driver, so as to cause inconvenience or danger to the public or to any person, or by stacking straw or jute, or by exposing goods for sale, or by depositing rubbish or the like, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

II. Any one making or causing any obstruction in or to any waterway or drain or channel running alongside of any roadway, or in the immediate vicinity of any bridge or culvert, constructed or being constructed on any road or s- road, so as to injure, or tend to injure, such structure or roadway, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

III. Any one cutting or damaging trees planted by, or under charge of, the Road Committee, or damaging fences on any roadway or its slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

IV. Any one committing a nuisance on any roadway, or in its immediate vicinity, or in any side excavations or under any bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 2.

V. Any one excavating a hole, pit, tank, or well without the permission of the District Engineer, within [illegible] from the bottom of any road slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which such hole pit &c. shall not be filled up after due notice given.

VI. Any one driving any vehicle, cattle, or elephant along any road during its construction, or until such time as it is declared open by the District Engineer by a public notice given in such manner as the Committee may prescribe, and any one taking an elephant over any wooden bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VII. During the course of repairing any district road or bridge it shall be lawful for the person in charge of such repairs to stop traffic from passing over such roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VIII. Any one steeping jute in any road-side drain, the property of the Road Committee, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

IX. Whoever being in possession of, or having control over, any trees, bamboos or hedges overhanging or obstructing any road or side-drain or slopes, and being required to cut

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটহইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১২৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—চতুর্থ শ্রেণীর একটিং ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুত জে, জে, এস, ড্রিবের্গ সাহেব ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একটিং আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত বি, জি, গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অবধি ৬ নবেম্বর পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনরদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থায়িপদ ধারণ করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনরদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পদে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীযুত বি, জি, গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অবধি ৬ নবেম্বর পর্য্যন্ত আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটিং আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনরের পদে প্রত্যাগমন করিলেন।

এস, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি, ময়মনসিংহ জিলার সভাগত পথ কমিটীর প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

১। কোন ব্যক্তি কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নর্দ্দমার উপর কোটা কি চালা ঘর করিয়া কি বেড়া দিয়া কি প্রকারান্তরে কিম্বা গবাদি কোন পথে কি পার্শ্বস্থ নর্দ্দমায় বাঁধিয়া দিয়া অথবা পথ হইতে তাহা যাইতে পারে এমত স্থানে বাঁধিয়া দিয়া কিম্বা যাহাতে সাধারণের বা কোন ব্যক্তির অসুবিধা বা বিপদ হইতে পারে এমত ভাবে গাড়ী যান কিম্বা গরুর গাড়ী বা গবাদি পথে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কিম্বা খড় কি পাট গাদা করিয়া কিম্বা দ্রব্য বিক্রয়ার্থ রাখিয়া কিম্বা জঞ্জালাদি জমা করিয়া পথে বাধা করিলে বা জন্মাইলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে তাহার দিনপ্রতি ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি কোন পথের পার্শ্বের পানি কোন জল পথের কি নর্দ্দমার কি খালের বাঁধ কিম্বা পথ করের কেবল পথে যে সেতু কি সাঁকো প্রস্তুত হইয়াছে কি হইতেছে সেই সাঁকোর কি পথের পানি করিয়া বা যাহাতে তাহার হানি হইতে পারে এমত ভাবে তাহার অতি নিকটবর্ত্তী স্থানের বাধা করিলে বা জন্মাইলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ করিতে থাকে তাহার দিনপ্রতি ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৩। কোন ব্যক্তি পথ কমিটীর রোপিত বা তদ্ধীন গাছ কাটিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিম্বা কোন পথের পার্শ্বের বা ঢালু স্থানের বেড়ার ক্ষতি করিলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি কোন পথ বা তাহার অতি নিকট স্থান কিম্বা তৎপার্শ্ববর্ত্তি কোন খাত কিম্বা কোন সাঁকোর নীচে মলমূত্র ত্যাগ করিলে তাহার ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ প্রস্তুত করণ সময়ে কিম্বা কমিটীর নির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র কর্ত্তৃক পথ খোলা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ বিজ্ঞাপন দেওয়া না গেলে, কোন ব্যক্তি সেই পথ দিয়া কোন যান কি গবাদি কি হস্তী লইয়া গেলে তাহার, এবং কোন ব্যক্তি কাঠময় সাঁকোর উপর দিয়া হস্তী লইয়া গেলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭। জিলার কোন পথ বা সাঁকো মরামত করিবার সময়ে, মেরামৎকরণ কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি পথের যতদূর মেরামত করা যাইতেছে তাহার উপর দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া বন্দ করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য ঐ পথের কিয়দংশ রাখিয়া দিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৮। কোন ব্যক্তি পথের পার্শ্বস্থ পথ কমিটীর কোন নর্দ্দমায় পাট ভিজাইয়া রাখিলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি তাহার ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৯। কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নর্দ্দমার বা ঢালু স্থানের উপর ঝুলিয়া পড়া বা অবরোধকারি কোন গাছের কি বাঁশের কি বেড়ার অপনীতকরণের কিম্বা তাহার উপর যাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকে

down or trim such trees, &c., or otherwise remove the obstruction, shall comply with such requisition within seventy-two hours. In default, it shall be lawful for the Road Committee to have the obstruction removed at the cost of the owner up to a maximum of Rs. 10 leviable as a fine.

X. Every driver of a carriage or cart, or every person in charge of cattle or elephants, must keep to his left while passing another vehicle or cattle or elephant moving in the opposite direction along any district road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

XI. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart, palki or other vehicle and every elephant shall carry one conspicuous light. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th May 1881.—It is hereby notified for general information that, under clause 2, section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor is pleased to declare the ferry working between Bahar on one side of the river Padma and Nagapura on the other, which was hitherto known by the name of Rajganj ferry, in the district of Dacca, to be a public ferry.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 2nd May 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Pooree Municipality for a public purpose, viz. for widening a road known as the Dolemar [illegible] in Dolemundadapsahi, within the limits of the Pooree Municipality, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 gunta 5 biswas and [illegible] of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the garden known as belonging to Gangadhar Mahapatra, bearing measurement No. 17; on the east by [illegible] and the mud wall enclosing the garden known as belonging to [illegible] Mahapatra, which bears measurement No. 18; on the south by the public road, and on the west by land bearing measurement No. 19, and known as belonging to [illegible] Pathan, on which the house of Ram Swamee stands.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[illegible] *4th May* [illegible]

that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Packpara, pergunnah [illegible] in the [illegible] it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 bigahs 9 cottahs 6 [illegible] of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the Packpara road; on the south by the houses of [illegible], Nazim and Kazim [illegible]; on the west by a ditch [illegible] Sardar's house; and on the east by the low land west of [illegible] house.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 20th May 1881.]

তাঁহার প্রতি ঐ গাছাদি কাটিয়া ফেলিবার কি ঝুড়িয়া দিবার কি প্রকারান্তরে ঐ অবরোধক দ্রব্য স্থানান্তর করিবার আদেশ হইলে তিনি বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে ঐ আদেশমতে কার্য্য করিবেন, না করিলে পথকমিটী অত্যধিক ১০৲ দশ টাকা পর্য্যন্ত স্বামীর খরচে ঐ অবরোধক দ্রব্য স্থানান্তর করিয়া অর্থদণ্ডের ন্যায় সেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

১০। ঘোড়ার বা গরুরগাড়ীর প্রত্যেক গাড়ওয়ান কিম্বা গবাদি বা হস্তী যাহার জিম্মায় থাকে এমত প্রত্যেক ব্যক্তি জিলার পথ দিয়া যাইবার সময়ে অন্য যান বা গবাদি বা হস্তী সম্মুখে আসিতেছে দেখিলে আপন বাম দিক্ দিয়া যাইবে। এই বিধি লঙ্ঘনের ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। সূর্য্যাস্ত অবধি সূর্য্যোদয়ের মধ্য কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়ী গমনাগমন করে তাহাতে দুই উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া যাইবে, এবং প্রত্যেক গরুরগাড়ী কি পালকী কি অন্য যান ও প্রত্যেক হস্তী একটী উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া যাইবে। এই বিধি লঙ্ঘনের ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঢাকা জিলার অন্তর্গত পদ্মা নদীর এক পারে বাহার ও অন্য পারে নবিপুরার মধ্যে রূপগঞ্জের খেয়াঘাট নামক যে খেয়াঘাটে অদ্যাপি খেয়া চলিতেছে সেই ঘাট ১৮৬৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণমতে সরকারী খেয়াঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পুরী মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত দোলমণ্ডপশাহিতে দোলমণ্ডপ নামে খ্যাত পথ পরিসর করণার্থে পুরী মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কতিমতে ন্যূনাধিক ১ গুণ্ঠ ৫ বিশ্বাস ৫ গণ্ডা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গঙ্গাধর মহাপাত্রের বাগান নামক মাপের ১৭নং বাগান, পূর্ব্ব সীমা ভুরমুণ্ড গাছ, এবং উক্ত গঙ্গাধর মহাপাত্রের বাগান নামক বাগানের কাঁটা প্রাচীর, তাহার মাপের নম্বর ১৮, দক্ষিণ সীমা সরকারী পথ এবং পশ্চিম সীমা গোপীনাথ পাহাড়ির বলিয়া খ্যাত মাপের ১৯নং জমি, এই জমিতে রাম স্বামির বাড়ী আছে।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ নগরস্থ নসরৎশাহী পরগণার পাইকপাড়া গ্রামে মুসলমানদিগের কবর স্থানের জন্য নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কথিমতে ন্যূনাধিক ৪ ৪ কাঠা ৬ ধুর পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পাইকপাড়ার পথ, দক্ষিণ সীমা আমির, খোদাবক্স, নাজিম ও কাজিম ভুইয়ের বাড়ী, পশ্চিম সীমা আরত সর্দ্দারের বাড়ীর পূর্ব্ব দিকের গড় এবং পূর্ব্ব সীমা নাদারের বাড়ীর পশ্চিমদিকের নিম্ন জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

DECLARATION.

The 5th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Municipality for the Suburbs of Calcutta for a public purpose, viz. for the improvement of the Chukrobaria road, in Bhowanipur, Dihee Punchanogram, in the district of the 24-Pergunnahs, it is hereby notified that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5½ cottahs of the standard measurement is required. The land is bounded on the north by holding No. 236G.; on the west by holding No. 236, sub-division J., division VI, Punchanogram; and on the south and east by the Chukrobaria road (north).

2. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Khanpur pergunnah Khijirpur, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 9 cottahs 3 dhoors of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Misri Tanti; on the south by the Dacca road; on the west by the ditch east of Lal Mohon Bannia's homestead; and on the east by the bee[illegible] and the ditch west of Heramon Kamar's homestead.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to al whom it may concern

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay. To—Calcutta.
From—General Secretary. To—Bengal.

MY telegram, 7th. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against ports named.

A. P. MACDONNELL,
Offg Secretary to the Govt. of Bengal

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay. To—Calcutta
From—General Secretary. To—Bengal.

RESIDENT, Aden, telegraphs:—A telegram to the following effect has been received from Alexandria. Telegram begins:—Warn Perim to impose quarantine against India and Saigon, otherwise vessels from Perim are put in quarantine. Telegram ends. I have telegraphed as follows:—Perim was warned on 3rd, the first opportunity that offered. Telegram ends. Please make known that quarantine restrictions imposed at Aden are also enforced at Perim

Dated 3rd May 1884.

To—Darjeeling. From—Simla.
To—Bengal. From—Home.

FOLLOWING telegram received from Secretary of State Message begins:—Arrivals at the ports in Spain quarantined. Message ends.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION

The 7th May 1884.—In the notification, dated the 9th August 1883, published at page 724, Part I of the *Calcutta Gazette* dated the 29th idem, the boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah was by an oversight described as terminating at the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station. To rectify this mistake, the Lieutenant-Governor

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের ভবানীপুর চক্রবেড়িয়ার পথের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্নমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ।০।। পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ২৩১G নং যোত, পশ্চিম উত্তর সীমা পঞ্চান্ন গ্রামের ৬ খণ্ডের J উপখণ্ডের ২৩৬নং যোত, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা চক্রবেড়িয়ার পথ (উত্তর)।

২। ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭মে।— রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত খিজিরপুর পরগনার খাঁপুর গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২।৪ কাঠা ৩ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মিশ্রি তাঁতির কর্ষিত জমি, দক্ষিণ সীমা ঢাকার পথ, পশ্চিম সীমা লালমোহন বেণিয়ার বাস্তুর পূর্ব্বদিকের গর্ত্ত, এবং পূর্ব্ব সীমা বিল ও ছিরেমন কামারের বাস্তুর পশ্চিম দিকের গর্ত্ত।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই. এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

আমার ৭ তারিখের টেলিগ্রাম দেখ। যেং বন্দরের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে তদ্বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশে B চিহ্নিত ধারা টাইন বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ. পি. মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

এদেশের রেসিডেন্ট সাহেব তার যোগে এইরূপ খবর দিয়াছেন।—আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের এক টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে।—"ভারতবর্ষ ও সেগনের বিরুদ্ধে কারাণ্টাইন ধার্য্য করিতে হইবে বলিয়া পেরিমকে সাবধান করিয়া দাও; নতুবা পেরিম হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, তাহাদিগকে কারাণ্টাইনের নিয়মাধীন করা যাইবে"।—আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম করিয়াছি।—"পেরিমকে ৩রা তারিখে প্রথম সুযোগে সাবধান করা গিয়াছে"—ইহা জ্ঞাত করিবেন যে, এদেশে কারাণ্টাইনের যে সকল নিয়ম ধার্য্য করা গিয়াছে, পেরিমে তাহাই প্রবল করা যায়।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশে,
দার্জিলিঙ্গে

সিমলা হইতে
হোম ডিপার্টমেণ্টের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।

শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। স্পেনের বন্দরে জাহাজ পঁহুছিলে কারাণ্টাইনের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে।

এ, পি, মাকডনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৩ সালের ৯ আগষ্টের বিজ্ঞাপনে শ্রীহট্ট ও পর্ব্বতীয় ত্রিপুরা জিলার মধ্যগত সীমা ভ্রমক্রমে ছত্রচূড়া বা করমালিয়ন পাহাড় ষ্টেশনে শেষ হয় বলিয়া লিখিত হইয়া

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৮ মে।]

now declares that the following is the correct boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah :—

The common boundary between Sylhet and Hill Tipperah commences westward at the Khueajuri nuddee, and from that river to Iktiarpur masonry pillar is as laid down on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-61. Thence it extends eastward to a point on the Lungai river due west of the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the maps of seasons 1863-65, and marked on the ground by *pucca* pillars ordered by Government etter No. 1265, dated the 31st March 1865, from the Secretary to the Government of Bengal, to the Surveyor-General of India. Thence the Sylhet boundary beyond this river extends eastward to the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-65.

A. P. MacDonnell, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—In supersession of the notification of the 19th April 1884, published in the Gazette of the 23rd idem, Part I, page 512, the Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions or subdivisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, *i.e.*, of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MacDonnell, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 9th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, whose services were, in the notification dated the 17th September 1883, placed at the disposal of the Conservator of Forests for special duty, assumed charge of the Hazaribagh Forest Division from Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, on the afternoon of the 29th December 1883.

The following postings of officers are sanctioned from the 1st April 1884, with effect from which date the forest charges hitherto known as the Palamow, Hazaribagh, and Singbhoom Forest Divisions are grouped together, and will form the Chota Nagpore Forest Division :—

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, to the charge of the Chota Nagpore Forest Division, retaining charge of the Hazaribagh Forest Sub-Division of that Division.

Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests, to the Palamow Sub-Division.

Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, to the Singbhoom Sub-Division.

A. P. MacDonnell, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

The 12th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests of the fourth grade, in Bengal, is appointed to act in the third grade of Deputy Conservators, during the absence, on furlough, of Mr. A. J. Mann, Deputy Conservator of Forests of the third grade in Assam, with effect from the date on which that officer availed himself of the one year's furlough granted to him by the Chief Commissioner of Assam.

A. P. MacDonnell, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—In continuation of the Notification dated the 28th March 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 29th idem, Part I, page 315, and in exercise of the powers vested in him by section 16 of Act XII of 1875, the Lieutenant-Governor is pleased to exempt all vessels entering the Port of Calcutta from the levy of port dues with effect from the 1st April 1884.

A. P. MacDonnell, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

Government Gazette, 20th May 1884.]

ছিল। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই ভ্রম সংশোধনার্থে শ্রীহট্ট ও পর্ব্বতীয় ত্রিপুরা জিলার মধ্যগত নিম্নলিখিত শুদ্ধ সীমা এইরূপে প্রকাশ করিলেন।—

শ্রীহট্ট ও পর্ব্বতীয় ত্রিপুরার মধ্যগত সাধারণ সীমা খেজুরী নদীতে পশ্চিম মুখে আরম্ভ হইয়া ১৮৬০ ও ৬১ সালের রাজস্বের জরীপী কার্য্যের ঐ ২ সালের মানচিত্রে লিখিত ঐ নদী হইতে এক্তিয়ারপুরের পাকা স্তম্ভ পর্য্যন্ত যায়। তথাহইতে ঐ সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের মানচিত্রের নির্দ্দিষ্ট ও ভারতবর্ষের সরবেয়র জেনরল সাহেবের নিকট বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৬৫ সালের ৩১ মার্চ্চের ১২৩৪ নং গবর্ণমেণ্টের পত্রানুসারে আদিষ্ট পাকা স্তম্ভ দ্বারা জমিতে চিহ্নিত হইয়া ছত্রচূড়া বা কয়লানিয়ন পাহাড় ষ্টেশনের খাড়া পশ্চিম লঙ্গাই নদীর তটের বিশেষ স্থান পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে যায়। তথাহইতে এই নদীর ওদিকে শ্রীহট্টের সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের রাজস্বের জরীপী মানচিত্রের নির্দ্দিষ্ট ছত্রচূড়া বা কয়লানিয়ন পাহাড় ষ্টেশন পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে যায়।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—খণ্ডের বা উপখণ্ডের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একসেকিউটিব ও আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রেণীর সোণচক্রের খালেরকর্ত্তৃপক্ষেরা ১৮৬৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারায় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপক্ষে অর্থাৎপাটওয়ারীদের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেট ধার্য্য বা খালের রেট আদায়করণ সংক্রান্ত প্রামের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৯ আপ্রিলের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসেরব ১৯ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে তাঁহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—১৮৮৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞাপন ক্রমে বিশেষ কার্য্যার্থে বনরক্ষকের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এফ, বি, মান্সন সাহেব, একটিং আসিষ্টাণ্ট বনরক্ষক শ্রীযুত আর, এস, হেনিগ সাহেবের স্থানে ১৮৮৩ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অপরাহ্নে হাজারীবাগ বনখণ্ডের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

কার্য্যকারকদের নিম্নলিখিত অবস্থাপন ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি অনুমোদিত হইল, উক্ত তারিখ অবধি পালামৌ হাজারিবাগ ও সিংহভুম নামে এতাবৎ খ্যাত বনখণ্ড একত্র করিয়া ছোট নাগপুর বনখণ্ড করা যাইবে।

ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এফ, বি, মান্সন সাহেব ছোটনাগপুরের বন খণ্ডে অবস্থাপিত হইবেন উক্ত বন খণ্ডের অন্তর্গত হাজারীবাগ বন উপখণ্ডের কার্য্যভারও প্রাপ্ত থাকিবেন।

আসিষ্টাণ্ট বন রক্ষক শ্রীযুত সি, এ, জি, লিভিংষ্টন সাহেব পালামৌ উপ খণ্ডের কার্য্যের ভার পাইবেন।

একটিং আসিষ্টাণ্ট বন রক্ষক শ্রীযুত আর, এস, হেনিগ সাহেব সিংহভুম উপ খণ্ডের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইবেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—আসামের তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এ, জে, মেন সাহেবের নিয়মিত ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অর্থাৎ আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের দত্ত একবৎসরের নিয়মিত ছুটী এই কার্য্যকারক যে তারিখে গ্রহণ করেন তদবধি বঙ্গদেশে চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এফ, বি, মান্সন সাহেব ডেপুটী বন রক্ষকদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—১৮৮২ সালের আপ্রিল মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ২৮ মার্চ্চের বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৫ সালের ১২ আইনের ৪৬ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি কলিকাতা বন্দরে প্রবেশকারি সকল জাহাজ বন্দরীয় মাসুল দেওন হইতে মুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1998 A.

The 29th April 1884.—Baboo Bungshi Dhur Rai, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Moorshedabad, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Chandi Das Ghose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 30th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Govindo Chunder Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Serampore General Bench.

Baboo Kali Kumar Bose, Temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, _vice_ Baboo Shoshi Bhusun Banerjee, deceased.

Baboo Hari Prosad Das, Temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, _vice_ Baboo Kali Kumar Bose.

Baboo Mohendro Lal Gossami, Temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, _vice_ Baboo Hari Prosad Das.

Baboo Okhoy Coomar Mitra, Temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, _vice_ Baboo Mohendro Lal Gossami.

Baboo [illegible] Chatterjee, Munsif of Moulvie Bazar in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs during the absence, on deputation, of Moulvie Hafiz [illegible] Kureem.

Baboo Sri [illegible] Chatterjee, Munsif of [illegible]dah, in the district of Jessore, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, _vice_ Baboo [illegible] Kant Chatterjee.

Baboo Kali [illegible] Mookerjee, Second Munsif of Habigunge, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, _vice_ Baboo Sri Gopal Chatterjee.

Baboo [illegible] Dutt, Officiating Munsif of Jehanabad, Hooghly, is appointed temporarily to be a Munsif of the fourth grade, _vice_ Baboo Kali Pada Mookerjee.

The 1st May [illegible].—Baboo Ram Anugraha Narayan Singh, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Sarat Kant Bhattacharjee to be an Honorary Magistrate for the [illegible]pore Bench in the district of Monghyr, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Dw[illegible] Nath [illegible], Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 2nd May [illegible].—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo [illegible] of his appointment of Honorary Magistrate of the Jehanabad General Bench in the Hooghly district.

Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure, Act X of 1882, the Lieutenant-Governor empowers **Baboo Prasanna Kumar Dutt**, Temporary Deputy Magistrate, Chittagong, to take down evidence in criminal cases in the [illegible].

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Kalidas Das Gupta to be an Honorary Magistrate for the [illegible]oondari, Boda, in the Julpigoree district, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—_The 12th May_ 1884.—Baboo **Koylash Chandra Mozoomdar**, Munsif of Bagirhat and Khoolna in the district of Jessore, is allowed leave for 21 days, under rule 1, section 75, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted him on the 3rd April 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt of Bengal

[_Government Gazette_ 20th May 188[illegible]

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১১৭৮ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—মুরশিদাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বংশীধর রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চণ্ডীদাস ঘোষ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীরামপুর জেনরল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

বাবু শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বসু সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বসুর পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু হরিপ্রসাদ দাস সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিপ্রসাদ দাসের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রলাল গোস্বামী সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রলাল গোস্বামীর পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত মৌলবী হাফিজ আব্দুল করিমের অনুপস্থিতি কালে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত মৌলবী বাজারের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে [illegible] জিলার অন্তর্গত [illegible] মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত হবিগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে [illegible] জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু [illegible] দত্ত কিয়ৎকালের নিমিত্তে চতুর্থ শ্রেণীর মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—[illegible]বাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু [illegible] সিংহ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব শ্রীযুত বাবু [illegible] [illegible] জিলার অন্তর্গত [illegible]পুর বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

[illegible]বাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—শ্রীযুত বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ জেনরল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩৫৭ ধারায় যেম [illegible] ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তদনুসারে তিনি চট্টগ্রামের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার [illegible] ফৌজদারী মোকদ্দমায় ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব শ্রীযুত বাবু কালিদাস গুপ্তকে জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বোদার চন্দনবাড়ী বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ১২ মে।—যশোহর জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট ও খুলনার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিলে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

এস, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 13*th May* 1884.

No. 204.—*Transfer*.—Mr. T. H. Clowes, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Brahmini-Byturni to the Mahanuddy Division.

No. 205.—*Notifications*.—Mr. G. Deuchars, Assistant Engineer, second grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant.

No. 206.—The undermentioned Engineers passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant :—

Name.	Rank.
Mr. E. T. Faulkner	Assistant Engineer, second grade.
„ C. A. White	Ditto ditto.

No. 207.—*Promotion*.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. C. Taylor ...	Assistant Engineer, first grade, on furlough.	Executive Engineer, fourth grade.	1st May 1883* ...	Permanent.
„ G. A. G. Shawe ...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ M. J. Monckton ...	Assistant Engineer, first grade (on deputation).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ C. J. K. Watson...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. Monies ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. Hayes ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. E. Behrmann...	Ditto ...	Ditto ...	28th November 1883.	Ditto.

* In supersession of the date published in Bengal Government Notification No. 111, dated 26th February 1884.

IRRIGATION.

The 13*th May* 1884.

No. 210.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of an embankment in connection with the reclamation of the Bullee Bheel, it is hereby declared that a piece of land about 1,844 feet long, and varying from 54 to 310 feet wide, measuring, more or less, 15 bigahs 3 cottahs and 11 chittacks, is required in the villages Koijoori and Gaborda on the west bank of the Jaliapara Khal, in the 24-Pergunnahs district, in pergunnahs Buran and Surferajpore respectively. It is bounded on the north by the said Jaliapara Khal; on the west by the village Koijoori, in estate No. 611, Dehi Boikari; on the south by the village Gaborda; and on the east by Boikari Baor.

It is also hereby declared that another strip of land, situated in village Kalilee, in pergunnah Hilki, on the east side of the Jaliapara Khal, in the district of Khoolna, is required for the same purpose. This strip of land is about 138 feet long, and varies in width from 32 to 74 feet, and measures, more or less, 11 cottahs and 8 chittacks in area. This land is bounded on the north, east, and south by the village Kalilee, and on the west by the Jaliapara Khal.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 20*th May* 1884.]

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

১০৪ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর অসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত টি, এচ, ক্রোস সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে ব্রাহ্মণী-বৈতরিণী খণ্ড হইতে মহানদী খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

১০৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—সারাণসী-কটক রেলওয়ে সর্ভের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে. ডিউচার্স সাহেব এই মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

১০৬ নম্বর।—নিম্নলিখিত ইঞ্জিনিয়রেরা এই মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

নাম।	পদ।
শ্রীযুত ই, টি, ফলকনর সাহেব	দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র।
„ সি. এ, হোয়াইট সাহেব	ঐ ঐ

১০৭ নম্বর।—পদবৃদ্ধি।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনিয়র সিরিস্তায় নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ স্থিরভাব
শ্রীযুত সি. টেলর সাহেব ...	নিয়মিত ছুটিপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র	চতুর্থ শ্রেণী, একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র।	১৮৮৩ সাল ১ মে *	স্থায়ী।
„ জি. এ, কিমা সাহেব	কার্য্যকারীন চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র	ঐ	ঐ	ঐ
„ এম জে. ম্যাকটন সাহেব	অস্থায়িত্বে কার্য্যে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র	ঐ	ঐ	ঐ
„ সি. জে কে. ওয়াটসন সাহেব ...	কার্য্যকারীন চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র	ঐ	ঐ	ঐ
„ এ. মরিস সাহেব ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
„ এ. হিম সাহেব ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
„ এ. ই, বেকম্যান সাহেব	ঐ	ঐ	১৮৮৩ সাল ২৮ নবেম্বর	ঐ

* বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির ১১১ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত তারিখ রহিত করিয়া।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

১১০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ বল্লিবিলের সংস্কার করণ সংক্রান্ত বাঁধ প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ পাওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সম্বাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ২৪পরগনা জিলার অন্তর্গত ক্রমান্বয়ে বুড়ন ও সৈয়দপুর পরগনার জেলেপাড়া খালের পশ্চিম তটস্থ কইজুরি ও গবোন্দী গ্রামে প্রায় ১৮৪ ফুট দীর্ঘ ও ৫৪ হইতে ৩১০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৩৷। ৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা জেলে পাড়া খাল, পশ্চিম সীমা ৬০২ নং হইতে ৮০ ডিহি বৈকারির কইজুরি গ্রাম, দক্ষিণ সীমা গবোন্দী গ্রাম এবং পূর্ব্ব সীমা বেকরি বাওর।

এতদ্দ্বারা আরো প্রকাশ করা যাইতেছে যে, উক্ত কার্য্যের নিমিত্তে খুলনা জিলার অন্তর্গত জেলেপাড়া খালের পূর্ব্ব তটস্থ হিলকী পরগনার কালিলী গ্রামে আর এক ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন। উক্ত ভূমি প্রায় ১৩৮ ফুট দীর্ঘ ও ৩২ অবধি ৭৪ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ।১॥ ছটাক পরিমিত। এই ভূমির উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা কালিলী গ্রাম এবং পশ্চিম সীমা জেলেপাড়া খাল।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম. এস. সি.
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে মাহমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ৪ আইন ।

হাবড়া মুনিসিপালিটীতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটীর মুনিসিপল কমিশ্যনরদিগকে ক্ষমতা দিবার আইন ।

হেতুবাদ ।

হাবড়া মুনিসিপালিটীর ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ মুনিসিপল ফণ্ড হইতে দিবার বিধান করা বাঞ্ছনীয় ; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

সংক্ষেপ নাম ।

১ ধারা । এই আইন "হাবড়া ও শাখানগরের মুনিসিপল পোলীস বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন" বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারিবে ।

ব্যাপ্তি ।

এই আইন হাবড়া মুনিসিপালিটীতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীতে বর্ত্তিবে ।

আরম্ভ ।

আর ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইন যে তারিখে প্রবল হইবে, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে ।

মুনিসিপল ফণ্ড হইতে পোলীসের খরচ দিতে পারিবার কথা ।

২ ধারা । হাবড়া মুনিসিপালিটীতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটীর মুনিসিপল ফণ্ড এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে ।

১৮৬১ সালের ৫ আইন মতে পোলীস নিযুক্ত হইবার কথা ।

৩ ধারা । উক্ত দুই মুনিসিপালিটীতে নিযুক্ত বা কর্ম্মকারী সমুদয় পোলীস কর্ম্মচারী ১৮৬১ সালের ৫ আইনের বিধানমতে, কিম্বা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে, নিযুক্ত হইবেন, এবং বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধীন পোলীস সেরেস্তার একাংশ বলিয়া গণ্য হইবেন, ও উক্ত কোন আইনের বিধানের নিয়মাধীন থাকিবেন ।

পোলীস সম্বন্ধীয় অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার কথা ।

৪ ধারা । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন সেই পাঠে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক মুনিসিপালিটীর আয়ব্যয়ের অনুমানপত্র তাহা প্রস্তুত করিবার পর বৎসরের জন্য প্রস্তুত করা যাইবে, এবং ঐ অনুমানপত্র যে বৎসরের সম্বন্ধে হয় সেই বৎসরারম্ভ হইবার অন্যূন তিন মাস পূর্ব্বে তাহা মুনিসিপল কমিশ্যনরদের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে ।

অনুমানপত্রে যাহার লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৫ ধারা। হাবড়ার অনুমানপত্র পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এবং কলিকাতার শাখানগরের অনুমানপত্র কলিকাতা নগরের পোলীসের কমিশনর সাহেব প্রস্তুত করিবেন; এবং উক্ত প্রত্যেক মুনিসিপালিটীতে যে পোলীস দল রাখিতে হইবে তাহার সংখ্যা, গঠন ও বেতন ঐ অনুমানপত্রে লিখিত হইবে।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও খণ্ডের কমিশনর সাহেবের নিকট কমিশনরদের অনুমানপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়া পাঠাইবার কথা।

৬ ধারা। মুনিসিপাল কমিশনরগণ সভাগত হইয়া ঐ অনুমানপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর ঐ সভায় তাঁহারা যে কোন মন্তব্য বা আপত্তি লিপিবদ্ধ করেন তৎসহিত ঐ অনুমানপত্র খণ্ডের কমিশনর সাহেবের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কমিশনর সাহেব ঐ অনুমানপত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন।

অনুমানপত্র বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থির করিতে হইবার কথা।

৭ ধারা। ঐরূপে যে অনুমানপত্র প্রেরিত হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং তাহা বা তাহার কোন অংশ অনুমোদন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন। ঐ অনুমানপত্রে পোলীসের যে খরচের বিধান থাকে তাহার কত অংশ অনুমানপত্রের দায়গ্রস্ত মুনিসিপালিটীর দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাও স্থির করিবেন।

কিন্তু ঐরূপে যে খরচ দিতে হইবে তাহা মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত লোকসমূহের মোট সংখ্যার মাথাকরা দুই টাকার অধিক হইবে না, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত অনুমানপত্রের মোট টাকার চতুর্থাংশের অধিক হইবে না।

খরচের মুনিসিপালিটীসংক্রান্ত অংশ যেরূপে নির্দ্দিষ্ট ও দিতে হইবে তাহার কথা।

৮ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপে মুনিসিপালিটীর দিতে হইবে বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যত টাকা স্থির করিয়া দেন তাহা ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইনের ৭১ ধারামতে প্রস্তুত খরচের মুনিসিপল অনুমানপত্রে লিখিতে হইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে২ তারিখ নির্দ্দেশ করেন সেই২ তারিখে ত্রৈমাসিক কিস্তিক্রমে মুনিসিপল ফণ্ড হইতে কমিশনরদের দিতে হইবে।

শাখানগরে কলিকাতা পোলীসের কমিশনর সাহেবের ক্ষমতা রক্ষা করিবার কথা।

৯ ধারা। (কলিকাতার শাখানগরে পোলীসের সুবিধান করিবার) ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইনে কলিকাতার শাখানগরের পোলীসের উপর যে কোন ক্ষমতা বা শক্তি কলিকাতা নগরের পোলীস কমিশনর সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, এই আইনের কোন কথায় তিনি সেই ক্ষমতা বা শক্তিতে বঞ্চিত হইবেন না।

পরন্তু উক্ত ১৮৬১ সালের ৫ আইনমতে পোলীসের ইন্‌স্পেক্টর জেনরল সাহেবের প্রতি যে কোন ক্ষমতা ও শক্তি অর্পিত হইয়া থাকে, তিনি উক্ত শাখানগরের অন্তর্গত পোলীসের উপর সেই ক্ষমতা ও শক্তি চালাইতে পারিবেন না।

সি. এচ. বাইলী

[illegible]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার

নিলামের নোটিস।

এক্তেকারনামা নাজারির কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা :

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির বাকী জন্য ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলামে ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এষ্টেটের জন্য দায় হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঙ্গনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক
দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ⁄ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে [illegible] আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়ায় বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ নামে ১৪৫৭ নম্বরী [illegible] আনার কাত সদর জমা ২৪৫৮৴১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬৴২ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনহুগলি ওগয়রহ লিখিত
মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৮৬ ৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮০৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ১১ আনার কাত সদর জমা ১১৯৬ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯৯।৴২।। টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল

১৪৭ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ বেওতা ওগয়রহ লিখিত মালিক
কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ৩৬৭৭ ।।৵৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ ইনের ১০ ধারামতে ।।০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ।।০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৷৵১০ ।। টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৫৬।৵৪ টাকার বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিঃ পরগনে বালিয়া তরফ যদুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক
আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ... ৮৭১৬৷৶৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।/৬।।= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহর নামে ।।৶১১।— আনার কাত সদর জমা মায় পুলিস থানাদরি ৫৮১। ১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তি সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় বাদে ১২।৶১০ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

8-5-84. C. C. STEVENS, *Collector.*

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

তফসীল।

তৌজির নম্বর।	[illegible]	[illegible]	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আনুমানিক ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১৯৯৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জোয়ার পঃ বরদাখাত হিঃ।৶১১।—ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমা—চন্দ্র সেন রজনীকান্ত সেন। শ্রীমতী উমাতারা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। শ্রীমতী উমাতারা গুপ্তা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমোহন সেন সাং দারভা পঃ বরদাখাত থানে খোল্লা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২৯৩ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৯৯		১৮৯	তিলচিঠা জোয়ার পঃ বরদাখাত হিঃ ।।৶১১।- ক্রান্তি।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পঃ শ্রীচাইল, রামকিঙ্কর রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী শ্রীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পঃ বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৷৩	২০৬৴১০	

7-5-84. J. A. HOPKINS, *Collector.*

[*Government Gazette, 20th May* 1884]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

লাটের নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৯	দৌলতপুর পং পাণ্ডুয়া।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লারাখা দিগর।	১১১১৲২		
		বাদ গঙ্গাধর কর মৌজা সিতলা তৎসামিল পটী বাগান ডঙ্গা ও মিরপাড়া রকম ⁄১২॥ আনার সদর জমা বিঃ	৪২৸৶০		
		কুসুমকুমারী দাসী ১৫॥০ বিঘা জমির জমা এঃ	৫।০		
			৪৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা।	১০৮৩৸৶২	১২২॥৶১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১০	ঐ রাধাকান্তবাটী পং পাণ্ডুয়া।	কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর ...	৬২৪॥৶১১		
		বাদ কাজি আছালদ্দী মিস্ত্রী ৫০৸১ বিঘা জমির জমা	২৪৸৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা।	৫৯৯৶১১	৪৬।⁄০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
২৯	ঐ বসন্তপুর পং ভুরশীট।	সেখ হাফেজদ্দীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা।	১১০৮১৲		
		এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ॥⁄০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ৶৪ আনার সদর জমা এঃ	২৪৯৪।⁄৬	৪২৯॥⁄৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩৫	ঐ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২২৩৭৯৮৸⁄ (৮)		
		এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী ৶১১৶৪ আনার সদর জমা এঃ	৩৮০৯⁄১	১২২৬৩৲২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩৮	ঐ সাঁথখালি পং বালিয়া।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...	১০১৪৮৲৮		
		এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেজার ইষ্টেট গিরিজানাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ⁄১২ আনার সদর জমা।	১০১৪৸⁄০	৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহল।				
১১৭	রাজহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ...	৭২৬৯৩		
		বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইষ্টেট বৃন্দাবনচন্দ্র রায় রকম ৵০ আনা সদর জমা।	২২৬৭৵০		
		হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিসমত নশিবপুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী তিন মৌজায় রকম ।৵১০ আনার মধ্যে ৶০ আনা সদর জমা।	৮২৶০		
		প্রসাদদাস গোস্বামি রকম ৶৬॥= আনার জমা।	১৫১।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৬০।৵০		
		বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর সদর জমা।	২৬৫॥৶১	৩১৵০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
	ঐ				
১৪৩	মল্লিকহাটী পং পোর।	প্রসাদ দাস গোস্বামি দিগর ...	২৯৬৮৩		
		বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি দিগর রকম ।০ আনা সদর জমা।	৭৬২৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৸০ আনা জমা।	২২২৬৩	১৬৯ ৴৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
	ঐ				
১৫৯	চাতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ...	৭৪০॥৴৫		
		বাদ বামাসুন্দরী দেবী রকম ৶১১ আনার সদর জমা।	১৪৯।৴০		
		নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ৴১১৮ আনার সদর জমা।	৬৬৲		
		দিনন থ চৌধুরী রকম ৴২।৵১০ আনার সদর জমা।	৫১৬৮৹০		
		ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় রকম ৴১৮।৭ আনার সদর জমা।	৮৮॥৴০		
		কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১৩।৭ গণ্ডা সদর জমা।	৩১।৯০		
		লালজী চৌধুরী [illegible] চাতরা বাসুদেবপুর, বেলুড় ৩ মৌজার রকম এ [illegible] আনা সদর জমা।	১১৭৮৶০ ৫১৫৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা।	২১৪॥৴৫	৭৸৴০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয়নাই।			
	মোদামি বন্দবস্ত।				
২০৩৪	সুলতানপুরচর পং পাটমহল।	অমৃতলাল সেন দিগর ...	৯২৯৶০		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ॥০ আনা সদর জমা।	[illegible] ৪৬৫॥৴৬ রোড ফণ্ড ৪।০৪॥		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	মোদামিবন্দবস্ত	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ।।০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২৩৪।।/৬ রোড ফণ্ড ৪।।৵৪।।	২।।৹	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
২১৩৮	অপূর্ব্বপুর চাকরানপং সিংহুর	মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ।।/২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ৶৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৬৩৬।৵৫ ৩৯৩৸৶০ ১৩১।/০ ৫২৫৶০		
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমরারি বন্দবস্তী মহল।	বাকী মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১৩১৶৪	৪২।৶০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩৬৩৩	ছুটীপুরের সামিল অমরপুর পং ছুটীপুর।	যদুনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেন্দ্র দেব রায় ।০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ।৵৬।। আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬।।৮ ৭৮৸০০	১৯৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩৬৩৭	ঐ জোড়াকুল পং ছুটীপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর ...	৫২০।।৶৭	৯২৸৵৩	
৩৮৪৯	ঐ বামনপুর বাটকে পং ছুটীপুর।	যদুনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে বিনোদচন্দ্র পাল রকম ৶০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৯৬৶।। ১৭৪।।০	৩৯৶৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩৯৯৩	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়াপের পং [illegible]।	রাণী লালনমণি দিগর ... বাদ ব্রজনাথ শীমানি রকম ।/ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬।৮। ২৭৭/০		
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমরারি বন্দবস্ত মহাল।	বাকী রাণী লালনমণি দিগর রকম ।৶০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৪৯৯৶৮।	৬২।।৶৲	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৪০৮৬	গোবিন্দপুর পং আনা দি।	মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	১০৪২৭।৭	৩৫২৬৶৯	
১৭৯০	মোদামিবন্দবস্ত গুপ্তিপাড়ার পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেজেষ্টার জামাদ গিরজানাথ রায় চৌধুরী দিগর এই মহালের মধ্যে রকম ।৵ আনার মালিক দুর্গানারায়ণ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রকম /১০ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৬০৲ ৩০৬৲ ৭৬।।০	২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী ১০৫।৶৩ ১২ জানুয়ারি কিস্তী বকা ৮৯।। ৬ ১৯৩৸৶৯ ২৮ মার্চ কিস্তী ২৬/৯ ১২ জানুয়ারির ২০ ৶৩ ৯৮।।৩	এই অংশ ১৮৮৪ ২৮ মার্চ নিলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা না দেওয়ায় ঐ বায়নার টাকা জব্দ করা গিয়াছে এবং জমা ঐ প্রথমবার দাখিল পারিয়াছে ও বুকিতে এই অংশ পুনরায় নিলাম হইবেক।

G. TOYNBEE, *Offg Collector.*

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনানাং জেলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

তৌজি নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগরপাড়া কিসমত অগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১১৬২।৵১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা অনুসারে স্বতন্ত্র হিসাবের ১ হিস্যা সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৮৵ আনা।	১৩৫৬৶২	৩।৩
২৮	পং ভিলকি কিং কেড়াগাছি।	রাজমোহন রায় চৌধুরী	৫৮৩৲৪	সম্পূর্ণ মহাল …	৫৮৩৲৪	১৭৩৲১০৮
২৯	পং খলিসখালি কিং খালিসখালি	কৈলাসকামিনী দেব্যা দিগর।	৮২৭৸১১	ঐ …	৮২৭৸১১	১৩০৸১১
৩৪	পং ভিলকি কং গন্ধকপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৬১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম ।১২ গণ্ডা।	১২৬৶০	৩৩॥৴১
৬৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দিগর।	৫৬১৲৬	১ হিস্যা …	৪৭৪৶১	১১৩৲৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর …	৪৭৩২২।৴৬।	সম্পূর্ণ মহাল …	৪৭৩২২।৴৬।	১৯০৮৶৯।
১০৮	পং বুড়ন কিং বালুলিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর …	৫১১৫৲১	৩ হিস্যা মুনশী আগাবদীন আহাম্মদ রকম ।১২ গণ্ডা।	৫১১॥০	৩৶৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী দিগর।	২৫২৫॥৴১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী রকম।৮দা দন্তি।	৫৮১।৴৮	৭।৴৩
১২৫	পং বুড়ন কিং বৈকারি।	থাকমণি চৌধুরাণী দিগর	৭১২১৶১১৮	সম্পূর্ণ মহাল …	৭১২১৶১১৮	৩৬।৶৭৮
১২৭	পং তালুক কিং তালুকা।	রাজকুমার ঘোষ দিগর…	১১৯৪৩৸৶৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ৷৩৮৸/১১/১৫	৮৫১।৴৮	২৫৮৵৭॥
১৫২	পং বুড়ন কিং ভাতুড়িয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর …	২০৩২২।৬	২ হিস্যা রং।০ আনা …	১০১১১৴৯	৶৫৮
১৬১	পং মলই কি মলই।	পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২১৭২ ৴১১॥	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯৭৶৩	৮৭৬৸৶৪
১৫৯	পং সর্পরাজপুর কিং রামডাঙ্গা।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৮৴৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার রং।০ আনা।	১৩৭৶৫	৩১৴০॥
১৬৬	পং সুন্দরবন কিং ১৬৫ নং লাট আজুনি রমজান নগর।	জহিরদ্দি সরদার দিগর	১৮৮৪৲	সম্পূর্ণ মহাল …	১৮৮৪৲	৪০০৲৩
১৯১	পং মলই কিং জরাবাঠি।	পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮৯০৶১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাং সাতখিরা।	৮৯৲৪	৩২৶০॥

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,
The 6th May 1884.

F. H. BARROW,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

[Government Gazette, 20th May 1884.]

জেলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের লাংকিস্তী ফালগুনের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৫ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ এপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর।	মাহালের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	তরফ কালুহা পং বার-বক পুর।	কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা-বতী দাস্যা মাতা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২১৪॥৴৭	এই মহল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যা ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৷৷০ আনা বাদে কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ৷৷০ আনার কাত সদর জমা ১৬৪৭।৴৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৭১১৬৶০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুহা পং বার-বক পুর।	ঐ ঐ	৩২১৪॥৴৭	এই মহল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনা ও কৃষ্ণকিঙ্কর রায় গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ৷৷০ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনার কাত সদর জমা ৮২৩।৴৭ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮৷৶৩ টাকা।
৩	ঐ	৬৭	তুলাগোপালপুর পং পলাশী।	রায় মেতাবচাঁদ লালার বাহাদুর ...	১১৪২।৴০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৸১১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
৪	ঐ	২১৭	কিসমত গৌরাঙ্গপাড়-ডহাঁশ পরগণে বার-বক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী রামলাল চৌধুরী অশ্বিনীকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারাধন গোস্বামী।	৭১৯৭১১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবে।

শ্রেণীর নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ত।
৮	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৩১	কিসমত পরগনেনাহাজাহাপুর পং সাহাজাপুর।	বিপিনবিহারি নবিনবিহারি কৃষ্ণকিশোর মুকুন্দলাল রামচন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনবন্ধু ললিতমোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস মদনমোহন গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ন কুলদাপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মর্ম্মসখী দাসা কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫॥৭	এই মাহাল মধ্যে মর্ম্মসখী দাসার ও কামদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগরের এজমালী অংশ ॥/১২ গোণ্ডার কাত সদর জমা ২০৯৪/১০ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর বাকী ৭২৬॥১০।
৯	ঐ	৪২১	কিসমত পরগনেসমসখালী পরগনেসমসখালী।	বীরচন্দ্র নদীয়াবিনদ চৌধুরি শ্যামাসুন্দরী দাসা সৌদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গদাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী।	১১৭৬৶২	এই মহাল মধ্যে গদাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শ্যামাসুন্দরী দাসা দিগরের এজমালী অংশ ৵/১॥৶০ কাত সদর জমা ৫৫৬৷/১১ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর বাকী ॥৩ আনা।
১০	ঐ	৪০৮	ডিহি আতাই পং সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাসা থাকমণী দাসা অলি মাতা বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রমথনাথ ঘোষ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ গোপীসুন্দরী দাসা।	৩১৫২॥/-১১ পুলিস ২৬।০৮ ৩৪৭৯৯৭	এই মাহাল মধ্যে থাকমণী দাসী দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।.০ আনা বাদে চন্দ্রমহিনী দাসার এজমালী অংশ ॥০ আনার কাত সদর জমা ১৭২৬৷/০ টাকা ও পুলিস ১০৶৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪৶০ পুলিস ... ৩।১০ ৫৭৭৶১০
১১	ঐ	৫৩৩	কিং পং উজিরাবাদ পং উজিরাবাদ	ত্রৈলোক্যনাথ রায় কালীচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নফরচন্দ্র ও বিপ্রদাস পাল চৌধুরী গোলাপমনী দেব্যা জগচ্চন্দ্র পাঠক লক্ষ্মীমনী দেব্যা গোকুলচন্দ্র জেওয়ারী দ্বারিকানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩।/৬	এই মাহাল মধ্যে দ্বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৯৩ দন্দীরকাত সদর জমা ৪৭।৶১০ টাকা নিলাম হইবেক বাকী ২৮।৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৪০	মৌজে এনায়েতপুর পং কুলবেড়িয়া।	তরঙ্গিনী ওরফে লুটমণিদাসী পক্ষে মামেজর কামিনী সুন্দরীদাসী কৈলাসনাথ সিংহ রায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী রঘুনাথ মুস্তফী পাতালমণী চৌধুরাণী চারুচন্দ্র বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারাধনী চৌধুরাণী মাতা অলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায় চৌধুরী নারায়ণ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায় চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেমলাল।	১০৬১॥৶২	এই মাহাল মধ্যে তারামনী চৌধুরাণী অলিমাতা দাশরথী সত্যচরণ রায় চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৴১ গণ্ডা বাদে চারুচন্দ্র বসু দিগের এজমালী অংশ ৵০।৯ গোণ্ডারকাত সদর জমা ৯৯১৬৷৵৫ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ।১০ পাই।
১৩	দ্বিতীয় শ্রেণীর মাহাল	৫৮৮	চরগোটা পং সমসপালী	বন্দবস্তদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাবালগের অলি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেব্যা রামলাল রায় সীতানাথ রায় রাজেশ্বর রায়।	৭৩৭৴	রাজস্বর বাকী। ১৮৬॥৶০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
১৪	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৭৭৫০	কিং তরফ তোফেলপুর পং আনন্দ নগর	কোকনাথ রায় দ্বারিকানাথ রায় ও দ্বারিকানাথ ঘোষ...	৮১৫৮৵৯ রোং চক্রগু ৬৵৬	১২৯০ সালের লাং অগ্রহায়ণ তলবের রাজস্বর বাকী ১৩৯৲ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৯	তরফ কানাই পাড়া পং আনন্দ নগর	রামলাল ঘোষ ..	১৩৪৯।৶৫	১২৯০ সালের লাং ফাল্গুনের রাজস্বর বাকী ৮১২৬৶৬ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 13th May 1884.

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে একেকালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিঙ্কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৸০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs.* 24; *packing and postage Re.* 1-12.

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

For SALE at the BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

[illegible] বিক্রয় [illegible]

[illegible]

[illegible] মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

[illegible]

[illegible]

NOTICE.

The [illegible] February [illegible].—The subscription rates, and [illegible], the *Bengal Gazette* will be forwarded at the following rates, payable in advance:—

For the Mofussil.		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette		10	0	0	per annum.
	Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal		4	0	0	,,
	Postage	1	0	0	,,
For a single copy—					
Entire Gazette		0	1	0	
	Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI ...		0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
	Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ⁄০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা " "	১০৲
কখন২ ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার এস্প্ল্যানেড ওয়েষ্ট টৌনহালের তাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্প্যানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 362—17-5-84—800

Numb. 2339 [২৩৩৯].

[REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—Establishments.

Simla, the 16th May 1884.

No. 112.—Mr. A. C. Mangles is permitted to resign Her Majesty's Bengal Civil Service, with effect from the 25th May 1884.

Judicial.

The 14th May 1884.

No. 670 —The Honourable W. F. McDonell, c.s., v.c., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th June next, or from any subsequent date on which he may avail himself of the same.

The 15th May 1884.

No. 673.—Under the provisions of section 3 of Act XXVI of 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881), the Governor-General-in-Council has been pleased to appoint Moulvie Ali Kassim Khan, Rural Sub-Registrar of Lukhiserai in the district of Monghyr, to perform the functions of a Notary Public under that Act.

A. Mackenzie,
Secy. to the Govt. of India

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.

No. 116 —Mr. H. Bell, Superintending Engineer, Class II, Railway Branch, is appointed Engineer-in-Chief and Officiating Manager of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd of April 1884.

W. S Trevor, *Col.* r.e.
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

সিবিলশভা বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৬ মে।

১১২ নম্বর।—শ্রীযুত এ. সি. ম্যাঙ্গেলস সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৫ মে অবধি শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্বিস ত্যাগ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

জুডিশ্যাল।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।

৬৭০ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের জজ মান্যবর শ্রীযুত ডবলিউ. এম. ম্যাকডনেল সাহেব. সি. এস, ও দি, সি, আগামি জুন মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

৬৭৩ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের ২৮ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীসরাইর এ্যাসিষ্ট সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী আলি কাসিম খাঁকে উক্ত আইনমতে নোটেরি পবলিকের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিলেন।

এ. ম্যাকেঞ্জি,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

পবলিক্ ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

১১৬ নম্বর।—রেলওয়ে শাখায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ. বেল সাহেব ১৮৮৪ সালের ২ আপ্রিলের অপরাহ্ণ অবধি ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়রের ও একটিং কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডবলিউ. এস, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2003A.

General.—*The 30th April* 1884.—Mr. J. A. Hopkins, Officiating Magistrate and Collector, Tipperah, is allowed special leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th June next.

Mr. H. G. Cooke, Officiating Magistrate and Collector, Noakholly, is appointed to act as Magistrate and Collector of Tipperah, during the absence, on deputation, of Mr. F. Jones, or until further orders.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. R. Macdonald of his commission as Lieutenant in the Northern Bengal State Railway Volunteer Rifle Corps.

The 6th May 1884.—Mr. L. R. Forbes, Officiating Deputy Commissioner of the Sonthal Pergunnahs, is vested with the power of a Settlement Officer under Regulation III of 1872.

The 10th May 1884.—Baboo Hursahoy Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty, Patna and Gya, is allowed leave, for three weeks, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the dates mentioned opposite their names:—

Mr. W. M. Clay ... 11th April 1884. | Mr. A. W. B. Power ... 25th April 1884.

Mr. P. H. O'Brien, Assistant Magistrate and Collector, Bogra, is transferred to the district of Nuddea, and is posted to the sudder station of that district.

The 13th May 1884.—Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector Midnapore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

Mr. F. H. Barrow, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. J. Kelleher.

Mr. Barrow will continue to act as Magistrate and Collector of Khoolna until further orders.

Mr. C. A. Wilkins, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, on leave, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. F. H. Barrow.

The order of the 18th March last, published in the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, appointing Mr. C. A. S. Bedford to act as Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts, is cancelled.

Mr. J. A. Bourdillon, Inspector-General of Registration, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

Baboo Srinath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is transferred temporarily to the Bhubooah sub-division of that district.

The 17th May 1884.—Baboo Bhogoban Chunder Bose is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Mymensingh, during the absence, on leave, of Baboo Petumber Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

২০০৩ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—ত্রিপুরার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, এ, হপকিন্স সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে আগামি জুন মাসের ২০ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এফ, জোন্স সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় নওয়াখালীর একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, জি, কুক সাহেব ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—শ্রীযুক্ত এ, আর, মাকডোনালড সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ের বলন্টিয়র রাইফেলদলের লেপ্টেনেণ্ট স্বরূপ স্বীয় কমিশান ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে —সাঁওতাল পরগনার একটিং ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুক্ত এল, আর, ফর্বিস সাহেব ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে বন্দোবস্তের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।—পাটনা ও গয়ায় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরসহায় সিংহ যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা নিয়মিত ছুটী লইয়া আপনং নামের পার্শ্বলিখিত তারিখে ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।—

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এম ক্লে সাহেব, ১৮৮৪ সালের ১১ আপ্রিল।	শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ, বি, পৌয়র সাহেব, ১৮৮৪ সালের ২৫ আপ্রিল।

বগুড়ার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত পি, এচ, ওব্রাইন সাহেব নদীয়া জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, আর মিডলটন সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ আপ্রিলে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

শ্রীযুক্ত জে, ক্যালচর সাহেবের পরিবর্ত্তে প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, এচ, বারো সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বারো সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় খুলনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুক্ত এফ, এচ, বারো সাহেবের পরিবর্ত্তে ছুটীপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ডেপুটি কমিশনরের কর্ম্মকরণার্থে শ্রীযুক্ত সি, এ, এস বেডফর্ড সাহেবকে নিযুক্ত করণ বিষয়ে গত মার্চ্চ মাসে ৮ তারিখের যে আজ্ঞা ঐ মাসের ২২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিবর শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব রেজেষ্টরী করণ কার্য্যের ইনস্পেক্টর জেনরল শ্রীযুক্ত জে, এ, বুর্ডিলন সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

শাহাবাদের অন্তর্গত বক্সরের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে ঐ জিলার অন্তর্গত ভুবুয়া মহকুমায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—শ্রীযুক্ত বাবু শীতল্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চন্দ্র বসু ময়মনসিংহের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

Police.—*The 5th May* 1884.—Mr. H. N. Harris, District Superintendent of Police, Lohardugga, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

Mr. T. G. Charles, District Superintendent of Police, Jessore, is transferred to Lohardugga.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Noakholly, is transferred to Jessore.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police, Noakholly, until further orders.

The 6th May 1884.—Mr. E. Muspratt Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is allowed leave for two days, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

The orders of the 19th March last appointing Mr. W. D. Pratt, A. E. C. Bolst, and R. F. H. Pughe to act, until further orders, in the second, third and fourth grades of District Superintendents of Police, respectively, will have effect from the 2nd February 1884.

The 9th May 1884.—The services of Mr. V. W. Bertelsen, District Superintendent of Police, Mymensingh, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department. This cancels the order of the 21st March last, placing the services of Mr. W. Campbell, District Superintendent of Police, Singbhoom, temporarily at the disposal of that department.

Mr. H. M. Reily, District Superintendent of Police, Moorshedabad, is transferred to Mymensingh.

Mr. T. C. Orr, Assistant Superintendent of Police, Serampore, is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad, until further orders.

Mr. G. D. Graham, Assistant Superintendent of Police, on leave, is appointed to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Baboo Gopal Hari Mullick, Assistant Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on deputation, of Mr. O. S. Stack, or until further orders.

Mr. H. E. C. Paget, Assistant Superintendent of Police, Shahabad, is appointed to act as District Superintendent of Police, Khoolna, during the absence, on leave, of Mr. C. Raban, or until further orders.

Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is transferred to Shahabad.

Mr. A. R. Anley, Officiating Assistant Superintendent of Police, Dinagepore, is transferred to Cuttack.

The 12th May 1884.—Mr. J. Cowie, Officiating Assistant Superintendent of Police, is posted to the Burdwan district, with effect from the date on which he joined that district.

The 19th May 1884.—Lieutenant-Colonel W. W. Hume, District Superintendent of Police, Julpigoree, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Colonel H. E. Waller, promoted.

Mr. R. H. G. Irvine, District Superintendent of Police, Dinagepore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Lieutenant-Colonel W. W. Hume.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—লোহারডগার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এম, হারিস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৭ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

যশোহরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত টি, জি, চার্লস সাহেব লোহারডগায় প্রেরিত হইলেন।

নওয়াখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, কর্নিস সাহেব যশোহরে প্রেরিত হইলেন।

২৪ পরগনার পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এল, শর সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় নওয়াখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ই, মস্প্রাট সাহেব গত জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, প্রাট ও এ, ই, সি, বোলস্ট এবং আর, এফ, এচ, পিউ সাহেবকে যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ক্রমান্বয়ে পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণবিষয়ক গত মার্চ্চ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি ফলবৎ হইবে।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—ময়মনসিংহের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বি, ডবলিউ, বর্টেলমেঙ্গ সাহেব হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

সিংহভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, কাম্বেল সাহেবকে কিয়ৎকালের নিমিত্তে উক্ত ডিপার্টমেণ্টে সংস্থাপন করণ বিষয়ক গত মার্চ্চ মাসের ২১ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এম, ব্রাডলী সাহেব ময়মনসিংহে প্রেরিত হইলেন।

শ্রীরামপুরের পোলিসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত টি, সি, অর, সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটী প্রাপ্ত পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি, ডি, গ্রাহম সাহেব ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত ও, এম, ষ্টাক সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু গোপালহরি মল্লিক উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত সি, রেবান সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, ই, সি, পাগেট সাহেব খুলনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ই, মস্প্রাট সাহেব শাহাবাদে প্রেরিত হইলেন।

দিনাজপুরের পোলীসের একটিং আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ, আর, আনলী সাহেব কটকে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—পোলীসের একটিং আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, কৌইসাহেব বর্দ্ধমান জিলায় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সেই জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—কর্ণেল শ্রীযুত এচ, ই, ওয়ালর সাহেবের পদবৃদ্ধি হওয়াতে জলপাইগুড়ির পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, হিউম সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, হিউম সাহেবের পরিবর্ত্তে দিনাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত আর, এচ, জে, আর্লিন সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

Mr. J. B. Goad, District Superintendent of Police, Hazaribagh, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. R. H. G. Irvine.

Mr. W. R. Green, District Superintendent of Police, Hooghly, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. J. B. Goad.

Mr. W. B. Maxwell, District Superintendent of Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. C. Jennins, on leave.

Mr. C. A. Fisher, Commandant of Frontier Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. W. B. Maxwell.

Mr. H. W. J. Bamber, District Superintendent of Police, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Lieutenant-Colonel W. L. N. Knyvett, on deputation.

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police, Burdwan, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. H. W. J. Bamber.

Mr. A. V. Knyvett, Personal Assistant to the Inspector-General of Police, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. J. Masters.

Mr. F. A. Dawson, District Superintendent of Police, Bankoora, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. A. V. Knyvett.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Jessore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Colonel W. Gordon, on leave.

Mr. B. Rattray, District Superintendent of Police, Pubna, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. W. H. Cornish.

Mr. H. V. H. Roberts, District Superintendent of Police, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. B. Rattray.

Ecclesiastical.—*The 5th May* 1884.—The Reverend Prem Chand Nath, Native Minister, Weslyan Methodist Church, Calcutta, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872, to grant certificates of marriage between Native Christians.

Registration.—*The 8th May* 1884.—Baboo Ashutosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to be also Sub-Registrar of the sudder subdivision of that district, with effect from the 11th April 1884, *vice* Baboo Mahendro Nath Mookerjee.

The 12th May 1884.—Baboo Hari Charan Gangooly is appointed to be Rural Sub-Registrar of Baduria, in the district of the 24-Pergunnahs.

Education.—*The 13th May* 1884.—Mr. H. H. Locke, Principal, School of Arts, Calcutta, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for three months.

The 14th May 1884.—The services of Dr George Watt, Professor of the Presidency College, lately employed on special duty in connection with the late Calcutta International Exhibition, were placed temporarily at the disposal of the Government of India, Revenue and Agricultural Department, with effect from the 5th May 1884.

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

শ্রীযুত আর, এচ, জি, আর্কিন সাহেবের পরিবর্ত্তে হাজারিবাগের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, বি, গোড সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, বি, গোড সাহেবের পরিবর্ত্তে হুগলীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, আর, গ্রীন সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত সি, জেনিন্স সাহেব ছুটী লওয়াতে [illegible] পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, বি, মাক্সওয়েল সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২[illegible] তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, বি, মাক্সওয়েল সাহেবের পরিবর্ত্তে [illegible] স্থানের পোলীসের কমাণ্ডাণ্ট শ্রীযুত সি, এ, ফিশার সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে [illegible] কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ [illegible], এন নিবেট সাহেবের পরিবর্ত্তে রাজশাহীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত [illegible] জে, [illegible] সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, ডবলিউ, জে, [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে [illegible] স্থানের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, মার্টিন সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, মার্টিন সাহেবের পরিবর্ত্তে পোলীসের ইন্স্পেক্টর-জেনরল সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ, বি, নিবেট সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ, বি, নিবেট সাহেবের পরিবর্ত্তে [illegible] পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এফ, এ, ডামন সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ছুটী লওয়াতে [illegible] পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, কর্ণিস সাহেব গত মাসের ২১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, কর্ণিস সাহেবের পরিবর্ত্তে পাবনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বি, রাষ্ট্রে সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বি, রাষ্ট্রে সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, বি, এচ, রাটিস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ধর্ম্মকার্য্যসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—কলিকাতার ওয়েসলিয়ন মেথডিস্ট মিশনের ধর্ম্মোপদেশক পাদরী শ্রীযুত প্রেমচাঁদ লাল, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি শ্রেণীর ব্যক্তিদের বিবাহের সর্টিফিকেট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে বিবাহের সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিস্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত ১৮৮৪ সালের ১৪ আপ্রিল অবধি উক্ত জিলার সদর মহকুমার সব-রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—শ্রীযুত বাবু হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাদুড়িয়ার গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব কলিকাতার আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপল শ্রীযুত এচ, এচ, লক সাহেবকে তাঁর তিন মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—ভূতপূর্ব্ব কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিশেষ কার্য্যে সম্প্রতি নিযুক্ত প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক ডাক্তর শ্রীযুত জর্জ ওয়াট সাহেব ১৮৮৪ সালের ৫ মে অবধি কিয়ৎকালের জন্যে রাজস্ব ও কৃষিকার্য্যসম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

The 17th May 1884.—Baboo Beni Madhub De, Head Master, Howrah, Zillah School, acted for one month in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Mr. H. Collie, on leave.

Baboo Chunder Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, acted for one month in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Benimadhub De.

Baboo Bireswar Chatterjee, Additional Lecturer, Sanskrit College, acted for one month in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Chundra Mohun Mozoomdar.

Baboo Baikantha Nath Roy, Third Master, Dacca Collegiate School, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 11th December 1883, *vice* Baboo Brojendro Kumar Guha, on leave.

Baboo Srinath Dutta, Deputy Inspector of Schools, Manbhoom, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 10th April 1884, *vice* Baboo Kailas Chunder Sen, on leave.

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhagulpore Division, acted for three months in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Radha Nath Roy, on leave.

Baboo Srikrishna Chatterjee, Head Master, Bhagulpore Zillah School, acted for three months in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Madhusudan Rao, while officiating for the Joint-Inspector of Schools, Orissa, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Srikrishna Chatterjee.

Baboo Hara Mohan Bhuttacharjee, Deputy Inspector of Schools, Sonthal Pergunnahs, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, during the absence, on leave, of Baboo Brindaban Mohun Nyogi, or until further orders.

Baboo Umaprosad De, Deputy Inspector of Schools, Bogra, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, *vice* Baboo Hara Mohan Bhuttacharjee.

Mr. A. S. Phillips, Head Master, Patna Collegiate School, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, during the absence, on leave, of Mr. A. J. C. Behrendt, or until further orders.

Baboo Abinash Chandra Chatterjee, Assistant Professor, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. A. S. Phillips.

Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri, Deputy Inspector of Schools, Hooghly, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Abinash Chandra Chatterjee.

Baboo Soshi Bhusan Dutt, Lecturer, College Classes, Bethune Girls' School, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri.

Baboo Siv Narain Trevedi, Deputy Inspector of Schools, Gya, acted for one month and a half in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 2nd November 1883, *vice* Munshi Abdool Rohim, on leave.

Mr. S. Ager, Principal, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to officiate, until further orders, in class IV of the Bengal Educational Service, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Dina Nath Sen, Joint-Inspector of Schools, Dacca Circle, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. S. Ager.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—শ্রীযুক্ত এচ, কার্লী সাহেব ছুটি লওয়াতে হাবড়ার জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু বনীমাধব দে ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে এক মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দের পরিবর্ত্তে চট্টগ্রাম কালেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ অবধি বঙ্গদেশস্থ অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত তৃতীয় শ্রেণীমতে এক মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদারের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত কালেজের অতিরিক্ত উপদেশক শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে এক মাস কর্ম্ম করিয়াছেন

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার গুহ ছুটী লওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ রায় ১৮৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে তিন মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন ছুটী লওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে মানভূমের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্ত ১৮৮৪ সালের ১০ আপ্রিল অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু র[illegible] রায় ছুটী লওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে তিন মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীমতে তিন মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রাও উড়িষ্যার স্কুল সমূহের একটিং জাইণ্ট-ইন্‌স্পেক্টরের কর্ম্ম করণার্থে ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে তিন মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন নিয়োগীর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সাঁওতাল পরগনার স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ্চ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে বগুড়ার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসাদ দে, ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ্চ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ জে, সি বেরেট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত এ. এস. ফিলিপাস সাহেব বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ. এস ফিলিপাস সাহেবের পরিবর্ত্তে কটকের রেবান্শা কালেজের সহকারি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে হুগলীর স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পরিবর্ত্তে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের কলেজ ক্লাসের উপদেশক শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ দত্ত বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল রহিম ছুটী লওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে [illegible]য়ার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ ত্রিবেদী ১৮৮৩ সালের ২ নবেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে দেড় মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

কটকের রেবান্শা কালেজের প্রিন্সিপল শ্রীযুক্ত এস, এগর, সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এস, এগর সাহেবের পরিবর্ত্তে ঢাকা চক্রের স্কুল সমূহের জাইণ্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ মে।]

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhagulpore Division, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Dina Nath Sen.

Baboo Chundra Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Bireswar Chatterjee, Lecturer, Sanskrit College, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service *vice* Baboo Chandra Mohun Mozoomdar.

Mr. G. Bellett, Inspector of Schools Rajshahye Circle, reported his departure from India, on furlough, on the 24th March 1884.

Forests.—*The 13th May* 1884.—Mr. G. W. Stretrell, Deputy Conservator of Forests Sunderbuns Division, is granted furlough for three months on medical certificate, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, is transferred from the Chittagong to the Sunderbuns Forest Division.

Mr. R. H. M. Ellis, Deputy Conservator of Forests, on furlough, is posted to the charge of the Chittagong Forest Division.

The 17th May 1884.—Mr. R. L. Hemig, Officiating Assistant Conservator of Forests, Singbhoom Forest sub-division, is allowed three months' privilege leave, under section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 15th May 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.

Mr. F. B. Manson Deputy Conservator of Forests, Chota Nagpore Forest Division, will hold charge of the Singbhoom Forest sub-division in addition to his other duties, during the absence of Mr. Hemig, on leave, or until further orders.

Medical.—*The 1st May* 1884.—Assistant Surgeon Grish Chunder Bhor a Supernumerary at Beerbhoom, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Gopal Chunder Dey, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Medical Officer at the Sandheads, during the absence, on leave, of Mr. F. J. Murphy, or until further orders.

The 7th May 1884.—Assistant Surgeon Purna Chunder Purkait a Supernumerary at Arrah, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division and dispensary at Diamond Harbour, in the district of the 24-Pergunnahs.

Surgeon W. Beatson, Officiating Resident Surgeon, Medical College Hospital, Calcutta, acted as First Resident Surgeon, Presidency General Hospital, from the 27th February to the 3rd March last, inclusive.

The 9th May 1884.—Surgeon-Major D. O'Connell Raye, Professor of Surgical and Descriptive Anatomy, Medical College, Calcutta, is appointed to act as Professor of Surgery in that institution and as First Surgeon to the College Hospital, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. McLeod, or until further orders.

Surgeon-Major J. O'Brien, Civil Surgeon of Tipperah is appointed to act as Professor of Surgical and Descriptive Anatomy in the Medical College, Calcutta, and as Second Surgeon to the College Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon-Major D. O'Connell Raye, or until further orders.

Baboo Ghaneshyam Gupta, Munsif of Mudehpore, in the district of Bhagulpore, is appointed to be a member of the Committee for the management of the charitable dispensary at that place.

The 10th May 1884.—Surgeon-Major J. Wilson, Officiating Civil Surgeon of Maldah, is appointed to act as Civil Surgeon of Lohardugga, during the absence, on leave, of Dr. F. R. Swaine, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেনের পরিবর্ত্তে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিস্টান্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে চট্টগ্রাম কালেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদারের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত কালেজের উপদেশক শ্রীযুক্ত বাবু নীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজশাহী চক্রের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জি, বেলেট সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৪ মার্চ ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সুন্দর বনখণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত কি, ডবলিউ, ফ্রিটেন সাহেব এই মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে তিন মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

একটী ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এম, গ্রিনওয়ার চট্টগ্রাম হইতে সুন্দরবন খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

নিয়মিত ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত আর এচ, এম, এলিস সাহেব চট্টগ্রাম বন খণ্ডের কর্ম্মের ভারগ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—সিংহভূম বনের উপখণ্ডের একটিং সহকারি বনরক্ষক শ্রীযুক্ত আর, এল, হেমিং সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ মে অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত হেমিং সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছোট নাগপুর বন খণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত এফ, বি, মান্সন সাহেব আপন অন্যান্য কর্ম্মাতিরিক্ত সিংহভূম বনের উপখণ্ডের কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৯ মে।—বীরভূমের অতিরিক্ত আসিস্টান্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শুভ যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ, জে, নি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীর অতিরিক্ত আসিস্টান্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে, গঞ্জামের চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—অস্থায়ী অতিরিক্ত আসিস্টান্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র পুরকাইত কিয়ৎ কালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলাগাছী মহকুমার ও ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতার মেডিকাল কালেজ হাঁস্পাতালের একটিং রেসিডেন্ট সর্জ্জন, সর্জ্জন শ্রীযুক্ত ডবলিউ বীটসন সাহেব গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখ অবধি মার্চ্চ মাসের ৩ তারিখ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সী জেনরল হাঁস্পাতালের প্রথম রেসিডেন্ট সর্জ্জনের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—সর্জ্জন মেজর শ্রীযুক্ত কে, মাকলৌড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার মেডিকাল কালেজের ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক সর্জ্জন মেজর শ্রীযুক্ত জি, এ কানল সাহেব উক্ত কালেজে অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপকের ও কালেজ হাঁস্পাতালের প্রথম সর্জ্জনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজসাহী কালেজে সর্জ্জন মেজর শ্রীযুক্ত ডি, ও'কনেল রেনসাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ত্রিপুরার সিবিল চিকিৎসক সর্জ্জন মেজর শ্রীযুক্ত জে, ওব্রায়ন সাহেব কলিকাতার মেডিকাল কালেজে ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপকের এবং কালেজ হাঁস্পাতালের দ্বিতীয় সর্জ্জনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত মধেপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু ঘনশ্যাম গুপ্ত সেই স্থানের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।—ডাক্তর শ্রীযুক্ত এস, আর, থেম সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মালদহের একটিং সিবিল চিকিৎসক সর্জ্জন মেজর শ্রীযুক্ত জে, উইলসন সাহেব লোহারডগার সিবিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

। গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

The 12*th May* 1884.—Surgeon D. W. D. Comins, Civil Surgeon of Jessore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

VACCINATION.—*The 6th May* 1884.—Surgeon W. Owen, Officiating Superintendent of Vaccination, Ranchi Circle, is allowed leave for two months and eighteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The 8th May 1884.—Moulvie Tajamul Hossein, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for two months and 20 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 18th April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Monghyr Municipality of Mr. G. Thomas to be their Vice-Chairman.

The 20th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Santipore Municipality, in the district of Nuddea:—

Baboo Gopi Churn Nundi.
,, Shurut Chunder Roy.
Baboo Krishna Bihary Mookerjea.
Pandit Madongopal Gossami

The following gentlemen are also re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Haridas Roy.
,, Sriram Chunder Ganguli.
Baboo Kasi Chunder Banerjea.
,, Modhu Shudan Pramanik.
Baboo Paramartha Ganguli.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Bankoora Municipality of Baboo Benode Behari Mandul to be their Vice-Chairman

The 4th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore, of Baboo Rajendra Lal Gupta to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—Moulvie Sahajohurul Hossen is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beauleah Municipality, in the district of Rajshahye

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Chittagong Municipality of Dr. E. Sanders, Civil Surgeon, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna, of Baboo Poorno Chunder Mittra, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Mohesh Chunder Dutt, Head Assistant to the Serajgunge Jute Company, Limited, is re-appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna.

The 11th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Joynagore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ananda Chundra Ghose to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Bhupendra Narain Dutta.
Baboo Haridas Dutt.
Baboo Romanath Banerjea

[*Government Gazette 27th May* 1884.]

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—যশোহরের সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, ডি, কমিন্স সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ আপ্রিলে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

টিকাদান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৯ মে।—বাঁকুড়া চক্রের টিকাদান কার্য্যের একটিং সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সার্জন শ্রীযুত ডবলিউ, ওয়েন সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস আঠার দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—দার্জ্জিলিঙ্গ চক্রের টিকাদান কার্য্যের ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত মৌলবী তজমল হুসেন যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

মুনিসিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—মুঙ্গের মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত জি, জামস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু গোপীচরণ নন্দী
„ বাবু শরচ্চন্দ্র রায়।
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায়।
„ পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু হরিদাস রায়।
„ বাবু শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু কাশীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ বাবু মধুসূদন প্রামাণিক।
শ্রীযুত বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মণ্ডলকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ মে।—মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুক মুনিসিপালটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—শ্রীযুত মৌলবী সাফকাতুকল হুসেন রাজশাহী জিলার অন্তর্গত রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত ই, সাণ্ডর্স সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

সীমাবদ্ধ সেরাজগঞ্জ জুট কোম্পানির হেড আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত জয়নগর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু ভুপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত।
শ্রীযুত বাবু হরিদাস দত্ত।
শ্রীযুত বাবু রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

The 12th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Mozufferpore Municipality :—

Baboo Gourisankur Biswas, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

Hazee Syud Mahomed Taki Khan.

Mr. H. Bell, Manager, Tirhoot State Railway.

Baboo Parmanund, Deputy Inspector of Schools.

Hafiz Syud Sadut Ali.

The 13th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Nilmani Mittra to be their Vice-Chairman.

Baboo Nabin Chunder Banerjee is re-appointed to be a Commissioner of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The 14th May 1884.—Mr. E. G. Macleod, Barrister-at-Law, is appointed to be a Commissioner of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Modhubani Municipality, in the district of Durbhunga, of Baboo Juinnath Sarkar, Sub-Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Cutwa Municipality, in the district of Burdwan, of Baboo Brojendra Nath Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Gya Municipality of Baboo Bhoop Sen Singh to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Darjeeling Municipality of Mr. E. A. Parsick, [illegible] to be their Vice-Chairman.

The 15th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Dacca Municipality of Dr. P. K. Roy, Professor, Dacca College, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Midnapore Municipality of Baboo Bipin Behary Dutt to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 11th May* 1884.—Baboo Sham[illegible] Kristo [illegible] Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a [illegible] Vice-Chairman of the Rungpore District Road Committee, *vice* Mr. C. K. M[illegible], transferred.

The Hon'ble Kumar Paikunthanath De is re-appointed to be Vice-Chairman of the Balasore District Road Committee.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 9.—The 8th May 1884.—Mr. H. Luttman-Johnson, Deputy Commissioner, reported his return from [illegible] at Bombay, in the afternoon of the 28th April 1884.

No. 10.—Mr. C. J. Lyall made over charge of the [illegible] and Commissioner, Assam Valley Districts, to Mr. H. Luttman-Johnson, and [illegible] himself of [illegible] leave preparatory to furlough, in the afternoon of the 5th May 1884.

J. L. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

(*Government Gazette* 27th May 1884.)

১৮৮৪ সাল ১২ মে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মজঃফরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস।
শ্রীযুত হাজি সৈয়দ মহম্মদ তকি খাঁ।
তিরহুত ষ্টেট রেলওয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত এস, বেল সাহেব।
স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত পরমানন্দ বাবু।
শ্রীযুত হাফিজ সৈয়দ সাদৎ আলি।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ দমদমার মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর দমদমার মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—বারিষ্টার-আট-লা শ্রীযুত ই. জি. মাকলৌড সাহেব যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনী মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যদুনাথ সরকারকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটওয়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

গয়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু ভুপেন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

দার্জ্জিলিঙ্গ মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত ই, এ, পার্সিবল সি. ই. সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ঢাকা মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা ঢাকা কালেজের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুত পি, কে রায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

মেদিনীপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু বিপিনবিহারী সরকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১১ মে।—শ্রীযুত সি, আর. মেরিয়ট সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে এক্টীং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্যামাকুমার মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর জিলার পথকমিটীর মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

মান্যবর শ্রীযুত কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে, বালেশ্বর জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুত এচ, লটম্যান জনসন সাহেব নিয়মিত ছুটী হইতে ১৮৮৪ সালের ২৮ আপ্রিলের অপরাহ্নে বোয়ালিয়ায় স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করিলেন।

১০ নম্বর।—শ্রীযুত সি, জে, লায়ল সাহেব আসাম উপত্যকা জিলার জজের ও কমিশনরের কার্য্যভার শ্রীযুত এচ. লটম্যান জনসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ছুটী গ্রহণ [illegible] জন্যে ১৮৮৪ সালের ৫ মের অপরাহ্নে আনুষঙ্গিক ছুটী গ্রহণ করিলেন।

এফ. বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTIFICATION.

The 30th March 1884.—It is hereby notified that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Naraingunge Municipality at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality.

Colman Macaulay,
Secretary to the Govt. of Bengal.

Bye-Laws of the Naraingunge Municipality.

For regulating the conduct of business at Meetings of the Commissioners.

1. An Ordinary General Meeting of the Commissioners shall be held fortnightly.

2. All such meetings shall be convened by the Chairman or Vice-Chairman by notice to be served on each Commissioner, not later than three days preceding the day of the meeting.

3. In the event of the Chairman or Vice-Chairman determining to call an Extraordinary General Meeting, not less than two clear days' notice shall be given to the Commissioners of the day fixed for such Extraordinary General Meeting.

4. The Chairman, or in his absence Vice-Chairman, shall call a special meeting on a requisition signed by not less than three of the Commissioners.

5. Every notice convening a meeting shall be accompanied by a list of the business signed by the Chairman or Vice-Chairman to be brought forward at such meeting.

6. Any Commissioner wishing to bring forward any business shall give notice of such intention in writing to the Chairman a week before the meeting, when the Chairman or Vice-Chairman shall include such business in the list of the business to be laid before such meeting.

7. No business shall be considered or proposition received at any meeting, if it does not appear in the list of business, till after the business list is concluded.

8. At all Ordinary General Meetings the proceedings shall be commenced by the Secretary reading the minutes of the last Ordinary or Extraordinary General Meeting, with a view to ascertain if the resolutions passed at such meeting have been faithfully and accurately recorded in the words used by the mover of such resolution, or, if amendments thereto shall have been passed, in the words used by the mover of such duly passed amendments.

9. In the event of any Commissioner being of opinion that any such resolution has not been accurately recorded, it shall be competent to such Commissioner to state his opinion to that effect, and thereupon the Chairman shall decide, whether or no such resolution has been accurately recorded by reference to the original draft of such resolution written and signed by the mover, and if he finds the Minute to be inaccurate, he shall then and there make the necessary correction in the Minute Book, provided that no discussion as to the propriety or otherwise of such resolution shall be allowed.

10. The order in which the several subjects shall be discussed at a meeting shall be determined by the order in which they are mentioned in the Chairman's list.

11. On the Commissioners proceeding to the consideration of any subject, the Secretary shall first read to the Commissioners the letters and papers connected with such subject, and thereupon any Commissioner may make a proposition regarding such subject, and address the meeting prior to the question being put to the vote by the President, provided that such Commissioner shall confine his remarks to the subject under consideration.

12. Every proposition made shall be written out by the proposer, and signed by him.

13. Every proposition shall be seconded by one Commissioner who shall also sign or initial the draft proposition written by the proposer.

14. The Commissioner who first addresses the meeting shall be entitled to be heard first, and should more than one Commissioner address the meeting, the right of precedence shall be determined by the President.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মার্চ্চ।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর উপবিধি।

কমিশ্যনরদের সভায় কার্য্য চালাইবার বিধান।

১। কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার পাক্ষিক অধিবেশন হইবে।

২। সভাধিবেশনের দিনের অন্যূন তিন দিন পূর্ব্বে সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভাপতি প্রত্যেক জন কমিশ্যনরের নামে নোটিস দিয়া সভাহ্বান করিবেন।

৩। সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভাপতি স্থলবিশেষে অতিরিক্ত সাধারণ সভাধিবেশন করাইতে চাহিলে, সেই অতিরিক্ত সাধারণ সভাধিবেশনের নিরূপিত দিনের সম্পূর্ণ দুই দিন পূর্ব্বে কমিশ্যনরদিগকে নোটিস দিতে হইবে।

৪। সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতি কালে প্রতিনিধি-সভাপতি অন্যূন তিন জন কমিশ্যনরের স্বাক্ষরযুক্ত প্রস্তাবপত্র অনুসারে বিশেষ সভার আহ্বান করিবেন।

৫। সভায় যেং কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর যুক্ত তাহার নির্ঘণ্টপত্র সভাহ্বানের প্রত্যেক নোটিসের সঙ্গে দেওয়া যাইবে।

৬। কোন কমিশ্যনর কোন কার্য্য উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে, সভাপতির নিকট এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উক্ত অভিপ্রায় থাকিবার লিখিত নোটিস দিবেন; তাহা হইলে সেই সভায় যেং কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি তাহার নির্ঘণ্টপত্রের মধ্যে ঐ কার্য্য ধরিবেন।

৭। নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত কার্য্য সমাপ্ত না হইলে কার্য্যের নির্ঘণ্টপত্রে যে কার্য্য বা প্রস্তাব ধরা যায় নাই কোন সভায় সেই কার্য্য বিবেচনা করা বা সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করা যাইবে না।

৮। গত নিয়মিত বা অতিরিক্ত সাধারণ সভায় নির্দ্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকিলে সেই নির্দ্ধারণপ্রস্তাবকারির ব্যবহৃত শব্দ কিম্বা তাহা সংশোধন করিয়া স্থির করা গেলে যিনি ঐ বিধিমতে গৃহীত সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন তাঁহার ব্যবহৃত শব্দ অবিকল ও শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা গেল কি না ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত উক্ত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া নিয়মিত সকল সাধারণ সভার কার্য্যারম্ভ হইবে।

৯। উক্ত নির্দ্ধারণ শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই কোন কমিশ্যনরের এমত বোধ হইলে তিনি আপনার সেই মত প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে সভাপতি প্রস্তাবকারির লিখিত ও স্বাক্ষরিত সেই নির্দ্ধারণের আসল পাণ্ডুলিপি দেখিয়া তাহা শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কি না ইহার মীমাংসা করিবেন। তাহা অশুদ্ধ দেখিলে তিনি তৎকালে সেই স্থানেই মিনিট বহীতে তাহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া দিবেন, কিন্তু সেই নির্দ্ধারণের উচিতানৌচিত্য বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার অনুমতি হইবে না।

১০। সভায় যে পর্য্যায়ক্রমে নানা বিষয়ের বাদানুবাদ করিতে হইবে, সভাপতির নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত পর্য্যায়ক্রমে তাহা স্থির করা যাইবে।

১১। কমিশ্যনরেরা কোন বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে সেক্রেটরী সেই বিষয় সংক্রান্ত পত্রাদি ও কাগজ পত্র প্রথমে পাঠ করিবেন ও সভাপতি মত জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে কোন কমিশ্যনর সভাকে সম্বোধন করিয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বিষয় বিবেচনাধীন থাকে উক্ত কমিশ্যনর তদ্বহির্ভূত কথা না কন।

১২। যে প্রত্যেক প্রস্তাব করা যায়, প্রস্তাবকর্ত্তা তাহা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

১৩। প্রত্যেক প্রস্তাব বিষয়ে কোন এক জন কমিশ্যনর সম্মতি দিয়া প্রস্তাবকর্ত্তার লিখিত প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন বা আপন নামের আদ্যঅক্ষর লিখিবেন।

১৪। যে কমিশ্যনর সভাকে প্রথমে সম্বোধন করিয়া কহেন তাঁহারই কথা অগ্রে শুনা যাইবে; একের অধিক কমিশ্যনরেরা সভাকে সম্বোধন করিয়া কহিলে কাহার কথা অগ্রে শুনা যাইবে সভাপতি ইহা নির্ণয় করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

15. Any Commissioner shall be at liberty to call the attention of the President to a point of order, even when a Commissioner is addressing the meeting.

16. Any Commissioner may propose an amendment to a proposition, to the effect that certain words in the proposition origiaally made be omitted therefrom, that certain words be substituted, or that certain words be added thereto, provided that such amendment be proposed when the subject is being discussed and the original proposition is still before the meeting.

17. On the discussion being concluded, in the event of several amendments having been proposed, the President shall put the last amendment to the vote first; if negatived, he shall put the second amendment, and then the first, and if all the amendments are lost, the original proposition shall be put to the vote.

18. No Commissioner shall be allowed to vote by proxy when he is unable to attend a meeting, or under any circumstances.

19. On a proposition being made and seconded, the President shall put the same to the vote.

20. Votes shall be taken by show of hands.

21. All votes shall be put by the President, first in the affirmative and then in the negative form.

22. Any Commissioner may decline to vote on any subject without assigning his reason for abstaining from voting.

23. Any Commissioner may, with the President's permission, make a proposition that a subject under consideration be postponed, or that the consideration of it be adjourned either to a fixed date or *sine die*.

24. It shall be competent to any Commissioner to move a resolution to the effect that the subject under consideration be referred to a committee, provided that such Commissioner shall also at the same time propose the names of the members of such committee.

25. It shall be competent to the members of any such committee appointed to vote at any general meeting on the subject reported on by such committee.

26. Should any Commissioner object to any part of a report submitted by such committee, such Commissioner shall be competent to make a proposition that the report be adopted, except with regard to the particular part objected to by him, or that such report be again referred to the committee, or that the report be entirely set aside.

27. A subject once finally disposed of by a resolution duly passed at a meeting shall not be re-opened at any subsequent meeting, unless at least three-fourths of the Commissioners present at a meeting, of which due notice has been given, consent that such subject shall be re-opened and re-considered, provided that resolutions adjourning the consideration of a subject may be re-considered at any meeting after the usual notice.

28. The minutes of the proceedings of all meetings shall show the names of the President and of all members attending, the words of every proposition and every amendment, and, in cases where votes are taken, the number of votes *pro* and *con*.

For regulating the mode of collecting taxes.

29. Every collecting officer shall be provided with a certificate of his authority to collect, and every such certificate shall bear the seal of the Municipality and the signature of the Chairman or Vice-Chairman. Every collecting officer at the time of demanding payment shall be bound to show this certificate if required.

30. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give the receipt for it.

For regulating the conduct of persons employed by the Commissioners.

31. All persons employed by the Commissioners, whose services may no longer be required, shall be liable to discharge after receipt of previous notice, or pay in advance for the period of one month, and no such person shall withdraw from the duties of his office without having given previous notice for the period of one month, on pain of forfeiture of one month's salary.

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

১৫। কোন কমিশ্যনর যৎকালীন সভাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন তৎকালেও অন্য কমিশ্যনর নিয়মব্যতিক্রমের প্রতি সভাপতির মনোনিবেশ করাইতে পারিবেন।

১৬। কোন কমিশ্যনর মূল প্রস্তাবের কোন কথা ছাড়িতে কিম্বা কোন কথার পরিবর্ত্তে কোন কথা দিতে হইবে কিম্বা কোন কথা সংযোগ করিতে হইবে বলিয়া কোন প্রস্তাব সংশোধনার্থে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন বিষয়ের বাদানুবাদ হইবার ও মূল প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার সময়ে সেই সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইবে।

১৭। নানা সংশোধনের প্রস্তাব হইয়া বাদানুবাদ সমাপ্ত হইলে পর, সভাপতি প্রথমে শেষ সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে কাহারও মত পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় ও তাহার পর প্রথম সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন। সমুদয় সংশোধন অকর্ম্মণ্য হইলে মূল প্রস্তাব বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

১৮। কোন কমিশ্যনর সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে অথবা কোন ঘটনাধীনে প্রতিনিধি দ্বারা মত জানাইবার অনুমতি পাইবেন না।

১৯। কোন প্রস্তাব করা গেলে ও তাহাতে অন্য কেহ সম্মতি দিলে সভাপতি তদ্বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

২০। হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক মত জানাইতে হইবে।

২১। সভাপতি সমুদয় মত প্রথমে স্বার্থভাবে ও পরে অপ্রার্থ ভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন।

২২। কোন কমিশ্যনর কোন বিষয়ে মত না দিবার যুক্তি না দিয়াও স্বীয় মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

২৩। কোন কমিশ্যনর সভাপতির অনুমতিক্রমে, এই প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে বিবেচনাধীন বিষয় স্থগিত থাকে, অথবা নিরূপিত অন্য দিন পর্য্যন্ত বা কোন দিন স্থির না করিয়া তাহার বিবেচনা করণ বন্ধ হয়।

২৪। কোন কমিশ্যনর বিবেচনাধীন কোন বিষয় কমিটীর প্রতি অর্পণ করিবার নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত কমিশ্যনর তৎকালে সেই কমিটীর মেম্বরদের নামেরও প্রস্তাব করিবেন।

২৫। ঐরূপে নিযুক্ত উক্ত কোন কমিটীর মেম্বরেরা সেই কমিটীর রিপোর্ট করা বিষয়ে কোন সাধারণ সভায় মত জানাইতে পারিবেন।

২৬। উক্ত কমিটী যে রিপোর্ট করেন তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে কোন কমিশ্যনর আপত্তি করিলে তিনি বিশেষ যে অংশের সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন তদ্ভিন্ন উক্ত রিপোর্ট গ্রাহ্য করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট পুনর্ব্বার সেই কমিটীর প্রতি অর্পণ করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

২৭। কোন সভায় বিধিমতে গৃহীত নির্দ্ধারণক্রমে কোন বিষয় একবার চূড়ান্তরূপে স্থিরীকৃত হইলে পর কোন সভায় তদ্বিষয়ের আর বিবেচনা করা যাইবে না। কিন্তু উপযুক্তমতে নোটিস দিয়া সভা করিয়া সেই সভায় উপস্থিত চারিভাগের তিন ভাগ কমিশ্যনরেরা সেই বিষয় পুনরুত্থাপন ও পুনর্ব্বিবেচনা করিতে সম্মতি দিলে পুনরুত্থাপন ও পুনর্ব্বিবেচনা করা যাইবে। পরন্তু কোন বিষয়ের বিবেচনা করণ স্থগিত করিবার নির্দ্ধারণ নিয়মিত নোটিস দিবার পর কোন সভায় পুনর্ব্বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

২৮। সকল সভার কার্য্যবিবরণলিপিতে সভাপতির ও সভায় উপস্থিত মেম্বরদের নাম ও প্রত্যেক প্রস্তাবের ও প্রত্যেক সংশোধনের কথা ও যে স্থলে মত গ্রহণ হয়, সপক্ষ ও বিপক্ষ মতের সংখ্যা লেখা থাকিবে।

টাক্স আদায় করিবার নিয়মের বিধান।

২৯। আদায় করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রত্যেক কর্ম্মকারক টাক্স আদায় করিবার ক্ষমতাসূচক সর্টিফিকেট পাইবেন ও প্রত্যেক সর্টিফিকেটে মুনিসিপালিটীর মোহর ও সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর থাকিবে। টাক্স আদায়কারি কার্য্যকারকের টাকা চাহিবার সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহার ঐ সর্টিফিকেট দেখাইবার আদেশ করিলে তাঁহাকে তাহা দেখাইতে হইবে।

৩০। আদায়কারি কর্ম্মচারী কোন দাওয়ার টাকা পাইলে তাহার রসীদ দিবেন।

কমিশ্যনরদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ বিষয়ক বিধি।

৩১। কমিশ্যনরেরা যাঁহাদিগকে কর্ম্ম দেন তাঁহাদের কর্ম্মের আর প্রয়োজন না থাকিলে এক মাস থাকিতে নোটিস দিয়া কিম্বা এক মাসের বেতন আগাম দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন কর্ম্মকারক এক মাস থাকিতে নোটিস না দিয়া আপন পদের কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না; গেলে তাঁহার এক মাসের বেতন কর্ত্তন হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৬৪। ২৭ মে।]

32. All persons now holding, or who may hereafter be appointed to any office under the Commissioners, shall, when required to do so, furnish good security to such amount as the Commissioners may from time to time fix, and any person failing to furnish such security within reasonable time, or within such time as the Commissioners may appoint, shall be held to have thereby forfeited his appointment, and may be removed from office.

33. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

For the regulation and management of privies.

34. Every owner or occupier of any house, land, or premises from which offensive matter is not removed by the said owner or occupier, shall give free access to the servants of the Municipality to such parts of his house, land, or premises where night-soil or filth is kept for the removal of such night-soil or filth within such hours as may have been fixed on by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

35. Every person shall construct his privy above ground, and shall provide his privy or premises with a suitable moveable receptacle of metal or earthenware.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

36. No owner or occupier of any house, land, or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, or filth of any kind to flow or be discharged from such privy into any drain, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

37 No person shall throw, deposit, or discharge any night-soil, sewage, or the content of any drain, privy, or cesspool into any river, tank, khal, water-course, or receptacle for water, or dispose of the above-mentioned kinds of offensive matter in any other way than as the Municipal Commissioners may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

38. No person shall carry night-soil through the streets otherwise than in a closely covered receptacle of such description and pattern as shall be required from time to time by the Municipal Commissioners, and between such hours as the Municipal Commissioners at meeting may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

39. No night-man, sweeper, or other person carrying night-soil through the streets shall loiter or deposit any vessel containing night-soil on or by the side of any public road or street.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

40. No place shall be used for the collection of night-soil, or as a tolla mehter's depôt, without a license from the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20

41. In granting a license for a public latrine, the Commissioners may make such conditions as they think necessary for ensuring that it shall be kept in a clean and proper state, and for registering the persons employed in such latrine, &c., and may provide that if these conditions be violated the license may be withdrawn.

For regulating burning ghauts and burying-grounds.

42. No person shall bury or cause to be buried any corpse in any burial-ground, in a grave constructed of masonry in such manner that the top of the coffin, or the body when no coffin is used, shall be at a less depth than five feet from the surface of the ground

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20

43. No person shall bury, or cause to be buried, in any burial-ground, any corpse in a grave not constructed of masonry which shall be less than six feet deep.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

44. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, any grave in any burial-ground at a less distance than two feet from any other existing grave

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

৩২। যাঁহারা এক্ষণে কমিশ্যনরদের অধীন কোন পদে আছেন বা পশ্চাৎ নিযুক্ত হন, কমিশ্যনরেরা সময়ে২ যত টাকার জামিন নির্দ্ধার্য্য করেন, আদেশ হইলেই তাঁহাদের তত টাকার উত্তম জামিন দিতে হইবে। যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে অথবা কমিশ্যনরেরা যে সময় নির্দ্ধার্য্য করেন কোন ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে জামিন না দিলে তাঁহার সেই পদে থাকিবার আর অধিকার নাই জানিতে হইবে, ও তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

৩৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ম্মে শৈথিল্য করিলে, তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

পাইখানার বিধান ও কার্য্যাধ্যক্ষতার কথা।

৩৪। কোন ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর স্বামী কি দখীলকার তথা হইতে দুর্গন্ধজনক বিষয় স্থানান্তর করাইয়া না দিলে, উক্ত ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর যে অংশে বিষ্ঠা বা ময়লা থাকে মুনিসিপল কমিশ্যনরদের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই অংশের সেই বিষ্ঠা বা ময়লা সরাইয়া ফেলিবার জন্যে মুনিসিপালিটীর চাকরদিগকে তথায় অবাধে যাইতে দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৫। প্রত্যেক জন মাটীর উপরি ভাগে আপনার পাইখানা করিবেন ও যাহা সরাইয়া লওয়া যাইতে পারে পাইখানার কি বাটীর মধ্যে কোন ধাতুর কি মাটীর এমত আধার রাখিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৬। কোন স্বামির কি দখীলকারের ঘরের কি বাড়ীর কি ভূমির মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দ্দমায়, জল প্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্ত্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অকর্ম্মণ্য মরা জল দাঁড়ায় এমত কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা, মূত্র, কি কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য যাইতে কি পড়িতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৭। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠার কি নর্দ্দমার ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নর্দ্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিত কুণ্ডের দ্রব্য কোন নদীতে কি পুষ্করিণীতে কি খালে কি জল স্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুর্গন্ধজনক দ্রব্য লইয়া যাইতে হইবে বলিয়া মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা সময়ে২ আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে তাহা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৮। মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা সময়ে২ দৃঢ়রূপে ঢাকা যে প্রকার ও যে ঢঙের আধারের অনুমতি করেন তদ্ভিন্ন অন্য আধারে এবং সভাগত কমিশ্যনরেরা সময়ে২ যে২ ঘন্টার আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্য ঘন্টায় কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৯। কোন মেহতর, জমাদার বা অন্য ব্যক্তি পথ দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবার সময় সরকারী কোন রাস্তায় বা পথে বা তৎপার্শ্বে বিষ্ঠাসুদ্ধ বিষ্ঠাধার নামাইয়া রাখিবে না বা তাহা লইয়া বিলম্ব করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪০। মুনিসিপল কমিশ্যনরদের স্থানে লাইসেন্সপত্র না পাইলে কোন স্থান বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার স্থানস্বরূপ কি ঢোলার মেথরদের ডেপোস্বরূপ ব্যবহার করিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪১। কমিশ্যনরেরা সরকারী পাইখানার লাইসেন্সপত্র দিবার সময়ে সেই পাইখানা পরিষ্কার ও উপযুক্ত অবস্থায় রাখিবার ও ঐ পাইখানা প্রভৃতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে যে২ নিয়ম করা আবশ্যক বুঝেন তাহা করিতে পারিবেন এবং এই নিয়মও করিতে পারিবেন যে, ঐ২ নিয়ম লঙ্ঘন হইলে লাইসেন্সপত্র ফিরাইয়া লওয়া যাইবে।

শবদাহ ঘাটের ও কবরস্থানের বিধানের কথা।

৪২। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের পাকা কবরে কোন শব পুঁতিলে বাক্সের উপরিভাগ কিম্বা বাক্স না থাকিলে শবের উপরিভাগ যাহাতে মাটির নীচে পাঁচ ফুটের কম না থাকে এমত করে পুঁতিবেন কি পোঁতাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৩। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের কাঁচা কবরে কোন শব পুঁতিলে কি পোঁতাইলে কবর ছয় ফুটের কম গভীর হইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৪। কোন ব্যক্তি গোরস্থানে কোন কবর গাঁথিলে কি খুঁড়িলে কি গাঁথাইলে কি খনন করাইলে অন্য কবর হইতে দুই ফুটের কম দূরে তাহা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

45. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, a grave in any burial-place in any other line than that marked out by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

46. No grave once used shall be opened for the burial of another body without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

47. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse, or part thereof, to any burning ground, shall burn or cause the same to be burnt within two hours after its arrival at the said burning-ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

48. No person when burning, or causing to be burnt, any corpse, or part of a corpse, in any burning-ground, shall permit the same, or any part thereof, to remain without being completely reduced to ashes, or shall permit the clothes or other articles connected with the burning of such corpse to remain at or near such burning-ground, unless the same be completely reduced to ashes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

49. No person shall remove or sell any clothes or other articles appertaining to a corpse, which may have been left at any burial-ground or burning ghaut.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

50. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway, unless it be decently covered and totally concealed from view.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

51. No person, while conveying any corpse, or part of a corpse, shall, except for the purpose of ordinary relief, deposit it on or near any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

52. Every corpse, or part of a corpse, that has been kept or used for the purpose of dissection, must be removed in a closed receptacle.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

General Bye-laws.

53. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance and discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; the penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Re. 1 daily.

54. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct; and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Rs. 2 until such requisition be complied with.

55. No person shall construct, or place over, or by the side of any public drain, any bridge, platform, building, or structure of any kind except by and with the written permission of the Commissioners, and in such manner as they shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 3 daily.

56. No person shall make a shop over any public drain, or in any way occupy any culvert, bridge, or platform which may have been placed over any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs 20.

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

৪৫। কমিশ্যনরেরা কবর স্থানে যে রেখার চিহ্ন দিয়া থাকেন কোন ব্যক্তি সেই রেখার টান না মানিয়া কবর গাঁথাইবেন কি খুঁড়িবেন না কি গাঁথাইবেন না কি খনন করাইবেন না।

এই বিধান লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৬। কবরে একটি শব দেওয়া গেলে পর কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা অন্য শব দিবার জন্যে কবর খুলিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৭। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে, সেই স্থানে আনিবার পর দুই ঘন্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৮। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ দাহ করিলে কি করাইলে, যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করা যায় ততক্ষণ তাহা কি তাহার কোন অংশ ত্যাগ করিতে দিবে না কি সেই শবদাহ করণ সম্পর্কে যে কাপড় কি অন্য দ্রব্য ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করা গেলে ঐ দাহ করিবার স্থানে কি তন্নিকটে পড়িয়া থাকিতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৯। শব সংক্রান্ত কোন বস্ত্র বা অন্য যে দ্রব্য কোন কবরস্থানে বা শবদাহের ঘাটে ত্যাগ করা যায় কোন ব্যক্তি তাহা স্থানান্তর বা বিক্রয় করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অংশ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫১। কোন ব্যক্তি শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে নিয়মিতরূপ বিশ্রাম ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাজপথে বা তন্নিকটে নামাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫২। যে শব বা শবের যে অংশ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যের নিমিত্ত রাখা গেল বা তৎকার্য্যে ব্যবহৃত হইল তাহা বদ্ধ আধারে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

সাধারণ উপবিধি।

৫৩। স্নান ঘরের কি গাঁথনীর ছাদের জল পড়িয়া যাহাতে রাজপথের কি নর্দ্দমার হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা, কোন ব্যক্তি ঐ ঘরে কি গাঁথনীতে এমত নল কি জল যাইবার ও নির্গত হইবার অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিস পাইলে পর লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৪। কোন ঘরের ছাদের জল এইক্ষণে যে বা যে নল দিয়া পড়িয়া কোন পথের বা নর্দ্দমার হানি করিতেছে, কমিশ্যনরেরা তৎস্বামিকে সাত দিনের মধ্যে তাঁহাদের আদেশমত ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি ঐ নোটিসের লিখিত-মত কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ঐ আদেশমত কার্য্য যত দিন না করা যায় তাহার দিন প্রতি তাহার ২৲ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৫৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের লিখিত অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন নর্দ্দমার উপর কি তৎপার্শ্বে সাঁকো কি রোয়াক কি ঘর কিম্বা কোন প্রকারের গাঁথনী নির্ম্মাণ করিবেন না। অনুমতি পাইলেও তাঁহারা যেরূপে আজ্ঞা করেন কেবল সেইরূপে গাঁথিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৩৲ তিন টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন নর্দ্দমার উপর দোকান করিবে না কিম্বা সরকারী নর্দ্দমার উপর স্থাপিত কোন সাঁকো, পুল বা রোয়াক কোনরূপে দখল করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

57. If any house, wall, or other erection, or any part thereof, fall upon any public highway, or into any public drain, the owner of such house, wall, or erection shall remove it after notice within the time prescribed by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 daily.

58. No person shall prepare any channel, or convey water by any channel, across any public thoroughfare, except in such manner as shall have been approved of by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10; for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

59. No person shall steep in any tank, *khal*, or ditch within Municipal limits any jute, hemp, bamboos, or other vegetable matter.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20; penalty for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

60. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any trees or shrubs overhanging any tank, and liable to foul the water thereof, to cut or trim the same in such a manner as that they should not overhang the tank.

Whoever fails to comply with such requisitions shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 10, and to a daily fine which shall not exceed Rs. 2 until such requisition be complied with.

61. No person shall, without the written permission of the Commissioners, set up any obstruction in any public *nullah* or water-course; and the Commissioners may order the removal of any such obstruction.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10; the penalty for continued infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 4 daily.

62. No person shall allow any pigs to be at large, or keep them otherwise than in closed styes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

63. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners; provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

64. No person shall allow any diseased or worn-out animal to stray into any highway or into any place whence such animal can escape into any highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

65. No person shall picket any animals, or collect carts, or form any encampment upon any public ground without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

66. No person shall tether or picket any animals in any road, or by the side of any drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

67. No person shall enlarge or deepen any existing tank or other excavation without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs 50

[*Government Gazette*, *27th May* 1884.]

৫৭। কোন ঘর কি দেওয়াল কি অন্য গাঁথনী কি তাহার কোন ভাগ কোন রাজপথের কিম্বা সরকারী কোন নর্দ্দমায় পড়িয়া গেলে, মুনিসিপল কমিশনরেরা নোটিস দিয়া যে সময় নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ ঘরের কি দেওয়ালের কি গাঁথনীর স্বামী সেই সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিয়া লইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫৲পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৮। কোন ব্যক্তি সাধারণের গমনাগমনীয় কোন পথ কাটিয়া নালা করিতে কি ঐ নালা দিয়া জল চালাইতে চাহিলে কমিশনরেরা যেরূপে অনুমোদন করেন কেবল সেইরূপে তাহা করিতে পারিবেন, অন্য রূপে নয়।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২৲দুই টাকা দণ্ড।

৫৯। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত কোন নদীতে কি খালে কি পুষ্করিণীতে কি গর্ত্তে পাট কি শণ কি বাঁশ কিম্বা উদ্ভিজ্জ অন্য দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲বিশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

৬০। কোন পুষ্করিণীর উপর কোন গাছ বা গুল্ম ঝুলিয়া পড়াতে তাহার জল নষ্ট হইতে পারে বলিয়া কমিশনরেরা ঐ গাছাদি যাহাতে পুষ্করিণীর উপর ঝুলিয়া না থাকে এমতে তাহা কাটিবার বা ছাটিবার নিমিত্ত ঐ গাছাদির স্বামিকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন।

যিনি ঐ আদেশমত কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করেন তাঁহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ঐ আদেশ-মত কার্য্য যতদিন না করা যায় দিনপ্রতি তাঁহার ২৲দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬১। কমিশনরদের লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি কোন নালায় কি জল প্রণালীতে অবরোধক কোন বিষয় রাখিবেন না, রাখিলে কমিশনরেরা সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্তে সেই অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিনপ্রতি ৪৲ চারি টাকার অনধিক দণ্ড।

৬২। কোন ব্যক্তি শূকর আল্‌গা ছাড়িয়া দিবেন না কিম্বা বদ্ধ খোঁয়াড় ভিন্ন অন্য স্থানে রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৩। কমিশনরেরা যে স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদ্ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের বাটীর বহির্ভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মল ত্যাগ করিবেন না। কিন্তু কমিশনরদের তদ্রূপ স্থান স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৪। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে বা যে স্থান হইতে সরকারী পথে আসিতে পারে এমত স্থানে কোন ক্ষিপ্ত বা জীবজন্তু ছাড়িয়া দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৫। কোন ব্যক্তি কমিশনরদের অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন ভূমিতে কোন জন্তু বাঁধিবেন না, কি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না কি তাম্বু ফেলিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৬। কোন ব্যক্তি কোন পথে কিম্বা কোন নর্দ্দমার পার্শ্বে গবাদি বাঁধিয়া দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৭। কোন ব্যক্তি কমিশনরদের অনুমতি বিনা এইক্ষণে যে পুষ্করিণী আছে তাহা কি অন্য খাত বৃদ্ধি বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৩। ২৭ মে।]

68. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass from the margin of any public road, or from any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

69. No person shall remove from, or deposit earth, or any other substance in, or make any alteration whatever in, any public drain without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

70. The Commissioners may give notice in writing to the owner or occupier of any land within three days to trim or prune any hedges, and to cut and trim any trees overhanging any public drain, or any drain which is connected with any public drain. Any person who shall fail to comply with such requisition shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and to a fine of Rs. 2 per day until the requisition be complied with.

71. Any person who shall, in contravention of any order passed under section 256 of the Act, make, renew, or thoroughly repair with grass, leaves, mats, or other inflammable materials the external roofs and walls of any hut or other building shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and the Commissioners shall have power to order to be demolished any such hut or building, by giving notice in writing to such effect to the owner thereof; and any person who shall fail to comply with such notice within three days, shall be liable to a fine of Rs. 2 for each day during which he shall fail to comply with such requisition.

72. Any person required by the Act or by any Bye-law under it to take out a license shall produce and show his license when required to do so by any Commissioner or any person duly empowered by the Commissioners in writing to make such requisition.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

73. No person shall wash or cleanse or cause to be washed or cleansed, in any public street, lane or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit or other waterworks belonging to the Commissioners and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town, any vehicle, cart, dog, carriage horse or any other animal.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

74. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street lane or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern conduit, standpipe or other waterworks belonging to the Commissioners, and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town, any wool, cloth or wearing apparel, or any utensil for cooking or other purposes, or [illegible] of any animal or any foul or offensive thing.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

75. No person suffering from any contagious disease shall bathe in any bathing place belonging to the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. [illegible]

For regulating the disposal of offensive matter, rubbish and dead bodies of animals.

76. The Commissioners may from time to time order to be closed and appoint places for the deposit of the carcasses of animals, and any person who shall deposit, or cause to be deposited, the carcass of any animal, in any place other than may have been appointed by the Commissioners, or in any place which they may have ordered to be closed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 50.

[*Government Gazette*, *27th May* 1884.]

৬৮। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের ধার হইতে কিম্বা সরকারী কোন নর্দ্দমা হইতে ঘাসের চাপড়া বা ঘাস কাটিবে না কিম্বা মাটী তুলিবে না কি ঘাস ছুলিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৯। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা কোন নর্দ্দমা হইতে মাটী লইবেন না কিম্বা মাটী বা অন্য দ্রব্য তাহাতে ফেলিবেন না, অথবা তাহার অন্য কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭০। সরকারী কোন নর্দ্দমার উপর কিম্বা সরকারী কোন নর্দ্দমার সঙ্গে সংযুক্ত কোন নর্দ্দমার উপর ঝুলিয়া পড়া কোন বেড়া ছাটিবার ও কোন গাছ কাটিবার ও ছাটিবার নিমিত্ত কমিশ্যনরেরা কোন ভূমির স্বামী কি দখীলকারকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই আদেশমত কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে তাহার ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যত দিন সেই আদেশমত কার্য্য না করেন তাহার দিন প্রতি দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭১। কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ২৫৬ ধারামতে প্রচারিত কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন চালা ঘরের বা অন্য ঘরের চাল কি বেড়া খড়, পাতা, দরমা কিম্বা আশুজ্বলনশীল অন্য দ্রব্য দিয়া করে কি পুনরায় নূতন করিয়া করে কি সম্পূর্ণরূপে মেরামৎ করে, তাহার ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে; এবং কমিশ্যনরেরা উক্ত চালা বা অন্য ঘরের স্বামিকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার লিখিত নোটিস দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে ঐ নোটিসের লিখিতমত কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে যত দিন উক্ত আদেশমত কার্য্য না করেন তাহার দিনপ্রতি তাঁহার ২৲ টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৭২। উক্ত আইন কি উক্ত আইনমতে প্রণীত কোন উপবিধিমতে কোন ব্যক্তির প্রতি লাইসেন্স লইবার আদেশ হইলে, তিনি কোন কমিশ্যনরের আদেশমতে কিম্বা কমিশ্যনরেরা লিখিয়া উপযুক্তমতে যাঁহাকে ক্ষমতা দেন তাঁহার আদেশমতে লাইসেন্সপত্র আনিয়া দেখাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৩। সরকারী কোন রাস্তায়, গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি মুহুরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালী কি জলের অন্য কার্য্য নগরবাসিদের গৃহ কার্য্যের নিমিত্ত করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন যান, গরুর গাড়ী, কুকুর ঘোড়ার গাড়ী, ঘোড়া কি অন্য কোন জন্তুর গা ধুইবেন কি ধোয়াইবেন না, কিম্বা পরিষ্কার করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৪। সরকারী কোন রাস্তায় কি গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি মুহুরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালী কি চৌবাচ্চা কল কি জলের অন্য কার্য্য নগরবাসিদের গৃহকার্য্যের নিমিত্তে করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ব্যক্তি পশম কি কাপড় কি পরিধেয় বস্ত্র কিম্বা রন্ধনের কি অন্য উচ্ছিষ্ট বাসন কি চর্ম্ম কি কোন জন্তুর ছাল কিম্বা অন্য অপরিষ্কার কি দুর্গন্ধজনক বিষয় ধুইবেন কি পরিষ্কার করিবেন না কিম্বা ধোয়াইবেন কি পরিষ্কার করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৫। সংক্রামক কোন রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অধিকৃত কোন স্নানের স্থানে স্নান করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

দুর্গন্ধদ্রব্য ও জঞ্জাল ও মরা জন্তু স্থানান্তর করিবার বিধান।

৭৬। কমিশ্যনরেরা সময়ে২ মরা জন্তু ফেলিবার স্থান বন্ধ ও নিরূপণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কমিশ্যনরেরা মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত যে স্থান নিরূপণ করেন তদ্ভিন্ন অন্য স্থানে কিম্বা যে স্থান বন্ধ করেন সেই স্থানে কোন ব্যক্তি কোন মরাজন্তু ফেলিলে বা ফেলাইলে, তাহার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

77. No person shall throw or place, or permit his servants to throw or place, on any road or street any broken glass, broken bottles, or crockery, but such rubbish may be placed directly on the conservancy carts.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

78. No owner or occupier of land shall allow the same to be made filthy by the systematic deposit thereon of any dirt, dung, bones, night-soil, or other offensive matter. Provided that no prosecution under this bye-law shall be instituted against an absentee owner or occupier, until notice giving 14 days to clean the land has been served on him.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

79. Every person within whose premises any animal may die shall, within two hours after its death, or if death occurs at night, within two hours after daylight, either remove at his own expense the carcass to such place as may be set apart by the Commissioners for the reception of such carcasses, or report its death to the Conservancy Overseer of the division within which such premises may be situated, and in such latter case shall pay the said overseer the expense of removing the carcass at such rate as the Commissioners may determine, and in cases where the said person is not the owner of the animal and the owner is known, the owner shall alone be responsible for the payment of such expense, and such expense shall be recoverable as a debt due to the Commissioners. No Overseer, when called upon, shall neglect to remove a carcass.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

80. No person shall deposit, or cause to be deposited, any carcass or part of a carcass in any other than such places as may from time to time be appointed by the Commissioners for the reception of such carcasses.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

For regulating traffic in the streets.

81. No person shall, without the permission of the Commissioners, take an elephant or camel along any public road within the limits of the Municipality, except by such route as shall be fixed for the purpose by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

82. No person shall leave any cart or carriage on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20; penalty for continued infringement after notice, Rs. 10 daily.

83. No person shall let off any fire-balloons, fire-works, or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

84. No person shall fly kites on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

85. No person shall deposit for any purpose any article or thing on any road without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

86. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart shall carry one conspicuous light.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

87. Any driver of a cart conveying bamboos, timber, rails or other such materials, projecting more than three feet from either end of the cart, such cart not being in charge of one person at least besides the driver, shall be liable on conviction to a fine which shall not exceed Rs. 10.

[*Government Gazette 27th May* 1884.]

৭৭। কোন ব্যক্তি কোন রাস্তায় বা পথে কাঁচ, বোতল কি হাঁড়ি কুঁড়ি ভাঙ্গা ফেলিবেন রাখিবেন না কিম্বা আপন চাকরাদিগকে ফেলিতে কি রাখিতে দিবেন না। তদ্রূপ আবর্জ্জনা একেবারে ময়লা ফেলা গাড়ীতে দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৮। ভূমির কোন স্বামী কি দখীলকার আপন ভূমিতে কোন আবর্জ্জনা, গোবর, ঝাড়, বিষ্ঠা কি দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য সর্ব্বদা ফেলাইয়া তাহা ময়লা করিতে দিবেন না। কিন্তু অনুপস্থিত স্বামির কি দখীলকারের উপর চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ ভূমি পরিষ্কার করিবার নোটিস দেওয়া না গেলে এই উপবিধি-মতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৯। কোন ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে জন্তু মরিলে, কমিশ্যনরেরা মরা জন্তু ফেলিবার যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন, ঐ ব্যক্তি জন্তুর মরণের পর চুই ঘণ্টার মধ্যে, কিম্বা রাত্রেতে মরিলে প্রভাতের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে আপনার খরচে সেই মরা জন্তু সেই স্থানে পাঠাইবেন, অথবা উক্ত বাড়ী যে পল্লীর মধ্যে আছে সেই পল্লী পরিষ্কার রাখিবার ওবরসিওয়রের নিকট ঐ জন্তুর মরণের রিপোর্ট করিবেন। শেষোক্ত স্থলে কমিশ্যনরেরা যে হার ধরেন ঐ ব্যক্তি ওবরসিয়রকে সেই হারে ঐ মরা জন্তু স্থানান্তর করিবার খরচ দিবেন। ঐ মরা জন্তু ঐ বাড়ীর স্বামিরই না হইলে ও যাহার জন্তু ছিল ইহা জানা থাকিলে, সেই ব্যক্তিই ঐ খরচের দায়ী হইবেন, ও কমিশ্যনরদের প্রাপ্য ঋণের ন্যায় তাঁহার স্থানে ঐ খরচা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। কোন ওবরসিয়রকে মরা জন্তু ফেলাইবার কথা জানাইলে তিনি তাহা ফেলাইয়া দিতে শৈথিল্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮০। কমিশ্যনরেরা মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত সময়ে২ যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন তদ্ভিন্ন কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মরা জন্তু বা জন্তুর কোন অংশ ফেলিবেন না ফেলাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ টাকার অনধিক দণ্ড।

রাস্তায় গাড়ী প্রভৃতি চালাওনের বিধান।

৮১। কমিশ্যনরেরা হস্তী কি উট লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথ নিরূপণ করেন তদ্ভিন্ন মুনিসিপলিটীর অন্তর্গত কোন পথ দিয়া কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা হস্তী কি উট লইয়া যাইবেন না
এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮২। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে গরুর গাড়ী কি ঘোড়ার গাড়ী রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৩। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল কমিশ্যনরদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যেরূপ আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে আগুন বেলুন কি আতশবাজী কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৪। কোন ব্যক্তি সরকারী পথে ঘুড়ি উড়াইবেন না।
এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা কোন পথে কোন অভিপ্রায়ে কোন দ্রব্য বা জিনিস রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৬। সূর্য্যাস্ত অবধি সূর্য্যোদয়ের মধ্যে কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়গাড়ী গমনাগমন করে তাহার দুইটি পরিদৃশ্যমান আলো জ্বালিয়া যাইতে, ও প্রত্যেক গরুর গাড়ীর একটা পরিদৃশ্যমান ভাল আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৭। বাঁশ, বাহাদুরী কাঠ, রেল কিম্বা তদ্রূপ অন্য দ্রব্য বোঝাই গরুর গাড়ীর কোন গাড়ওয়ান গাড়ীর অগ্র কি পশ্চাৎভাগে তিন ফুটের অধিক বাহির হইয়া থাকা ঐ দ্রব্য লইয়া গেলে গাড়ওয়ান ভিন্ন অন্ততঃ আর একজন লোক সেই গাড়ীর সঙ্গে না থাকা প্রমাণ হইলে ঐ গাড়ওয়ানের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

88. Any night-man within that part of the Municipality to which the provisions of section 13, Act VI (B.C.) of 1878 may have been extended by the Commissioners, who shall be found performing any of the duties of a night-man without a license duly obtained from the Commissioners, shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 5 for every day that he may exercise such duties while unlicensed.

Markets.

89. No owner, occupier, or farmer of any market for the sale of butchers' meat, poultry, fish or vegetables, or of any slaughter-house within the limits of the Municipality of Naraingunge, shall keep or allow the same to be kept in a filthy or unclean state.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 till properly kept.

90. Every owner, occupier or farmer of any market or of any slaughter-house within the said limits, shall remove or cause to be removed, once in every twenty-four hours, any filth, putrefying or obnoxious matter that may have accumulated within such period.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 until the work is done.

91. No resident, owner, occupier or farmer of any market within the said limits, or of any portion thereof, shall in any way obstruct, or allow to be obstructed, any of the lanes, walks, gangways or other thoroughfares within such market or bazar, by exposing for sale or accumulating, or allowing to be exposed for sale or accumulated, in any such lane, walk, gangway or thoroughfare, any package or packages or any other materials whatever.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 and a daily fine of Rs. 2.

92. Every owner, occupier or farmer of any market shall within fourteen days after he shall have received notice from the Commissioners so to do, provide such urinal or latrine as in the opinion of the Commissioners may be necessary for the cleanliness and health of the said market, and the site and construction of which shall be approved by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 and a daily fine of Rs. 5.

93. No person resorting to a market and intending to satisfy a call of nature shall have recourse to any other place within the market for that purpose except the urinal or latrine provided under the preceding section.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

94. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop, shall sell or expose or permit to be exposed for sale, or admit into or permit to remain in any such market or shop, any noxious meat or fish or decomposed vegetable matter, but such owner, occupier or farmer shall, without any delay, cause such meat, fish or vegetable matter to be at once removed to a place to be notified to him by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

95. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop shall obstruct any person appointed by the Commissioners for that purpose from entering and inspecting any such premises at any time between sunrise and sunset.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named, within which all unmarked wood and

৮৮। কমিশ্যনরেরা মুনিসিপালিটীর যে অংশে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১৩ ধারার বিধান প্রচলিত করিয়াছেন, সেই অংশের মধ্যে কমিশ্যনরদের স্থানে উপযুক্তমতে লাইসেন্স না পাইয়া মেতরের কর্ম্ম করিতেছে এমন কোন মেতরকে দেখা গেলে, সে লাইসেন্স না লইয়া যত দিন সেই কর্ম্ম করিতে থাকে তাহার দিন প্রতি তাহার ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

বাজারের বিধি।

৮৯। নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে কশাইখানার মাংস কি মুরগী প্রভৃতি কি মাছ কি শাক সবজী বিক্রয় করিবার কোন বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার সেই স্থান গলিজ কি অপরিষ্কার অবস্থায় রাখিবেন না কি রাখিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড এবং উপযুক্তমতে যত দিন না রাখা যায় তাহার দিনপ্রতি ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯০। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারে কি কশাইখানায় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে গলিজ কি পচা কি দুর্গন্ধজনক দ্রব্য জমে, ঐ বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার তাহা চব্বিশ ঘন্টা অন্তর একবার স্থানান্তর করিবেন কি করাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যত দিন কার্য্য না করা যায় তাহার দিন প্রতি ৫৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯১। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারের বা তাহার কোন অংশের বাসেন্দা কি স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার উক্ত বাজারের মধ্যগত কোন গলিপথে কি হাঁটিয়া যাইবার পথে কি গমনীয় পথে কি সাধারণের গমনীয় অন্য পথে বস্তাদি কি অন্য কোন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে রাখিয়া বা জমা করিয়া কিম্বা বিক্রয়ার্থে রাখিতে বা জমা করিতে দিয়া ঐ পথ বন্ধ করিবেন কি করিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড, ও দিনপ্রতি ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

৯২। বাজার পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যভাবে রাখিবার নিমিত্ত মূত্রত্যাগ করিবার যে স্থান বা পাইখানা কমিশ্যনরদের বিবেচনায় আবশ্যক হয়, কমিশ্যনরেরা কোন বাজারের স্বামিকে কি দখীলকারকে কি ইজারদারকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবার নোটিস দিলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ স্বামী প্রভৃতির তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। তাহা যে স্থানে করা যাইবে ও তাহার যেরূপ গঠন হইবে এই বিষয়ে কমিশ্যনরদের অনুমোদনের অপেক্ষা থাকিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও দিন প্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা দণ্ড।

৯৩। বাজারে গিয়া কোন ব্যক্তির মলমূত্র ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইলে ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে প্রস্তুত পাইখানা কি মূত্র ত্যাগ করিবার স্থান ভিন্ন বাজারের অন্য কোন স্থানে যাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৪। মাংস কি মাছ দুর্গন্ধজনক হইলে কিম্বা শাক সবজী পচিয়া গেলে কোন বাজারের কি দোকানের স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহা বিক্রয় করিবেন না কি বিক্রয়ার্থে দেখাইবেন না, কি দেখাইতে দিবেন না, অথবা বাজারে কি দোকানে আনিতে কি দিতে দিবেন না; কিন্তু কমিশ্যনরেরা যে স্থানের নোটিস প্রচার করিবেন সেই স্থানে অগৌণে ঐ মাংস কি মাছ কি শাক সবজী ফেলিয়া দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৫। কমিশ্যনরেরা কোন বাজারে কি দোকানে গিয়া পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইবার মধ্য কোন সময়ে বাজারের কি দোকানের স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাঁহার তথায় গিয়া দেখিবার বাধা দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে শ্রীযুত লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

শ্রীযুত লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৭৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চিম দুয়ার জিলার অন্তর্গত

timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act, and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

1. Fenny.
2. Dhroong.
3. Haldah.
4. Kalapania.
5. Sartah.
6. Ishamatti.
7. Karnafulli.
8. Sylock.
9. Sungoo.
10. Dol oo.
11. Hangar.
12. Tak, or Tonkawati.
13. Matamori, or Mamori.
14. Eadgong.
15. Bagkhali.
16. Rezoo.

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

1. *Drift timber may be salved by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated 1884, may be salved by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The salver shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884:—

Name of river.	No.	Name and locality of depôt.
Fenny ...	1	Fenny revenue station at the Amlighat.
Dhroong	2	Dhroong ditto.
	3	Fatakcherry ditto.
Haldah ...	4	Haldah ditto.
Kalapania ...	5	Kalapania ditto.
Sartah ...	6	Sartah ditto.
Ishamatti ..	7	Ishamatti ditto.
	8	Rajashat ditto.
	9	Sialbukka ditto.
Karnafulli ...	10	Karnafulli ditto at Chandraghona thana.
	11	Ishamatti Mukh drift depôt (at the junction of the Karnafulli and Ishamatti).
	12	Kainchighat drift depôt (on the Kadalpur road).
	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt).
Sylock ...	14	Sylock revenue station.
Sungoo ...	15	Sungoo ditto.
	16	Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road).
	17	Doloo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doloo rivers).
Doloo ...	18	Doloo revenue station.
Hangar ...	19	Hangar ditto.
Tak, or Tonkawati ...	20	Tonkawati ditto.
Matamori or Mamori	21	Matamori ditto (at Manikpur village).
	22	Chakaria drift depôt (at Chakaria thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong ...	24	Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village).
Bagkhali ...	25	Bagkhali ditto (at Ramoo thana).
Rezoo ...	26	Rezoo ditto.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salved timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salved timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salved under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salved under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 13*th May* 1884.—In the notification, dated the 28th March 1884, published at page 506, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th ultimo, confirming the bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.), of 1880 *for* the words "trees or hedges obstructing, overhanging or overshadowing any road," *read* "trees or hedges obstructing or overhanging any road."

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 13*th May* 1884.—In the notification, dated the 24th ultimo, appointing certain gentlemen to be Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, published at page 585, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, *for* "Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry," *read* "Baboo Gangesh Chundra Roy Chowdhry."

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9?*th May* 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 1, Act IV (B.C.) of 1873, to extend the provisions of the said Act, so far as they relate to the registration of births, to the municipality of Bansberiah, in the district of Hooghly, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 27*th May* 1884.]

৩। রক্ষার্থ ফীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে বাহাদুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাহাদুরী কাঠের আড্ডায় লইয়া গিয়াছেন তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে কিম্বা তাহার পর তদ্রূপে প্রকাশিত পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনক্রমে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাহাদুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য ধরিয়া শতকরা ৫০৲ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

৪। ভাসমান বাহাদুরী কাঠ দাওয়াদারের সম্পত্তি দেখান গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪১ ধারামতে কোন দাওয়াদারকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করা গেলে সেই দাওয়াদার উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা সুদ্ধ ডিষ্ট্রিক্ট বনের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য খরচ যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাহাদুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাহাদুরী কাঠ গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ত্তে তাহা নীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিমতে ভাসমান যে সকল বাহাদুরী কাঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারানুসারে গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ত্তে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ার সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাহাদুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিষ্টরী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিমতে রক্ষা করা ভাসমান বাহাদুরী কাঠের উপর দাওয়া স্থাপনের সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটরী।

অশুদ্ধশোধন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাবাদ জিলার পথ কমিটীর প্রণীত উপবিধি দৃঢ় করণার্থ ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৬ আপ্রিলের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে "কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়া বা ছায়াচ্ছাদনকারি কোন বৃক্ষের বা বেড়ার" এই কথার পরিবর্ত্তে "কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর ঝুলিয়া পড়া বৃক্ষ বা বেড়ার" এই কথা পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটরী।

অশুদ্ধশোধন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—যশোহর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে কএক মহাশয়কে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৪ তারিখের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে "শ্রীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী" এই নামের পরিবর্ত্তে "শ্রীযুত বাবু গজেশচন্দ্র রায় চৌধুরী" পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের [illegible] ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া তিনি জন্ম রেজিষ্টরী করণের সম্বন্ধে যে পর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখে সেই পর্য্যন্ত উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTIFICATION.

The 11th May 1884.—The following lists of Civil Hospital Assistants, serving in Bengal, who have passed the English qualification and professional examinations held on the 15th April 1884, are published for general information :—

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination.

Name.	Attached to—
Third Class, Kaly Prosunno Sen	... Jail and Police Hospitals.
Ditto, Jevan Krishna Dutta	Central Jail Hospital, Midnapore.
Ditto, Banka Behary Ghose	[illegible]ensary, Curriberia.
Ditto, Juggobundhoo Gupta	Police Hospital, Burdwan.
Ditto, Anundo Moy Sen	[illegible]al Hospital, Dinagepore, officiating.
Ditto, Rojoni Canto Ganguly	Ditto, Ranchi
Ditto, Keshub Chunder Mohapatro	Central Irrigation Hospital, Cuttack
Ditto, Chuckrodhur Dass	Police H[illegible]ital, Cuttack.
Ditto, Shib Chunder Sen Gupta	... Orissa Medical School, Cuttack.
Ditto, Dino Nath Banerjee	Dispensary, Tickerpara.

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination for higher pay.

Civil Hospital Assistants.	Attached to—
First class, Raj Coomar Sen	... Jail Hospital Hooghly.
Second class, Kumode Behary Samanto	Central Jail Hospital, Bhagulpore.
Ditto, Bhoobun Mohun Dutt	... Supernumerary, on leave.

Names of Candidates who have passed the Professional Examination.

[illegible] Gupta	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15th April 1884			
Third class, R[illegible] Kanta Ganguli	Jail Hospital, Ram[illegible]pore.	6th Sept 1876	2nd	Ditto.			
Third class, Kumode Behary Samanto.	Central Jail Hospital Bhagulpore	22nd July 187[illegible]	2nd	Ditto	15th April 1884	...	Reverted
Third class, Bhoobun Mohun Dutt.	Supernumerary	5th July 1873	2nd	Ditto	Ditto	...	Ditto.
Third class, Indro Narain Banerjee.	Police Hospital Calcutta	30th Jan 18[illegible]	2nd	Ditto	......		

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 27th May* 1884]

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B C.) of 1880, to extend the provisions of the said Act to the Cuttack Municipality, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of publication of this notice in the *Calcutta Gazette.*

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—Whereas a notification, dated the 28th February 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act VI (B. C.) of 1878 to the Shahagunge mohulla of the Hooghly and Chinsurah Municipality, was published at page 119, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 5th March 1884, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the said mohulla, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 2 of the said Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor declares that, from the 1st April 1884, the Commissioners of the said municipality will maintain an establishment for the cleansing of all public and private latrines within the limits of the Shahagunge mohulla of that municipality.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the Bali Municipality, in the district of Howrah, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2904 A.

The 1st May 1884.—Baboo Gobind Chunder Bose is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Sooree, *vice* Baboo Dwarka Nath Bhuttacharjee.

The 3rd May 1884.—Mr. L. P. Shirres, Assistant Magistrate and Collector, Backergunge, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 6th May 1884.—Baboo Poresh Nath Banerjee, First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Amrita Lal Pal, Second Subordinate Judge of Sarun, is appointed to act as First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, during the absence, on leave, of Baboo Poresh Nath Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদানবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান কটক মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—হুগলী ও চুঁচড়া মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত সাহাগঞ্জ মহল্লায় ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখের এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ৫ মার্চের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ২৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত মহল্লায় উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্যাদি করিয়া এবং হুগলী ও চুঁচড়া মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে তিনি এই আদেশ করিলেন যে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা উক্ত মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত সাহাগঞ্জ মহল্লার সীমার মধ্যে স্থিত সরকারী বা ব্যক্তিবিশেষের পাইখানা পরিষ্কার করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি নিযুক্ত থাকিবেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হাবড়া জিলার অন্তর্গত বালি মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যল ডিপার্টমেণ্ট।

২০০৪ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু বীরভূম জেলায় মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শিউড়িতে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।—বাখরগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এল, সি, শিরেস সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—ভাগলপুরের প্রথম সবরডিনেট জজ এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু অমৃতলাল পাল ভাগলপুরের প্রথম সবর্ডিনেট জজের এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

Baboo Ashutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The 9th May 1884.—**The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Egra Bench, in the district of Midnapore, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—**

Baboo Srinath Chundra Das Mohapatra. | Baboo Bhagabat Chundra Maiti.
Baboo Brojendra Nandan Das Mohapatra.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by **Baboo Ram Chunder Bose** of his appointment of Honorary Magistrate of the Bench at Chundunbaree **Boda,** in **the district** of Julpigoree.

The 12th May 1884.—Mr. J. R. Hand, Deputy Magistrate, **Shahabad, is vested with** powers under sections 110 and 133 of the Code of Criminal Procedure.

Munshi Harihar Charan Lall, Munsif of Lohardugga, who exercises the **powers of a Deputy** Collector under Act I (B.C.) of 1879, is vested, under section 146 of that **Act, with** the power to receive plaints in suits under the said Act, when the cause of action arises within the local jurisdiction of his munsifi.

Baboo Aditya Charan Chakravarti, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Meherpore, during the absence, on leave, of **Baboo** Suresh Chundra Ghose, or until further orders.

The 17th May 1884.—Baboo Bhugwan Chunder **Chuckerbutty, Subordinate Judge of Khoolna,** is promoted to the first grade of Subordinate Judges and **Small Cause Court Judges,** *vice* Mr. W. Wright, retired.

Baboo Kristo Chunder Chatterjee, First Subordinate Judge, 24-Pergunnahs, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Brojo Mohun Dutt, retired.

Baboo Matadin, First Subordinate Judge, Sarun, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty.

Baboo Krishna Mohun Mookerjee, Officiating Subordinate Judge, Hooghly, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Kristo Chunder Chatterjee.

Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Matadin.

Baboo Kanai Lal Mookerjee, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Krishna Mohun Mookerjee.

Baboo Juggobundhoo Gangooly, Officiating Subordinate Judge, Dinagepore, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty.

Baboo Dwarka Nath Bhuttacharjee, Officiating Additional Subordinate Judge, Tipperah, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 5th May 1884.—Under section 2 of Act II (B.C.) of 1867 (an Act to provide for the punishment of public gambling and the keeping of common gaming houses), the Lieutenant-Governor authorizes the extension of the provisions of the said Act to the limits of the Rungpore Municipality, in the district of Rungpore, with effect from the 1st June 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

লোহারডগার একটীং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত এগ্রা বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথচন্দ্র দাস মহাপাত্র। | শ্রীযুত বাবু ভাগবচন্দ্র মাইতি।
শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র।

শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র বসু জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত চন্দনবাড়ী বোদা বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—শাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে, আর, হাণ্ড সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৩৩ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী লোহারডগার মুন্সেফ শ্রীযুত মুনশী হরিহরচরণ লাল স্বীয় মুন্সেফীর বিচারাধিপত্যের স্থানসীমার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু উৎপত্তি হইলে উক্ত আইনমত মোকদ্দমার আরজী গ্রহণ করিতে ঐ আইনের ১৪৬ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্ত্তী, বি, এল, নদীয়া জিলায় মুন্সেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মেহেরপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—শ্রীযুত ডবলিউ, রাইট সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে খুলনার সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন দত্ত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে ২৪ পরগনার প্রথম সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পরিবর্ত্তে সারণের প্রথম সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত মাওাদিন বাবু সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে হুগলীর একটিং সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতে জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মাওাদিন বাবুর পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পরিবর্ত্তে দিনাজপুরের একটীং সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু জগদ্বন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরার একটিং আডিশনল সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সামান্য দ্যূতক্রীড়ার ও সাধারণ দ্যূতগ্রহ রাখিবার দণ্ড বিধায়ক ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ২ ধারামতে উক্ত আইনের বিধান ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত রঙ্গপুর মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার আদেশ করিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified that, under section 10 of Act I (B.C.) of 1869 (an Act for the prevention of cruelty to animals), and under section 3 of Act III (B.C.) of 1869 (an Act to enable police officers to arrest without warrant persons guilty of cruelty to animals), and under section 14 of Act VIII (B.C.) of 1880 (an Act to provide against the spreading of certain contagious and infectious diseases among horses), the Lieutenant-Governor is pleased to extend the provisions of the said three Acts to the limits and boundaries of the Port Commissioners on the Howrah side of the river Hooghly

F. B. Peacock,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. as a site of the Nayazipore outpost building in the village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore, district of Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigah 14 cottahs 7½ dhoors, bounded on the east by the field of Pitambar Bharti; on the west by the public road; on the north by the field of Pitambar Bharti; and on the south by the field of Ramghulam Bharti, is required within the aforesaid village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore.

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870.

F. B. Peacock,
Secretary to the Govt. of Bengal

DECLARATION

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Motihari Jail, in the village of M[illegible], tolah Balawoh, Tuppoh Madhwol, pergunnah Majhawoh, zillah Chumparun, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 acres and 7 poles, bounded on the north by Goorsohey's land; on the west by the jail wall and road; on the south by the road leading to the jail; and on the east by the main road, is required within the aforesaid village of Motihari.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

F. B. Peacock,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT, BENGAL.

The 20th May 1884.

No. 211.—*Leave.*—In continuation of notification No. 105 of the 25th February last Mr J. Ramsay, Executive Engineer, first grade, Nagpore Railway Surveys, is granted by the Secretary of State a further extension of three months' leave on medical certificate, in continuation of the furlough granted him in notification No. 231 of the 18th June 1883.

IRRIGATION.

The 20th May 1884.

No. 213.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that additional land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the enlargement of the extension of th[illegible] Distributary, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land running parallel to, and situate on, both banks of the said extension, and each measuring about [illegible] feet in length by 12½ feet in width, and aggregating an area of [illegible] acres and 11 poles of land, more or less, are required in the village of Belhari, pergunnah Bhojepore, in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

(*Government Gazette, 27th May* 1884.)

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব জন্তুর প্রতি নৃশংস ব্যবহার নিবারণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১০ ধারামতে, এবং জন্তুর প্রতি নির্দ্দয়াচারের অপরাধিদিগকে বিনা পরওয়ানায় ধৃত করণার্থে পুলীসের কর্ম্মকারকদিগকে ক্ষমতাদানার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৩ ধারামতে এবং অশ্বদের মধ্যে কোন২ স্পর্শসঞ্চারী ও সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণের বিধান করণার্থ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারামতে উক্ত তিন আইনের বিধান হুগলী নদীর হাবড়া পারের পোর্ট কমিশ্যনরদের সীমা সম্বন্ধে প্রচলিত করিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার সরিয়া মৌজার সামিল কাঁসপটী গ্রামে ময়াজপুর ফাঁড়ির কোটাঘরের জন্যে রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত ভোজপুর পরগনার সরিয়ার মৌজার সামিল কাঁসপটী গ্রামে ন্যূনাধিক ১।৪ কাঠা ৭।। ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্ব্বসীমা পীতাম্বর ভারতীর ক্ষেত, পশ্চিমসীমা রাজপথ, উত্তর সীমা পীতাম্বর ভারতীর ক্ষেত এবং দক্ষিণসীমা রামগোলাম ভারতীর ক্ষেত।

১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চাম্পারণ জিলার অন্তর্গত মাঝওয়া পরগনার মাঝেল এষ্টেটের বলাও টোলার মতিহারী গ্রামে মতিহারীর জেলের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মতিহারী গ্রামে ন্যূনাধিক ৩ একর ৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গুরুসহায়ের জমি, পশ্চিম সীমা জেলের প্রাচীর ও পথ, দক্ষিণ সীমা জেলে যাইবার পথ, এবং পূর্ব্ব সীমা সড়ক।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।

২১১ নম্বর।—ছুটী।—গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখের ১০৭ নং বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত এই বিজ্ঞাপন। নাগপুর রেলওয়ে ষ্টেটের প্রথম শ্রেণীর একসেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, রামসে সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৮ জুনের ২৩১ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে নিয়মিত ছুটী পান তদতিরিক্ত শ্রীযুত ষ্টেটসেক্রেটরী সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসকের সার্টিফিকেট ক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।

২১৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের অর্থাৎ এরিয়ন জল বিতরণার্থ নালার বর্দ্ধিতাংশের বৃদ্ধি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার বেলছরি গ্রামে দুই খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমি উক্ত বর্দ্ধিতাংশের উভয় ধারের সমান্তরালগামি ও উভয় ধারে স্থিত ও প্রত্যেক খণ্ড ৩৬০০ ফুট। দীর্ঘ ৩১২।। ফুট প্রস্থ অর্থাৎ মোটে ন্যূনাধিক ২ একর ১১ পোল পরিমিত।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 20th May 1884.

No. 214.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, viz. for constructing a road from Manshai to Bucktearpur, in the villages Munsee, Kootea, Saidpur, Bulhia, Konakoh, Badla, Dhanna, Bssititol, Koopera, Malta, Salkooa, Mobarakpur, Goorga Ganspora, and Bucktearpur, in the district of Monghyr, it is hereby declared that for the above purpose land on the north of the Ganges, measuring, more or less, 342 local bigahs or 646¼ standard bigahs, is required in the above-mentioned villages

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern, and is issued in supersession of that, dated the 17th December 1883, which was published at page 1295 of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

স্থানীয় বর্ত্মাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

২১৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।— রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত মুনশী, কুটিয়া, সৈদপুর, বলিয়া, কোনাকোহ, বাদলা, ধন্না, বসিংহতোল, কুপোয়া, মালভা, সাংকুয়া, মবারকপুর, গুরগা গাঁস্পোরা ও বক্তিয়ারপুর গ্রামে মানশাহি অবধি বক্তিয়ারপুর পর্যান্ত পথ করিবার জন্যে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে গঙ্গানদীর উত্তরদিকে উক্ত সকল গ্রামে স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ৩৪১৴ বিঘা অর্থাৎ কস্টিগত্তে ৬৪৬।।০ বিঘা ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, এবং ১৮৮৩ সালের ২৫ ডিসেম্বরের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১২১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসের ১৭ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

জি, এস, ই, এস, নীল, মেজর, এম এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই২ জিলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্ব দুই সপ্তাহ

৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কমু ও বাজরা।			চোলম ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ
	বঙ্গদেশ। পশ্চিমদিকস্থ জিলা।																		
	০	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	বর্দ্ধমান ...	ক ।৮	।৮	।৪	।।৭।।	৸২	।।০	।৩৶	।৩।	।৯	।৮	।৮	।।৪	...	...	...	...	...	...
২	বাঁকুড়া ...	খ ।৬।।	।৭	।৪	।৮	।৯	।৯	।৫।।	।৫।।	।৯।	।৭।।	।৭।।	।।৪৲	...	...	...	...	...	...
৩	বীরভূম ...	গ ।৭	।৬।।	।৫।।	...	..	...	।৪	।৩।৴	।৬	।৫।।	।৬	।।০	...	...	...	...	...	..
৪	মেদিনীপুর	...	।২	।৭	...	।১	।৬	...	।৪	।৮	...	।৮	।।৪	...	...	...	...	...	...
৫	হুগলী ..	ঘ ।৭।।	।৭	।৫	...	...	..	৴৮	৴৮	।০	।৪	।৪	।৮	...	...	..	...	...	...
	হাবড়া ...	।৪	।৪।।	।৪	...	...	...	।২	।২	।৪।	।৩।।	৷৶	।।০	...	...	...	..	...	...
	মধ্যস্থলের জিলা।																		
	কলিকাতা ...	।৬	।৩	।৪।৴	।৭	।৯	।৭৲	৴০	৴৮	।০৲	।৩	।৩	।৭৲	।৫	।৪	।৮৲৴	।৭	।৯	...
৬	২৪ পরগনা ...	ঘ১ ।৪।।	।৪।	।৩।৴	।৭৲	।।০	।৭	৴৮	৴৮	৴৮	।৬	।০	।৩।	...	...	...	...	...	...
৭	নদীয়া ...	ঙ ।৬৲	।৬৲	।৪।।	।।০	।।২৲৶	।।২-৲৶	।২।৴০	।২।৴	।৪।।	।৩।৴	।৩।৴	।৭।০	...	...	...	...	..	...
৮	খুলনা ...	চ ...	...	..	...	...	...	।৪	।৪	।৬	।৬	।৬	।৫	...	...	...	...	...	...
৯	যশোহর ...	ছ ।৪	।৬	।।০	...	...	...	।৩	।৩	।৬	।৬	।৬	।।২।।	..	..	..	...	...	...
১০	মুরশিদাবাদ ...	জ ।৯	।৯।।	।৭	..	...	...	।৩।।	।৩।।	।৬	।৪	।৩।।	।৯	...	...	...	...	...	..
১১	দিনাজপুর ...	।৬	।।০	।২	।৩	।৩।৴	।১।৶	।৩	।৫।।	।৮	।৬	।৭।	।।১	..	...	..	...	...	...
১২	রাজশাহী ...	ঝ ।৯	।৯	।৭।	৸২	৸২	৸৭।।	।১।।	।১।	।৬	।৬	।২।।	।৭।-।৮৲	...	...	..	...	...	...
১৩	রঙ্গপুর ...	ঞ ।৬	।৬	।১৶	...	...	...	।০	।০	।৩।৴	।০	।৩৶	।৬	...	...	...	..	...	...
১৪	বগুড়া ...	।৬।।	।২	।৩।।	...	...	...	৴৯৲	৴৯৲	।৩।।	।৫	।৫	।।১	..	...	...	...	...	...
১৫	পাবনা ...	ট ।।৪	।।৪।৶	।৮।৶	...	...	...	৴৮।	৴৮।	৴৮।	।৫	।৫	।৯৶	...	...	...	...	...	...
১৬	দার্জ্জিলিঙ্গ	ঠ ...	...	৴৮	।০	।১	৴৮	৴৫।।	৴৪	৴৫	।০	।০	।০	...	.	...	..	...	...
১৭	জলপাইগুড়ি	ড ।০	।০	।০।।৶	।।০	।।০	।।০	।১।।	।৩	।৬	।৪	।৬	।।০	...	...	.	...	...	...

ক। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—কালনায় ।৩ সের, কাঁটওয়ায় ।৩ সের এবং রাণীগঞ্জে ।২৸০ সের।

খ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।২ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত।

গ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।১ সের অবধি ।৩।৴ সের পর্য্যন্ত।

ঘ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—শ্রীরামপুরে ।৩ সের, জাহানাবাদে ।৩।। সের।

ঘ১। ঐ ঐ ।—বারাসত ও বশীরহাটে ।৩ সের, ও কলাগাছীতে ।১ সের।

ঙ। ঐ ঐ ।—মেহেরপুরে ।১।। সের, চুয়াডাঙ্গায় ।৩ সের, এবং রাণাঘাটে ।২৶ সের।

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকায় যত পাওয়া যায়। — ৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।

রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	
																		বঙ্গদেশের পশ্চিমদিকস্থ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	..	...	।২	।২	।৯।।	৩/	৩/	৩/	।১।	১।	।২	২৸৶৮	২৸৶২	৩/০	বর্দ্ধমান।
...	...	...	।৭৸	।।৵	৸৶	।৮	।৮	৮।।	৮/	৮/	৮/	।২৸	।২৸	।২	৩৶০	৩৶০	৩৶৬	বাঁকুড়া।
...	.	...	...	.	.	।৯।,	।৬	।১	৪/	৪	৪/	।২	।১	।১৸	৩৶৬	৩৶৬	৩।/০	বীরভূম।
...	..	...		...	...	...	।১	।৭	.	৩৸৷	৩৸৷	...	।২৸	।৩	...	২৸০০	২৸৶০	মেদিনীপুর।
...	...	..	...	.	...	।৮	৮	।৯	৩/	৩/	৩/	।৩।।/	।৩।।/	।৩।।/	২৸০০	২৸৶০	২৸৶০	হুগলী।
...	...	...	..	..	...	।৮	।।০	।৯	২/	২/	২/	।৩	।১	।১	৩৲	৩৲	৩৲	হাবড়া।
																		মধ্যস্থলের জিলা।
...	...	..	..	.	।৪।।	।৮।।০	।৮।০	।৮৸	১।০	২।।০	২।০	।১	১	।৸	২৸০	২৸০	২৸০	কলিকাতা।
...	...	..	।।০	.	...	।৭।।	।৭।।	।৭৸	২।০	২।০	২।০	।২৸/	।২৸/	।৩/	৩৲	৩৲	২৸৶০	২৪-পরগণা।
..	...	...	.	.	.	।।১।/২	।।৯	।।০	...	...	...	।১-	।১-	।১।।০		৩৲	৩০	নদীয়া।
..	...	...	...	...	...	।৫	।১	।৫	৫/	...	৪।০	।০।।	।০।	।১	৩।০	৩০	৩৶০	খুলনা।
...	...	...	...	..	..	।।৫।।	।।৫।।০	।।০	৩/	৩/	৩/	।০৸	।০৸	।০৸	৩৶০	৩৶০	৩।০	যশোহর।
...	..	...	.	...	...	।।১।০	।।৪	।।৭	৩/	৩/	৩/	।০	।১।।	।২।।	৩।০	৩/০	৩৶০	মুরশিদাবাদ।
...	..	...	...	...	...	।৫	।।০	।০।।০	২।।০	৩।।০	৪/	।১	।১	।০।।৶	৩।০	৩।০	৩।।০	দিনাজপুর।
...	...	...	...	.	.	।।৩	।।৫	।।১	৬/	৬/	৬	।২	২	।১।০	৩৶৬	৩৶৬	৩।।৩	রাজশাহী
..	...	...	..	...	...	।৩/	।৩।/	।১	২৸০	২৸০	২৸০	।৸০	।১৸৶	।১৸০	৩।০	৩।/০	৩।/০	রঙ্গপুর।
...	...	...	...		...	।।১।।	।২।।	।১।।	২।০	২।০	১।।০	।১।	।২	/৯৸০	৩।০	৩।৪	৩।৮	বগুড়া।
...	...	..	...	...	.	।।৪	।।৪	।৮	৫/	৫/	৫/	।২।০	।২।০	।১।	৩৶	৩৶	৩৷	পাবনা।
।২	।২	।০	।২	।১	।৮	।০	।০	/৯	৩/	৩/৮	৩/৮	/৮	/৮	/৮	৪।।০	৮।০	৪।।০	দার্জিলিঙ্গ।
...	...	...	..	...	...	।৬	।৬	।৪	৩/৮	৩/৮	৩/৮	।২।	।২।	।১	৩।০	৩।০	৩।০	জলপাইগুড়ি।

চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইঃ।—সাতক্ষীরায় ও বাগেরহাটে ।১ সের।
ছ। ঐ ঐ ।—ঝিনাইদহে ।২ সের বনগাঁয়ে ।৩ সের মাগুরা ও নড়াইলে ।২ সের।
জ। ঐ ঐ । লালবাগে ।১ সের, জঙ্গিপুরে ।০।। সের ও কান্দিতে ।২ সের।
ঝ। ঐ ঐ ।—নাটোর ও নোগাঁ ।২ সের।
ঞ। ঐ ঐ ।—নিলফামারিতে ।২ সের, কুড়িগ্রামে ।৩ সের ও গাইবান্ধায় ।৪ সের।
[illegible]। সেরাজগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ।২৸ সের।
[illegible]। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইঃ কর্শিয়ঙ্গে /৮ সের এবং শিলীগুড়িতে ।১ সের।
ড। ফালাকোটায়, লবণের খুজরা দর টাকায় ।০ সের।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	গম। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	গম। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গম। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	যব। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	যব। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	যব। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ভাল চাউল এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ভাল চাউল ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	ভাল চাউল গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	সাধারণ চাউল। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	সাধারণ চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	সাধারণ চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	জনূ ও বাজরা। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	জনূ ও বাজরা। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	জনূ ও বাজরা। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ছোলা ও জোয়ার। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ছোলা ও জোয়ার। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	ছোলা ও জোয়ার। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট
	পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	ঢাকা ...	ঢ ।৭	।৭	।৪।	।।৬	।।৬	।১।	।২।।	।২।।	।৫৸	।৫	।৪	।৯	...	...	।।১।।	..	...	।।১।
১৯	ফরীদপুর ...	ণ ।।০	।।১	।।৪	৵৫	৸৫	৸৭	।২	।৩	।।০	।৫	।৪	।।২	...	...	...	...	...	...
২০	বাখরগঞ্জ ...	ত ...	...	...	...	...	...	।৫	।৫	।৯	।৮	।৮	।।৩	...	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ	থ ।৩।।০	।৩।	।৩।	...	...	...	।২	।০	।৬	।৪৸	।৪	।।০	...	...	...	...	...	...
২২	চট্টগ্রাম	ধ ।২	।২	।২	...	...	...	।২	।২	।৩	।৬	।৬	।।২	...	...	...	...	...	...
২৩	নওয়াখালী	ন ...	...	...	...	...	...	।৬	।১	।।৩	।৮	।৮	।।১	...	...	..	...	...	...
২৪	ত্রিপুরা	প ।৪।।০	।৪।।৶	।৩	...	...	...	।৩।।	।৩।।	।৮৸	।৬৸৴	।৬৴৴	।।০৸	...	.	...	...	...	...
২৫	চট্টগ্রামেরপার্ব্বতীয় প্রদেশ	...	...	...	...	...	...	।২।	।১।৶	।৩	।৩।৴	।৩।৴	।৭৸৶	...	...	...	...	...	...
	ত্রিপুরা পর্ব্বত	।২	।২	।০	...	...	...	।৪	।৪	।।০	।৮	।৮	।।৪	...	...	...	...	...	...
	বেহার।																		
২৬	পাটনা ..	।।০	।।২।।	।৭'	।।৩	।।৪	৸২	।১	।১	।৪	।৩	।৪	।৯	...	...	...	...	...	...
২৭	গয়া ...	ফ ।৬।।	।৭	।৮।।	।।১	।।১।।	।।৫	।০	।০	।২	।২।	।২	।৬	...	...	...	...	...	...
২৮	সাহাবাদ ...	।৮।।	।৯	।৭-।৯	।।৩	।।২	।।৫-।।৬	৵৮।।	৵৯	।০-।১	।৪	।৩	।৭-।৯	।।৪	।।৪	...	।।০	।।০	৸০
২৯	দারভঙ্গা ..	।৫৶	।৬	।৬	...	...	৸০	।৮৸৶	।০৶	।৪	।৩।।৶	।৩৶	।৬	...	...	...	...	...	...
৩০	মজফরপুর...	ব ।৭	।৬	।৮	।।০	।।০	৸০	।০	।০	।২	।৩	।২	।৭	...	...	...	...	...	...
৩১	সারণ ..	ভ ।৭।।	।৭	।৭	।।২	।।২	।।৮	৵৮	৵৮	।০	।২	।২	।৮	...	...	...	।।৫	।।৩	৸০
৩২	চম্পারণ ...	ম ।৬	।৬	।৮	।।২	।।৫	১৴	।০	৵৯	।৯	।২।।	।২।।	।৮।।	..	...	...	...	...	..
৩৩	মুঙ্গের ...	য ।৯।৶	।৮৸৶	।।২৴	।।২।	।।১	।।৭৸৶	।০৸	।১।।৴	।৪।।৶	।২।।৴	।২।।৴	।৬৸	...	...	...	...	...	...
৩৪	ভাগলপুর ...	য১ ।৭।।৶	।৮।।৶	।৬।৶	।১।৶	।১।৶	।।৭।	।১।৶	।২	।৫৸	।৩৸৶	।০।	।৮৸৶	...	...	...	...	...	...

ঢ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—মাণিকগঞ্জে ।২ সের, নারায়ণগঞ্জে ।৩ সের ও মুনশীগঞ্জে ।০।।৶৩ সের।
ণ। ঐ ঐ ।—গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ।২ সের।
ত। ঐ ঐ ।—পটুয়াখালিতে ।০।।৶ সের, পিরোজপুরে ।০ সের ও ভোলায় ।০ সের।
থ। ঐ ঐ ।—কিশোরিগঞ্জে ।০।।৶ সের, আটীয়ায় ।২ সের, নেত্রকোণায় ।২।৴ সের ও জামালপুরে ।১। সের,
ধ। কক্সবাজারে লবণের খুজরা দর টাকায় ৴৯ সের।
ন। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ৴৯ সের অবধি ।০৸ সের পর্য্যন্ত।
প। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ।২। সের, ও চাঁদপুরে ।২।।০ সের।

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল			সাধারণ চাউল			বজু ও বাজরা।			ছোলায় ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ
	বেহার।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পুরণিয়া ..	ঘ২ ।৬	।৬	।৭	...	...	...	।৩	।৩	।৬	।৪	।৪	।৭	...	...	...	...	...	...
৩৬	মালদহ	।।১	।৹	।৮	...	...	...	।১।।	।১।।	।৫	।৪	।৪	।৭	...	...	...	...	...	...
৩৭	সাঁওতাল পরগণা।	ঘ৩ ।৫ ।	।৬	।৬	..	...	...	।২।'	।৩	।৬	।৫	।৬	।।২	...	...	...	.	...	...
	উড়িষ্যা।																		
৩৮	কটক	।৪।৶	।৯।।৴	।৭৴	...	...	...	।৩৶	।৩৶	।৪।৶	†।৮।৶	।৯।।৶	।।৩।।৶	...	..	...	...	...	...
৩৯	পুরী * ...	...	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	...	..	..	..	...	...
৪০	বালেশ্বর ...	ঘ৪ ।৬	।৮	।৪	।১	।১	...	।৬	।৬	।৬	।।১	।।১	৸২	..	...	..	...	...	...
	ছোট নাগপুর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।																		
৪১	হাজারীবাগ ..	ঘ১ ।৪	।৪	।৬ ।	৬	।৫	...	৴৯	।৹	।৹	।৪	।৪	।৭	...	...	...	...	...	...
৪২	লোহারডগা	।৫	।৬	।৭	।৮	।।৹	।।৪	।৪	।৪	।৹	।৮	।৮	।।৪	..	..	...	...	...	...
৪৩	সিংহভূম ...	।৮	।৮	।২	।।৪	।।৪	৸২	।।৹	।।৹	৸২	।।৪	।।৪	৸৬	...	.	...	...	...	..
৪৪	মানভূম ..	ঘ৩ ৩	।৫।।	।৪।	...	।।৪	৸৹	।৪	।৬	।৮	।।২	।।৹।।	।।৭	...	.	.	...	...	...

* রিটারণ পাওয়া যায় নাই।

† মফঃসলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ।।৩।।৶ সের অবধি ৸৩৶ সের পর্য্যন্ত।

ঘ২। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—কৃষ্ণগঞ্জে ৴৯ সের, ও মররিয়া মহকুমার অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ।১ সের।
ঘ৩। ঐ ঐ ।—দেওঘরে ।১ সের এবং গদ্দায় ।২ সের

কলিকাতা
১৮৮৪ সাল, ১৯ মে।

টাকায় যত পাওয়া যায়।															৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।			
রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			চোলা।			ডালাদিকলাই।			লবণ।			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	
																		বেহার।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	...	।৹	।৮	।।৹	৪/	৪	৪/	।৹।।	।৹।।	।৹	৩।।৵৹	৩।।৵৹	৩।।৵৹	পুরণিয়া।
...	...	...	...	...	...	১৷৹	।১৪	।।১।।	৪/	৪/	৪/	।১	।১	৹	৩।।৹	৩।।৹	৩।৵৹	মালদহ।
..	...	...	।৯	।৯	৸৹	।৮১	।৮	।।১	৪/	৪/	৪/	/৯।।	।৹	।১	৩৸৹	৩৸৹	৩।।৵৹	সাঁওতাল পরগণা।
																		উড়িষ্যা।
।৫৸	।৹।।	।।১	...	...	...	২১/	১৩।৵	।।১	২/	২/	২/	।৪	।৪	।৪	২৸৹	২৸৹	২৸৹	কটক।
...	...	...	..	...	...	...	...	...	..	..		.	...	...	...	...	..	পুরী *
...	...	...	...	...	...	।৩	।৩	।৪	৩/৹	৩৹	৩/	/৮।।	।৹।।	।৹।।	৪।৹	৩।।৹	৩৹	বালেশ্বর।
																		ছোট নাগপুর। **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।**
।।৹	।।৹	।।৪	।৮	৬	।১	।৬।।	।১	।৮	৮৹	৮/	৮/	।১	।৹	।১	৩।।৵৩	৩৸৬	৩।৵৹	হাজারীবাগ।
।।৮	।।৹	৸৹	।৮	৮	।।৫	।৪	।১	।৫	৩	৩/	৩/	।৹	।৹।।	/৯।	৩৸৹	৩।/৹	৪৲	লোহারডগা।
...	...	...	...	...	...	।৫	।৫	।৪	৪	৪	৪/	৮	/৮	৮	৪৲	৪৲	৪৲	সিংহভূম
...	...	...	...	...	...	।৭	।৮	।৮	৩/	৩	৩/	।৹।।	।৹।	।৹।	৩।৹	৩।৹	৩।৹	মানভূম

যঃ৪। জব্রুক মহকুমার লবণের খুচরা দর টাকায় /৮ সের

যঃ৫। চাঁদা ও খরক দিহা : হকুনাম লবণের খুচরা দর টাকায় ।১ সের।

যঃ৬। টাকায় লবণের খুচরা দর এইঃ।—রঘুনাথপুরে ।২ সের বরবাজার ও গোবিন্দপুরে ।১ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

যবের দর।

চোনষ ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ুয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৷০	২৲	...	...	...	...	...	...	...	২৵০	২৵০	২৵০	৷৴৬	৷৴৬	৷৵৩	২৸০	২৸০	২৸০	কলিকাতা।
..	...	...	...	...	...	...	...	...	২৷০	২৷৵০	২৶০	...	...	...	৩৷৶	৩৷৬	৩৷৩	সেরাজগঞ্জ।
...	..	...	...	...	...	...	...	...	২৵০	২৵০	২৸০	৷৵০	৷৵০	৷৵৩	৩৵০	৩৵০	৩৵০	ঢাকা।
...	..	...	...	...	...	...	...	...	২৷০	২৷০	২৷৷০	৷৵০	৷৵০	৷৵০	৩৲	৩৲	২৸৵০	নারায়ণগঞ্জ।
.	...	...	.	...	...	...	...	..	৩৲	৩৵০	৩৲	৷০	...	...	৩৸০	৪৲	৪৲	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	...	...	১৷৷৴৬	১৷৵৯	১৵০	১৸৴০	১৷৷০	১৷৴০	৷৴০	৷৴০	৷৴০	৩৲	২৸৵০	৩৲	পাটনা।
...	...	...	..	...	...	...	...	...	২৸০	২৸০	২৸০	৷৴০	৷০	৷৴৪	৪৷৷০	৩৷৷০	৩৷৷০	বালেশ্বর।
...	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	পুরী।
...	..	.	২৷৴০	৩৷৷৵০	১৷৷৵০	...	...	...	১৷৷৶	১৷৷৴	১৷৷৵০	৷৷০	৷৷০	৷৷০	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

LAND ADVERTISEMENT. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ৩ আষাঢ় রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ / ২০৫৭৮	থানে ফটীকছড়ি। মৌজে কাঞ্চননগর তালুক রঘু দেব॥	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৶৮	১৪৮॥৩	৩৩৪৲	৪৯॥০	৩৮৩॥০	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 3rd May* 1884. C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector.*

নিলামের নোটিস।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঙ্গনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক
দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ৴ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৶৫৲ ২ দন্তি ৲৪ × ১ — আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহর নামে ৸/১৪৲৭ দন্তী ॥৶১৫৸৶১৮৸ — আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৲১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬৷/২ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ মদরসা বনহুগলি ওগয়রহ লিখিত
মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৯৬৸/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৸৶৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে /১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯॥৶ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯॥/২॥ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিঃ বেওতা ওগয়রহ লিখিত মালিক
কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা … ৩৬৩৭ ।।/৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।।০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ।।০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৸১০ ।। টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৫৬।৶৪ টাকার বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬১৪ নং কিঃ পরগনে বালিয়া তরফ যদুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক
আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি … ৮৭১৸৶৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।/৬।।= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহর নামে ।।৶১৩। — আনার কাত সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ৫৮১।১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তি সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় বাদে ১২।৶১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

8-5-84.　　　　C. C. STEVENS, *Collector.*

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

তফসীল।

তৌজির নম্বর।	[illegible]	[illegible]	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং জানুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১৯৩৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জোয়ার পং বরদাখাত হিং ।৶১৩। — ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজনীকান্ত সেন। শ্রীমতী উমাতারা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র সেন। শ্রীমতী উমাতারা গুপ্ত জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমোহন সেন সাং দারভা পং বরদাখাত থানে খোল্লা।	১৭০৮	৫৩৬	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২১৯৩ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩১	৭০	১৮৯	তিলচিটা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ।।৶১৩। — ক্রান্ত।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং শ্রীচাইল, রামকিঙ্কর রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী শ্রীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বঙ্গচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৸৩	২০১/১০	

7-5-84.　　　　J. A. HOPKINS, *Collector.*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৯	দৌলতপুর পং পাণ্ডুয়া।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লারাখা দিগর।	১১৭২৮৲২		
		বাদ গঙ্গাধর কর মৌজা সিতলা তৎসামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও মিরপাড়া রকম ৴১২।। আনার সদর জমা বিঃ	৪২৸৵০		
		কুসুমকুমারী দাসী ১৫।।০ বিঘা জমির জমা এঃ	৫।০		
			৪৮৵০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা।	১০৮৩৸৵২	১২২।।৵১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১০	ঐ রাধাকান্তবাটী পং পাণ্ডুয়া।	কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর ...	৬২৪।।৵১১		
		বাদ হাজি আছালদ্দী মিস্ত্রী ৫০৸১ বিঘা জমির জমা	২৪৸৵০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা।	৫৯৯৶১১	৪৬।৴০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
২৯	ঐ বসন্তপুর পং ভুরশীট।	সেখ হাফেজদ্দীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা।	১১০৮৫৲		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ।।৴০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ৵৪ আনার সদর জমা এঃ	২৪৯৪।৴৬	৪২৯।।৴৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩৫	ঐ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২২৩৭৯৮৶৫৮।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী ৵১১৵৪ আনার সদর জমা এঃ	৩৮০৯৴২	১২২৬৩৲২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩৮	ঐ সাঁথখালি পং বালিয়া।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...	১০১৪৮৲৮		
		এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেজার ইষ্টেট গিরিজানাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৴১২ আনার সদর জমা।	১০১৪৸৵০	৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			

[Government Gazette, 27th May 1884.]

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইল।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৫৫	চাপাহাটী পং পাণ্ডুয়া।	শম্ভুনাথ ধল্যা দিগর …	৫৮১৶৴২	৩৫।৶০	
৫৬	ঐ ঐ	শম্ভুনাথ ধল্যা দিগর …	৬০৬।৶২	°১১৩।।৶৩	
৫৯	ঐ মাথালডিহি পং পাণ্ডুয়া	সৈয়দ আবল মজফর দিগর …	৭২২৸৶১		
		বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ।৴৪৸ আনার সদর জমা এঃ	২১৪/০		
		উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী দিগর রকম ।১৮৸ আনার জমা নিঃ	২১৪/০ ৪২৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ আবল মজফর দিগর …	২৯৪৸/১	৩৶৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
৬২	ঐ রামডাঙ্গাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর …	১৯৩৭৪৸২।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবলকের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৶৫ আনার সদর জমা এঃ	২৭২৫।।/০	৯৩৯/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৬৭	ঐ গুড়বাড়ি পং চোমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর …	২৬৯৫৸৶		
		এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ি ও হরিরামপুর ২ মৌজায় ষোলআনা সদর জমা	৬৯২৶৯	৪৭৯৶৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৭৯	ঐ সেরপুর পং বালিয়া।	শেখ কাদেরবকস দিগর …	১০৩৯১৷৶৯		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালকের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ।।/ আনা সদর জমা	৫৮৪৫৶৷।।	২০১৩।।/৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
১১০	ঐ খালড় পং খালড়।	রাণী লালনমণি দিগর …	১০৩৯০।।৶		
		বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্রবালা দাসী রকম ৸০ আনা সদর জমা	৭৭৯৩		
		উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আনা সদর জমা	৬৪৯৶		
		রাজা প্রথমনাথ রায় বাহাদুর রকম ৶০ আনা সদর জমা	১২৯৮৸ ৯৭৪২।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রাণী লালনমণি রকম /০ আনা সদর জমা	৬৫৯।৶	১৭১।।৶	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			

জেলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের লাংকিস্তী কালগুনের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর।	মাহালের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	তরফ কালুহা পংবার-বক পুর।	কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা-বতী দাসী মাতা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২৯৪।৫৭	এই মহল মধ্যে প্রভাবতী দাসী ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৷৷০ আনা বাদে কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ৷৷০ আনার কাজ সদর জমা ১৬৪৭৷/৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৭১১৮৵০ টাকা।
২		৪৪	তরফ কালুহা পং বার বক পুর।		৩২৯৪।৵৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনা ও কৃষ্ণকিঙ্কর রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ৷৷০ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনার কাজ সদর জমা ৮২৩৷৷৵৭ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮৷৵৩ টাকা।
৩		৬৭	হুদাগোপালপুর পং পলাশী।	রায় মেতাবচাঁদ লাহার বাহাদুর ...	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৵১১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
৪		২১৭	কিস্মত গোক্ষেপাড়ু-ভূইঁাল পরগনে বার-বক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী রামদাস চৌধুরী অশ্বিনীকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারাধন গোস্বামী।	৭০৯৭১১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫৵১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবে।

ঐ	...	৯৮ নং	পং নপাড়ান ডাঙ্গা।	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সাং হেতমপুর ও কামনাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেবী সাং সিহুরি ও মহেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং বাজিতপুর ও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং ঐ ও মধুসূদন চৌধুরী সাং গণপুর ও নাবালগ সর্ব্বেশ্বর চৌধুরীর অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নাবালগ কেদারচন্দ্র চৌধুরির অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নন্দীপচন্দ্র চৌধুরী ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী ও উদয়চন্দ্র চৌধুরী শ্রীমতি দাস্যা মোল্লানি সাং ঐ লালা বিশেশ্বর প্রসাদ ও গৌরিপ্রসাদ সাং তিলপাড়া ও রাইচরণ চৌধুরী ও মহতাপচন্দ্র চৌধুরী তেজচন্দ্র চৌধুরী ও ক্ষেলতচন্দ্র চৌধুরী ও দীনবন্ধু মণ্ডল নলিনচন্দ্র চৌধুরি সাং গণপুর।	বাদ পৃথক হিসাব ১২১ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ... ৮০॥৶ ২২৯ নং কামনাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেব্যা ২৯৮৷৶.॥ ৩৭৯৷৶১০॥	২২১৪॥৶	৩৫/৯	এজমালি সদর জমা ১৮৩৬।৶০ ১৩।। টাকা নিলাম হইবে।
ঐ		১০১নং	পং আকবরসাহি তেরকা।	তেজচন্দ্র চৌধুরি সাং গণপুর রাইচরণ চৌধুরী সাং ঐ গোরচাঁদ চৌধুরি সাং ঐ উদয়চাঁদ চৌধুরী সাং ঐ প্রমথনাথ ঘোষ ও ভোলানাথ ঘোষ সাং দামিনেশ্বর মহাতাপচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর ও পীতুমণি দাস্যা সাং সাংবেশ্বর ও মৃত প্রিয়নাথ ঘোষের একজিকিউটর ভোলানাথ ঘোষ ও প্রমথনাথ ঘোষ সাং ঐ।		১১৫৯৶	৯৩৬/৪	ষোল আনা মহাল নিলাম হইবে।
ঐ	...	১০৩নং	পং খটঙ্গাখণ্ড।	রাজেন্দ্রচন্দ্র ধর ও নিমাইচন্দ্র ধর সাং কড়িধ্যা ও দেবরাজ মাড়ওয়ারি সাং সিউড়ি ও গঙ্গানারায়ণ সেন ও গণেশচন্দ্র সেন ও মুক্তশশি দাস্যা ও যশোদাসুন্দরী দাসী ও দীনবন্ধু সেন সাং কড়িধ্যা ও দোলগোবিন্দ ধর সাং ঐ গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কুণ্ডলা ও মাধবচন্দ্র মিস্ত্রি সাং সেওড়া।		১৩৮০/০	৴১০	ঐ
ঐ	...	১১৬নং	পং খটঙ্গারজিল।	কৈলাসচন্দ্র সরকার সাং গণপুর মহেশচন্দ্র সরকার ও কুলদাপ্রসাদ সরকার ও মাতঙ্গিনী দাস্যা ও কুঞ্জলাল সরকার অখিলচন্দ্র সরকার সাং গণপুর ও রামলাল ঘোষাল ও শ্যামলাল ঘোষাল সাং ভেড়েন্ডা।		২২৭৪৲	১০৬৬	ষোল আনা মহাল নিলাম হইবে।
ঐ	...	২১৭নং পং ক. ভেদপুর সামিল হেতিয়া	হেতিয়া ...	গিরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং চহটা ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং ঐ মৃন্ময়ী দেবী সাং কুড়মসাহা চন্দ্রশিখর বন্দোপাধ্যায় সাং লাভপুর উমেশচন্দ্র রায় ওরফে বঙ্কবিহারী রায় সাং হেতিয়া মধুসূদন রায়চৌধুরী ও অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী সাং ঐ হরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং চহটা বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ঐ গিরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং ঐ হরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং হেতিয়া কেদারেশ্বর রায়চৌধুরী সাং ঐ স্বর্ণময়ী দেবী সাং লাভপুর ও নিলরত্নমনোহর চৌধুরী সাং হেতিয়া ও যাদবলাল বন্দোপাধ্যায় সাং লাভপুর কেদারেশ্বর চৌধুরী ও গিরিবালা দেব্যা নাবালিকার অলি মাতা সুকুমারি দেব্যা।		৪৮০।৴	২৩৬৯	ঐ
ঐ	...	১৩০নং	পং খটঙ্গাসামিল আমরাপালন।	ভগবানচন্দ্র সেন সাং কড়িধ্যা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সাং জীবধরপুর ও মানকুমারি দাসী সাং কড়িধ্যা সেখ জালাউদ্দিন মহম্মদ সাং কালিআড়া।	বাদ পৃথক হিসাব সেখ জেলালউদ্দিন মহম্মদ ... ৩১৭ বাকে ... ৭৪০৸৶	৫৭৭৮৶	৶০	এজমালি সদর জমা ৫৪৬৮৶ টাকা নিলাম হইবেক।

BEERBHOOM COLLECTORATE,
The 17th May 1881.

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তঃর্গত নিম্নলিখিত মহালাতের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বেরন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরির কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে।—

তৌজি নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা	বাকী।	মন্তব্য।
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইশক শাহী	মনমোহিনী দেব্যা ও কালীশঙ্কর সান্ন্যাল প্রভৃতি	২৭২০।/০ পুঃ ৩৩/০	/৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মনমহিনী দেব্যার ২৫৫/০ পুঃ ৩৵০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৯	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	২০০॥৶১ পুঃ ২৲	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিশঙ্কর সান্ন্যাল প্রভৃতির ৩৩১॥৵০ পুঃ ৩৸৶০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীর পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৩৪৸০ পুঃ ১১৸০	৩১॥৶৬ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১৩১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারী গুহ প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৸/০ আনা এজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিঃ ধুবিল পঃ কাটারমহাল	রহিমদ্দীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১৶০	২১॥০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৮৫	কিঃ জাবড় কোল পঃ সোনা বাজু	কালীনারায়ণ চৌধুরী নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতি	৭৯৫৩৲ পুঃ ৮০॥৶০	৪৸৶০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।/ পুঃ ॥৶০ আনা জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	১৫৸৵০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১৩ ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতির ১৫৪৪৸/০ আনা পুঃ ১৫।০ আনা এজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জ্ঞাপন পত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মাহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর তৌজি।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	তরফ অযোধ্যারাম ...	৭২৩৮/০	১৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল,	৬৪৩৶৭	১৩২৶০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	তরফ আনন্দী রামকাং	৮৪৯।৶৯	১৫৮৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৫নং রামচন্দ্র রায় প্রভৃতির অংশের মঃ ১২৭॥৶৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	তরফ দুল্লভরাম, ফতেয়াবাদ।	৮১৯৲	১৯৬।০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	তরফ মৌজে হরিনা বাং তৎ নজত রাম হাজারি।	৬৯২৮/০	১৮৭৮৪	ঐ ঐ
২৪০	১১৮২	তরফ ইমাম বক্স ...	৬৯৭।/৪	১৫০॥/৪	ঐ ঐ
৩১৭	১৮৯৪	তরফ মাগন ঘনেশ্যাম।	৫৬০।/০	২৲	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং মনছুর বিবির ১৩৫॥০ আনা জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
৫২৩	২৫১২	তরফ রামভদ্রকাং ...	৯১৮৸৹৭	১৬৸৵	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীতাম্বর কাং ৪৪৸৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	তরফ রামকিশোর কাং।	৮১৯/৭	১৩৲২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩॥/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৫৭১	২৯৩৪	তরফ সাছিরাম কাং	৮২৬৸৹৩	১২॥/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪২।৶১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৬০৮	৩১২৫	তরফ শ্রীমন্তরাম কাং	১৭৩৭৸০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আবদুল্লা খাঁর ৭৮৯৶/৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৬৩৫	৩৮৮০	তরফ ওবেদল্যা সেখ মাহাং ওগৈরহ সেখ মাহাংআলী।	৬৭৮।৶০	/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

জিলা বৰ্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা দায়্য হওয়া মহাল।

১৯ নং তৌজীভুক্ত মহাল শিমগ্রাম পরগণে আসা ডিঃ মঙ্গলকোট পূর্ব্বস্থলী আউষ গ্রাম, কাটোয়া, মন্তেশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতিচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবি ওগএজে মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মণিমোহন, মনজমোহন, সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরসুন্দরী দেব্যা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাত্মচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীরামপুর।

সদর জমা ৭৩১১॥/১০ টাকা বাকী ১১১।৶৹॥ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮॥/৭ টাকা পরমাত্মচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮॥/৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ১২১৮॥/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭৷৶৴ টাকা নাবালগ মোনমোহন হরিমোহন, মণিমোহন মনজ মোহন সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিমাতা শ্রীমতী হরসুন্দরী দেব্যা ১২১৮॥/৭ টাকা।

৬১ নং তৌজীভুক্ত মহাল পালশমা দিগর পরগণে খেঞা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নাবালগ মণীন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আত্মপক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ চন্দ্র সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকচাঁদ গোলেছা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আপলপুর হরিচন্দ্র ও বিদুর চরণ চন্দ্র, পরমনাথ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র শ্রীহরিচরণচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা শ্রীমতী ভবতারিণী দাসী সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ।

সদর জমা ৭৫০০॥৶১১ টাকা বাকী ৫১৮।/০ টাকা।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৭/৬ টাকা সদর জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৮৮ নং তৌজিভুক্ত মহাল মজকুরি পরগণে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বৰ্দ্ধমান, ডিঃ মন্তেশ্বর ও ডিঃ গাঙ্গুর মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেব্যা, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরাণচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেব্যা শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নিলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেব্যা দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপীনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেব্যা মুক্তাকেশী দেব্যা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেব্যা, প্রসন্নময়ী দেব্যা, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিকৃষ্ণ ধারময় ও শশীভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামানাথ চৌধুরী সাঃ চাগুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দাঁইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাঃ সিঙ্গুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাগুনী ডিঃ কাটোয়া।

সদর জমা ১১২১।০। টাকা বাকী ।৶৭ আনা।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে ৪৬৬৯ টাকা জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৫১৭৪ নং তৌজিভুক্ত মহাল শালকুনী পরগণে বৰ্দ্ধমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক সেখ আলিমদুল্লা সাঃ সীতারপুর কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় সাঃ সালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ হৃষিকেশ বন্দোপাধ্যায় নাবালগের অলিমাতা কল্যাণী দেব্যা সাঃ ঐ শ্রীশ্রী৺ দুর্গা ঠাকুরাণীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নিলমণি রায় সাঃ আরমাচাঁদপুর ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজরল হক সাঃ ডিবিজান মঙ্গলকোট।

সদর জমা ১৬৯৩॥৫ টাকা। বাকী ১১৫৬৶৴ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কএটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৮২৩৬৴২॥ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১৩৩৶৭॥ টাকা।

T. E. COXHEAD,
Collector

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

INSOLVENCY NOTICES.

Court for the Relief of Insolvent Debtors at Calcutta.

In the matter of WALTER GRAY and another (ROBERT & CHARRIOL), Insolvents.

Notice is hereby given that Wednesday, the 4th day of June next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 1st day of September 1882 until the 30th day of April 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of KISSEN CHAND GOLECHA, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of GIORGIE ANTONIO CONTI, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 16th November 1883 to 30th April 1884 has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of THOMAS JAMES CANNING, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 29th January 1881 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

Official Assignee's Office, }
Calcutta, 20th May 1884. }

A. B. Miller,
Official Assignee.
(11—1)

Government Cinchona Febrifuge.

This preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *ten or more pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates: per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে একেকালীন ১০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।৹ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।৹ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।৹ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।৹ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।৹ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়। উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।৹ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৷৹ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিনকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৷৵০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24 · packing and postage Re. 1-12.*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

Office of Supdt. Govt. Printing, No. 166 Dhurumtolah Street, Calcutta.

For SALE at the BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[*Government Gazette, 27th May* 1881.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	... ...	10	0	0	per annum.
Postage	... ...	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	... ...	4	0	0	„
Postage	... ...	1	0	0	„
For a single copy—					
Entire Gazette	... ...	0	4	0	
Postage	... ...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	... ...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	... ...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে।

			টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	... ...	বৎসর	১০৲	
ডাকমাশুল	... ...	„	২॥০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	... ...	„	৪৲	
ডাকমাশুল	... ...	„	১৲	
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	... ...		।০	
ডাকমাশুল	... ...		৵০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	... ...		৵০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল	... ...		৵০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for *Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রানুসারে এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালা সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালা সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইস্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটরী

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইস্তিহার প্রকাশ করিবার দর এই ঃ—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা " "	১০৲
কখনং ইস্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মফঃসলের আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার [illegible] ওয়েষ্ট টৌনহালের ভাণ্ডারস্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন কার্য্যবিভাগের আফিসের রেজিষ্টারের নামে লেফাফা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত প্রেসে, থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

কলিকাতা সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে শ্রীযুত এডওয়ার্ড মাইন লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 300—24-5-84—806

INDIAN EMPIRE.

NOTIFICATION.

Simla, the 24th May 1884.

No. 15*I.E.*—Her Majesty the Queen and Empress of India has been pleased to appoint the undermentioned gentlemen, who by their services have merited the Royal favour, to be Companions of the Order of the Indian Empire :—

Alfred Woodley Croft, Esq., M. A., Director of Public Instruction, Bengal, late Member of the Education Commission.

Rai Kanhai Lal De, Bahadur, late Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence, Sealdah Campbell Medical School, Presidency Magistrate, and a Justice of the Peace of the Town of Calcutta.

Babu Durga Charn Laha, Presidency Magistrate, Calcutta, late Additional Member of the Council of His Excellency the Viceroy and Governor-General for making Laws and Regulations.

By order of the Grand Master,

C. Grant,

Secretary to the Order of the Indian Empire.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—Political.

Simla, the 24th May 1884.

No. 1860*I.*—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Girja Nath Rai, adopted son of Maharani Srimati Sham Mohini, of Dinajpur, the title of "Maharaja," as a personal distinction.

No. 1861*I.*—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Udit Narain Singh Deo, Chief of Saraikala, the title of "Raja Bahadur" as a personal distinction.

No. 1863*I.*—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Babu Kedar Nath Kundu Chaudhari, of Mohiari, in the District of Howrah, the title of "Rai Bahadur," as a personal distinction.

C. Grant,

Secy. to the Govt. of India.

ভারত সাম্রাজ্য

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৫/ E নম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা আপনাদের কার্য্যদ্বারা রাজানুগ্রহ পাইবার যোগ্য হওয়ায় ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী তাঁহাদিগকে ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের কম্প্যানিয়নের পদে নিযুক্ত করিলেন।—

বঙ্গদেশে সাধারণের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের ডিরেক্টর ও শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশ্যনের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর শ্রীযুত আলফ্রেড উডলী ক্রফ্ট সাহেব, এম, এ।

শিয়ালদহস্থ ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের কিমীয় ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিদ্যার ভূত পূর্ব্ব শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা নগরের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস শ্রীযুত রায় কানাইলাল দে বাহাদুর।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার ভূত পূর্ব্ব অতিরিক্ত মেম্বর শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

শ্রীযুত প্রাণ মাষ্টর সাহেবের আদেশমতে.
সি, গ্রাণ্ট.
ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী।

ফরিন ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।—পোলিটিকাল।

সিমলা. ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৮৬০/ নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব দিনাজপুরের মহারাণী শ্রীমতী শ্যামমোহিনীর দত্তক পুত্র শ্রীযুত কুমার গিরিজানাথ রায়ের স্বীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে 'মহারাজা" উপাধি দান করিলেন।

১৮৬১/ নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব সরাইকেলার রাজার শ্রীযুত কুমার উদিত নারায়ণ সিংহ দেবের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দান করিলেন।

১৮৬৩/ নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত মহিষাড়ির শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ কুণ্ডুর স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দান করিলেন।

সি. গ্রাণ্ট.
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সেক্রেটরী.

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2014A.

General.—*The 6th May* 1884.—Mr. C. H. Pillans is appointed to be a Captain in the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps, *vice* Mr. F. T. Verner, resigned.

The 13th May 1884.—Baboo Prosunno Coomar Chuckerbutty is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Tumlook, in the district of Midnapore, during the absence, on leave, of Moulvi Sujat Ali Ahmed, or until further orders.

The 16th May 1884.—Mr. F. E. Piffard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajmehal, Sonthal Pergunnahs, is allowed leave for three months, under section 128—1, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Akhoy Kumar Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tipperah, is allowed leave for eight months, under section 131, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 19th May 1884.—Baboo Shib Chunder Nag, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, granting privilege leave to Baboo Bon[illegible] Poramanick, Temporary Sub-Deputy Collector Satkhira, Khoolna, and appointing Baboo Rojoni Kanto Mookerjee to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira, are cancelled.

The 20th May 1884.—Mr. J. F. B[illegible]yne, c.s., reported his departure from India on furlough, on the 1st instant.

Baboo Shoshi Sikar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Perozpore, Backergunge, is allowed leave for three months, under section 72, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Sreenath Gupta, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is appointed to have charge of the Perozpore subdivision of the Backergunge district, during the absence, on leave, of Baboo Shoshi Sikar Dutt, or until further orders.

The 23rd May 1884.—Mr. G. C. Kilby, Deputy [illegible] Remembrancer of Legal Affairs, reported his departure from India, on furlough, on the [illegible] instant.

The 26th May 1884.—Mr. W. Kemble, Officiating [illegible] Agent, [illegible], is confirmed in that appointment, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. C. Mangles, [illegible].

Mr. F. Wyer, Officiating Magistrate and Collector, Dacca, is appointed to be a Magistrate and Collector of the first grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. W. Kemble.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, on leave, is appointed to be a Magistrate and Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. Wyer.

Mr. A. P. MacDonnell, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Magistrate and Collector of the third grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. H. Mosley. Mr. MacDonnell will continue to act, until further orders, as Secretary to the Government of Bengal in the Revenue and General Departments.

Mr. C. A. Wilkins, Joint-Magistrate and Deputy Collector, second grade, on leave, is promoted to the first grade of Joint-Magistrates and Deputy Collectors, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. P. MacDonnell.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. C. A. Wilkins. Mr. Skrine will continue to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah until further orders.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

২০১৪ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৬ মে।—শ্রীযুক্ত এফ, টি, বর্ণর সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুক্ত সি, এচ, পিলান্স সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বলণ্টিয়র রাইফল দলের কাপ্তানের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—শ্রীযুক্ত মৌলবী সুজাৎআলি আহম্মদের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত রাজমহলের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, ই, পিকাড সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮—১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বসু অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১১১ ধারামতে আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র নাগ উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী পরামাণিককে অনুগ্রহের ছুটী দেওন এবং শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে সাতক্ষীরার সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—শ্রীযুক্ত জে, এফ, ব্রোন্ সাহেব সি, এস, নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শশীশেখর দত্ত অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীশেখর দত্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ঢাকার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর সবডিবিজনের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—রাজসাহীর বোয়ালিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও প্রয়োজক শ্রীযুক্ত জি, সি, কিপ্লি সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—শ্রীযুক্ত এ, সি, মাকেঞ্জি সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে ... আসামের একটিং এজেণ্ট শ্রীযুক্ত ডবলিউ, কেম্বল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি ঐ পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, কেম্বল সাহেবের পরিবর্ত্তে ঢাকার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, ওয়াইয়র সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ, ওয়াইয়র সাহেবের পরিবর্ত্তে ছুটীপ্রাপ্ত মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, মোসলী সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, মোসলী সাহেবের পরিবর্ত্তে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, পি, মাকডনেল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত মাকডনেল সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রেবিনিউ ও জেনরল ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুক্ত এ, পি, মাকডনেল সাহেবের পরিবর্ত্তে ছুটীপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত সি, এ, উইলকিন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, এচ, বি, স্ক্রাইন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত স্ক্রাইন সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট, ১৮৮৪। ৩ জুন।]

Mr. C. J. O'Donnell, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chittagong, is appointed temporarily to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. H. B. Skrine.

POLICE.—*The* 15*th May* 1884.—The services of Mr. W. B. Waller, Temporary Assistant Superintendent of Police, on leave, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department.

The 16*th May* 1884.—The following promotions are made to the first and second grades of Inspectors of Police:—

To the First Grade.

Mr. E. Gilbert.

To the Second Grade.

Baboo Peary Mohun Bose, temporary in the second grade, is confirmed in that grade.
Munshi Khadadad Khan.
Baboo Kuldip Narain.
" Basunta Kumar Mitra.
" Gobind Chandra Chakrabati to be temporary in the second grade, *vice* Baboo Peary Mohun Bose.

The 20*th May* 1884.—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, is allowed leave for two months, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 12th June next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The* 14*th May* 1884.—Moulvi Shah Mohamad Yaqub, Officiating Rural Sub-Registrar of Kharakpore, in the district of Monghyr, is confirmed in that appointment, *vice* Shah Eradut Hossain, resigned.

The 16*th May* 1884.—In supersession of the order of the 26th April last, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, Baboo Rajendra Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is appointed to be *ex-officio* Sub-Registrar of that district, with effect from the 21st idem, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

EDUCATION.—*The* 19*th May* 1884.—Baboo Isser Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to be Secretary to the District School Committee of that district, *vice* Mr. E. G. Colvin

OPIUM.—*The* 20*th May* 1884.—Mr. F. J. R. Field, Assistant Sub-Deputy Opium Agent of Motihari, in the Behar Opium Agency, is allowed leave for six weeks, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the 8th instant:—

Mr. A. Elliot. | Mr. W. T. Ryves.

In modification of the orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, Mr. W. L. L. Reed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for two months and twenty-five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May 1884.

MEDICAL.—*The* 13*th May* 1884.—Assistant Surgeon Umesh Chunder Sen, a Supernumerary at Buxar, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

The 17*th May* 1884.—Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass, a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division of, and the charitable dispensary at, Madaripore, in the district of Furreedpore.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

যুক্ত এফ, এচ, বি, স্ক্রাইন সাহেবের পরিবর্ত্তে চট্টগ্রামের একটিং জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি, জে. ও, ডোনেল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ছুটীপ্রাপ্ত পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডবলিউ, বি, ওয়ালর সাহেব হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—পোলীসের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনিস্পেক্টরদের নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করা গেল।—

প্রথম শ্রেণীতে

শ্রীযুক্ত ই. গিলবর্ট সাহেব।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে

কিয়ৎকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রীযুক্ত বাবু পেয়ারীমোহন বসু সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মুনশী খোদাদাদ খাঁ।

" বাবু কুলদীপ নারায়ণ।

" " বসন্তকুমার মিত্র।

" " পেয়ারীমোহন বসুর পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—মজফরপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জার, ডবলিউ. কেণ্ডন সাহেব আগামি জুন মাসের ১০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে টী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—শ্রীযুক্ত শাহ ইদারৎ হুসেন কর্ম্ম ত্যাগ করাতে মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত খড়কপুরের একটিং গ্রাম সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত মৌলবী শাহ মহম্মদ ইয়াকুব সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—গত আপ্রিল মাসের ২৬ তারিখের যে আজ্ঞা এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায় স্বীয় পদোপলক্ষে এ মাসের ২১ তারিখ অবধি উক্ত জিলার সব-রেজিষ্ট্ররের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—শ্রীযুক্ত ই. জি, কলবিন সাহেবের পরিবর্ত্তে ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, উক্ত জিলার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—বিহারের অফীনের এজেন্টীর অন্তর্গত মতিহারীর আফীনের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুক্ত এফ. জে, আর, ফিলড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১০ আপ্রিল অবধি ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৮ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বং গমনের রিপোর্ট করেন।

শ্রীযুক্ত এ, এলিয়ট সাহেব। | শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টি, রাইবস সাহেব।

এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। ভেহতার আফীনের আসিষ্টাণ্ট সবডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুক্ত ডবলিউ. এল, এল, রীড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি দুই মাস পঁচিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—বক্সারে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগ্রি কাঁড়ির চিকিৎসা কার্য্যের ভারগ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাস কিয়ৎ কালের জন্যে ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার ও দাতব্য ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

This cancels the order of the 28th ultimo, appointing Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle.

The 19th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Eden Sanitarium at Darjeeling :—

Mr. R. Harrison.	Mr. G. R. Clark.

The 20th May 1884.—Assistant Surgeon Nundo Lal Ghose, Teacher of Medicine and Midwifery, Temple Medical School, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

VACCINATION.—*The 20th May* 1884.—Assistant Surgeon Narendra Nath Gupta, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for four days, in extension of leave granted to him under the order of the 3rd September 1883.

MUNICIPAL.—*The 16th May* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Satkhira Municipality, in the district of Khoolna, of Baboo Bidhu Bhusan Banerjea to be their Vice-Chairman.

Baboo Ram Lal Rai is appointed to be a Commissioner of the Noakholly Municipality.

The 17th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ghattal Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Nilmadhub Mullic.	Baboo Bhupendranath De.

Baboo Premadhub De.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kedarnath Mukerjea.	Baboo Motilal Mukerjea.
„ Peary Lal Ghose.	„ Chandrakanta Tewari.
„ Sarada Prosad Ghose.	„ Puresnath Bhuya.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ramjibunpore Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Jadoonath Mookerjea.	Baboo Rameswar Gangooly.
„ Nibaran Chandra Bhuttacharjee.	„ Ram Das Dutt.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Umacharan Mandul.	Baboo Pertap Chunder Banerjee.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye :—

Baboo Harichurn Chukerbutty.	Baboo Jagesh Chunder Bagchi.

Baboo Jogunnath Bajpai.

The 19th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality, in the district of Lohardugga, of Mr. W. H. Mackenzie Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 22nd May 1884.—Moulvie Ikbal Ally is appointed to be a Commissioner of the Durbhunga Municipality.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Lieutenant-Colonel R. C. Money, Manager, Raj Durbhunga.
Hajee Mahomed Wahid Ally Khan.

The 23rd May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Jugdispore Municipality, in the district of Shahabad, of Mr. Lewis Mylne to be their Vice-Chairman.

The 24th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ramanath De to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Nanda Kumar Chatterjea.	Baboo Srinibash Das.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাসকে রাজধানীচক্রের টিকাদান কার্য্যের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৮ তারিখের আজ্ঞা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দার্জ্জিলিঙ্গস্থ ইডেন সানিটোরিয়মের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত আর, হারিসন সাহেব। | শ্রীযুত জি, আর, ক্লার্ক সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—টেম্পল মেডিকাল স্কুলের ঔষধ ও ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষক আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নন্দলাল ঘোষ যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

টিকাদান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—দার্জ্জিলিং চক্রের টিকাদান কার্য্যের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চারি দিনের ছুটী পাইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু রামলাল রায় নওয়াখালী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটাল মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু নীলমাধব মল্লিক। | শ্রীযুত বাবু ভূপেন্দ্র নাথ দে।

শ্রীযুত বাবু প্রিয়মাধব দে।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায়।
,, ,, পিয়ারিলাল ঘোষ। | ,, ,, চন্দ্রকান্ত তেওয়ারি।
,, ,, শারদাপ্রসাদ ঘোষ। | ,, ,, সুরেশনাথ ভুঞা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রামজীবনপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু রামেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।
,, ,, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। | ,, ,, রামদাস দত্ত।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু উমাচরণ মণ্ডল। | শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী। | শ্রীযুত বাবু যোগেশচন্দ্র বাগচী।

শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ বাজপেয়ী।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—লোহারডগা জিলার অন্তর্গত রাঞ্চি মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ. এচ, মাকেঞ্জি সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।—শ্রীযুত মৌলবী একরম আলি দারভঙ্গা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

রাজদ্বারভঙ্গার কার্য্যাধ্যক্ষ লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, সি, মনি সাহেব।

শ্রীযুত হাজি মহম্মদ ওয়াহিদ আলি খাঁ।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত জগদীশপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত লুইস মিলনে সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রমানাথ দেকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার চট্টোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু শ্রীনিবাস দাস।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

ROAD CESS.—*The* 16*th May* 1884.—Baboo Asutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Lohardugga, *vice* Baboo Raj Gopal Roy.

The 17*th May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Seetamurhee Branch Road Committee, in the district of Mozufferpore :—

Mr. F. O. Vipan, Manager, Amua Indigo Factory.
,, W. M. Reid, Manager of Dain, Coupra Factory, *vice* Mr. J. Tripe.

The 19*th May* 1884.—Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Burdwan, *vice* Mr. W. C. Muller, transferred.

The 21*st May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Committee at Chooadanga, in the district of Nuddea :—

Mr. M. L. Macnaughten. | Baboo Debendra Nath Mullick.
Baboo Kedar Nath Acharjee.

The 23*rd May* 1884.—Mr. B. De, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to be Vice-Chairman of the Hooghly District Road Committee, *vice* Baboo Bimola Charun Bhattacharjee.

The 24*th May* 1884.—Mr. J. S. [illegible], Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the Khoorda Branch Road Committee in the district of Pooree.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 141.—*The* [illegible] *May* 1884.—The undermentioned officer has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India permission to return to duty, as advised in list dated the 10th April 1884 :—

Name.	Service.	Appointment.	Date on which permitted to return.
H. Luttman-Johnson ...	Covenanted ...	Deputy Commissioner, 1st grade, Assam.	Within period of leave

No. 146.—Furlough for 18 months, under section 19 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. J. K. Wright, C.S., Deputy Commissioner, fourth grade Cachar, with effect from the 20th July 1884, or subsequent date on which he may avail himself of it.

No. 147.—Mr. B. G. Geidt, C.S., Assistant Commissioner, is posted to the district of Sylhet, and is appointed to be in charge of the South Sylhet sub-division.

No. 13.—*The* 15*th May* 1884.—Mr. B. G. Geidt, Assistant Commissioner, on transfer to Sylhet, made over charge of the office of Personal Assistant to the Chief Commissioner of Assam to Mr. E. G. Colvin in the forenoon of the 15th May 1884.

No. 14.—Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif, who has been appointed to the Sylhet district, assumed charge of the office of First Munsif of Maulavi Bazar from Baboo Dina Nath Sircar, who assumed charge of the office of Second Munsif from Baboo Uma Charan Kar in the forenoon of the 6th May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12*th May* 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 38, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to

confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the transaction of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for [illegible]

5. Notice of every meeting shall be given to the members by the Chairman three clear days beforehand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette*, *3rd June* 1884.]

তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেত্তানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের শান্তিরক্ষকের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড় বেত্তানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ গড়বেত্তানগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্য্যকারকের ও যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যকারক নহেন এমত তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করা যাইবে।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যে২ ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিসে মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্দের দিন হইলে তৎপশ্চাৎ যে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে। কিন্তু সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের ভাব নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। সমসংখ্যক ব্যক্তিদের মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। সভাপতি একখানা বহি রাখিবেন. তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা সুদ্ধ আগামি রাজস্ব সম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর২ তাহার সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায়।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যাবশ্যক স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫৲ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কি২ কার্য্য করা গিয়াছে তাহাতে কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। ঐ রিপোর্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া বিষ্ঠা বা দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re 1.

15. If any person shall bury, or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any persons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a [illegible] for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for [illegible] for [illegible] or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

Part V.

Miscellaneous.

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani, and Bengali the dimensions of each compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

[*Government Gazette, 3rd June,* 1884.]

১৪। কমিটী নগরের নানা অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রেজিষ্টর খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহারা তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে ধাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নম্বর ও নগরের যে ভাগে যে নিযুক্ত, ও আইনের ১৪ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট যে স্থানে ময়লা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা আবশ্যক বোধ হয় তাহা খুদিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পল্লীর যে অংশের নিমিত্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে শৈথিল্য করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিম্বা দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য পোঁতে বা পুঁতিতে দেয় কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যে সময় নিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাটীর মধ্যে রাখে তাহা হইলে তাহার ২০৲ বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড ১৫প্রতি বর্ত্তিবে না। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন দ্রব্য পুঁতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে শৈথিল্য করিলে নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২৲ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা কার্য্য করিলে বা করাইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন দখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গরুরগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই বাড়ীর ভিতর স্বাস্থ্যরক্ষককে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাঁহাদের প্রেরিত কোন কর্ম্মচারীকে দেখিতে যাইতে দিতে বাধ্য থাকিবেন, ও তাঁহার বাড়িতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাঁহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যেং স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তদ্ভিন্ন নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকামত তৎপর মাসে আইনের কার্য্য কিরূপে চলে ইহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্য্যকারি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্ত্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যবিবরণের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়া রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট এক কেতা ছাপা নোটিস ক্রয় করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এইং কথা তক্তায় উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেইং ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর প্রত্যেক জন রক্ষক কএক খানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন ; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে ঐরূপ একং খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আপ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স পত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী   নম্বর।

মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ)   ক, খ।

এত জন যাত্রিদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 314, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

BYE-LAWS.

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884]

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৫ ধারামতে পরিদর্শনের রেজিস্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	ম্যাজিষ্ট্রেট বা স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এল, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামঢ়ী মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত কমিশানরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১১ ধারামতে উক্ত মুনিসিপাল কমিশানরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটীর নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

উপবিধি।

১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশানরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

২। টেক্স আদায়কারি কোন কর্ম্মচারী কোন দাতার পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসীদ দিবেন।

৩। কমিশানরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ম্মে শৈথিল্য করিলে তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

৪। কোন স্বামির কি দখীলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দ্দমায়, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্ত্তে না খাতে কিম্বা যাহাতে অবশ্যম্ভাবী ময়লা জল দাঁড়ায় এমত কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য যাইতে কি পড়িতে পারিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দ্দমার ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নর্দ্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিজকুণ্ডের দ্রব্য কোন নদীতে, পুষ্করিণীতে, খালে, কি জলস্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুর্গন্ধজনক দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশানরেরা সময়ে২ আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে কার্য্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষমতে রক্ষিত ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কোন ব্যক্তি এমত কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪॥ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুঁতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩॥ ফুট মাটি চাপা দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮। দাহ করিবার জন্যে যাঁহারা শব আনয়ন করেন তাঁহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন সুদ্ধ সমুদয় দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করাইবেন। কিন্তু দরিদ্রতানিবন্ধন যাহারা শব ও আচ্ছাদন ভস্মসাৎ করিবার খরচ দিতে অপারক হন (কমিশানরেরা সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) মুনিসিপাল কমিশানরেরা শব প্রোথিত করিবার জন্যে বিশেষমতে যে স্থান রাখিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুঁতিতে দিবেন বা পোড়াইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

Part I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Raneegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[*Government Gazette*, *3rd June* 1884]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[*Government Gazette*, *3rd June* 1884.]

২। রাজকীয় কোন বৎসরে যেহ ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব্ব বৎসরের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। আইনের বিধান সকল করণকার্য্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহারা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ও হিসাব দেখিবার জন্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্দের দিন হইলে, তৎপশ্চাৎ যে দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্ব্ব ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তন্মধ্যে অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের নাম সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন বা যেই বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই বা সেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব কমিটীর সেক্রেটরী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটরী একখানা বহী রাখিয়া তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর পৌষ মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসরং তাহার সমালোচনার্থ কমিশানর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত কি বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক ব্যয়ের নৈর্মিত্তিক খরচ বলিয়া ধরা যায় টাকার অংশ পৃথক রাখিতে হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কি কার্য্য করা গিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশানর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এই আইনের এককেতা ও ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট এককেতা ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .

Proprietor (or Manager) A. B.

Licensed to accommodate Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of [illegible]	Name [illegible]	Result [illegible]	Orders or [illegible] Health Officer.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section [illegible] of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been passed by the Commissioners of the Nusseerabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reason be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nusseerabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or grazing [illegible] carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle, pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits, and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই২ কথা তক্তায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেই২ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাইবার পর লংঘন হইলে প্রতিদিন ২৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ী বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে ঐরূপ এক২ খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আপ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী　　　　　　　নম্বর
মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ)　　　ক, খ।
এত জন যাত্রিদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিষ্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল	মাজিষ্ট্রেট বা স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বসিরাবাদ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি, উক্ত আইনের ৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বসিরাবাদ মুনিসিপালিটীর অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশনরেরা যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তদ্ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশনরদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নর্দ্দমার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের যে নর্দ্দমা সরকারী নর্দ্দমা পর্য্যন্ত যায় তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাইখানা বা মূত্র ত্যাগের স্থান গাঁথিবেন বা গাঁথাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গলিজ দ্রব্য বা গোবর জমা করিবেন না করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি "ঘোড়দৌড়ের পথে" গবাদি বাঁধিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা হাঁটিয়া যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আল্‌গা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য জন্তু সরকারী কোন সড় রাস্তায় বাঁধিয়া দিবেন না চরিতে দিবেন না, বা বাঁধাইবেন না, কিম্বা আলগা যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages, and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also authorizes the levy by the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, under section 134 of the said Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—In the exercise of the power vested in him by section 2, Act VIII (B.C.) of 1880, the Bengal Contagious Diseases (Animals) Act, the Lieutenant-Governor appoints Dr. J. W. Carlisle, M.R.C.V.S. & F.R.C.M.A., to be a Veterinary Surgeon for the purposes of the said Act in the town of Calcutta, *vice* Dr. F. F. Woolcott, deceased.

E. N BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18th May 1884.—It is hereby notified, under section 8, Act V (B.C.) of 1876, that in accordance with the recommendation of the local authorities, the Lieutenant-Governor intends to declare the town of Khulna, comprising the villages of Khulna with Koylaghat and Hilatola, Baniakhamar, Tootpara, Gobor Chaka with Sikhpara, Noornagur, Shibbati with Charabati, and Chota Boyra with Bayiapara, in the district of Khulna, to be a second class municipality, with effect from the 1st July 1884, unless good reasons are shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the town.

The boundaries of the proposed municipality will be as follows :—

On the North.—The river Bhoyrub.

On the East.—The rivers Bhoyrub and Rupsa.

On the South.—The Matiakhali khal, Labanchora khal, Naoodarar khal, and the north of the river Moia.

On the West.—The south-east of Bara Boyra, Gowalpara, and Mufgunni.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী কোন পথ দিয়া সম্মুখে অন্য ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আসিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে আপন বামদিক দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে তিনি, উক্ত কমিশনরদের দ্বারা উক্ত আইন সংযুক্ত তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১১১ ধারামতে উক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হারের অনধিক হারে চাঁদা ধার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন। উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুর গাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের দ্বারা উক্ত আইনের ১১১ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ১১৮ ধারামতে ফী আদায় করিবারও আদেশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—ডাক্তর এম্, এফ্ উলকট সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশীয় (পশুদের) সংক্রামক রোগবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্য্যার্থে ডাক্তর শ্রীযুত জে, ডবলিউ, কার্লাইল, এম, আর, সি, ভি, এস, ও এচ, এফ, ভি, এম, এ, সাহেবকে কলিকাতা নগরে পশুদের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনানগরে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত কয়লাঘাট ও হিলাটোলা সুদ্ধ খুলনা, গ্রাম লইয়া খুলনা নগর ও বণিয়াখামার, টুতপাড়া, ও শিখপাড়া সুদ্ধ গোবরচক, নুরনগর, ও চড়াবাটী সুদ্ধ শিববাটী এবং বরিনপাড়া সুদ্ধ ছোট বয়ড়া গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ জুলাই অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটী করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত মুনিসিপালিটীর এই সীমা হইবে।—

উত্তর সীমা।—ভৈরবনদ।

পূর্ব্ব সীমা।—ভৈরব নদ ও রূপসা নদী।

দক্ষিণ সীমা।—মাটিয়াখালি খাল, লবণচোয়া খাল, নাউদরার খাল এবং মরিয়া নদীর উত্তরদিক।

পশ্চিম সীমা।—বড় বয়রার দক্ষিণ পূর্ব্বদিক, গোয়ালপাড়া এবং মকগমি।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, দার্জিলিঙ্গ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ

1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Darjeeling, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—The declaration, dated the 24th March 1884, published at page 497, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 2nd April, for acquiring a plot of land in the town of Bhubuah, in the district of Shahabad, required for the establishment of a municipal market, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Durbhunga, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 25th May 1884.—It is hereby notified for general information that the gentlemen named below have been elected to be Commissioners of the Krishnaghur Municipality, in the district of Nuddea:—

For Division No. II.	*For Division No. III*
Baboo Nakulessur Banerjee.	Baboo Hari Mohun Moitra.

The following gentlemen have been re-elected Commissioners for the divisions of the town mentioned opposite their names:—

Baboo Abhoy Nunda Roy	...	...	For Division No. I.
Rai Jadu Nath Rai Bahadoor	...	...	For Division No. V.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

NOTIFICATION.

The 27th May 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the undermentioned villages from the jurisdiction of Thana Baduria in the Bassirhat sub-division to that of Thana Habra in the Baraset sub-division of the district of the 24-Pergunnahs, with effect from the 1st May 1884:—

No.	Name of Village.	Thakbust number	Name of Pergunnah.
1	Gobordanga	113	Saestanagor.
	Gopur	111	Kooshda
	Gandhaspur	112	Ditto
	Khaturia	85	Amirpur.
5	Khoord Shahpur	88	Kooshda.
	Haridpur	104	Ditto
	Raghunathpur	12	Ditto
8	Boozoorg Shahpur	105	Ditto

Note—In the above list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 3rd June 1884.]

DECLARATION.

The 24th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chupra Municipality for a public purpose, viz. for a road for municipal carts in ward "Shahbazchuck," in the municipality of Chupra, in the district of Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land measuring about 16 dhoors, more or less, is required. It is bounded on the north by the house of one Kali Pershad; on the south by the house of one Shivram Lal; on the east by land in the possession of Sita Koeri, and on the west by the Khanooah Nullah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 26th May 1884.

From—Bombay.	To—Calcutta.
From—General Secretary.	To—Bengal.

RESIDENT, Aden, telegraphs :—A telegram to the following effect has been received from British Consul at Alexandria. Telegram begins :—Cholera epidemic at Grand Aljeh, north-west district of Sumatra. Quarantine imposed against it in Egypt. Telegram ends. Quarantine imposed here against Sumatra.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

(Second Publication.)

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named within which all unmarked wood and timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

1. Fenny.	9. Sungoo.
2. Dhroong.	10. Doloo.
3. Haldah.	11. Hangar.
4. Kalapania.	12. Tak, or Tonkawati.
5. Sartah.	13. Matamori, or Mamori.
6. Ishamatti.	14. Eadgong.
7. Karnafulli.	15. Bagkhali.
8. Sylock.	16. Rezoo.

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরা মুনিসিপালিটীর শাহবাজ চক পল্লীতে মুনিসিপল গরুর গাড়ীর পথের জন্যে ছাপরা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ১৬ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কালীপ্রসাদের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা শিবরাম লালের বাড়ী, পূর্ব্ব সীমা সীতা গোয়ের দখলী জমি, এবং পশ্চিম সীমা থানুয়া নালা।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এল, টোবার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশে,　　　　রেজিষ্টির
কলিকাতায়।　　　　সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের দপ্তরে।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

এদনের রেসিডেণ্ট সাহেব এই বলিয়া তারযোগে খবর দিয়াছেন।—নিম্নলিখিত মর্ম্মের এক টেলিগ্রাম আলেকজাণ্ড্রিয়াস্থ ব্রিটিষ কন্সল সাহেবের স্থানে পাওয়া গিয়াছে "সুমাত্রার উত্তরপশ্চিম বিভাগে বড় আলঙ্গী নামক স্থানে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সিঙ্গাপুর ঐ স্থানের বিরুদ্ধে কারণ্টাইন ধার্য্য করা গিয়াছে"—এখানে সুমাত্রার বিরুদ্ধে কারণ্টাইন ধার্য্য করা গিয়াছে।

এ, পি, মাক্‌ডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৭৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চাল্লিখিত জিলার অন্তর্গত যেং স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাষ্ঠের ও বাহাদুরী কাষ্ঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিবিধ বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইবে, সেইং স্থান নিম্নলিখিতমত হইবে।

চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎপোষক নদী ব্রিটিষ অধিকারের মধ্য দিয়া যত দূর পর্য্যন্ত যায় তত দূর —

১। ফেনী।
২। ধুরুঙ্গ।
৩। হলদা।
৪। কালাপানিয়া।
৫। সাঙ্গু।
৬। ইচ্ছামতী।
৭। কর্ণফুলী।
৮। মৈলোক।
৯। মঙ্গু।
১০। দলু।
১১। কস্সার।
১২। ডাকু বা তোক্কাবতী।
১৩। মাতামুহুরি ব মামেরি।
১৪। ইদগোজ।
১৫। বাঘখালী।
১৬। রেজু।

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাহাদুরী কাষ্ঠখণ্ড উক্ত আইনের ৪১ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধানহইতে মুক্ত হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ভাসিয়া যাওয়া বাহাদুরী কাষ্ঠ বিষয়ক বিধি।

১। ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ কোন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার যেং স্থানে ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮৪ সালের মাসের তারিখের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে, সেইং স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং যাড় কি একত্র করিয়া বাঁধা সকল বাঁশ ভাসিয়া গেলে, বা কূলে লাগিলে বা চড়ায় বাধিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন।

২। বাহাদুরী কাষ্ঠ ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডায় লইয়া যাইবার কথা।—উপযুক্ত-মতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ রাখিবার কোন আড্ডার কিম্বা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের নদী বিষয়ক বিধিমতে বনের যে কোন রাজস্ব ষ্টেশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কার্য্যের অধ্যক্ষ্য ভারপ্রাপ্ত বনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রক্ষক ঐ বাহাদুরী কাষ্ঠ ও বাঁশ দিবেন। এই বিধিমতে উক্ত সকল রাজস্ব ষ্টেশন ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার এইং আড্ডা হইবে,—

নদীর নাম।	নম্বর।	আড্ডার নাম ও তাহা যে স্থানে আছে।
ফেণী ...	১	আমলিঘাটে ফেণী রাজস্ব ষ্টেশন।
ফুরুঙ্গ ...	২	ফুরুঙ্গ ঐ
	৩	কটকচেরি ঐ
হলদা ...	৪	হলদা ঐ
কালাপানিয়া ...	৫	কালাপানিয়া ঐ
সার্ত্তা ...	৬	সার্ত্তা ঐ
ইচ্ছামতী ...	৭	ইচ্ছামতী রাজস্ব ষ্টেশন।
	৮	রাজাঘাট ঐ
	৯	শিয়ালবক্সা ঐ
কর্ণফুলী ...	১০	চন্দ্রঘোনা থানায় কর্ণফুলী ঐ
	১	(কর্ণফুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১২	(কোদালপুর পথে) টেকিঘাট ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১৩	(চট্টগ্রামস্থ বাহাদুরী কাষ্ঠের আড্ডায়) চট্টগ্রামে ভাসমান কাষ্ঠাদি রাখিবার আড্ডা।
সৈলোক ..	১৪	সৈলোক রাজস্ব ষ্টেশন।
সঙ্গু ...	১৫	সঙ্গু ঐ
	১৬	(আরাকান পথ পার হইবার স্থানে) দোহাজারী ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১৭	(সঙ্গু ও দলু নদীর সংযোগ স্থানে) দলুমুখ
দলু ...	১৮	দলু রাজস্ব ষ্টেশন।
হঙ্গার ...	১৯	হঙ্গার ঐ
ফ্লাক্ বা ভোক্কাবতী ...	২০	ভোক্কাবতী ঐ
মাতামুড়ি বা মামোরি ...	২১	(মানিকপুর গ্রামে) মাতামুড়ি রাজস্ব ষ্টেশন।
	২২	(চকরিয়া থানায়) চকরিয়া ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	২৩	(মাতামুড়ি ও হরবঙ্গের সংযোগ স্থানে) হরবঙ্গ
ইদগোজ ...	২৪	(ভোমোরিয়াঘোনা গ্রামে) ইদগোজ রাজস্ব ষ্টেশন।
বাগখালী ...	২৫	(রামু থানায়) বাগখালী
রেজু ...	২৬	রেজু রাজস্ব ষ্টেশন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salved timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salved timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salved under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salved under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

N. 2[illegible]5A.

The 13th May 1884.—Baboo Gopal Chundra Banerjee, Munsif of Hajeepore, Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

Baboo Gopal Chundra Banerjee is also appointed to be Rent Suit Munsif of Bongong, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 25.

Baboo Sreenath Pal, Munsif of Bongong, Jessore, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Diamond Harbour.

Baboo Sreenath Pal is also appointed to be Rent Suit Munsif of Diamond Harbour, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Girindro Mohun Chuckerbutty, Munsif of Diamond Harbour, in the 24-Pergunnahs, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Kooshtea.

Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Kooshtea, Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Rajshahye, and to be ordinarily stationed at Maldah.

Baboo Karuna Dass Basu, Munsif of Maldah, Rajshahye, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Sealdah, during the absence, on deputation, of Mr. R. K. Sen, or until further orders.

[*Government Gazette*, 3rd June, 1884.]

৩। রক্ষার্থ ফীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে বাহাদুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাহাদুরী কাঠের আত্মায় লইয়া গিয়াছেন, তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে কিম্বা তাহার পর তদ্রূপে প্রকাশিত পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার তেরিজ অনুসারে বাহাদুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য ধরিয়া শতকরা ৫০৲ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

৪। ভাসমান বাহাদুরী কাঠ দাওয়াদারের সম্পত্তি দেখান গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪১ ধারামতে কোন দাওয়াদারকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করা গেলে, সেই দাওয়াদার রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা সুদ্ধ ডিষ্ট্রিক্টদের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য খরচ উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাহাদুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাহাদুরী কাঠ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বর্ত্তে তাহা নীলাম বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিমতে ভাসমান যে সকল বাহাদুরী কাঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারানুসারে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বর্ত্তে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ার সম্পত্তি প্রমাণার্থে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাহাদুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিষ্টরী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিমতে রক্ষা করা ভাসমান বাহাদুরী কাঠের উপর দাওয়া স্থাপনার্থ সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট

২০১১J নম্বর।

১৮ মে, সাল ১৮৮৪।—হুগলীর অন্তর্গত [illegible] মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহর জেলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কালিয়ায় অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র [illegible] বিচার করণার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইবেন এবং ছোট আদালতের [illegible] ৫০৲ টাকার পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

যশোহরের অন্তর্গত কালিয়ার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু অনাথ পাল ২৪পরগনা জেলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ [illegible] অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথ পাল [illegible] ছোট আদালতের মোকদ্দমা বিচারার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইবেন ও ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করিতে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪পরগনার অন্তর্গত [illegible] মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কুষ্টিয়ায় অবস্থাপিত হইবেন।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজশাহী জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত আর. কে. সেনের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রাজশাহীর অন্তর্গত মালদহের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু করুণাধাম বসু ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শিয়ালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

Baboo Saroda Prosad Ghose is appointed to act as a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Hajeepore, *vice* Baboo Gopal Chandra Banerjee, transferred.

In supersession of the order of the 28th April 1884, Baboo Purna Chandra Mitter is appointed to act as a Munsif in the district of Manbhoom, and to be ordinarily stationed at Barabazar.

Baboo Bani Madhub Roy, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders.

The 16th May 1884.—Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Jhenidah, during the absence, on leave, of Baboo Srigopal Chatterjee, or until further orders.

The 20th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bhobani Churn Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate for the Sudder Bench at Purneah.

ERRATUM.—*The 23rd May* 1884.—In the order of the 18th April 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, vesting Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, with the powers under sections 110, 113 and 260 of the Code of Criminal Procedure, *for* section 113, *read* section 133.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 22nd May 1884.

No 216.—*Notification.*—Mr. A. J. Hughes is, on return from privilege leave, appointed to be Executive Engineer of the Nuddea Rivers Division.

The 26th May 1884.

No. 217.—*Promotions.*—The Lieutenant-Governor is pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department, in addition to those published in Bengal Government Notification No. 111, dated 25th February 1884:—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr A S. Thomson...	Assistant Engineer, first grade, *sub. pro tem.*	Assistant Engineer, second grade.	24th Sept 1883	Reversion.
„ A. S. Thomson...	Assistant Engineer, second grade.	Assistant Engineer, first grade.	1st Oct. 1883	*Sub. pro tem.*
„ A. H. Mason ...	Ditto ...	Ditto ...	21st Oct. 1883	Permanent.
„ F. Lepper ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto	*Sub. pro tem.*

No. 218.—*Leave*.—Captain M. Laugharne, R.E., Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem* Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 12th instant.

The 27th May 1884.

No. 219.—*Leave.*—Mr. H. F. B. Frost, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted privilege leave for 15 days, under section 73, chapter V of the Civil Leave Code.

[*Government Gazette*, 3rd *June* 1884.]

শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ ঘোষ ত্রিহুত জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাজিপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সালের ২৮ আপ্রিলের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র মানভূম জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বড়বাজারে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু মতিলাল হালদারের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব রায়, বি, এ, ও বি, এল, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারুইপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু উমানাথ ঘোষাল, বি, এল, যশোহর জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ ঝিনিদহে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণিয়ার সদর বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—কটকের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুত কে, জি, গুপ্তকে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ১১০ ১১৩ ও ২৬০ ধারামত ক্ষমতা দেওন বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ১৮ আপ্রিলের যে আজ্ঞা মে মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে ১১৩ ধারার পরিবর্ত্তে ১৩৩ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।

২১৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত এ, জে, হিউজ সাহেব অনুগ্রহের ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নদীয়ার নদী খণ্ডের একসেকিউটিব ইঞ্জিনিয়রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

২১৭ নম্বর।—পদবৃদ্ধি।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির ১১১ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত কথার অতিরিক্ত পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনিয়র শিরিশ্তায় নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি ও পদে প্রত্যাগমন অনুমোদন করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ বৃদ্ধির ভাব।
শ্রীযুত এ, এস, তামসন সাহেব...	কিয়ৎকালীন স্থায়ী প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের।	দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৩ সাল ২৪ সেপ্টেম্বর	পদে প্রত্যাগমন।
,, এ, এস, তামসন সাহেব...	দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের।	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৩ সাল ১ অক্টোবর	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
,, এ, এচ, মাসন সাহেব ...	ঐ ..	ঐ ..	১৮৮৩ সাল ২১ অক্টোবর	স্থায়ী।
,, এফ, লেপ্পার সাহেব ...	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।

২১৮ নম্বর।—ছুটী।—বারাণসী-কটক রেলওয়ে সরবের কিয়ৎকালীন স্থায়ী তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কাপ্তান শ্রীযুত এম, লদার্ন সাহেব, আর, ই, এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

২১৯ নম্বর।—ছুটী।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ, এফ, বি, ফ্রস্ট সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে পনের দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 27th May 1884.

No. 220.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of a road cess inspection bungalow in the village of Ghogha, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bigahs 6 cottahs 10 dhoors of standard measurement, bounded on the north by Ramsahai Sing's jote, east by the road to Ghogha on East Indian Railway Station, south by the East Indian Railway Station, and on the west by Sukh Lal Singh and Lalu Mondal's mangoe tope, is required within the aforesaid village of Ghogha.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

স্থানীয় বস্ত্বাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

৭১০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাহালগাঁ পরগনার ঘোঘাগ্রামে পথকরের ইনস্পেক্‌শন বাঙ্গালা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত ঘোঘা গ্রামে কমিবেশ নূন্যাধিক ৩১ কাঠা ১০ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামসহায় সিংহের খেত, পূর্ব্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ঘোঘা ষ্টেশন পর্য্যন্ত পথ, দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ষ্টেশন, এবং পশ্চিম সীমা সুখলাল সিংহ ও লাল্লু মণ্ডলের আম্র বাগান।

উহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম. এস. সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৪ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে উক্ত সাহেব সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ১ মে তারিখে মন্ত্রিসভার শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮৪ সালের ৫ আইন।

"১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপল আইনসংগ্রহ" নামক আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

আইনের অর্থকরণের ও আরম্ভের কথা। ১ ধারা। এই আইন ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে এবং ইহ যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

৩৩৮ ধারায় যোগ করিবার কথা। ২ ধারা। ৩৩৮ ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।

" কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণ সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবে অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশি আজ্ঞাদ্বারা প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে, ঐ সক টাকা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের চলিত মুদ্রায় দ লইতে হইবে।"

সপ্তম তফসীলের সংশোধনের কথা। ৩ ধারা। সপ্তম তফসীলে ৫ পংক্তিতে "টাকা" উঠাইয়া দিতে হইবে।

সি, এচ, রাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেট

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M.A and B.L, *Bengali Transla*

Act No V of 1884.
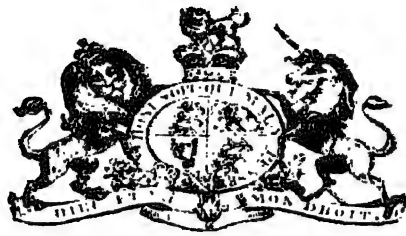
গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুক ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ৩ আষাঢ় রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল মওয়াবার।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা। রাজস্ব।	সদর জমা। সেস।	বাকী। রাজস্ব	বাকী। সেস	বাকী। মোট	মন্তব্য।
৭৭৩	৬৩১ / ২০৫৭৮	থানে পটীকছড়ি। মৌজে কাঞ্চননগর তালুক রঘু দেব্য।	শিং কাপিল চন্দ্র রায় গং।	[illegible]	১৪৮॥৬	৩৩১৲	৪৯॥০	৮৩॥০	সম্পূর্ণ তালুক নীলাম হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE, The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector.*

নীলামের নোটিস।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তির বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৩ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঙ্গনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক
দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ।/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৵৫৲ ১ দন্তী৲৫✕১= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ নামে ৵/১৪৲৭ দন্তী ॥৶১৫৵৶১৮৵— আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৲.০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬।/২ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ নদরসা বনরুগলি ওগয়রহ লিখিত
মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৯৬৵/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৵৶৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে /১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯।৶ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯৯॥/২॥ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল—

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

১৪৭ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ বেওতা ওগয়রহ লিখিত মালিক
কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ৩৬৭৭ ।।৴৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।।০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ।।০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৶১০ ।। টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৫৬।৶৪ টাকার বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিঃ পরগনে বালিয়া তরফ যতুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক
আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ... ৮৭১৬৶৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।৵৬।।= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহর নামে ।।৶১৩।– আনার কাত সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ৫৮১।১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় বাদে ১২।৶১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৮-5-84. C. C. STEVENS, *Collector.*

জমিদারি বিক্রয়ের ইশ্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

তফসীল।

তৌজির নম্বর।	[illegible]	[illegible]	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং জানুয়ারি, ১৮৮৪	কৈফিয়ত।
১৯১১	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জোয়ার পং বরদাখাত ছিঃ।।৶১৩।—ক্র. ন্নি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন ব্রজনীকান্ত সেন। শ্রীমতী উমাতারা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। শ্রীমতী উমাতারা গুপ্তা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমোহন সেন সাং দারড়া পং বরদাখাত থানে খোল্লা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২৯৩ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩৩	৭০	১৮৯	ভিলচিটা জোয়ার পং বরদাখাত চিঃ ।।৶১৩।— ক্রান্তি।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং শ্রীচাইল, রামকিঙ্কর রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশিচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী শ্রীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৶৩	২০৬৵১০	

7-5-84. J. A. HOPKINS, *Collector.*

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৯	দৌলতপুর পং পাণ্ডুয়া।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লারাখা দিগর।	১১১২৲২		
		বাদ গঙ্গাধর কর মৌজা সিতলা তৎসামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও মিরপাড়া রকম ৴১২।। আনার সদর জমা বিঃ	৪২৸৶০		
		কুসুমকুমারী দাসী ১৫।।০ বিঘা জমির জমা এঃ	৫।০		
			৪৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা।	১০৮৩৸৶২	১২২।৶১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবে।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১০	ঐ রাধাকান্তবাটী পং পাণ্ডুয়া।	কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর ...	৬২৪।।৶১১		
		বাদ হাজি আছালদ্দী মিস্ত্রী ৫০৸১ বিঘা জমির জমা	২৪৸৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা।	৫৯৯৸/১১	৪৬।/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
২৯	ঐ বসন্তপুর পং ভুরশীট।	সেখ জাফেরুদ্দীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা।	১১০৮২৲		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ।।/০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ৶২ আনার সদর জমা এঃ	২৪৯৪।৴৩	৫২৯।।/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩৫	ঐ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২২৩৭৯৮৸/ ৫৮।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৶১১৶৪ আনার সদর জমা এঃ	৩১৮০৯/২	১২২৬৩৲১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩৮	ঐ সাঁথখালি পং বালিয়া।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...	১০১৪৮৲৮		
		এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেজার ইস্টেট গিরিজানাথ রায়চৌধুরী দিগর রকম ৴১২ আনার সদর জমা।	১০.৪৸/০	৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			

[*Government Gazette*, *3rd June* 1884.]

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ভাইন।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৫৫	চাপাহাটী পং পাণ্ডুয়া।	যদুনাথ ধল্যা দিগর ...	৫৮১৩/২	৩৫।৶০	
৫৬	ঐ ঐ	যদুনাথ ধল্যা দিগর ...	৬০৬।৶২	১১৩।।৶৩	
৫৭	ঐ মাথালডিহি পং পাণ্ডুয়া	সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	৭২২৮৶১		
		বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ।১৪৮ আনার সদর জমা এঃ	২১৪/০		
		উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী দিগর রকম ।১৪৮ আনার জমা বিঃ	২১৪/০		
			৪২৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	২৯৪৮৶১	৩৶৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
৬২	ঐ রামজাঙ্গাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ...	১৯৩৭৪৮২।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৶৫ আনার সদর জমা এঃ	২৭২৫।।/০	৯৩৯/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৬৭	ঐ গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...	২৬৯৫৮৶		
		এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মৌজায় ষোলআনা সদর জমা	৬৯২৶৯	৪৭২৶৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৭৯	ঐ সেরপুর পং বালিয়া।	সেখ কাদেরবকস দিগর ...	১০৩৯১।৶৯		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ।।/ আনা সদর জমা	৫৮৪৫৶৬।।	২০১৩।।/৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
১১০	ঐ থালড় পং থালড়।	রাণী লালনমণি দিগর ...	১০৩৯০।।৶		
		বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্রবালা দাসী রকম ৸০ আনা সদর জমা	৭৭৯৩		
		উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আনা সদর জমা	৬৪৯।৶		
		রাজা প্রথমনাথ রায় বাহাদুর রকম ৶০ আনা সদর জমা	১২৯৮৮/০		
			৯৭৪১।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রাণী লালনমণি রকম /০ আনা সদর জমা	৬৫৯।৶	১৭১।।৶	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহল।				
১১৭	রাজহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ...	৭২৬৬৩		
		বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইষ্টেট বৃন্দাবনচন্দ্র রায় রকম ।/০ আনা সদর জমা	২২৬৮৶০		
		হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিসমত নশিবপুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী তিন মৌজার রকম ।/১০ আনার মধ্যে ৶০ আনা সদর জমা।	৮২৸০		
		প্রসাদদাস গোস্বামী রকম ৶৬॥= আনার জমা।	১৫১।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৬০।/০		
		বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সদর জমা	২৬৭॥৶১	৩.৶০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
	ঐ				
১৫৩	মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রসাদদাস গোস্বামী দিগর ...	২২৬৮৲		
		বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী দিগর রকম ।০ আনা সদর জমা।	৭৫২৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৸০ আনা জমা।	১৫১৬৲	১৬৯।/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
	ঐ				
১৫৯	চাতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ..	৭৪০॥/৪		
		বাদ রামাসুন্দরী দেবী রকম ৶১০ আনার সদর জমা।	১২৯।/০		
		নিরচাঁদ লাহিড়ি রকম /১০৮ আনার সদর জমা।	৬৬৲		
		দিননাথ চৌধুরী রকম /১।৶.০ আনার সদর জমা।	৫১৮৶০		
		ঝক্কালাল মুখোপাধ্যায় রকম /.৮। আনার সদর জমা।	৮৮॥/০		
		কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১০ গণ্ডা সদর জমা।	[illegible]		
		লালজী চৌধুরী বাদে চাতরা বাসুদেবপুর, বেলুড় ৩ মৌজার রকম ৶১৯।৶০ আনার সদর জমা।	১১৭৮৶০ ৫১৭৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা।	২২৭।/৫	৭৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
	মোকররি বন্দবস্ত।				
২০৩৪	সুলতানপুরচর পং পাটমহল।	অক্ষয়লাল সেন দিগর ...	৯২৯৬৲ রোঃ কঃ ৩।৯		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ॥০ আনা সদর জমা	৪৬৪॥/৬ রোঃ গণ্ডা		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪।৶৪॥		

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের লাংকিস্তী ফালগুনের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জিলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর।	মাহালের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	তরফ কালুহা পংবারবকপুর।	কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভাবতী দাসী মাতা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২৯৪।৵৭	এই মাহালের মধ্যে প্রভাবতী দাসী ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ॥০ আনা বাদে কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ॥০ আনার কাত সদর জমা ১৬৪৭।/৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১১৬৮/০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুহা পংবারবকপুর।	ঐ ঐ	৩২৯০।৵৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসীর পৃথক করিয়া লইয়া অংশ।০ আনা ও কৃষ্ণকিঙ্কর রায় গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ॥০ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ।০ আনার কাত সদর জমা ৮২৩।৵৭ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮৷৵৩ টাকা।
৩	ঐ	১৭	তুদাগোপালপুর পং পলাশী।	রায় মেতাবচাঁদ লাহার বাহাদুর ...	১১৪২।।০	রাজস্বর বাকী ৫৬০৮৯১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।
৪	ঐ	২১৭	কিসমত মৌজেপাকুড়হাঁশ পরগনে বারবক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী রামদাস চৌধুরী অশ্বিনীকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারাধন গোস্বামী।	৭১৯৭১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫৴১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবে।

শ্রেণীর নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ত।
৮	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৩৬	কিসমত পরগনেশাহাজাহাপুর পং শাহাজাপুর।	বিপিনবিহারী নবিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর মুকুন্দলাল রামচন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনবন্ধু ললিতমোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস লছমনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কমলাপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মর্ম্মসখী দাস্যা কামনাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬২।৴৭	এই মহাল মধ্যে মর্ম্মসখী দাস্যার ও কামনা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগরের এজমালী অংশ ।।৴১২ গোণ্ডার কাত সদর জমা ২০৯৪৴১০ টাকা নীলাম হইবেক রাজস্বর বাকী ৭২৬।১১
৯	ঐ	৭৫১	কিসমত পরগনেসমসখালী পরগনেসমসখালী।	বীরচন্দ্র নদীয়াবিহার চৌধুরি শ্যামাসুন্দরী দাস্যা সোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গদাধর চৌধুরী অন্নপূর্ণা দাসী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৩৴২	এই মহাল মধ্যে গদাধর বীরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শ্যামাসুন্দরী দাস্যা দিগরের এজমালী অংশ ৵১০ কাত সদর জমা ৫২৬।।৴১১ টাকা নীলাম হইবেক রাজস্বর বাকী ।।৩ আনা।
১০	ঐ	৫০৮	ডিহি আতাই পং সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাস্যা থাকমণী দাস্যা অলি মাতা বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রমথনাথ ঘোষ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ গোপীসুন্দরী দাস্যা।	৩৩৫৩।৴-১১ পুলিস ২৬।০৮ ৩৪৭৯৴৭	এই মহাল মধ্যে থাকমণি দাসী দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।।০ আনা বাদে চন্দ্রমহিনী দাস্যার এজমালী অংশ ।।০ আনার কাত সদর জমা ১৭২৬।৴০ টাকা ও পুলিস ১৩৸৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪৴০ পুলিস ... ৩।১০ ৫৭৭।৴১০
১১	ঐ	৫৩৩	কিং পং উজিরাবাদ পং উজিরাবাদ	ত্রৈলোক্যনাথ রায় ফটিকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নন্দচন্দ্র ও শিবদাস পালচৌধুরী গোলাপমনি দেব্যা জগচ্চন্দ্র পাঠক লক্ষ্মীমণি দেব্যা গোকুলচন্দ্র তওয়ারী দ্বারিকানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩।৴৬	এই মহাল মধ্যে দ্বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১৵১৭ দন্তীরকাত সদর জমা ৪৭।৴১০ টাকা নীলাম হইবেক বাকী ২৮।৭ টাকা।

১২		৫৪০	মৌজে এমাদিপুর পং কুলবেড়ীয়া।	তরঙ্গিনী ওরফে লুট্‌মনিদাসী পক্ষে ম্যানেজর কামিনী সুন্দরীদাসী কৈলাসনাথ সিংহ রায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী রঘুনাথ মুস্তফী পাতালমণি চৌধুরাণী চারুচন্দ্র বসু উমেশচন্দ্র মিত্র তারাধনী চৌধুরাণী মাতা অলি দাশরথী ও সত্যাচরণ রায়চৌধুরী নাবালগ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায়চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেমলাল।	১০৬১॥৮২	এই মহাল মধ্যে তারাধনী চৌধুরাণী অলিমাতা দাশরথী সত্যাচরণ রায়চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৵১ গোণ্ডা বাদে চারুচন্দ্র বসু দিগের এজমালী অংশ ৸৵১৯ গোণ্ডারকাত সদর জমা ৯৯১৸৵৫ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ।১০ পাই।
১৩	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল	৫৩৮	চরগোঠা পং সমসখালী	বন্দবস্তদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাবালগের অলি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেব্যা রামলাল রায় সিতানাথ রায় রামেশ্বর রায়।	৭৩৭।৴	রাজস্বর বাকী ২৮৬॥৶০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৪	প্রথম শ্রেণীর মহাল	২৭৪০	কিং তরফ তোরমনপুর পং আসদ নগর	লোকনাথ রায় দ্বারিকানাথ রায় ও দ্বারিকানাথ ঘোষ...	৬১৫৸৵৯ রোডসেস ৬৵৬	১২৯০ সালের লাং অগ্রহায়ণ ভুলবের রাজস্বর বাকী ১৫৯৲ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাল হইবেক।
১৫		২৭৭৯	তরফ কাণাই পাড়া পং আসদ নগর	রামলাল ঘোষ ...	১৩৪৯।৴৫	১২৯০ সালের লাং ফালগুনের রাজস্বর বাকী ৮১২৬৶৩ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 15th May 1884

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মৃত্যান্ত পর্য্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোডসেস ও পবলিকওয়ার্কস সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং ৩ রিং।

কাক্সবাজার সবডিবিজনের এলাকাধীন।

তৌজির নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব।	সেস।		
১১ / ১৫।	মৌজে হনবী থানে টেকনাফ তালুক নছরত আলি চৌং	খোদ ...	৮৯৭।০	২০৸১	৪৩৮। ১	০	৪৩৮।।৬	সম্পূর্ণ তালুকা নীলাম হইবে
৪৪ / ১১৬১	মৌং টেকনাফ থানে টেকনাফ তাং শ্রীমতী থাক্ত চৌং	খোদ ...	১২১৭৭	৭৯/০	৬১৩৭	২৬।/৬	৬৩৯।/৬	ঐ
১৫৫ / ১৫৮	মৌং রাজারকুল থানে রামু তালুক সেরমস্ত খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং।	১১০১।।৬	১৫৮।/	৩০৩।/৬	৪৪/৬	৩৪৭।৶	ঐ
২০৪ / ৪৬৯	মৌং মিঠাছড়ি থানে রামু ইজারা শ্রীমতী লতিফা খাতুন নাবালগের পক্ষে কাছার আলি খাঁ।	নিঃ কাছার আলি খাঁ।	১১৮৩।৶০	১১৩/৬	৪২০৲	৩৭।।৶৬	৪২৭।।৶৬	ঐ
২৯৯ / ২৮৩	মৌং বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি হুমড়াক ...	নিঃ দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭।।/১	২৯৪৸/	৪৩০৲	১৯৬।।	৬২৬।।০	ঐ
৩৩৬ / ১৪৬০	মৌং পেকুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৲	১০৯।৶৬	২০৪২৲	৭২৸৶/	২১১৪৸৶০	ঐ

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector, Chittagong.*

কালেক্টরী জিলা রংপুর।

বাকীর কর্দ্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালার লাগাএদ কিস্তী ফালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মার্চ্চ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জিলার কালেক্টরীর হুণ্ডী দ্বারা আদায় হইয়া যাহা বাকী আছে তাহা ১৮৮২। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নীলাম হইবেক, ইতি।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাড়ী ওগয়রহ মৌজা চাকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দস বামাসুন্দরী দাস্যা কৃষ্ণমোহন চাকি ভবামণি দাস্যা চন্দ্র গোবিন্দ দাস.	৫১৫।১৶০	৵১০	বামাসুন্দরী দাস্যার ১১৮৸৶৯ পাই সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা বাতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	রামনগর মৌজা চাকলে কাজির হাট	সৌদামিনী দাস্যা	১১৪১৸৶১	৪২৮।৶৪	
২২১	খোদ মুরাদপুর ওগয়রহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জানকিবল্লভ সেন ... বেগম, বাকরমেছা ... খাতুন. ও ... আলম ... হোসেন চৌধুরী ওরফে ... মিঞা ও দুলা মিঞা।	২৫৩২৸৶৫।।	৫২০।।৶৮	বাবু জানকিবল্লভ সেন সেরেস্তাদারের ।।০ আনার অংশ বাদ দেওয়া গেল। তাহার স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামার কুরসা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ।	... এনাএতুল্লা চৌধুরী ফজিমনেছা চৌধুরাণী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২১০৫৮৶১১	১৮২।৶৯	... এনাএতুল্লা চৌধুরীর বিশেষ ১ নম্বরে জমার পৃথক যাহার সদর জমা ১০২৬।৶৬ পাই ঐ অংশ বাতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪৯	চক দুর্গাপুর ওগয়রহ মৌজা পং সরহাট্টা।	খএরনেছা বিবি চৌধুরাণী এনাতুল্লা মিঞা মহম্মদ... বিবি চৌধুরাণী. ...তুল্লা চৌধুরী খুশিয়নেছা বিবি জওন বিবি চৌধুরাণী, গবর্নমেন্টের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেজামউদ্দিন মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহম্মদ চৌধুরী. আমরনেছা বিবি সয়ং ও অলিঅর পক্ষে আবদুলল তক চৌধুরী নাবালগ।	১৮৯২৸৶৮	১৪ ৶৮	গবর্নমেন্টের তত্বাবধীনের অংশ যাহার সদর জমা ৪৩১ ৵৬ পাই ও যাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ্বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৬১৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপালচন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী, ঈশানচন্দ্র চৌধুরী, হৈমবতী চৌধুরাণী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোঙর চন্দ্রকিশোর রায় নাবালগ, ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী কুত্বান্ন সরকার।	৫২৮১৸/১।	২০৯৶৪	কুত্বান সরকারের নিজাংশ ৶০ তিন আনা ঐ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,
The 30th April 1884.

H. J. NEWBERY,
Offg. Collector.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

জিলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখ এ জিলার কালেক্টর সাহেবের বাটিতে বিষা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমাধার্য্য হওয়া মহাল।

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১১০ নং	মৌজে চারখণ্ড গয়রহ পরগণে সিলাহবাড়ী।	কাত্যায়নী দেব্যা জয়কিশোর চৌধুরীপ্রভৃতি।	১৬৯১৮৬৮	৯৯৯৮১	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	মৌজে দৌলতপুর গয়রহ পরগণের অথর।	তারকনাথ চৌধুরী, জগেশ্বরী চৌধুরাণী. অছি পক্ষে মোহনলাল চৌধুরীপ্রভৃতি।	৪৬৬০৷৷১	৪৮৩৷৮	এই মহালের মধ্যে কালমোহন চৌধুরীর ৵০ আনা অংশ যাহার ৫৮২৷৴০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বক্রী ৮৵০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৮৶১ পাই সদর জমা হয় ঐ একমালী অংশ বাকী পড়ায় তাহাই নীলাম হইবেক।
২৬৩ নং	মৌজে গোবিন্দপুর গয়রহ পরগণে ঘোড়াঘাট	দীননাথ মজুমদার ও গোলোকনাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯৮৷৶৩	২৫১৻৭	মৌজে কেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকনাথ মজুমদারের ৴৪ = ক্রান্তী অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৶৫ পাই সদর জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৴১	ঐ মত দীননাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকায় ৴৪ = ক্রান্তী অংশের ৫১৩৶৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৻৩	ঐ মত কালীসুন্দরী দেব্যার ৴৪ = ক্রান্তী অংশ পৃথক হিসাব হইয়া ৫১৩৶৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	মৌজে দাউদপুর গয়রহ পরগণে সীলহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৫৮৶১৷৷	১৭৭৭	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজে মাজরপুর গয়রহ পরগণে সন্তোষ	ভাগিরথী চৌধুরাণী	৬৬৯৷৶১	৪৬৪৭	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE, The 6th May 1884.

A. C. TUTE, *Offg. Collector.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা বিরভূম।

ভূমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার জিলা বিরভূম।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বিরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় শুক্রবার দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আপ্রিল

তফসীল

মহালের শ্রেণী।	রেষ্টের নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	মালিকগণের নাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	...	১৯ নং	পঃ ইছাপখু-রিয়া সামিল কুনেড়া সছিরা।	সৈএদন্নেছা বিবি সাং আনখুনা সৈএদ মজফর হোসেন ও পাঁচু বিবি ও সেখ মাদার-বক্স ও সেখ এনাএতউল্লা সাং ঐ হরিশচন্দ্র ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ সাং পাঁচমুদী ও মনসুর আহম্মদ নাবালগের অলি আবদুল মাবুদ ওরফে ভড় মিঞা সাং আনু-খুনা সেখ দরবেশ উল্লা সাং ঐ সেখ ফকির উল্লা ও আকন্নেছা বিবি সাং ঐ সাজেদররহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুরুষোত্তমচন্দ্র সাং উনকুণ্ডা ও রঞ্জিনী দাস্যা অলি আত্ম তরফে নাবালগ পুত্র মনমোহন চন্দ্র সাং ঐ মবরন্নেছা বিবি সাং আনখুনা ও সাজদর রহমান সাং বেড়গ্রাম গৌরসুন্দর পাঁড়ে ও নিতাইসুন্দর পাঁড়ে ও ঈশ্বর চন্দ্র চন্দ্র সাং উনকুণ্ডা রঞ্জিনী দাস্যা অলি আত্ম তরফে নাবালগ পুত্র বিপিনবেহারী চন্দ্র সাং ঐ।	৫৬৯৫৸৶ ইহার পৃথক হিসাব ২০ নং গৌরসুন্দর ও নিতাইসুন্দর পাঁড়ে ৩১৩১৷৶১ বাদে ... ২৫৬৪৷৵১১	৩৭৵২	এজমালি অংশ সদর জমা ২৫৬৪৷৶১১ টাকা নীলামে হইবেক।
ঐ	...	৫১ নং	পঃ কুত্তবপুর সামিল কেশবপুর।	মানদাসুন্দরী দেব্যা সাং ডেঙ্গেরা ও রামমনি দেব্যা অলি জানবে শশিভূষণ সরকার নাবালগ সাং ঐ ভগবতী দেব্যা ও তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং ঐ বিশ্বেশ্বরী দেব্যা ও জগদেশ্বরী দেব্যা সাং ঐ ও ঈশানচন্দ্র রায় সাং সাওতা।	৭৫৬৲	৮৵৩	সোল আনা মহাল নীলাম হইবেক।
ঐ	...	৫৩ নং	পঃ সাহাপুর।	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সাং হেতমপুর ও মহেশচন্দ্র সোম ও দয়ালচন্দ্র সোম কালাচাঁদ সোম সাং চুচড়া গণেশচন্দ্র সেন সাং কড়িদ্যা সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের অলি নিস্তারিণী দেব্যা ও জোম্মর রহমান।	৩৪৯০৷৶ বাদ পৃথক হিঃ ৯৪ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ৫৮১৷৶১০ ১৮৭ নং দয়ালচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র সোম ৮৭২৷৵৯ ১৪৫৪৷৵৭ সেওয়ায় ... ২০৩৬৵৫	৫০৩৷৷৪	এজমালি সদর জমা ২০৩৬৵৫ টাকা নীলাম হইবে।

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালাতের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরীর কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে নিয়মশেষে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে —

তৌজি নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা	বাকী।	মন্তব্য।
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইশফশাহী	মনমোহিনী দেব্যা ও কালিশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতি	২৭২০।৴০ পুঃ ১১৴০	৵৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মনোমোহিনী দেব্যার ২৩৫৴০ পুঃ ৩৶০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৬	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	২০০॥৶০ পুঃ ২৭	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতির ৩৩১॥৵০ পুঃ ৩৸৶০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীর পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৩৬৸০ পুঃ ১১৸০	৩১।৶৬ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ও ৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারী গুহ প্রভৃতির ৩৪৬৴০ পুঃ ৩৸৴০ আনা একজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিঃ ধুবিল পঃ কাটারমহাল	রহিমদ্দীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১৶০	২১।।০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
২৮৩	কিঃ জাবড় কোল পঃ সোণ বাজু	কালিনারায়ণ চৌধুরী নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতি	৭৯৫৬৲ পুঃ ৮০।।৶০	৪৩৶০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিনারায়ণ চৌধুরীর, ৩৮।৴ পুঃ ।।৶০ আনা জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	১৫৸৶০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতির ১০৪৪৸৴০ আনা পুঃ ১৫।০ আনা একজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

C. W. Bolton,
Offg. Collector.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নীতিতে নিলাম হইবে।

নম্বর তৌজি।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	তরফ অযোধ্যারাম ..	৭২৩৮/০	১৮/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল	৬৪২৶৭	১৩২৷৶০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	তরফ আনন্দী রামকাং	৮৪৯৷৶৯	১৫৬৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৫নং রাসচন্দ্র রায় প্রভৃতির অংশের মঃ ১১৭৷৶৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	তরফ দুর্ল্লভরাম, ফতেয়াবাদ।	৮১৯৭	১৯৬।০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	তরফ মৌজে হরিনা বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৬৯১৮/০	১৮৭৯৪	ঐ ঐ
২৪০	১২৪১	তরফ ইমাম ...	৬৯৭।/৪	১৫০।।/৪	ঐ ঐ
৩১৭	১৮৯৪	তরফ মাগম ঘনেশ্যাম।	৫৬০।/০	২৭	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং মনছুর বিবির ১৩৫।।০ আনা জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবেক।
৫৩৩	২৫৬২	তরফ রামভদ্রকাং ..	২১৮৬৶৭	১৬৸৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীতাম্বর কাং ৫১৬৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	তরফ রামকিশোর কাং।	৮১৯/৭	১৩৭২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩।।/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭৩	২৯১১	তরফ সাছিরাম কাং	৮২৬৶৩	১২।।/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭২৫।৶১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬০৮	৩১২৫	তরফ শ্রীমন্তুরাম কাং	১৭৩৭৸০	১১৲৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আব্দুল্লা খাঁ ৭৮২৶৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬৩৫	৩৮৮০	তরফ ওবেদল্লা সেখ মাহাং ওাছ সেখ মাহাংআলী।	৬৭৮।৶০	/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা রাজসাহি।—বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা রাজসাহির মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১৪ আষাঢ় শুক্রবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

তফসীল

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
১৮৩	ডিহি দারুসা মৌজে বেতাবাড়ি পং মা-হামদপুর।	চন্দ্রমণি দাই তনি মাছি পক্ষে গোলাবলাল সিংহ রায় নাবা-লগ. মেঃ এ গেনওয়াইন সাহেব, গিরিশচন্দ্র দত্ত, প্রতিমা-সুন্দরী দাস্যা, শ্যামাসুন্দরী বাই।	খাজানা ৪৩৭৩৸/ পুলিস ৩০৷৵০ ৪৪০৪৷৵০	৭৩৬৷৵০ ৩৸৵০	মায় পুলিস ৪৪০৪৷৵০ আনা সদর জমার তাহুত লেখা যায় তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ গিরিশচন্দ্র দত্ত খাজানা ৫৮১৷০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫৷/০ আনা বিশেষ নং ২ প্রতিমাসুন্দরী দাস্যা খাজানা ৫৮১৷০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫৷/ আনা বিশেষ নং ৩ মেঃ এ গেনওয়াইন সাহেব খাজানা ১১০৪৷০ আনা পুলিস ৮৷৶ আনা একুনে ১১১৩৷৶ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ২০০৭/ আনা পুলিস ১৩৸৶ আনা একুনে ২০২০৸৶০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।
২০৭	কিং পং তাহেরপুর	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশিশ্বর রায়।	৩১৪১১৷৵০	১০১১ ।৶	মোট সদর জমা ৩১৪১১৷৵০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় ১৫৭০৫ ৷৷/ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজ-মালী অংশ সদর জমা ১৫৭০৫৷/ আনা বস্তু নীলাম হইবেক।
২২৮	ডিহি দাসুদেবপাড় পং তেগাছি।	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশিশ্বর রায়।	খাজানা ১৮১০৭ পুলিস ১৮৵০	১৷০ ০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১৮৩৮৶ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় খাজানা ৯০৫৭ টাকা পুলিস ৯/০ আনা একুনে ৯১৪/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ৯০৫৭ টাকা পুলিস ৯/০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।

২৫৫	ব্রমজ নপাড়া পং তেগাছি।	রাধাকান্ত তরফদার, মধুসূদন ভৌমিক, রাধাসুন্দরী ভুবনমোহিনী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, রামকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, লক্ষ্মণচন্দ্র তরফদার, রামলাল তরফদার, দিনবন্ধু সান্যাল, রোহিণীকান্ত তরফদার, রতিকান্ত তরফদার কার্য্যাধ্যক্ষপক্ষে বিপীনবিহারী তরফদার, নারায়ণ প্রসাদ সাহা।	৮৫৪৮/	৭১॥০	মোট সদর জমা ৮৫৪৮/০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মধুসূদন ভৌমিক সদর জমা ১৬০/০ আনা বিশেষ নং ২ রাধাকান্ত তরফদার ৮০/ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ ৬১৪/০ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।
২৫৭	তিতি ছাতনি পং গোবিন্দপুর।	গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গঙ্গাপ্রসাদ সুকুল, দুর্গাসুন্দরী দেব্যা বক্রেশ্বরী দেব্যা, ভবসুন্দরী দাস্যা অলি অধ্যক্ষপক্ষে অক্ষয়চন্দ্র ও মতিলালচন্দ্র নিজ নাবালগান, মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা, ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেব্যা, মুক্তকেশী দেব্যা, শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা, সৌদামিনী দেব্যা, ৺ রাধা ও কুঞ্জবিহারী ঠাকুরের সেবাইত গিরিধর দোবে স্বয়ং ও অধ্যক্ষপক্ষে জোগাবাব দোবে, মির মোসাহেবআলি স্বয়ং ও অলিপক্ষে এমদাদআলি ওরফে রুস্তম, জীবন্নেছা ওরফে ছোবমন্নেছা বিবি, তফজ্জলআলি, তমিজউদ্দীন, তরিফুল্লা বিশ্বাস, গরিব হোসেন চৌধুরী ছাজন্নেছা চৌধুরাণী, হবিবন্নেছা খাতুন স্বয়ং ও অলিপক্ষে হোসেনসার ফজরুদ্দীন মাহাম্মদ ও আফজন্নেছা খাতুন ও মজিদন্নেছা খাতুন, উম্মদন্নেছা খাতুন নাবালগ অবিনাশচন্দ্র শিকদারের মাতা ও অলি দেব কুমারি দাস্যা, হরমণি দাস্যা, দক্ষিণাকুমারি দাস্যা গোপেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ শিকদার।	খাজানা ৫৭৬০/ পুলিস ৫৮৭ ৫৮০৮/০	১০২৮/০ ৭৲	মোট সদর জমা সহ পুলিস ৫৮০৮/০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা সদর জমা খাজানা ৭৭৭॥/০ আনা পুলিস ৬/০ আনা একুনে ৭৫৩॥/০ আনা বিশেষ নং ২ মির মোসাহেবআলি স্বয়ং অলিঅধ্যক্ষপক্ষে মির এমদাদআলি ওরফে রুস্তম নাবালগ, জীবন্নেছা ওরফে ছোবমন্নেছা নাবালীকা, তফজ্জলআলি তমিজউদ্দীন তরিফুল্লা বিশ্বাস গরিবহোসেন চৌধুরী ছাজন্নেছা চৌধুরাণী হরমণি দাস্যা হরমণি দাস্যা দক্ষিণাকুমারি দাস্যা গোপেশ্বর শিকদার বিশ্বেশ্বর শিকদার দেবকুমারি দাস্যা অলিঅধ্যক্ষপক্ষে অবিনাশ শিকদার, শ্যামাচরণ শিকদার শ্রীনাথ শিকদার খাজনা ৬৮৩৮/০ আনা পুলিস ৫৮/ আনা একুনে ৬৮৯৬/ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গঙ্গাপ্রসাদ সুকল খাজানা ১১৯৮৭ টাকা পুলিস ১৩/০ আনা একুনে ১৬১১/ আনা বিশেষ নং ৪ সারদাপ্রসাদ সুকল খাজানা ১০৬৫।০ আনা পুলিস ৮৮/ আনা একুনে ১০৭৪৮/০ আনা বিশেষ নং ৫ বক্রেশ্বরী দেব্যা খাজানা ৫৩২॥/ আনা পুলিস ৪।/ আনা একুনে ৫৩৭/ আনা বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা খাজানা ১৬২।/আনা পুলিস ১৮/ আনা একুনে ১৬৪৮/০ আনা বিশেষ ৭ নং ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেব্যা খাজানা ১৪।/০ আনা পুলিস ৶০ আনা একুনে ১৪॥০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ৯৯৬/০ আনা পুলিস ৮৲ টাকা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
২৬৭	কিং পং দীঘা ...	কাশিচন্দ্র তালুকদার, তারকনাথ চৌধুরী, কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী, নাবালগ সৈয়দ আবদুল জেলামের মেনেজর বীরেশ্বর সেন, নাবালগ রাখালচাঁদ দুগড়ের অলি করমচাঁদ বাবু,	খাজানা ৪৪৭১৷৵০ পুলিস ১১৲ ৪৫৮৪৷৶০	১০৫০॥৶০ ৷৶০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ৪৪৮৪৷৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় খাজানা ৫২১৷৵০ আনা পুলিস ১৷৶০ আনা একুনে ৫২২৸৴০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাই নীলাম হইবেক।
২৬৯	ডিহি বেলঘরিয়া পং দীঘা।	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজরপক্ষে কুমার বিশেশ্বর ও কুমার কাশিশ্বর রায় নাবালগ, কৈলাসচন্দ্র ভৌমিক, উৎসবচন্দ্র, জানকিকান্ত মৈত্র, রত্নাকর মৈত্র, সখিসুন্দরী দেব্যা, ঠাকুর দাস মৈত্র, ভিক্ষাকর ওরফে রামচরণ মৈত্র, চন্দ্রমণি দেব্যা, শ্যামাচরণ, বসন্তকুমার, দুর্গাকান্ত, রাধাকান্ত মৈত্র, রামবিহারি, বিপীনবিহারী, সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, রামলতা দেব্যা, রাধাসুন্দরী, ভুবনময়ী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, কুমার যোতিন্দ্রনারায়ণ রায়, রামজয়, রামলাল, রোহিণীকান্ত তরফদার, রজনীকান্ত তরফদার, অলি পক্ষে বিপীনবিহারী তরফদার, দক্ষিণাসুন্দরী দেব্যা মাতার ও অলিপক্ষে প্যারিচরণ মজুমদার নাবালগ, জ্ঞানদা, অবনিকুমার চৌধুরী অলি সুখদাপ্রসাদ ও দুর্গাকান্ত সেন, সহচরি দেবী, ভগবতী চৌধুরাণী, মনমোহিনী গুপ্তা।	১০৮২৸৶০	৩৫৷৶০	মোট সদর জমা ১০৮২৸৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ দক্ষিণাসুন্দরী দেব্যা সদর জমা ২২০॥৴০ আনা বিশেষ নং ২ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় ১৩১৷৵ ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে বিশেষ নং ৩ মনমোহিনী গুপ্তা চৌধুরাণী মাতাং গিরিশচন্দ্র চৌধুরী নাবালগ সদর জমা ৫১৴০ আনা হিসাব পৃথক করা অংশ ও এজমালী অংশ সদর জমা ৬৮৫৸৵০ আনা বক্রু নীলাম হইবেক।
২৭৪	মৌজে সিংজমারা ওগয়রহ পং বোনগাও খালিসা।	ভগবতি চরণ বাবু, নাবালগ রাখাল চরণ মণ্ডলের মাতা ও অলি শ্যামাসুন্দরী দাসী, চন্দ্রকামিনী চৌধুরাণী, আনন্দমোহন মৈত্র।	খাজানা ১০৩৩॥৴০ পুলিস ১১৷৶০ ১০৪৪৸০	২০২৸৵০ ৷॥৴০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১০৪৪৸০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ শ্যামাসুন্দরী দাসী অলি অছি পক্ষে রাখালচরণ মণ্ডল খাজানা ২৫৮৷৵০ আনা পুলিস ২৸৴০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহা ও এজমালী অংশ খাজানা ৭৭৫৶০ আনা পুলিস ৮৷৶০ আনা সমস্তই নীলাম হইবেক।

২৯৬	কিং পং বোনগাও জায়গীর।	সৈয়দা বিবি, নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাতা ও অলি শ্যামাসুন্দরী দাসী, দিনবন্ধু সান্যাল, আনন্দ মোহন মৈত্র কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী, নাবালগ আবদুল ছেলা-মের মোক্তার বীরেশ্বর সেন, করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষ-পক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় নাবালগ	খাজানা ১১৩২৪৵০ পুলিশ ১১৪৶০ — ১১৪৬৮।০	১১০২॥৵০ ৭।৵০	মোট সদর জমা মায় পুলিশ ১১৪৬৮।০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী খাজানা ১২৬১।৵০ আনা পুলিশ ১২॥৶ আনা একুনে ১২৭৪।০ বিশেষ নং ২ কৈলাসেশ্বরী চৌধুরাণী খাজানা ১২৬১।৵০ আনা পুলিশ ১২॥৶০ আনা একুনে ১২৭৪।০ আনা বিশেষ নং ৩ বীরেশ্বর সেন মোক্তারপক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম খাজানা ৪৩৮৫৸৶০ পুলিশ ৪৪৶০ আনা একুনে ৪৪৩০৲ টাকা বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র ও দিনবন্ধু সান্যাল খাজানা ১৫১২৸৶০ পুলিশ ১৫।০ আনা একুনে ১৫২৮৶০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ-বাদে বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় খাজানা ১৩২৩॥৶০ আনা পুলিশ ১৩৴০ আনা একুনে ১৩৩৭৲ টাকা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাও এজমালী অংশ খাজানা ১৬০৮॥০ আনা পুলিশ ১৬৵০ আনা একুনে ১৬২৪॥৴ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।
৩৬৭	তরফ মহিষ কুণ্ডী পং চান্দনাই।	হেসামতুল্লা চৌধুরী, রেবাহতুল্লা চৌধুরী, কেয়ামতুল্লা চৌধুরী, বিবি উলত ফতেমা, সৈয়দ মহম্মদ হোসেন, সৈয়দ আতাহর হোসেন বিবি, আবেদজয়েছা বিবি, আহমদ-য়েছা বিবি, অছিকতয়েছার অছি সৈয়দ সাহা আবদুল্লা।	৭১৭২৸৶০	৪২॥০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
৩৭৮	কিং পং হজুরাপুর	মে: এগেন ওয়াইস, সাহেব, শ্যামাসুন্দরী বাই, চন্দ্রমণি বাই, অছিপক্ষে গোলাবলাল হিংছ রায়।	১৬২৯৸৶০	৪৭১।০	মোট সদর জমা ১৬২৯৸৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মে, এগেন, ওয়াইস, সাহেব সদর জমা ৬১১৶০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে এজ-মালী অংশ নীলাম হইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
৪২২	সিজড়ুদহ তপে চাপীলা।	নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রাকুমারি, ৺ মদনমোহন ঠাকুর ও হাঁকাবিহারী লাল ঠাকুরের সেবাইত মহন্ত কৃষ্ণানন্দ রাম গোস্বামী।	খাজানা ১০৩২।০ পুলিস ৫।৵০ ——— ১৬৩৭॥৵০	৩৫৬ ০	মোট সদর জমা সায় পুলিস ১৬৩৭।৵০ আনা তন্মধ্যে ফি সেহ নং ১ নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রা কুমারি খাজানা ৮১৬৶০ আনা পুলিস ২॥৶০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে এজমালী অংশ খাজানা ৮১৬৶০ আনা পুলিস ২॥৶০ আনা একুনে ৮১৮৸০ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।
৪৭৬	তরফ দক্ষিণ জোয়ার	নাবলগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেব কুমারি দাসী, হরিমণি, দক্ষিণাকু মারি দাসী, সোমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার, গরিবুন্নেসা তরফে গরিব হোসেন চৌধুরী, সাতানন্নেছা চৌধুরাণী, আতাফারন্নেছা খাতুন, মহেশচন্দ্র ভৌমীক, ঈশানচন্দ্র, রামনর সিংহ ঘোষ, মাহাম্মদ নেজামল আলম, তমিজউদ্দীন মিঞা, মিরমোসাহের আলি স্বয়ং অলিপক্ষে এমদাদআলি জীবননেছা, ছবিরন্নেছা স্বয়ং মাতা ও অলিপক্ষে সৈয়দ সৈয়দদ্দীন, উলফন্নেছা, মজিদন্নেছা, ওমেদন্নেছা	২৭৮৭৭	৫২৯।৶৬	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

E. H. RUDDOCK,
Collector.

NOTICE.

Notice is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতি গিরিজামণি দেব্যা।
শ্রীমতি ব্রজসুন্দরি দেব্যা।

(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট. গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়, উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৸০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Muller, M.A. in two Volumes. *Price Rs.* 24; *packing and postage Re.* 1-12.

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

Office of Supdt. Govt. Printing, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌন্টান্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 3rd *June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে।

				টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	বৎসর	১৫	
ডাকমাশুল	...	...	"	২॥०	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...	"	৪	
ডাকমাশুল	...	...	"	১	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য ...		...		।०	
ডাকমাশুল	...	...		/०	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...		...		/०	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল	...	...		/०	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. Bolton,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

Note—*Rates for Advertisements in the* Calcutta Gazette.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10

Casual advertisements — 4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাজালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাজাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

				টাকা ঃ
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	..	২০৲
আধ পৃষ্ঠা ,, ,,		...	...	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি		...	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্পানাসেড ওয়েষ্ট টৌনহালের হাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette*, 3rd June 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন্ মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 414—30-5-84—800

Numb. 2341 [২৩৪১]. [REGISTERED No. 3C.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 10, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১০ জুন।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2018A.

GENERAL.—*The 15th May* 1884.—Baboo Bhugwan Chunder Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to perform the functions of a Collector, under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880, in that district.

The 22nd May 1884.—Baboo Satya Taran Mookerjee, Temporary Sub-Deputy Collector, Hazaribagh, is allowed leave for two months and fifteen days under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 26th May 1884.—Baboo Khudiram Poddar, Temporary Sub-Deputy Collector, Bagirhat, Khoolna, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 27th May 1884.—Mr. A. Boroonh, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Jessore, is appointed to act as Magistrate and Collector of Noakholly, during the absence, on leave of Mr. J. A. Hopkins, or until further orders.

Baboo Jogendro Nath Gupta, Sub-Manager of the Jellamutha and Majnamutha estates, in Midnapore, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th June 1884, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 28th May 1884.—Baboo Ramakhoy Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cutwa, Burdwan, is transferred to Tipperah, and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Radha Madhub Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is appointed to have charge of the Cutwa sub-division of the Burdwan district.

The 31st May 1884.—Baboo Hurrish Chunder Banerjee, Special Deputy Collector under the Public Works Department (Railway Branch) of this Government, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the district of Furreedpore.

Mr. T. E. Coxhead, Officiating Magistrate and Collector, Burdwan, is allowed leave for three months under section 61, chapter V, of the Civil Leave Code with effect from the 29th July next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. F. H. McLaughlin, Officiating District and Sessions Judge of Pubna is allowed leave for one month and fifteen days, under the note to rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Mr. W. H. Page, Officiating District and Sessions Judge of Bhagulpore, is appointed to act as District and Sessions Judge of Pubna, during the absence on leave of Mr. F. H. McLaughlin or until further orders.

The 2nd June 1884.—The services of Baboo Kedar Nath Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, are placed temporarily at the disposal of the Board of Revenue for employment on land registration work in Calcutta.

Baboo Saroda Prosad Sircar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jessore, is appointed to have charge of the Satkhira sub-division of the Khoolna district, during the absence, on deputation, of Baboo Kedar Nath Dutt, or until further orders.

Mr. J. T. Jarbo, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is transferred to Jessore, and is posted to the sudder station of that district.

POLICE.—*The 20th May* 1884.—Mr. C. H. Parish, Officiating Assistant Superintendent of Police, is posted to Dacca, with effect from the date on which he joined that district.

[*Government Gazette, 10th June* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

২০১৮ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।—হাজারীবাগের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে দুই মাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—খুলনার অন্তর্গত বাগেরহাটের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু খুদিরাম পোদ্দার যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—শ্রীযুত কে, এ, হপকিন্স সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, যশোহরের জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, বড়ুয়া নওয়াখালীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত জেলামুঠা ও মাজনামুঠা ইষ্টেটের অধীন কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৪ সালের ১৫ জুন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটওয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বসু বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটওয়া মহকুমায় কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—এই গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের রেলওয়ে শাখার অধীনে নিযুক্ত বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফরীদপুর জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বর্দ্ধমানের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি, ই, কক্সহেড সাহেব আগামী জুলাই মাসের ২৯ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

পাবনার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ, এচ, মাকলথলিন সাহেব অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণের মন্তব্যমতে এক মাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এফ, এচ, মাকলথলিন সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ভাগলপুরের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ দত্ত, কলিকাতায় ভূমি রেজিষ্টরী করণকার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে কিয়ৎকালের নিমিত্তে রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ দত্তের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শারদা প্রসাদ সরকার খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

নদীয়ার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, টি, জার্ব্বো সাহেব যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি, এচ, পারিস সাহেব ঢাকা জিলায় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি ঢাকায় অবস্থাপিত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

The 22nd May 1884.—Mr. H. G. Wilkins, Officiating Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is allowed leave for three months under section 72, chater V of the Civil Leave Code, with effect from the 3rd July next or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 31st May 1884.—The following officers are promoted to act in the first grade of Assistant Superintendents of Police with effect from the dates mentioned opposite their names:—

Mr. J. C. Stack	...	...	...	16th March 1884.
„ A. S. Judge	...	...	...	24th „ „
Baboo Jadub Chunder Deb	...	...	...	27th „ „
Mr. F. H. Tucker	...	...	...	30th „ „
„ A. B. Barnard	...	...	...	18th April „
„ H. C. Clogstoun	...	...	...	25th „ „

ECCLESIASTICAL.—*The 23rd May* 1884.—Dr. Poresh Nath Chatterjee is appointed to be Registrar of Marriages under Act III of 1872 in the district of Patna.

The 29th May 1884.—Baboo Nibaran Chunder Mookerjee is appointed to be Marriage Registrar under Act III of 1872 for the district of Bhagulpore.

EDUCATION.—*The 23rd May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be Members of the District School Committee of Rungpore:—

Baboo Kamykha Charan Mookerjee, Sheristadar, Judge's Court.
„ Ram Chunder Chatterjee, Head-Master Normal School.
„ Annada Presad Sen.

CUSTOMS.—*The 30th May* 1884.—Mr. S. J. Kilby reported his departure from India on furlough on the 7th instant.

OPIUM.—*The 27th May* 1884.—Mr. W. Cracroft, Sub-Deputy Opium Agent, Allahabad, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Mr. H. F Drummond, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Monghyr, Behar Agency, is appointed to act as Sub-Deputy Opium Agent, Fyzabad, in the Benares Agency, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Ridsdale, or until further orders.

MEDICAL.—*The 22nd May* 1884.—Assistant Surgeon Bejoy Gobind Chowdry, in medical charge of the Sub-division of, and of the Charitable Dispensary at Jungypore, is allowed leave for three months under section 72 chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Sasi Bhoosun Mookerjee, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the Charitable Dispensary at, and of the Sub-division of Jungypore, during the absence on leave of Assistant Surgeon Bejoy Gobind Chowdry or until further orders.

The 27th May 1884.—Assistant Surgeon Koonja Behary Nundy, in medical charge of the Ooolooberiah sub-division, Howrah, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Assistant Surgeon Khagendro Nath Sen, a supernumerary at Midnapore, is appointed temporarily to have medical charge of the Oolooberiah sub-division, Howrah, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Koonja Behary Nundy, or until further orders.

The 29th May 1884.—Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee, Senior Demonstrator of Anatomy, Calcutta Medical College, held charge of the office of the Resident Physician, Medical College Hospital, Calcutta, from the 24th March 1884 to the 2nd April 1884, inclusive, *vice* Surgeon L. A. Waddell, on leave.

The 2nd June 1884.—Surgeon F. W. Wright, in medical charge, 33rd Regiment Native Infantry, is appointed to have medical charge of the civil station of Buxa, Julpigoree, in addition to his own duties, *vice* Surgeon E. Cretin.

[*Government Gazette, 10th June* 1884.]

১৮৮৪ সাল ২২ মে।—কলিকাতার পোলীসের একটিং ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুত এচ, জি, উইল্‌কিন্স সাহেব আগামী জুলাই মাসের ৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা আপন২ নামের পার্শ্বলিখিত তারিখ অবধি পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করণার্থে উচ্চ পদ ভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, সি. ষ্টাক সাহেব	...	...	১৮৮৪ সালের ১৬ মার্চ্চ।
,, এ, এস, জজ সাহেব	...	...	,, ,, ২৪ ,,
,, বাবু যাদবচন্দ্র দে	...	...	,, ,, ২৭ ,,
,, এফ, এচ, টকর সাহেব	...	...	,, ,, ৩০ ,,
,, এ, বি, বার্ণার্ড সাহেব	...	...	,, ,, ২৮ আপ্রিল।
,, এস, সি, ক্লগস্টোন সাহেব	...	...	,, ,, ২৫ ,,

ধর্ম্মকার্য্য সম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—ডাক্তর শ্রীযুত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় পাটনা জিলায় ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে বিবাহের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মে।—শ্রীযুত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর জিলায় ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে বিবাহের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রঙ্গপুর জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জজ আদালতের সিরিস্তাদার শ্রীযুত বাবু কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়।
নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন।

কষ্টম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শ্রীযুত এস, জে, ফিলিপ্স সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৭ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—আলাহাবাদের আফীমের সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ক্রাক্রফ্‌ট সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, রীডসডেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বিহার এজেন্টীর অন্তর্গত মুঙ্গেরের আফীমের আসিষ্টান্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত এচ, এফ, ড্রমণ্ড সাহেব বানারস এজেন্টীর অন্তর্গত ফরক্কাবাদের আফীমের সব-ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২২ মে।—জঙ্গিপুর মহকুমার ও দাতব্য ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টান্ট সর্জ্জন শ্রীযুত বিজয়গোবিন্দ চৌধুরীর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জ্জন শ্রীযুত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় জঙ্গিপুর দাতব্য ঔষধালয়ের ও মহকুমার চিকিৎসাকার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—হাবড়ার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া মহকুমার চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টান্ট সর্জ্জন শ্রীযুত কুঞ্জবিহারি নন্দী অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টান্ট সর্জ্জন শ্রীযুত কুঞ্জবিহারি নন্দীর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জ্জন শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ সেন কিয়ৎকালের নিমিত্তে হাবড়ার অন্তর্গত উলুবেরিয়া মহকুমার চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মে।—সর্জ্জন শ্রীযুত এস, এ, ওয়াডেল সাহেব ছুটী লওয়াতে কলিকাতার মেডিকেল কালেজে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার পদজ্যেষ্ঠ উপদেশক আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৪ সালের ২৪ মার্চ্চ অবধি ২ আপ্রিল পর্য্যন্ত কলিকাতার মেডিকাল কালেজ হাঁস্পাতালের রেসিডেন্ট ফিজিশ্যনের কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—সর্জন শ্রীযুত ই, ক্রেটিন সাহেবের পরিবর্ত্তে ৩৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক পল্টনের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত সর্জন শ্রীযুত এফ, ডবলিউ রাইট সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সা সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

Assistant Surgeon Dino Bundhoo Dutt is confirmed in his appointment as Medical officer in charge of the Engineering College, Seebpore.

MUNICIPAL.—*The 25th May* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Lalbagh Municipality in the district of Moorshedabad of Baboo Bungshi Dhur Rai to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Badooria Municipality in the district of the 24-Pergunnahs of Baboo Upendronath Rai Chowdry to be their Vice-Chairman.

***The 28th May* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Arrah Municipality, in the district of Shahabad, of Mr. H. W. C. Carnduff, Assistant Magistrate and Collector, to be their Vice-Chairman.**

ROAD CESS.—*The 30th May* 1884.—Mr. C. A. Leicester is appointed to be a member of the Noakholly District Road Committee, *vice* Moulvie Abdul Huq Khan, resigned.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

***No.* 157.—*The 19th May* 1884.—At an examination held on the 6th May 1884, by the Deputy Commissioner of Cachar, Mr. C. A. Soppitt, Officiating Assistant Superintendent of Police, third grade, successfully passed an examination in the Kacha Nága language, according to the tests laid down in the Rules of the 24th March 1882.**

***No.* 165.—*The 21st May* 1884.—The undermentioned officer has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India permission to return to duty as advised in list dated 18th April 1884 :—**

Name.	Service.	Appointment.	Dated on which permitted to return.
J. Patch ...	Uncovenanted ...	District Superintendent of Police, fourth grade, Assam.	Within the period of his leave.

***No.* 166.—Baboo Nilkánta Sarmá, Inspector of Police, Nowgong, is placed in charge of the Nowgong District Police during the absence on furlough of Mr. L. E Fabre Tonnerre, Assistant Superintendent of Police, until further orders. This order takes effect from the 15th March 1884.**

***No.* 173.—*The 22nd May* 1884.—Mr. E. G. Colvin, C.S., whose services have been placed temporarily at the disposal of the Chief Commissioner, as a Supernumerary Assistant Commissioner of the third grade, is appointed to be Personal Assistant to the Chief Commissioner from the 15th May 1884, on which date he assumed charge of that office.**

***No.* 175.—*The 23rd May* 1884.—Privilege leave of absence for three months, under section 74 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. C. P. Crouch, District Superintendent of Police, Sibságar, from the 20th June 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.**

***No.* 177.—Privilege leave of absence for three months, under section 74 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. A. Porteous, Assistant Commissioner, Karimganj, from the 22nd June 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.**

***No.* 178.—Mr. A. W. Davis, C.S., Assisatnt Commissioner, Nága Hills, is transferred to Cachar, and posted to the head-quarters station.**

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 10*th June* 1884.]

আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু দত্ত শিবপুর ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকস্বরূপ স্বীয় পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ মে।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত লালবাগ মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু বংশীধর রায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাড়ুড়িয়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি-সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত আরা মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, ডবলিউ সি, কার্ণডিক সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হক খাঁ কর্ম্মত্যাগ করাতে শ্রীযুত সি, এ, লিসেস্টর সাহেব নওয়াখালী জিলার পথকমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটহইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৫৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—কাছাড়ের ডেপুটী কমিশনর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৬ মে তারিখে যে পরীক্ষা গ্রহণ করেন তাহাতে পোলীসের তৃতীয় শ্রেণীর একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি, এ, সাপট সাহেব ১৮৮২ সালের ২৫ মার্চ্চের লিখিত বিধির নক্সি অনুসারে কাচা নাগা ভাষায় সফলজনকরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৬৮ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২১ মে।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব নিম্নলিখিত কার্য্যকারককে ১৮৮৪ সালের ১৮ আপ্রিলের নির্দ্দিষ্টপত্রের লিখিত আদেশমত কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিবার আদেশ করিয়াছেন।

নাম।	সর্ব্বিস।	পদ।	প্রত্যাগমন করিবার আদেশের তারিখ।
শ্রীযুত জে, পার্চ্চ সাহেব	অচিহ্নিত...	আসামের পোলীসের চতুর্থ শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট।	ছুটীর কালের মধ্যে।

১৬৬ নম্বর।—পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এল, ই, ফেবরটনর সাহেবের নিয়মিত ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় নৌগাঁয়ের পোলীসের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু নীলকান্ত শর্ম্মা নৌগাঁয়ের ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের অধ্যক্ষতা কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। ১৮৮৪ সালের ১৫ মার্চ্চ অবধি এই আজ্ঞা ফলদ হইবে।

১৭৩ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—শ্রীযুত প্রধান কমিশনর সাহেবের আজ্ঞাধীনে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ৩য় শ্রেণীর অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনরস্বরূপ নিযুক্ত শ্রীযুত ই, জি, কলভিন সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের ১৫ মে তারিখে প্রধান কমিশনর সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টাণ্টের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করাতে উক্ত তারিখ অবধি সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৭৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—শিবসাগরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি, পি, ক্রৌ সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩০ জুন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৪ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৭৭ নম্বর।—করিমগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত এ, পোর্টিঅস সাহেব ১৮৮৪ সালের ২২ জুন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৪ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৭৮ নম্বর।—নাগা পর্ব্বতের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত এ, ডবলিউ, ডেবিস সাহেব সি, এস, কাছাড়ে প্রেরিত হইয়া তাহার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

এচ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—The following report of the result of the half-yearly Departmental Examination of Assistant Magistrates and others, held on the 28th April 1884 and the following days, is published for general information :—

I.—SECOND OR HIGHER STANDARD.

(1) The following officers who had passed partially at previous examinations, have now passed in the remaining subjects mentioned opposite their names :—

(a) Civil Officers.

1. Mr. E. G. Colvin ... ... Hindustani and Accounts.
2. Babu Chunder Bhoosun Chuckerbutty ... Hindustani.
3. „ Annada Prosad Bose ... ... Ditto.
4. „ Mokunda Deb Mookerjee ... ... Ditto.

(2) The following officers have passed partially and are still liable to examination in the remaining subjects mentioned in column 4 opposite their names :—

No.	Name.	Now passed in	Still liable to examination in
1	2	3	4
	Civil Officers.		
1	Babu Sitikant Ghose ...	Bengali	Law, Accounts, and Hindustani, at option, by the higher standard, and Law and Accounts by the Lower Standard.
2	„ Suresh Chunder Dass	Accounts	Law, and Hindustani at option.
3	Mr. W. Tennon ...	Law	Bengali, Accounts and Hindustani.
4	„ P. H. O'Brien ...	Accounts	Law.
5	Babu Poorna Chunder Gupta	Law	Hindustani at option.
6	Mr. D. Sunder* ...	Bengali	Law, and Hindustani at option.
7	„ H. P. Todd-Naylor ...	Hindustani ...	Law.
8	„ A. W. R. Cadell. ...	Hindustani and Accounts	Law and Bengali.
9	„ H. W. C. Carnduff ...	Ditto ...	Ditto.
10	„ H. H. Birch ...	Hindustani ...	Law, Accounts, and Bengali at option.
11	„ W. H. Mackenzie ...	Ditto . .	Bengali at option.
12	„ F. C. Gates ...	Ditto ...	Law.
	Police Officers.		
1	Mr. F. E. Kemp ...	Hindustani ...	Law and Bengali.
2	„ L. St. J. Brodrick ...	Bengali ...	Law and Hindustani.

[*Government Gazette*, 10*th June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—১৮৮৪ সালের আপ্রিল মাসের ২৮ তারিখ ও তৎপরের কএক দিন আসিস্টান্ট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় যান্মাসিক যে পরীক্ষা হয়, তাহার ফলের নিম্নলিখিত রিপোর্ট সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।—

১।—দ্বিতীয় বা উচ্চতর কষ্টি।

(১) নিম্নলিখিত যে কার্য্যকারকেরা পূর্ব্বে২ পরীক্ষায় কোন২ বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হন তাঁহারা তাঁপন২ নামের পার্শ্বলিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে এইক্ষণে উত্তীর্ণ হইলেন।—

(*a*) সিবিল কার্য্যকারক।

১। শ্রীযুত ই, জি কলবিন সাহেব ... হিন্দুস্থানী ভাষায় ও হিসাব বিষয়ে।
২। ,, বাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী ... হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৩। ,, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু ... ঐ ঐ
৪। ,, বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ... ঐ ঐ

(২) নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা কোন২ বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নামের পার্শ্ববর্ত্তি ৪ ঘরের লিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে।—

নম্বর।	নাম।	এইক্ষণে উত্তীর্ণ হইলেন।	পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে।
১	২	৩	৪
		সিবিল কার্য্যকারক।	
১	শ্রীযুত বাবু শিতিকণ্ঠ ঘোষ ...	বঙ্গভাষায় ...	উচ্চতর কষ্টিমতে স্বেচ্ছাক্রমে ব্যবস্থা বিদ্যায়, হিসাব বিষয়ে ও হিন্দুস্থানী ভাষায় এবং নিম্নতর কষ্টিমতে ব্যবস্থা বিদ্যায় ও হিসাব বিষয়ে।
২	,, বাবু সুরেশচন্দ্র দাস ...	হিসাব বিষয়ে ...	ব্যবস্থা বিদ্যায় ও ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৩	,, ডবলিউ টিউনস সাহেব	ব্যবস্থা বিদ্যায় ..	বঙ্গভাষায়, হিসাব বিষয়ে ও হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৪	,, পি, এচ, ও'ব্রাইন সাহেব	হিসাব বিষয়ে ..	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
৫	,, বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত .	ব্যবস্থা বিদ্যায় ..	ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৬	,, ডি, সণ্ডার সাহেব ..	বঙ্গভাষায় ...	ব্যবস্থা বিদ্যায় ও ইচ্ছামতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৭	,, এচ, পি, টডনেলর সাহেব	হিন্দুস্থানী ভাষায় ..	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
৮	,, এ ডবলিউ, আর, কাডেল সাহেব	হিন্দুস্থানী ভাষায় ও হিসাব বিষয়ে	ব্যবস্থা বিদ্যায় ও বঙ্গ ভাষায়।
৯	,, এচ, ডবলিউ, সি, কার্নডফ সাহেব	ঐ ..	ঐ ঐ
১০	,, এচ, এচ, বট সাহেব .	হিন্দুস্থানী ভাষায় .	ব্যবস্থা বিদ্যায়, হিসাব বিষয়ে ও ইচ্ছামতে বঙ্গ ভাষায়।
১১	,, ডবলিউ, এচ, মাকেঞ্জি সাহেব	ঐ ..	ইচ্ছামতে বঙ্গ ভাষায়।
১২	,, এফ, সি, গেটস সাহেব	ঐ ..	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
		পোলীস কার্য্যকারক।	
১	শ্রীযুত এফ, ই, কেম্প সাহেব	হিন্দুস্থানী ভাষায় ...	ব্যবস্থা বিদ্যায় ও বঙ্গ ভাষায়।
২	,, এল, সেণ্ট, জে, ব্রড্রিক সাহেব।	বঙ্গ ভাষায় ...	ব্যবস্থা বিদ্যায় ও হিন্দুস্থানী ভাষায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

II.—FIRST OR LOWER STANDARD.

(1). **The following officers have passed completely :—**

(*a*). *Civil Officers.*

1. Mr. A. T. A. Shaw.
2. „ W. Teunon.
3. „ H. W. C. Carnduff.

(*b*). *Police Officer.*

1. Mr. A. Shuttleworth.

(2). The following officers, who had passed partially at previous examinations, have now passed in the remaining subjects mentioned opposite their names :—

(*a*). *Civil Officer.*

1. Babu Kali Prosonno Chowdry ... Accounts.

(*b*). *Police Officer.*

1. L. St. J. Brodrick ... ... Bengali.

(3). The following officers have passed partially and are still liable to examination in the remaining subjects mentioned in column 4 opposite their names :—

No.	Names.	Now passed in	Still liable to examination in
1	2	3	4
	Civil Officers.		
1	Mr. J. L. Herald ...	Accounts ...	Law and Bengali.
2	„ W. Maude ...	Ditto	Ditto.
3	„ A. Ahmad ...	Ditto	Law by the Lower Standard, and Law, Accounts and Bengali by the Higher Standard.
4	„ A. W. R. Cadell ...	Hindustani and Accounts	Law.
	Police Officers.		
1	Mr. A. R. Anley ...	Law	Bengali.
2	„ H. M. Parish ...	Do.	Ditto.
3	„ E. H. D'Oyly ...	Do.	Hindustani.
4	„ H. W. Boileau ...	Do.	Ditto.

III.—FOREST OFFICERS.

1. Mr. E. E. Wylly has passed in Oorya by the Lower Standard, and Mr. R. L. Heinig in Hindustani by the Higher Standard.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Government of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th May 1884.—Notice is hereby given that, under paragraph 2, section 34 of the Bengal Municipal Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to vest in the Commissioners of the Kendrapara Municipality in the district of Cuttack the charitable dispensary situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 10*th June* 1884.]

২।—প্রথম বা নিম্নতর কক্ষি।

(১) নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

(*a*) সিবিল কার্য্যকারক।

১। শ্রীযুক্ত এ, ডি, এ, শ সাহেব।
২। ,, ডবলিউ, টিউনন সাহেব।
৩। ,, এচ, ডবলিউ, সি, কার্ণডফ সাহেব।

(*b*) পোলীস কার্য্যকারক।

১। শ্রীযুক্ত এ, শটলওয়ার্থ সাহেব।

(২) নিম্নলিখিত যে কার্য্যকারকেরা পূর্ব্ব২ পরীক্ষায় কোন২ বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হন তাঁহারা আপন২ নামের পার্শ্বলিখিত অবশিষ্ট এইক্ষণে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

(*a*) সিবিল কার্য্যকারক।

১। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন চৌধুরী ... হিসাব বিষয়ে।

(*b*) পোলীস কার্য্যকারক।

১। শ্রীযুক্ত এল, সেন্ট, জে, ব্রড্রিক সাহেব ... বঙ্গ ভাষায়।

(৩) নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা কোন২ বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নামের পার্শ্ববর্ত্তি ৪ ঘরের লিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে।

নম্বর।	নাম।	এইক্ষণে উত্তীর্ণ হইলেন।	পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে।
১	২	৩	৪
	সিবিল কার্য্যকারক।		
১	শ্রীযুক্ত জে, এল, হেরলড সাহেব	হিসাব বিষয়ে	ব্যবস্থাবিদ্যায় ও বঙ্গ ভাষায়।
২	,, ডবলিউ, মড সাহেব ...	ঐ	ঐ
৩	,, এ, আহম্মদ ...	ঐ	নিম্নতর কক্ষিমতে ব্যবস্থা-বিদ্যায় এবং উচ্চতর কক্ষি-মতে ব্যবস্থাবিদ্যায়, হিসাব বিষয়ে ও বঙ্গ ভাষায়।
৪	,, এ, ডবলিউ, আর, কাডেল সাহেব	হিন্দুস্থানী ভাষায় ও ব্যবস্থা বিদ্যায়	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
	পোলীস কার্য্যকারক।		
১	শ্রীযুক্ত এ, আর, আমলী সাহেব	ব্যবস্থাবিদ্যায়	বঙ্গ ভাষায়।
২	,, এচ, এম, পারিশ সাহেব	ঐ	ঐ
৩	,, ই, এচ, ডয়লী সাহেব ...	ঐ	হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৪	,, এচ, ডবলিউ, বয়ল্স সাহেব ...	ঐ	ঐ

৩।—বনসংক্রান্ত কার্য্যকারক।

১। শ্রীযুক্ত ই, ই, ওয়াইলী সাহেব নিম্নতর কক্ষিমতে উড়িয়া ভাষায় এবং শ্রীযুক্ত আর, এল, হেলিং সাহেব উচ্চতর কক্ষিমতে হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কটক জিলার অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়া মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে দাতব্য ঔষধালয় আছে তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

Part I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

Part II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

Part III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

Part IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette*, 10*th June* 1884.]

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্য্যকারকের ও যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যকারক নহেন ঐরূপে নিযুক্ত এমত তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করা যাইবে।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যেং ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিসে মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্ধের দিন হইলে তৎপশ্চাৎ যে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে। কিন্তু সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের ভাব নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। সমসংখ্যক ব্যক্তিদের মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। সভাপতি একখানা বহী রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা সুদ্ধ আগামি রাজস্বসম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসরং তাহার সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায়।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যাবশ্যক স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫৲ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য্য করা গিয়াছে তাহাও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বর্ত্ত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। ঐ রিপোর্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া বিষ্ঠা বা দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night-soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re. 1.

15. If any person shall bury, or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any perons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

PART V.

Miscellaneous.

19. At each monthly meeting of the Committtte one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calender month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section **14.**

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

[*Government Gazette, 10th June* 1884.]

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র

৩১ ধারামতে পরিদর্শনের রেজিস্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	ম্যাজিষ্ট্রেট বা স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এ. সিঃ সেক্রেটরী।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামড়ী মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশানরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপল কমিশানরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটীর নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশানরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

২। টাক্স আদায়কারি কোন কর্ম্মচারী কোন দাতব্যের পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসীদ দিবেন।

৩। কমিশানরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ম্মে শৈথিল্য করিলে তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

৪। কোন স্বামির কি দখীলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দ্দমায়, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্ত্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অনবরত মরা জল দাঁড়ায় এমত কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য যাইতে কি পড়িতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দ্দমার ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নর্দ্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিজকুণ্ডের দ্রব্য কোন নদীতে, পুষ্করিণীতে, খালে, কি জলস্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুর্গন্ধজনক দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপল কমিশানরেরা সময়ে২ আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে কার্য্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষমতে রক্ষিত ও নির্ণীত হয় নাই কোন ব্যক্তি এমত কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪॥ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুঁতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩॥ ফুট মাটি চাপা দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮। দাহ করিবার জন্যে যাঁহারা শব আনয়ন করেন তাঁহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন সুদ্ধ সমুদয় দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করাইবেন। কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন যাঁহারা শব ও আচ্ছাদন ভস্মসাৎ করিবার খরচ দিতে অপারক তন মুনিসিপল কমিশানরেরা শবাদি প্রোথিত করিবার জন্যে বিশেষমতে যে স্থান রাখিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুঁতিতে দিবেন বা (কমিশানরেরা সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) পোতাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

F. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[illegible]

NOTIFICATION

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Raneegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[*Government Gazette*, 10*th June*, 1884.]

১৪। কমিটী নগরের নানা অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রেজিষ্টর খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে বা যেং মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহারা তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে ধাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নম্বর ও নগরের যে ভাগে সে নিযুক্ত, তাহাও আইনের ২৪ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট যে স্থানে ময়লা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা আবশ্যক বোধ হয় তাহা রং দিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পল্লীর যে অংশের নিমিত্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে শৈথিল্য করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিম্বা দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য পোঁতে বা পুঁতিতে দেয় কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যে সময় নিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাটীর মধ্যে রাখে, তাহা হইলে তাহার ২০৲ বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন দ্রব্য পুঁতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে শৈথিল্য করিলে নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা লইয়া কার্য্য করিলে বা করাইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন দখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গরুরগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই ভূমি বা বাটী স্বাস্থ্যরক্ষককে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাঁহাদের প্রেরিত কোন কর্ম্মচারীকে দেখিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন. ও তাঁহার বাড়ীতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাঁহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে;

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যে স্থান নিনয় করিয়াছেন তদ্ভিন্ন নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পত্রিকাসহ তৎপর মাসে আইনের কার্য্য কিরূপে চলে ইহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্য্য পতি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পর্য্যবেক্ষণকারী কর্ত্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারায় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বিবরণের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট এক কেতা ছাপা নোটিস ক্রয় করিবেন। সেই নোটিস A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা হইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘরের দৈর্ঘ্য ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী থাকিতে পারে এই২ কথা তক্তায় উর্দ্দুতে ও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া ঐ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কতক খানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন। সেই সকল টিকিটে এক২ ক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। যতজন যাত্রী আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে ঐরূপ এক২ খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কার্য্যার্থে আপ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী   নম্বর।

মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ)   ক, খ।

এত জন যাত্রিদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট : ১৮৮৬। ১০ জুন।]

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Second Publication.]

NOTIFICATION.

The 13*th May* 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 314, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

BYE-LAWS.

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes: Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette,* 10*th June* 1884.]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনীত কোন বস্ত্র বা আচ্ছাদন দ্রব্য কবর স্থানে বা দাহ করিবার স্থানে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রোথিত করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কোন কবর স্থান হইতে কিম্বা শবদাহ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে কিয়ৎকাল বিশ্রামার্থ ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাজ পথে বা তন্নিকটে তাহা নামাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গাঁথনীর ছাদের জল পড়িয়া যাহাতে কোন সরকারী পথের বা নর্দ্দমার হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জল যাইবার বা নির্গত হইবার এমত নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৲ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নর্দ্দমার হানিজনকভাবে কোন ঘরের ছাদের জল পড়িবার এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশনরেরা ঐ ঘরের স্বামির উপর লিখিত নোটিস দিয়া তাঁহাদের আদেশমতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ঐ নোটিস অনুযায়ি কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম্ম করা না যায় তাহার দিন প্রতি তাঁহার ১৲ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুষ্করিণী, নর্দ্দমা, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশনরদের অনুমতি বিনা তাহা বৃদ্ধি বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নর্দ্দমা হইতে ঘাসের চাপড়া কি ঘাস কাটিবেন না বা মাটী বা ঘাস উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৭। মুনিসিপল কমিশনরদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশনরেরা যেরূপ আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তায় কি রাস্তার নিকট অগ্নির বেলুন কি আতসবাজি কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৮। গাড়ওয়ান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গরুরগাড়ী বাঁশ বোঝাই করিয়া মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—শ্রীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ২ আইনদ্বারা ও ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ রাণীগঞ্জ নগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সকল করণকার্য্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কার্য্যকারককে ও যাঁহারা রাজকীয় কর্ম্মকারক নহেন এমত চারিজনকে লইয়া কমিটী নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[*Government Gazette,* 10*th June* 1884.]

২। রাজকীয় কোন বৎসরে যেই ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব্ব বৎসরের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। আইনের বিধান সকল করণকার্য্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহারা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ও হিসাব দেখিবার জন্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্দের দিন হইলে, তৎপশ্চাৎ যে দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতেও পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্ব্ব ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তন্মধ্যে অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন এক বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই এক সেই২ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। স্থানীয় পরগণাকে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব কমিটীর সেক্রেটরী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটরী একখানা বহী রাখিয়া তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর২ তাহার সমালোচনপত্র কমিশনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক ব্যয়ের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শত করা ২৭ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কির কার্য্য করা গিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বর্ত্ত রহিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাগানবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এই আইনের এককেতা ও আইনের ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট এককেতা ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই উপবিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

Appendix A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .
Proprietor (or Manager) A. B.
Licensed to accommodate ——— Lodgers.

Signature.

Appendix B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and names of lodgers present.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Officer.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Second Publication.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nassirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nassirabad Municipality

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the racecourse shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony cattle pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. [illegible].

[*Government Gazette*, 10*th June* 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়াও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই২ কথা তক্তায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেই২ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাইবার পর লংঘন হইলে প্রতিদিন ২৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ী বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। ঐ বাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে ঐরূপ এক২ খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আপ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর

মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ) ক, খ।

এত জন যাত্রিদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিষ্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	মাজিষ্ট্রেট বা স্বাস্থ্য রক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বসিরাবাদ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের ৩১২ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বসিরাবাদ মুনিসিপালিটীর অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশনরেরা যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তদ্ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশনরদের স্বত্বস্থ করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নর্দ্দমার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের যে নর্দ্দমা সরকারী নর্দ্দমা পর্য্যন্ত যায় তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাইখানা বা মূত্রত্যাগের স্থান গাঁথিবেন বা গাঁথাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গলিজ দ্রব্য বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি "ঘোড় দৌড়ের পথে" গবাদি বাঁধিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা হাঁটিয়া যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আল্‌গা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য জন্তু সরকারী কোন বড় রাস্তায় বাঁধিয়া দিবেন বা চরিতে দিবেন না, বা বাঁধাইবেন না, কিম্বা আল্‌গা যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named within which all unmarked wood and timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act, and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

1. Fenny.	9. Sungoo.
2. Dhroong.	10. Doloo.
3. Haldah.	11. Hangar.
4. Kalapania.	12. Tak, or Tonkawati.
5. Sartah.	13. Matamori, or Mamori.
6. Ishamatti.	14. Eadgong
7. Karnafulli.	15. Bagkhali
8. Sylock.	16. Rezoo.

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

1. *Drift timber may be salved by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated
1884, may be salved by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The salver shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী কোন পথ দিয়া সম্মুখে জন্য ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আসিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে আপন বাম দিক দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উত্থিত করা না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত ই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চাল্লিখিত জিলার অন্তর্গত যেং স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাষ্ঠের ও বাহাদুরী কাষ্ঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইবে, সেইং স্থান নিম্নলিখিতমত হইবে।

চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎপোষক নদী ব্রিটিষ অধিকারের মধ্য দিয়া যত দূর পর্য্যন্ত যায় তত দূর।—

১। ফেণী।
২। ধুরুং।
৩। হলদা।
৪। কালাপানিয়া।
৫। সার্ত্তা।
৬। ইচ্ছামতী।
৭। কর্ণফুলী।
৮। মৈলোক।
৯। সঙ্গু।
১০। দলু।
১১। হুসার।
১২। ডাকু বা তোঙ্গাবতী।
১৩। মাতামুড়ি বা মামেরি।
১৪। ইদগোজ।
১৫। বাঘখালী।
১৬। রেজু।

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাহাদুরী কাষ্ঠখণ্ড উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধানহইতে মুক্ত হইবে।

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশের ভাসিয়া যাওয়া বাহাদুরী কাষ্ঠ

বিষয়ক বিধি।

১। ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ কোন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার যেং স্থানে ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮৪ সালের মাসের তারিখের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে, সেইং স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং যাড় কি একত্র করিয়া বাঁধা সকল বাঁশ ভাসিয়া গেলে বা কূলে লাগিলে বা চড়ায় বাধিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন।

২। বাহাদুরী কাষ্ঠ ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডায় লইয়া যাইবার কথা।—উপযুক্তমতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ রাখিবার কোন আড্ডার কিম্বা ১৮৮২ সালের ১৭ অক্টোবরের নদী বিষয়ক বিধিমতে বনের যে কোন রাজস্ব ষ্টেশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত বনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রক্ষক ঐ বাহাদুরী কাষ্ঠ ও বাঁশ দিবেন। এই

Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884 :—

Name of river.	No.	Name and locality of depôt.
Fenny ...	1	Fenny revenue station at the Amlighat.
Dhroong ...	2	Dhroong ditto.
	3	Fatakcherry ditto.
Haldah ...	4	Haldah ditto.
Kalapania ...	5	Kalapania ditto.
Sartah ...	6	Sartah ditto.
Ishamatti ...	7	Ishamatti ditto.
	8	Rajashat ditto.
	9	Sialbukka ditto.
Karnafulli ...	10	Karnafulli ditto at Chandraghona thana.
	11	Ishamatti Mukh drift depôt (at the junction of the Karnafulli and Ishamatti).
	12	Kainchighat drift depôt (on the Kadalpur road).
	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt).
Sylock ...	14	Sylock revenue station.
Sungoo ...	15	Sungoo ditto.
	16	Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road).
	17	Doloo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doloo rivers).
Doloo ...	18	Doloo revenue station.
Hangar ...	19	Hangar ditto.
Tak, or Tonkawati ...	20	Tonkawati ditto.
Matamori or Mamori ...	21	Matamori ditto (at Manikpur village).
	22	Chakaria drift depôt (at Chakaria thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong ...	24	Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village).
Bagkhali ...	25	Bagkhali ditto (at Ramoo thana).
Rezoo ...	26	Rezoo ditto.

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salved timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salved timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salved under these rules, which may become vested in Gov-

[*Government Gazette*, 10*th June* 1884.]

বিধিমতে উক্ত সকল রাজস্ব ষ্টেশন ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার এই২ আড্ডা হইবে,—

নদীর নাম।	নম্বর।	আড্ডার নাম ও তাহা যে স্থানে আছে।
ফেণী ...	১	আমলিঘাটে ফেণী রাজস্ব ষ্টেশন।
ফ্রঙ্গ ...	২	ফ্রঙ্গ ঐ
	৩	ফটকছেরি ঐ
হলদা ...	৪	হলদা ঐ
কালাপানিয়া ...	৫	কালাপানিয়া ঐ
সাঙ্গো ...	৬	সাঙ্গো ঐ
ইচ্ছামতী ...	৭	ইচ্ছামতী রাজস্ব ষ্টেশন।
	৮	রাঙ্গামাটি ঐ
	৯	শিয়ালবক্কা ঐ
কর্ণফুলী ...	১০	চন্দ্রঘোনা থানায় কর্ণফুলী রাজস্ব ষ্টেশন।
	১১	(কর্ণফুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১২	(কোদালপুর পথে) টেকিঘাটে ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১৩	(চট্টগ্রামস্থ বাহাদুরী কাষ্ঠের আড্ডায়) চট্টগ্রামে ভাসমান কাষ্ঠাদি রাখিবার আড্ডা।
সৈলোক ...	১৪	সৈলোক রাজস্ব ষ্টেশন।
সঙ্খু ...	১৫	সঙ্খু ঐ
	১৬	(আরাকান পথ পার হইবার স্থানে) দোহাজারী ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১৭	(সঙ্খু ও মলু নদীর সংযোগ স্থানে) মলুমুখ ঐ
মলু ...	১৮	মলু রাজস্ব ষ্টেশন।
হজার ...	১৯	হজার ঐ
ডাকু বা ভোক্কাবতী ...	২০	ভোক্কাবতী ঐ
মাতামুড়ি বা মামোরি ...	২১	(মানিকপুর গ্রামে) মাতামুড়ি রাজস্ব ষ্টেশন।
	২২	(চকারিয়া থানায়) চকরিয়া ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	২৩	(মাতামুড়ি ও বরবকের সংযোগ স্থানে) বরবক ঐ
ইদগোজ ...	২৪	(তোহোরিয়াঘোনা গ্রামে) ইদগোজ রাজস্ব ষ্টেশন।
বাগখালী ...	২৫	(রামু থানায়) বাগখালী ঐ
রেজু ...	২৬	রেজু রাজস্ব ষ্টেশন।

৩। রক্ষার্থ ফীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তমতে বাহাদুরী কাষ্ঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠের আড্ডায় লইয়া গিয়াছেন, তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে কিম্বা ইহার পর তদ্রূপে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাহাদুরী কাষ্ঠের ও বাঁশের মূল্য ধরিয়া শতকরা ৫০৲ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

৪। ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ দাওয়াদারের সম্পত্তি দেখান গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪৭ ধারামতে কোন দাওয়াদারকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করা গেলে, সেই দাওয়াদার রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা সুদ্ধ ডিভিজনের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অন্যান্য খরচ উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাহাদুরী কাষ্ঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাহাদুরী কাষ্ঠ গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্তে তাহা নীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিমতে ভাসমান যে সকল বাহাদুরী কাষ্ঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

ernment under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salved under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2019A.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor vests Baboo Bogola Prosonno Mozoomdar, Deputy Magistrate, Silligori, with powers under section 32 of Act X of 1882.

The 22nd May 1884.—Baboo Shama Charan Lahori is appointed to be an Honorary Magistrate for the Serampore General Bench, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 26th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Okhoy Chunder Sirkar of his appointment as Honorary Magistrate of the Hooghly Municipal Bench.

The 27th May 1884.—Mr. E. F. Growse, Assistant Magistrate and Collector, Serajgunge, Pubna, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

Mr. Growse is appointed under the provisions of section 22 Act X of 1882, to act as a Justice of the Peace within the territories under the Lieutenant-Governor's control.

The 2nd June 1884.—Mr. W. F. C. Montriou, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

Baboo Jagat Durlabh Mozoomdar, Judge of the Small Cause Court and Subordinate Judge, Furreedpore, is allowed leave for six months, under section 128, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avail[s himsel]f of it.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 26th May* 1884.—Baboo Revati Churn Banerjee, Sudder Munsif of Dacca, is allowed leave for 10 days under rule 1, section 73, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th June 1884, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

The 28th May 1884.—Baboo Gopee Nath Mattey, Munsif of Kudba, in the district of Purneah, is allowed furlough for 2 months under section 132, Chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the furlough for 4 months granted him on the 24th January 1884.

The 31st May 1884.—Baboo Gobind Chundra Bysack, Munsif of Mymensingh, is allowed leave for 10 days under rule 1, section 73, Chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted him on the 22nd March 1884.

The 2nd June 1884.—Moulvie Mohabut Ali, 1st Munsif of Chandpore, in the district of Tipperah, is allowed furlough for 8 months under section 132, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 8th July 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 10*th June*, 1884.]

ধারানুসারে গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ষে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ার নিষ্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাহাদুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিষ্টরী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিমতে রক্ষা করা ভাসমান বাহাদুরী কাঠের উপর দাওয়া স্থাপনার্থ সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি এ উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

২০১৭ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব শিলিগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদারকে ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩২ ধারামতে ক্ষমতা দিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।—শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ লাহিড়ী শ্রীরামপুর জেনরল বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার হুগলীর মুনিসিপাল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, এফ, গ্রোস সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত গ্রোস সাহেব শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের মধ্যে ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার বিধানমতে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এফ, সি, মল্লিয়ু সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ফরিদপুরের ছোট আদালতের জজ ও সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুক্ত বাবু জগদানন্দ মজুমদার যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—ঢাকার সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু রেবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৪ সালের ২০ জুন অবধি অথবা তাহার পর যে, তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—পুরনিয়া জিলার, অন্তর্গত কদবার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ সাহে ১৮৮৪ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে যে চারি মাসের নিয়মিত যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩২ ধারামতে দুই মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—ময়মনসিংহের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক ১৮৮৪ সালের ২২ মার্চ্চ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুরের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ আলি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ৮ জুলাই অবধি আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

NOTIFICATION.

The 19*th May* 1884.—It is hereby notified, under the provisions of section 15, Act V of 1861, that whereas the villages of Ghagra, Chak Nazoo, Pan Ghagra and Chur Khai, within the jurisdiction of the Kutwali police station, in the district of Mymensingh, being still in a disturbed and dangerous state owing to the existence of disputes regarding the measurement of lands and collection of rents, the Lieutenant-Governor has sanctioned the retention for a futher period of six months, commencing from 17th May 1884, of a special police force of one head-constable and eight constables, to be quartered in the above-mentioned villages.

The cost of the force, as noted below, will be assessed on, and levied from, the proprietors and the inhabitants of the above-named villages by the Magistrate of the district in proportion to their respective means :—

	Rs.	A.	P.
One head-constable, third grade, at Rs. 15 per month ...	15	0	0
Four constables, ditto, at „ 7 each per month...	28	0	0
Ditto, fourth grade, at „ 6 ditto ...	24	0	0
Pensionary charges, at 2 annas per rupee	8	6	0
Contingent charges, at Rs. 10 per cent.	7	9	0
Stationery	1	0	0
Oil for lighting	1	0	0
House rent, at Rs. 10 per cent. per month	10	0	0
Total monthly cost ...	94	15	0
Total ...	569	10	0
Cost for clothing, at Rs. 4 per man per annum for six months	18	0	0
Total cost for six months ...	587	10	0

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26*th May* 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to the Municipalities of Goberdangah and Baduria in the district of the 24-Pergunnahs.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31*st May* 1884.—Under the power vested in him by section 1 of Act XII of 1880 (an Act for the appointment of persons to the office of Kazi), the Lieutenant-Governor authorizes the extension of the provisions of that Act to the districts of Jessore, Nuddea, Rajshahye, Dinagepore, Rungpore, Pubna, Bogra, Dacca, Fureedpore, Backergunge, Mymensing, Chittagong, Noakhally and Tipperah.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 29*th May* 1884.

No. 221.—*Notification.*—The services of the undermentioned Assistant Engineers of the second grade are temporarily placed at the disposal of the Railway Branch :—

Mr. G. Mills. | Baboo Prosono Coomar Duncary.

[*Government Gazette,* 10*th June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—১৮৬১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারায় বিধানমতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কোতওয়ালী পোলীস থানার সামিল যাত্রাপুর, চকমাজু পানমাখরা ও চরখাই গ্রামের জমির মাপ ও খাজানা আদায় লইয়া অদ্যাপি বিবাদ থাকায় গোলযোগ ও আশঙ্কাবশতঃ শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এক জন হেড কনষ্টাবল ও আট জন কনষ্টাবলের এক বিশেষ পোলীস দল ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৭ তারিখ অবধি আর ছয় মাস উক্ত সকল গ্রামে রাখিবার অনুমতি করিলেন।

উক্ত দলের খরচ নিম্নলিখিতমতে উক্ত সকল গ্রামের মালিক ও বাসেন্দাদের স্ব২ অবস্থানুসারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্তৃক তারতম্যমতে ধার্য্য হইয়া আদায় করা যাইবে।

		টাকা।
মাসে ১২৲ টাকা করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর এক জন হেড কনষ্টাবল	...	১২৲
প্রত্যেক মাসে ৭৲ টাকা করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর চারি জন কনষ্টাবল	...	২৮৲
,, ৬৲ ,, চতুর্থ ,, ,,	...	২৪৲
পেনশ্যনের উপলক্ষে টাকায় ৵০ আনার হিসাবে	...	৮৵০
শতকরা ১০৲ টাকার হিসাবে নৈমিত্তিক খরচ	...	৭।৵০
কাগজ কলমাদি	...	১৲
আলো জ্বালিবার তৈল	...	১৲
মাসিক শতকরা ১০৲ টাকার হিসাবে ঘর ভাড়া	...	১০৲
মোট মাসিক খরচ	...	৯১[illegible]
মোট	...	৫৪[illegible]
এক২ জনের বৎসর ৪৲ টাকার হিসাবে ছয় মাসের কাপড়ের খরচ	...	[illegible]
ছয় মাসের মোট খরচ	...	৫৮৭।৵০

এফ. বি. পীকক।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা ও বাদুড়িয়া মুনিসিপালিটীতে ১৮৭৬ সালের ৫ আইনের ৩৫ ধারার বিধান প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

এফ. বি. পীকক.
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি কাজির পদে লোক নিয়োগ করণার্থে ১৮৮০ সালের ১২ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি, উক্ত আইনের বিধান নদীয়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, ফরীদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম, নওয়াখালী ও ত্রিপুরা জিলায় প্রচলিত হইবার আদেশ করিলেন।

এফ, বি. পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

পবলিক্ ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ২৯ মে।

২২১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রেরা কিয়ৎকালের নিমিত্তে রেলওয়ে শাখার আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত জি, মিলস সাহেব। | শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার দলিয়ারী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

Irrigation.

The 2nd June 1884.

No. 222.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of a dividing embankment in connection with the reclamation of the Bullee Bheel, it is hereby declared that a strip of land about 600 feet long and varying from 32 to 104 feet wide, measuring, more or less, 3 bigahs 10 cottahs 5 chittacks, is required on the north of the road from Satkhera to Boikaree, which crosses the low ground connecting the Gazalmaree and Datbhanga bheels. It is bounded on the north by the village Kooshkalee; on the east by the village Kathunda; on the south by Khalinnuggur; and on the west by the village Boikaree in thana Satkhera, sub-division Satkhera, district Khoolna.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

Local Communications.

The 2nd June 1884.

No. 223.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Dacca Road Cess Committee for a public purpose, viz., for the construction of a diversion in the village of Pagla, on the fifth mile of the Naraingunge road from Dacca, pergunnah Jahangirnugger, zillah Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 14 beegahs 6 cottahs of standard measurement, bounded on the north by the houses of Ram Krishna Majhi, Bhagavan, Setva basa, Koraly and Purosa's garden and the arable land of Akmal Khashaheb and the Government brickfield, and the house of Dinahin Teor, on the south by Panna Gazi's garden and the houses of Deno Nath, Bon Behari Ram Das, Iswari Baoa and Govinda, and arable land of Akmal Khashaheb, on the east by the Paglapool bridge, and on the west by the Naraingunge road, from Dacca, is required within the aforesaid village of Pagla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

Irrigation.

The 2nd June 1884.

No. 224.—*Notification.*—Whereas the Lieutenant-Governor of Bengal, by an order No. 410, dated the 4th December 1883 which was published at page 1232, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 5th idem, directed under section 63 of Act II (B.C.), of 1882, that an estimate should be made of the expenses to be incurred in respect of the repairs, maintenance and works connected therewith of the sixty-five miles of the Gunduck tuccavi embankment in the district of Chumparun, during a period of twenty years, commencing from the 1st of April 1883, and whereas the amount of such estimate with a general notice calling on all persons interested to prefer to the Collector of Chumparun any objections they might think proper against such amount being fixed as the total sum, has, as required by section 63 of the aforesaid Act, been published as notification No. 453, dated the 11th December 1883, in the *Calcutta Gazette* of the dates noted in the margin, and the Commissioner of Patna has reported that no objections have been preferred thereto, His Honour is pleased to fix the estimated amount of Rs. 2,60,000 as the sum payable during the period of twenty years, commencing from the 1st of April 1883. The Lieutenant-Governor is also pleased to order, as provided in section 64 of the aforesaid Act, that the expenditure of Rs. 23,116-13-3 actually incurred during the three years 1880-81, 1881-82, and 1882-83, shall be added to the estimated amount of Rs. 2,60,000, the total sum payable by the zemindars of the estates benefited by such repairs, maintenance and works during the period of twenty-three years, commencing from the 1st of April 1880, being Rs. 2,83,116-13-3.

12th, 19th, and 26th December 1883.
2nd, 9th, 16th, 23rd, and 30th January 1884.
6th, 13th, 20th and 27th February 1884.
5th and 12th March 1884.

G. F. E. S. Neill, *Major*, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 10th June 1884.]

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।

২৪২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বল্লীবিলের সংস্কার করণ সংক্রান্ত বিভাগকারী বাঁধ প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে সাতক্ষীরা অবধি টেকারী পর্য্যন্ত যে পথ গজালমারী ও দাঁতভাঙ্গা বিল সংযোগকারী নিম্নভূমি পার হয় তাহার উত্তরদিকে প্রায় ৬০ ফুট দীর্ঘ ও ৭২ অবধি ১০৪ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৩৷৷০৷/ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার সাতক্ষীরা থানার সামিল কুশখালীগ্রাম, পূর্ব্ব সীমা কাথুণ্ডাগ্রাম, দক্ষিণসীমা খালিসগর, এবং পশ্চিম সীমা টেকারীগ্রাম।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

স্থানীয় দস্তুরাদি বিষয়ক

১৮৮৪ সাল ২ জুন।

২২৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত জাহাঙ্গির নগর পরগনার ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ পথের পঞ্চম মাইলে পাগলা গ্রামে পথ ফিরাইবার জন্য ঢাকার পথকর কমিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত পাগলা গ্রামে কড়িমতে ন্যূনাধিক ১৪।৷ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামকৃষ্ণ মাঝি, ভগবান, সখাবাসী পরালীর বাটী ও পরমাৎ বাগান ও একমাল খাঁ সাহেবের কর্ষিত জমি ও গবর্ণমেণ্টের ফটাখোলা এবং দীনহীন তেওয়ারের বাটী, দক্ষিণ সীমা পূর্ণরামের বাগান ও দীননাথ, নবেহারী রামদাস, ঈশ্বরী বেওয়া ও গোবিন্দের বাড়ী ও একমাল খাঁ সাহেবের কর্ষিত জমি, পূর্ব্ব সীমা পাগলাপুল এবং পশ্চিম সীমা ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ পথ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জলসেচন সম্পর্কীয়।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।

২২৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮৩ সালের ৫ ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১২৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৩ সালের ৪ ডিসেম্বরে ৪৫০ নং আজ্ঞাক্রমে চাম্পারণ জিলার অন্তর্গত গণ্ডক তোরানী বাঁধের ৬৫ মাইল মেরামৎ, রক্ষা ও তৎসংক্রান্ত কার্য্য সম্বন্ধে ১৮৮৩ সালের ১ আপ্রিল অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বৎসরে কত টাকা ব্যয় হওয়া সম্ভব তাহার এক অনুমানপত্র ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬৩ ধারামতে প্রস্তুত করিবার আদেশ করেন, এবং উক্ত ব্যয়ের অনুমানপত্রের লিখিত টাকার কথা এক সাধারণ নোটিশ দ্বারা স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দিয়া উক্ত মোট টাকা দায় করণের বিপক্ষে তাঁহারা কোন আপত্তি করা উচিত বোধ করিলে তাহা করিতে পারেন বলিয়া এতৎপার্শ্ব লিখিত কএক তারিখের কলিকাতা গেজেটে উক্ত আইনের ৬৩ ধারার আদেশমতে ১৮৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বরের ৪৬৩ নং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেলেও, তৎ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করা যায় নাই বলিয়া পাটনার কমিশনর সাহেব রিপোর্ট করাতে মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আনুমানিক ব্যয় ঐ ২,৬০,০০০, টাকা ১৮৮৩ সালের ১ আপ্রিল অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বিশ বৎসরে দিতে হইবে এই স্থির করিলেন। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আইনের ৬৪ ধারার বিধানমতে এই আজ্ঞা করিলেন যে, ১৮৮০-৮১, ১৮৮১-৮২, ও ১৮৮২-৮৩ এই তিন বৎসরের প্রকৃত খরচ করা ২৩,১১৮৶৩ পাই টাকা আনুমানিক ব্যয় ঐ ২,৬০,০০০, টাকার সঙ্গে যোগ করা যায়, উক্ত মেরামৎ, রক্ষা ও কার্য্যদ্বারা যেং মহালের উপকার হইয়াছে সেইং মহালের জমীদারদের, ১৮৮০ সালের ১ আপ্রিল অবধি আরম্ভ করিয়া তেইশ বৎসরে মোট ২,৮৩,১১৮৶৩ পাই টাকা দিতে হইবে।

১৮৮৩ সালের ১২, ১৯ ও ২৬ ডিসেম্বর।
১৮৮৪ সালের ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ জানুয়ারি।
১৮৮৪ সালের ৬, ১৩, ২০ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি।
১৮৮৪ সালের ৫ ও ১২ মার্চ।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ১০ জুন।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ব বিষয়ক সরকুল্যর।

১৮৮৪ সাল, মার্চ্চ মাস।

মাননীয় শ্রীযুক্ত এচ. এল. ডাম্পিয়র সাহেব, সি, আই, ই।

১ নম্বর।

জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে "পথকরের আদায়ের হিসাব" নামক ৫৩ নং (নূতন ৩৪ নং) ইংরেজী পাঠে "আদায় (Collections)" এই প্রধান শীর্ষকের নিম্নে দুইটী ঘর বাড়াইয়া দিয়া ঐ পাঠ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। এই দুইটি ঘরের মধ্যে একটির শিরোভাগে "চালানের নম্বর" (Number of Challan) এই কথা ও আর একটির শিরোভাগে "সুদ" (Interest) এই কথা লিখিত থাকিবে। এখন অবধি এই পরিবর্ত্তিত পাঠ ব্যবহার করিতে হইবে।

২। এতদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত এই পাঠের অনেক কাগজ মৌজুদ থাকাতে আপাততঃ তাহা সংশোধিত করিয়া প্রচার করা যাইবে না, কিন্তু ঐ পাঠ ব্যবহার কালে যেহ কথা সংযোগ করা আবশ্যক তাহা হাতে লিখিয়া করা গিয়াছে. কালেক্টর সাহেবদের প্রতি ইহা দেখিয়া দিবার আদেশ হইল।

২ নম্বর।

ভূমি রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ১৪ ধারার উল্লিখিত "হস্তান্তর কার্য্য" শব্দের অর্থ "এক নামের পরিবর্ত্তে অন্য নাম লিখন" এবং ইহাতে উত্তরাধিকার স্থলে হস্তান্তর ও জীবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সম্পত্তির হস্তান্তর কার্য্যও বুঝাইবে, শ্রীযুক্ত আডবোকেট জেনরল সাহেবের প্রদত্ত এই মত

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রহীত হওয়াতে, বোর্ডের ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাসের ৭ নম্বর সরকুলের অর্ডর এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ৫ অধ্যায়ের ৮ পরিচ্ছেদের ১ক ধারা উঠাইয়া দিতে হইবে।

৩ নম্বর।

গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে নিদ্দিষ্ট নিম্নলিখিত বিধি বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ২ অধ্যায়ের ২ পরিচ্ছেদের ৩য় ধারায় সংযোগ করিতে হইবে।

"কিন্তু কোন কর্ম্মকারকের যতই বেতন হউক না কেন যদি তিনি সরকারী টাকা রক্ষা কি গ্রহণ করিবার ভারপ্রাপ্ত না হন, তবে প্রত্যেক আফিসের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ নিজ বিবেচনামতে তাঁহাকে এই বিধি হইতে মুক্তিদান করিতে পারিবেন; এবং যে কর্ম্মকারক সরকারী টাকা রক্ষা কি গ্রহণ করিবার ভারপ্রাপ্ত থাকেন, তাঁহার মাসিক বেতন ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে তাঁহাকেও আফিসের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনামতে এই বিধি হইতে মুক্তিদান করা যাইতে পারিবে। প্রত্যেক স্থলেই গবর্ণমেণ্টের স্পষ্ট আদেশ বিনা অন্য কোন কর্ম্মকারককেই এই বিধি হইতে মুক্ত করা যাইবে না।"

৪ নম্বর।

বন্দোবস্ত কার্য্য ও খাজানা ধার্য্য করণ সংক্রান্ত নানা বিষয়ক নিম্নলিখিত মন্তব্য ও চিঠিপত্রাদি হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কথা রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের বিবেচনা ও উপদেশার্থ প্রচার করা যাইতেছে।—

১। পাটনার কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি বোর্ডের ১৮৮৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ১১৯ A নম্বর পত্র হইতে উদ্ধৃত কথা।

"১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের ৭ নম্বর সরকুলর অর্ডরে নূতন বন্দোবস্তের সময়ে রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিবার যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও তাহাতে যে ক্রমিক বৃদ্ধির বিধান আছে, তাহা ঐ সরকুলর অর্ডর প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল খাজানা ধার্য্যকরণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহার প্রতি বর্ত্তাইবার অভিপ্রায় আছে কি না প্রথমেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এই বিষয়ে এবং যে প্রণালীতে খাজানা ধার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বোর্ডের একটি বিধির বিষয়ে আপনি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে খাজানা ধার্য্য করণ বিষয়টি লইয়া গত তিন কি চারি বৎসর অবধি মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং এক্ষণেও ঘটিতেছে। যে পর্য্যন্ত এক্ষণে বিচারাধীন আছে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনে তাহার মীমাংসা হইলেই, শাসনসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষেরা নিশ্চয়ই রাজস্বসম্পর্কীয় কর্ম্মচারিদের উপদেশার্থ সংশোধিত কার্য্যবিধি প্রচার করিবেন। ইদানীন্তন বাদানুবাদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল বিধি প্রচারিত হইয়াছিল তাহা যে সাধারণ ভাব পরম্পরা হইতে উদ্ভূত সেই সমুদয় ভাব প্রবল থাকিবার সময়ে উক্ত বিধি যেরূপ দৃঢ়রূপে পালন করা কর্ত্তব্য ছিল এক্ষণে তদ্রূপে পালন করা অসম্ভব। কেবল মাত্র ইহাই বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান অবস্থায় খাজানাধার্য্য করণ সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদের বিশেষরূপে কৌশল, বিবেচনা ও দেশ-কাল-পাত্র জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করা আবশ্যক। বন্দোবস্তসংক্রান্ত সুদক্ষ কর্ম্মচারির এই গুণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক এবং ইহা প্রকাশ করিতে না পারিলে বহুসংখ্যক নীরস বিধিসত্ত্বেও বন্দোবস্ত কার্য্য সন্তোষজনকরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। খাজানা ও খাজানাধার্য্যকরণ বিষয়ে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার প্রতিও উক্ত কর্ম্মচারীদের সাবহিত ভাবে মনোযোগ করা আবশ্যক। খাজানা ধার্য্য করণ কালে কর্ম্মচারিরা প্রচলিত কার্য্যপদ্ধতির অন্তর্গত স্থায়ী বিধি সমূহের ভাব, ইদানীন্তন বাদানুবাদের মধ্যে যে সাধারণ মূল সূত্রগুলি নির্দ্দিষ্ট আদেশ আকারে পরিণত না হইলেও স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার সহিত যত দূর সম্ভব সামঞ্জস্য করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন, এইটিই প্রশস্ত বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

"বোর্ড এই অবসরে নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, খাজানা যে স্থলে নূতন করিয়া ধার্য্য করিতে হইবে রায়তদের দেয় খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয়, সেই স্থলে তাহা নূতন করিয়া ধার্য্য করা বিহিত কি না ইহা বিচার করিতে পারিবার নিমিত্ত, এক্ষণে তাঁহাদের নিম্নলিখিত টেবিলের লিখিত সংবাদ পাওয়া আবশ্যক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

১ টেবিল।—জমীর পরিমাণ, শ্রেণীমত হার, ও খাজানা সম্বন্ধে পূর্ব্বের শেষ বারের নিয়মিত বন্দোবস্ত ও বর্ত্তমান নূতন বন্দোবস্তের তুলনা।

ভূমির বর্ণনা ও ভূমি যেরূপ গুণ বিশিষ্ট।	পূর্ব্বের ১৮ খৃষ্টাব্দের শেষ বন্দোবস্ত।			বর্ত্তমান বন্দোবস্ত।			† বর্ত্তমান বন্দোবস্তে ভূমির পরিমাণের শত করা হিসাবে যে বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়।	† বিঘা প্রতি খাজানার শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস।
	* ভূমির পরিমাণ। ১৪,৪০০ বর্গফুটের বিঘায় যত ভূমি হয়।	খাজানার হার।	মোট টাকা খাজানা।	২ ঘরের লিখিত মাপে যত ভূমি হয়।	খাজানার হার।	মোট টাকা খাজানা।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক শ্রেণী, অর্থাৎ ধান্যের নিম্নভূমি।								
আওল ..								
দুয়েম ..								
সেওম ...								
ইত্যাদি, ইত্যাদি ..								
ক শ্রেণীর মোট ..		‡			§			
খ শ্রেণীর অর্থাৎ উচ্চ ভূমি।								
আওল ...								
দুয়েম ..								
সেওম ...								
ইত্যাদি ইত্যাদি ..								
খ শ্রেণীর মোট ..		‡			§			
যে সকল শ্রেণীর কৃষিযোগ্য ভূমি কর্ষিত ভূমি বলিয়া খাজানা ধার্য্য হইয়াছে তাহার সর্ব্বশুদ্ধ মোট ‖		শূন্য।			শূন্য।			
যে সকল ভূমি কৃষিযোগ্য বলিয়া খাজানা ধার্য্য হইয়াছে কিন্তু চাষ হয় নাই।								
পতিত ও জঙ্গল ভূমি ...								
মহালের অন্তর্গত খাজানা ধার্য্য হওয়া সকল শ্রেণীর ভূমির সর্ব্বশুদ্ধ মোট ..								

পূর্ব্ব কি বর্ত্তমান বন্দোবস্তের শ্রেণী-বিভাগে যত প্রকার ভূমি ধরা হইয়াছে ১ ঘরে তাহা লিখ। পূর্ব্ব কি বর্ত্তমান বন্দোবস্তের শ্রেণীবিভাগে যে প্রকারের ভূমি ধরা হয় নাই, তাহার কোন শ্রেণীর ভূমির কথা লেখা গেলে তাহার পার্শে ২, ৩, ও ৪ ঘর কিম্বা ৫, ৬, ও ৭ ঘর আবশ্যকমত ফাঁক রাখিতে হইবে।

* ২ ঘরের লিখিত ভূমির পরিমাণ কোন স্থানীয় মাপে দেওয়া গেলে, ঐ মাপের কাঠি যত বর্গ ফুটে হয় তাহার সর্ব্ব নাই উল্লেখ করিতে হইবে। এই টেবিলের মধ্যে বিঘা কথার ব্যবহার হইলে ২ ঘরের উল্লিখিত কাঠি বুঝাইবে।

† যে রেখার উপর সর্ব্ব মোট লিখিতে হইবে কেবল সেই রেখার উপর এই২ ঘরগুলি পূরণ করিতে হইবে।

‡ ২ ঘরের লিখিত ভূমির প্রত্যেক বিঘা প্রতি ৪ ঘরের লিখিত মোট খাজানার কত গড় পড়তা হয় তাহা এই স্থানে লিখ।

§ ৫ ঘরের লিখিত ভূমির প্রত্যেক বিঘা প্রতি ৭ ঘরের লিখিত মোট খাজানার কত গড় পড়তা হয় তাহা এই স্থানে লিখ।

‖ কর্ষিত বলিয়া কৃষিযোগ্য যত ভূমির খাজানা ধার্য্য হইয়াছে তাহার অন্য কোন শ্রেণী থাকিলে এই রেখার উপর তাহা লিখ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

২ টেবিল।—নিকটবর্ত্তী মহাল বা গ্রামে তদ্রূপ ভূমির যেরূপ খাজানার হার ধার্য্য হইয়া প্রকৃতই দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া নিশ্চয় করা যায়।

ভূমির বর্ণনা ও ভূমি যেরূপ গুণ বিশিষ্ট।	এইং গ্রামে ১ টেবিলের ২ ঘরে লিখিত হিসাবের তুল্য-পরিমাণের বিঘা প্রতি প্রকৃতই যে খাজানার হার দেওয়া যায়।					৩ ঘর ও তাহার পরবর্ত্তী ঘরের মোট করিয়া তাহার উপর হারের গড় পড়তা। *	বন্দোবস্তে যে হার ধার্য্য হইবে বলিয়া প্রস্তাব করিতেছেন তাহার হার কিরূপ হইতে হয়।
	যে গ্রামের খাজানা নূতন করিয়া ধার্য্য হয়।	ক গ্রাম।	খ গ্রাম।	গ গ্রাম।	ইত্যাদি।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক শ্রেণী							
আওল							
দুয়েম							
ইত্যাদি							
ক শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার ভূমির গড় হার							
খ শ্রেণী							
আওল							
দুয়েম							
ইত্যাদি							
খ শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার ভূমির গড় হার							
ইত্যাদি							

*এই গড় কসিতে গেলে ২ ঘর হিসাবে ধরিতে হইবে না।

"এই টেবিলের সঙ্গে সঙ্গে এক খানি কৈফিয়তপত্র পাঠাইতে হইবে, উহাতে কোন জমীদারের হউক বা অন্য কাহারই হউক, তুলনার্থ যে গ্রাম গ্রহণ করা যায় তাহার অবস্থা; বিনা বিবাদে খাজানা দেওয়া হয় কি না; অল্পদিনের মধ্যে খাজানা বৃদ্ধি করা হইয়াছে কি না; ও এইরূপ অন্যান্য যে সকল অবস্থা দৃষ্টে গ্রামে প্রচলিত খাজানা ন্যায্য বলিয়া গ্রহণ করিলে দোষ হয় কি না বুঝিতে পারা যায় তাহা বর্ণিত থাকিবে।

"যে সকল সারভূত সংবাদের জন্য রাশীকৃত রিপোর্ট ও কাগজপত্র তল্লাশ করা অনেক সময়ে আবশ্যক হয় তাহা উপরিলিখিত দুইটী টেবিলে একেবারে দৃষ্টিগোচর হয়।* বড় বড় মহালে অথবা যেখানে রায়ত ও জমীদার ধার্য্য কর দিতে অসম্মত হওয়ায় তাহার মীমাংসা প্রতিপাদন করা আবশ্যক হয় সেই সকল স্থলে বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্যানুষ্ঠানে নিম্নলিখিত বিষয় সকল সম্বন্ধেও সংবাদ দিতে হইবে,—

* যে স্থলে এইং টেবিলের সংক্ষিপ্ত আকারে সংবাদ দেওয়া হয় সেখানে রিপোর্টের দৈর্ঘ্য হ্রাস করা সম্ভব, কারণ টেবিল সকল উহাতে গ্রথিত থাকিবে।

"(১) পূর্ব্ববর্ত্তী বন্দোবস্তের সময় ও বর্ত্তমান সময়ে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি সম্বন্ধে,

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

"(২) যেসকল প্রামাণিক স্থল হইতে ভিন্ন২ প্রমাণ সংগ্রহ হইল তাহার উদ্ধার করিয়া উক্তরূপ মূল্যের তুলনা * সম্বন্ধে,

"(৩) এবং এক বিঘার উপর যে খাজানা ধার্য্য করা হয়, তাহা গড়ে সর্ব্বোচ্চ হার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে মোট উৎপন্নের এরূপ অংশের অতিরিক্ত না হয় এই সূত্র প্রয়োগার্থ মনোনীত মাঝারি ভূমিখণ্ডের উৎপন্ন প্রধান শস্য কাটিয়া ও ওজন করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সাবধানে সম্পাদিত পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে।

* দশ বৎসর অথবা সেইরূপ দীর্ঘকালের মূল্য ধরিয়া বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া চাউলের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। তাদৃশদীর্ঘ কালের গড় ধরিলেই সাধারণ বৎসর পরম্পরা ঠিক থাকিবে এরূপ গড় পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

"বোর্ড অবগত আছেন যে টেবিলে যে সকল সংবাদ * দিবার আদেশ হইয়াছে তাহা সকল স্থলে দেওয়া যাইতে পারে না; কিন্তু যে সকল মহালে টেবিল খাটে তাহার পুনর্বন্দোবস্তে যত দূর সম্ভব ওগুলি দিতে হইবে। বন্দোবস্তকারী কার্য্যকারকদের বিশেষ প্রয়াস ব্যতিরেকেই, বিশেষ স্থলে যে বিশেষ সংবাদ আবশ্যক, তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব বলিয়া রিপোর্ট করিবার প্রবৃত্তি হইলে কালেক্টর ও কমিশ্যনর সাহেবেরা এরূপ প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা করিবেন।

* মন্তব্য।—বাস্তবিকও প্রত্যেকস্থলে উহার সমস্তটার প্রয়োজনও হয় না।

"আপনাদিগের নিকট অনুরোধ যে আপনারা পূর্ব্বোক্ত টেবিল ও মন্তব্য যে ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তে খাটে সেই বন্দোবস্ত সম্বন্ধে উপদেশার্থে আপনাদের অধীনস্থদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। উপরিতন কর্তৃপক্ষের নিকট যে হারের রিপোর্ট দিতে হইবে তাহাতে প্রস্তাবিত সাধারণ হার খাটাইলে যেরূপ ফল হইবে অনুমান হয়, যত দূর সম্ভব তাহার সংবাদ দিতে হইবে। প্রত্যেকস্থলে কর ধার্য্য করণকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে কার্য্যানুষ্ঠানে যেরূপ চূড়ান্ত বন্দোবস্ত হইল, তদনুসারে সংশোধিত ১ টেবিলের অঙ্ক বন্দোবস্তের শেষ রিপোর্টে ও শেষ কার্য্যানুষ্ঠানে দেওয়া যাইবে।"

২।—মাপকার্য্যের বিশেষ লিখন পাওয়ার আবশ্যকতা।

২। বন্দোবস্তে ধার্য্য করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রজারা প্রায়ই সচরাচর এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। আমীন যখন মাপ ও শ্রেণীবিভাগ করে তখন তাহারা তাহাতে আপত্তি করে না; এই সকল কার্য্য পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যখন বন্দোবস্তকারী কার্য্যকারক মহালে উপস্থিত হন, তখন আপন আপন আপত্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত করে না; অথবা বন্দোবস্তকারী কার্য্যকারক মহালে উপস্থিত হইবার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কালেক্টরের নিকট নির্দ্দিষ্ট আপত্তি সম্বলিত দরখাস্ত উপস্থিত করে না। যতক্ষণ রাশীকৃত বন্দোবস্ত কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় আফিসের কার্য্যশেষ না হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করে ও তাহার পর বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত সাধারণ দরখাস্ত তত্ত্বাবধারণকারী কর্তৃপক্ষদের নিকট প্রেরণ করে। তাহার মর্ম্ম এই যে মাপ ও শ্রেণী বিভাগ ভ্রমপূর্ণ এবং সম্পর্কবিশিষ্ট রায়তদের অজ্ঞাতসারে উহা সমাধা হইয়াছে। দরখাস্তে আরও অনেক আপত্তি থাকে। সকল কার্য্যই উপযুক্তরূপে করা হইয়াছে কেবল এই বিষয়েই নহে কিন্তু প্রত্যেক যোত সম্বন্ধে যাহা যাহা করা হইয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ বিবাদ উপস্থিত হইলে ভবিষ্যতে দেখিবার জন্য নথীতে লিপিবদ্ধ করণ বিষয়ে যদি বন্দোবস্তকারী কার্য্যকারক বিশেষরূপ সতর্ক না হন, তাহা হইলে এরূপ সাধারণ দরখাস্তের মীমাংসা করা বড় কঠিন হয়। এই বিষয়ে বোর্ড লিখিয়াছেন (ঢাকার কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের ১৷২ A নম্বর) ।

"ইহার সম্পূর্ণ উত্তর এই হইবে যে, যে আপীলকারীরা প্রত্যেকেই (খসড়ার যে স্তম্ভে প্রত্যেক ভূমিখণ্ড বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে লিখিত হয় তাহা পূর্ণ হইলে পর ও সে যে সকল ভূমি ভোগ করে তৎসম্বন্ধীয় লিখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলে পর) এরূপ লিখনের যথার্থতার চিহ্নস্বরূপ মাপের কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছে। আমীন প্রথমতঃ যে কাগজপত্র প্রস্তুত করে তাহাতেই হউক অথবা রায়তের আপত্তিতে অথবা অন্য কারণে যদি সংশোধন হয় তদনুসারে বন্দোবস্তকারী কার্য্যকারক লিখন সংশোধন করিয়া লইলে তাহাতেই হউক স্বাক্ষর থাকিবে।

"ইহাই যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ উত্তর। যদি কোন রায়ত সম্বন্ধে এরূপ উত্তর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিতরূপ সর্টিফিকেট ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

"(১) কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে আমীনের নিকট উপস্থিত হইতে ও আপন আপন স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিতে রায়তকে আহ্বান করিয়া রীতিমত নোটিস দেওয়া হইয়াছিল।

"(২) আপীলকারি রায়ত আসিয়াছিল এবং স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছিল অথবা আসিতে ত্রুটি করিয়াছিল।

"(৩) ডেপুটী কালেক্টরের উপস্থিত হইবার অভিপ্রায়েরও ঐরূপ নোটিস দেওয়া হইয়াছিল।

"(৪) আমীন যে সাধারণতঃ সমস্ত রায়তকে তাহাদের যার যতদূর সম্পর্ক তাঁহার কাগজপত্রে মাপের ও শ্রেণী বিভাগের যে লিখনাদি থাকে তাহা জানিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, ডেপুটী কালেক্টরের এবিষয়ে হৃদ্বোধ জন্মিয়াছিল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

"(৫) তথাপি আপীলকারী স্বয়ং সেইস্থানে ডেপুটী কালেক্টরের নিকট আপত্তি করিতে উপস্থিত হয় নাই এবং তৎপরবর্ত্তী কোন সময়েও উপস্থিত হয় নাই; অথবা সে যদি আপত্তি করিয়া থাকে তাহার আপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হইয়াছে ।".

৩ । পার্শ্ববর্ত্তী মহালে চলিত বলিয়া যে নামমাত্র হারের উল্লেখ থাকে তাহা কষ্টিমত্ত হার বলিয়া গ্রহণ করা সম্বন্ধে সাবধান হইবার আবশ্যকতা ।

৩। উৎপন্নের মূল্য তুলনা করিয়া, অথবা খরচ ও লাভের হিসাব ধরিয়া বন্দোবস্তাধীন মহালের খাজানার ন্যায্য হার নিরূপণ করা অপেক্ষা আপাততঃ ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধারণাধীন পার্শ্ববর্ত্তী মহালের চলিত হার ধরিয়া উহা নিরূপণ করা সহজ উপায় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কখন২ এরূপ হইতে পারে মনে করিতে হইবে যে জমীদারেরা যে খাজানা আদায় করে তাহা খাজানা যত হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষাও অধিক, অথবা তাহাতে আগপ্রেণর সঙ্গতি থাকা অসম্ভব; এবং একথা ছাড়িয়া দিলেও জমীদারেরা যে জমা ওয়াসীল বাকীর কাগজ প্রদান করেন তাহাও সতর্ক ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে । এসম্বন্ধে একজন বহুদর্শী কালেক্টর তদীয় কমিশনর সাহেবকে যে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা করধার্য্যকারী কার্য্যকারকদের মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত ।

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশিষ্ট মহালের জমীদারকে দেয় খাজানা খাস বন্দোবস্তাধীন মহালের খাজানার মত নহে এ কথা স্মরণ থাকা উচিত, খাস মহালের খাজানা ঠিক ঠিক সময়ে দিতে হয়, উহাতে সুজম্মা ও অজম্মা নাই । বরং অজম্মা না হইলে, জমীদার আবওয়াব বা সেলামী বলিয়া যে অধিক টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন তাহার সহিত সমুদয়ে যে টাকা আদায় করিবার ভরসা করেন জমীদারের প্রাপ্য খাজানা সাধারণতঃ সেই টাকার সমান । অজম্মা হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রীতি আছে । এই জিলার কোন কোন পরগনায় স্থানীয় তদন্তের পর এরূপস্থলে খাজানা বা তাহার কিয়দংশ রেহাই দেওয়া হয় । দেশাচার অনুসারে এরূপ রেহাই পাইবার স্বত্ব আছে বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে । অন্যান্য স্থলে খাজানা লেখা থাকে, কিন্তু কখন পুরা আদায় হয় না । কোন কোন স্থলে ২০, ৩০, এমন কি ৫০ বৎসর বাকিপড়া কিস্তীবন্দী লেখাইয়া লওয়া হয় । তাহাতে প্রজাকে দায়গ্রস্ত করা হয় কিন্তু টাকা কখন পুরা আদায় হয় না । খাজানার তুলনা যদি যথার্থ কার্য্যকর করিতে হয়, তাহা হইলে বৈর্য্য সহকারে পূর্ণ তদন্ত করিয়া বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত কার্য্য করা উচিত ।"

৪ —কেবলমাত্র বর্ণন স্থলে সংক্ষেপ বাঞ্ছনীয় হইবার কথা ।

৪। এই সুযোগে বোর্ড অনুরোধ করিতেছেন যে পূর্ব্বতন বন্দোবস্তের বর্ণনা সংক্ষেপ করণ বিষয়ে বর্ত্তমান যে সকল উপদেশ আছে তাহাতে মনোযোগ দেওয়া হয় । তাঁহাদের নিকট যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালের বন্দোবস্তের রিপোর্ট উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেক পৃষ্ঠা বর্ণনার পর বর্ত্তমান বন্দোবস্ত সম্পর্কীয় দুই একটী কথা পাওয়া যায় । অধিকাংশ স্থলেই যত দূর সম্ভব সংক্ষেপ বিবরণ, এমন কি টেবিলের পাঠে পূর্ব্বতন বন্দোবস্তের মোটামোটী কথা দিলেই যথেষ্ট হয় । বর্ত্তমান বন্দোবস্তের সহিত তুলনার জন্য অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বন্দোবস্তের বিশেষ বিবরণই কেবল আবশ্যক ।

৫ । এরূপ বিশেষস্থল অবশ্যই আছে যাহাতে যে বন্দোবস্তের কাগজ হইতে বুঝিয়াছে তৎসম্বন্ধে মহালের পূর্ব্ব ইতিহাস কার্য্যতঃ অনেক উপকারে আইসে ।

৬ । কোন একটী মোকদ্দমার বিচার আরম্ভের পূর্ব্বেই একজন ডেপুটী কালেক্টরের মন্তব্যেতে কেবল উহা আর একজনের নথীতে লইয়া যাওয়া গেল অনেক সময়ে একান্ত বিশেষ বিবরণের বন্দোবস্তের রিপোর্ট পরিপূর্ণ হয় । বোর্ডের পক্ষে এই সকল বিশেষ বিবরণের কোন উপযোগিতা নাই । অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের মধ্য হইতে যথার্থ প্রয়োজনীয় সংবাদ অন্বেষণ করিতে হবে, উহাতে তাহারই কলেবর বৃদ্ধি করে ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ. এ. ককরেল সাহেব, সি, এস, আই ।

৫ নম্বর ।

গবর্ণমেণ্ট রথতলা ঘাটে একটী ছাড়চৌকী সংস্থাপন করিবার অনুমতি দেওয়ায় ও আর্ম্মানী ঘাটে লবণের কার্য্য বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়ায়, লবণ বিষয়ক বহিপুস্তকের ১০ পৃষ্ঠায় ৩০ ধারার ৪ প্রকরণে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে ।

২ নম্বরের পথ উঠাইয়া দাও এবং ৩ নম্বরের রাস্তার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তিত পথ বসাইয়া দাও—

"২ । নৌকাযোগে রথতলা ছাড়চৌকী পর্য্যন্ত এবং তথাহইতে বন্দরের সৌষ্ঠব করণার্থ কলিকাতানগরের ট্রামওয়ে ও রেলযোগে ।"

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৭ । ১০ জুন ।]

৬ নম্বর।

নিম্নলিখিত কএকটি বিধি বোর্ডের বিধিপুস্তকের এক বাগানের ১২ অধ্যায়ের ৫ পরিচ্ছেদের ৫ক ধারাস্বরূপ ও ১৮৮৪ সালের আবকারী বিধিপুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠায় ৫ পরিচ্ছেদের ৫ক ধারাস্বরূপ যোগ করিতে হইবে।—

হোটেলের কথা।

৫ ক। কলিকাতায়, শাখানগরে ও হাবড়ায় হোটেল, অর্থাৎ, (৩ পরিচ্ছেদের ৩০ ধারামতে) যে বাটীতে প্রকৃতরূপে ভ্রমণকারীগণের আহারাদি ও বাসা হয় তাহা, নিম্নলিখিত বিধির উল্লিখিত প্রয়োজনমতে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর হইতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর।

(১) যে বাটীতে নিম্নলিখিতমত স্থান থাকে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর হোটেল কহে, যথা, প্রথম, এক বা তদধিক (তিনের অনধিক) সাধারণ ঘর, যাহাতে সর্ব্বসাকল্যে অন্যূন ১৮০০০ ঘন ফুট স্থান থাকে; দ্বিতীয়, অন্যূন বার ব্যক্তির শুইবার ঘর; স্নানের ঘর ভিন্ন শুইবার ঘরের স্থান প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্যূন ৩০০০ ঘন ফুট দিতে হইবে এবং সমস্ত শুইবার ঘরের স্থানে অন্যূন ছয়টা পাকাঘর (অর্থাৎ পাকাদেওয়ালে বেষ্টিত, পর্দ্দা প্রভৃতি দ্বারা বিভক্ত নহে) ও অন্যূন ছয়টা পাকা স্নানের ঘর থাকিবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর।

(২) যে বাটীতে নিম্নলিখিতমত স্থান থাকে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল কহে, যথা, প্রথম, এক বা তদধিক (দুইয়ের অনধিক) সাধারণ ঘর, যাহাতে সর্ব্বসাকল্যে অন্যূন ৬০০০ ঘন ফুট স্থান থাকে; দ্বিতীয়, অন্যূন বার ব্যক্তির শুইবার ঘর, স্নানের ঘর ভিন্ন শুইবার ঘরের স্থান প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্যূন ১০০০ ঘন ফুট দিতে হইবে এবং স্নানের ঘরের মধ্যে অন্যূন তিনটী পাকা হইবে।

(৩) (১) ও (২) বিধির উল্লিখিত সাধারণ ঘর, শুইবার ঘর ও স্নানের ঘরের স্থান (ক) বিলিয়ার্ডের ও (খ) হোটেল লাইসেন্স গ্রহীতার ও ম্যানেজারের এবং তাদের কাহার পরিবারের ও আমলাগণের থাকিবার স্থান বাদে হইবে।

হোটেল বলিতে বার না বুঝাইবার কথা।

(৪) হোটেলের লাইসেন্স গ্রহীতা পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে মদিরা বিক্রয়ের জন্য "বার" রাখিতে অনুমতি পাইবেন না।

হোটেলের লাইসেন্সের ফীর কথা।

(৫) এই সকল বিধিতে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, এই ধারার ৫ প্রকরণমতে প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলের বাৎসরিক লাইসেন্স ফী ২০০ টাকা হইবে।

বন্ধের সময় ও দেরিতে বন্ধের লাইসেন্সের কথা।

(৬) মদিরা বিক্রয় জন্য প্রথম শ্রেণীর হোটেল সূর্য্যাস্ত হইতে রাত্রি ১১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল রাত্রি ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত খোলা রাখা যাইতে পারিবে। হোটেল লাইসেন্স গ্রহীতা যদি ইচ্ছা করেন যে তাঁহার হোটেল উক্ত সময়ের পরেও খোলা থাকিবে, তবে মাসিক অতিরিক্ত ৫০ টাকা ফী দিলে দেরিতে বন্ধের লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে রবিবারে রাত্রি ১১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ও অন্যান্য বারে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত হোটেল খোলা রাখিতে পারেন।

বার লাইসেন্সের কথা।

(৭) কোন হোটেল লাইসেন্স গ্রহীতা তাহার হোটেলে এক বা অধিক বার রাখিবার ইচ্ছুক হইলে [(৮) প্রকরণের বিধান স্থল ভিন্ন] প্রত্যেক বারের জন্য মাসিক ৫০ টাকা ফী দিলে এক পৃথক লাইসেন্স পাইতে পারেন, তাহাকে বার লাইসেন্স বলা যাইবে।

(৮) যে হোটেল লাইসেন্স গ্রহীতা বার লাইসেন্স পাইয়াছেন তিনি (৬) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট ফী না দিয়া রবিবারে রাত্রি ১১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ও অন্যান্য বারে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত হোটেল খোলা রাখিতে পারিবেন।

যে হোটেল লাইসেন্স গ্রহীতা দেরিতে বন্ধের লাইসেন্স পাইয়াছেন, তিনি (৭) প্রকরণের লিখিত ফী না দিয়া একটী বার তাঁহার হোটেলে রাখিতে পারিবেন।

কোন২ স্থলে অর্দ্ধেক ফী রেহাই দিবার কথা।

(৯) হোটেল লাইসেন্স গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ যাহাতে উত্তম বাটী গ্রহণ করেন, এজন্য যে সকল স্থলে প্রথম শ্রেণীর হোটেলের নিমিত্ত (১) ও (৩) প্রকরণের উল্লিখিত স্থানের কম স্থান না হয় এমত স্থান থাকে, সেই সকল স্থলে এই সকল বিধি অনুসারে দেয় সকল ফীর অর্দ্ধেক রেহাই দেওয়া যাইবে।

নাট্যশালা প্রভৃতি স্থানে বার লাইসেন্সের কথা।

(১০) নাট্যশালায় ও অন্যান্য সাধারণের গতিবিধির ও আমোদের স্থানে মদিরা বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক বারের নিমিত্ত দৈনিক ৩ বা মাসিক ৫০ টাকা ফী দিলে বার লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ কার্য্যের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ঐরূপ লাইসেন্স গ্রহীতা মদিরা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

(১১) প্রথমে রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি লইয়া আবকারী রাজস্বের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট যে সকল বিশ্রাম স্থানে শুইবার ঘর নাই এবং যাহা প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্টরূপ বিশ্রাম স্থান, তজ্জন্য হোটেল লাইসেন্স দিতে পারেন। অন্যান্য বিষয়ে বিশ্রাম স্থান হোটেলের ন্যায় গণ্য হইবে এবং হোটেলের ন্যায় ফী দিতে হইবে। কিন্তু বিশ্রাম স্থানে বার স্থাপন বা রক্ষা করা যাইতে পারিবে না এবং বিশ্রাম স্থানের লাইসেন্স গ্রহীতা দেবিতে বন্দের লাইসেন্স পাইতে পারেন না।

বিশ্রাম স্থানের কথা।

(১২) রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে আবকারী রাজস্বের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট প্রত্যেক স্থলে কোন বাটীর কোন অংশ কিম্বা তদর্থে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা কোন স্থান বার বা বিশ্রামস্থান বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবেন।

বার বা বিশ্রাম স্থান কাহাকে কহে।

(১৩) এই ধারামতে যে লাইসেন্স দেওয়া যায় তাহা পূর্ব্বোক্ত কোন বিধি লংঘন জন্য রহিত হইতে পারিবে।

লাইসেন্স রহিত করিবার কথা।

মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

---

৭ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ম বালামের ৩০৮ পৃষ্ঠায় ১৪ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ৫ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারা দিতে হইবে।—

যে কোন মহাল বা মহালের অংশ বিক্রীত হইয়াছে, তাহার জন্য যে টাকা ডাক হয়, উক্ত মহাল বা অংশের জন্য ভূমির বাকী রাজস্ব ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের দাবী পরিশোধের পর যদি সেই টাকায় তৌজিভুক্ত একই জমীদারদিগের অন্য যে কোন মহাল বা মহালের অংশ লাটবন্দী হইয়া বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে তদুপলক্ষে প্রাপ্য গবর্ণমেণ্টের দাবী পরিশোধ করিতে কুলায়, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব সেই অন্য মহাল বা অংশ নীলাম হইতে অব্যাহতি দিবেন। কিন্তু যে মহাল বা মহালের অংশ বিক্রয় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, যদি সমস্ত ভূস্বামীর দল একযোগে তৎসংক্রান্ত বক্রী ভূমি রাজস্ব এবং গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য দাবী পণ ফাজিলের টাকা হইতে পরিশোধ করণার্থ কালেক্টর সাহেবকে স্পষ্টাক্ষরে ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত লিখিয়া আবেদন করেন, তবেই কালেক্টর ওরূপ করিবেন। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩১ ধারার শেষ কএক পংক্তিতে কালেক্টর সাহেবদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। উহাতে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে পণ ফাজিলের টাকার ব্যবহারার্থ ভূস্বামীরা যে ক্ষমতা অর্পণ করেন তদনুসারে অতিসত্বর কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক হইবে, যেহেতু যতক্ষণ পণ ফাজিলের টাকা আমানত স্বরূপ থাকে তাহার মধ্যে দেওয়ানী আদালতের আদেশ প্রাপ্ত হইলে উক্ত টাকার ঐরূপ ব্যবহার বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

---

৮ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২য় বালামের ২৬৭ পৃষ্ঠায় ৯ অধ্যায়ের ৩ পরিচ্ছেদের ১৫ ধারায় নিম্নলিখিত সংশোধন করিতে হইবে।

৪র্থ ও ৫ম পংক্তিতে "বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ২ অধ্যায়ের ৮ পরিচ্ছেদের ১১ ও ১৩ ধারায়" এই সকল কথা ও সংখ্যার পরিবর্ত্তে "পাথেয় বিষয়ক বিধিপুস্তকে" এইকথা দিতে হইবে।

২। রাজাসুপালিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধীয় পুস্তকেও ঐরূপ সংশোধন করিয়া লইতে হইবে এবং মহালের কার্য্যাধ্যক্ষগণকে তদনুসারে সংবাদ দিতে হইবে।

---

৯ নম্বর।

১৮৮৪ সালের ৮ মার্চ্চ তারিখের ১১৭০ নম্বর গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে রাজাসুপালিত ব্যক্তিগণের ও ক্রোক করা মহালের সাধারণ তত্ত্বাবধারণের ভার ১৮৮৪-৮৫ সালের প্রথম হইতে খাজানা ও কর একত্র করিয়া হাল তলবের শতকরা এক টাকার হিসাবে ধরিতে ও আদায় করিতে হইবে। খাজানাখানার সেরেস্তার খরচের কিয়দংশ দিবার "চারি আনা চার ও" খাজানা ও করের হাল তলব ধরিয়া হিসাব করিতে হইবে। এই বন্দোবস্ত আগামী রাজস্বসংক্রান্ত বৎসরের অর্থাৎ ১৮৮৪-৮৫ সালে ফলবৎ হইবে।

২। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২য় বালামের ৯ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত সংশোধন ও সংযোজন করিতে হইবে;—

২৬৭ পৃষ্ঠায় ৪ পরিচ্ছেদের ১ ধারার ৫ম পংক্তিতে "(সমস্ত কর ও খাজানার সুদ বাদ দিয়া) খাজানা" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে "(সুদ বাদ দিয়া) খাজানা ও কর" এই কথাগুলি যোগ কর।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

শ্রীযুক্ত এচ, এ, ককরেল সাহেব সি, এস, আই।

১৩ নম্বর।

কোর্ট ফী ইষ্টাম্পের মূল্য প্রত্যর্পণ বিষয়ে, রাজস্ব ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৯২৭ নং নির্দ্ধারণের প্রতি রাজস্ব কার্য্যকারকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

নির্দ্ধারণ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্যবর শ্রীযুক্ত সভাপতি সাহেব নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে ছাপাকরা কোর্ট ফী ইষ্টাম্পের মূল্য প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিলেন :—

যদি কোন ব্যক্তির ছাপাকরা কোর্টফী ইষ্টাম্প থাকে এবং উহা যদি নষ্ট না হইয়া এবং অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনের অনুপযুক্ত না হইয়া তাহার অব্যবহিত কোন ব্যবহারে না আইসে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া ঐ ব্যক্তি সেই ইষ্টাম্প সমর্পণ করিলে, এবং উহা যে ব্যবহার করণার্থ সরল অভিপ্রায়ে ক্রীত হইয়াছিল, যে কালে উহার যে পূর্ণ মূল্য প্রদান করা হইয়াছিল, এবং যে তারিখে সমর্পণ করা যাইতেছে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাস সময়ের মধ্যে যে উহা ক্রীত হইয়াছিল কালেক্টর সাহেবের সন্তোষমতে এই সকল বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারিলে, এরূপ ইষ্টাম্প বিক্রয়ের ডিস্কাউণ্ট বাবদ যে টাকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া তিনি ঐ ইষ্টাম্পের পূর্ণ মূল্য ফিরাইয়া প্রদান করিবেন।

২। পূর্ব্বোক্ত বিধি ইষ্টাম্প পুস্তকের ৩য় ভাগের ১০ পরিচ্ছেদের ১১ (ক) ধারা বলিয়া এবং বোর্ডের বিধিপুস্তকের ৩য় বালামের ৭ অধ্যায়ের ১০ পরিচ্ছেদের ১৩ (ক) ধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। ১১ ধারার শেষ বাক্য নিম্নলিখিত প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইবে।

"এই বিধির কেবল মাত্র ব্যতিরেকস্থল ১১ (ক) ও ১২ ধারায় পরিব্যক্ত হইল।"

Raj Krishna Mukhopadhyaya M.A. and B.L., *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৬। ১০ জুন।]

২৬৮ পৃষ্ঠায় ৪ পরিচ্ছেদের ৩ ধারার ৪ পংক্তিতে "নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে" এই কয়টী কথার পরিবর্ত্তে "তলবের উপর শতকরা এক টাকার হিসাবে আদায় করিতে হইবে" এই কথা বসাও ও এই ধারার অবশিষ্ট অংশ উঠাইয়া দাও।

২৬৮ পৃষ্ঠা, ৪ পরিচ্ছেদ ৪ ধারা। এ ধারাটী উঠাইয়া দাও।

২৬৮ পৃষ্ঠায় ৪ পরিচ্ছেদের ৫ ধারার ২ পংক্তিতে "প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার পুর্ব্বে" এই কথা কয়টীর পরিবর্ত্তে "প্রত্যেক অর্দ্ধবৎসরের প্রথমে" এই কথা কয়টী বসাও।

২৭০ পৃষ্ঠায় ৪ পরিচ্ছেদের ১৮ ধারার ৩ ও ৪ পংক্তিতে "(কর ও খাজানায় সুদ বাদ দিয়া) খাজানা" এই কথা কয়টীর পরিবর্ত্তে "(সুদ বাদ দিয়া) খাজানা ও কর" এই কথা কয়টী যোগ কর।

২৭৫ পৃষ্ঠা, ৬ পরিচ্ছেদ ৩ ধারা। ১৪ শীর্ষকে "২, ৩ এবং ৪ গবর্ণমেণ্ট আফিসের সেরেস্তা, ষ্টেশনরী ও ডাকখরচ" এই সকল কথা ও অঙ্কের পরিবর্ত্তে "রাজানুপালিত ব্যক্তিগণের এবং ক্রোকী মহালের সাধারণ তত্ত্বাবধারণার্থ শতকরা ১৲ টাকা হার" বসাও। এবং "৫" অঙ্কের পরিবর্ত্তে "২" বসাও।

G এবং H পরিশিষ্ট, ৩০৩ এবং ৩০৭ পৃষ্ঠা। G পরিশিষ্টের ১৪ শীর্ষকে এবং H পরিশিষ্টের ১৩ শীর্ষকে "গবর্ণমেণ্ট আফিসের সেরেস্তা ইত্যাদি।—

১। তলবের ১,০০০ টাকার উপর সুদ বাদে শতকরা ৪৷৶০

২। উক্ত খাজানার ৪.০০০ টাকার উপর শতকরা ১৸০

৩। উক্ত খাজানার ১৫,০০০ টাকার উপর শতকরা ৸৶০

৪। অবশিষ্টের উপর শতকরা ।৶০"

এই সকল কথা ও অঙ্কের পরিবর্ত্তে "রাজানুপালিত ব্যক্তিদিগের এবং ক্রোক করা মহালের সাধারণ তত্ত্বাবধারণার্থ শতকরা এক টাকা হার" বসাও; "৫" অঙ্কের পরিবর্ত্তে "২" বসাও এবং ঐ চিহ্নিত মন্তব্যের মধ্যহইতে নিম্নলিখিত দফা উঠাইয়া লও।

"যদি মোট খাজানা ১,০০০ টাকার অতিরিক্ত না হয়, সমস্ত টাকার উপর প্রথমোক্ত শতকরা হার হিসাব করিতে হইবে। যদি ৫,০০০ টাকার কম হয়, তাহাহইলে ১,০০০ টাকার অতিরিক্ত অংশের উপরই কেবল দ্বিতীয় প্রকারের হার হিসাব করিতে হইবে। যদি ২০,০০০ টাকার কম হয়, তাহাহইলে ৫,০০০ টাকার অতিরিক্ত অংশের উপরই কেবল তৃতীয় প্রকারের শতকরা হার হিসাব করিতে হইবে।"

২৭২ পৃষ্ঠার ৫ পরিচ্ছেদের ১০ ধারায় নির্দ্দিষ্ট ৩. নম্বর রিটর্ণের পাঠে হস্তদ্বারা ঐরূপ সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

৩। ১৮৮০ সালের অক্টোবর মাসের ৩ নম্বর সরকুলর অর্ডরের ৩ দফার ২ পংক্তিতে এবং ঐ সরকুলর অর্ডরে সংযুক্ত বর্ণনাপত্রের দুই আদর্শ পাঠের ৮ ঘরের শীর্ষকে "খাজানার" শব্দের পর "এবং করের" শব্দ যোগ কর।

৪। রাজানুপালিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধীয় পুস্তকেও আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। সকল মহালের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট এই আদেশ প্রেরণ করিতে হইবে।

---

১৭ নম্বর।

এরূপ অনেক স্থল বোর্ডের গোচর হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের বিধান অনুসারে কোন মহাল বা তদংশের বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইলে পর, এরূপ অবস্থায় কালেক্টর সাহেবের নিকট পাওনা বাকী বা তদংশ প্রদানের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে যে তাহাতে সম্পত্তি বিক্রয়ের দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় ইহাই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বলিয়া নিঃসন্দেহে বোধ হয় অথবা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে কালেক্টর সাহেব সম্পত্তি বিক্রয়ের দায়হইতে অব্যাহতি পাইবে কি না এবিষয়ে কোনরূপ আজ্ঞা লিপিবদ্ধ না করিয়াই কিম্বা প্রস্তাবের টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদত্ত হওয়ার পর আজ্ঞা দেওয়া যাইবে এরূপ মর্ম্মের কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই কখনং প্রস্তাবিত টাকা গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। পরিণামে অব্যাহতি দিতে অস্বীকারও করা হয়।

২। যদিও আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শেষ দিনের পর টাকা দিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে আইনমত বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না, তথাপি বোর্ড সম্পূর্ণরূপে এরূপ পদ্ধতি অবলম্বনের বিরোধী; কারণ ইহাতে যে পক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন, তাঁহার ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা।

৩। কালেক্টর সাহেবদিগকে বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ১৪ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের ৮ ধারা দেখিতে বলা যাইতেছে। উহার মর্ম্ম এই যে যদি কোন কালেক্টর কোন বাকীদারের সুবিধার জন্য বিক্রয়ের দায় হইতে সম্পত্তি অব্যাহতি দিবার অভিপ্রায় ভিন্ন টাকা দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহাহইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে টাকা দেওয়া সত্ত্বেও আইনমত কার্য্য হইতে দেওয়া হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 10, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১০ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইস্তিহার প্রভৃতি।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ৩ আষাঢ় রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মেই।

মহল নওয়াবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ / ২২৫৭৮	থানে পটীকছরি। মৌজে কাঞ্চননগর তালুক রঘু দেবা।।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৮/৮	১৪৮॥৩	৩৩৪৲	৪৯॥০	৩৮৩॥০	সম্পূর্ণ তালুকা নীলাম হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 3rd May 1884.* } C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector.*

নীলামের নোটিস।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমরারি জমা বাধা হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঙ্কনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক
দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ।/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৵৫৲ ২ দন্তী৲৪×১— আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহর নামে ৵/১৪৲৭ দন্তী ॥৶১৫৸৶১৮৸— আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৲১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯/২ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ মদরসা বনহুগলি ওগয়রহ লিখিত
মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৯৬৵/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৸৶৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে /১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯॥৶ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯৯॥/২॥ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

[Government Gazette, 10th June 1884.]

১৪৭ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ বেওতা ওগয়রহ লিখিত মালিক
• কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ৩৬৩৭।।/৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।।০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ।।০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৸১০ ।। টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৫৬।৶৪ টাকার বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিঃ পরগনে বালিয়া তরক যদুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক
আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ... ৮৭১৸৶৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে।/৬।।= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহর নামে ।।৶১৩।— আনার কাত সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ৫৮১। ১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় বাদে ১২।৶১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

8-5-84. C. C. STEVENS, *Collector.*

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

তফসীল।

তৌজির নম্বর।	খাস রেজেষ্টরির নম্বর।	ভূ রেজেষ্টরির নম্বর।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং জানুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত্।
১৯৩৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জোয়ার পং বরদাখাত হিং।।৶১৩।—ক্র স্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজনীকান্ত সেন। শ্রীমতী উমাতারা জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। শ্রীমতী উমাতারা গুপ্তা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমোহন সেন সাং দারড়া পং বরদাখাত থানে খোল্লা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২৯৩ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩৩	৭০	১৮৯	তিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত কিং ।।৶১৩।—ক্রান্তি।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং শ্রীচাইল, রামকিঙ্কর রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশিচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী শ্রীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বজ্রচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৸৩	২০৬/১০	

7-5-84. J. A. HOPKINS, *Collector.*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৫৫	চাপাহাটী পং পাণ্ডুয়া।	যদুনাথ ধল্যা দিগর ...	৪৮১৩/২	৩৫।৶০	
৫৬	ঐ ঐ	যদুনাথ ধল্যা দিগর ...	৬০৬।৴২	১১৩॥৶৩	
৫৯	ঐ মাথালডিহি পং পাণ্ডুয়া	সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	৭২২৮৶১		
		বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ।১৪৮ আনার সদর জমা এঃ	২১৪/০		
		উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী দিগর রকম ।১৪৮ আনার জমা বিঃ	২১৪/০		
			৪২৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	২৯৪৮/১	৩৶৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
৬২	ঐ রামজীবন পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ...	১৯৩৭৪৮২।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৶৫ আনার সদর জমা এঃ	২৭২৫॥/০	৯৩৯/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৬৭	ঐ গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...	২৬৯৫৮৶		
		এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মৌজায় ষোলআনা সদর জমা	৬৯২৶৯	৫৭২৶৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৭৯	ঐ সেরপুর পং বালিয়া।	সেখ কাদেরবকস দিগর ...	১০৩৯১।৶৯		
		এইমহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ॥/ আনা সদর জমা	৫৮৪৫৶৬।	২০১৩॥/৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
১১০	ঐ থানড় পং থানড়।	রাণী লালনমণি দিগর ...	১০৩৯০॥৶		
		বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্রবালা দাসী রকম ৮০ আনা সদর জমা	৭৭৯৩		
		উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আনা সদর জমা	৬৪৯।৶		
		রাজা প্রথমনাথ রায় বাহাদুর রকম ৶০ আনা সদর জমা	১৭৯৮৶০		
			৯৭৪১।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রাণী লালনমণি রকম /০ আনা সদর জমা	৬৪৯।৶	১৭১॥৶	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের চৈত্রকিস্তী কাৰ্ত্তিকের বাকী রাজস্ব আদায় না হওয়ায় সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর।	মাহালের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	তরফ কালুহা পং বারবক পুর।	কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভাবতী দাস্যা মাতা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২৯৪॥৶৭	এই মাহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যা ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ‌।।০ আনা বাদে কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ॥০ আনার কাত সদর জমা ১৬৪৭।/৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১১৬৷৵০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুহা পং বারবকপুর।	ঐ ঐ	৩২৯৪॥৶৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনা ও কৃষ্ণকিঙ্কর রায় গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ॥০ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনার কাত সদর জমা ৮২৩।৶৭ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮।৶৩ টাকা।
৩	ঐ	৩৭	তরফ গোপালপুর পং পলাশী।	রায় সেতাবচাঁদ নাহার বাহাদুর ...	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৸১১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৯	কিসমত খোজেপাকুড়হাঁস পরগনে বারবক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী রামদাস চৌধুরী অশ্বিনীকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারাধন গোস্বামী।	৭৩৯৭১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫৴১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবে।

৫	ঐ	২৩৩	তরফ পাড়ুয়িয়াড় পরগনে রাজপুর।	রাধাজীবন মুস্তফী তারামণি দস্যা লক্ষ্মী দাস ও ধর্ম্ম দাস মুস্তফী অন্নদারাণী দাসী ক্ষেত্রনাথ চন্দ্রগতি মুস্তফী ভুবনমোহিনী দাস্যা।	৬৬১৮৶১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৩৬॥৶৯ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।
৬	ঐ	২৭৩	কিস্মত পরগনে বারক সিংহ পং বারক সিংহ।	রাধাবিনদ জগন্মোহন মনমোহন বেণীমাধব হিরালাল রামনদাস মাধবচন্দ্র মতিলাল চৌধুরী হারাধন গোস্বামী কোটিশাতুমণি দেব্যা রামনৃসিংহ মুস্তফী কমলা কালাচাঁদ প্যারিমোহন রামগোপাল চৌধুরী চম্পাকলতা দেবী কৃষ্ণকিশোর গোবিন্দলাল বিষ্ণুলাল শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী হরিদাস তুলসীরাম চৌধুরী নাবালগের অভিমাতা অখিলেশ্বরী দেব্যা রাজেন্দ্রচন্দ্র সুন্দরলাল ছিদামলাল চৌধুরী জনার্দ্দন হরেরাম চৌধুরী নাবালগের অভিমাতা চন্দ্রমুখী দেব্যা ও কালীপ্রিয়া দেব্যা মনমোহিনী দেব্যা মহানন্দ বন্দোপাধ্যায় ব্রজলাল চৌধুরী গোপী সুন্দরী দেবী গোপীমোহন চৌধুরী এলোকেশী বামাসুন্দরী দেব্যা কাশিনাথ চৌধুরী রাধাবল্লভ দাস যদুনাথ বন্দোপাধ্যায় হরিলাল চট্টরাজ রাজিয়া বিবি জিয়াওর রহমান বান্দী বিবি আক্তিজান্নচ্চা বিবি গোলাপসুন্দরী দেব্যা রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী।	২১০৩।৶১	এই মাহাল মধ্যে মৌলবি জিয়াওর রহমান রাজিয়া বিবি বান্দী বিবি হিরালাল রামনদাস চৌধুরী ও রাধাবিনদ চৌধুরী ও রামনৃসিংহ মুস্তফী ও মাধবচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৶৭॥৶২॥ দীপ ৫ তিলের কাত সদরজমা ৫৫৭৶ টাকা বাদে রামগোপাল চৌধুরী দিগরের এজমালী অংশ ৮১২ গোণ্ডা ৪॥ দীপ ১৬ তিলের কাত সদরজমা ১৬১৮৶১১ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী রাজস্ব ৬৯৮৶৯ টাকা।
	ঐ	৪০৭	মৌজে রামনাথী পং ফতেসিংহ।	সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার মির ইজ্জত ন্যায়াজ গোষ্ঠবিহারী খুদিরাম হিরালাল প্রামাণিক মহারাজা জগদীন্দ্র বনওয়ারি গোবিন্দ বাহাদুর সেবাইত কিশোরী জিউ দেব ঠাকুর মির মহাবুদ নেয়াজ রাইরঙ্গিণী দাসী জাহেদা বিবি দীনবন্ধু দাস কৃষ্ণধন দাস ভবতারণ দাস রায় কৈলাসকামিনী দেব্যা চন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ নাবালগের অলি মাতা লক্ষেশ্বরী দাসী রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ম্যানেজার পক্ষে কালাচাঁদ হৃষিকেশ রামলাল রাধাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাইত ৺ গোপাল দেব ঠাকুর	৬১৭৶৬	এই মাহাল মধ্যে সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে হিরালাল প্রামাণিক দিগরের এজমালী অংশ ৶৭৫৶৮ তিলের কাত সদর জমা ১৭৩৮৶১১ টাকা নীলাম হইবেক বাকী রাজস্ব ১৯৫ পাই।

শ্রেণীর নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
৮	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৩৬	কিস্মত পরগনে সাহা-জাহাপুর পং সাহা-জাপুর।	বিপিনবিহারী নবিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর মুকুন্দলাল রামচন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনবন্ধু ললিত-মোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস মন্মথদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ন কুলদাপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মর্ম্মসখী দাস্যা কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫।৭	এই মহাল মধ্যে মর্ম্মসখী দাস্যার ও কামদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগরের এজমালী অংশ ॥/২ গোণ্ডার কাত সদর জমা ২০৯৫/১০ টাকা নীলাম হইবেক। রাজস্বর বাকী ৭২৬॥১১
৯	ঐ	৪২১	কিস্মত পরগনে সমস-খালী পরগনে সমস-খালী।	বীরচন্দ্র নদীয়াবিনদ চৌধুরী শ্যামাসুন্দরী দাস্যা সোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গদাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৬/২	এই মহাল মধ্যে গদাধর বীরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শ্যামাসুন্দরী দাস্যা দিগরের এজমালী অংশ ৮/১॥০ কাত সদর জমা ৫৫৬॥/১১ টাকা নীলাম হইবেক। রাজস্বর বাকী ।।৩ আনা।
১০	ঐ	৫০৮	ডিহি আতাই পং শেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাস্যা থাকমণি দাস্যা অলি মাতা বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রমথনাথ ঘোষ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ গোপীসুন্দরী দাস্যা।	৩৪৫২।/- ১১ পুলিস ২৬।০৮ ৩৪৭৯৭	এই মহাল মধ্যে থাকমণি দাসী দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনা বাদে চন্দ্রমহিনী দাস্যার এজমালী অংশ ।।০ আনার কাৎ সদর জমা ১৭২৬।০ টাকা ও পুলিস ১৩/৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪/০ পুলিস ... ৩।১০ ৫৭৭/১০
১১	ঐ	৫৩৩	কিং পং উজিরাবাদ পং উজিরাবাদ	ত্রৈলোক্যনাথ রায় ফটীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নফরচন্দ্র ও বিপ্রদাস পালচৌধুরী গোলাপমণি দেব্যা জগচ্চন্দ্র পাঠক লক্ষ্মীমণি দেব্যা গোকুলচন্দ্র ভেওয়ারী দ্বারিকানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩।/৬	এই মহাল মধ্যে দ্বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৮৩ দস্তুরকাত সদর জমা ৪৭।/১০ টাকা নীলাম হইবেক বাকী ২৮।৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৪০	মৌজে এনায়েতপুর পং কুলবাড়ীয়া।	তরঙ্গিনী ওরফে লুটুমনি দাসী পক্ষে ম্যানেজর কামিনী সুন্দরীদাসী কৈলাসনাথ সিংহ রায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী রঘুনাথ মুস্তফী পাতালমনি চৌধুরাণী চারুচন্দ্র বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারাধনী চৌধুরাণী মাতা অলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায়চৌধুরী নাবালগ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায়চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেমলাল।	১০৬॥৶২	এই মহাল মধ্যে হারাধনী চৌধুরাণী অভিভাবক দাশরথী সত্যচরণ রায়চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৵১ গণ্ডা বাদে চারুচন্দ্র বসু দিগের এজমালী অংশ ৸৴১৯ গোণ্ডারকাত সদর জমা ৯১৷৵৫ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ।১০ পাই।
১৩	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল	৫৫৮	চরগোঠা পং সমসখালী	বন্দবস্তদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাবালগের অলি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেব্যা রামলাল রায় সীতানাথ রায় রামেশ্বর রায়।	৭৩৭৴	রাজস্বর বাকী ১৮৬॥৶০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৪	প্রথম শ্রেণীর মহাল	২৭৪০	কিং তরফ হোসেনপুর পং আসদ নগর	লোকনাথ রায় দ্বারিকানাথ রায় ও দ্বারিকানাথ ঘোষ...	৬১৫৵৯ রোডফণ্ড ৬৵৬	১২৯০ সালের লাং অগ্রহায়ন তলবের রাজস্বর বাকী ১৫৯৲ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৯	তরফ কানাই পাড়া পং আসদ নগর	রামলাল ঘোষ ...	১৩৪৯৷৴৩	১২৯০ সালের লাং ফাল্গুনের রাজস্বর বাকী ৮১২৸৶ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 13th May 1884

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জিলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ২৩ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

তৌজি নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগরপাড়া কিসমত আগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৬৬৯।৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা অনুসারে স্বতন্ত্র হিসাবের ১ হিস্যা সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৸৴ আনা।	১৩৫৬।৶২	৩।০
২৮	পং ভিলকি কিং কেড়াগ ছি।	রাজমোহন রায়চৌধুরী	৫৮৩৻৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩৻৪	১৭৩৻১০৸
২৯	পং খলিসখালি কিং খলিসখালি	কৈলাসকামিনী দেব্যা দিগর।	৮৯৭৸১১	ঐ ...	৮৯৭৸১১	১৩০৸১১
৩৪	পং ভিলকি কিং গন্ধর্ব্বপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	১২৬৻৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম ৴১২ গণ্ডা।	১২৬৶০	৩১৷৴১
৬৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দিগর।	৫৯৯৻৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪৶১	১১৩৻৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২।৴৬।	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৴৬।	১৯০৸৶৯।
১০৮	পং বুড়ন কিং বাবুলিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	৫১১৫৻১	৩ হিস্যা মুনসী আলোবদ্দীন আহাম্মদ রকম ৴১২ গণ্ডা।	৫১১।০	৩৶৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী দিগর।	২৫২১।৷৴১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী রকম।৮৸১ দস্তি।	৫৮৯।৴৮	১।৴৩
১২৫	পং বুড়ন কিং বৈকারি।	থাকমণি চৌধুরাণী দিগর	৭১২।৶১১৸	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।৶১১৸	৬১।৶৭৸
১১৭	পং ভালুকা কিং ভালুকা।	রাজকুমার ঘোষ দিগর...	১৪৭৪৩৸৶৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ৻১৮৸৴১১।৴১৫	৮৫৩।৴৮	২৫৸৴৭৷৷
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫৯ সালে ১১ আইনের ১০ ধারানুযায়ী স্বতন্ত্র হিসাবের ২১ হিস্যা রকম ।৶১৯তিল কৈলাসচন্দ্র সরকার দিগর।	২০১৭	৭৵৮
১৩৭	পং বুড়ন কিং ভাইড়িয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০৩২২।৬	১ হিস্যা নং ।৵ আনা।	১০১১১৴৯	৶৫৸
১১৯	পং মলই কিং মলই।	পার্ব্বতীনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	২২৯৭২।৴১১।	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	২২৯৭৶৬	৮৭৬৸৶৪
১৫৯	পং সর্পরাজপুর কিং রামভাঙ্গা।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪৯৸৴৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার নং ।৵ আনা।	১৩৭।৶৫	৬১৴০৷৷
১৬৬	পং সুন্দরবন কিং ১৬৫ নং লাট আমুনি রমজাননগর।	জহিরদ্দি সরদার দিগর	১৮৮৪৲	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪৲	১৪০০৻৩
১৯১	পং মলই কিং হাজরাকাঠি।	পার্ব্বতীনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	৮৯০৶১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাং সাতক্ষিরা।	৮৯৻৪	৩২৶০৷৷

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,
The 6th May 1884.

F. H. BARROW,
Offg. Collector.

[*Government Gazette*, 10*th June* 1884.]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮। ৭ আইনমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগায়েদ ২৮ মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪। ২১ জুলাই মোং ১২৯১। শ্রাবণ সোমবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
১২ নং	পং আটীয়া জমিদারি হিস্যা /০ আনা ১৮৫৯। ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	২৮৭/৪	০	০
ঐ	ঐ ১৮৫৯। ১১ আইনের ১০ ধারামতে উক্ত /০ আনা মধ্যে হিস্যা ৵৭ গণ্ডা।	হরিচরণ মজুমদার ...	২৪৫৸৶৯	০	০
ঐ	ঐ ঐ হিস্যা ১৮ কড়া ...	নবাবআলি চৌধুরী গয়রহ	৬১।৶৮	০	০
ঐ	ঐ ঐ উক্ত /০ আনা জমিদারি ষোল আনা রকমে হিস্যা ৶৭। গণ্ডা।	গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১৪৮।৩	১২৫৻৬	খারিজ হিস্যা নিলাম হইবেক।
২৬ নং	পং বড়বাজু জমিদারি হিস্যা ।৶০ আনা ষোল আনা রকমে ১৮৫৯। ১১ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া হিস্যা বাদে এজমালি হিস্যা ।৶০।৪ দীপ।	সৈয়দ হাসমজান গয়রহ ..	৪৪৬৯/০	৭০৫৲	এজমালিহিস্যা নিলাম হইবেক।
ঐ	ঐ হিস্যা ১৮।১ দীপ ...	মেঃ কেত্রভ সাহেব ..	৫৬৩/০	০	০
ঐ	ঐ হিস্যা ।৶০ গণ্ডা ...	খাজে এনায়েত উল্লা চৌধুরী	৩২৪১।০	১৫৩৵	খারিজ হিস্যা নিলাম হইবেক।
ঐ	ঐ হিস্যা /৮।।২ দীপ ..	করিমন্নেছা চৌধুরাণী ...	৮৭১৸০	০	০

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
৫২২৮	পং পুখরিয়া চর আরজছাটী ও মেটা গয়রহ।	হেমচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ ...	৯০৫/০ উরেষন ৯/০	১০১।২ ফুয়েষন ৩৶০	মোট মহাল নিলাম হইবেক।

The 30th May 1884.

E. G. GLAZIER,
Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

জিলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমাধার্য্য হওয়া মহাল।

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১৩০ নং	মৌজে চারখণ্ডা গয়রহ পরগনে ফিলাতবাড়ী।	কাত্যায়নী দেব্যা জয়কিশোর চৌধুরীপ্রভৃতি।	১৬৯১৮৬৮	৯৯৯৮১	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	মৌজে দৌলতপুর গয়রহ পরগনে রাজনগর।	তারকনাথ চৌধুরী, জয়েশ্বরী চৌধুরাণী অর্চ পক্ষে মোহনলাল চৌধুরীপ্রভৃতি।	৪৬১০৷৷১	৪৮০৷৷৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৶০ আনা অংশ যাহার ৫৮২৷৷৵০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮৶০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৮৶১ পাই সদর জমা হয় ঐ একমালী অংশ বাকী পড়ায় তাহাই নীলাম হইবেক।
২৬৩ নং	মৌজে গোবিন্দপুর গয়রহ পরগনে ঘোড়াঘাট।	দীননাথ মজুমদার ও গোলোকনাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯১৷৷৶৩	২৫১৷৭	মৌজে কেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকনাথ মজুমদারের ৴৪= ক্রান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৶৫ পাই সদর জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৴১	ঐ মত দীননাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকায় ৴৪= ক্রান্তি অংশের ৫১৩৶৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৷৩	ঐ মত কালীসুন্দরী দেব্যার ৴৪= ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হইয়া ৫১৩৶৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
৩০৬ নং	মৌজে দাউদপুর গয়রহ পরগনে নীলাতবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রাজকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৫৮০৴১৷৷	১৫৭৯	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজে নারিকেলপুর গয়রহ পরগনে সন্তোষ	ভাগিরথী চৌধুরাণী	৬৬৯৷৶১	৪৬৮৯	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,
The 6th May 1884.

A. C. TUTE,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

ঐ	...	৯৮ নং	পং কাপাসডাঙ্গা।	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তি বাহাদুর সাং হেতমপুর ও কামনাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেবী সাং সিহুড়ি ও মহেন্দ্রনারায়ন রায় সাং বাজিতপুর ও যোগেন্দ্রনারায়ন রায় সাং ঐ ও মধুসূদন চৌধুরি সাং গণপুর ও নাবালগ সর্ব্বেশ্বর চৌধুরীর অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নাবালগ কেদারচন্দ্র চৌধুরির অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নবদ্বীপচন্দ্র চৌধুরী ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী ও উদয়চন্দ্র চৌধুরী শ্রীরতি দাস্যা মোল্লানী সাং ঐ লালা বিশ্বেশ্বর প্রসাদ ও গৌরী প্রসাদ সাং তিনপাড়া ও রাইচরণ চৌধুরী ও মহতাপচন্দ্র চৌধুরী তেজচন্দ্র চৌধুরী ও খেলতচন্দ্র চৌধুরী ও দীনবন্ধু মণ্ডল নবীনচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর।	বাদ পৃথক হিসাব ১২১ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ... ৮০॥৶ ২২৯ নং কামনাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেব্যা ২৯০।৶১॥	২২১৫॥৴ ৮০॥৶ ২৯০।৶১॥ ৩৭৭।৶১০॥	৩৫৴৯	এজমালি সদর জমা ১৮৩১।৶০ ১০॥ টাকা নীলাম হইবে।
ঐ	...	১০১নং	পং আকবরসাহি হেজরা	তেজচন্দ্র চৌধুরি সাং গণপুর রাইচরণ চৌধুরী সাং ঐ গৌরচাঁদ চৌধুরি সাং ঐ উদয়চাঁদ চৌধুরী সাং ঐ প্রমথনাথ ঘোষ ও ভোলানাথ ঘোষ সাং দামিনেশ্বর মহতাপচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর ও পাঁচুমণি দাস্যা সাং সাহেশ্বর ও মৃত প্রিয়নাথ ঘোষের একজিকিউটর ভোলানাথ ঘোষ ও প্রমথনাথ ঘোষ সাং ঐ।		১১৫৯৶	৯৩৮/৪	ষোল আনা মহাল নীলাম হইবে।
ঐ	...	১০৩নং	পং খটঙ্গাখন্যা	রাজেন্দ্রচন্দ্র ধর ও নিমাইচন্দ্র ধর সাং কড়িধ্যা ও ভৈরব মাড়ওয়ারি সাং সিউড়ি ও গঙ্গানারায়ণ সেন ও গণেশচন্দ্র সেন ও ধর্ম্মসাথী দাস্যা ও দামোদাসুন্দরী দাসী ও দীনবন্ধু সেন সাং কড়িধ্যা ও দোলগোবিন্দ ধর সাং ঐ গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কুণ্ডল ও মাধবচন্দ্র মিস্ত্রি সাং সেহড়া।		১১৮৩৴০	৴০	
ঐ	...	১১৬নং	পং খটঙ্গা রুহিলা	কৈলাসচন্দ্র সরকার সাং গণপুর মহেশচন্দ্র সরকার ও কুলদাপ্রসাদ সরকার ও মাতঙ্গিনী দাস্যা ও কৃষ্ণলাল সরকার অখিলচন্দ্র সরকার সাং গণপুর ও রামলাল ঘোষাল ও শ্যামলাল ঘোষাল সাং ভেজেনা।		২২৭৪৲	১০৶৬	ষোল আনা মহাল নীলাম হইবে।
ঐ	...	২১৭নং পং কন্দেপুর সামিল হেতিয়া।	হেতিয়া ...	গিরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং চহটা ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং ঐ মৃন্ময়ী দেবী সাং কুরুমনাহা চন্দ্রশিখর বন্দোপাধ্যায় সাং লাভপুর উমেশচন্দ্র রায় ওরফে বঙ্কবিহারী রায় সাং হেতিয়া মধুসূদন রায়চৌধুরী ও অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী সাং ঐ হরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং চহটা বিধুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ঐ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং হেতিয়া কেদারেশ্বর রায়চৌধুরী সাং ঐ স্বর্ণময়ী দেবী সাং লাভপুর ও নিলরতন রায়চৌধুরী সাং হেতিয়া ও যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাং লাভপুর কেদারেশ্বর চৌধুরী ও গিরিবালা দেব্যা নাবালিকা অলি মাতা সুকুমারি দেব্যা।		৫৮০।৴	২৩৮৯	
ঐ	...	২০৪নং	পং খটঙ্গা সামিল আমরাপালন।	ভগবানচন্দ্র সেন সাং কড়িধ্যা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সাং জীবধরপুর ও মানকুমারি দাসী সাং কড়িধ্যা সেখ জালাউদ্দিন মহম্মদ সাং কাসিজাড়া।	বাদ পৃথক হিসাব সেখ জেলালউদ্দিন মহম্মদ ... ৩১৭ বাকে ... ৫৪৬৮৶	৫৭৭৮৶ ৩১৭ ৫৪৬৮৶	৶০	এজমালি সদর জমা ৫৪৬৮৶ টাকা নীলাম হইবেক।

BEERBHOOM COLLECTORATE }
The 17th May 1884. }

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালাতের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বেরন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরীর কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে।—

তৌজি নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা	বাকী।	মন্তব্য।
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইশফশাহী	মনমোহিনী দেব্যা ও কালিশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতি	২৭২০।/০ পুঃ ৩৩/০	/৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মনমোহিনী দেব্যার ২৫৫/০ পুঃ ৩৶০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৬	ঐ	ঐ	ঐ	২০০॥৶০ পুঃ ২৲	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতির ৩৩১॥৵০ পুঃ ৩৸৶০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৬৪৸০ পুঃ ১১৸০	৩১॥৶৬ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারী গুহ প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৸/০ আনা এজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিঃ ধুবিল পঃ কাটারমহাল	রহিমদ্দীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১৶০	২১॥০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
২৮৫	কিং জাবড়কোল পঃ সোণাবাজু	কালীনারায়ণ চৌধুরী নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতি	৭৯৫৬৲ পুঃ ৮০॥৶০	৪৸৶০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।৴ পুঃ ॥৶০ আনা জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	ঐ	ঐ	ঐ	১৫৸৵০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতির ১৫৪৪৸/০ আনা পুঃ ১৫।০ আনা এজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

[*Government Gazette*, 10*th June* 1884.]

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মাহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর তৌজি।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	তরফ অযোধ্যারাম ...	৭২৩৮/০	১৶০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল	৬৪৩৶/৭	১৩২৶০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	তরফ জানকী রামকাং	৮৪৯৷৶৯	১৫৮৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৫নং রামচন্দ্র রায় প্রভৃতির অংশের মঃ ১২৭॥৶৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	তরফ তুলসীরাম, ফতেয়াবাদ।	৮১৯৭	১৯৬৷০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	তরফ মৌজে হরিনা বাং তং মজত রাম হাজারি।	৬৯২৮/০	১৮৭৮৪	ঐ ঐ
২৫০	১২৪১	তরফ ইমাম বক্স ...	৬৯৭৷/৪	১৫০॥/৪	ঐ ঐ
৩১৭	১৮৯৪	তরফ মাগন ঘনেশ্যাম।	৫৬০৷/০	২৭	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং মমজুর বিবির ১৩৫৷০ আনা জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবেক।
৫৩৩	২৫১২	তরফ রামভদ্রকাং ...	৯১৮৮৶৭	১৬৩৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীতাম্বর কাং ৪৪৮৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	তরফ রামকিশোর কাং।	৮১৯/৭	১৩৭২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩৷/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭৩	২৯৩৩	তরফ সাধুরাম কাং	৮২৬৮৶৩	১২॥/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫৷৶১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬০৮	৩১২৫	তরফ শ্রীমন্তরাম কাং	১৭৩৭৸০	১১/৫	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আবদুল্লা খাঁর ৭৮৯৶/৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬৩৫	৫৮৮০	তরফ ওবেদল্যা সেখ মাহাং ওছি সেখ মাহাং আলী।	৬৭৮৷৶০	/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

জিলা রাজশাহি।—বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা রাজশাহির মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য পাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১৪ আষাঢ় শুক্রবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধর যাইবে।

তফসীল

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
১৮১	ডিহি দাকনা মৌজে বেড়াবাড়ি পং খাঁদালপুর।	চন্দ্রমণি বাই অলি অছি পক্ষে গোলাবলাল সিংহ রায় নাবালগ, মেঃ এ গেনওয়াইন সাহেব, গিরিশচন্দ্র দত্ত, প্রতিমাসুন্দরী দাসী, শ্যামাসুন্দরী বাই।	খাজানা ৪৩৭৩৮/ পুলিস ৩০।৶০ ৪৪০৪৶০	৭৭৬৮৶০ ৩৸৶০	মায় পুলিস ৪৪০৪৶০ আনা সদর জমার তায়দাত লেখা যায় তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ গিরিশচন্দ্র দত্ত খাজানা ৫৮১।০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫।/০ আনা বিশেষ নং ২ প্রতিমাসুন্দরী দাসী খাজানা ৫৮১।০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫।/ আনা বিশেষ নং ৩ মেঃ এ গেনওয়াইন সাহেব খাজানা ১২০৪।০ আনা পুলিস ৮।৶ আনা একুনে ১২১৩।৶ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ২০০৭/ আনা পুলিস ১৩৸৶ আনা একুনে ২০২০৸৶০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।
২০৭	কিং পং তাহেরপুর	কুমার শশীশেখরেশ্বর রায়, তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর রায়।	৩১৫১১৸০	১০১৫।৶	মোট সদর জমা ৩১৫১১৸০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় ১৫৭০৫ ৷৷/ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ সদর জমা ১৫৭০৫৷৷/ আনা বস্তু নীলাম হইবেক।
২২৮	ডিহি বাসুদেবপাড়া পং তেগাছি।	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর রায়।	খাজানা ১৮১০৭ পুলিস ১৮৶০	১।০ ০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১৮২৮৶ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় খাজানা ৯০৫৭ টাকা পুলিস ৯/০ আনা একুনে ৯১৪/০ আনা ১৮১৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ৯০৫৭ টাকা পুলিস ৯/০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।

২৫৫	ব্রহ্মাজনপাড়া পং তেগাছি।	রাধাকান্ত তরফদার, মধুসূদন ভৌমিক, রাধাসুন্দরী ভুবনমোহিনী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, রামকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, লক্ষ্মণচন্দ্র তরফদার, রামলাল তরফদার, দীনবন্ধু সান্যাল, রোহিণীকান্ত তরফদার, রতিকান্ত তরফদার কার্য্যাধ্যক্ষপক্ষে বিপীনবিহারি ,তরফদার, নাবালগ শ্যামচাঁদ সাহা।	৮৫৪৬/	৭১।।০	মোট সদর জমা ৮৫৪৬/০ আনা তন্মধ্যে ০বিশেষ নং ১ মধুসূদন ভৌমিক সদর জমা ১১০১/০ আনা বিশেষ নং ২ রাধাকান্ত তরফদার ৮০৶ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ ৬১৪।৵০ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।
২৫৭	ডিহি ছাতনি পং গোবিন্দপুর।	গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ সুকল, দুর্গাসুন্দরী দেব্যা বক্তেশ্বরী দেব্যা, ভবসুন্দরী দাস্যা অলি অধ্যক্ষপক্ষে অক্ষয়চন্দ্র ও সতীশচন্দ্র সিংহ নাবালগান, মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা, ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমনি দেব্যা, মুক্তকেশী দেব্যা, শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা, সৌদামিনী দেব্যা, ৺ রাধা রতনবিহারী ঠাকুরের সেবাইত গিরিধর দোবে স্বয়ং ও অধ্যক্ষ পক্ষে তোতারাম দোবে, মির মোসাহেবআলি স্বয়ং ও অলিপক্ষে এমদাদআলি ওরফে রমজান, জীবন্নেছা ওরফে ছোরমন্নেছা বিবি, তফজ্জলআলি, তমজউদ্দীন, তরিফুল্লা বিশ্বাস, গরিবহোসন চৌধুরী শাজাদন্নেছা চৌধুরাণী, হবিবন্নেছা খাতুন স্বয়ং ও অলিপক্ষে খোন্দকার ছএদুদ্দীন মাহাম্মদ ও আলফন্নেছা, খাতুন ও মজিদন্নেছা খাতুন, উম্মেদন্নেছা খাতুন নাবালগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেবকুমারী দাস্যা, হরমনি দাস্যা, দক্ষিণাকুমারী দাস্যা সোমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার।	খাজানা ৫৭৬০/ পুলিস ৫৮৭ ৫৮০৮/০	১০২৮/০ ৭৲	মোট সদর জমা মায় পুলিস ৫৮০৮/০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা সদর জমা খাজানা ৭৩৭।৵০ আনা পুলিস ৬৵০ আনা একুনে ৭৪৩।৵০ আনা বিশেষ নং ২ মির মোসাহেবআলি স্বয়ং অলিঅধ্যক্ষপক্ষে মির এমদাদআলি ওরফে রমজান নাবালগ, জীবন্নেছা ওরফে ছোরমন্নেছা নাবালীকা, তফজুলআলি তমিজউদ্দীন তরিফুল্লা বিশ্বাস গরিবহোসেন চৌধুরী ছাজদন্নেছা চৌধুরাণী ব্রজমণি দাস্যা হরমনি দাস্যা দক্ষিণাকুমারী দাস্যা সোমেশ্বর সিকদার বিশ্বেশ্বর সিকদার দেবকুমারী দাস্যা অলিঅধ্যক্ষ পক্ষে অবিনাশ সিকদার, শ্যামাচরণ সিকদার শ্রীনাথ সিকদার খাজনা ৬২৩৶০ আনা পুলিস ৫।৴ আনা একুনে ৬২৯৶ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ সুকল খাজানা ১৫৯৮৭ টাকা পুলিস ১৩।/০ আনা একুনে ১৬১১।/ আনা বিশেষ নং ৪ সারদাপ্রসাদ সুকল খাজানা ১০৬৫।০ আনা পুলিস ৮৸৶ আনা একুনে ১০৭৪৩/০ আনা বিশেষ নং ৫ বক্তেশ্বরী দেব্যা খাজানা ৫৩২।।৶ আনা পুলিস ৪।৴ আনা একুনে ৫৩৭/০ আনা বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা খাজানা ১৬২।/আনা পুলিস ১৮/ আনা একুনে ১৬৪৶/০ আনা বিশেষ ৭ নং ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমনি দেব্যা খাজানা ১৪।৵০ আনা পুলিস ৵০ আনা একুনে ১৪।।০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ২৯৬/০ আনা পুলিস ৮ টাকা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে তারিখের জমা নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
২৬৭	কিং পং দীঘা ...	কালীচন্দ্র তালুকদার, তারণকৃষ্ণ চৌধুরী, কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী, নাবালগ সৈয়দ আবদুল জেলানের মেনেজর বীরেশ্বর সেন, নাবালগ রাখালচাঁদ ডুগড়ের অলি করমচাঁদ বাবু।	খাজানা ৪৪৭২।০ পুলিস ১১৭ ৪৪৮৪।/০	১০০॥৶০ ।৶০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ৪৪৮৪।/০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ ডুগড় অলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ ডুগড় খাজানা ৫২১।/০ আনা পুলিস ১।৵০ আনা একুনে ৫২২৸/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাই নীলাম হইবেক।
২৬৯	ডিহি বেহঘরিয়া পং দীঘা।	কুমার শশিশিখরেশ্বর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজরপক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কুমার কাশীশ্বর রায় নাবালগ, কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী, ঈশানচন্দ্র, জানকীকান্ত মৈত্র, ঈশ্বরচন্দ্র মৈত্র, মহিমসুন্দরী দেব্যা, ঠাকুরদাস মৈত্র, ভিক্ষাকর ওরফে রামচরণ মৈত্র, চন্দ্রমণি দেব্যা শ্যামাচরণ, বসন্তকুমার, দুর্গাকান্ত, রমাকান্ত মৈত্র, রাসবিহারি, বিপিনবিহারি, পরেশনারায়ণ চৌধুরী, কমলমণি দেব্যা, রাধাসুন্দরী, ভুবনময়ী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ রায়, রামজয়, রামলাল, রোহিণীকান্ত তরফদার, রজনীকান্ত তরফদার, অলি পক্ষে বিপিনবিহারি তরফদার, দক্ষিণাসুন্দরী দেব্যা নাবালগ ও অলিপক্ষে প্যারীচরণ মজুমদার নাবালগ, জ্ঞানদা, অবনিকুমার চৌধুরী অলি সুখদাপ্রসাদ ও দুর্গাকান্ত সেন, সহচরী দেবী, ভগবতী চৌধুরাণী, মনমোহিনী গুপ্তা।	১০৮২৸৶০	৩২।৶০	মোট সদর জমা ১০৮২৸৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ দক্ষিণাসুন্দরী দেব্যা সদর জমা ২২০॥/০ আনা বিশেষ নং ২ কুমার শশিশিখরেশ্বর রায় ১০১৮৶ ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে বিশেষ নং ৩ মনমোহিনী গুপ্তা চৌধুরাণী বাদরে সতীশচন্দ্র চৌধুরী নাবালগ সদর জমা ৪২/০ আনা হিসাব পৃথক করা অংশ ও এজমালী অংশ সদর জমা ৬৮৫৸৵০ আনা বজ্র নীলাম হইবেক।
২৭৪	মৌজে সিংজমারী ওগয়রহ পং বোনগাও খালসা।	ভগবতীচরণ বাবু, নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাতা ও অলি শ্যামাসুন্দরী দাস্যা, চন্দ্রকামিনী চৌধুরাণী, আনন্দমোহন মৈত্র।	খাজানা ১০৩৩॥০ পুলিস ১১৵০ ১০৪৪৸০	২৫২৵০ ॥৵০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১০৪৪৸০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ শ্যামাসুন্দরী দাস্যা অলি অছি পক্ষে রাখালচরণ মণ্ডল খাজানা ২৫৮।/০ আনা পুলিস ২৮৵০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহা ও এজমালী অংশ খাজানা ৭৭৫৶০ আনা পুলিস ৮৸৵০ আনা সমস্তই নীলাম হইবেক।

২৯৬	কিং পং বোনগাঁও জায়গীর।	সৈয়দা বিবি, নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাতা ও অলি শ্যামাসুন্দরী দাসী, দীনবন্ধু সান্যাল, আনন্দমোহন মৈত্র কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী, নাবালগ আবদুল হেলামের মেনেজর বীরেশ্বর সেন, করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় নাবালগ	খাজানা ১১৩১৸৵০ পুলিস ১১।৵০ ১১৪৬৷০	১১২১৷৵০ ৭।৶০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১১৪৬৷০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী খাজানা ১২৬৯৷৵৹ আনা পুলিস ১১।৶ আনা একুনে ১২৭৪৷০ বিশেষ নং ২ কৈলাসেশ্বরী চৌধুরাণী খাজানা ১২৬১৷৵০ আনা পুলিস ১২৷৶০ আনা একুনে ১২৭৪৷০ আনা বিশেষ নং ৩ বীরেশ্বর সেন মেনেজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল হেলাম খাজানা ৪৩৮৫৸৵০ পুলিস ৪৪৵০ আনা একুনে ৪৪৩০৲ টাকা বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র ও দীনবন্ধু সান্যাল খাজানা ১৫১২৸৶৹ পুলিস ১৫৷০ আনা একুনে ১৫২৮৶০ আনা ১৮১৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় খাজানা ১৩২৩৷৶০ আনা পুলিস ১৩৷৵০ আনা একুনে ১৩৩৭৲ টাকা ১৮১৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহা ও এজমালী অংশ খাজানা ১৬০৮৷০ আনা পুলিস ১৬৵০ আনা একুনে ১৬২৪৷৵ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।
৩৬৩	তরফ মহিষ কুণ্ডী পং চান্দনাই।	হেফাজতুল্লা চৌধুরী, হেরাইতুল্লা চৌধুরী, কেফায়তুল্লা চৌধুরী, বিবি উলফৎকাতেমা, সৈয়দ মশারফ হোসেন, সৈয়দ আতাহর হোসেন বিবি, আমেনজান্নেসা বিবি, অজিমত-রেছা বিবি, অছিফতন্নেছার অছি সৈয়দ সাহা আবদুল্লা।	৭১৯২৸৵০	৪৭।০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
৩৭৮	কিং পং হুজুরাপুর	মেং এগেন ওয়াইস, সাহেব, শ্যামাসুন্দরী বাই, চন্দ্রমণি বাই, অছিপক্ষে গোলাবলাল হিংহ রায়।	১৬২৯৸৵০	৪৭১৷০	মোট সদর জমা ১৬২৯৸৵০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মেং এগেন, ওয়াইস, সাহেব সদর জমা ৬১১৶০ আনা ১৮১৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে এজমালী অংশ নীলাম হইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
৪২২	সিজড়দহ তপে চাপীলা।	নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেনেজরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রাকুমারী, ৺ মদনমোহন ঠাকুর ও বাঁকা-বিহারীলাল ঠাকুরের সেবাইত মহন্ত কৃষ্ণানন্দ রাম গোস্বামী।	খাজানা ১৬৩২।০ পুলিস ৫।৴০ ——— ১৬৩৭।।৴০	৩৻৬ ০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১৬৩৭।।৴০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেনেজরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রা কুমারী খাজানা ৮১৬৸০ আনা পুলিস ২।।৶০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে এজমালী অংশ খাজানা ৮১৬৸০ আনা পুলিস ২।।৵০ আনা একুনে ৮১৮৶০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।
৪৭৬	তরফ দক্ষিণ জোয়ার	নাবলগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি যেহ কুমারী দাসী, হরিমণি, দক্ষিণাকুমারী দাসী, সোমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার, গরিবুল্লা ওরফে গরিব হোসেন চৌধুরী, সাজানেছা চৌধুরাণী, আতাহার-নেছা খাতুন, মহেশচন্দ্র ভৌমীক, ঈশানচন্দ্র, রামনর সিংহ ঘোষ, মাহাম্মদ মেজামল আলম, তমিজউদ্দীন মিঞা, মির-মোনাহের আলি স্বয়ং অলিপক্ষে এমদাদআলি জীবনেছা, হবিবনেছা স্বয়ং মাতা ও অলিপক্ষে সৈয়দ সৈয়দ-দ্দীন, উলফনেছা, মজিদনেছা, ওমেদনেছা	২৭৮৭৲	৫২৯৷৶৬	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

E. H. RUDDOCK,
Collector.

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পাব্লিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
৬/১৮২৩	থানে সাতকানিয়া মৌজে নাকোরা মহল নয়াবাদ। হাল তালুক রাজকুমার রায় পিং বিশ্বম্ভর রায় ও শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী আং নবকুমার রায় সাং পারকোরা।	খোদছায় ...	১০১৭৸০	৪৪৷৷৬	১২৯০ বাং	১১৯৲	০	১১৯৲	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
২০/৪২০	থানে ঐ মৌজে চাম্বল মহল নয়াবাদ। তালুক শ্রীমতী তাজমেছা চৌধুরাণী।	ফয়েজ আবরক পিং আকবর আলি মুনসী ও আমিদল আলম পিং মৌলবী আরজুল অনু- সাং কালীপুর।	১১৯১৷১০	১৭৬৸৬	"	২২৪৲	২২৶৯	২৪৬৶৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 23rd May 1884.* }

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector.*

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকের ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পাব্লিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
১১০/১৮৩০	থানে সাতকানিয়া মৌজে গণ্ডামারা মহল নওয়াবাদ। হাল তালুক কৃষ্ণদাস বড়ুয়া পিং গোপালদাস বড়ুয়া সাং খিলগাঁও।	খোদ	৬১৪৷৴০	২৬৸৶	১২৯০ বাং	১৮৫৲	৮৷৯	১৯৩৷৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 23rd May 1884.* }

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector.*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

২৭৪	শ্রীপগড় ...	শ্রীপদগড় ...	কালিদাস দে ম্যানেজার জাং মন্মথনাথ ও গিরিজানাথ সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী নাবালক ও মহেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ পার্ব্বতীনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও ভবতারিণী দেবী ও ঈশ্বরচন্দ্র বসু।	২৮১৬।/৮	৪ হিস্যা—মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	২৮১।।৮২	১০৩৮৫
৪৮১৯	বাঁশবাড়িয়া ...	মুলঘড় ...	গোলোকনাথ রায় চৌধুরী, জ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কালিদাস দে ম্যানেজার জাং মন্মথনাথ, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ভবতারিণী দেবী ও নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	৩৫৪১৮৶২	১ হিস্যা—গোলোকনাথ রায় চৌধুরী ও জ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।	৭০৯।৶০।।	১৭৯।৶৬।।
					৪ হিস্যা—মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সমেত পুলিস।	৩৫৪।।৶০	৮৯।।৶৯৮
৪৮২১	কানাইবিল ডিহি।	মূলঘর ...	ব্রজলাল পাল চৌধুরী, রামধন বিশ্বাস, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় দিং ছবির জোয়ান, আনন্দচন্দ্র প্রামাণিক কুমুদিনী দেবী।	৫২২৪৲৪	২ হিস্যা—ব্রজলাল পাল চৌধুরী সমেত পুলিস।	৫৭৪।।৶৬	১৪৫৶৬
৪৮২২	রঘুনাথপুর তরফ।	ঐ ...	গোলোকনাথ রায় চৌধুরী ও জ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কালিদাস দেব ম্যানেজার জাং মন্মথনাথ, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ, ও ভবতারিণী দেবী ও নরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	১১৮৯৸৶	১ হিস্যা—গোলোকনাথ রায় চৌধুরী, জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	২৭৭৸৶৯।।	৫৭।৶৮৸
					৪ হিস্যা—মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সমেত পুলিস।	১১৮৮৶১১	২৮।।৶১১
৫০৭৩	ভবানীপুর ...	কাথুনিয়া পঃ বালিয়া।	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিগর ...	৬২২১৲৭	১ হিস্যা—ব্রজনাথ পালচৌধুরী দিগর।	৩১১০।৶৩।।	৪৮১
৫০৮৮	জয়পুর আট আনি।	জয়পুর ...	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিগর ...	৭৫৯০।৶৭	২ হিস্যা—দেবনাথ রায় চৌধুরী সমেত পুলিস।	৭৪৯৭৯	২৪।।৶৫
৫০১৫	গঙ্গাদাসপুর ...	উখড়া ...	রামেশ্বর নাথ দিগর ...	৫১১৯৲৭	১ হিস্যা—দেবীপ্রসাদ রাধানাথ চৌধুরী।	২১২০৶০	৩।/৩
					৫ হিস্যা—হরিলাল সাহা ...	১২৫।।/৭	।।৶১১

The 29th May 1884.

E. J. Barton,
Collector.

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮০ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২২ জুলাই মোঃ ১২৯১ সনের ৮ শ্রাবণ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৬ মে।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী	১৪১৬	বাঞ্ছারাম বসু তাং হিং ।/০ আনী	কামিনীমোহন চক্রবর্ত্তী রায় চৌধুরী হিঃ ৵১৩	১৫৫০।/৩ মিনাহ অপর হিসাব পৃথক অংশের জমা— ১২০৩৸/১০ / ২৩৬।৶৫	।৶৯।	এই হিসাব পৃথক হওয়া ৵১৩ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	১৪০৭	জীবনকৃষ্ণ সেন ও হরেকৃষ্ণ সেন ও কমলকৃষ্ণ সেন ও গোবিন্দদেব রায় ও প্রাণমাণিক্যচন্দ্র রায় ও দর্প নারায়ন ও মৃত্যুঞ্জয় মুখর্য্যা তালুক।	হিং ৸৪ =১। তিল উমাচরণ ভট্টাচার্য্য গয়রহ	২২২৫৷৷/৫৷৷ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা— ৫৪৩৸/২ / ১৭৫১৷৶৩৷৷	১৩১।৫।।	এই এজমালি৸৪=১। তিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	১৭২৮	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী তালুক।	হিং ৸৶০ আনী বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী গয়রহ	১০৫৬। ৶৮ মিনহ হিসাব পৃথক অংশের জমা ১৩৩।/৪ / [illegible]	১৩।।/২	এই এজমালী ৸৶০ আনী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	২১৫৮	[illegible] হিং [illegible] আনী	হিং [illegible] এজমালী [illegible] [illegible] চৌধুরাণী গয়রহ।	১১০২৷৵১০ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা [illegible] / [illegible]	১।৶১	এই এজমালী [illegible] অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৪০২	[illegible] তালুক।	[illegible] রায় চৌধুরী গয়রহ।	১০৩।/২।।	১০।৷৶০।।	ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৮২৪৬	পাথর ঘাটা হইতে রম-জানপুরচর	চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী গয়রহ ...	৪২১৪৲	২৪০০৲	এই মহাল মালিক সঙ্গে মালিকানা মিনাহ পরিয়া মালিক স্বত্বে মাফি বন্দোবস্ত হওয়াতে মহাল মজকুরে বন্দোবস্ত গৃহীতাগণের যে স্বত্ব ও লভ্য আছে তাহা নিলাম হইবেক ইতি।
প্রথম শ্রেণী	৪৬৭৩	কল্যাণ কলস জোয়ার ময়না-দ্বীপ।	হিং ।।০ আনী কল্যাণশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গয়রহ।	৬১৬।৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক চতুর্থ অংশের জমা ৩০ ৶১১ / ৩০৮।/১১	২২২৪৷৵১০	এই ।।০ আট আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

[Government Gazette, 10th June 1884.]

মহালের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫০০৭ নং মধ্যে ১ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১ নং হাওলা	ছমের ...	৮৬২৲	৬৪৬৲	এই মেয়াদি হাওলা নিলাম হইবেক।
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৩ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৩ নং হাওলা	কেতাব্দি হাওলাদার গয়রহ ...	১১৪২৲	৮৫০৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৪ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৪ নং হাওলা	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় গয়রহ।	৮৫৬৲	৬৪২৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৮ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৮ নং হাওলা	আমান হাওলাদার গয়রহ ...	৮৬১৲	৬৪৫৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১২নং	চক চলুয়া মধ্যে ১২ নং হাওলা	রহিমদ্দী হাওলাদার গয়রহ ...	৮৯৯৲	৬৭২৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৪নং	চক চলুয়া মধ্যে ১৪ নং হাওলা	আমান হাওলাদার গয়রহ ...	১০৪১৲	৯০৭।/৬	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৯নং	চক চলুয়া মধ্যে ১৯নং হাওলা	নেতাব্দী হাওলাদার গয়রহ ...	৩০৯৲	২০০৲	ঐ

R. C. DUTT,
Offg. Collector.

জিলা বৰ্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

১৯ নং তৌজীভুক্ত মহাল গিধগ্রাম পরগনে আর্সা ডিঃ মঙ্গলকোট পুর্ব্বস্থলী আউসগ্রাম, কাটোয়া মন্তেশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরন বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ী দেবী জওজে মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মণিমোহন, মনজমোহন, সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরসুন্দরী দেব্যা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীরামপুর।

সদর জমা ৭৩১১।।/৬।।০ টাকা বাকী ১১১।৶০।। টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭৶৫ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিমাতা শ্রীমতী হরসুন্দরী দেব্যা ১২১৮।।/৭ টাকা।

৬১ নং তৌজীভুক্ত মহাল পলশনা দিগর পরগনে ধেওয়া ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও নাবালগ মনীন্দ্রনারায়ন চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আত্মপক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ চন্দ্র সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকচাঁদ গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশনপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র শ্রীহরিহরচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা শ্রীমত্যা ভবতারিণী দাস্যা সাঃ শ্রীপাটী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাং ঐ।

সদর জমা ৭৪০০।৵১১ টাকা　　　　বাকী ৪১৮।৴০ টাকা।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫৵৬ টাকা সদর জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৮৮ নং তৌজিভুক্ত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বৰ্দ্ধমান, ডিঃ মঙ্গেশ্বর ও ডিঃ গাঙ্গুর মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেব্যা, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেব্যা শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী. মনমোহিনী দেব্যা দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেব্যা মুক্তকেশী দেব্যা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেব্যা, প্রসন্নময়ী দেব্যা, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণু সুশ্বারম ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামানাথ চৌধুরী সাঃ চাগুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাং দাঁইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাঃ সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া দীননাথ চৌধুরী সাঃ চাগুনী ডিঃ কাটোয়া।

সদর জমা ১১২১।০। টাকা　　　　বাকী ।৶৭ আনা।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে ৪৬৶৯ টাকা জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৫১৭৪ নং তৌজিভুক্ত মহাল সালকুনী পরগনে বৰ্দ্ধমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক সেখ আলিমমুল্লা সাং শীকারপুর কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ সালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের অলিমাতা কল্যাণী দেব্যা সাঃ ঐ শ্রীশ্রী৺ দুর্গা ঠাকুরাণীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নীলমণি রায় সাঃ আয়মাচাদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজরুল হক সাঃ ডিবিজান মঙ্গলকোট।

সদর জমা ১৮৯৩।।৫ টাকা।　　　　বাকী ১১৫৶৶৫ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৫০৩৮৶২॥ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১৩৩৶৭।। টাকা।

T. E. COXHEAD,
Collector.

NOTICE.

NOTICE is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Door) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office

শ্রীমতি গিরিজামণি দেব্যা।
শ্রীমতি ব্রজসুন্দরি দেব্যা।

(12—3)

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.

				Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	...	...	10	0	0	per annum.
Postage	...		...	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	...	...	...	4	0	0	„
Postage	...		...	1	0	0	„
For a single copy—							
Entire Gazette	...	...	...	0	4	0	
Postage	...		...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI		...	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	...		...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে ।

				টাকা ।	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	বৎসর	১০৲	
ডাকমাশুল	...	...	„	২॥০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...	„	৪৲	
ডাকমাশুল	...	...	„	১৲	
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য ...		...		।০	
ডাকমাশুল	...	...		৵০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...		...		৵০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর একং আনা ।
ডাকমাশুল	...	...		৵০	

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

[*Government Gazette*, 10*th June* 1884.]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

Full page, per issue ... .
Half " . ...
Casual advertisements—4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেট কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের অনুমতিক্রমে এই নূতন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইস্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাবৎ প্রত্যেক টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের Code সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইস্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ— টাকা।

		টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	.	১০৲
কখনং ইস্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মিউনিসিপ্যাল আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্যাণ্ডার্স্ট রোডস্থ চৌরঙ্গীর ডাওয়ার্স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন কার্য্যবিভাগের আফিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১০ জুন।]

কলিকাতা প্রাসডেন্সী জেল মুদ্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এইচ্ মরিস মুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল

B 421—6-6-84—800

Numb. 2342 [২৩৪২]. (REGISTERED No. 30.)

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2030A.

General—*The 27th May* 1884.—Baboo Poorno Chunder Bysack, Temporary Sub-Deputy Collector, Narail, Jessore, is allowed leave for two and half months, viz., one month under section 128, rule 1, chapter X of the Civil Leave Code, and one and half months under section 134 of the Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 7th February last.

Baboo Ashootosh Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Narail, in Jessore, during the absence, on leave, of Babu Poorno Chunder Bysack, or until further orders.

The 28th May 1884.—Baboo Ganendra Nath Pal, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakhally, is allowed leave for three months, under rule 2, section 138, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 30th May 1884.—Mr. T. L. L. Jenkins, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that Sub-Division.

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Moulvie Abdool Huq, temporary Sub-Deputy Collector, Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Baboo Hurry Podo Ghose, temporary Sub-Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

The 31st May 1884.—The following Sub-Divisional Officers are authorized to exercise the powers of a Collector under section 3 of the Land Improvement Act (XXVI) of 1871 in the Sonthal Pergunnahs:—

Mr. W. M. Smith.
,, S. S. Jones.
Mr. E. B. Harris.
,, F. Grant.
Mr. J. A. Craven.
,, E. McL. Smith.

The 2nd June 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Nowrungi Lall, Sub-Deputy Collector, Durbhanga, is appointed to act as a special Deputy Collector for employment under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, in acquiring lands for the Chupra division of the Patna-Baraitch Railway, during the absence, on leave, of Babu Radha Shyam Sing, or until further orders.

Baboo Nowrungi Lall is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the district of Sarun.

Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is allowed furlough for six months under section 50, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 4th June 1884.—Baboo Poorna Chunder Chatterjee, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Moulvie Abdool Ghuffoor, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is transferred to Midnapore, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Poorna Chunder Chatterjee, or until further orders.

The 5th June 1884.—Mr. F. F. Handley, Officiating Inspector-General of Registration, is appointed to act as District and Sessions Judge of Rajshahye during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১০১০ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত আড়াই মাসের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ও উক্ত বিধির ১৩৪ ধারামতে দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাকের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—নওয়াখালীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—আহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত টি, এল, এল, জেন্‌কিন্স সাহেব উক্ত মহকুমায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী মুস্তাক আলি আহম্মদ কিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বগুড়ার কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল হক্ কিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ ঘোষ কিয়ৎ কালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষেরা ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ১৮৭১ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারামতে সাঁওতাল পরগনায় কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ডবলিউ, স্মিথ সাহেব।	শ্রীযুক্ত এফ, গ্রাণ্ট সাহেব।
,, এস, এস, জোন্‌স সাহেব।	,, জে, এ, ক্রাবেন সাহেব।
,, ই, বি, হ্যারিস সাহেব।	,, ই, মকল্‌স্মিথ সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—বগুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, সি, লয়ড সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাশ্যাম সিংহের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দ্বারভঙ্গার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু নবরঙ্গীলাল পাটনা-গয়েচ রেলওয়ের ছাপরা খণ্ডের জন্য ভূমিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত এবং গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস্ ডিপার্টমেণ্টের রেলওয়ে শাখার অধীনে নিযুক্ত হওনার্থে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবরঙ্গী লাল সারণ জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জি, ই, মানিফিট সাহেব এই মাসের ১০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—মেদিনীপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল গফুর মেদিনীপুরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত জে, বি, ওয়ার্গন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেজিষ্টরী করণ কার্য্যের একটিং ইনস্পেক্টর জেনরল শ্রীযুক্ত এফ্ এফ্ হাণ্ডলী সাহেব রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১১ জুন।]

In modification of the order of the 16th April last, Baboo Gunga Narain Roy, M.A., temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act until further orders as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of that district with effect from the 16th April 1884.

The 7th June 1884.—Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, acted as Magistrate and Collector of that district from the 11th April to the 12th May 1884.

The 9th June 1884.—Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Deputy Commissioner, Julpigoree, is appointed to act until further orders in the first grade of Deputy Commissioners, with effect from the 1st April 1884, *vice* Colonel B. W. D. Morton, on leave.

Baboo Medni Prosad Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Purnea and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to have charge of the Sasseram sub-division of that district during the absence, on deputation, of Mr. C. P. Caspersz, or until further orders.

Registration.—*The 5th June* 1884.—Mr. A. W. Paul, Joint Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act as Inspector-General of Registration during the absence, on leave, of Mr. J. A. Bourdillon, or until further orders.

Education.—*The 28th May* 1884.—In supersession of all previous orders, the following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Bhagulpore:—

The Commissioner of the Bhagulpore Division ...	*Ex-officio.*
" Magistrate of Bhagulpore	
" Joint-Magistrate of ditto	
" District Judge of ditto	
" Inspector of Schools, Behar Circle	
" Assistant-Inspector of Schools, Bhagulpore Division	
" First Subordinate Judge, Bhagulpore ...	
" Second ditto ...	
" Senior Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore	
" Deputy-Inspector of Schools, Bhagulpore ...	
" Head Master, Bhagulpore zillah school ...	

Baboo Brojo Mohun Thakur, Zemindar.
" Hari Mohun Thakur, ditto.
Moulvie Syed Mahomed Ali, Sub-Registrar.
Mr. B. D. Bose, Barrister-at-Law.

Baboo Surja Narain Singh, B.L.,	Pleader.
" Shib Chandra Banerji, B.L.,	ditto.
" Shoshee Bhusan Mukherji, B.L.,	ditto.
" Tarini Prosad,	ditto.
" Nibaran Chander Mukherji, M.A., B.L.,	ditto.
" Akhileswar Prasad, B.L.,	ditto.
" Chandra Sekhur Sircar, M.A., B.L.,	ditto.
" Charu Chandra Mittra, B.L.,	ditto.
" Kirti Chunder Chatterji, B.L.,	ditto.
Moulvie Ali Ahmed, B.L.,	ditto.
" Abdul Gaffer,	ditto.

" Shujaet Ali Khan, Zemindar.
Baboo Bramha Nath Sen, manager, Bunelee Raj.
" Saroda Prosad Chatterji, Personal Assistant to the Commissioner.

Baboo Saroda Prosad Chatterji is also appointed to be Secretary to the above Committee.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

গত ১৬ আপ্রিলের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। নদীয়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়, এম. এ. যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৬ আপ্রিল অবধি ঐ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—ময়মনসিংহের একটিং জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুক্ত জি. ই. মানিষ্টি সাহেব ১৮৮৪ সালের ১১ আপ্রিল অবধি ১২ মে পর্য্যন্ত উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—কর্ণেল শ্রীযুক্ত বি, ডবলিউ, ডি, মর্টন সাহেব ছুটী লওয়াতে জলপাইগুড়ির একটিং ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুত জি. জে, বি, টি, ডালটন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী কমিশনরদের প্রথম শ্রেণী মতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মেদিনীপ্রসাদ সিংহ পুর্ণিয়ায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত সি. পি, ক্যাসপার্জ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রামানুগ্রহ নারায়ণ সিংহ উক্ত জেলার অন্তর্গত সাসীরাম মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—শ্রীযুক্ত জে, এ, বুর্ডিলন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, নদীয়ার জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ পাল সাহেব রেজিষ্টরি করণ কার্য্যের ইনিস্পেক্টর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—পুর্ব্বের সকল আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল, নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ভাগলপুর জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ভাগলপুর খণ্ডের কমিশনর সাহেব ... ...
ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব ...
ঐ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ... ...
ঐ ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব ... ...
বিহার চক্রের স্কুল সমূহের ইনিস্পেক্টর সাহেব ... ...
ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইনিস্পেক্টর ... স্বস্ব পদোপলক্ষে
ভাগলপুরের প্রথম সবর্ডিনেট জজ ... ...
ঐ দ্বিতীয় ঐ ... ...
ঐ পদজ্যেষ্ঠ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ...
ঐ স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনিস্পেক্টর ... ...
ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ...

জমীদার শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন ঠাকুর।
,, ,, বাবু হরিমোহন ঠাকুর।
সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ আলি।
বারিষ্টার-আট-লা শ্রীযুত বি, ডি, বসু।
উকীল শ্রীযুত বাবু সূর্য্যনারায়ণ সিংহ, বি, এল।
,, ,, বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল।
,, ,, বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি, এল।
,, ,, তারিণীপ্রসাদ বাবু।
,, ,, বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ, ও বি. এল।
,, ,, বাবু অখিলেশ্বর প্রসাদ, বি, এল।
,, ,, বাবু চন্দ্রশেখর সরকার, এম, এ, ও বি, এল।
,, ,, বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, বি, এল।
,, ,, বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল।
,, ,, মৌলবী আলি আহম্মদ, বি, এল।
,, ,, মৌলবী আব্দুল গফুর।
জমীদার শ্রীযুত শুজায়েৎ আলি খাঁ।
বনেলি রাজের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু ব্রহ্মনাথ সেন।
কমিশনর সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উক্ত কমিটীর সেক্রেটরীর পদেও নিযুক্ত হইলেন

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪ ১৭ জুন।]

OPIUM.—*The 2nd June* 1884.—Mr. R. Fraser, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, attached to the Benares Opium Agency, is allowed leave for three months under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 4th March 1884.

MEDICAL.—*The 27th May* 1884.—Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee is appointed to have medical charge of the Civil Station of Maldah, with effect from the afternoon of the 25th March last, during the absence on deputation of Dr. J. Wilson or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 31st May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Raneegunge Municipality in the district of Burdwan :—

Baboo Shamachun Mookerjea, | Baboo Troylokho Nath Mookerjea,
Mr. J. J. Doyle.

The 2nd June 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kooshtea Municipality in the district of Nuddea of Baboo Harish Chunder Roy to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the South Suburban Municipality in the district of the 24-Pergunnahs :—

Baboo Nabin Krishna Ghosal, | Baboo Brindaban Chandra Ghose,
Baboo Shama Bilas Roy Chowdhry.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above Municipality :—

Baboo Umbica Churn Roy, | Baboo Punchanun Banerjea,
Baboo Bhuban Mohan Ghose.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Suburban Municipality of Rai Jadub Chunder Ghose Bahadoor to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Dinagepore Municipality :—

1. Rai Radha Gobind Roy Sahib Bahadoor,
2. Moulvie Mahomed Ali Khan,
3. Baboo Mooraree Lal Bural,
4. Baboo Ram Nath Bhuttacharjee,
5. ,, Gopee Benode Das,
6. ,, Ram Ruttun Patuk,
7. Baboo Hurro Chunder Chuckerbutty.

ROAD CESS.—*The 5th June* 1884.—Rai Kashiprasad is appointed to be a member of the Patna District Road Committee *vice* Kumar Sookhraj Bahadur, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree District Road Committee :—

Baboo Nityanunda Das, | Baboo Bhikaree Misra,
Assistant Superintendent of Police, *ex-officio*.

The following notification is republished from the *Assam Gazette* :—

No. 195.—*The 30th May* 1884.—Privilege leave of absence for two months and twenty-nine days, under section 74, Chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. C. Macpherson, C.S., Assistant Secretary to the Chief Commissioner of Assam from the 23rd June 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

FORESTS.—*The 30th May* 1884.—Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests of the second grade, is appointed to officiate in the fourth grade of Deputy Conservators of Forests with effect from the 7th April.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 17th June* 1884]

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২ জুন।—বাঁকীপুর আফীমের এজেন্সীতে নিযুক্ত আফীমের আসিস্টান্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত আর, কেসর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ৪ মে অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—রাজকার্য্যোপলক্ষে ডাক্তর শ্রীযুত জে, উইলসন সাহেবের অনুপস্থিতকালে অথবা পরে অন্য আজ্ঞা না হয়, আসিস্টান্ট সর্জন শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত মার্চ মাসের ২৫ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি মালদহের সিবিল স্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ মুনিসিপালিটির কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু শ্যামাধর মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুত জে, জে, ডয়লী সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ শাখানগর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষাল। | শ্রীযুত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীযুত বাবু শ্যামাবিলাস রায় চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ রায়। | শ্রীযুত বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন ঘোষ।

দক্ষিণ শাখানগর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত রায় যাদবচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দিনাজপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

১। শ্রীযুত রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর।
২। শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আলি খাঁ।
৩। শ্রীযুত বাবু মুরারিলাল বড়াল।
৪। শ্রীযুত বাবু রামনাথ ভট্টাচার্য্য।
৫। শ্রীযুত বাবু গোপীবিনোদ দাস।
৬। শ্রীযুত বাবু রমরতন পাঠক।
৭। শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—কুমার সুখরাজ বাহাদুরের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত রায় কালীপ্রসাদ পাটনা জিলার পথকমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরী জিলার পথকমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু নিত্যানন্দ দাস। | শ্রীযুত বাবু ভিকারী মিশ্র।
পোলীসের আসিস্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট স্বীয় পদোপলক্ষে।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৯৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—আসামের প্রধান কমিশনর সাহেবের আসিস্টান্ট সেক্রেটরী শ্রীযুত ডবলিউ, সি, মাকফার্সন সাহেব, সি, এস, সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৪ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন অবধি দুই মাস ঊনত্রিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

এল, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট বনরক্ষক শ্রীযুত সি, এ, জি, লিবিংষ্টন সাহেব ৭ আপ্রিল অবধি ডেপুটী বনরক্ষকদের চতুর্থ শ্রেণীমধ্যে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটরী

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

NOTIFICATION.

The 9th June 1884.—In supersession of the notification of the 11th March 1884, published at page 444, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th March 1884, the following notification is published for general information:—

Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of docks for sea-going and inland vessels with warehouses for goods and a railway to connect such docks and warehouses with an extension of the South-Eastern Railway, it is hereby declared that for the above purposes a piece of land, measuring more or less 2,500 bighas, and bounded as follows, is required:—

On the North by the Garden Reach road from Whatgunge road to Moteejheel. The eastern boundary of the land commencing from Garden Reach road, runs along Whatgunge road to Puddopookur road, where it turns south on the Puddopookur road as far as the south end of Puddoopokur tank. It then turns west on the road to the south of Puddopookur tank, from the south-west corner of which tank it joins Bissessur Mookerjee's lane by a line running due south. The boundary line then follows Bissessur Mookerjee's lane to its junction with Nullooaparra lane, along which it runs as far as the Circular Garden Reach road. From the end of Nulloaparra lane it follows the Circular Garden Reach road or a distance of more or less 150 feet, and then again turns south skirting the western boundary of Bhookylas till it meets the Hurrobass road. The boundary line then runs east on the Hurrobass road as far as Bhookylas road, which it follows to the junction of that road with the Budge Budge road. From this point the boundary is a straight line to a point on the west side of Diamond Harbour road 700 feet to the north of its junction with the Doorgapore road. The line then runs straight from this point to the junction of the Moyerpore road with the Moyerpore lane, and then follows the south side of Moyerpore lane to Tolly's Nullah. The boundary line then follows the west bank of Tolly's Nullah for a length of 1,000 feet when it turns west in a straight line to the junction of the Tollygunge and Shapore roads. The boundary then follows the Shapore road. Goragatchee road, Taratollah road, and Sonai third lane, to the junction of the latter with the Garden Reach Circular road. At the Circular Garden Reach road the boundary line again turns to the east and follows this road as far as Meethapookur road, where it turns north along the Meethapookur road to the north-west corner of Meethapookur tank. From this point to Garden Reach road the boundary is the west bank of Moteejheel tank.

This declaration is made under the provisions of Part II, section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Collector for Railways at the Board of Revenue.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified for general information that, under the provisions of section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor declares the ferry over the Panar river, on the road from Belgatchi to Chandpore, in the district of Purneah, to be a public ferry.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 6th June 1884.—In the Government notification dated the 3rd April 1884 published at page 504, part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Otool Chunder Chuckerbutty to be a member of, and Assistant Secretary to, the Bundipore Dispensary Committee, for "Baboo Otool Chunder Chuckerbutty" read "Baboo Otool Chunder Chatterjea."

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সমুদ্রগামি ও দেশমধ্যগামি জাহাজের গুদামঘর সুদ্ধ ডক এবং সৌথ ইষ্টর্ণ রেলওয়ে বৃদ্ধি করিয়া ঐ ডকের ও গুদাম ঘরের সঙ্গে সংযোগার্থ রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ২,৫০০/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমির সীমা এইং—

উত্তর সীমা ওয়াটগঞ্জ পথ অবধি মতিঝিল পর্য্যন্ত মুচিখোলা পথ, পূর্ব্ব সীমা মুচিখোলা পথ হইতে আরম্ভ হইয়া ওয়াটগঞ্জ পথের সঙ্গেং পদ্মপুকুর পথ পর্য্যন্ত গিয়া পদ্মপুকুর পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পদ্মপুকুর পথে দক্ষিণমুখে যায়। পরে ইহা পদ্মপুকুর পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে ঐ পথে পশ্চিম মুখে ফিরিয়া ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণহইতে খাড়া দক্ষিণগামি এক রেখাক্রমে বিশ্বেশ্বর মুখুর্য্যার লেনে মিলে। সীমার রেখাপরে মাজুয়াপাড়া লেনের সহিত বিশ্বেশ্বর মুখুয্যার লেনের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বর মুখুয্যার লেনের সঙ্গেং যায় ও মাজুয়াপাড়া লেনের সঙ্গেং সরকুলর গার্ডন রীচ পথ পর্য্যন্ত যায়। মাজুয়াপাড়া লেনের শেষ ভাগহইতে ন্যূনাধিক ১৫০ ফুট পর্য্যন্ত সরকুলর গার্ডন রীচ পথের সঙ্গেং যায় ও পরে আবার দক্ষিণমুখে ফিরিয়া ভুকৈলাসের পশ্চিম সীমার ধারেং হরণাস পথে না মিলন পর্য্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে ভুকৈলাসপথ পর্য্যন্ত হরবাস পথে পূর্ব্বমুখে যায়। বজবজের পথের সহিত ভুকৈলাস পথের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গেং চলে। এই স্থান হইতে কলাগাছি পথের পশ্চিমদিকের বিশেষস্থান পর্য্যন্ত সীমা সরল রেখা হয় ঐ বিশেষ স্থান দুর্গাপুর পথের সঙ্গে কলাগাছী পথেরসংযোগ স্থানের উত্তর দিকে ৭০০ ফুট দূরবর্ত্তী। পরে ঐ রেখা এই স্থান হইতে ময়েরপুর লেনের সঙ্গে ময়েরপুর পথের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত সরলভাবে যায়, ও পরে ময়েরপুর লেনের দক্ষিণদিকের সঙ্গেং টালীর নালা পর্য্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে টালীর নালার পশ্চিমতটের সঙ্গেং ১০০০ ফুট দূরে গিয়া টালীগঞ্জ ও শাপুর পথের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত সরল রেখায় পশ্চিম মুখে ফিরে। সীমা পরে শাপুরপথের গোরাগাছি পথের, ভাওা টোলাপথের ও সোনাই তৃতীয় লেনের সঙ্গেং গার্ডন রীচ সরকুলর পথের সহিত সোনাই তৃতীয় লেনের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত যায়। সরকুলর গার্ডন রীচ পথে সীমার রেখা আবার পূর্ব্ব মুখে ফিরিয়া এই পথের সঙ্গেং মিঠাপুকুর পথ পর্য্যন্ত যায়, এই স্থানে উত্তর মুখে ফিরিয়া মিঠাপুকুর পথের সঙ্গেং মিঠাপুকুর পুষ্করিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত যায়। এই স্থান হইতে গার্ডনরীচ পথ পর্য্যন্ত সীমা মতিঝিল পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড় হয়।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ২ অধ্যায়ের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা রেবিনিউ বোর্ডে রেলওয়ের ডেপুটী কালেক্টরের আফিসে দেখা যাইতে পারিবে।

এ, পি, ম্যাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত বেলগাছী হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত পথে পানার নদীর খেয়া ঘাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে সরকারী খেয়া ঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

অশুদ্ধশোধন

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—নদীপুর ঔষধালয় কমিটীর মেম্বর ও আসিষ্টান্ট সেক্রেটরীর পদে শ্রীযুত বাবু অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিলের গবর্ণমেণ্টের যে বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৫ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে "শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী" এই নামের পরিবর্ত্তে "শ্রীযুত বাবু অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" পাঠ করিতে হইবে।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

NOTIFICATION.

The 6th June 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Pooree Municipality the charitable dispensary situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 4th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for a well for flushing the net-work of pipe sewers north of Goopee Kristo Pal's Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane, measuring more or less one chittack and five square feet only, situated in the Town of Calcutta in the district of the 24-Pergunnahs, is required. The land is bounded as follows :—On the north and west by public filled up drains, and on the south and east by premises No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land to be acquired is filed in the office of the Corporation of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, *viz.*, for improving Old Court House Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 2, Lyon's Range, measuring more or less 1 chittacks and 22½ square feet only, is required in the town of Calcutta, district 24-Pergunnahs. The land is bounded on the north and west by No. 2, Lyon's Range, on the south by Lyon's Range, and on the east by Old Court House Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

A plan and specification of the land to be acquired is deposited in the office of the Municipal Commissioners for the town of Calcutta.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 38, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে পুরী মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে দাতব্য ঔষধালয় আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের উত্তরদিকে মল-নির্গত হইবার মলশ্রেণী পরিষ্কার করণার্থে কূপ করিবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ন্যূনাধিক ।০ ছটাক ৫ বর্গফুট মাত্র পরিমিত (গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের ১৮ নং ;) একখণ্ড ভূমি প্রয়োজন। উক্ত সীমা এই ২—উত্তর ও পশ্চিম সীমা সরকারী ড্রেণ করা নর্দ্দমা, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভূমির সীমা গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের ১৮ নং বাড়ী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রস্তাবনীয় ভূমির নকশা কলিকাতা নগরের সমদায়িত্ব সমাজের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮৪ সাল ৭ জুন —রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ওলড কোর্ট হৌস লেনের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। মাত্র পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ন্যূনাধিক ।০ ছটাক ২৩।। বর্গফুট পরিমিত লিয়ন্স রেঞ্জের ১ নং একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা ২ নং লিয়ন্স রেঞ্জ, দক্ষিণসীমা লিয়ন্স রেঞ্জ, এবং পূর্ব্ব সীমা ওলড কোর্ট হৌস লেন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ কলিকাতা নগরের মুনিসিপল কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা এবং ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-মতে প্রবল করণার্থে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি ।

প্রথম খণ্ড ।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা ।

১। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্য্যকারকের ও যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যকারক নহেন এরূপে নিযুক্ত এমত তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করা যাইবে ।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যেই ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন ।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন । তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কার্য্য চালাইবার বিধি ।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিসে মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে । সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্দের দিন হইলে তৎপশ্চাৎ যে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে । কিন্তু সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন ।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে ।

৬। ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের ভাব নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে না ।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে । সমসংখ্যক ব্যক্তিদের মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন ।

৮। সভাপতি একখানা বহী রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিতে হইবে ।

তৃতীয় খণ্ড ।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি ।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা সুদ্ধ আগামি রাজস্বসম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে ।

১০। কমিটী গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসরে তাহার সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায় ।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণ বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যাবশ্যক স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫৲ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে ।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কি২ কার্য্য করা গিয়াছে তাহাতে কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন । ঐ রিপোর্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যাইবে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া বিষ্ঠা বা দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re 1.

15. If any person shall bury, or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any persons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

PART V.

Miscellaneous.

19. At each monthly meeting of the Committte one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calender month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate — Lodgers. *Signature.*

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

১৪। কমিটী নগরের নানা অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রেজিষ্টর খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে বা যেহ মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহারা তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে ধাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নম্বর ও নগরের যে ভাগে সে নিযুক্ত, তাহাও আইনের ১৪ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট যে স্থানে ময়লা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা আবশ্যক বোধ হয় তাহা বৃংদিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পল্লীর যে অংশের নিমিত্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘন্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে শৈথিল্য করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিম্বা দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য পোঁতে বা পুঁতিতে দেয় কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যে সময় নিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাটীর মধ্যে রাখে, তাহা হইলে তাহার ২০৲ বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব তাহা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন দ্রব্য পুঁতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে শৈথিল্য করিলে নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা লইয়া কার্য্য করিলে বা করাইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন দখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গরুরগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই ভূমি বা বাটী স্বাস্থ্যরক্ষককে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাঁহাদের প্রেরিত কোন কর্ম্মচারীকে দেখিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন, ও তাঁহার বাড়ীতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাঁহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যেহ স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তদ্ভিন্ন নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকামত তৎপর মাসে আইনের কার্য্য কিরূপে চলে তাহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্য্যকারি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্ত্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যবিবরণের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট এক কেতা ছাপা নোটিস ক্রয় করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এইহ কথা তক্তায় উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেইহ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএক খানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন ; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। তথায় যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে ঐরূপ একহ খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আপ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর।

মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ) ক, খ।

এত জন যাত্রিদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 311, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality:—

BYE-LAWS

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৫ ধারামতে পরিদর্শনের রেজিষ্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	মাজিষ্ট্রেট বা স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৭ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামঢ়ী মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১১ ধারামতে উক্ত মুনিসিপল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটীর নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

২। টাক্স আদায়কারি কোন কর্ম্মচারী কোন দাওয়ার পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসীদ দিবেন।

৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ম্মে শৈথিল্য করিলে তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

৪। কোন স্বামির কি দখীলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দ্দমায়, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্ত্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অকস্মণ্য মরা জল দাঁড়ায় এমত কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য যাইতে কি পড়িতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দ্দমার ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নর্দ্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিজকুণ্ডের দ্রব্য কোন নদীতে, পুষ্করিণীতে, খালে, কি জলস্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুর্গন্ধজনক দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা সময়ে২ আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে কার্য্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষমতে রক্ষিত ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কোন ব্যক্তি এমত কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪।। ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুঁতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩।। ফুট মাটি চাপা দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮। দাহ করিবার জন্যে যাঁহারা শব আনয়ন করেন তাঁহারা শবের বস্ত্র ও অনান্য আচ্ছাদন সুদ্ধ সমুদয় দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করাইবেন। কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন যাঁহারা শব ও আচ্ছাদন ভস্মসাৎ করিবার খরচ দিতে অপারক হন মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা শবাদি প্রোথিত করিবার জন্যে বিশেষমতে যে স্থান রাখিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুঁতিতে দিবেন বা (কমিশ্যনরেরা সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) পোতাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

(Third Publication.)

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Raneegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[*Government Gazette*, *17th June*, 1884.]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনীত কোন বস্ত্র বা আচ্ছাদন দ্রব্য কবর স্থানে বা দাহ করিবার স্থানে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রোথিত করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কোন কবর স্থান হইতে কিম্বা শবদাহ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে কিয়ৎকাল বিশ্রামার্থ ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাজ পথে বা তন্নিকটে তাহা নামাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি দোকানের ছাদের জল পড়িয়া যাহাতে কোন সরকারী পথের বা নর্দ্দমার হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জল যাইবার বা নির্গত হইবার এমত নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৲ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নর্দ্দমার হানিজনকভাবে কোন ঘরের ছাদের জল পড়িবার এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশনরেরা ঐ ঘরের স্বামির উপর লিখিত নোটিস দিয়া তাঁহাদের আদেশমতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ঐ নোটিস অনুযায়ি কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম্ম করা না যায় তাহার দিন প্রতি তাঁহার ১৲ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুষ্করিণী, নর্দ্দমা, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশনরদের অনুমতি বিনা তাহা বৃদ্ধি বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নর্দ্দমা হইতে ঘাসের চাপড়া কি ঘাস কাটিবেন না বা মাটী বা ঘাস উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৭। মুনিসিপাল কমিশনরদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশনরেরা যেরূপে আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তায় কি রাস্তার নিকট অগ্নির বেলুন কি আতসবাজি কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৮। গাড়ওয়ান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গরুরগাড়ী বাঁশ বোঝাই করিয়া মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইনদ্বারা ও ৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ রাণীগঞ্জ নগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সকল করণকার্য্যে মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কার্য্যকারককে ও যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যকারক নহেন এমত চারিজনকে লইয়া কমিটী নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official; and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

২। রাজকীয় কোন বৎসরে যে২ ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ তৎপূর্ব্ব বৎসরের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। আইনের বিধান সকল করণকার্য্যে মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহারা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ও হিসাব দেখিবার জন্যে মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্দের দিন হইলে, তৎপশ্চাৎ যে দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্ব্ব ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তন্মধ্যে অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন বাদ যে বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই বাদ যেই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। স্থানীয় পাহারাওয়ালা স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব কমিটীর সেক্রেটরী ও মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটরী একখানা বহী রাখিয়া তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর২ তাহার সমালোচনপত্র কমিশানর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক ব্যয়ের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শত করা ১০২ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কি২ কার্য্য করা গিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাগানবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এই আইনের এককেতা ও আইনের ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট এককেতা ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই উপবিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .

Proprietor (or Manager) A. B.

Licensed to accommodate ——— Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging houses.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Office

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nasirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette,* 17*th June* 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এতৎ কথা তক্তায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেইং ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাইবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ী বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। ঐ বাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে ঐরূপ এক২ খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আপ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১২ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর
মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ) ক, খ।
এত জন যাত্রিদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিস্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	মাজিষ্ট্রেট বা স্বাস্থ্য রক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই. এন. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বর্দ্ধমান।

১৮৮৩ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগতার্থ এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নসিরাবাদ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

নসিরাবাদ মুনিসিপালিটীর অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশনরেরা যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তদ্ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশনরদের স্বত্বস্থ করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নর্দ্দমার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের যে নর্দ্দমা সরকারী নর্দ্দমা পর্য্যন্ত যায় তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পায়খানা বা মূত্রত্যাগের স্থান গাঁথিবেন বা গাঁথাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গর্ত্ত জঞ্জাল বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি "ঘোড়দৌড়ের পথে" গবাদি বাঁধিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা হাঁটিয়া যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আল্‌গা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য জন্তু সরকারী কোন বড় রাস্তায় বাঁধিয়া দিবেন বা চরিতে দিবেন না, বা বাঁধাইবেন না, কিম্বা আলগা যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2031A.

The 25th May 1884.—Baboo Dwarka Nath Mitter, Second Subordinate Judge of Bhagulpore, is allowed leave for one month under Rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 30th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mohunt Bhugwan Dass of his appointment as an Honorary Magistrate of the Madhubani Bench in the district of Durbhungah.

Baboo Saribanand Das, Munsif of Bongong, is appointed to be a Munsif of the Munsifees in Bongong and Jhenida, in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

The 2nd June 1884.—Mr. A. Earle, Assistant Magistrate and Collector, Tajpore, Durbhunga, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of Dacca, is vested with powers under sections 133, 186, 260, and 524 of the Code of Criminal Procedure.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

Baboo Krishna Chunder Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the Naihati Bench, in the 24-Pergunnahs, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Juga Bundhu Gangooli, Subordinate Judge of Dinagepore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 100.

The 5th June 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 3rd June 1884.—Baboo Harihar Charan Lal, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Uma Kant Chatterjee, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Haris Chandra Sen, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Srigopal Chatterjee, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Raj Narayan Chakravarti, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Kalipodo Mookerjee, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী সোন পথ দিয়া সম্মুখে অন্য ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আসিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে আপন বামদিক দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

২০৩১A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২৫ মে।—ভাগলপুরের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র এই মাসের ২৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শ্রীযুক্ত মোহন্ত ভগবান দাস দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনি রেঞ্জের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

বনগাঁয়ের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু সর্ব্বানন্দ দাস যশোহর জিলার অন্তর্গত বনগাঁ ও ঝিনিদা মুনসেফীর মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বনগাঁয়ে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত তাজপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এ, অরল সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, আর, মেরিয়ট সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১০৩, ১৮৬, ২৬০ ও ৫২৪ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র সোম দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় ২৪ পরগনার অন্তর্গত নৈহাটী রেঞ্জে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

দিনাজপুরের সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় ছোট আদালতের বিচার্য্য ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—নদীয়ার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ জুন।—শ্রীযুত বাবু মধুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সবর্ডিনেট জজের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু হরিহরচরণ লাল সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সবর্ডিনেট জজের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিহরচরণ লালের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু হরিশচন্দ্র সেন, সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিশচন্দ্র সেনের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

Moulvie Hamiduddin, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Khetter Nath Dutt, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Chakrodhar Prosad, Munsif of Raghunathpore, in Manbhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Prasanna Kumar Sen, Munsif of Ramporehat, in Beerbhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Umakant Chatterjee.

Baboo Kaludhan Chatterjee, Munsif of Habigunge, in Sylhet, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Bhuban Mohan Ghosh, Munsif of Satkhira, in Khoolna, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

Baboo Kali Krishna Chowdry, Munsif of Poree, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Aghore Chandra Hazra, Munsif of Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Gopal Chandra Basu, officiating Munsif of Munshigunge, Dacca, is promoted temporarily to the 4th grade of Munsifs, *vice* Moulvie Hamiduddin.

Baboo Gopal Krishna Ghosh, officiating Munsif of Kurigram, Rungpore, is promoted temporarily to the fourth grade of Munsifs, *vice* Baboo Khettra Nath Dutt.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 4th June* 1884.—Baboo Ramyad Lall, First Munsif of Chuprah, in the district of Sarun, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to the town of Chogdah in the District of Nuddea. The said provisions shall have effect within the limits of the town of Chogdah as laid down in the notification of Government dated the 31st May 1861, published at page 1548 of the *Calcutta Gazette* of the 8th June 1861, extending Act XX of 1856 to that town.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 4th June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to Bagirhat, in the District of Khoolnah. The said provisions shall have effect within the following limits :—

Bagirhat locality—bounded on the north and west by the road passing by north of the old bazar and joining to the Karapara road, on the south by the Bediapara Khal, and on the east by the river Bhairab.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Government of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 4th June 1884.

No. 225.—*Leave.*—Mr. W. E. Newham, Assistant Engineer, first grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted 3 months' privilege leave from the date he may be allowed to avail himself of the same.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পরিবর্ত্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত মৌলবী হামিদুদ্দীন সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিচরণ লালের পরিবর্ত্তে মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুরের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু চক্রধর প্রসাদ কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বীরভূমের অন্তর্গত রামপুরহাটের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সেন কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র সেনের পরিবর্ত্তে শ্রীহট্টের অন্তর্গত নবিগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্ত মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পরিবর্ত্তে পুরীর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী কিয়ৎকালের নিমিত্ত মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বগুড়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী হামিদুদ্দীনের পরিবর্ত্তে ঢাকার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্তের পরিবর্ত্তে রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—সারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ লাল যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নদীয়া জিলার অন্তর্গত চাগদানগরে ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন। চাগদানগরে ১৮৫৬ সালের ২০ আইন প্রচলিত করণার্থ ১৮৬১ সালের ১১ জুনের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৩২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৬১ সালের ৩১ মে তারিখের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনের লিখিত উক্ত নগরের সীমার মধ্যে উক্ত বিধান ফলবৎ হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগিরহাটে ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন। উক্ত বিধান নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে ফলবৎ হইবে,—

বাগিরহাট।—উত্তর ও পশ্চিম সীমা পুরাতন বাজারের উত্তরদিক দিয়া যে পথ গিয়া করপাড়া পথে মিলে সেই পথ দক্ষিণ সীমা বেদিয়া পাড়া খাল, এবং পূর্ব্ব সীমা ভৈরব নদ।

এফ, বি, পীকক।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।

২২৫ নম্বর।—ছুটী।—বারাণসী-কটক রেলওয়ে সর্বের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ, ই, নিউহাম সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণের অনুমতি পান তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

The 6th June 1884.

No. 226.—The services of Mr. H. H. Green, Assistant Engineer, second grade, Calcutta Workshop, are temporarily placed at the disposal of the Railway Branch.

The 9th June 1884.

No. 227.—*Notification.*—Mr. B. K. Finnimore, Assistant Engineer, second grade, Darjeeling Division, passed the colloquial examination in Hindustani on the 8th April 1884.

No 228.—*Leave.*—Mr. W. H. Marten, Deputy Examiner, first grade, is granted 15 days' extraordinary leave without allowances under section 134 of the Civil Leave Code 6th edition) from the 5th to 19th May 1884, both days inclusive.

IRRIGATION.

The 9th June 1884.

No. 229.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz, for construction of a retired line of embankment at Mouzas Rampur Rubra and Kone, Pergunnah Goah, District Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 9 acres 1 rood 36 poles, bounded on the north by cultivated rubbee land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, south by cultivated rubbee land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, east by Sarun Embankment, and west by Sarun Embankment, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 230.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for Nenooaon Sub-Distributaries, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 5 miles in length and varying from 40 feet to 155 feet in width and containing an area of 71 acres 2 roods and 37 poles more or less, and passing through mouzahs Banwat, Mathila, Moogaon, Kopawa, Kassia, Akoni, Ataon, and Nenooaon in pergunnah Bhojepore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 231.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the Basouhe Distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 7 miles in length and varying from 80 feet to 160 feet in width, and containing an area of 112 acres 2 roods and [illegible] poles of land more or less, and passing through mouzahs Tirrahand, Pa[illegible], [illegible], Khawaitcha, Bararha, Purmanundpore, Kunjharna, Mathila, Lahara, and Ch[illegible] in pergunnah Bhojepore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

RAILWAY.

The [illegible]th June 1884.

No. 232.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for extension of brick field of the East Indian Railway Company, in mouzahs Bamoongachy and Lellooah, pergunnah Boroe, zillah Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 2 acres 3 roods 10 poles or 8 beeghas 10 cottahs 2 chittacks of standard measurement, bounded on the north by garden belonging to Ram Chunder Acharjee, on the west by paddy lands held by Byecunto Nauth Chuckerbutty, Modhoosoodun Ghose, Joynarain Pramanick, Herash Mollah, Sherif Mollah and garden of Shaik Komoroddeen Moonshee, on the south by garden belonging to Joma Khan, and on the east by East Indian Railway brick-field, is required within the aforesaid villages of Bamoongachy and Lellooah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette,* 17*th June* 1884.]

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।

২২৬ নম্বর।—কলিকাতার ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ, এচ, গ্রীন সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে রেলওয়ে শাখার আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—দার্জিলিঙ্গ খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বি, কে কিলিমোর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৮ আপ্রেলে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২২৮ নম্বর।—ছুটী।—প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ, এস, মার্টেন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ষষ্ঠ সংস্করণের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৫ তারিখ অবধি ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত বিনা বেতনে অতিরিক্ত ভাবের পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত গোয়া পরগনার রামপুর রত্রা ও কোণ মৌজায় বাঁধ পিছাইয়া করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ৯ একর ১ রুড ৩৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সর্ব্বযুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহের কর্ষিত রবি জমি, দক্ষিণ সীমা সর্ব্বযুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহের কর্ষিত রবি জমি, পূর্ব্ব সীমা সারণ বাঁধ, এবং পশ্চিম সীমা সারণ বাঁধ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মেহুয়ান জল বিতরণার্থ উপনালার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ৫ মাইল দীর্ঘ ও ৪০ অবধি ১৫৫ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৭১ একর ২ রুড ৩৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার বনকাট সাখিলা মুগাওন, কোপওয়া, কাসিয়া, আকোনি, আভাওন ও মেহুয়াওন মৌজার মধ্য দিয়া যায়।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বাসোলী জল বিতরণার্থ নালার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে প্রায় ৭ মাইল দীর্ঘ ও ৮০ অবধি ১৬০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১১২ একর ২ রুড ৩০ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার ভিত্রাবন্দ, পাসাওন, ডুবৌলী, খারৈচা, বরাহ, পরমানন্দপুর, করমারুয়া, মাখিলা, লহনা ও চুগাহ মৌজার মধ্য দিয়া যায়।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২৩২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোর পরগনার বামুনগাছী ও নেলুয়া মৌজায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ইটখোলা বৃদ্ধি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বামুনগাছী ও নেলুয়া গ্রামে ন্যূনাধিক ২ একর ৩ রুড ১০ পোল পরিমিত অর্থাৎ কষ্টিমতে ৮॥০/ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামচন্দ্র আচার্য্যের বাগান, পশ্চিম সীমা বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তীর, মধুসূদন ঘোষের, জয়নারায়ণ প্রামাণিকের, হেরাশ মোল্লার, শেরিফ মোল্লার ধান্যের জমি ও সেখ কমরুদ্দীন মুনশীর বাগান, দক্ষিণ সীমা জোমা খাঁর বাগান, এবং পূর্ব্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ইটখোলা।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 9th June 1884.

No.* 233.—*Draft Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of a retired line of road, north of Tatoolia bazar, pergunnah Choonakhali, kishmut Dakhinshahar, moujah Joypore or Tatoolia, zillah Murshedabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 8 beegahs 4 cottahs 8 gundahs (1590′ × 75′) standard measurements, bounded on the north and west by Patit or uncultivated mal lands, zemindars' mango garden and Nodar Chand Sarkar's mal land, on the east by the main road to Mureha and the village road to Dakhinshahar, and on the south by the main road to Berhampore village, road to Baloochur, zemindar's mango tope and Patit lands, is required in village Tatoolia, pergunnah Choonakhali, zillah Murshedabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 234.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of Mohanpore and Khurruckpore Road from the Sudderghat to Mohanpore in the villages of Charapal and Shafiabad, pergunnah Khurruckpore, zillah Midnapore, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 21 beeghas 11 cottahs 4 chittacks of standard measurement, 2350 feet long, and 100 feet wide, is required within the aforesaid villages of Charapal and Shafiabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 235.—*Notification.*—The Lieutenant-Governor of Bengal directs, under section 63 of Act II B.C. of 1882, that an estimate shall be framed of the probable cost to be incurred in respect of the repairs, maintenance and works connected therewith of the Gunduck tuccavee embankment in the district of Mozufferpore for 20 years commencing from the 1st of April 1883. The embankment referred to is 52 miles 400 feet in length.

The 10th June 1884.

No. 236.—*Promotions.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment :—

Name.	From.	To.	Date.	Nature of promotion.
Mr A. S. Thomson .	Assistant Engineer, 1st grade, *sub. pro-tem.*	Assistant Engineer, 1st grade.	25th April 1884	Permanent
Babu Prosono Coomar Mounary.	Assistant Engineer, 2nd grade	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto ...	*Sub pro-tem*
„ J. H. Toogood ..	Executive Engineer, 3rd grade (*sub. pro-tem.*)	Executive Engineer, 3rd grade.	4th May 1881 ..	Permanent.
„ A. C. C. Rogers ..	Executive Engineer, 4th grade.	Executive Engineer, 3rd grade	Ditto ..	*Sub. pro-tem.*
„ B. W. Cantopher ...	Executive Engineer, 4th grade (temporary rank).	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto ..	Permanent.
„ J. P. Cleghorn ...	Assistant Engineer, 1st grade.	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto ...	Temporary.
„ J. P. Coy ...	Assistant Engineer, 2nd grade.	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto ...	*Sub. pro-tem.*

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

স্থাবরীয় বস্তু’াদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২৩৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার কিসমৎ দক্ষিণশহরের জয়পুর বা তেতুলিয়া মৌজায় তেতুলিয়া বাজারের উত্তরদিকে পথ পিচ্ছাইয়া করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার তেতুলিয়া গ্রামে কমিবেশে ন্যূনাধিক ৮/৪ কাঠা ৮ গণ্ডা (১১৭০´×৭৫´) পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা পতিত মালের জমী, জমীদারের আম্রবাগান, ও নন্দেরচাঁদ সরকারের মালের জমী, পূর্ব্ব সীমা মরেছায় যাইবার প্রধান পথ, ও দক্ষিণ শহরে যাইবার গ্রাম্যপথ, দক্ষিণ সীমা বহরমপুর গ্রামে যাইবার বড় পথ, বালুচরে যাইবার পথ, জমীদারের আম্র বাগান ও পতিত জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত খরকপুর পরগনার চরপাল ও শফিয়াবাদ গ্রামে সদরঘাট অবধি মোহনপুর পর্য্যন্ত মোহনপুর ও খরকপুর পথ প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত চরপাল ও শফিয়াবাদ গ্রামে কমিবেশে ন্যূনাধিক ২১।১ ছটাক পরিমিত অর্থাৎ ২৩৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—মজফরপুর জিলার অন্তর্গত গণ্ডক তাকাবী বাঁধ মেরামৎ ও রক্ষা ও তৎসংক্রান্ত কার্য্য সম্পর্কে ১৮৮০ সালের ১ আপ্রিল অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বিশ বৎসরে কত টাকা ব্যয় সম্ভাবনা শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬১ ধারামতে তাহার এক অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। উক্ত বাঁধ ৫২ মাইল ৪০০ ফুট দীর্ঘ।

১৮৮৪ সাল ১০ জুন।

২৩৬ নম্বর।—পদবৃদ্ধি—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ইঞ্জিনিয়র সিরিস্তার নিম্নলিখিত পদ বৃদ্ধি করিলেন।—

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদবৃদ্ধির ভাব।
শ্রীযুত এ, এস, ডাবসন সাহেব ...	কিয়ৎকালীন স্থায়ী প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়রের	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।	স্থায়ী।
„ বাবু প্রসন্নকুমার ঘনিয়ারি...	তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিয়রের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
„ জে, এচ, টুগুড সাহেব ...	কিয়ৎকালীন স্থায়ি তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৪ সাল ৪ মে।	স্থায়ী।
„ এ, সি, সি, গ্লাস সাহেব ...	চতুর্থ শ্রেণীর একজেকেটিব ইঞ্জিনিয়রের	তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
„ বি, ডবলিউ, কানকর সাহেব।	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	ঐ	স্থায়ী।
„ জে, পি, ক্রেম্বর্ণ সাহেব ..	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	চতুর্থ শ্রেণী একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	ঐ	কিয়ৎকালীন।
„ জে, পি, কর সাহেব ...	দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	চতুর্থ শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তেহার প্রভৃতি।

৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল			সাধারণ চাউল।			মড়ু ও বাজরা।			চোলম ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
	পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	ঢাকা ...	[খ] |৭	|৭	|৪|	||৬	||৬	|৯	|২||	|২||	|৬	|৫	|৫	|৯|	...	...	...	...	...	...
১৯	ফরীদপুর ...	[দ] ||০	||০	||৪	৸৫	৸৫	৸৭	|২	|২	|৮	|৫	|৫	||০	...	...	...	...	...	...
২০	বাখরগঞ্জ ..	[ধ] ...	...	...	...	...	...	|৫	|৫	|৯	|৮	|৮	||০	...	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ	[ম] |৪	|৩||	|২||	...	...	...	|২	|২	|৫	|৬	|৪৸	|৮	...	...	...	...	...	...
২২	চট্টগ্রাম	[প] |৩	|২	|২	...	...	...	|৩	|২	|৩	|৬	|৬	||২	...	...	...	...	...	...
২৩	নওয়াখালী	[ক্ষ] ...	...	...	...	...	...	|৬	|৬	||৩	|৮	|৮	||৬	...	...	...	...	...	...
২৪	ত্রিপুরা	[ব] |৬	|৪||০	|২৸	...	...	...	|৩|০	|৩|০	|৭|	|৭|	|৬৮/	|৯৸	...	...	...	...	...	...
২৫	চট্টগ্রামেরপর্ব্বতীয় প্রদেশ ত্রিপুরা পর্য্যন্ত	... |২	... |২	... |০	... ...	... ...	... ...	|১|০ |৪	|২| |৪	|০ |৮	|২|০ |৯	|৩|/ |৮	|১|| ||২	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
	বেহার।																		
২৬	পাটনা ..	||১	||০	|৭||	||৪	||৩	৸২	|২	|১	|৪	|৩	|৩	|৯	...	...	...	...	...	...
২৭	গয়া ...	[ভ] |৫||	|৬||	||২	||১	||১	||৬	|০||	|০	|২||	|২	|২|	|৬||	...	...	...	...	...	...
২৮	সাহাবাদ ...	[ম] |৮	|৮||	|৭-|৮	|২	||৩	||৯	/৯	/৮||	|০	|৪	|৪	|৬-|৭	||৪	||৪	...	...	||০	৸০
২৯	দারভাঙ্গা ...	[য] |৫||	|৫৶	|৮	||১৶	...	৸৫	/৯|/	/৮৸০	|৩	|৩||৶	|৩||৶	|৯	...	...	...	...	...	...
৩০	মজফরপুর ...	[য১] |৭	|৭	||০	||০	||০	৸০	/৯	|০	|২	|৩	|৩	|৭	...	...	...	...	...	...
৩১	সারণ ..	[য২] |৮||	|৭||	|৭	||২	||২	||৯	/৮	/৮	|০	|২	|২	|৮	...	...	...	||৫	||৫	৸২
৩২	চম্পারণ ...	[য৩] |৫||	|৬	|৮	||১	||২	১/	|০	|০	|১	|১	|২||	|৮	...	...	...	...	...	...
৩৩	মুঙ্গের ...	[য৪] |৭৶/	|৯||৶	|৯৶	||১	||২|	||৮|/	|১||/	|০৸	|৫৸	|২||/	|২||/	|৬৸	...	...	...	...	...	...
৩৪	ভাগলপুর ...	[য৫] |৭||৶	|৭||৶	|৬|৶	||১|৶	||২|৶	৸০|/	|১|৶	|১|৶	|৬|৶	|৩৸৶	|৩৸৹	|৭||৶	...	...	...	...	...	...

খ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—মানিকগঞ্জে ।২ সের, মুন্সীগঞ্জে ।০||৵ সের ও নারায়ণগঞ্জে ।৩ সের।

দ। ঐ ঐ ।—গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ও ভাঙ্গায় ।২ সের এবং গোপালগঞ্জে ।২৸সের।

ধ। ঐ ঐ ।—পটুয়াখালিতে ।০||৶ সের, পিরোজপুরে ।১ সের ও ভোলায় ।১ সের।

ম। ঐ ঐ ।—কিশোরীগঞ্জে ।০||৶ সের, আটীয়ায় ।২ সের, ও জামালপুরে ।৯ সের, নেত্রকোণায় ।২|/ সের।

প। কুমারিয়ায় লবণের খুজরা দর টাকায় /৯ সের মাথাজারিতে /৮ সের ও কক্সবাজারে /৯ সের।

ক্ষ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় /৯ সের অবধি ।১ সের পর্য্যন্ত।

ব। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ।২| সের, ও চাঁদপুরে ।২||০ সের।

[*Government Gazette*, 17*th June* 1881.]

টাকায় যত পাওয়া যায়।　　　　৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।

রাগী বা মাড়ুওয়া ও চীনা।			জয়েরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			লবণ।			জিলা
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
																		পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
…	…	…	…	…	..	।৮	।৮	।৪।	২।০	২।০	২।০	।২।।	।২।।	।২।।০	৩৶০	৩৶০	৩৶০	ঢাকা
…	…	…	…	…	…	।৭	।৯	।৬	৩৲	৩৲	৩৲	।২	।২	।২	৩৶০	৩৶০	৩।৴০	ফরিদপুর।
…	…	.	…	…	…	।৭	।৭	।৮	৩৲	৩৲	৩৲	।৩	।৩	।৩	২।।৶০	২।।৶০	২।।৶০	বাখরগঞ্জ।
…	..	…	…	…	…	।৬	।৬	।২।।	…	…	…	।২৸০	।৩	।২	৩৲	৩৴০	৩।৴০	ময়মনসিংহ।
…	…	…	…	…	…	।৪	।২	।২	৩৲	৩৲	..	।০	।০	৵৯	৩৸৶০	৩৸০	৪৲	চট্টগ্রাম।
…	…	…	…	..	…	।২	।২	।৩	…	…	…	।০	।০	।০	৩।৶০	৩।৶০	৩।৶০	নওয়াখালী।
…	…	…	…	…	…	।৫	।৬	।২৸	…	…	…	।২	।১	।২	৩।০	৩।।০	৩।০	ত্রিপুরা।
…	…	…	…	…	…	…	…	…	৮৲	৮৲	৮৲	৵৮	৵৮	৵৬৲	৪।।০	৪।।০	৪।০	চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ।
…	…	…	…	…	…	।৪	।৪	।২	…	..	…	।১	।১	।১	৩।০	৩।০	৩।০	ত্রিপুরা পর্ব্বত।
																		বেহার।
..	…	…	।।৪	।।৪	৸২	।।১	।।১	।।৯।।	২।।০	২।০	৩।০	।০।।	।১	।০।।	৩৶০	৩৲	৩৲	পাটনা।
…	…	…	..	…	..	।।০	।।০।	।।৩।।	৪।।০	৪।।০	৪।।০	।১	।১	।২	৩।০	৩।০	৩।৴০	গয়া।
…	…	…	…	…	..	।।৪	।।৪	।।৮-।।৮	৩।০	৩৲	৩৴০	।২	।২	।২।।	৩৴০	৩৴০	৩৴০	শাহাবাদ।
।।০।৴	।৭।।	১৲	।।০।৴	।৯৸৶	১৲	।।১৶	।।০৸৶	।।৫	৯।৬	৯।৬	৪৲	।৩।।	।২৴	।০	৩৴১	৩।৴০	৩।।৶	দারভাঙ্গা।
…	..	…	।৮	।৮	৸৫	।।১	।।১	।।৫	৩।।০	৩।।০	৩।।০	।২	।২	।২	৩।০	৩।০	৩।০	মজফরপুর।
।।২	।।২	৸২	।।২	।।১।।	৸২	।।২	।।১।।	।৮	৪৲	৪৲	৪৲	।১।।	।১	।১	৩।৶০	৩।৶০	৩।৶০	সারণ।
..	…	..	…	…	…	।৯	।।০	।।৬	…	…	…	।১।।	।১	।১।।	৩।৶০	৩।৶০	৩।৶০	চাম্পারণ।
…	…	…	।।১	।।৪৶	৸৩।।৴	।।৩৴	।৬	।।৭।	৩৴৬	৩৴৬	৩৴৬	।২৴	।২৴	।২	৩৶৬	৩৶৬	৩৶৬	মুঙ্গের।
…	…	…	।৮৸৶	।৮৸৶	৸০৴	।।১।৶	।।০৸৴	।।৫।	৩৸১।।	৩৸১।।	৪।।৶-।৶	।২।।৶	।২।।৶	।২।।৶	৩৲	৩৲	৩৲৬	ভাগলপুর।

ক। নবদহ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।০ সের।

খ। মহকুমায় লবণের খুজরা দরটাকায় এই২।—বকশারে ।১।। সের এবং ভবুয়ায় ।০।। সের।

গ। ঐ ঐ ।—তাজপুরে ।১।।০ সের, ও মধুবনিতে ।১ সের।

গ১। ঐ ঐ ।—সীতামাঢ়িতে ।০ সের এবং হাজিপুরে ।০।। সের।

গ২। ঐ ঐ ।—সেওয়ানে ।১ সের ও গোপালগঞ্জে ।২ সের।

গ৩। মফঃস্বলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।০ সের অবধি ।২ সের পর্য্যন্ত।

গ৪। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—বেগুসরাইয়ে ।১ সের ও জমুইয়ে ।২ সের।

গ৫। ঐ ঐ ।—বাঁকায় ।২ সের, মধাপুরায় ।০ সের ও সুপোলে ।১ সের।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব্ব

নম্বর	বন্দর।	৪০ সেরের														
		গম।			যব।			ভাল চাউল।			মাঝারি চাউল।			কলু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা ...	২।৵০	২।৶০	২৸৴০	২।৶০	২।০	২৶০	৪॥০	৪॥০	৩৸৶০	৩৲	৩৲	২॥০	২॥৶	২॥৶০	২॥৶০
২	সেরাজগঞ্জ ...	২।০	২।০	২৲	...	...	...	৩৸৶০	৪॥০	৪৲	২॥০	২।০	২।০	...	...	...
৩	ঢাকা ...	২।০	২।০	২৸৴	২॥০	২॥০	১৸৶০	৩৶০	৩৶০	২॥৵০	২॥৶	২॥৶০	২৶০	..	...	...
৪	নারায়ণগঞ্জ ...	...	...	...	...	...	...	২॥৶০	২॥৶	২।৶০	২॥০	২।০	২৶	...	...	...
৫	চট্টগ্রাম ...	৩৲	৩৶০	৩৲	...	...	...	৩৲	৩৲	২৸৶	২।০	২।০	১৸৶০	...	...	...
৬	পাটনা ...	২৸০	১৸৶৬	২৶০	২॥৴৩	১॥৶০	১৶০	৩৲	৩।৴	২॥৶০	২৸৶০	২৸৶০	২৲	...	...	...
৭	বালেশ্বর ..	২৶	২।০	২৸০	৩৶	৩৶০	...	৩৲	২।৶	২॥৶	১৸৴	১৸৴০	১।০	...	...	...
৮	পুরী ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	১॥৩	১॥৩	১।০	...	...	...
৯	কটক ..	২।৴	২॥৶	৩।০	..	...	...	৩৲	৩৲	২।৴	২৲	২৲	১॥৴	...	...	...

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

জিলা হুগলি —জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

তৌজি নম্বর	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথ. শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৯	দৌলতপুর পং পাণ্ডুয়া।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লারাখা দিগর।	১১১২৻২		
		বাদ গঙ্গাধর কর মৌজা সিঙলা তৎসামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও মিরপাড়া রকম /১২॥ আনার সদর জমা বিঃ	৪২৸৶০		
		কুসুমকুমারী দাসী ১৫॥০ বিঘা জমির জমা এঃ	৫।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৮৶০		
		বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা।	১০৮৩৸৶২	১২২॥৶১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১০	ঐ রামাকান্তবাটী পং পাণ্ডুয়া।	কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর ...	৬২৪॥৶১১		
		বাদ হাজি আছালদ্দী মিস্ত্রী ৫০৸১ বিঘা জমির জমা।	২৪৸৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা।	৫৯৯৸/১১	৪৬।/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
২৯	ঐ বসন্তপুর পং ভুরশীট।	সেখ তাফেজদ্দীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা।	১১০৮১৲		
		এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ॥/০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ৶৪ আনার সদর জমা এঃ	২৪১৪।/৬	৫২৯॥/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩৫	ঐ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২২৩৭৯৮৸/(৮।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৶১-৶৪ আনার সদর জমা এঃ	৩২৮০৯/১	১২২৬৩৲১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩৮	ঐ সাঁথপালি পং বালিয়া।	মোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...	১০১৪৮৲৮		
		এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেজার ইষ্টেট গিরিজানাথ রায়চৌধুরী দিগর রকম /১২ আনার সদর জমা।	১০:৪৸/০	৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৫৫	চাপাহাটী পং পাণ্ডুয়া।	যদুনাথ ধলা দিগর ...	৫৮১৩/২	৩৫।৶০	
৫৬	ঐ ঐ	যদুনাথ ধলা দিগর ...	৬০৬।৶২	১১৩।৶১	
৫৯	ঐ মাথালডিহি পং পাণ্ডুয়া	সৈয়দ আবল মজফর দিগর ... বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ।১৪৩ আনার সদর জমা এঃ উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী দিগর রকম ।১৫৮ আনার জমা বিঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী সৈয়দ আবল মজফর দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২২৮৶১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪২৮৶০ ২৯৪৮৵১	 ৩৶৪	 এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৬২	ঐ রামজাঙ্গাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৶৫ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৯৩৭৪৮২। ২৭২৫।।/০	 ৯৩৯/০	 এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৬৭	ঐ গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর .. এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মৌজার ষোলআনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬৯৫৮৶ ৬৯২৵৯	 ৪৭৯৵৯	 এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৬৯	ঐ সেরপুর পং বালিয়া।	সেখ কাদেরবকস দিগর .... এইমহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ।।/ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০৩৯১।৵৯ ৫৮৪৫৵৬।।	 ২০১৩।।/৯	 এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
১১০	ঐ খালড় পং খালড়।	রাণী লালমমণি দিগর ... বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্রবালা দাসী রকম ৸০ আনা সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আনা সদর জমা রাজা প্রথমনাথ রায় বাহাদুর রকম ৶০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রাণী লালমমণি রকম /০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৩৯০।৶ ৭৭৯৩ ৬৪৯।৶ ১১৯৮৮/০ ৯৭৫২।০ ৬৪৯।৶	 ১৭১।।৵	 এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের [illegible]কিস্তী ফাল্গুনের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর।	মাহালের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম ও মহাল পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৩	তরফ কালুহা পরগনা বারবক পুর।	কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভাবতী দাসী মাতা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২৯৪॥৵৭	এই মাহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসী ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৷৷০ আনা বাদে কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ৷০ আনার কাত সদর জমা ১৬৪৭৷/৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১১৬৵০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুহা পরগনা বারবকপুর।	ঐ ঐ	[illegible]	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৷০ আনা ও কৃষ্ণকিঙ্কর রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ৷৷০ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৷০ আনার কাত সদর জমা ৮২১৷৵৭ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ২৫৮৷৵৩ টাকা।
৩	ঐ	৭৭	হুদাগোপালপুর পরগনা পলাশী।	রায় মেতাবচাঁদ মাহার বাহাদুর ...	১১৫৭।৫০	রাজস্বর বাকী ৫৬০৸১১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৭	কিসমত মোজেপাকুড়হাস পরগনে বারবক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী রামদাস চৌধুরী অশ্বিনীকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারাধন গোস্বামী।	৭৫৯৭১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৫১৵১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবে।

৫	ঐ	২৩৩	ভরুক পাড়নিষাড় পরগনে রাজপুর।	রামজীবন মুস্তফী তারামণি দাস্যা লক্ষ্মী দাস ও দর্প দাস মুস্তফী অধিরাণী দাসী ক্ষেত্রনাথ চন্দ্রগতি মুস্তফী ভুবনমোহিনী দাস্যা।	৬১১৮৶১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৩৬৩৷৶৯ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।
৬	ঐ	২৭৩	কিসমত পরগনে বারবক সিংহ পঃ বারবক সিংহ।	রাধাবিনদ জগতমোহন মনমোহন বেণীমাধব হিরালাল রামনদাস মাধবচন্দ্র মতিলাল চৌধুরী তারাধন গোস্বামী চোট দাস্তমণি দেব্যা রামনৃসিংহ মুস্তফী বনমালী কালাচাঁদ প্যারিমোহন রামগোপাল চৌধুরী চম্পকলতা দেবী কৃষ্ণকিশোর গোবিন্দলাল বিষ্ণুলাল শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী হরিদাস তুলসীরাম চৌধুরী নাবালগের অলিমাতা অখিলেশ্বরী দেব্যা রাজেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডললাল ছিদামলাল চৌধুরী জনার্দ্দন হরেরাম চৌধুরী নাবালগের অলিমাতা চন্দ্রমুখী দেব্যা ও কালীপ্রিয়া দেব্যা মনমোহিনী দেব্যা মহানন্দ বন্দোপাধ্যায় ব্রজলাল চৌধুরী গোপী সুন্দরী দেবী গোপীমোহন চৌধুরী এলোকেশী বামাসুন্দরী দেব্যা কালিদাস চৌধুরী রাধাবল্লভ দাস যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিলাল চট্টরাজ রাজিয়া বিবি জিয়াওর রহমান বান্দী বিবি শাফিজন্নেছা বিবি গোলাপসুন্দরী দেব্যা রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী।	২১০৫৷৶১	এই মাহাল মধ্যে মৌলবি জিয়াওর রহমান রাজিয়া বিবি বান্দী বিবি হিরালাল রামনদাস চৌধুরী ও রাধাবিনদ চৌধুরী ও রামনৃসিংহ মুস্তফী ও মাধবচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৶৭৷৶৩৷ দীপ ৪ তিলের কাত সদরজমা ৪৪৭৮২ টাকা বাদে রামগোপাল চৌধুরী দিগরের এজমালী অংশ ৮১২ গোণ্ডা ৪৷ দীপ ১৬ তিলের কাত সদরজমা ১৬১৮৶১১ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী রাজস্ব ৬৯৮৶৯ টাকা।
৭	ঐ	৪০৭	মৌজে রামবাটী পঃ ফত্তেসিংহ।	সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার মিঃ ইজ্জত নাম্যাক্ত গোষ্ঠবিহারী খুদিরাম হিরালাল প্রামাণিক মহারাজা জগদীন্দ্র বনওয়ারি গোবিন্দ বাহাদুর সেবাইত কিশোরী জিউ দেব ঠাকুর মির মহাম্মদ নেয়াজ রাইরঙ্গিণী দাসী জাহেদা বিবি দীনবন্ধু দাস কৃষ্ণধন দাস রামতারণ দাস রায় কৈলাসকামিনী দেব্যা চন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মতীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ নাবালগের অলি মাতা লক্ষ্মেশ্বরী দাসী রাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ম্যানাজার পক্ষে কালাচাঁদ হৃষিকেশ রামলাল রাধাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাইত ৺ গোপাল দেব ঠাকুর।	৬১৭ ৬	এই মাহাল মধ্যে সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার দিগরেরপৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে হিরালাল প্রামাণিক দিগরের এজমালী অংশ ৷৮১৶৮ তিলের কাত সদর জমা ১৭৩৮৶১১ টাকা নীলাম হইবেক বাকী রাজস্ব ১৯৫ পাই।

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জিলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩ । ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ২৩ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ।

তৌজি নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩ । ৮৪ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগরপাড়া কিসমত আগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৬৬২।৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা অনুসারে স্বতন্ত্র হিসাবের ১ হিস্যা সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৸৴ আনা।	১৩৫৬৶২	৩।০
২৮	পং ডিলকি কিং কেড়াগ ছি।	রাজমোহন রায়চৌধুরী	৫৮৩৲৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩৲৪	১৭০৲১০৸
২৯	পং খলিসখালি কিং খলিসখালি	কৈলাসকামিনী দেব্যা দিগর।	৮৯৭৸১১	ঐ ...	৮৯৭৸১১	১৩০৸১১
৩৪	পং ছিলকি কিং গন্ধর্ব্বপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	১২৩১৷৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম ৴১২ গণ্ডা।	১২৬৶০	৩০॥৴১
৬৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দিগর।	৫৬৯৲৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪৶১	১১৩৲৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২।৴৬।	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৴৬।	১৯০৸৶৯।
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুলিয়া।	দুর্গাচরণ সাহা দিগর ...	৫১১৫৲১	৩ হিস্যা মুনসী আতাবদ্দীন আহাম্মদ রকম ৴১২ গণ্ডা।	৫১১॥০	৩৶৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী দিগর।	২১১১॥৴১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী রকম ৷৮৸৫ দস্তি।	৫৮১।৴৮	১।৴৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং বৈকারি।	থাকমণি চৌধুরাণী দিগর	৭১২।৶১১৸	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।৶১১৸	৬১।৶৭৸
১২৭	পং তালুকা কিং তালুকা।	রাজকুমার ঘোষ দিগর...	১৩৯৪৩৸৶৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ৲১৮৸৴১১।৴১৫	৮৫৩।৴৮	২৫৸৴৭॥
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুযায়ী স্বতন্ত্র হিসাবের ২১ হিস্যারকম ।৶১৯তিল কৈলাসচন্দ্র সরকার দিগর।	২০।৭	৭৴৮
১৩২	পং বুড়ুন কিং তাহুড়িয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০৩২২।৬	২ হিস্যা রং ।০ আনা...	১০১১১৴৯	৶৫৸
১৩৯	পং মলই কিং মলই।	পার্ব্বতীনাথ রায়চৌধুরী দিগর	২২৯৭২।৴১১।	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী দগর।	২২৯৭৶৩	৮৭৬৸৶৪
১৫৯	পং সলিমাবাদপুর কিং রামভাঙ্গা।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪৯৸৴৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার রং ।০ আনা।	১৩৭।৶৫	৩১৴০॥
১৬৬	পং সুন্দরবন কিং ১৬৫ নং লাট আঃসুনি রমজান নগর।	জহিরদ্দি সরদার দিগর	১৮৮৪৲	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪৲	৪৭০০৲৬
১৯১	পং মলই কিং হাজরাকাঠি।	পার্ব্বতীনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	৮৯০৶১০	৪ হিস্যা নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাং সাতখিরা।	৮৯৲৪	৩২৶০॥

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,
The 6th May 1884.

F. H. BARROW,
Offg. Collector.

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮। ৭ আইনমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগায়েদ ২৮ মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪। ২১ জুলাই মোং ১২৯১। ৭ শ্রাবণ সোমবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
১২ নং	পং আটীয়া জমিদারি হিস্যা /০ আনা ১৮৫৯। ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	২৪৭/৪	০	০
ঐ	ঐ ১৮৫৯। ১১ আইনের ১০ ধারামতে উক্ত /০ আনা মধ্যে হিস্যা ৲৭ গণ্ডা।	হরিচরণ মজুমদার ...	২৪৫৸৶৯	০	০
ঐ	ঐ ঐ হিস্যা ১৸ কড়া ...	নবাবআলি চৌধুরী গয়রহ	৬১।৶৮	০	০
ঐ	ঐ ঐ উক্ত /০ আনা জমিদারি ষোল আনা রকমে হিস্যা ৶৭। গণ্ডা।	গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১৪৮।৩	১২৫৲৬	খারিজ হিস্যা নিলাম হইবেক।
২৬ নং	পং বড়বাজু জমিদারি হিস্যা ।৶০ আনী ষোল আনা রকমে ১৮৫৯। ১১ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া হিস্যা বাদে এজমালি হিস্যা ।৶৫।৪ দীপ।	সৈয়দ হাসনজান গয়রহ ...	৪৪৬৯/০	৭০৫৲	এজমালিহিস্যা নিলাম হইবেক।
ঐ	ঐ হিস্যা ১৮।১ দীপ ...	মেঃ কেরূড সাহেব ...	৫১৩৵০	০	০
ঐ	ঐ হিস্যা ।৶০ গণ্ডা ...	খাজে এনায়েতউল্লা চৌধুরী	৩৯৪৬।০	১২৩৶	খারিজ হিস্যা নিলাম হইবেক।
ঐ	ঐ হিস্যা /৮।২ দীপ ..	করিমন্নেছা চৌধুরাণী	৮৭৯৸০	০	০

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
৫২৯৮	পং পুখরিয়া চর আরজহাটী ও মেহা গয়রহ।	হেমচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ ...	৯০৫৵০ উয়েকন ৯৶০	১০।৶২ উয়েকন ৩৶০	মোট মহাল নিলাম হইবেক।

The 30th May 1884.

E. G. GLAZIER,
Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	লিখিত মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৭৬ নং	শম্ভুনগর পং রাজপুর।	চন্দ্রমণি দাসী অলি মাদরে নাবালক জনার্দ্দন বিশ্বাস, ধরণীধর বিশ্বাস গায়ত্রী দেবী, শশিমুখী দেবী, বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সর্ব্বমঙ্গলা দেব্যা সারদাসুন্দরী দেব্যা অলি মাদরে শ্যামদাস রায় নাবালক প্রিয়নাথ কুণ্ডু, শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বস্তিধর জোয়ারদার।	১২০১৮৶১১	১১৮৶৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া বাদে অবশিষ্ট ২:।৶০ আনা যাহা ৫৮।/৪ পাই টাকা সদর জমায় গায়ত্রী দেবী ও সারদাসুন্দরী দেব্যা অলি মাদরে শ্যামদাস রায় নাবালক, প্রিয়নাথ কুণ্ডু, স্বস্তিধর জোয়ারদারের নামে ৫৭৬।০নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
৪৭৭ নং	শ্যামপুর পং রাজপুর।	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায়, শশিসুন্দরী দেব্যা অঘোরনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও কুমুদিনী দেব্যা অলি মাদরে গৌরহরি মুখোপাধ্যায় নাবালক ও দীননাথ মুখোপাধ্যায়, রামরতন চেলর্থিয়া, নরুরচন্দ্র পাল চৌধুরী, কৈলাসেশ্বরী দাসী চৌধুরাণী অলি অছি ভাং বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং অছি ভাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাবালক হিরালাল চৌধুরী, কুসুমকুমারী দেব্যা, থাকমণি দেব্যা দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ননিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেব্যা অলি মাতা ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় নাবালক অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং প্রসন্নময়ী দেব্যা অলি মাদরে জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র, ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৈলাসচন্দ্র ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অছি ভাং কালীপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালক।	৩৬৫২২৲২	২৮/৯	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ৶৮॥ গণ্ডা যাহা ৫৫৩।।০ টাকা সদর জমায় শশিসুন্দরী দেব্যা অঘোরনাথ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেব্যা অলি মাদরে গৌরহরি মুখোপাধ্যায় নাবালক নরুরচন্দ্র পাল চৌধুরী কৈলাসেশ্বরী দাসী অংশ অছি ভাং বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও অছি ভাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হিরালাল চৌধুরীর নামে ৪৭৭।০নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
৩১৫৮ নং	খামার সীমলা পং কৃষ্ণনগর।	অন্নদাপ্রসাদ সেন মোক্তারজাৎ মন্মথনাথ, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্ব্বতীনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও ভবতারিণী দেবী, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও কর্ম্মাধ্যক্ষ ভাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গোকুলমণি দাসী।	৯৬৫৸৮ পুঃ ২৶।০	৩১৫৮।০নং ১।৶১১ ৩১৫৮।২নং ৯১।।১০ পুঃ ।।৶	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ৶৪ গণ্ডা যাহা ১৯৩৶৭ পাই সদর ও ১৶১১ পাই পুলিস জমায় রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও কর্ম্মাধ্যক্ষ ভাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও গোকুলমণি দাসীর নামে ৩১৫৮।০নং ও পৃথক হওয়া অংশ রঃ ৴১২ গণ্ডা যাহা ৯১।।/৩ পাই সদর ও ।।৹০ পুলিস জমায় দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর নামে ৩১৫৮।২নং লিখা যায় ঐ ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাও নিলাম হইবেক।

W. V. G. TAYLER,
Collector.

কালেক্টরী জিলা রংপুর।

বাকীর কর্দ্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালার লাগাএত কিস্তী ফাল্গুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএত কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মার্চ্চ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং তদনন্তরে ভিন্ন ভিন্ন জিলার কালেক্টরীর তৃষ্ণী দ্বারা আদায় হওয়া যাহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নীলাম হইবেক, ইতি।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাড়ী ওগয়রহমৌজা চাকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাস্যা কুঞ্জমোহন চাকি তারামণি দাস্যা চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫। ৶০	।৶১০	বামাসুন্দরী দাস্যার ১১৮৸৶৯ পাই সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১০৭	রামনগর মৌজা চাকলে কাজির হাট।	সৌদামিনী দাস্যা	১০৪১৸৶৯	৪২৮।৶৪	
২২১	খোর্দ্দ মুরাদপুর ওগয়রহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জানকীবল্লভ সেন আছরা বেগম, রাহতমেছা ছাবেরা খাতুন, ও হুরিয়ল আলম জাবুল হোসেন চৌধুরী ওরফে তোমা মিঞা ও দুলা মিঞা।	২৫০২৸৶৫॥	৫১০॥৶৮	বাবু জানকীবল্লভ সেনের খরিদা ।৶০ আনা অংশ বাদ দেওয়া গেল। তাহার স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামার কুরসা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ।	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরী জহিমমেছা চৌধুরাণী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২৭০৫৸৶১১	১৮২ ৷৯	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক যাহার সদর জমা ১০২১। ৬ পাই ঐ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪৯	চক দুর্গাপুর ওগয়রহ মৌজা পং সরঘাট্টা।	খএরমেছা বিবি চৌধুরাণী এনাতুল্লা মিঞা, খাতুন নী বিবি চৌধুরাণী, এনাতুল্লা চৌধুরী খুশিয়মেছা বিবি জতন বিবি চৌধুরাণী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেছারুদ্দিন, মহম্মদ নেজামুদ্দিন মহাম্মদ চৌধুরী, আমরমেছা বিবি সরং ও অলিঅচ্ছ পক্ষে আবদুলল হক চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৸৶৮	১৪ ৶৮	গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাধীনের অংশ যাহার সদর জমা ৪৩১ ৵৩ পাই ও যাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ্‌বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৬২৭	আলিগাঁও পং ..	চন্দ্রশিখর রায়, গোপালচন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী, ভবানিচন্দ্র চৌধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোঙর চন্দ্রকিশোর রায় নাবালগ, ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী কুড়ানু সরকার।	৫২৮১৸৵১।	২০৸৶৪	কুড়ান সরকারের নিজাংশ ৶০ তিন আনা ঐ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,
The 30th April 1884.

H. J. NEWBERY,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

জিলা রাজশাহি।—বাকী খাজানার জালসপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা রাজশাহির মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগাএৎ জিস্তী ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য পাওনা চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১৪ আষাঢ় শুক্রবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

তফসীল

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
১৮৫	ডিহি মাকসা মৌজে বেড়াবাড়ি পং মাহাম্মদপুর।	চন্দ্রমণি দাই অলি অছি পক্ষে গোলাবলাল সিংহ রায় নাবালগ, মেঃ এগেনওয়াইন সাহেব, গিরিশচন্দ্র দত্ত, প্রতিমাসুন্দরী দাস্যা, শ্যামাসুন্দরী দাই।	খাজানা ৪৩৭৩৸/ পুলিস ৩০।৶০ ৪৪০৪৶০	৭১৬৬৶০ ৩৸৶০	যায় পুলিস ৪৪০৪৶০ আনা সদর জমার তাহুত দেখা যায় তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ গিরিশচন্দ্র দত্ত খাজানা ৫৮১৷০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫।/০ আনা বিশেষ নং ২ প্রতিমাসুন্দরী দাস্যা খাজানা ৫৮১৷০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫।/ আনা বিশেষ নং ৩ মেঃ এ গেনওয়াইন সাহেব খাজানা ১২০৪৷০ আনা পুলিস ৮৷৶ আনা একুনে ১২১৩৷৷৶ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ২০০৭/ আনা পুলিস ১৩৸৶ আনা একুনে ২০২০৸৶০ আনা সদর জমায় বক্স নীলাম হইবেক।
২০৭	কিং পং তাহেরপুর	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর রায়।	৩১৫১১৶০	১৬১৫৷৷৶	মোট সদর জমা ৩১৫১১৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় ১৪৭০৪৷৷/ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ সদর জমা ১৭৭০৪৷৷/ আনা বক্স নীলাম হইবেক।
২২৮	ডিহি বাসুদেবপাড়া পং ভেগাছি।	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর রায়।	খাজানা ১৮১০৭ পুলিস ১৮৶০	১।০ ০	মোট সদর জমা যায় পুলিস ১৮৭৮৶ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় খাজানা ৯০৫৭ টাকা পুলিস ৯/০ আনা একুনে ৯১৪/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ৯০৫৭ টাকা পুলিস ৯/০ আনা সদর জমায় বক্স নীলাম হইবেক।

২৫৫	রমজানপাড়া পং তেগাছি।	রাধাকান্ত তরফদার, মধুসূদন ভৌমিক, রাধাসুন্দরী ভুবনমোহিনী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, রামকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, লক্ষ্মণচন্দ্র তরফদার, রামলাল তরফদার, দীনবন্ধু সান্যাল, রোহিণীকান্ত তরফদার, রতিকান্ত তরফদার কার্য্যাধ্যক্ষপক্ষে বিপীনবিহারি তরফদার, নাবালগ শ্যামচাঁদ সাহা।	৮৫৫৮৵	৭১॥০	মোট সদর জমা ৮৫৫৬৵০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মধুসূদন ভৌমিক সদর জমা ১৬০।৵০ আনা বিশেষ নং ২ রাধাকান্ত তরফদার ৮০৶ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ ৬১৪।৵০ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।
২৫৭	ডিহি ছাতনি পং গোবিন্দপুর।	গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ সুকল, দুর্গাসুন্দরী দেব্যা বক্তেশ্বরী দেব্যা, ভবসুন্দরী দাস্যা অলি অধ্যক্ষপক্ষে অক্ষয়চন্দ্র ও সতীশচন্দ্র সিংহ নাবালগান, মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা, ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেব্যা, মুক্তকেশী দেব্যা, শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা, সৌদামিনী দেব্যা, ৺ রাধা অটলবিহারী ঠাকুরের সেবাইত গিরিধর দোবে স্বয়ং ও অধ্যক্ষ পক্ষে তোতারাম দোবে, মিরমোসাহেবআলি স্বয়ং ও অলিপক্ষে এমদাদআলি ওরফে রমজান, জীবন্নেছা ওরফে ছোরমন্নেছা বিবি, তফজ্জলআলি, তমিজউদ্দীন, তরিফুল্লা বিশ্বাস, গরিবহোসন চৌধুরী শাজদন্নেছা চৌধুরাণী, হবিবন্নেছা খাতুন স্বয়ং ও অলিপক্ষে খোন্দকার ছএদুদ্দীন মাহাম্মদ ও আলফন্নেছা, খাতুন ও মজিদন্নেছা খাতুন, উমেদন্নেছা খাতুন নাবালগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেবকুমারী দাস্যা, হরমণি দাস্যা, দক্ষিণাকুমারী দাস্যা সোমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার।	খাজানা ৫৭৬০৴ পুলিস ৫৮৭ ৫৮০৮৴০	১০২৬৵০ ৭৲	মোট সদর জমা মায় পুলিস ৫৮০৮৴০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা সদর জমা খাজানা ৭৩৭॥৴০ আনা পুলিস ৬৶০ আনা একুনে ৭৪৩।৶০ আনা বিশেষ নং ২ মির মোসাহেব আলি স্বয়ং অলিঅধ্যক্ষপক্ষে মির এমদাদআলি ওরফে রমজান নাবালগ, জীবন্নেছা ওরফে ছোরমন্নেছা নাবালীকা, তফজ্জলআলি তমিজউদ্দীন তরিফুল্লা বিশ্বাস গরিবহোসেন চৌধুরী ছাজদন্নেছা চৌধুরাণী রত্নমণি দাস্যা হরমণি দাস্যা দক্ষিণাকুমারী দাস্যা সোমেশ্বর সিকদার বিশ্বেশ্বর সিকদার দেবকুমারী দাস্যা অলিঅধ্যক্ষ পক্ষে অবিনাশ সিকদার শ্যামাচরণ সিকদার শ্রীনাথ সিকদার খাজনা ৬৫৩৮৴০ আনা পুলিস ৫৷৶ আনা একুনে ৬৫৯৶ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ সুকল খাজানা ১৫৯৮৲ টাকা পুলিস ১৩।৴০ আনা একুনে ১৬১১।৴ আনা বিশেষ নং ৪ সারদাপ্রসাদ সুকল খাজানা ১০৬৫৷০ আনা পুলিস ৮৸৵ আনা একুনে ১০৭৪৵০ আনা বিশেষ নং ৫ বক্তেশ্বরী দেব্যা খাজানা ৫৩২॥৶ আনা পুলিস ৪৷৶ আনা একুনে ৫৩৭৴০ আনা বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা খাজানা ১৬২।৴ আনা পুলিস ১৸৴ আনা একুনে ১৬৪৵০ আনা বিশেষ ৭ নং ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেব্যা খাজানা ১৪।৶০ আনা পুলিস ৶০ আনা একুনে ১৪॥০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ৯৯৬৴০ আনা পুলিস ৮৲ টাকা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
৪২২	সিজড়দহ তপে চাপাঁতা।	নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেবেতরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রাকুমারী. ৺ মদনমোহন ঠাকুর ও রাধা বিহারীলাল ঠাকুরের সেবাইত মহন্ত কৃষ্ণানন্দ রাম গোস্বামী।	খাজানা ১৮৩২।০ পুলিস ৫।৴০ ১৬৩৭।৴০	৩(৬ ০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১৬৩৭।।৴০ আনা তন্মধ্যে f মোহ নং ১ নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেবেতরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রা কুমারী খাজানা ৮১৬৶০ আনা পুলিস ৩।।৶০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে একমালী অংশ খাজানা ৮১৬৶০ আনা পুলিস ২।।৶০ আনা একুনে ৮১৮৸০ আনা সদর জমার বক্তু নীলাম হইবেক।
৪৭৬	তরফ দক্ষিণ জোয়ার	আবলগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেব কুমারী দাসী. হরিমণি. দক্ষিণাকুমারী দাসী, গোপেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, [illegible]নাথ, শ্যামাচরণ সিকদার, গরিবুন্না ওরফে গরিব জোমেন চৌধুরী, গলাবন্নেছা চৌধুরাণী, আতাহার-ন্নেছা খাতুন. মহেশচন্দ্র ভৌমীক. ঈশানচন্দ্র, রামময় সিংহ ঘোষ, মাহাম্মদ নেজামল আলম, তামজউদ্দীন মিঞা, মির-মোশারেব আলি স্বয়ং অলিপক্ষে এমদাদআলি জীবন্নেছা, ওবিবন্নেছা স্বয়ং মাতা ও অলিপক্ষে সৈয়দ সৈয়দ-দ্দীন, উলফন্নেছা, মাজদন্নেছা. ওয়েদন্নেছা	২৭৮৮৭	৫২৯।৶৬	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

E. H. RUDDOCK,
Collector.

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা। খাজানা।	সেস।	বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা। খাজানা।	সেস।	মোট।	মন্তব্য।
৬ ১৮২৩	থানে সাতকানিয়া মৌজে নাকোরা মহল নয়াবাদ। নাম তালুক রাজকুমার রায় পিং বিশ্বম্ভর রায় ও শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী আং নবকুমার রায় সাং পারকোরা।	খোদকার …	১০১৭৮০	৪৪।।৬	১২৯০ বাং	১১৭৲	০	১১৭৲	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
২০ ৪২০	থানে ঐ মৌজে চাষল মহল নয়াবাদ। তালুক শ্রীমতী জবেদা চৌধুরাণী।	কাদের আনক পিং আকরম মিমুনসী ও আবিদ আলম পিং মৌলবী আবদুল অদুদ সাং কালীপুর।	১১২৩।১৫০	১৭৬৬/০	,,	২২৪৲	২২৶৯	২৪৬৶৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 23rd May* 1884.　　C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector.*

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকের ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা। খাজানা।	সেস।	বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা। খাজানা।	সেস।	মোট।	মন্তব্য।
১১০ ১৮৩০	থানে সাতকানিয়া মৌজে গণ্ডামারা মহল নওয়াবাদ। নাম তালুক কৃষ্ণদাস কুণ্ডু পিং গোপালদাস কুণ্ডু সাং খিলগাঁও।	খোদ …	৩৬৪।৴০	২৬৮/১	১২৯০ বাং	১৮৫৲	৮।৯	১৯৩।৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 23rd May* 1884.　　C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector.*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

জিলা যশোহর।

ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরী।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই যশোহর জিলার নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির মবলগ বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামী ৫ জুলাই শনিবার তারিখে এই কালেক্টরীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

বাকীজায় রূপেয় ২৮ তারিখ সন ১৮৮৩ সন মোতাবেক সন ১২৯০ সন চৈত্র।

শেষ তারিখের বাকীপড়া মহালাত।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	পরগনার।	মালিকদিগের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবেক।	তাহার সদর জমা।	যে বাকীর জন্য বিক্রী হইবেক।	মন্তব্য
৪৫ নম্বর	ভেরচি ...	ভেরচি ...	কালিদাস দেব ম্যানেজার জানবে মন্মথনাথ গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও নাবালক নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ, পার্বতীনাথ, অমরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও ঈশ্বরচন্দ্র বসু।	২৯৫৩।১	২ ছিমা—মহেন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর স্বত্ব।	২৯৬।/২	১০৮৮/৪	
১৩৮	তুলবাড়িয়া ...	মহম্মদ সাহি ...	শ্যামচরণ, বৈষ্ণবচরণ, তেলি মণ্ডল ও মেঃ উইলিয়ম সরিপ সাহেব স্বয়ং ও ম্যানেজার জানবে মেঃ মারিচ ফিট সওেন সাহেব ও জামেস কেরিট কিং ওয়ারটন সাহেব ও মেঃ আলেক্জার জামেস সাহেব ও মেঃ জার্জ এমাসিন গ্রাসকট সাহেব।	৮২৮৩৩/১১	২ ছিমা।—মেঃ সরিপ সাহেব স্বয়ং ও ম্যানেজার জাং মেঃ মারিচ ফিটজেওন সাহেব ও জামেস কেরিট কিং ওয়ারটন সাহেব ও মেঃ আলেক্জার জামেস সাহেব মেঃ জার্জ এমাসিন গ্রাসকট সাহেব।	৬১৯।/০	১।৪	
১৮৮	মামুদপুর ...	ইসকপুর ...	গোবিন্দচন্দ্র রায় ও মৌলবী সৈয়দ ওবেদুল্লা ও মৌলবী সৈয়দ আমেদ উল্লা ও বিবি ইজ্জেতন্নেসা ও মুক্তকেশী দাসী।	৭২৯।। ২	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭২৯।/২	৭।/১১	
১৯২	মাধবপাসা ...	ঐ ...	গোবিন্দচন্দ্র রায় ও মতিলাল বসু স্বয়ং ও জাং বেহারিলাল, শুকলাল, হরিলাল, বঙ্কবিহারি, শরৎচন্দ্র ও পঞ্চানন ঈশ্বরচন্দ্র বসু, চন্দ্রকুমার, যোগেন্দ্রনাথ কালীপ্রসন্ন, পুলিনবেহারি, কালিদাস ও উপেন্দ্রচন্দ্র ও কিরণচন্দ্র রায়।	২৩০৭৩/৪	১ ছিমা—মতিলাল রায় স্বয়ং ও জাং বেহারিলাল ও শুকলাল ও হরিলাল ও বঙ্কবিহারী, শরৎচন্দ্র বসু ও চন্দ্রকুমার, যোগেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসন্ন, পুলিন বিহারী ও কালিদাস রায়।	৩০৫৩।।	১১।/৬।।	

২৭৪	শ্রীপদগছ ...	শ্রীপদগছ ...	কালিদাস দে ম্যানেজার ক্ষাং মন্মথনাথ ও গিরিজানাথ সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী নাবালক ও মহেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ পার্ব্বতীনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও ভবতারিণী দেবী ও ঈশ্বরচন্দ্র বসু।	২৮১১১/৮	৪ হিস্যা—মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	২৮৬১।৵২	১০৩৬৪
৪৮১৯	বাঁশবাড়িয়া ...	মুলঘড় ...	গোলোকনাথ রায় চৌধুরী, জ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কালিদাস দে ম্যানেজার ক্ষাং মন্মথনাথ, গিরিজানাথ সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ভবতারিণী দেবী ও নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	৩৪৪৬৸৵২	১ হিস্যা—গোলোকনাথ রায় চৌধুরী ও জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	৭০৯।৵০॥	১৭৯।৵১॥
					৪ হিস্যা—মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সমেত পুলিস।	৩৫৪৪॥৵১	৮৯॥৴৬৮
৪৮২১	দামাহরিল ভিডি।	মুলঘর ...	ব্রজলাল পাল চৌধুরী, রামধন বিশ্বাস, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় দিং ছাবব ছোবান, আনন্দচন্দ্র প্রামাণিক কুমুদিনী দেবী।	৫২৩৫৮৪	২ হিস্যা—ব্রজলাল পাল চৌধুরী সমেত পুলিস।	৫৭৭॥৶৬	১৪৫৫৶১
৪৮২২	রঘুনাথপুর ভরক।	ঐ ..	গোলোকনাথ রায় চৌধুরী ও জ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কালিদাস দে ম্যানেজার ক্ষাং মন্মথনাথ, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ, ও ভবতারিণী দেবী ও নরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	১১৮৯৸৴	১ হিস্যা—গোলোকনাথ রায় চৌধুরী, জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	২৩৭৮৵৯॥	৫৭।৶৮
					৪ হিস্যা—মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সমেত পুলিস।	১১৮৮৵১১	২৮।৵১১
৫০৭৩	ভবানীপুর ...	কাশুড়িয়া পং বালিয়া	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিগর ...	৬২২১।৵৭	১ হিস্যা—ব্রজনাথ পালচৌধুরী দিগর।	৩১১০॥৶৩॥	৪৮১
৫০৮৮	জয়পুর ভাট আনি।	জয়পুর ...	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিগর ...	৭৫৯০।৶৭	১ হিস্যা—দেবনাথ রায় চৌধুরী সমেত পুলিস।	৭৪৯৫৯	২৫॥৵৫
৫২৯৫	গঙ্গাদাসপুর ...	উগড়া ...	রামেশ্বর নাথ দিগর ...	৫১১৯৯৭	১ হিস্যা—দেবীপ্রসাদ রায় নাথ চৌধুরী।	২১১০৬০	৩/৩
					৫ হিস্যা—হরিলাল সাহা ...	১৭৫॥৴৭	॥৶১১

The 29th May 1884.

E. J. BARTON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর তৌজি।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	তরফ অযোধ্যারাম ...	৭২৩৮/০	১৬/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল	৬৪৩১/৭	১৩২৷০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	তরফ আনন্দীরাম বাং	৮৫৯৷৶৯	১৫৮৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৫নং রামচন্দ্র রায় প্রভৃতির অংশের মঃ ১১৭৷৶৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	তরফ তুলসীরাম, ফতেয় খান।	৮১৯৭	১৯৬৷০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২১৭	১১৪৩	তরফ মৌজে হরিণা বাং ওং মজ্জ রাম হাজারি।	৬৯২৮/০	১৮৭৮৪	ঐ ঐ
১৫০	১২৫১	তরফ ইমাম ...	৬৯৭1/৪	১৫০11/৪	ঐ ঐ
৩৭	১৮৯৪	তরফ মা[illegible] ঘো-শা,[illegible]।	৫৬০1/০	২৭	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং মমতুর বিবির ১৩৫৷০ আনা জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবেক।
৫২৩	[illegible]	তরফ রামভদ্র বাং ...	[illegible]	১১৸৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীতাম্বর বাং ৪৫৸৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩১	[illegible]	তরফ [illegible]মকিশোর বাং।	৮১৯/৭	[illegible]	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩৷/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭১	[illegible]	তরফ [illegible]রাম বাং	৮১৬৸৶৩	১২৷/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫৷৶১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬০৬	১.২৫	তরফ শ্রীমন্তরাম বাং	১৭৩৭৸০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আরতুল্লা খাঁর ৭৮৯৸/৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬১১	[illegible]৮৮০	তরফ [illegible] সেখ মাহা[illegible] ও হ[illegible] [illegible]	৬৭৮৷৶০	/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আপিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২২ জুলাই মোঃ ১২৯১ সনের ৮ শ্রাবণ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৬ মে।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী	১৪১৬	বংশীধর বসু তাং হিং।৹ আনী	কামিনীমোহন চক্রবর্ত্তী রায় চৌধুরী হিঃ ৵১৫	১৫৫০।/৩ মিনাহ অপর হিসাব পৃথক অংশের জমা— ১১৮৩৸/১০ — ২৬৬৷৶৫	৷৶৬৷	এই হিসাব পৃথক হওয়া ৵১৫ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	১৪৮৭	জীবনকৃষ্ণ সেন ও হরেকৃষ্ণ সেন ও কমলকৃষ্ণ সেন ও গোবিন্দদেব রায় ও প্রাণমাণিক্যচন্দ্র রায় ও দর্পনারায়ণ ও কুতুজয় মুখদা তালুক।	হং ৮৪ =১ তিল উমাচরণ ভট্টাচার্য্য গয়রহ	২২১৫॥/৫। মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা— ৫৪৩৮৵২ — ১৭৫১।৶৩॥	১৩১।৫।।	এই এজমালি ৮৪ =১ তিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	১৭২৮	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী তালুক।	হি ৸৹ আনী বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী গয়রহ	১০৫৬।৶৮ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা ১৩৩।/৪ — ৯২৩।/৪	১৫॥/২	এই এজমালী ৸৹ আনী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩২৫৮	মজুদি কালীকাপুর পরগণা হিং।৹ আনী	হিঃ ১০৮- এজমালী জগদীশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী গয়রহ।	৬৩০৯৷৵১০ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা ৫৪৫৫৲৬॥ — ৮৫৪৸৶৩॥	১৷৵১	এই এজমালী ১০৮— ক্রান্ত অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৪০২	চন্দ্রনারায়ণ দাস তালুক।	চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী গয়রহ।	৬০৩৶২॥	১৮॥৶৩॥	ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৪৫৫৬	পাখা ওরফে রমজানপুর চর	চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী গয়রহ ...	৪৯১৪৲	২৪০০৲	এই মহাল মালিক সঙ্গে মালিকানা মিনাহ পরিয়া মালিক বদ্ধে ম্যাদি বন্দোবস্ত হওয়াতে মহাল মজকুরে বন্দোবস্ত গৃহীতাগণের যে স্বত্ব ও দখল আছে তাহা নিলাম হইবেক ইতি।
প্রথম শ্রেণী	৪৬২৩	কল্যাণ কলস জোয়ার মহনামদ্দি।	হিঃ ॥৹ আনী করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গয়রহ।	৬১৬৷৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৩০৮৶১১ — ৩০৮৶১১	২১১॥৶১০	এই ॥৹ আট আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

মহালের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫০০৭ নং মধ্যে ১ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১ নং হাওলা	ছমেরদ্দি ...	৮৬২৲	৩৬৬৲	এই মেয়াদি হাওলা নিলাম হইবেক।
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৩ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৩ নং হাওলা	কেতাজি হাওলাদার গয়রহ...	১১৪৯৲	৮৫০৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৪ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৪ নং হাওলা	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় গয়রহ।	৮৫৩৲	৬৪২৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৮ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৮ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ ..	৮৬১৲	৬৪৫৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১২ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১২ নং হাওলা	রহিমদ্দী হাওলাদার গয়রহ...	৮৯১৲	৬৭৪৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৫ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১৫ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ ...	১৩৪১৲	৯৫৭।৵৬	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৯ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১৯ নং হাওলা	নেতাজী হাওলাদার গয়রহ...	৩০৯৲	২০০৲	ঐ

R. C. DUTT,
Offg. Collector.

জিলা বর্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য করা মহাল।

১৯ নং তৌজীভুক্ত মহাল শিবগ্রাম পরগণে আর্সা ডিঃ মঙ্গলকোট পূর্ব্বস্থলী আউসগ্রাম, কাটোয়া মন্তেশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক শ্রীশ্রীঁ৺ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনকড়ী দেবী ওগয়রহ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মণিমোহন, মনজমোহন, সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরসুন্দরী দেব্যা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং তেলিনিপাড়া পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীরামপুর।

সদর জমা ৭৬১১।/৬।০ টাকা   বাকী ১১১।৶৹।। টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭৸৶৹ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মণিমোহন মনজমোহন সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিমাতা শ্রীমতী হরসুন্দরী দেব্যা ১২১৮।।/৭ টাকা।

৬২ নং তৌজীভুক্ত মহাল পলশনা দিগর পরগণে সেরগড় ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও নাবালগ মণীন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আত্মপক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ চন্দ্র সাং শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকচাঁদ গোলেচা সাং আজিমগঞ্জ ডিঃ আপালপুর জগহরিচন্দ্র ও বিদুর

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র শ্রীহরিহরচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা শ্রীমতী ভবতারিণী দাসী সাং শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাং ঐ।

সদর জমা ৭৪০০৷৶১১ টাকা বাকী ৪১৮৷৵০ টাকা।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫/৬ টাকা সদর জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৮৮ নং তৌজিভুক্ত মহাল মঙ্গলকুরি পরগনে মঙ্গলকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্দ্ধমান, ডিঃ মঙ্গেশ্বর ও ডিঃ গাঙ্গুর মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেব্যা, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরাণচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেব্যা শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেব্যা দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও দিগম্বরবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেব্যা মুক্তকেশী দেব্যা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেব্যা, প্রসন্নময়ী দেব্যা, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালীবিষ্ণু সুপ্রসন্ন ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামনাথ চৌধুরী সাং চাণ্ডুলী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাং দাঁইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং সিঙ্গিপুর ডিঃ কাটোয়া দীননাথ চৌধুরী সাং চাণ্ডুলী ডিঃ কাটোয়া।

সদর জমা ১৭২১৷০৷ টাকা বাকী ।৶৭ আনা।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে ৪৬৮৯ টাকা জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৫১৭৪ নং তৌজিভুক্ত মহাল সালকুনী পরগনে বর্দ্ধমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক সেখ আলিমমুল্লা সাং শীকারপুর কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং সালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের অলিমাতা কল্যাণী দেব্যা সাং ঐ শ্রীশ্রী৺ দুর্গা ঠাকুরাণীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নীলমণি রায় সাং আমদাদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবল হক সাং ডিহিজান মঙ্গলকোট।

সদর জমা ১৮৯৩৷৷৫ টাকা। বাকী ৩১৫৮৶৫ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কএটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৩৮৵২৷৷ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১৩৩৶৭৷৷ টাকা।

T. E. Coxhead, *Collector.*

নীলামের নোটিস।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৩ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা বাধা হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিঃ কাঞ্চনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ।/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৵৫৲২ দন্তী৲৪✕১= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহর নামে ৮/১৫৲৭ দন্তী ৷৷৶১৫৮৶১৮৮— আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৲১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

১৭৫ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ মদরসা বনহুগলি ওগয়রহ লিখিত মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১২৬৮/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৵৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে /১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯৷৷৶ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯৯৷৷/২৷৷ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

১৪৭ নং পরগনে কলিকাত্তা কিঃ বেওতা ওগয়রহ লিখিত মালিক
কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ৩৬৩৭ ॥/৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ॥০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ॥০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৶১০ ॥ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৫৬।৶৪ টাকার বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিঃ পরগনে বালিয়া তরফ যদুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক
আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ... ৮৭১৬৶৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।/৬॥= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহর নামে ॥৶১৩। – আনার কাত সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ৫৮১। ১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় বাদে ১২।৶১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

8-5-84. C. C. STEVENS, *Collector.*

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮২ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আপ্রিল।

তফসীল।

তৌজির নম্বর।	থাক বস্তের নম্বর।	ত বস্তের নম্বর।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং জানুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১৯৩৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জোয়ার পং বরদাখাত কিং ॥৶১৩।—ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজনীকান্ত সেন। শ্রীমতী উমাতারা জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র সেন। শ্রীমতী উমাতারা গুপ্তা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমোহন সেন সাং দারভা পং বরদাখাত থানে খোল্লা।	১৭০৮	৫৩৬	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ১১৯৩ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩৩	৭০	১৮৯	তিলচিটা জোয়ার পং বরদাখাত কিং ॥৶১৩।—ক্রান্তি।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং শ্রীচাইল, রামকিঙ্কর রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী কামিনী সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা ব্রজচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	১১৩৬৶১	২০২/১০	

7-5-84. J. A. HOPKINS, *Collector.*

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

জেলা বগুড়ার কালেক্টরী।—বাকী খাজনার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৫ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৮৪। ৯ জুন।

তপসীল মহাল।

তৌজির নম্বর ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
নং ১০।১৩ তরফ বেতাড় পাং শেনবর্ষ।	সৈয়দানী তহুরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী প্রভৃতি।	৬২৩৭।৶১১	৮।৶১১	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে সৈয়দানী তহুরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী প্রভৃতির নামে ৫৮৫৫৸৵১৸ পাই সদর জমার যে ১৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
ঐ	রাধারমন, চন্দ্রকিশোর, কালীকিশোর মুনসী, জাবিরন্নেছা বিবি, লাল সিংহ স্বয়ং ও অলিউল্লা … চুনিলাল, পান্নালাল, ও অক্ষয় সিংহ নাবালক, ও হীরালাল সিংহ	৬৮১।৶৩।।	৮।৶১১	
নং ১৮।২১ তঃ কাহালু পাং শেনবর্ষ।	কাদেছান্নেছা বিবি প্রভৃতি …	৭৪৩৫৪	৬।৶৭৮	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে কাদেছান্নেছা বিবি প্রভৃতির নামে ২৫৮।/ আনা সদর জমার যে ৬নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
ঐ	আনন্দকিশোর তরফদার গৌরসুন্দরী দাসী প্রভৃতি।	২৮৪।।৶৪	৬।৵৭৮	

J. J. Livesay, *Collector.*

NOTICE.

Notice is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতী গিরিজামণি দেব্যা।
শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী দেব্যা।
(12—3)

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৸০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	10	0	0	per annum.
Postage ...	...	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	...	4	0	0	„
Postage ...	...	1	0	0	„
For a single copy—					
Entire Gazette	...	0	4	0	
Postage ...	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI ...	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage ...	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে।

			টাকা।	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসরে	১০	
ডাকমাশুল	...	..	২৷৷০	
৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে) ...	...	..	৪৲	
ডাকমাশুল ...	...	..	১৲	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য ...	...		।০	
ডাকমাশুল ...	...		/০	
৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...	...		/০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল ...	...		/০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. Bolton,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882

Note—*Rates for Advertisements in the* Calcutta Gazette

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ...	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই।—

	টাকা।
পূর্ণ এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা ,, ,, ...	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্পান্‌ফেন্ডস্ ওয়েষ্ট চৌরঙ্গীর তত্ত্বাবধারক বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette*, *17th June*, 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল মুদ্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 470—13-6-84—800

আর মোকদ্দমাঘটিত যে সকল কার্য্য উক্ত কোন আইনমতে আরম্ভ হইয়া এখনও উপস্থিত আছে, তাহা এই আইনমতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ের উপলক্ষে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইনমতে মনোনীত বা নিযুক্ত কমিশ্যনরদের পরিবর্ত্তে এই আইনমত কমিশ্যনর ধরিয়া লইতে হইবে।

বর্ত্তমান মুনিসিপালিটীর কথা।

৩ ধারা। যেই স্থান ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইনের বিধানমতে মুনিসিপালিটী হইয়াছে, এবং এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত আইনের কার্য্যচলন হইতে মুক্ত হয় নাই, সেই স্থান এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এই আইনের বিধানমত মুনিসিপালিটী বলিয়া গণ্য হইবে।

ভূতপূর্ব্ব কমিশ্যনরদের সকল সম্পত্তি এই আইনমত কমিশ্যনরদের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৪ ধারা। ষষ্ঠ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কোন আইনমতে কি প্রকারান্তরে প্রাপ্ত যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও যে কোন প্রকারের স্বত্ব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইনমতে ভূতপূর্ব্ব কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, কি উঁহাদের নিমিত্ত ন্যাসস্বরূপ রাখা গিয়াছিল, তাহা সকলই কমিশ্যনরদের ও তাঁহাদের উত্তরপদধারিদের প্রতি বর্ত্তিবে; এবং যে কোন প্রকারের যে সকল স্বত্ব এরূপ কোন আইনমতে ভূতপূর্ব্ব কমিশ্যনরদের ব্যবহারে, ভোগে বা দখলে আসিয়াছিল, তাহা এই আইনের কার্য্যপক্ষে কমিশ্যনরদের প্রতি বর্ত্তিবে।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি বিনা এই আইন সেনানিবেশ স্থানে প্রচলিত না হইবার কথা।

৫ ধারা। ৩ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে লওয়া না হইলে এই আইন কোন সেনানিবেশ স্থানে প্রচলিত হইবে না, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই অনুমতি না পাইলে কোন সেনানিবেশ স্থানে এই আইন কি ইহার কোন অংশ প্রচলিত করিবেন না।

অর্থবর্ণনাত্মক কথা।

৬ ধারা। এই আইনে, বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথায় যদি ভিন্ন ভাব বোধ না হইলে,

"গাড়ী।"

(১) "গাড়ী" শব্দে মানুষের যাইবার জন্য ব্যবহৃত ও সচরাচর জন্তু দ্বারা আকৃষ্ট চক্রসংযুক্ত চাকাওয়ালা যান বুঝাইবে।

"গরুর গাড়ী।"

(২) "গরুর গাড়ী" শব্দে গরুর গাড়ী কি ছকড়া গাড়ী কি ইস্পাতসংযুক্ত কি তাহা ছাড়া চাকাওয়ালা যে যান সচরাচর জন্তু দ্বারা টানা গিয়া থাকে ও পূর্ব্বোক্ত "গাড়ী" শব্দের অর্থের মধ্যে না আইসে সেই যান বুঝাইবে।

"যোত।"

(৩) একই স্বত্ব বা চুক্তিক্রমে যে ভূমি ভোগ করা হয়, এবং যাহা একই প্রস্ত সীমার অন্তর্গত, "যোত" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু দুই বা ততোধিক পাশাপাশি যোত একই বাসগৃহের, কারখানার, গুদামের, কিম্বা কারবার বা কর্ম্ম স্থানের বাটীর অংশস্বরূপ হইলে, ৮৫ ধারার (ক) প্রকরণের লিখিত কার্য্য ভিন্ন এই আইনমত কার্য্যপক্ষে একই যোত বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—রাস্তা বা যাতায়াতের জন্য কোনরূপ সর্ব্বকর্ত্তৃক যোতগুলি পৃথক করা গেলেও, এই উপবিধানের অর্থমতে ঐ যোত পাশাপাশি যোত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

"ঘর।"

(৪) "ঘর" শব্দে কোন চালাঘর ও দোকান ও গুদাম ও কোটাও গণ্য।

"স্থাবর সম্পত্তি" ও "ভূমি।"

(৫) "স্থাবর সম্পত্তি" ও "ভূমি" শব্দে ভূমি ও ভূমি হইতে উৎপন্ন লাভ, ও ঘর, ও মৃত্তিকায় যে বস্তু সংলগ্ন থাকে ও মৃত্তিকায় সংলগ্ন বস্তুর সহিত দৃঢ়বদ্ধ থাকে তাহা বুঝাইবে।

"অস্থাবর সম্পত্তি।"

(৬) "অস্থাবর সম্পত্তি" শব্দে স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন অন্য দ্রব্য বুঝাইবে।

"জিলার মাজিষ্ট্রেট।"

(৭) জিলার মধ্যে যে প্রধান মাজিষ্ট্রেট থাকেন, "জিলার মাজিষ্ট্রেট" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

"মাজিষ্ট্রেট।"

(৮) "মাজিষ্ট্রেট" শব্দে জিলার মাজিষ্ট্রেট এবং জিলার যে খণ্ডে মুনিসিপালিটী সংস্থাপিত হয় সেই খণ্ডের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট, এবং জিলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন যে মাজিষ্ট্রেটের প্রতি জিলার মাজিষ্ট্রেট ইহার এই আইনমত কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম অর্পণ করিয়া থাকেন তিনিও গণ্য।

মুনিসিপালিটী

(৯) এই আইন বা ইহার কোন অংশ যে কোন স্থানে প্রচলিত থাকে, "মুনিসিপালিটী" শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে।

দুর্গন্ধ দ্রব্য

(১০) "দুর্গন্ধ দ্রব্য" এই শব্দে "মল" শব্দে যাহা বুঝায় না এরূপ ময়লা, গোবর, পচা ও পচন দ্রব্য ও গলিত বুঝাইবে।

"স্বামী।"

(১১) "স্বামী" শব্দে

(ক) যে ভূমির সম্বন্ধে স্বামী শব্দ প্রয়োগ হয় দখীলকারের অর্থাৎ প্রজার স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে যৎকালে যে ব্যক্তির সেই ভূমির খাজানা পাইবার অধিকার থাকে তিনি গণ্য।

(খ) ঐ ব্যক্তির কার্য্যাধ্যক্ষও গণ্য।

(গ) উক্ত ব্যক্তির এজেণ্ট অর্থাৎ কর্ম্মকারকও গণ্য।

(ঘ) উক্ত ব্যক্তির ট্রষ্টী অর্থাৎ ন্যাসধারীও গণ্য।

কিন্তু এই আইনে স্বামির প্রতি কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা হইলে, যদি সেই কার্য্যাধ্যক্ষ কি এজেণ্ট কি ট্রষ্টীর হাতে সেই কার্য্য করিবার উপযুক্ত ধন না থাকে, তবে কার্য্যাধ্যক্ষ কি এজেণ্ট কি ট্রষ্টীস্বরূপ তিনি ঐ কর্ম্ম করিতে দায়ী হইবেন না, ও সেই কর্ম্ম না করা প্রযুক্ত তাঁহার কোন অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

"পরিচ্ছেদ।"

(১২) "পরিচ্ছেদ" শব্দে এই আইনের পরিচ্ছেদ বুঝাইবে

"পথ।"

(১৩) "পথ" শব্দে কোন পথ কি রাস্তা কি চত্বর কি প্রাঙ্গণ কি গলি পথ, কিম্বা দুইদিকে খোলা থাকুক বা না থাকুক যাহা দিয়া সাধারণের যাতায়াতের অধিকার থাকে এমত পথ বুঝাইবে।

"জঞ্জাল।"

(১৪) "জঞ্জাল" শব্দে ভাঙ্গা ইট, চুণ সুরকী, ভাঙ্গা কাচ, ও রন্ধনাগারের ও আস্তাবলের ওঁচলা কি অন্য কোন প্রকারের যে ওঁচলা "দুর্গন্ধ দ্রব্য" শব্দের মধ্যে ধরা যায় নাই তাহা বুঝাইবে।

"তফসীল।"

(১৫) "তফসীল" শব্দে এই আইনের তফসীল বুঝাইবে।

"ধারা।"

(১৬) "ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

"মল।"

(১৭) "মল" শব্দে বিষ্ঠা এবং প্রস্রাব, নর্দ্দমা ও পায়খানার জন্য দ্রব্য বুঝাইবে।

"কমিশনর।"

(১৮) এই আইনমত কোন মুনিসিপালিটীর কাজ কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্ত যাঁহারা যৎকালে নিযুক্ত কি মনোনীত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবে

"বৎসর।"

(১৯) আপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ অবধি, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার পরে কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র দ্বারা কোন মুনিসিপালিটীর জন্য অন্য যে দিন নির্দ্ধারণ করেন সেই দিন অবধি যে বৎসরের আরম্ভ হয়, "বৎসর" শব্দে সেই বৎসর বুঝাইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুনিসিপালিটী সংস্থাপনের কথা।

বর্ত্তমান কমিশনরগণ এবং বর্ত্তমান রেট ও টাক্স কিছুকালের জন্য বহাল থাকিবার কথা।

৭ ধারা। এই ধারার বিধানানুসারে যে স্থান এই আইনমত মুনিসিপালিটী হয়, ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইনমতে যিনি সেই স্থানের কমিশনর নিযুক্ত কি মনোনীত হইয়া এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে তদ্রূপ কমিশনরের পদে থাকেন, তাঁহাকে ঐ মুনিসিপালিটীর নিয়মমত নিযুক্ত কমিশনর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। এই আইনের বিধানমতে ঐ মুনিসিপালিটীর নিমিত্ত যে সকল কমিশনর মনোনীত বা নিযুক্ত করিতে হইবে যত দিন তাঁহাদের মনোনীত বা নিযুক্ত করণ সম্পন্ন না হয়, তত দিন এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। আর পূর্ব্বোক্ত যে স্থানে মুনিসিপাল কমিশনরেরা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বাটীর বার্ষিক মূল্যের উপর রেট বা ব্যক্তিদের উপর টাক্স কিম্বা গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতির উপর টাক্স, কিম্বা গরুর গাড়ী রেজিস্টরী করিবার ফী, কিম্বা রাস্তার কি খেয়ার উপর মাসুল কিম্বা ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনমত ফী আদায় করিয়া থাকেন, সেই২ স্থানে এই আইনের বিধানক্রমে উক্ত রেট কি টাক্স কি ফী কি মাসুল নিয়মমতে ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও কমিশনরেরা সভাগত হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যত দিন প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করেন, তত দিন সেই রেট কি টাক্স কি ফী কি মাসুল তদনুসারে আদায় হইতে থাকিবে।

আইনের ব্যাপকতা বিস্তৃত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

৮ ধারা। এই আইনের মধ্যে ভাবান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া মোকদ্দমার কার্য্যবিচার করণপক্ষে এক্ষণেকার ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের যাবদীয় ক্ষমতা যে সীমার মধ্যে খাটে সেই সীমার বহির্ভূত কোন নগরে কি গ্রামে ১১শ ধারার বিধানমতে ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন; এবং এই আইনে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, এই আইন সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি সেই নগরে কি গ্রামে প্রচলিত হইবে, ও উক্ত জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত উক্ত নগর কি গ্রাম এই আইনের কার্য্যপক্ষে মুনিসিপালিটী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ন্যূনকল্পে ছয় সপ্তাহ থাকিতে ঐ নগরে কি গ্রামে এই মর্ম্মের নোটিস প্রচার করাইবেন যে, উক্ত নগর কি গ্রাম মুনিসিপালিটী বলিয়া প্রকাশ না করিবার কোন বিশেষ কারণ এক মাসের মধ্যে জ্ঞাত না করা গেলে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট সেই গ্রাম কি নগর মুনিসিপালিটী বলিয়া প্রকাশ করিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ঐ প্রস্তাবিত কার্য্যের বিরুদ্ধ কোন আপত্তি করা গেলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ নগর কি গ্রাম এই আইনমত মুনিসিপালিটী বলিয়া প্রকাশ করিবার জ্ঞাপনপত্র প্রচার করাইবার পূর্ব্বে, সেই আপত্তি উপযুক্তমতে বিবেচনা করিবেন।

কোন নগর বা গ্রাম মুনিসিপালিটী হইল বলিয়া যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যায়, সেই জ্ঞাপনপত্রে ঐ মুনিসিপালিটীর নাম এই আইনের ১ম কি ২য় তফসীলে লিখিতে হইবে কি হইবে না এবং ১৩ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ঐ মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের সংখ্যা কত হইবে, এই২ কথা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

সীমা পরিবর্ত্তন করিবার ও আইনের কার্য্যচলন হইতে মুক্ত করিবার কথা।

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সভাগত কমিশনরদের অনুরোধ ক্রমে সেই প্রকারের জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে কোন সময়ে কোন মুনিসিপালিটীর সীমা পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা কোন মুনিসিপালিটী বিভক্ত করিয়া দুই কিম্বা তদধিক মুনিসিপালিটী করিতে কিম্বা কোন নগর কি গ্রাম কি ভূমি এই আইনের

যত জন কমিশ্যনর মনোনীত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ও কোন ব্যক্তি ঐরূপে মনোনীত হইবার প্রার্থী হইলে তদনুকূলে যে ব্যক্তি মত দিতে পারিবেন তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে ও মনোনীত করণের প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ উচিত বোধ করেন, এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হয়, এরূপ বিধি নির্দ্দেশ করিবেন। আর স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন, তাহা যে কোন সময়ে রহিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে প্রত্যেক পুরুষ ঐরূপ মনোনীত করণের সময়ে কোন মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে বাস করেন ও উক্ত মনোনীত করণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যূন বার মাস বাস করিয়াছেন এবং

(১) ঐ মনোনীত করণের অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরে এই আইনমতে নির্দ্ধারিত কোন রেট উপলক্ষে মোটে অন্যূন তিন টাকা দিয়াছেন; কিম্বা

(২) যে একান্নবর্ত্তী অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের কোন ব্যক্তি ঐ মনোনীত করণের অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরে এই আইনমতে নির্দ্ধারিত কোন রেট উপলক্ষে অন্যূন তিন টাকা দিয়াছেন, সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছেন, কিম্বা ওকালতী বা মোক্তারী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন, কিম্বা অন্যূন পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতনের কোন পদে বা কর্ম্মে থাকেন,

তিনি উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের মনোনীত করণ সময়ে মত জানাইতে পারিবেন।

যে কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের মনোনীত করণ সময়ে মত জানাইতে স্বত্ববান না হন, তিনি উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরস্বরূপ মনোনীত হইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না।

১৬ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ছয় মাসের অনধিক কালের মধ্যে যে সময়ের আদেশ করেন, সেই সময়ে এই আইনমতে কমিশ্যনরদের প্রথম মনোনীত করণ হইতে পারিবে।

কমিশ্যনরদিগকে প্রথম মনোনীত করিবার কথা।

যে সকল ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনর মনোনীত করিবার অধিকারী তাঁহারা উক্ত মুনিসিপালিটীর জন্য যত জন কমিশ্যনর মনোনীত হইবার আদেশ থাকে এই আইনমতে প্রথমবার মনোনীত করিবার নিমিত্ত নিরূপিত সময়ের মধ্যে অথবা পরবর্ত্তী মনোনীত করণ হইলে পূর্ব্ব ধারার লিখিত বিধির নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তত জনকে মনোনীত না করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বোক্তরূপে নিরূপিত সংখ্যা পূর্ণ করণার্থে এক বা অধিক জন কমিশ্যনর নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

মনোনীত করিতে ত্রুটি হইলে, গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কমিশ্যনরগণ নিযুক্ত হইবার কথা।

১৭ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলের উল্লিখিত প্রত্যেক মুনিসিপালিটী পূর্ব্ব তিন ধারার কার্য্যচলন হইতে বর্জ্জিত হইবে; এবং কোন মুনিসিপালিটী ঐরূপে বর্জ্জিত হইলে তথাকার সমুদয় কমিশ্যনর ১৪ ধারার তৃতীয় প্রকরণের উপবিধানের নিয়মাধীনে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

মনোনীত করণ প্রণালী হইতে কোন মুনিসিপালিটীর বর্জ্জিত হইবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন সময়ে উক্ত তফসীল হইতে কোন মুনিসিপালিটীর নাম উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

১৮ ধারা। এই আইনমতে যে কমিশ্যনর নিযুক্ত কি মনোনীত হন, তিনি ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং তাঁহার সেই কর্ম্মত্যাগ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরের পদত্যাগ করিবার কথা।

১৯ ধারা। কোন কমিশ্যনর এই আইনমতে নিযুক্ত কি মনোনীত হইয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন করণে অসদাচরণ কিম্বা লজ্জাজনক কোন আচরণের অপরাধী হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উচিত বোধ করিলে সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধ ক্রমে তাঁহাকে ঐ পদ হইতে অবসৃত করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরকে অবসর করিবার কথা।

২০ ধারা। কোন কমিশ্যনর সভাগত কমিশ্যনরদের স্থানে অনুমতি না লইয়া ক্রমাগত ছয়বার কমিশ্যনরদের সভায় উপস্থিত না হইলে, এবং যে অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যায় না কোন কমিশ্যনরের এরূপ কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, কিম্বা কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে বোধহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তিনি কমিশ্যনরের পদে আর থাকিতে পারিবেন না।

কমিশ্যনর সভায় আসিতে ত্রুটি করিলে কিম্বা যে অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যায় না তাঁহার এরূপ অপরাধ নির্ণয় হইলে কমিশ্যনরী পদে না থাকিবার কথা।

২১ ধারা। প্রত্যেক জন কমিশ্যনর যে তারিখে কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত বা মনোনীত হন, সেই তারিখ অবধি তিন বৎসরের অবসানে তাঁহার পদ শূন্য হইবে।

কমিশ্যনরেরা যত দিন পদে থাকিবেন তাহার কথা।

২২ ধারা। কোন ব্যক্তি ১৮ ধারামতে কমিশ্যনরের পদ ত্যাগ করিলে, কিম্বা সভায় উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত কিম্বা বোধহীন হওয়া প্রযুক্ত ২০ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরের পদে থাকিতে না পারিলে, তিনি যে কোন সময়ে কমিশ্যনরস্বরূপ পুনরায় নিযুক্ত বা মনোনীত হইতে পারেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ১৯ ধারামতে যাঁহাকে পদ হইতে অবসৃত করেন, কিম্বা যে অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যায় না সেই অপরাধ নির্ণয় হওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তি কমিশ্যনরের পদে আর থাকিতে পারিলেন না, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি না হইলে তাঁহাকে কমিশ্যনরের পদে মনোনীত বা পুনরায় মনোনীত করা যাইতে পারিবে না।

কমিশ্যনরকে যে স্থলে পুনরায় নিযুক্ত কি মনোনীত করা যাইতে পারে তাহার কথা।

২৩ ধারা। এই আইনের ২য় তফসীলে যে কোন মুনিসিপালিটীর উল্লেখ আছে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহার সভাপতি নিযুক্ত করিবেন।

সভাপতি নিযুক্ত করিবার কথা।

উক্ত তফসীলে যে কোন মুনিসিপালিটীর নাম না থাকে, সেই মুনিসিপালিটী সভাগত হইয়া আপনাদের একজন কমিশ্যনরকে সভাপতি মনোনীত করিবেন, অথবা যে সভায় কমিশ্যনরদের অন্যূন তিন ভাগের

দুই ভাগ উপস্থিত থাকেন, সেই সভায় সমাগত হইয়া সভাপতি নিযুক্ত করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সভাপতিকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে যে কোন সময়ে অপসারিত করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন সময়ে উক্ত তফসীল হইতে কোন মুনিসিপালিটীর নাম উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

তাঁহার পদ ও কর্ম্ম কালের কথা।

২৪ ধারা। ১৩ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, পূর্ব্ব ধারামতে নিযুক্ত প্রত্যেক সভাপতি যে মুনিসিপালিটীর সভাপতির পদে নিযুক্ত হন, যদি সেই মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত না হইয়া থাকেন, তবে নিযুক্ত হইবার তারিখ অবধি যাবৎ ঐ পদে থাকেন, তাবৎ ঐ নিয়োগ যে মুনিসিপালিটীর সম্বন্ধে হয় সেই মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের সমুদয় স্বত্ব ও অধিকার ভোগ করিবেন। কিন্তু ১৯ ধারার বিধান মতে তিন ভাগের এক ভাগ ও চারি ভাগের এক ভাগ হিসাব করিবার সময়ে তাঁহাকে ধরা যাইবে না।

প্রত্যেক সভাপতি তাঁহার নিয়োগ বা মনোনীতকরণের তারিখ অবধি তিন বৎসর ঐ পদে থাকিবেন ও পুনর্ব্বার নিযুক্ত বা মনোনীত হইতে পারিবেন।

এই জন্য বিশেষ সভা করিয়া যে নির্দ্ধারণের অনুকূলে কমিশ্যনরদের তিন ভাগের ন্যূন দুই ভাগ মত দেন কমিশ্যনরদের এরূপ নির্দ্ধারণক্রমে পূর্ব্বধারামতে মনোনীত সভাপতিকে সভাপতির পদ হইতে যে কোন সময়ে অপসৃত করা যাইতে পারিবে।

প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীতকরণের কথা।

২৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা সমাগত হইয়া আপনাদের একজনকে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করিবেন। তিনি যে তারিখে মনোনীত হন তদবধি তিন বৎসর ঐ পদে থাকিবেন। তাঁহার পদের কাল অতীত হইলে পর তাঁহাকে পুনরায় মনোনীত করা যাইতে পারিবে।

কমিশ্যনরদের মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগের অন্যূন ব্যক্তি এই কার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ সভা করিয়া প্রতিনিধি সভাপতিকে পদ হইতে অপসৃত করিবার নির্দ্ধারণের সপক্ষে মত জানাইলে, কমিশ্যনরদের সেই নির্দ্ধারণক্রমে প্রতিনিধি সভাপতিকে যে কোন সময়ে ঐ পদ হইতে অপসৃত করা যাইতে পারিবে।

১১, ২৪ ও ২৫ ধারামতে যত দিন পদে থাকিবেন তাহার কথা।

২৬ ধারা। ১১, ২৪ ও ২৫ ধারায় যে তিন বৎসর কালের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে উক্ত তিন বৎসরের অবসান অবধি (ইহার পরধারামত নিয়োগ বা মনোনীত না হইলে) পরবর্ত্তী নিয়োগ বা মনোনীতকরণের তারিখ পর্য্যন্ত সময়ও ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

পদের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত কমিশ্যনর, সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি নিযুক্ত বা মনোনীত করিবার কথা।

২৭ ধারা। কোন কমিশ্যনর, সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি স্বীয় পদের পূর্ণকাল কর্ম্ম করিতে না পারিলে, তাঁহার পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে পদ শূন্য হয় তাহা হইলে বিশেষ অন্য কোন ব্যক্তির নিয়োগ বা মনোনীতকরণ দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং এরূপে যে ব্যক্তি নিযুক্ত বা মনোনীত হন তিনি উক্ত কমিশ্যনর, সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি যতকাল পদে থাকিতেন তাহার অবশিষ্ট কাল ঐ শূন্য পদ পূর্ণ করিবেন।

সভাপতির ও প্রতিনিধি সভাপতির বেতনের কথা।

২৮ ধারা। কমিশ্যনরগণ উচিত বোধ করিলে সভাগত হইয়া সময়ে২ যেরূপ বেতন ধার্য্য করেন, কোন মুনিসিপালিটীর সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে সেইরূপ বেতন পাইতে পারিবেন।

কমিশ্যনরগণ এই ধারামতে যে কোন নির্দ্ধারণ করেন, তাহা সদর বোর্ডের অনুমোদনের নিয়মাধীন হইবে।

কমিশ্যনরদের সমবায়িত হওয়ার কথা।

২৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা "অমুক স্থানের মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সভাপতি" বলিয়া আপনাদের সভাপতির নামে সমবায়িত সমাজ হইবেন; ও তাঁহাদের নিরন্তর পর্য্যায় ও সাধারণ মোহর থাকিবে ও উক্ত নাম ধরিয়া তাঁহারা নালিশ করিতে পারিবেন ও তাঁহাদের নামে নালিশ হইতে পারিবে।

উক্ত সাধারণ মোহরে ইঙ্গরেজী ও জিলার প্রচলিত ভাষার অক্ষরে মুনিসিপালিটীর নাম সুপাঠ্যরূপে খোদিত থাকিবে।

কমিশ্যনরদের সম্পত্তি বিষয়ক কথা।

নর্দ্দমা প্রভৃতি কমিশ্যনরদের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৩০ ধারা। কোন মুনিসিপালিটীর মধ্যে কোন ব্যক্তির স্বকীয় সম্পত্তি ভিন্ন যত পথ ও সাঁকো ও পুষ্করিণী ও ঘাট ও ইঁদারা ও জলপথ ও নর্দ্দমা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বা রাজকীয় অর্থব্যয়ে রক্ষিত না হইয়া এইক্ষণে আছে বা পরে প্রস্তুত করা যাইবে, তাহা ও তৎসংযুক্ত স্থান ও পাতর ও অন্য সরঞ্জাম এবং ঐ পথ প্রভৃতির নিমিত্ত যত সরঞ্জাম ও হাতিয়ার প্রভৃতি যত দ্রব্য নিরূপিত থাকে, তাহা ঐ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের প্রতি বর্ত্তিবে ও তাঁহাদেরই হইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়২ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া কোন পথ কি সাঁকো কি নর্দ্দমা এই আইনের বিধানের বহির্ভূত করিতে পারিবেন, এবং উক্ত জ্ঞাপনপত্র সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ রহিতও করিতে পারিবেন।

পরন্তু সেই কার্য্য নির্ম্মাণ করিবার খরচ যদি মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে দেওয়া গিয়া থাকে, তবে সভাগত কমিশ্যনরদের সম্মতি না হইলে তাহা এই আইনের বিধানের বহির্ভূত করা যাইতে পারিবে না।

স্বামিদের সম্মতিক্রমে কমিশ্যনরেরা পথ প্রভৃতি লইয়া মেরামত করিতে পারিবার কথা।

৩১ ধারা। কোন পথের কি সাঁকোর কি পুষ্করিণীর কি ঘাটের কি ইঁদারার কি জলপথের কি নর্দ্দমার স্বামিত্ব যে ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে, সভাগত কমিশ্যনরেরা তাঁহার সহিত একমত হইয়া ঐ পথের স্বামিত্ব না লইয়া রক্ষণ করিবার নিয়ম করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ নিয়ম করিলে তাঁহারা

নোটিস লেখাইয়া ঐ পথের কি সাঁকোর কি পুষ্করিণীর কি ঘাটের কি ইঁদারার কি জলপথের কি নর্দ্দমার কোন স্থানে কি তাহার নিকটে লাগাইয়া, তাহা কমিশানরদের প্রতি অর্পণ করা গেল এই কথা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে স্থলবিশেষে ঐ২ বিষয়ের স্বামিত্ব বা কর্তৃত্ব কমিশানরদের প্রতি বর্ত্তিবে, ও তদবধি সেই পথ, সাঁকো, পুষ্করিণী, ঘাট, ইঁদারা, জলপথ কি নর্দ্দমা সারাইয়া দিবার ও রক্ষা করিবার খরচ মুনিসিপাল ফণ্ডহইতে দেওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান হাঁস্পাতাল ও পাঠশালা ও চটী প্রভৃতি কমিশানরদের প্রতি বর্ত্তিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে ও তৎপরে, কোন মুনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির স্বকীয় সম্পত্তি ভিন্ন ও কোন ধর্ম্মালয়ের কি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি ভিন্ন যত হাঁস্পাতাল কি ঔষধালয় কি বিদ্যালয় কি চটী কি খাট কি হাট ও তৎসংক্রান্ত উক্ত প্রকারের সম্পত্তি ভিন্ন যত ভূমি ও অট্টালিকা ও অন্য যত দ্রব্য পাওয়া যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা তৎকালে নিয়মিতরূপে প্রকাশ করা গেলে, তাহা ঐ মুনিসিপালিটির কমিশানরদের প্রতি বর্ত্তিতে পারিবে। তাহা হইলে উক্ত হাঁস্পাতাল প্রভৃতি তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করণ সময়ে তাহা যে বিষয় পোষণার্থে প্রচলিত ছিল [illegible] সেইং কর্ম্মে প্রয়োগ করণার্থে ট্রষ্টীস্বরূপ ঐ কমিশানরদের হস্তে অর্পিত হইবে ও তাঁহাদের প্রতি বর্ত্তিবে।

কিন্তু ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবার আজ্ঞাপত্রের জ্ঞাপনপত্র কলিকাতা গেজেটে এবং [illegible] চলিত ভাষায় মুনিসিপালিটির মধ্যে প্রকাশ হইবার পর এক মাস গত না হইলে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা প্রচলিত হইবে না।

স্থলবিশেষে হস্তান্তরকার্য্য নিষেধাধীন হইবার কথা।

৩৩ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেলে পর কমিশানের মধ্যে কেহ [illegible] ঐ হাঁস্পাতালের কি ঔষধালয়ের কি বিদ্যালয়ের কিম্বা চটীর কি খাটের কি হাটের খরচ দিতে গেলে অকুলান হইবে বলিয়া যদি ঐ কমিশানরেরা সভাগত হইয়া আপনাদের হস্তে সেই হাঁস্পাতাল প্রভৃতি অর্পণ বিষয়ে আপত্তি করেন, তবে কমিশানরেরা সভাগত হইয়া যে নিয়ম স্বীকার করেন কেবল সেই নিয়মমতে ঐ হস্তান্তর কার্য্য হইতে পারিবে, নতুবা নয়।

ভূমি ক্রয় ও পাট্টা করিয়া লইবার ও দিবার ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪ ধারা। কমিশানরেরা সভাগত হইয়া এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন ভূমি ক্রয় করিতে কিম্বা পাট্টা করিয়া লইতে পারিবেন; এবং উক্ত কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যকতা না থাকে তাহা বিক্রয় করিতে কিম্বা পাট্টা কি বিনিময় করিয়া কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন।

ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনমতে ভূমি লইতে পারিবার কথা।

৩৫ ধারা। সভাগত কমিশানরেরা এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন ভূমি গৃহীত হউক বলিয়া প্রার্থনা করিলে, এবং কমিশানরেরা ঐ ভূমির মূল্য একেবারে দিতে পারিবেন কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কিস্তি উচিত বোধ করেন এমত কিস্তি করিয়া দিতে সক্ষম আছেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা তদ্বোধমতে জানিতে পারিলে, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনমতে কিম্বা সাধারণের উপকারের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণার্থে সেই কর্ম্মের জন্য যে আইন তৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে সাধারণের উপকারার্থে ঐ ভূমির প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া নোটিস প্রচার করিয়া, সেই আইনের বিধানমতে ঐ ভূমি গ্রহণ করাইতে পারিবেন; ও ঐ আইনমতে ক্ষতিপূরণ দিবার যত টাকা ধার্য্য হয় কমিশানরেরা তত টাকা দিলে ঐ ভূমি এই আইনের কার্য্যপক্ষে তাঁহাদের প্রতি বর্ত্তিবে।

কমিশনরদের ঐ ভূমির খরচ দিতে হইবার কথা।

৩৬ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কমিশানরদের প্রার্থনানুসারে তাঁহাদের নিমিত্ত যে ভূমি লওয়া যায়, গবর্ণমেণ্টে তাঁহাদের সেই ভূমির খরচ দিতেই হইবে।

চুক্তি করিবার নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন চুক্তি করা আবশ্যক হইলে, কমিশানরেরা সেই চুক্তি করিতে ও তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

মুনিসিপালিটীর কমিশানরদের পক্ষে পাঁচশতের অধিক টাকার চুক্তি কিম্বা যাহাতে পাঁচ শত টাকার অধিক মূল্যের বিষয় আইসে এমত কোন চুক্তি করিতে হইলে, তাহাতে সভাগত কমিশানরদের অনুমতি থাকা প্রয়োজন। তাহা লিখিয়া করা যাইবে; ও সেই চুক্তিপত্রে ন্যূনকল্পে দুই জন কমিশানরের স্বাক্ষর থাকিবে। তাঁহাদের মধ্যে সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি এক জন হইবেন; ও তাহাতে কমিশানরদের সাধারণ মোহর দেওয়া যাইবে।

তদ্রূপ স্বাক্ষরাদি করা না গেলে, কমিশানরেরা সেই চুক্তিতে বদ্ধ হইবেন না।

মুনিসিপালিটীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিয়মের কথা।

কমিশানরদের মধ্যে মাসে একবার সভাস্থ হইবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন কার্য্য থাকিলে কমিশানরেরা সেই কার্য্য নিষ্পাদন করিবার জন্যে আপনাদের কার্য্যালয়ে কি সুবিধাজনক অন্য স্থানে মাসে ন্যূনকল্পে একবার সভাস্থ হইবেন, এবং সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতি কালে প্রতিনিধি সভাপতি যত বার আহ্বান করেন ততবার সভা করিবেন।

মাসের যে সভা হয় সেই সভার সম্মুখে অর্পণ করিবার কোন কার্য্য না থাকিলে, সভাপতি কমিশানরদিগকে আহ্বান না করিয়া, ঐ মাসিক সভার নিমিত্ত যে দিন

নির্দ্ধারিত থাকে তাহার পূর্ব্বে তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন কমিশ্যনরকে কর্ম্ম না থাকায় নোটিস দিবেন।

অন্য সময়ে বিশেষ অনুরোধ মতে আহ্বান করিবার কথা।

৩৯ ধারা। তিন জনের অন্যূন কমিশ্যনর সভা করিবার অনুরোধপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিলে, সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতিকালে প্রতিনিধি সভাপতি কমিশ্যনরদিগকে বিশেষ সভায় আহ্বান করিবেন

কমিশ্যনরদের সভায় কে সভাপতি হইবেন ইহার কথা।

৪০ ধারা। প্রত্যেক সভায় সভাপতি ও তাঁহার অনুপস্থানে প্রতিনিধি সভাপতি আধিপত্য করিবেন। সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি উভয়ে অনুপস্থিত থাকিলে, কমিশ্যনরেরা আধিপত্য করিবার জন্যে আপনাদের এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন।

অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার কথা।

৪১ ধারা। এই আইনের প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, সভাগত কমিশ্যনরদের সম্মুখে যে সকল বিষয় উপস্থিত হয়, অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারে তাহা স্থির করা যাইবে।

দুই দিকে সমান সংখ্যা থাকিলে যে দিকের মত প্রবল হইবে তাহার কথা।

যদি দুই দিকে সমান সংখ্যার মত প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে সভাপতি দ্বিতীয় বার মত জানাইয়া একদিকের মত প্রবল করিতে পারিবেন।

যত জন থাকিলে কর্ম্ম চলিতে পারিবে তাহার কথা।

৪২ ধারা। সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি কমিশ্যনরদিগকে আহ্বান না করিলে, ও যত জন উপস্থিত হইলে কার্য্য চলিতে পারে, তত জন না থাকিলে, সভায় কোন কার্য্য করা যাইবে না।

কোন মুনিসিপালিটীর পঞ্চদশ জনের অধিক কমিশ্যনর থাকিলে, পাঁচজন সভাগত হইলে কার্য্য চলিতে পারিবে।

অন্য কোন মুনিসিপালিটীর যত জন কমিশ্যনর থাকেন তাঁহাদের ন্যূন কল্পে তৃতীয়াংশ ব্যক্তি থাকিলে কর্ম্ম চলিতে পারিবে।

স্থগিত সভার কথা।

সভা হইবার নিরূপিত সময়ে কিম্বা তৎপরে এক ঘণ্টার মধ্যে যত জন উপস্থিত হইলে কার্য্য চলিতে পারে, তত জন উপস্থিত না থাকিলে, ভবিষ্যৎ কোন দিন পর্য্যন্ত সভা স্থগিত রাখা যাইবে। ঐদিন সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি নিরূপণ করিবেন, এবং তিন দিন থাকিতে ঐ স্থগিত সভা হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে। ঐ সভায় যত জন উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের যত কেন সংখ্যা হউক না, তাঁহাদিগকে লইয়া কার্য্য চলিবে।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যের লিপির কথা।

৪৩ ধারা। কমিশ্যনরদের সভায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাঁহারা একখানা বহী রাখিয়া তন্মধ্যে তাহার মর্ম্ম লেখাইয়া রাখিবেন। সভায় যিনি সভাপতি হন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও যাঁহারা টাক্স দিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ বহী দেখিতে পাইবেন।

সভাপতির ক্ষমতার কথা।

৪৪ ধারা। এই আইনে কমিশ্যনরদের প্রতি যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গেল, সভাপতি এই আইনসংক্রান্ত কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্যে, কিম্বা এই আইনমতে যে আজ্ঞা করিবার অনুমতি থাকে সেই আজ্ঞা করিবার জন্যে, সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া যে আজ্ঞা করেন সভাপতি তাহার বিপক্ষে কি তাহা লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য্য করিবেন না, এবং কমিশ্যনরের সভাগত হইয়া যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন বলিয়া আজ্ঞা থাকে তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন না।

প্রতিনিধি-সভাপতির প্রতি সভাপতির কার্য্য অর্পণ করিবার কথা।

৪৫ ধারা। এই আইনে সভাপতির যে কর্ম্ম কি যে ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তিনি আজ্ঞাপত্র লিখিয়া, যেই সীমা নির্দ্ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন, প্রতিনিধি সভাপতির প্রতি সেই২ সীমার মধ্যে সেই সকল কি তন্মধ্যে কোন ক্ষমতা কি কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারিবেন; ও কোন সময়ে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়া সেই ক্ষমতা প্রত্যাহৃত কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু প্রতিনিধি-সভাপতি সভা ভিন্ন লিখিত আজ্ঞার ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করিতে পারিতেন, সেই আজ্ঞা লিখিয়া না দেওয়া গেলেও, কিম্বা আজ্ঞাপত্রে কোন ত্রুটি থাকিলেও, যদি প্রতিনিধি-সভাপতি স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ সভাপতির সম্মতি পূর্ব্বে বা পরে লইয়া ঐ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সেই কর্ম্ম অসিদ্ধ হইবে না।

অধীন আমলাদের নিয়োগের কথা।

৪৬ ধারা। মুনিসিপালিটীর জন্যে বেতনভোগী সেক্রেটারির ও ইঞ্জিনিয়রের ও স্বাস্থ্যরক্ষকের প্রয়োজন আছে কি না, ও অধীন কর্ম্মকারক ও চাকর এবং টাক্স ও মাসুল আদায়কারী বলিয়া কত জনকে রাখা আবশ্যক, কমিশ্যনরেরা সময়ে২ সভাগত হইয়া এই সকল কথা নির্ণয় করিবেন, ও মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে সেই২ ব্যক্তির কত করিয়া বেতন দিতে হইবে, ও তাঁহারা ছুটী লইলে সেই ছুটীর সময়ে কত করিয়া পাইবেন, এই কথাও সময়ে২ নিরূপণ করিবেন।

কমিশ্যনরেরা এই ধারামতে যে বেতন ধার্য্য করিয়া, যত জন কর্ম্মকারককে রাখিতে স্থির করেন, সভাপতি তদনুসারে যাঁহাদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং সময়ে২ সেই ব্যক্তিদিগকে অবসর করিয়া তাঁহাদের স্থানে অন্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে পদের বেতন মাসে পঞ্চাশ টাকা বা তদধিক, সভাগত কমিশ্যনরদের অনুমতি না হইলে সেই পদে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে না ; আর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুমতি না হইলে যে কর্ম্মচারির মাসিক বেতন বিশ টাকার অধিক, তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা যাইবে না।

পেনশ্যন ও পারিতোষিক দিবার কিম্বা সংস্থান বা বার্ষিক বৃত্তির ফণ্ড করিবার বিধি করিতে কমিশ্যনরদের ক্ষমতার কথা।

৪৭ ধারা। কমিশ্যনরগণ বিশেষ সভা করিয়া, ঐ সভায় উপস্থিত কমিশ্যনরদের মধ্যে অন্যূন তিনভাগের দুই ভাগ যাহার অনুকূলে মত দেন, এরূপ নির্দ্ধারক্রমে সময়ে২ এই২ বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) মুনিসিপল ফণ্ড হইতে পেনশ্যন ও পারিতোষিক দিবার বিধি ; কিম্বা

(খ) সংস্থান বা বার্ষিক বৃত্তির ফণ্ড সৃষ্টি করিবার ও তাহার কার্য্য চালাইবার ও তাহাতে আপনাদের কর্ম্মচারী ও চাকরদিগকে অর্থানুকূল্য করিতে বাধ্য করিবার ও মুনিসিপল ফণ্ড হইতে তাহাতে ঐ অর্থানুকূল্যাতিরিক্ত টাকা দিবার বিধি।

উক্ত কমিশ্যনরগণ ঐ বিধি রহিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

ঐরূপ যে বিধি যৎকালে বলবৎ থাকে, সভাগত কমিশ্যনরগণ তদনুসারে সময়ে২ যেরূপ উচিত বোধ করেন, আপনাদের কোন কর্ম্মচারী বা চাকরকে সেইরূপ পেনশ্যন বা পারিতোষিক দিতে, কিম্বা উক্ত সংস্থান বা বার্ষিক বৃত্তির ফণ্ড হইতে সেইরূপ টাকা বা বার্ষিক বৃত্তি দিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে পেনশ্যন প্রভৃতি দিবার কথা।

৪৮ ধারা। কমিশ্যনরগণ গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে,

(১) যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের অধীনে কর্ম্ম করিতে সংস্থাপন করা যায়, তবে যৎকালে গবর্ণমেণ্টের যে সিবিল পেনশ্যন ও ছুটির বিধি প্রবল থাকে, তদনুসারে তাঁহার পেনশ্যন, পারিতোষিক ও ছুটীকালীন বৃত্তি জন্য টাকা দিতে পারিবেন ; এবং

(২) যদি তিনি কমিশ্যনরদের কর্ম্ম করণার্থ আপনার সময়ের কিয়দংশমাত্র দেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অংশ নিরূপণ করেন, পূর্ব্বোক্ত টাকার সেইরূপ অংশ দিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারী ও চাকরদের স্থানে প্রতিভাবের কথা।

৪৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা আপনাদের কার্য্যে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারির বা চাকরের স্থানে যেরূপ প্রতিভাব্য লওয়া উচিত বোধ করেন, সেইরূপ প্রতিভাব্য লইতে পারিবেন।

পল্লীর কমিটীর কথা।

পল্লীর কমিটী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া কোন মুনিসিপালিটী পল্লীং করিয়া বিভাগ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ প্রত্যেক পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত থাকিবার জন্য অন্যূন তিনং ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে কি মনোনীত করাইতে পারিবেন। ঐ ব্যক্তিরা তৎকালে কমিশ্যনরী পদে নিযুক্ত থাকুন বা না থাকুন তাঁহারা পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত থাকিতে পারিবেন ; এবং পল্লীর কমিটী যে পল্লীর নিমিত্ত নিযুক্ত বা মনোনীত হন, কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া সেই পল্লীর সীমা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

মনোনীত করিবার বিধি কমিশ্যনরদের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

৫১ ধারা। যিনি কমিশ্যনর নহেন এমত কোন ব্যক্তির যে গুণ থাকিলে তিনি ঐরূপে মনোনীত হইবার আকাঙ্ক্ষিস্বরূপ দাঁড়াইতে স্বত্ববান হইবেন, ও যাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির যেং গুণ থাকিলে মত জানাইবার অধিকার থাকিবে ও যেরূপে মনোনীত করা যাইবে, কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া এইং বিষয়ের বিধি করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই বিধি এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হয়।

কমিশ্যনরেরা এই ধারামতে তদ্রূপ মনোনীত করণ বিষয়ক যে বিধি করেন, তাহা যে কোন সময়ে রহিত করিতে পারিবেন।

পল্লীর কমিটীর সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করিবার কথা।

৫২ ধারা। প্রত্যেক পল্লীর কমিটী উচিত বোধ করিলে প্রতি বৎসর আপনাদের মধ্যহইতে সভাপতি ও আবশ্যক হইলে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন।

কিন্তু পল্লীর কমিটীর মধ্যে এক কি অধিক জন কমিশ্যনর থাকিলে, পল্লীর কমিটীর সভাপতির পদে একজন কমিশ্যনরকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

পল্লীর কমিটীর প্রতি কমিশ্যনরদের ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

৫৩ ধারা। কমিশ্যনরদের প্রতি এই আইনমতে যেং ক্ষমতা দেওয়া গেল, তাঁহারা সভাগত হইয়া পল্লীর কমিটীর প্রতি তন্মধ্যে যেং ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত বোধ করেন অর্পণ করিতে পারিবেন ; এবং কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া তাঁহাদের পল্লীর যে সীমা নির্ণয় করেন ঐ পল্লীর কমিটী আপনাদের পল্লীর সেই সীমার মধ্যে উক্ত সকল কিম্বা তন্মধ্যে কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং এই আইনক্রমে সেইং ক্ষমতা প্রযুক্ত কমিশ্যনরদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যে সকল কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইল তাঁহাদের প্রতিও সেই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবার ভার বর্ত্তিবে।

পল্লীর নানা কমিটী যে সকল কার্য্য করেন ও যে আজ্ঞা দেন ও যে টাক্স ধার্য্য করেন তাহা সভাগত কমিশ্যনরদের তত্ত্বাধীনে থাকিবে, ও তাঁহারা তাহা পুনরালোচনা করিতে পারিবেন, এবং যে কোন সময়ে উক্ত সকল কি কোন ক্ষমতা রহিত করিতে পারিবেন।

৫৪ ধারা। পল্লীর কমিটী দ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পাদন হয়, তাহার প্রতি ৩৮ অবধি ৪৫ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে, এবং পল্লীর কমিটী যে আমলাগণ রাখিবেন কমিশ্যনরেরা ৪৬ ধারার বিধানানুসারে তাঁহার অনুমতি দিবেন।

পল্লীর কমিটীর নিষ্পাদনীয় কর্ম্মের প্রতি কোনং ধারা বর্ত্তিবার কথা।

৫৫ ধারা। পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদের অবসর করণ কি কর্ম্ম ত্যাগ কিম্বা নিয়োগ বিষয়ের কোন কথা উপস্থিত হইলে, কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া তাহার নিষ্পত্তি করিবেন।

কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে অবসর করিবার ও তাঁহাদের পদ ত্যাগ করিবার ও নিযুক্ত হইবার কথা।

কমিশ্যনরদের ও পল্লীর কমিটীর দায়ের কথা।

৫৬ ধারা। কমিশ্যনরদের দ্বারা কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে যে চুক্তি করা যায় বা যে খরচ হয়, কোন এক জন কমিশ্যনর কিম্বা পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি স্বয়ং তাহার দায়ী হইবেন না।

কমিশ্যনরদের কি পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তির নিজের দায়ের কথা।

কমিশ্যনরদের হস্তে যে টাকা ন্যস্ত থাকে, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা অবিহিতরূপে ব্যয় করা গেলে, যে কমিশ্যনর কিম্বা পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ঐ কার্য্যের অংশী হন তিনি স্বয়ং দায়ী হইবেন, ও তজ্জন্যে তাহার নামে নালিশ হইতে পারিবে।

৫৭ ধারা। কমিশ্যনরদের সঙ্গে যে চুক্তি করা যায় তাহাতে কোন কমিশ্যনরের কিম্বা পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ কি পরম্পরাসম্বন্ধে নিজের কি অন্যের দ্বারা কোন অংশ বা স্বার্থ থাকিবে না। কোন কমিশ্যনরের তদ্রূপ অংশ বা স্বার্থ থাকিলে, তিনি তৎপ্রযুক্ত স্বীয় কমিশ্যনরের পদে থাকিতে পারিবেন না, ও তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

চুক্তিতে কমিশ্যনরদের অংশ বা স্বার্থ থাকিলে অক্ষমতার কথা।

নিম্নলিখিত কোন বিষয়ে, অর্থাৎ,

(ক) কমিশ্যনর যে সমাজভুক্ত বা রেজিষ্টরী করা কোম্পানির অংশী বা মেম্বর সেই কোম্পানির সহিত কমিশ্যনরদের চুক্তিতে, কিম্বা

(খ) ভূমির কোন পাট্টাদান বা ক্রয় বিক্রয়ে বা তজ্জন্য কোন নিয়মপত্রে, কিম্বা

(গ) টাকা ঋণ করিবার কোন নিয়মপত্রে কিম্বা কেবল টাকা শোধ করিবার কোন প্রতিভাব্যে, কিম্বা

(ঘ) মুনিসিপালিটীর ব্যাপার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন যে সম্বাদপত্রে দেওয়া যায় তাহাতে, কোন কমিশ্যনরের অংশ বা স্বার্থ আছে বলিয়া কেবল সেই কারণে তাঁহার উক্তরূপ অক্ষমতা হইবে না।

তথাপি ঐরূপ কোন কমিশ্যনরের যে বিষয়ে ঐরূপ স্বার্থ থাকে, তিনি কমিশ্যনরস্বরূপ কিম্বা পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিস্বরূপ সেই বিষয় সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কার্য্য করিতে পারিবেন না।

৫৮ ধারা। কোন কমিশ্যনরের কিম্বা পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তির নিজের কত টাকা টাক্স ধার্য্য করিতে হইবে এই কথা কি তাঁহার সম্পত্তির মূল্যের কিম্বা তিনি যে সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষ বা কর্ম্মকারক সেই সম্পত্তির মূল্যের কথা কি তিনি কোন টাক্সের দায়ী হন কি না এই কথা উপস্থিত হইলে, তিনি সেই বিষয়ে আপনার মত জানাইবেন না।

কমিশ্যনরেরা যেং বিষয়ের মত জানাইতে অক্ষম তাহার কথা।

কর্ত্তৃত্বের কথা।

৫৯ ধারা। নিম্নলিখিত ধারামতে, অর্থাৎ,

(ক) সভাপতি মনোনীত করণার্থ ২৩ ধারামতে,

(খ) সভাপতিকে পদচ্যুত করণার্থ ২৪ ধারামতে,

কোনং নির্দ্ধারণ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবার কথা।

(গ) সভাপতিকে বা প্রতিনিধি সভাপতিকে বেতন দানার্থ ২৮ ধারামতে,

(ঘ) পেন্‌শ্যন বা পারিতোষিক দিবার কিম্বা সংস্থান বা বার্ষিক বৃত্তির ফণ্ড সৃষ্টি করিবার ও তাহার কার্য্য চালাইবার বিধি প্রণয়ন, রহিত কিম্বা পরিবর্ত্তিত করণার্থ ৫৭ ধারামতে,

কমিশ্যনরগণ যে সকল নির্দ্ধারণ করেন, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে।

৬০ ধারা। ৪৩ ধারার উল্লিখিত কমিশ্যনরদের সমুদয় সভার কার্য্যবিবরণের প্রতিলিপি তাঁহারা অবিলম্বে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

কার্য্যবিবরণের প্রতিলিপি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবার কথা।

৬১ ধারা। ৪৬ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরদের অধীন কর্ম্মচারীদিগকে নিয়োগ করিতে হইলে, উক্ত নিয়োগ নিম্নলিখিত বিধির নিয়মাধীন থাকিবে।—

অধীন কর্ম্মচারীদের নিয়োগ সম্বন্ধে অনুমতির কথা।

(ক) যে পদের বেতন মাসে দুইশত টাকা বা তদধিক, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা সৃষ্টি করা বা উঠাইয়া দেওয়া যাইবে না।

(খ) যে পদের বেতন মাসে এক শত টাকা বা তদধিক, ডিবিজনের কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি বিনা সেই পদে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে না অথবা সেই পদ হইতে কোন ব্যক্তিকে ছাড়ান যাইবে না।

৬২ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব, কিম্বা জিলার যে মহকুমার মধ্যে কোন মুনিসিপালিটী থাকে, সেই মহকুমার অধ্যক্ষতাকারী মাজিষ্ট্রেট, কমিশ্যনরদের দখলী কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কিম্বা তাঁহাদের আদেশমতে যে কোন কার্য্য চলিতেছে তাহাতে, প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করিতে, কিম্বা

মাজিষ্ট্রেটের পরিদর্শন করিবার ক্ষমতার কথা।

কাহাকেও প্রবেশ করাইয়া তদ্দ্বারা পরিদর্শন করাইতে পারিবেন; এবং এই আইনের কার্য্যপক্ষে যে কোন দলীল কমিশ্যনরদের নিকটে বা কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে, তাহা আনাইয়া দেখিতে পারিবেন।

আইনমত কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৬৩ ধারা। খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি বিবেচনা করেন যে, কোন মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা যে কোন নির্দ্ধারণ বা আজ্ঞা করেন কিম্বা এই আইন অনুসারে কিম্বা এই আইনের আশ্রয়ে যে কার্য্য করিবার উদ্যোগ হইতেছে বা করা যাইতেছে, তাহা আইনের দত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত, অথবা উক্ত নির্দ্ধারণ বা আজ্ঞা ক্রমে কর্ম্ম করিলে কিম্বা উক্ত কার্য্য করিলে, গুরুতর শান্তিভঙ্গ ঘটিবার, অথবা সাধারণের বা কোন শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের গুরুতর হানি বা বিরক্তি হইবার সম্ভাবনা, তবে উক্ত কমিশ্যনর বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিত আজ্ঞা করিয়া ঐ খণ্ডের বা স্থল বিশেষে ঐ জিলার সীমার মধ্যে উক্ত নির্দ্ধারণ বা আজ্ঞামতে কর্ম্মসাধন করা স্থগিত রাখিতে কিম্বা উক্ত কার্য্য করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

কোন কমিশ্যনর বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ধারামত কোন আজ্ঞা করিলে, তাহা করিবার হেতুর বর্ণনার সহিত তাহার নকল অবিলম্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন, তাহা হইলে উক্ত গবর্ণমেণ্ট ঐ আজ্ঞা রহিত করিতে, অথবা পরিবর্ত্তন সহকারে বা পরিবর্ত্তন না করিয়া যেকে চিরকাল কিম্বা যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল ঐ আজ্ঞা প্রবল থাকিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

ত্রুটি হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

৬৪ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের রিপোর্ট পাইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের যদি কোন সময় বোধ হয় যে, এই আইন বা অন্য কোন আইনমতে কোন মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের উপর যে কোন কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তাঁহারা সেই কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট লিখিয়া আজ্ঞা করিয়া সেই কর্ম্ম করিবার সময় নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন।

"উক্ত নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ কর্ম্ম করা না গেলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত কর্ম্ম করণার্থে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, গবর্ণমেণ্ট যে সময় ধার্য্য করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে ঐ কর্ম্ম করিবার খরচ মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট দেওয়া যায়।

"উক্ত খরচ ঐরূপে দেওয়া না গেলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, মুনিসিপাল ফণ্ডের উদ্বর্ত্ত টাকা যে ব্যক্তির হস্তে থাকে, তাঁহার প্রতি আজ্ঞা করিয়া এই আদেশ দিতে পারিবেন যে অন্য কোন বা সকল দায়ের অগ্রে ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে উক্ত খরচ অথবা সময়ে২ তাহার যে অংশ দেওয়া সম্ভব হয় তাহা দেন।

অক্ষমতা, ত্রুটি, বা ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে কমিশ্যনরদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবার কথা।

৬৫ ধারা। এই আইনের দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে কি অন্য আইন দ্বারা কোন মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের প্রতি যে সকল কর্ম্মের ভার অর্পিত হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতে তাঁহারা সেই সকল কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলে, কিম্বা তাহা করিতে ক্রমাগত ত্রুটি করিলে, কিম্বা আপনাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিলে, কিম্বা উক্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা করিবার কারণ সহিত কলিকাতা গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া উক্ত কমিশ্যনরেরা অক্ষম বা ত্রুটিকারী কিম্বা আপনাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন কিম্বা ঐ ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন নির্দ্দেশ করিয়া ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

পদচ্যুত করিবার ফলের কথা।

৬৬ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে পদচ্যুত করিবার আজ্ঞা করা গেলে নিম্নলিখিত ফল হইবে।—

(ক) উক্ত আজ্ঞার তারিখ অবধি সমুদয় কমিশ্যনরেরা কমিশ্যনরস্বরূপ স্বীয় পদ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।

(খ) কমিশ্যনরেরা যত কাল পদচ্যুত থাকেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা কমিশ্যনরদের সমুদয় ক্ষমতানুসারে তাঁহাদের সমুদয় কর্ম্ম করিবেন।

(গ) উক্ত কমিশ্যনরদের প্রতি যে সকল সম্পত্তি বর্ত্তিয়াছিল, তৎসমুদয় তাঁহাদের পদচ্যুত থাকিবার সময়ে গবর্ণমেণ্টে বর্ত্তিবে।

উক্ত আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট পদচ্যুত থাকিবার কাল গত হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত মুনিসিপালিটীর নাম প্রথম বা দ্বিতীয় তফসীলে কিম্বা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় তফসীলে লিখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; তাহা না করিলে, নিয়োগ ও মনোনীত করণ দ্বারা কমিশ্যনরেরা পুনঃসংস্থাপিত হইবেন, এবং যেব ক্রিয়া (ক) প্রকরণমতে পদচ্যুত হন, তাঁহারা নিয়োগ বা মনোনীত করণের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুনিসিপাল ফণ্ডের কথা।

যাহার লইয়া মুনিসিপাল ফণ্ড হইবে তাহার কথা।

৬৭ ধারা। এই আইনমত কোন মুনিসিপালিটীতে কমিশ্যনরেরা যে সকল টাকা পান, এবং অর্থদণ্ডের যে টাকা দেওয়া যায় কি আদায় হয় এবং গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে আর যে সকল টাকা কমিশ্যনরদের হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারিবে, সেই সকল টাকা লইয়া একটি ফণ্ড করা যাইবে। তাহার মুনিসিপাল ফণ্ড নাম থাকিবে। সেই টাকা, ও অন্য যে প্রকারের যত সম্পত্তি উক্ত কমিশ্যনরদের প্রতি বর্ত্তে, তাহা তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে, ও তাঁহারা এই আইনের কার্য্যপক্ষে ঐ সকল দ্রব্যাদি ন্যাসস্বরূপ রাখিবেন।

ঋণের সুদ ও আমলাগণের বেতনাদির টাকা দিবার কথা।

৬৮ ধারা। (ক) প্রথম, কমিশ্যনরেরা কোন ঋণ গ্রহণ করিলে তাহার দেয় সুদ দিবার জন্য যত টাকা প্রয়োজন হয়,

(খ) দ্বিতীয়, ৪৮ ধারার উল্লিখিত অর্থানুকূল্য সমেত আপনাদের আমলাগণের বেতনাদি বলিয়া এই আইনমতে যত টাকার বিধান করিবার আদেশ হইল,

(গ) তৃতীয়, আডিটের খরচ ও কোন হিসাব সংক্রান্ত আফিসের বা খাজানাখানার সেরেস্তার খরচ দিবার উদ্দেশে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে যত টাকার আজ্ঞা করেন

কমিশ্যনরেরা বৎসর২ মুনিসিপল ফণ্ড হইতে তত টাকা পৃথক রাখিয়া, সেই২ কর্ম্মে প্রয়োগ করিবেন।

কিন্তু (গ) প্রকরণমতে কোন মুনিসিপালিটীর উপর মোট যত টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা কোন বৎসরে মুনিসিপল ফণ্ডে ঐ বৎসর যে টাকা থাকে, তাহার শতকরা দুই টাকার অধিক হইবে না।

ফণ্ডের টাকা যে২ কর্ম্মে খরচ হইতে পারে, তাহার কথা।

৬৯ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে পূর্ব্বোক্ত টাকা পৃথক করিয়া রাখা গেলে পর, কমিশ্যনরেরা মুনিসিপল ফণ্ড হইতে যত দূর পারেন তত দূর সময়ে২ মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত কমিশ্যনরদের সম্পত্তিস্বরূপ পথ ও সাঁকো ও পুষ্করিণী ও ঘাট ও ইঁদারা ও জলনালা ও নর্দ্দমা ও পাইখানা সারাইয়া রাখাইবেন, ও মুনিসিপালিটী পরিষ্কার করাইবেন;

ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে বিধি ও নিষেধসূচক যে আজ্ঞা করেন তাহা প্রবল মানিয়া, মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানে নিম্নলিখিত কোন কার্য্যে ঐ মুনিসিপল ফণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা,—

(১)—পথ ও ট্রামওয়ে ও সাঁকো ও চত্বর ও বাগান ও পুষ্করিণী ও ঘাট ও ইঁদারা ও জলনালা ও নর্দ্দমা ও পাইখানা প্রস্তুত ও উৎকৃষ্ট করণ কার্য্যে।

(২)—জল যোগাইয়া দিবার ও পথে আলো ও জল দিবার কার্য্যে।

(৩)—মুনিসিপল কার্য্যের নিমিত্তে যে কার্য্যালয়ের ও অন্য ঘরের প্রয়োজন থাকে তাহা নির্ম্মাণ ও রক্ষা করণ কার্য্যে।

(৪)—সাধারণের উপকারার্থে অন্য যে কার্য্যদ্বারা নগরবাসিদের স্বাস্থ্য ও সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন হয় সেই কার্য্যে।

(৫)—বিদ্যালয় নির্ম্মাণ ও মেরামত করণে, বিদ্যালয় স্থাপনে, ও সম্পূর্ণ ব্যয়াদি দিয়া কিম্বা সাহায্য দান পূর্ব্বক তাহার রক্ষণে।

(৬)—হাঁস্পাতাল ও ঔষধালয় স্থাপনে ও তাহার ব্যয় পোষণে।

(৭)—গোবীজে টিকাদানের বিস্তারে।

(৮)—অগ্নিনির্ব্বাপক দল রক্ষণে।

(৯)—ও সাধারণতঃ এই আইনের অভিপ্রায় সফল করণ কার্য্যে।

কিন্তু বিদ্যালয়াদির সংস্থাপনাদিতে মুনিসিপল ফণ্ডের কোন অংশ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কি না, এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে বিশেষ সভা হয়, কিম্বা সভায় ঐ বিষয় বিবেচনা করা যাইবে এই মর্ম্মের বিশেষ নোটিস দিয়া যে সভা হয়, সেই সভাগত কমিশ্যনরদের অধিকাংশ ব্যক্তি সম্মত না হইলে, বিদ্যালয় কি হাঁস্পাতাল কি ঔষধালয় স্থাপনার্থে কিম্বা তাহার ব্যয়পোষণার্থে কিম্বা গোবীজে টিকাদানের বিস্তার করণার্থে মুনিসিপল ফণ্ডের কোন অংশ প্রয়োগ হইবে না।

এই ধারার উদ্দেশ্য সফল করণার্থে যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক, কমিশ্যনরেরা এই আইনের অসঙ্গত নয় এমত সকল কার্য্য করিতে পারিবেন।

অন্যা২ মুনিসিপালিটীতে টাকা দিবার কথা।

৭০ ধারা। অন্য কোন মুনিসিপালিটীর মধ্যে কিম্বা অন্য স্থানে ইহার পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট অন্যতর কার্য্যে যে ব্যয় হয় তজ্জন্য কিম্বা অন্য কর্তৃপক্ষের অধীন যে কর্ম্মচারীকে কার্য্যে লাগান যায় তাঁহার বেতন দিবার নিমিত্ত কিম্বা নদী কি বন্দর উৎকৃষ্ট করণার্থে যে কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন বিষয় প্রস্তুত ও রক্ষা ও মেরামত করায়, তাহার খরচ দিবার নিমিত্ত কোন মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের তিন অংশের দুই অংশ ব্যক্তি লিখিয়া সম্মতি জানাইলে কমিশ্যনরেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে আপনাদের মুনিসিপল ফণ্ড হইতে টাকা দিতে পারিবেন।

কিন্তু যে মুনিসিপালিটী ঐ টাকা দেন, ঐ কার্য্যদ্বারা সেই মুনিসিপালিটী-নিবাসি লোকদের উপকার হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, এই ধারামতে তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত টাকা দিতে হইবে না।

হিসাববহী দেখিবার ও তিন২ মাসে বর্ণনাপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

৭১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি টাক্স দিয়া থাকেন তিনি প্রতি মাসের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে কমিশ্যনরদের কার্য্যালয়ে মুনিসিপালিটীর হিসাববহী দেখিতে পারিবেন।

তিন২ মাসের অবসান হইলেই সেই তিন মাসের জমা ও খরচ উপযুক্ত দফা২মতে লিখিত হইয়া নিয়মানুসারে বাকী কাটিয়া হিসাব প্রস্তুত করা যাইবে। যে ব্যক্তি টাক্স দিয়া থাকেন তিনি হিসাববহীর সহিত ঐ হিসাবও দেখিতে পাইবেন।

প্রতি বৎসরের অবসানের পরেই যত শীঘ্র হইতে পারে সেই বৎসরেরও তদ্রূপ হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ও পূর্ব্বোক্তমতে দেখিবার জন্য খোলা থাকিবে।

বাৎসরিক অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

৭২ ধারা। কোন বৎসরে যত টাকা জমা ও খরচ হইবার সম্ভাবনা ও যে কার্য্যে ঐ টাকা খরচ করিবার কল্পনা থাকে, কমিশ্যনরেরা তৎপূর্ব্ব বৎসরের অবসান হইবার অন্যূন দুই মাস থাকিতে সভাগত হইয়া তাহার বিস্তারিত অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন।

অনুমানপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

৭৩ ধারা। ঐ অনুমানপত্রের প্রতিলিপি এবং জিলার দেশীয় ভাষায় ঐ পত্রের অনুবাদ কমিশ্যনরদের আফিসে রাখিতে হইবে।

সেই প্রতিলিপি যে ঐ আফিসে রাখা গেল, ঐ স্থানে ইহার উপযুক্ত নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। উক্ত আফিসে রাখা গেলে পর ঐ মুনিসিপালিটীর টাক্সদায়ি কোন ব্যক্তি তাহা দেখিতে চাহিলে, চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ সকল সময়ে ঐ অনুমানপত্র ও জিলার চলিত ভাষায় ঐ পত্রের অনুবাদ দেখিতে পাইবেন।

কমিশ্যনরদের আফিসে কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের লিখিত প্রস্তাব রাখিয়া গেলে তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তৎপরে তাঁহাদের অধিবেশন হইলে সেই প্রস্তাব তাঁহাদের বিবেচনার্থে উপস্থিত করা যাইবে।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট অনুমানপত্র পাঠাইবার কথা।

৭৪ ধারা। উক্ত চৌদ্দ দিন গত হইলে পর, ও তাহার মধ্যে সংশোধন করা প্রয়োজন বোধ হয় তাহা করিলে পর, ঐ অনুমানপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মন্তব্য লিখিতে পারিবার কথা।

৭৫ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অনুমানপত্র খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা যেরূপ মন্তব্য ও প্রস্তাব লেখা উচিত বোধ করেন তৎসমেত উহা কমিশ্যনরদের নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মন্তব্য বিবেচনা করিয়া হয় তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, নাহয় অসম্মত হইবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন; তদনন্তর খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত ঐ অনুমানপত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

অনুমানপত্র বিষয়ে কমিশ্যনর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৭৬ ধারা। ঐ অনুমানপত্র যেমন থাকে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব তেমনি তাহা অনুমোদন করিতে পারিবেন, কিম্বা তন্মধ্যে যাহা পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া অনুমোদন করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার যেরূপে রূপান্তর করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিবার জন্যে কমিশ্যনরদের নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিবেন। তদ্রূপে রূপান্তর করা গেলে পর ঐ অনুমানপত্র দৃঢ় করণার্থ খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পুনশ্চ পাঠান যাইবে।

কিন্তু ঐ অনুমানপত্রে যত টাকা কমিশ্যনরদের হাতে আছে দেখা যায়, খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব প্রস্তাবিত মোট খরচ তদধিক করিয়া তুলিবেন না।

খরচের অনুমানপত্র সংশোধন করিতে পারিবার কথা।

৭৭ ধারা। কমিশ্যনরদের ব্যয়ার্থে যে টাকা নিরূপিত থাকে, তাহা প্রয়োগ করিবার নিয়ম তাঁহারা কোন প্রকারে পরিবর্ত্তন করা বিহিত বোধ করিলে, তাহার বিধান করিবার জন্যে সভাগত হইয়া সময়ে২ সেই খরচের অনুমানপত্র সংশোধন করিতে পারিবেন, ও সেই সংশোধিত অনুমানপত্র প্রকাশ করা যাইবে, এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টমতে পাঠান যাইবে। মাজিষ্ট্রেট ও খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব সেই সংশোধিত অনুমানপত্র লইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

অনুমানপত্রে যে টাকা খরচ করিবার অনুমতি হয় তাহা খরচ করিবার কথা।

৭৮ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপে মুনিসিপালিটীর ঐ বৎসরের অনুমানপত্র অনুমোদিত হইলে পর, কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া সময়ে২ সাধারণ কি বিশেষ নির্দ্ধারণ করিয়া, ঐ অনুমানপত্রে যে কার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা নিরূপিত হইল সেই কার্য্যে তত টাকা কি তাহার কোন অংশ ব্যয় করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

বৎসরের বজেটইষ্টিমেটে (অর্থাৎ আয়ব্যয়ের অনুমানপত্রে) যে কার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা নিরূপণ হইল, এই ধারার ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই কার্য্যে কোন মুনিসিপালিটীর ঐ টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা সঙ্কোচ করিবার কি তাহার সুব্যবস্থা করিবার যে বিধি বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

কোন কার্য্যে ৫০০০৲ টাকার অধিক লাগিবার অনুমান হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।

৭৯ ধারা। কোন কার্য্যে পাঁচ সহস্র টাকার অধিক লাগিবার অনুমান হইলে, ঐ কার্য্য আরম্ভ করণের পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আপনার কিম্বা গবর্ণমেন্টের কোন কার্য্যকারকের অনুমোদনের নিমিত্ত সেই কার্য্যের নকশা ও অনুমানপত্র অর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন;

এবং যে পাঠ নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ কার্য্য ক্রমশঃ চলনের ও তাহার সমাপ্ত হওয়ার বর্ণনা ও তাহাতে যত টাকা ব্যয় হয় তাহার হিসাব সেই পাঠে লিখিয়া, আপনার কিম্বা ঐ কার্য্যকারকের অনুমোদনার্থে সময়ে২ পাঠাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত টাকা খরচ হইলে তাহা বণ্টন করিবার কথা।

৮০ ধারা। কোন বৎসরের অনুমানপত্রে কিম্বা সংশোধিত অনুমানপত্রে যে কার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা খরচ করিবার অনুমতি হইল, কমিশ্যনরেরা সেই বৎসরে সেই কার্য্যে তাহার অধিক টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন না। কিন্তু বৎসরের মধ্যে তদ্রূপ করা আবশ্যক দেখা গেলে, অনুমানপত্রের অন্তর্গত যে দফায় যত করিয়া টাকা লেখা থাকে, কমিশ্যনরেরা খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবকে তাহার এক দফা হইতে সেই দফার নিরূপিত কতক টাকা উঠাইয়া অন্য দফায় জমা করিয়া ঐ অনুমানপত্র পরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দিতে পারিবেন। খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব সেই নিরূপিত টাকা তদ্রূপে খারিজ দাখিল করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যাদির বার্ষিক রিপোর্ট অর্পণ করিবার কথা।

৮১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কমিশ্যনরদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের রিপোর্ট, ও তাঁহাদের দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পাদন হইয়াছে, ও তাঁহাদের যত টাকা আয় ও ব্যয় হইয়াছে, ইহার বর্ণনাপত্র যে সময়ে যে পাঠে লিখিয়া দিতে আদেশ করেন, কমিশ্যনরেরা সেই সময়ে সেই পাঠে তাহা বৎসরং লিখিয়া অর্পণ করিবেন।

ঐ রিপোর্ট ও তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট যে কোন আজ্ঞা করেন তাহা হিসাববহী ও ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক হিসাবের সহিত কমিশ্যনরদের কার্য্যালয়ে টাক্সদাতাদের দৃষ্টির জন্য খোলা থাকিবে

হিসাবের পাঠ ও তাহা আডিট করিবার কথা।

৮২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ সকল মুনিসিপল হিসাব যেরূপ পাঠে রাখিবার ও যেরূপে আডিট করিবার আজ্ঞা করেন, বৎসরং ঐ হিসাব সেইরূপ পাঠে রাখিতে ও সেইরূপে আডিট করিতে হইবে।

৮৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরের অন্যমত না করিলে, মুনিসিপল ফণ্ডের নিমিত্ত যে সকল টাকা পাওয়া যায় তাহা গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চিখানায়, কিম্বা মুনিসিপালিটীর মধ্যস্থিত কিম্বা নিকটস্থ গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চিখানারূপে ব্যবহৃত কোন ব্যাঙ্কে কি শাখা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করা যাইবে। ঐ টাকা যে মুনিসিপালিটীর টাকা হয়, সেই মুনিসিপালিটীর হিসাব বহী বলিয়া অভিহিত এক হিসাব বহীতে তাহা জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

মুনিসিপল ফণ্ড রাখিবার কথা।

কিন্তু তন্মধ্যে কোন টাকা তৎকালে ব্যয় করিবার প্রয়োজন না থাকিলে, কমিশ্যনরেরা সেই টাকা দিয়া গবর্ণমেণ্টের সিকুরিটী কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে প্রকারের সিকুরিটী অনুমোদন করেন সেই প্রকারের সিকুরিটী ক্রয় করিতে পারিবেন।

৮৪ ধারা। এই বিষয়ে সভাপতির কি প্রতিনিধি সভাপতির ক্ষমতার যে সীমা আছে, এতৎক্রমে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি সভাগত কমিশ্যনরদের পরামর্শানুসারে তাহা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। উক্ত কমিশ্যনর সাহেব সেই ক্ষমতার সীমা স্পষ্টরূপে বৃদ্ধি করিয়া না দিলে মুনিসিপল ফণ্ড হইতে টাকা দিবার যে আদেশপত্র দেওয়া যায়, পাঁচশত টাকার অনধিক টাকা দিবার সেই আদেশপত্রে সভাপতি কিম্বা প্রতিনিধি সভাপতি স্বাক্ষর করিবেন; তাহার অধিক টাকার আদেশ থাকিলে উক্ত দুইজন কার্য্যকারক কিম্বা তাঁহাদের এক জন ও অন্য এক জন কমিশ্যনর তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

টাকা দিবার আদেশপত্রের কথা।

কমিশ্যনরেরা ৭৮ ধারার বিধানমতে সভাগত হইয়া যে টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি দেন, তাহা ছাড়া অন্য টাকা দিবার উক্তরূপ আদেশপত্র দেওয়া যাইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মুনিসিপল টাক্স ধার্য্যকরণের কথা।

৮৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা সময়ে উপযুক্ত নোটিস দিয়া সুস্পষ্টরূপে এই কার্য্যের নিমিত্তে বিশেষ সভা করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ঐ মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে নিম্নলিখিত এক প্রকারের টাক্স বসাইতে পারিবেন, উভয় প্রকারের নয়।

ব্যক্তিদের স্থিতি যোতের উপর অনুরূপে টাক্সের কথা।

(ক) মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে ব্যক্তিদের যোত থাকে, তাঁহাদের সঙ্গতি অনুসারে ও মুনিসিপালিটীর মধ্যে তাঁহাদের যে সম্পত্তি থাকে তদনুসারে সেই ব্যক্তিদের উপর টাক্স।

কিন্তু কোন ব্যক্তির উপর কোন এক যোতের অধিকার সম্পর্কে বৎসর ৮৪ চোরাশী টাকার অধিক ধার্য্য করিতে হইবে না। অথবা

(খ) মুনিসিপালিটীর মধ্যে যত যোত থাকে তাহার বার্ষিক মূল্যের উপর রেট।

কিন্তু টাকার ও মাত্রার অর্থ মুনিসিপালিটীর মধ্যে ঐ বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ১০ টাকার অধিক হার ও রেট বসান যাইবে না; তদ্ভিন্ন অন্য সকল যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ৭।।০ টাকার অধিক হারে রেট বসান যাইবে না. ও যে যোতের বার্ষিক মূল্য ৬৭ টাকার কম হয়, তাহার উপর কোন রেট বসাইতে হইবে না।

৮৬ ধারা। কমিশ্যনরেরা সময়ে সময়ে সভা করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া, ঐ মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত অন্যতর টাক্সের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত সকল কি কোন টাক্স, ফী, মাশুল কি রেট আদায় হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।—

আরও টাক্সের কথা।

(ক) পঞ্চম তফসীলে যে গাড়ীর ও ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর কথা লেখা আছে তাহার উপর টাক্স।

(খ) গোরুর গাড়ী রেজেষ্টরী করিবার ফী।

(গ) সেতুর উপর মাশুল ও ১১৮ ও ১১৯ ধারার বিধান প্রবল না হয়, সাঁকোর ও পাকা রাস্তার উপর মাশুল।

(ঘ) যে পথে জলের যোগান আছে সেই পথে বাটী ও জমী থাকিলে যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ছয় টাকার অনধিক ও ঐরূপ যোগান যে পথে না থাকে সেই পথে বাটী ও জমী থাকিলে শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক জলের রেট।

(ঙ) ঐরূপ বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা তিন টাকার অনধিক আলোর টাক্স রেট।

(চ) পাইখানা পরিষ্কার করিবার ফী।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিতমতে (ঘ) প্রকরণ সম্বন্ধে ৭ পরিচ্ছেদের বিধান, কিম্বা (ঙ) প্রকরণসম্বন্ধে ৮ পরিচ্ছেদের বিধান, কিম্বা (চ) প্রকরণ সম্বন্ধে ৯ পরিচ্ছেদের বিধান সমস্ত বা আংশিক ভাবে কোন মুনিসিপালিটিতে বর্ত্তান না গেলে, (ঘ), (ঙ) ও (চ) প্রকরণের লিখিত টাক্স সেই মুনিসিপালিটীতে আদায় করা যাইবে না।

ব্যক্তিদের উপর টাক্সের কথা।

৮৭ ধারা। মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত যোত যে ব্যক্তিদের দখলে থাকে তাঁহাদের সঙ্গতি ও সম্পত্তি অনুসারে তাঁহাদের উপর টাক্স বসাইতে স্থির হইলে, যে প্রকারের অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক হইতে পারে কমিশ্যনরেরা তাহা লইয়া ঐ টাক্স ধার্য্যকরণের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন। তন্মধ্যে এই কথা ও কমিশ্যনরেরা যেই কথা লেখা উচিত বোধ করেন তাহাও বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে:—

টাক্সধার্য্যকরণের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে হইবার কথা।

(ক) প্রত্যেক যোত যে রাস্তার কি পথের ধারে থাকে তাহার নাম।

(খ) রেজিষ্টরী বহীতে ঐ যোতের যে নম্বর থাকে তাহা।

(গ) যোত যে ব্যক্তির দখলে থাকে, তাঁহার উপর টাক্স ধার্য্য হউক কিম্বা তিনি টাক্স হইতে মুক্ত থাকুন তাঁহার নাম।

(ঘ) ঐ গোতের বার্ষিক ও যে ব্যক্তির টাক্স ধার্য্য হইল মুনিসিপালিটীর মধ্যে তাঁহার সম্পত্তির মূল্য ও তাঁহার বৃত্তি কি ব্যবসায়।

(ঙ) বৎসর২ যত টাকা টাক্স ধার্য্য হইল।

(চ) তিন২ মাসান্তের যত টাকার কিস্তি দিতে হইবে।

(ছ) গোত যে ব্যক্তির দখলে থাকে, তিনি টাক্স হইতে মুক্ত থাকিলে সেই মর্ম্মের সংক্ষিপ্ত কথা।

ব্যক্তিদের উপর যে টাক্স ধার্য্য হয় গোত যে ব্যক্তিদের দখলে থাকে, তাঁহারা তিন২ মাসের কিস্তি করিয়া তাহা দিবেন।

যে ভূমিতে চাষ হইতে পারে তাহাতে, ও কেবল ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হইল এমত ঘরে দখল থাকাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির উপর ঐ টাক্স ধার্য্য কি আদায় করা যাইবে না।

টাক্সনিরূপণপত্র যত দিন প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

৮৮ ধারা। এই আইনে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, ব্যক্তিদের উপর যে টাক্স ধার্য্য হয় ১১২ ধারার বিধানমত নোটিস যে বৎসরে প্রকাশ করা যায় তাহার পর বৎসরের আরম্ভ অবধি ঐ টাক্স প্রবল হইয়া তিন বৎসর-পর্য্যন্ত ও নূতন টাক্স ধার্য্যকরণপত্র কি মূল্য নিরূপণ-পত্র যে তারিখে প্রকাশ করা যায় তাহার পর বৎসরের প্রথম পর্য্যন্ত, কিম্বা টাক্স ধার্য্যকরণ ও মূল্য নিরূপণ-পত্রের পুনরালোচনা ও সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে।

কিন্তু এই আইন কোন স্থানে প্রচলিত করা গেলে, উক্ত নোটিস যে তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ করা যায় তাহার পর তিন মাসের প্রথমাবধি ঐ টাক্স ধার্য্য করণের প্রথম পত্র প্রবল হইতে পারিবে।

রাজকীয় গৃহাদির উপর টাক্স বসাইবার কথা।

৮৯ ধারা। কোন মুনিসিপালিটীর মধ্যে ব্যক্তির উপর টাক্স বসান গেলে, গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হওয়া রাজকীয় ইমারত বলিয়া যে গোতের ব্যবহার থাকে সেই গোতের অধিকার উপলক্ষে কোন ব্যক্তির উপর টাক্স ধার্য্য হইবে না। কিন্তু ১০১ ধারার বিধানমতে ঐ প্রত্যেক গোতের বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিয়া সেই মূল্যের উপর শতকরা ৭।।০ সাড়ে সাত টাকার অনধিক হারে রেট ধার্য্য হইবে, ঐ রেট গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া যাইবে।

কোন ব্যক্তির উপর যত রেট ধার্য্য হয় তাহা মোটে ৮৪ টাকার অধিক হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৯০ ধারা। কোন ব্যক্তির অধিকারে দুই কি ততোধিক গোত থাকিলে তাঁহার উপর টাক্স ধার্য্য হইলে, ও সর্ব্বসুদ্ধ বৎসর২ তাঁহার চৌরাশী টাকার অধিক ধার্য্য হইয়া থাকিলে, ১১২ ধারার বিধানমত নোটিস প্রকাশ হইবার পর তিনি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে কমিশ্যনরদের নিকট সেই নির্দ্ধারিত টাক্স রহিত করিয়া উক্ত সকল গোতের উপলক্ষে সর্ব্বসুদ্ধ মোটে যত টাকা টাক্স ধার্য্য হইল তৎপরিবর্ত্তে প্রত্যেক গোতের বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ৭।।০ সাড়ে সাত টাকার হারে রেট ধার্য্য হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশ্যনরেরা টাক্সের পরিবর্ত্তে ঐ রেট ধার্য্য করিবেন ও যত টাকা রেট ধার্য্যতে হইবে তাহার হিসাব করিবার জন্যে ১০১ ধারার বিধানমতে ঐ২ গোতের বার্ষিক মূল্য নির্ণয় করিবেন।

এই ধারামতে যে রেট বসান যায় সে গোতের রেট ধার্য্য হইল, তাহার দখীলকারের সেই রেট দিতে হইবে।

মুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৯১ ধারা। কোন ব্যক্তির দৈন্যদশা প্রযুক্ত কমিশ্যনরেরা তাঁহাকে ঐ টাক্স দিবার অক্ষম বলিয়া জ্ঞান করিলে, টাক্স হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন; কিন্তু গোত যাঁহার দখলে থাকে, তাঁহার উপর টাক্স ধার্য্য হউক কি নাই হউক টাক্স ধার্য্য-করণপত্রের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিতে হইবে।

অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়াতে টাক্স কমাইয়া দিতে প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা।

৯২ ধারা। উক্ত টাক্স ধার্য্যকরণপত্রে যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে, যে গোতের অধিকার করণ প্রযুক্ত তাঁহার সেই টাক্স ধার্য্য হইল ঐ টাক্স ধার্য্য-করণপত্র প্রকাশ হইলে পর কোন সময়ে সেই গোত তাঁহার অধিকারে আর না থাকিলে, কিম্বা তাঁহার যে সঙ্গতির কি সম্পত্তির উপলক্ষে সেই টাক্স ধার্য্য হইল তাহা কমিয়া গেলে, তাঁহার প্রার্থনামতে কমিশ্যনরেরা তাঁহাকে ঐ টাক্স হইতে মুক্ত করিতে কিম্বা ঐ পত্র সংশোধন করিতে পারিবেন; এবং কমিশ্যনরেরা যে তারিখের আজ্ঞা করেন সেই তারিখ অবধি উক্ত মুক্ত করণ বা সংশোধন ফলবৎ হইবে।

টাক্সধার্য্যকরণপত্র পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৯৩ ধারা। টাক্স ধার্য্যকরণপত্রে কোন ব্যক্তির নাম অনুমতি বিনা ছাড়া হইলে, কিম্বা সেই পত্র প্রকাশ করিবার পর কোন ব্যক্তির টাক্স দিবার দায়িত্ব বর্ত্তিলে, কমিশ্যনরেরা ১১২ ধারার বিধানমতে নোটিস প্রকাশ হইবার পর কোন সময়ে ঐ ব্যক্তির টাক্স ধার্য্য করিতে পারিবেন, ও কোন ব্যক্তির টাক্স কম করিয়া ধরা গিয়াছে ও ভুলক্রমে কি প্রতারণাদ্বারা কম ধরা গিয়াছে, তাঁহাদের এরূপ বোধ হইলে তাহা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তির টাক্স ধার্য্য কি বৃদ্ধি করা গেলে, যে তিন মাসের মধ্যে তাহা ধার্য্য কি বৃদ্ধি করা যায় তাহার পশ্চাৎ তিন মাসের আরম্ভ অবধি তাহা প্রবল হইবে।

প্রজার পরিবর্ত্তন হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৯৪ ধারা। টাক্স ধার্য্যকরণপত্রে যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে, তাঁহার স্থানে অন্য প্রজা আইলে কমিশ্যনরেরা কোন সময়ে পূর্ব্ব ব্যক্তির নাম উঠাইয়া গোতের ঐ নূতন প্রজার নাম লিখিয়া তাহার উপরে ঐ টাক্স ধার্য্য করিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তি যে তারিখ অবধি ঐ গোতের দখল করিলেন সেই তারিখ অবধি সেই নির্দ্ধারিত টাক্সের দায়ী হইবেন।

গোতের প্রজা উঠিয়া গেলে নির্দ্ধারিত টাক্স যে সময়ে রহিত হইবে তাহার কথা।

৯৫ ধারা। বৎসরের মধ্যে কোন গোত খালী হইলে, যে তিন মাসের মধ্যে খালী হয় তাহার পশ্চাৎ তিন মাসের প্রথম দিবসাবধি ঐ গোতের দখলের উপলক্ষে নির্দ্ধারিত টাক্স প্রবল থাকিবে না।

যোতের মূল্যের উপর রেটের কথা।

যোতের মূল্য কমিশ্যনরদের নির্ণয় করিবার কথা।

৯৬ ধারা। যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর রেট বসাইতে স্থির করা গেলে, যদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক কমিশ্যনরেরা তাহা লইয়া নিম্নলিখিত বিধানমতে মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত সকল যোতের মূল্য নিরূপণ করিবেন।

ঐ নিরূপিত মূল্য যত দিন প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

৯৭ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, মুনিসিপালীটির মধ্যে উক্ত মূল্যনিরূপণপত্র প্রবল হইবার প্রথম দিনাবধি তিন বৎসর প্রবল থাকিবে, ও নূতন মূল্যনিরূপণপত্র করিবার তারিখের পর বৎসরের প্রথম পর্য্যন্ত কিম্বা যত দিন তাহার পুনরালোচনা ও সংশোধন না করা যায় তত দিন তাহা প্রবল থাকিবে।

যে যে যোত টাক্স হইতে মুক্ত থাকিবে তাহার কথা।

৯৮ ধারা। কেবল ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত যে যোতের প্রয়োগ হয় কিম্বা ২৫৫ ধারামতে সাধারণের কবরস্থান বা শ্মশান বলিয়া যাহা নিয়মিতরূপে রেজিস্টরী করা যায়, তাহার মূল্যের উপর রেট ধার্য্য কি আদায় করা যাইবে না।

বার্ষিক মূল্য নিশ্চয়রূপে জানিবার নিমিত্ত যে ২ রিটর্ণের প্রয়োজন হইবে তাহার কথা।

৯৯ ধারা। মূল্যনিরূপণপত্র প্রস্তুত করিবার জন্যে কমিশ্যনরেরা যখন উচিত বোধ করেন তখনই সকল যোতের স্বামিদের কি প্রজাদের নামে নোটিস দিয়া ঐ যোতের খাজানার কি বার্ষিক মূল্যের রিটর্ণ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং কমিশ্যনরেরা কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আটচল্লিশ ঘণ্টা থাকিতে কোন যোতের প্রজাকে আপনাদের সেই যোতে যাইবার মনস্থ জানাইয়া, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইবার মধ্যে কোন সময়ে সেই যোতে গিয়া তাহা দেখিতে ও মাপ করিয়া আসিতে পারিবেন।

রিটর্ণ দিতে ত্রুটি হইলে দণ্ডের কথা।

১০০ ধারা। কোন ব্যক্তিকে যে তারিখে রিটর্ণ দিবার আদেশ করা যায়, সেই তারিখ অবধি এক সপ্তাহেরমধ্যে তিনি ঐ রিটর্ণ না দিলে বা দিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বা অশুদ্ধ রিটর্ণ দিলে, তাঁহার ২০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড ও যত দিন সত্য ও শুদ্ধ রিটর্ণ না দেন তাহার দিনপ্রতি ৫ টাকার অনধিক দৈনিক দণ্ড হইতে পারিবে; এবং কেহ কোন কমিশ্যনরকে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে উক্ত যোতে প্রবেশ করিতে কিম্বা তাহা দেখিতে বা মাপ করিতে বাধা দিলে বা নিবারণ করিলে, তাঁহার ২০০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যোতের বার্ষিক মূল্য যেরূপে নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা।

১০১ ধারা। কোন যোতের বৎসর২ মোটে যত টাকা ভাড়া কি খাজানা যুক্তিমতে হইতে পারে তাহাই ঐ যোতের বার্ষিক মূল্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। কমিশ্যনরেরা তদনুসারে যোতের মূল্য নিরূপণ করিয়া মূল্য নিরূপণ পত্রে লিখিবেন।

কিন্তু কোন যোতে এক বা অধিক ইমারত থাকিলে ও তাহা প্রস্তুত করিতে বাস্তবিক যে খরচ পড়িয়াছে তাহা জানা বা অনুমান করা যাইতে পারিলে, ঐ যোতের বার্ষিক মূল্য যোতের অন্তর্গত ভূমির যুক্তিমত খাজানার অতিরিক্ত কোন মতে ঐ খরচের শতকরা সাড়ে সাত টাকার অধিক বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

পরন্তু ঐ রূপে বাস্তবিক যে খরচ হইয়াছে জানা যায়, তাহা এক লাখ টাকার অধিক হইলে, এক লাখ টাকার অতিরিক্ত যে খরচ পড়ে, তৎসম্পর্কে বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা যত টাকা আদায় করিতে হইবে, তাহা ১০ ধারামতে কমিশ্যনরদের নির্দ্ধারিত শতকরার চতুর্থাংশের অধিক হইবে না।

আর এই ধারামতে কোন যোতের বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে, ঐ যোতের উপর যে কোন কল থাকে, তাহার মূল্য ধরিতে হইবে না।

যোতের উপর যে হারে টাক্স ধরিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবার কথা।

১০২ ধারা। রেট যে বৎসরে চলিবে কমিশ্যনরেরা তাহার পূর্ব্ব বৎসরের অবসানের অগ্রে সভা করিয়া যোতের মূল্যের উপর শতকরা যে হারানুসারে রেট আদায় করিতে হইবে, ৮৫ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, তাহা স্থির করিবেন; ও শতকরা হিসাবে কমিশ্যনরদের সেই হার নিরূপণপূর্ব্বক আজ্ঞা যত দিন না রহিত করা যায়, ও কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া আগামি বৎসরের আরম্ভ অবধি যোতের মূল্যের উপর শতকরা অন্য হারে রেট আদায় হইবে ইহা যত দিন নিরূপণ না করেন, তত দিন পূর্ব্বোক্ত হার প্রবল থাকিবে।

কিন্তু এই আইন কোন স্থানে প্রথম প্রচলিত করা গেলে, কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া যে তিন মাসের মধ্যে শতকরা যে হার নির্দ্ধারণ করেন তাহার পশ্চাৎ তিন মাসের আরম্ভ অবধি সেই হারানুসারে রেট প্রথম আদায় হইতে পারিবে।

মূল্য নিরূপণের ও রেটের পত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

১০৩ ধারা। আগামি বৎসরে শতকরা যে হারানুসারে রেট আদায় করিতে হইবে ইহার পূর্ব্ব ধারামতে এই কথা স্থির করা গেলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে, কমিশ্যনরেরা মূল্য নিরূপণপত্র ও রেটের নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করাইবেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা ও কমিশ্যনরেরা অন্য যে ২ কথা লেখা উচিত জ্ঞান করেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে,

(ক) যোত যে রাস্তার কি পথের ধারে আছে তাহার নাম।

(খ) রেজিস্টরী বহীতে যোতের যে নম্বর থাকে তাহা।

(গ) যোতের বর্ণনা।

(ঘ) যোতের বার্ষিক মূল্য।

(ঙ) স্বামির নাম।

(চ) বৎসরে যত টাকা রেট দিতে হইবে।

(ছ) তিন২ মাসে যত টাকার কিস্তি দিতে হইবে।

(জ) যোতের উপর টাক্স ধার্য্য না হইলে, সেই মর্ম্মের সংক্ষিপ্ত কথা।

যোতের উপর যে রেট ধরা যায়, যোতের স্বামী তিন২ মাসের কিস্তি করিয়া তাহা দিবেন।

ঘর যে ভূমিতে থাকে সেই ভূমির টাক্স ও ঘরের টাক্স ধরিবার কথা।

১০৪ ধারা। ঘর এক স্বামির হইলে, ও তাহা যে ভূমিতে থাকে ও পার্শ্বস্থ যে ভূমির সহিত তাহার ভাড়া নিয়ত দেওয়া গিয়া থাকে সেই ভূমি অন্য ব্যক্তির হইলে, কমিশ্যনরেরা সেই ঘরের ও ভূমির মূল্য একত্র ধরিয়া তাহার উপর মোট রেট ধার্য্য করিতে পারিবেন।

ঐ রেটের সমষ্টি টাকা ঘরের স্বামির দিতে হইবে। তিনি ঐ ভূমির যত খাজানা দিয়া থাকেন তাহা ঐ যোতের বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, তিনি উক্ত যে রেট দিলেন তাহার সেই অংশ খাজানা হইতে তাঁহার কাটিয়া লইবার অধিকার থাকিবে।

ঘরের স্বামী যে হারানুসারে ঐ রেট কাটিয়া লন তদ্বিষয়ে ঐ ভূমির ও ঘরের স্বামির অনৈক্য হইলে, কাহার কত দিতে হইবে কমিশ্যনরেরা একতর ব্যক্তির প্রার্থনামতে ইহার মীমাংসা করিবেন, ও সেই মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

স্বামী মুনিসিপালিটীতে বাস না করিলে প্রজার স্থানে টাক্স লইবার ও ভাড়া হইতে প্রজার তাহা কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১০৫ ধারা। যোতের স্বামীর স্থানে টাক্সের টাকা পাওনা থাকিলে, ও দাওয়ার নোটিস উচিতমতে দেওয়া গেলেও টাকা না দেওয়া গেলে, ও সেই স্বামী নিজে সেই মুনিসিপালিটীর মধ্যে বাস না করিলে কিম্বা সেই স্বামির বাসস্থান জানা না গেলে, ঐ যোত যে সময় যাহার দখলে থাকে তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। প্রজা সেই টাক্স দিলে, কিম্বা তাঁহার স্থানে তাহা আদায় করা গেলে তৎপশ্চাৎ তাঁহার যে ভাড়া দেনা হয় তাহা হইতে তিনি ঐ টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন।

কিন্তু যোতের স্বামীর স্থানে এক বৎসরের অধিক কালের রেট বাকী থাকিলে, প্রজার স্থানে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে না।

অত্যন্ত কষ্টের স্থলে কমিশ্যনরদের ক্ষমতার কথা।

১০৬ ধারা। মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত কোন যোতের উপর রেট আদায় করিতে গেলে, আপাততঃ বিবেচনায় সেই টাকাদায়ী ব্যক্তির অত্যন্ত কষ্টের সম্ভাবনা হইলে কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া ঐ যোতের উপর দেনা টাকা কমাইয়া দিতে কিম্বা ক্ষমাও করিতে পারিবেন।

অবধারিত রেট কমাইয়া দিবার প্রার্থনার কথা।

১০৭ ধারা। স্বামী যাহা নিবারণ করিতে অশক্ত এমত কোন কারণে যোতের মূল্য কমিয়া গেলে, তিনি ঐ যোতের নিরূপিত মূল্য কমাইয়া দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মূল্যনিরূপণ ও টাক্স-ধার্য্যকরণপত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৮ ধারা। অনুমতি না থাকিলেও ঐ মূল্যনিরূপণের ও রেটের নির্ঘণ্টপত্রে কোন যোত লিখিবার ত্রুটি হইলে, কিম্বা ঐ নির্ঘণ্টপত্র প্রকাশ করা গেলে পর ঐ যোতের মূল্য নিরূপণ ও রেট ধার্য্য হওয়া উচিত হইলে, কমিশ্যনরেরা ১১২ ধারামত নোটিস প্রকাশ করিবার পর কোন সময়ে সেই যোতের মূল্য নিরূপণ ও রেট ধার্য্য করিতে পারিবেন, এবং ভুল কি চুকক্রমে কি প্রতারণা দ্বারা কোন যোতের কম মূল্য ধরা কি রেট হ্রাস করিয়া ধরা গিয়াছে বোধ হইলে, তাহার মূল্য ও রেট বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, এবং কোন যোতে যে গৃহাদি থাকে তাহার বৃদ্ধি কি পরিবর্ত্তন হওয়াতে তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইলে, তাঁহারা পুনরায় ঐ যোতের মূল্য নিরূপণ করিতে ও তাহার উপর রেট ধার্য্য করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে তিন মাসের মধ্যে যে রেট ধার্য্য হয় কি বৃদ্ধি করা যায়, তাহার পশ্চাৎ তিন মাসের আরম্ভ অবধি সেই নির্দ্ধারিত কি বর্দ্ধিত রেট প্রবল হইবে।

টাক্সধার্য্যকরণপত্র সংশোধন করিবার কথা।

১০৯ ধারা। মূল্য ও রেট নিরূপণপত্রে যে যোত যাঁহার নামে লেখা থাকে সেই যোত অন্য ব্যক্তির হস্তগত হইলে, কমিশ্যনরেরা কোন সময়েই সেই নির্ঘণ্টপত্রে পূর্ব্ব ব্যক্তির নাম কাটিয়া সেই অন্য ব্যক্তির নাম লিখিতে পারিবেন।

ঐ যোত হস্তান্তর করিবার তারিখের পর যে তিন মাস উপস্থিত হয় তাহার প্রথম দিনাবধি ঐ ব্যক্তি ঐ যোতের উপর নির্দ্ধারিত ঐ রেটের দায়ী হইবেন।

যোত খালী থাকিলে ক্ষমা করিবার কি টাকা ফিরাইয়া দিবার কথা।

১১০ ধারা। কোন বৎসরে কোন যোত ষাইট দিন কি তাহার অধিক কাল ক্রমাগত খালী থাকিলে, যত দিন খালী থাকে কমিশ্যনরেরা তত দিনের হিসাব ধরিয়া সেই যোতের সেই বৎসরের রেটের অর্দ্ধেক ক্ষমা করিবেন, কিম্বা ঐ রেটের টাকা পূর্ব্বে দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহার অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিবেন।

কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে ঐ যোতের স্বামী কিম্বা তৎপক্ষে কর্ম্মকারক কমিশ্যনরদিগকে ঐ যোত খালী থাকিবার নোটিস লিখিয়া দেন; এবং কমিশ্যনরদের আফিসে ঐ নোটিস দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐ টাকা ফিরাইয়া দিবার প্রার্থনা করা যায়।

যাহার যে টাকা ক্ষমা করা কি ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে, সেই নোটিস দিবার তারিখ অবধি তাহার হিসাব ধরিতে হইবে।

দণ্ডের কথা।

১১১ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে যে যোতের রেট ক্ষমা করা কি ফিরাইয়া দেওয়া গেল সেই যোতে পুনরায় প্রজা আইলে, তাহার পুনশ্চ দখল হইবার দশ দিনের মধ্যে ঐ যোতের স্বামী তাহার পুনশ্চ দখল হওয়ার নোটিস না দিলে ঐ যোতের উপর তিন২ মাসের রেট বলিয়া যত টাকা দেনা হয় ঐ স্বামীর তাহার তিন গুণের অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ব্যক্তির উপর যে টাক্স ও যোতের উপর যে রেট ধার্য্য হয় তদ্বিষয়ক ও তাহা আদায় করণ বিষয়ক সাধারণ বিধি।

রেট ধার্য্য হওয়ার নোটিস প্রচার করিবার কথা।

১১২ ধারা। ব্যক্তির উপর টাক্স ধার্য্য করণপত্র কিম্বা যোতের মূল্য নিরূপণপত্র ও যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর রেটের নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত কি সংশোধন করা গেলে পর সভাপতি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া কমিশ্যনরগণের

সাহেব পরওয়ানা দিলেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন, তিনি কমিশ্যনরদিগকে ঐ টাকা দিবেন।

দাঁড়ামতে কার্য্য না হওয়াতে ক্রোক কি নীলাম অবৈধ না হইবার কথা।

১২৮ ধারা। এই আইনের বলে ক্রোক কি নীলাম হইলে, তৎসম্পর্কীয় বিলের কি নোটিসের কি সমনের কি ক্রোকী পরওয়ানার কি নির্ঘণ্টপত্রের কিম্বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন ভ্রম কি দোষ কি দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইলেও, সেই ক্রোক কি নীলাম অবৈধ বলিয়া জ্ঞান হইবে না ও যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করেন তাঁহাকে তদ্ধেতুক অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

ক্রোক না করিয়া কিম্বা ক্রোক নিষ্ফল হইলে কমিশ্যনরদের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

১২৯ ধারা। ক্রোক ও নীলামকরণ দ্বারা আদায় না করিয়া কিম্বা তদ্দ্বারা সমুদয় টাক্স কি তাহার একাংশ আদায় করিতে না পারিলে কমিশ্যনরেরা ঐ টাকা দায়ী ব্যক্তির নামে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

টাক্স আদায় হইতে না পারিলে তাহার কথা।

১৩০ ধারা। কোন টাক্সের কি রেটের টাকা কমিশ্যনরদের বিবেচনামতে আদায় হইতে না পারিলে, তাঁহারা আপনাদের খাতাবহী হইতে সেই টাকা উঠাইয়া ফেলিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর উপর টাক্সের কথা।

গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর উপর টাক্সের কথা।

১৩১ ধারা। পঞ্চম তফসীলে যে গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর উল্লেখ হইয়াছে তাহার উপর টাক্স ধার্য্য করিতে স্থির করা গেলে, উক্ত তফসীলে যেই প্রকারের গাড়ী ও ঘোড়া ও অন্য জন্তুর কথা বিশেষ করিয়া লেখা গেল, মুনিসিপালিটীর মধ্যে সেই প্রকারের যে গাড়ী প্রভৃতি রাখা যায় কি নিত্য ব্যবহৃত হয় কিম্বা মুনিসিপালিটীর মধ্যে কি বাহিরে যাহা ভাড়া দেওয়া গিয়া থাকে ও মুনিসিপালিটীর মধ্যে নিয়ত ব্যবহৃত হয় তাহার টাক্স দিতে হইবে কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া এই আজ্ঞা করিয়া ১৫৪ ধারার বিধানমতে ঐ আজ্ঞা প্রচার করাইবেন।

ঐ টাক্স প্রথম যে অর্দ্ধবৎসরে প্রচলিত হইবে তাহার আরম্ভের পূর্ব্বে ন্যূন কল্পে এক মাস থাকিতে ঐ আজ্ঞা প্রচার করা যাইবে, এবং উক্ত তফসীলের হারের অনধিক যে হারে ঐ টাক্স আদায় করা যাইবে তাহাও ঐ আজ্ঞার নির্দ্দেশ করা হইবে।

কিন্তু নিম্নলিখিত গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির উপর ঐ টাক্স বসান যাইবে না।

(ক) যে সৈনিকেরা সৈন্যদলস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহাদের এক২ জনের এক২ ঘোড়া কি টাটু।

(খ) ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনের ২৫ ধারামতে যেই জন্তু মুনিসিপাল সকল টাক্স হইতে মুক্ত থাকে সেই২ জন্তু।

(গ) গবর্ণমেণ্টের কি কমিশ্যনরদের গাড়ী কি ঘোড়া প্রভৃতি কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কি কমিশ্যনরেরা আপনাদের কোন কর্ম্মকারককে কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবার জন্যে যে গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি রাখিবার খরচ দিয়া থাকেন তাহা।

(ঘ) কোন পল্টনের দ্বারা কিম্বা কেবল পল্টনের কার্য্যের নিমিত্ত যে জন্তুর ব্যবহার হয় তাহা।

(ঙ) পোলীসের কর্ম্মকারকেরা যে ঘোড়ার কি টাটুর ব্যবহার করেন, এক২ জন কর্ম্মকারকের পক্ষে এরূপ একটির অনধিক ঘোড়া কি টাটু।

(চ) যে গাড়ীর চাকার ব্যাস চব্বিশ ইঞ্চির অধিক নয় সেই গাড়ী।

(ছ) যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় করেন তাঁহাদের অন্য কার্য্যের নিমিত্ত না হইয়া কেবল বিক্রয় করিবার জন্যে যে গাড়ী কি ঘোড়া প্রভৃতি থাকে তাহা।

তদ্রূপে যে টাক্স নির্দ্ধারিত হয় তাহা পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল থাকার কথা।

১৩২ ধারা। কমিশ্যনরেরা ইহার পূর্ব্ব ধারামতে টাক্স ধার্য্য করণার্থ যে আজ্ঞা করেন, তাহা যত দিন না রহিত করা যায় তত দিন প্রবল থাকিবে, আর কমিশ্যনরেরা কোন বৎসরের অবসানের পূর্ব্বে ন্যূন কল্পে পঞ্চদশ দিন থাকিতে সভাগত হইয়া আগামি বৎসরের টাক্স অন্য হারে আদায় হইবার আজ্ঞা যত দিন না করেন ও প্রকাশ না করেন, পূর্ব্বোক্তমতে প্রচারিত আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট হারে ঐ টাক্স তত দিন আদায় হইতে থাকিবে।

লাইসেন্স যেরূপে পাওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৩৩ ধারা। কোন মুনিসিপালিটীর মধ্যে ১৩১ ধারামতে টাক্স বসান গেলে, পঞ্চম তফসীলে যে গাড়ী ও ঘোড়া ও অন্য জন্তুর কথা লেখা আছে, টাক্স দিবার যোগ্য সেই গাড়ীর কি ঘোড়াপ্রভৃতির যে স্বামির লাইসেন্স লইতে হইবে তিনি প্রত্যেক অর্দ্ধবৎসরের প্রথম মাসের মধ্যে, সেই গাড়ীর ও ঘোড়ার ও অন্য জন্তুর বর্ণনাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া কমিশ্যনরদের নিকট পাঠাইবেন।

আরো ইহার পূর্ব্ব ধারামতে তৎকালে যে আজ্ঞা প্রবল থাকে তদ্দ্বারা যে হার নির্দ্দিষ্ট হইল, তদনুসারে স্বামী ঐ বর্ণনাপত্রের লিখিত গাড়ীর ও ঘোড়ার ও অন্য জন্তুর উপরে চলিত অর্দ্ধ বৎসরের টাক্স তৎকালে কমিশ্যনরদিগকে দিবেন।

অর্দ্ধ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে গাড়ী প্রভৃতি পাওয়া গেলে তাহার টাক্সের একাংশ দিবার কথা।

১৩৪ ধারা। কোন অর্দ্ধ বৎসর আরম্ভ হইবার পর কোন সময়ে কোন ব্যক্তি উক্ত তফসীলের উল্লিখিত কোন গাড়ী কি ঘোড়া কি অন্য জন্তু পাইলে, ও তাহার জন্যে সেই অর্দ্ধ বৎসরের নিমিত্ত লাইসেন্স দেওয়া না গিয়া থাকিলে, তিনি সেই গাড়ী ও ঘোড়াপ্রভৃতি যে তারিখে পাইলেন, সেই তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিবেন, এবং অর্দ্ধ বৎসরের অবশিষ্ট দিন পুরা অর্দ্ধ বৎসরের যে অংশ হয় তদনু-

সাঁকোর ও পথের উপর মাসুলের কথা।

যে টোল-বার আছে তাহার কথা।

১৫৭ ধারা। মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে মাসুল আদায়ের যে টোল-বার থাকে সভাগত কমিশ্যনরেরা সম্মত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতি তাহা অর্পণ করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যত দিন অন্যরূপ আজ্ঞা না করেন তত দিন মুনিসিপালিটী দ্বারা ঐ টোল-বারের কার্য্য নিরূপণ হইবে। তদ্রূপে যত দিন টোল-বারের কার্য্যনিরূপণ হয় তত দিন তাহা মুনিসিপল টোল-বার বলিয়া জানা যাইবে, ও তাহা হইতে যে লভ্য হয় তাহা, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও কমিশ্যনরদের মধ্যে তাহার যে অংশ সম্বন্ধে নিয়ম হয় সেই অংশ মুনিসিপল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

কমিশ্যনরদের টোল-বার স্থাপন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৫৮ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর কমিশ্যনরেরা যে সাঁকো কি পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করেন, কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার উপর কিম্বা ঐ সাঁকোর কি পাকা রাস্তার সন্নিকট ও মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত যে স্থানে ঐ সাঁকোর কি রাস্তার উপর দিয়া চালিত গাড়ীর ও জন্তুর মাসুল সুবিধামতে আদায় হইতে পারে, সেই স্থানে টোল-বার স্থাপন করিয়া মাসুল আদায় করিতে পারিবেন। তাহা হইতে যে লভ্য হয় তাহা মুনিসিপল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

কিন্তু ঐ সাঁকো কি রাস্তা প্রস্তুত করিতে যত টাকা খরচ হইল তাহা আদায় করিবার, ও প্রস্তুত হইলে পর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সারাইয়া রাখিবার ও পশ্চাৎ-লিখিত বিধানমতে সেই খরচের উপর সুদ লইবার অভিপ্রায় ছাড়া, উক্ত প্রকারের কোন টোল-বার স্থাপন কি মাসুল আদায় করিতে হইবে না।

টোল-বার স্থাপনাদির খরচ কমিশ্যনরদের প্রকাশ করিবার কথা।

১৫৯ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে টোল-বার স্থাপন ও মাসুল আদায় করা গেলে, কমিশ্যনরেরা প্রতি বৎসরের শেষে আপনাদের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত খরচ খরচার চুম্বকপত্র লাগাইয়া প্রকাশ করিবেন।—

(১) ঐ সাঁকো কি রাস্তা প্রস্তুত করিতে ও তাহার রক্ষা করণে যত টাকা খরচ হইয়াছে।

(২) বৎসর শতকরা ৬ টাকার হিসাবে ঐ টাকার উপর যত সুদ পাওনা হইয়াছে।

(৩) ঐ টোল-বার স্থাপন তদবধি তাহার লাভ হইতে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে।

যত টাকা খরচ হইয়াছে ও তাহার উপর যত টাকা সুদ পাওনা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে ক্রমশঃ আদায় হইলে পর, ঐ টোল-বার উঠাইয়া দিতে হইবে ও ঐ সাঁকোর কি রাস্তার উপর মাসুল আর আদায় হইবে না।

মাসুল যে হারে লওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিবার কথা।

১৬০ ধারা। উক্ত রূপ কোন সাঁকোর কি রাস্তার উপর মাসুল আদায় করিয়া লইতে স্থির করা গেলে, সেই মাসুল যে হারে লওয়া যাইবে কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই হার নিরূপক আজ্ঞা করিয়া প্রচার করিবেন।

উক্ত অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ঐ হার সময়েং পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি মাসুল দিতে না চাহিলে মাসুল আদায়কারির কি পাট্টাদারের ক্ষমতার কথা।

১৬১ ধারা। কোন ব্যক্তি উপযুক্ত মাসুল না দিলে ঐ মাসুল আদায়কারী কি পাট্টাদার সেই ব্যক্তিকে মুনিসিপল টোলবার দিয়া যাইতে দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

মাসুল দিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা এড়াইবার দণ্ডের কথা।

১৬২ ধারা। যে গাড়ী কি জন্তু মাসুল হইতে মুক্ত নয় কোন ব্যক্তি এমত গাড়ী কি জন্তু মাসুলের ফাটক দিয়া লইয়া গেলেও মাসুল দিতে সম্মত না হইলে, কিম্বা মাসুল এড়াইবার অভিপ্রায়ে প্রতারণাভাবে সেই ফাটক দিয়া না গেলে, তাহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

মাসুল না দেওয়া গেলে গাড়ীপ্রভৃতি ক্রোক ও বিক্রয় করা যাইতে পারিবার কথা।

১৬৩ ধারা। কোন গাড়ীর কি জন্তুর উপর মাসুলের দাওয়া হইবামাত্র দেওয়া না গেলে, যে গাড়ীর কি জন্তুর উপর ঐ মাসুল পাওনা হয়, মাসুল আদায় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই গাড়ী কি জন্তু কিম্বা বোঝাই যত দ্রব্যাদি এ মাসুল আদায় হইতে পারে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিবেন, ও তৎকালেং কমিশ্যনরদিগকে তাহা ধরিয়া রাখিবার নোটিস দিবেন।

দ্রব্যাদি পূর্ব্বোক্তমতে ধরিয়া রাখা গেলে, কমিশ্যনরেরা তৎক্ষণাৎ এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া প্রচার করিবেন যে, দশ দিন গেলে পর ঐ নোটিসের লিখিত স্থানে ঐ দ্রব্যের নীলাম হইবে। ঐ নোটিস প্রচার করিবার পর সেই মাসুল ও উক্ত গাড়ীপ্রভৃতি ধরিয়া রাখিবার খরচ দশ দিনের মধ্যে না দেওয়া গেলে, ঐ মাসুল আদায় করিবার জন্যে ও তাহা না দেওয়া প্রযুক্ত ও গাড়ীপ্রভৃতি ক্রোক ও রক্ষা ও বিক্রয় করণ প্রযুক্ত যত টাকা খরচ হয় সেই টাকা আদায় করিবার জন্যে, কমিশ্যনরেরা ঐ ক্রোক করা দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবেন।

দ্রব্য বিক্রয় হইয়া যে টাকা পাওয়া যায় তাহার যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে মুনিসিপল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে; এবং যে কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের হুকুমমতে কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে আপনার স্বত্ব স্থাপন করেন, তাঁহার দাওয়ামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

পরন্তু যে ব্যক্তির দ্রব্য ক্রোক করা গেল ঐ দ্রব্যের নীলাম শেষ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তিনি কমিশ্যনরদিগকে কিম্বা ঐ দ্রব্য বিক্রয়ার্থে তাঁহাদের নিযুক্ত কার্য্যকারককে আপনার দেনা মাসুল ও যত টাকা খরচ হইয়াছে সেই সমুদয় টাকা দিলে, কমিশ্যনরেরা তৎক্ষণাৎ ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবেন।

এই ধারামতে কোন সম্পত্তি ধৃত হইয়া বিক্রয় করা গেলে পর উদ্বর্ত্ত থাকিলে, এই ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, ইহার পূর্ব্ব ধারামতে যে অর্থদণ্ড ধার্য্য হয় ঐ উদ্বর্ত্ত হইতে সেই দণ্ডের টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে, ও এই ধারামতে যে সম্পত্তি ধৃত হইয়াছে তাহা ঐ দণ্ডের টাকা আদায়ের জন্যে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

খেয়ার ও পথের মাসুল বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খেয়ার কি টোল-বারের পাট্টা দিবার কথা।

১৬৪ ধারা। কমিশ্যনরেরা তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কোন মুনিসিপল খেয়ার কি টোল-বারের পাট্টা দিতে পারিবেন।

মাসুলের ফর্দ্দ টাঙ্গাইয়া রাখিবার কথা।

১৬৫ ধারা। প্রত্যেক মুনিসিপল খেয়া ঘাটের দুই পারে,

ও প্রত্যেক মুনিসিপল টোল-বারের নিকটে,

ঐ মাসুলের ফর্দ্দ জিলার চলিত ভাষায় সুপাঠ্য অক্ষরে লেখা হইয়া কোন সুপ্রকাশ স্থানে এমন করিয়া লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, যেন

ঐ মাসুল যাঁহাদের দিতে হয় তাঁহারা সকলেই তাহা অনায়াসে পড়িতে পারেন।

দণ্ডের কথা।

১৬৬ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারায় মাসুলের যে ফর্দ্দ টাঙ্গাইয়া রাখিবার আজ্ঞা হইল, কোন ব্যক্তি মুনিসিপল খেয়ার কি টোল-বারের মাসুল আদায়কারী কি পাট্টাদার হইয়া সেই ফর্দ্দ টাঙ্গাইয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; ও লিখিত নোটিস দ্বারা তাঁহার সেই অপরাধ আর না করিবার আজ্ঞা দেওয়া গেলে পর যত দিন ঐ অপরাধ করিতে থাকেন, দিন প্রতি তাঁহার আর দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

মাসুল ফুরণ করিয়া লইবার কথা।

১৬৭ ধারা। কমিশ্যনরেরা কিম্বা মুনিসিপল খেয়ার কি টোল-বারের পাট্টাদার কোন ব্যক্তির স্থানে নিয়মিত হারানুসারে মাসুল না লইয়া নিজের জন্যে কিম্বা তাঁহার কোন গাড়ীর কি জন্তুর জন্যে নির্দিষ্ট কতক টাকা ফুরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

কোন২ বিষয় মুক্ত থাকার কথা।

১৬৮ ধারা। সৈন্যদের যাত্রাকালে তাঁহাদের কিম্বা তাঁহাদের দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার গাড়ীর কি জন্তুর,

কিম্বা সৈনিক কি গবর্ণমেণ্টের দ্রব্যাদির কি ঐ দ্রব্যাদি যাঁহাদের জিম্মায় থাকে তাঁহাদের,

কিম্বা সৈনিক কি পোলীসের কর্ম্মকারকদের, কিম্বা রাজকীয় কি মুনিসিপল কার্য্যকারকদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণকালে তাঁহাদের, কিম্বা তাঁহাদের হেফাজতে থাকা কোন ব্যক্তির, কিম্বা তৎকালে তাঁহাদের নিজের কি তাঁহাদের জিম্মায় যে সম্পত্তি থাকে তাহার, কিম্বা ঐ দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্যে তাঁহাদের যে গাড়ী কি জন্তু নিযুক্ত থাকে তাহার,

ও কমিশ্যনরদের নগর পরিষ্কার রাখিবার কার্য্যের গোরুর গাড়ীর কি অন্য গাড়ীর কি জন্তুর কিম্বা তাহা যে ব্যক্তিদের জিম্মায় থাকে তাঁহাদের যাইবার মাসুল লাগিবে না।

কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কি অন্য যে জন্তু কোন পল্টনের কি মিলিটরী ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া টোলবার দিয়া যায় তাহার যাইবার মাসুল লাগিবে না, কিন্তু খেয়ার নৌকাদ্বারা ঐ২ জন্তু পার করিবার মাসুল লওয়া যাইতে পারিবে।

ও যে ব্যক্তি কি বিষয় পূর্ব্বোক্ত মত নির্দ্দিষ্ট না থাকে কমিশ্যনরেরা কিম্বা তাঁহাদের পাট্টাদারেরা নির্দ্দিষ্ট মাসুল না লইয়া তাহাদিগকে কি তাহা খেয়ার নৌকা দ্বারা পার হইবার কি মাসুলের ফাটক দিয়া যাইবার অনুমতি দিতে বাধ্য হইবেন না।

কিন্তু কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া অন্য কোন শ্রেণীর লোকদিগকে কি দ্রব্য উক্ত মাসুল হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন খেয়ার কি টোল-বারের পাট্টা দিবার সময়ে এই নিয়ম করিতে পারিবেন যে কোন মুনিসিপল কার্য্যকারকেরা ও বিষয় ও অন্য কোন ব্যক্তিরা কি দ্রব্য মাসুল না দিয়া পার হইতে পারিবে।

পোলীসের কর্ম্মকারকদের সাহায্য করিবার কথা।

১৬৯ ধারা। মাসুল আদায় করিতে যে ব্যক্তির ক্ষমতা থাকে কেহ তাঁহাকে বাধা দিলে, পোলীসের কর্ম্মকারকদের সাহায্য প্রার্থনা হইলে তাঁহারা সাহায্য করিবেন। পোলীসের নিয়মিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে তাঁহাদের যে ক্ষমতা থাকে উক্ত কার্য্যপক্ষেও তাঁহাদের সেই ক্ষমতা থাকিবে।

অননুমোদিত মাসুল লইবার দণ্ডের কথা।

১৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে মাসুল আদায় করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া, এই আইনমতে যত মাসুল লইবার অনুমতি পান তাহার অধিক কোন মাসুল দাওয়া কি গ্রহণ করিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও সেই টাকা না দিলে, তাহার এক মাস কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

নৌকাদির পথের মাসুল আদায় করণার্থে কমিশ্যনরদের নিযুক্ত হইতে পারিবার কথা।

১৭১ ধারা। কোন মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্য দিয়া নৌকাদি গমনের যে জলপথ যায়, তাহার প্রতি খাল-বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইনের কিম্বা তদ্রূপ অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তাহার বিধান খাটে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত কার্য্য

করিলে, কমিশ্যনরদের সম্মতি লইয়া যত দিন অন্যরূপ আজ্ঞা না করেন তত দিন ঐ আইনের ৮ ধারার বিধানমতে ঐ কমিশ্যনরদিগকে মাসুল আদায় করণার্থে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও তাহাহইতে যত লভ্য উৎপন্ন হয় তৎসমুদয় কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও কমিশ্যনরদের মধ্যে তাহার যে অংশ সম্বন্ধে নিয়ম হয় সেই অংশ মুনিসিপল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

এমত স্থলে ঐ আইনে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কমিশ্যনরেরা সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

কমিশ্যনরদিগকে আর মাসুল না লইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৭২ ধারা। কমিশ্যনরেরা কিম্বা তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বধারামতে আর মাসুল আদায় না করেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন সময়ে এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যে কোন সময়ে সেই আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে মুনিসিপল বিধি সাধারণমতে সকল মুনিসিপালিটীর মধ্যে প্রবল হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

সাধারণ।

এই পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত হইবার কথা।

১৭৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য আজ্ঞা না করিলে যত দিন না করেন, এই পরিচ্ছেদের বিধান তত দিন প্রত্যেক মুনিসিপালিটীর মধ্যে প্রচলিত থাকিবে।

কোন মুনিসিপালিটীর মধ্যে এই পরিচ্ছেদের বিধান প্রবল না থাকার বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৭৪ ধারা। কোন এক মুনিসিপালিটীর মধ্যে কিম্বা তাহার কোন অংশে উক্ত সমস্ত বিধান কি তন্মধ্যে কোন২ বিধান প্রচলিত না থাকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন সময়ে এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা করিলে, ঐ আজ্ঞার মধ্যে যে২ বিধানের উল্লেখ হয় তাহা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি সেই মুনিসিপালিটীতে কিম্বা তাহার সেই অংশে আর প্রচলিত থাকিবে না।

এই ধারাক্রমে যে আজ্ঞা করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন সময়ে তাহা রহিত কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরেরা স্বামিদের কি প্রজাদের প্রতি কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা কিম্বা সভাগত কমিশ্যনরেরা কোন ভূমির স্বামীদিগকে কি প্রজাদিগকে কিম্বা স্বামীদিগকে এবং প্রজাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কার্য্য কি কোন বিষয় সম্পাদন করিবার আদেশ করিতে পারিবেন, এই পরিচ্ছেদে কি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই মর্ম্মের বিধান থাকিলে, সেই২ স্বামির কি প্রজার প্রতি ঐ কার্য্য কি ঐ বিষয় সম্পাদন করিবার আদেশ হয় যত দূর পারা যায় ৩২৬ ও ৩২৭ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে সেই২ স্বামীকে কি প্রজাকে নোটিস দিয়া সেই আদেশ করা যাইবে। কিন্তু স্বামী কি প্রজাকে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিলে, যে স্থানে সেই কার্য্য কি বিষয় সম্পাদন করিবার প্রয়োজন থাকে সেই স্থানে কি তাহার নিকটে জ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া, ভূমির স্বামিদের কি প্রজাদের কিম্বা স্বামিদের এবং প্রজাদের প্রতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য কি বিষয় সম্পাদন করিতে আদেশ করা যাইবে। সেই জ্ঞাপনপত্রে স্বামিদের কি প্রজাদের নাম লেখা আবশ্যক হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত আদেশপত্র যে ব্যক্তিদের প্রতি দেওয়া যায় তাঁহাদিগকে ঐ পত্রে এই নোটিসও দেওয়া যাইবে যে, তাঁহারা সেই আদেশমতে কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা ইহার পশ্চাৎ ধারার বিধানমতে সেই আদেশের বিপরীত আপত্তি না করিলে, কমিশ্যনরেরা ভূমিতে গিয়া প্রয়োজনীয় সেই কার্য্য কিম্বা প্রয়োজনীয় সেই বিষয় সম্পাদন করাইবেন। তাহা হইলে তাহাতে যে খরচ লাগে, যাঁহাদের প্রতি ঐ কার্য্য কি বিষয় সম্পাদন করিতে আদেশ হইয়াছিল তাঁহাদের স্থানে সেই খরচ আদায় করিয়া লওয়া যাইবে।

যাঁহার প্রতি কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিবার আদেশ হয় কমিশ্যনরদিগকে তাঁহার আপত্তি জানাইতে পারিবার কথা।

১৭৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত আদেশপত্রানুসারে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে কি কোন বিষয় করিতে আদেশ হইলে, তিনি সেই আদেশমতে কর্ম্ম সম্পাদন না করিয়া কি সেই বিষয় না করিয়া ঐ আদেশসূচক নোটিস দিবার কি ঐ জ্ঞাপনপত্র লাগাইবার দিনাবধি পাঁচ দিনের মধ্যে কিম্বা পাঁচ দিনের ন্যূন কোন সময়ের মধ্যে তাঁহার সেই কর্ম্ম করিবার আদেশ থাকিলে সেই ন্যূন কালের মধ্যে, কমিশ্যনরদের নিকট পত্র লিখিয়া ঐ আদেশের বিপরীত আপত্তি জানাইতে পারিবেন।

ইহার পশ্চাৎ ধারার বিধানের স্থলছাড়া, সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

ঐ কার্য্যে ৩০০ শত টাকার অধিক লাগিবে বলিয়া আপত্তিকারী প্রকাশ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭৭ ধারা। যে কার্য্য সম্পাদন করিবার কি যে বিষয় করিবার আদেশ হইল তাহাতে তিন শত টাকার অধিক লাগিবে বলিয়া আপত্তি হইলে, কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া সেই আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি তিন শত টাকার অধিক খরচ লাগিবে না এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দিলে, সেই সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন

পরন্তু সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আপনার মতের সর্টিফিকেট দেওয়াতে যদি ঐ

আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, ও যে ব্যক্তি আপত্তি করিলেন তাঁহার আপত্তি শুনা গেলেও যদি তাঁহার উপর সেই আদেশটি রহিত করিয়া না দেওয়া যায়, তবে তিনি ঐ কার্য্যসম্পাদন করিবার কিম্বা ঐ বিষয় করিবার খরচ বলিয়া কমিশ্যনরদিগকে ঐ তিন শত টাকা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই আদেশানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিবার কি সেই বিষয় করিবার ও তৎসংক্রান্ত খরচ দেওয়ার সমস্ত দায় ও নিবন্ধ হইতে একেবারে মুক্ত হইবেন; ও কমিশ্যনরেরা নিজে সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন কিম্বা সেই বিষয় করিবেন ও তদর্থে যে সকল ক্ষমতা থাকা আবশ্যক সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

আপত্তি শুনিলে পর সভাপতি প্রভৃতির আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৭৮ ধারা। সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি কিম্বা স্থল বিশেষে সংযোগত কমিশ্যনরেরা আপত্তি শুনিলে পর ও যদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইলে পর, উক্ত যে আদেশের বিপরীত আপত্তি উপস্থিত করা গেল, সেই আদেশ রহিত কি পরিবর্ত্তন কিম্বা স্থির করিবার আজ্ঞা করিবেন। যদি সেই আদেশ রহিত করিবার আজ্ঞা না হইয়া থাকে, তবে যে সময়ের মধ্যে ঐ আদেশমত কর্ম্ম করিতে হইবে ঐ আজ্ঞাপত্রে সেই সময় নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু প্রথম আদেশপত্রে এই আইনমতে অতি অল্প যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত, তাহার কম সময় দিতে হইবে না।

আজ্ঞার বাচনিক অর্থ করিতে হইবার কথা।

১৭৯ ধারা। যে ব্যক্তি আপত্তি করেন তিনি কমিশ্যনরদের কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত আজ্ঞা তাঁহাকে মুখে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে তদ্রূপে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে না পারিলে, আপত্তিকারককে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে ঐ আজ্ঞার নোটিস দেওয়া যাইবে; ও সেই আজ্ঞার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া, কিম্বা ঐ আজ্ঞার নোটিস দেওয়া, এই আইনমতে লক্ষিত কার্য্যসম্পাদন করিবার কি বিষয় করিবার নিয়মমত আদেশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ঐ ব্যক্তি কার্য্যসম্পাদন না করিলে, কমিশ্যনরদের ক্ষমতার কথা।

১৮০ ধারা। যে ব্যক্তির বা যে ব্যক্তিদের প্রতি উক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে বা উক্ত বিষয় করিতে আদেশ হইল তিনি বা তাঁহারা পুর্ব্বোক্ত কোন আদেশপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্যসম্পাদন করিতে কি ঐ বিষয় করিতে আরম্ভ না করিলে, ও তৎপরে সমাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত কমিশ্যনরদের হৃদ্বোধমতে তাহা যত্নপূর্ব্বক না চালাইলে, কমিশ্যনরেরা কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে তাঁহাদের কাছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ঐ স্থানে কি তাহার নিকটে আটচল্লিশ ঘণ্টা থাকিতে আপনপত্র লাগাইয়া আপনাদের অভিপ্রায়ের নোটিস দিয়া সেই ভূমিতে গিয়া আদেশমত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার কি বিষয় সম্পাদন করিবার আবশ্যক সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন। আর যদি ঐ আদেশপত্র স্বামিদের কিম্বা প্রজাদের প্রতি দেওয়া গিয়া থাকে, তবে স্বামিরা কিম্বা প্রজারা ঐ কার্য্য করণের খরচ দিবেন, এবং স্বামিদের ও প্রজাদের প্রতি দেওয়া গিয়া থাকিলে স্বামিরা ও প্রজারা ঐ খরচ দিবেন।

স্বামিদের স্থানে কমিশ্যনরদের অংশাংশ করিয়া খরচ লইতে পারিবার কথা।

১৮১ ধারা। কমিশ্যনরদের যে খরচ লাগে ইহার পূর্ব্ব ধারামতে কোন ভূমির স্বামিদের সেই খরচ দিতে হইলে যদি একের অধিক জন স্বামী থাকেন, তবে যে স্বামিদিগকে জানা থাকে কমিশ্যনরেরা যদ্রূপে উচিত বোধ করেন তদ্রূপে তাঁহাদের স্থানে অংশাংশ করিয়া ঐ খরচ লইতে পারিবেন।

ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কোন ভূমির প্রজাদের সেই খরচ দিতে হইলে, একের অধিক জন প্রজা থাকিলে, যে প্রজাদিগকে জানা থাকে কমিশ্যনরদের যদ্রূপে উচিত বোধ করেন তদ্রূপে তাঁহাদের স্থানে ঐ খরচ অংশাংশ করিয়া লইতে পারিবেন।

স্বামিদের ও প্রজাদের স্থানে খরচ অংশাংশ করিয়া লইবার কথা।

১৮২ ধারা। কমিশ্যনরদের যে খরচ লাগে ১৮০ ধারার বিধানমতে কোন ভূমির স্বামিদের এবং প্রজাদের ঐ খরচ দিতে হইলে, কমিশ্যনরেরা যদ্রূপে উচিত বোধ করেন তদ্রূপে ঐ স্বামিদের এবং প্রজাদের স্থানে কিম্বা তন্মধ্যে যাঁহাদিগকে জানা থাকে তাঁহাদের স্থানে ঐ খরচ অংশাংশ করিয়া লইতে পারিবেন।

প্রজার খরচে কার্য্য নির্ব্বাহ করা গেলে স্বামির স্থানে তাহার সেই খরচ ফিরিয়া পাইবার কথা।

১৮৩ ধারা। কমিশ্যনরেরা এই পরিচ্ছেদ বা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদমতে যে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বা যে বিষয় পরিবর্ত্তন ও উৎকৃষ্ট করিবার আদেশ করিতে পারেন, তাহা যদি কমিশ্যনরদের আদেশ অনুসারে প্রজার দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কিম্বা যদি কমিশ্যনরদের দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া প্রজার স্থানে তাহার খরচ আদায় হইয়া থাকে, তবে স্বামির সেই খরচ দেওয়া উচিত, কমিশ্যনরেরা এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দিলে, প্রজা স্থানে স্বামির যে খাজানা তৎকালে পাওনা থাকে কি পশ্চাৎ পাওন হয়, প্রজা সেই খাজানা দিবার সময়ে তাহা হইতে ঐ খরচ কাটিয়া রাখিতে পারিবেন, কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

দেওয়ানী আদালতে খরচ কি ফী দিবার দায়ের প্রতিবাদ হইতে পারিবার কথা।

১৮৪ ধারা। এই পরিচ্ছেদ কিম্বা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদমতে যে খরচ কি ফী দিতে হইবে ভূমির কোন স্বামী কি প্রজা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে আপনার সেই খরচ কি ফী দিতে হইবার প্রতিবাদ কিম্বা তাঁহার যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন।

কিন্তু তদ্রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও ৩৬০ ধারার বিধানমতে ঐ টাকা আদায় করিবার বাধা হইবে না।

ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণার্থ টাকা যেরূপে নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা।

১৮৫ ধারা। ৩১ ধারামতে দেয় ক্ষতিপূরণ ছাড়া, এই আইনে কোন ক্ষতি কি হানিপূরণের টাকা কমিশ্যনরদের দিতে হইবার আজ্ঞা থাকিলে, তাঁহাদের যত টাকা দিতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে অংশাংশমতে যাঁহাকে যত দিতে হইবে এই বিষয়ে বিবাদ হইলে, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া নির্ণয় করা যাইবে।

মল ও দুর্গন্ধ দ্রব্য ও জঞ্জাল ও পাইখানা ও নর্দ্দমার কথা।

মল ও দুর্গন্ধ দ্রব্য ও জঞ্জাল সরাইয়া ফেলিবার লোকাদির কথা।

১৮৬ ধারা। মল ও দুর্গন্ধ দ্রব্য ও জঞ্জাল লইয়া যাইবার জন্যে যে লোকদের ও জন্তুর ও গাড়ীর ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, কমিশ্যনরেরা তাহা যোগাইয়া দিবেন।

দুর্গন্ধ দ্রব্য লইয়া যাইবার সময়ের ও নিয়মের কথা।

১৮৭ ধারা। দুর্গন্ধ দ্রব্য যেং ঘন্টার মধ্যে ও যে প্রকারে উঠাইয়া লওয়া যাইবে কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া ৩৫৪ ধারার বিধানমতে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সময়েং সেই কথা নিরূপণ করিতে পারিবেন, ও তাহা ফেলিয়া রাখিবার উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া, নানা ঘরের প্রজাদিগেকে দিনং কিম্বা নির্দ্দিষ্ট অন্য সময়ান্তরে সেই স্থানে ঐ দ্রব্য ফেলাইয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে, ও কোন ঘরের প্রজা এই আইনের বিধানমতে তাহা ফেলিয়া না রাখিলে, ঐ ঘর হইতে প্রজার খরচে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

মেহতরেরা কমিশ্যনরদের কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে চাহিলে এক মাস থাকিতে তাহাদের নোটিস দিতে হইবার কথা।

১৮৮ ধারা। তদ্রূপ আজ্ঞা প্রকাশ করা গেলে পর কোন মেহতর, কিম্বা মল কি দুর্গন্ধ দ্রব্য কি জঞ্জাল লইয়া যাইবার জন্যে অন্য যে চাকরেরা কমিশ্যনরদের দ্বারা নিযুক্ত হয় তাহারা, কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে চাহিলে ন্যূনকল্পে এক মাস থাকিতে সেই অভিপ্রায়ের নোটিস লিখিয়া না জানাইলে, কমিশ্যনরদের অনুমতি না পাইয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।

সেই আজ্ঞা প্রকাশ করা গেলে পর কোন মেহতর কি উক্ত অন্য চাকর পূর্ব্বোক্তমতে নোটিস না দিয়া আপন কর্ম্ম ছাড়িয়া গেলে, তাহার এক মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমসহিত কারাদণ্ড হইতে পারিবে, ও তাহার যে মাহিয়ানা পাওনা থাকে তাহাও পাইবে না।

সরকারী রাস্তায় জঞ্জাল ফেলিবার সময় কমিশ্যনরদের নিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

১৮৯ ধারা। কমিশ্যনরদের দ্বারা জঞ্জাল উঠাইয়া লওয়া যায়, এই নিমিত্ত কোন ঘরের কি ভূমির প্রজার যেং ঘন্টাছাড়া অন্য ঘন্টার মধ্যে আপনং ঘরের ও জমীর নিকট সরকারী রাস্তায় জঞ্জাল ফেলিতে পারিবে না, কমিশ্যনরেরা সময়েং সভাগত হইয়া ৩৫৪ ধারার বিধানমতে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সেইং ঘন্টা নিরূপণ করিতে পারিবেন; এবং কোন ঘরের কি জমীর প্রজার সম্মতিক্রমে ঐ ঘর কি জমী হইতে ঐ জঞ্জাল উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্যে কিম্বা কোন ব্যবসায় কি কার্য্য চালাওনে যে জঞ্জাল জমিয়া থাকে সরকারী রাস্তাহইতে তাহা তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্যে কমিশ্যনরেরা যত টাকা ফী লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইতে পারিবেন।

নর্দ্দমা ও পাইখানা প্রভৃতি কমিশ্যনরদের তত্ত্বাধীনে থাকার কথা।

১৯০ ধারা। সকল নর্দ্দমা ও পাইখানা ও গলিজকুণ্ড কমিশ্যনরদের তত্ত্ব ও কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

নর্দ্দমা ও পাইখানা ও গলিজকুণ্ড দেখিবার কথা।

১৯১ ধারা। যে বাড়ীর মধ্যে পাইখানা কি নর্দ্দমা কি গলিজকুণ্ড থাকে, কমিশ্যনরেরা কিম্বা এতৎপক্ষে তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক ছয় ঘন্টা থাকিতে সেই বাড়ীর দখীলকারকে লিখিয়া সংবাদ দিলে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইবার মধ্যে কোন সময়ে সেই পাইখানা ও নর্দ্দমা ও গলিজকুণ্ড দেখিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই পাইখানা কি নর্দ্দমা কি গলিজকুণ্ড দ্বারা যে অনিষ্ট হয় তাহা নিবারণ করিবার কি উঠাইয়া দিবার নিমিত্তে আবশ্যক হইলে, তাঁহারা কি তিনি যে স্থানে উচিত বোধ করেন সেই স্থানের মাটি খুঁড়াইয়া ফেলিতে পারিবেন। তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা ঐ বাড়ীর স্বামীর কি প্রজার দিতে হইবে।

ঐরূপ নর্দ্দমা পাইখানার দূষিত অনিষ্টজনক অবস্থা হইলে রোগসঞ্চার বা দুর্গন্ধ নিবারক দ্রব্য ব্যবহারার্থ কমিশ্যনরদের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৯২ ধারা। ঐরূপ পাইখানা, নর্দ্দমা বা গলিজকুণ্ড থাকায় নিকটবর্ত্তী লোকের পীড়া হইবার সম্ভাবনা কমিশ্যনরদের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তাঁহারা যেরূপ নির্দ্দেশ করেন সেইরূপ রোগসঞ্চার নিবারক বা দুর্গন্ধনাশক দ্রব্য যে পরিমাণে যতকাল উচিত বোধ করেন ঐরূপ পাইখানায়, নর্দ্দমায় বা গলিজকুণ্ডে সেই পরিমাণে তত কাল ব্যবহার করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। আবশ্যক হইলে কমিশ্যনরেরা ঐরূপ রোগসঞ্চার নিবারক বা দুর্গন্ধনাশক দ্রব্য খরিদী মূল্যে উক্তরূপ ব্যবহারার্থে দিবেন; এবং উহাতে যে খরচ হয় তাহা বাকী টাক্স বলিয়া গণ্য হইবে ও ঐ পাইখানা, নর্দ্দমা বা গলিজকুণ্ডের স্বামীর স্থানে তদ্বৎ আদায় করা যাইতে পারিবে, কিম্বা কমিশ্যনরেরা উচিত বোধ করিলে মুনিসিপল ফণ্ডহইতে ঐ খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাধারণের পাইখানার কথা।

১৯৩ ধারা। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ব্যবহারের জন্য সাধারণ যত পাইখানা ও মূত্রাগার করা আবশ্যক কমিশ্যনরেরা উপযুক্ত স্থানেং তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারিবেন, ও তাহা উপযুক্তভাবে রাখিবার ও উপযুক্তমতে পরিষ্কার করিবার নিয়ম করিবেন।

সাধারণের পাইখানার লাইসেন্স দিবার কথা।

১৯৪ ধারা। কমিশ্যনরেরা সময়ে২ সাধারণের সুবিধার জন্যে যত পাইখানা উচিত বোধ করেন তাহার লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

অস্বাস্থ্যজনক জঙ্গল পরিষ্কার করিবার ও জল নির্গত হইবার সদুপায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১৯৫ ধারা। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির কি ব্যক্তিবিশেষের ঘেরা স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির মধ্যে ভারি কি রোগজনক গাছ গাছড়া কি জঙ্গল কি অসমানভূমি থাকাতে লোকদের মলমূত্র ত্যাগ করিবার সুবিধা হয়, কিম্বা জল বাহির হইবার পথ না থাকাতে ঐ স্থান প্রতিবাসিদের অস্বাস্থ্যকর কিম্বা দুর্গন্ধজনক, কমিশ্যনরদের এরূপ বোধ হইলে, তাঁহারা সেই ভূমির স্বামী কি প্রজাদিগকে কিম্বা স্বামী ও প্রজাদিগকে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার কিম্বা ঐ ভূমি সমান করিবার কি ঐ ভূমির জল নির্গত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি ঐ ভূমির জল নির্গত করিবার আজ্ঞা হইল, যদি এই ধারামতে জল নির্গমনের কোন পয়নালা করিবার জন্যে ঐ ব্যক্তির নিজ সম্পত্তি ছাড়া কোন ভূমি লইবার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে হানিপূরণের টাকা দিবার আবশ্যকতা হয়, তবে কমিশ্যনরেরা ঐ ভূমি দেওয়াইয়া হানিপূরণের ঐ টাকা দিবেন।

যত জঞ্জাল জমা হয় তাহা কমিশ্যনরদের সম্পত্তি হইবার কথা।

১৯৬ ধারা। কমিশ্যনরেরা পথ ও পাইখানা ও নর্দ্দমা ও পলিজকুণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে যত মল ও জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ দ্রব্য জমা করিয়া রাখেন তাহা কমিশ্যনরদেরই সম্পত্তি হইবে, ও তাঁহারা তাহা বিক্রয় করিতে কিম্বা তাহা লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন। তাহা বিক্রয় করিলে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা মুনিসিপল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

মলনালা নর্দ্দমা প্রভৃতি কমিশ্যনরদের তত্ত্বাধীনে থাকার কথা।

১৯৭ ধারা। রাজকীয় যত মলনালা ও নর্দ্দমা ও নগর পরিপাটী করিবার যত বিষয় থাকে তাহা সকলই কমিশ্যনরদের আজ্ঞার ও তত্ত্বের অধীনে থাকিবে। তাঁহারা সেই প্রকারের অন্য যে বিষয় করা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহাও প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবেন।

স্নানাদি করিবার স্থানের ও পুকুরের কথা।

সাধারণ স্রোতাদি কমিশ্যনরদের আজ্ঞার ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে থাকিবার কথা।

১৯৮ ধারা। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছাড়া যত জলস্রোত ও নালা ও জলপথ ও পুকুর ও জলাশয় ও উনুই ও কূপ থাকে, তাহা এই আইনের কার্য্যপক্ষে কমিশ্যনরদের আজ্ঞার ও কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকিবে।

কমিশ্যনরদের পানীয় জলের ও স্নানাদি করিবার স্থানের বিধান করিতে পারিবার কথা।

১৯৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা যে২ স্থানে উচিত বোধ করেন, সেই২ স্থানে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া লোকদের পান করিবার ও রন্ধনের কার্য্যের জল যোগাইবার জন্যে, ব্যক্তিবিশেষের পুষ্করিণী প্রভৃতি ছাড়া, সুবিধামতে পুষ্করিণী কিম্বা নদীর কি স্রোতের কি নালার এক২ স্থান ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন, ও তন্মধ্যে লোকদের স্নান করিবার ও কাপড় কাচিবার ও জন্তুর গা ধুইবার, ও অন্য যে কার্য্যদ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত জল দূষিত হইতে পারে, সেই কার্য্য করিবার নিষেধ করিতে পারিবেন;

তদ্রূপেই স্নান করিবার জন্যে উপযুক্ত সংখ্যায় পুষ্করিণী প্রভৃতি ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন;

ও পশুর গা ধুয়াইবার ও কাপড় কাচিবার নিমিত্ত ও নগরনিবাসিদের সুস্থ ও পরিষ্কার ও সচ্ছন্দভাবে থাকিবার সংক্রান্ত অন্য২ উদ্দেশে যত পুষ্করিণী প্রভৃতি আবশ্যক হয়, তাহা ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন।

যে কোন জলস্রোত বা জলপ্রণালী সাধারণের জল যোগাইবার অংশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহার সাধারণের অব্যবহৃত অংশ সম্বন্ধে ঐ প্রকারে কমিশ্যনরেরা যেরূপ উচিত বোধ করেন, তদ্রূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে অস্বাস্থ্যজনক পুকুর থাকিলে তাহা পরিষ্কার করাইবার ও জল বাহির করাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

২০০ ধারা। কোন ব্যক্তির ভূমির মধ্যে কোন জলপথের বা তাঁহার নিজ পুকুরের কিম্বা ডোবার দ্বারা ও কোন ময়লা কি মরা জলে প্রতিবাসিদের স্বাস্থ্যের হানি হয় কি অনিষ্ট জন্মে এমত বোধ হইলে, কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির স্বামিদিগকে কি প্রজাদিগকে কিম্বা স্বামী ও প্রজাদিগকে আট দিনের মধ্যে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যে অধিক সময় দেন সেই সময়ের মধ্যে সেই জলপথ কিম্বা সেই পুকুর কি ডোবা পরিষ্কার করিবার এবং নালা কাটাইয়া সেই ময়লা কি মরা জল বাহির করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি জল নির্গমন করাইবার আজ্ঞা হয়, এই ধারামতে ঐ জলনির্গমনের নালা কাটিবার জন্যে যদি সেই ব্যক্তির নিজ সম্পত্তি ছাড়া অন্য ভূমি লইবার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে হানিপূরণের টাকা দিবার প্রয়োজন হয়, তবে কমিশ্যনরেরা সেই ভূমি দেওয়াইবেন ও হানিপূরণের সেই টাকা দিবেন।

পথাবরোধ ও পথে স্থান যোড়া করিবার কথা।

মেরামত প্রভৃতি সাধারণের কার্য্যের জন্য রাস্তা কি রাস্তার এক অংশ বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

২০১ ধারা। কমিশ্যনরেরা কোন রাস্তা সারাইবার জন্যে কিম্বা মলনালা কি নর্দ্দমা কি কলবট কি সাকো করিবার জন্যে কিম্বা সাধারণের ব্যবহার্য্য অন্য কার্য্যের জন্যে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কোন পথ কিম্বা পথের কোন অংশ বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

কিন্তু কমিশ্যনরেরা ঐরূপে কোন পথ বন্ধ করিলে ঐ পথের ধারের যোত যাহাদের দখলে থাকে, তাহাদের তথায় যাইবার যুক্তিমত উপায় বিধান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

তদ্রূপ পথ সারাইয়া দেওন কি মলনালা প্রভৃতি প্রস্তুত করণহেতুক কিম্বা অন্য কারণে পথিকদের পক্ষে কোন পথ কিম্বা পথের কোন অংশ সঙ্কটজনক হইলে, কাহারও প্রাণের ও সম্পত্তির হানি না হয় এই কারণে

কমিশ্যনরেরা উপযুক্ত আটক বা বেড়া দিয়া তাহাতে সূর্য্যাস্তকালাবধি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত উপযুক্ত আলো দেওয়াইবেন।

ভবিষ্যতে পথে অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারি বিষয় থাকিলে তাহা স্থানান্তর করিবার কথা।

২০২ ধারা। কোন মুনিসিপালিটীতে মফঃসলের নগরাদির সৌষ্ঠব করণের ১৮৬৪ সালের আইন কিম্বা প্রদেশীয় নগরাদির ১৮৬৮ সালের আইন, কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইন যে তারিখে প্রচলিত করা যায় কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত কোন আইন ঐ মুনিসিপালিটীর মধ্যে প্রচলিত করা না গেলে এই আইন যে তারিখে ঐ মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করা যায়, সেই তারিখের পর কোন ব্যক্তি কোন পথে কি খোলা নর্দ্দমায় কি মলনালায় কি পয়নালায় কি তাহার উপরে দেওয়াল গাঁথিলে কিম্বা বেড়া কি গরাদিয়া কি থাম কিম্বা অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী বিষয় স্থাপন করিলে কমিশ্যনরেরা নোটিস দিয়া তাহাকে সেই দেওয়াল প্রভৃতি উঠাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন; ও সেই ব্যক্তি ঐ নোটিস পাইলে পর আট দিনের মধ্যে ঐ আদেশানুসারে কার্য্য না করিলে, কমিশ্যনরদের প্রার্থনামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশ্যনরেরা ঐ অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারি বিষয় উঠাইয়া দিতে পারিবেন; ও তাহাতে যে খরচ লাগে, যে ব্যক্তি ঐ বিষয় গাঁথিয়া কি করাইয়া দিয়াছিলেন তাহারই সেই খরচ দিতে হইবে।

এই ধারামতে কোন দেওয়াল কি বেড়া কি গরাদিয়া কি থাম কি অবরোধজনক অন্য বিষয় উঠাইয়া দেওয়া যাওয়াতে কোন ব্যক্তির হানিপূরণ পাইবার অধিকার থাকিবে না।

যে ব্যক্তি অবরোধজনক বিষয় স্থাপন করেন তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া না গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০৩ ধারা। যে ব্যক্তি ঐ দেওয়াল কি বেড়া কি গরাদিয়া কি থাম কি অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী ঐ বিষয় গাঁথিয়া কি করাইয়া দেন তাঁহার পরিচয় জানা না গেলে কিম্বা তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া যাইতে না পারিলে, কমিশ্যনরেরা ঐ দেওয়ালের কি বেড়ার কি গরাদিয়ার কি থামের কি অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারি ঐ বিষয়ের নিকট নোটিস লাগাইয়া, ঐ বিষয়ে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহাকে সেই বিষয় উঠাইয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ঐ আদেশপত্রে কোন ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন হইবে না। আর ঐ নোটিস লাগাইয়া দিবার পর আট দিনের মধ্যে যদি সেই নোটিসের লিখিত আদেশানুসারে ঐ দেওয়াল কি বেড়া কি গরাদিয়া কি থাম কি অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারি ঐ বিষয় উঠাইয়া না দেওয়া যায়, তবে কমিশ্যনরদের প্রার্থনামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারি ঐ বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশ্যনরেরা অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারি ঐ বিষয় উঠাইয়া দিয়া তাহার সরঞ্জাম বিক্রয় করিয়া উঠাইয়া দিবার খরচ লইতে পারিবেন।

তাহা বিক্রয় করিয়া সেই খরচ আদায় করিলে পর উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা মুনিসিপল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে; এবং যে কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের হুকুমমতে কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে আপনার স্বত্ব স্থাপন করেন, তাঁহার দাওয়ামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

ভবিষ্যতে ঘরের কোন অংশ বাড়িয়া থাকিলে তাহা স্থানান্তর করিবার কথা।

২০৪ ধারা। কোন মুনিসিপালিটীতে মফঃসলের নগরাদির সৌষ্ঠব করণের ১৮৬৪ সালের আইন, কিম্বা প্রদেশীয় নগরাদির ১৮৬৮ সালের আইন কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইন যে তারিখে প্রচলিত করা যায়, কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত কোন আইন ঐ মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করা না গেলে, এই আইন যে তারিখে সেই মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করা যায়, সেই তারিখের পর কোন ঘরের আড়ালে কি অগ্রভাগে বাড়িয়া থাকা কি স্থানযোড়াকারি কি অবরোধজনক কোন বিষয় নির্ম্মিত কি স্থাপিত হইলে, ও তাহা কোন পথের উপর ঝুলিয়া কি বাড়িয়া থাকিলে, কিম্বা পথের উপর বাড়িয়া থাকাতে স্থান যোড়া করিলে, কি পথ দিয়া নির্ব্বিঘ্নে ও সচ্ছন্দে গমনের বাধা জন্মাইলে,

কিম্বা সেই পথের পার্শ্বের কোন পয়নালার কি নর্দ্দমার কি মলনালার বাধা হইলে, কি তাহার উপর বাড়িয়া পড়িলে, কি স্থানযোড়া করিলে, কমিশ্যনরেরা সেই ঘরের স্বামিকে কি প্রজাকে সেই বিষয় উঠাইয়া দিবার কি পরিবর্ত্তন করিবার নোটিস লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ও স্বামী কি প্রজা ঐ নোটিস পাইলে পর আট দিনের মধ্যে ঐ আদেশ অনুসারে কর্ম্ম না করিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিশ্যনরদের প্রার্থনামতে ঐ বাড়ান কি স্থানযোড়াকারি কি অবরোধজনক বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্ত্তন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশ্যনরেরা সেই বাড়ান কি স্থানযোড়াকারি কি অবরোধজনক বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন; ও তাহা করিবার খরচ ঐ ত্রুটিকারি স্বামির কি প্রজার দিতে হইবে।

যে ভাগটী বাড়িয়া থাকে কিম্বা পথ অবরোধ কি স্থান যোড়া করে, তাহা এই ধারামতে স্থানান্তর করিয়া দেওয়া হেতুক কোন ব্যক্তির হানিপূরণ পাইবার অধিকার থাকিবে না।

২০২, ২০৩, ২০৪ ও ২৩৩ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহার ফলের কথা।

২০৫ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ২০২, ২০৩, ২০৪ ও ২৩৩ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন বিচারপতিস্বরূপ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া সেই আজ্ঞা করিলেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে, এবং (বিচারকর্ত্তাদের রক্ষা করণার্থ) ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের মর্ম্মানুসারে

কমিশ্যনরদিগকেই মাজিষ্ট্রেটের সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে বাধ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

২০৬ ধারা। যদি কোন ঘরের কোন ভাগ পথের বা নর্দ্দমার অবধারিত সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে, অথবা কোন পার্শ্বের ঘরের অগ্রভাগ অপেক্ষা বাড়িয়া থাকে, তবে সেই গৃহাদি দগ্ধ হইলে কি প্রকারান্তরে নষ্ট হইলে, কিম্বা পুনর্ব্বার গাঁথিয়া কি মেরামত করিয়া দিবার জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলা গেলে, কমিশ্যনরেরা তাহা পিছাইয়া ঐ পথের কি নর্দ্দমার কি নিকটস্থ ঘরের সীমার রেখার সমান বা পশ্চাদ্বর্ত্তী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। তাহাতে সেই ঘরের স্বামীর কোন ক্ষতি হইলে কমিশ্যনরেরা তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবেন।

পথের বা নর্দ্দমার সীমার বাহির ঘর বাড়িয়া থাকিলে, যখন ভাঙ্গা যায় তখন পিছাইয়া করিতে হইবার কথা।

২০৭ ধারা। কোন ব্যক্তিবিশেষের ঘর, দেওয়াল বা অন্য গাঁথনী কিম্বা কোন বৃক্ষ কোন নর্দ্দমায় পড়িয়া বাধা জন্মাইলে কিম্বা কোন সরকারী পথ অবরোধ করিলে, কমিশ্যনরগণ উক্ত বাধা বা অবরোধজনক দ্রব্যের স্বামীর খরচে তাহা উঠাইয়া ফেলিতে পারিবেন, কিম্বা তাঁহাকে যে সময় উচিত বোধ করেন সেই সময়ের মধ্যে তাহা উঠাইয়া ফেলিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পতিত ঘর প্রভৃতি পথ বা নর্দ্দমা অবরোধ করিলে স্বামীর তাহ উঠাইয়া ফেলিতে হইবার কথা।

২০৮ ধারা। রাস্তার ধারে কোন বেড়া থাকিলে কি কোন গাছের ডাল পথের উপর ঝুলিয়া পড়াতে গমনাগমনের বাধা হইলে, কিম্বা রাস্তার হানি হইলে, কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির স্বামীকে কি দখীলকারকে তিন দিনের মধ্যে তাহা কাটিবার কি ছুড়িয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

পথের ধারের গাছ ও বেড়া ছুড়িয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

নগর পরিপাটী রাখিবার ও তাহার সৌষ্ঠব করিবার সাধারণ বিধি।

২০৯ ধারা। সরকারী কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের ভূমির অন্তর্গত কোন পুকুর কি কূপ কি অন্য গর্ত্ত উপযুক্তমতে মেরামৎ না হওয়াতে কিম্বা ঘেরিয়া না দেওয়াতে পথিকদের আশঙ্কাজনক হইলে, কমিশ্যনরেরা আবশ্যক বোধ করিলে পথিকদের রক্ষার জন্যে অগৌণেই কিয়ৎকালের নিমিত্ত তক্তার কি অন্য প্রকারের বেড়া দেওয়াইতে পারিবেন, এবং ঐ পুকুর কি কূপ কি অন্য গর্ত্ত যে ভূমিতে থাকে সেই ভূমির স্বামী কি দখীলকারদিগকে কিম্বা স্বামী ও দখীলকারদিগকে সাত দিনের মধ্যে ঐ কূপ কি পুকুর কি অন্য গর্ত্ত উপযুক্তরূপে ঘেরিয়া দিবার কি রক্ষা করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কূপ পুকুরাদি ঘেরিয়া রাখিবার কথা।

২১০ ধারা। কোন ঘর কি দেওয়াল কি গাঁথনী কিম্বা তৎসংযুক্ত কোন দ্রব্য কমিশ্যনরদের বিবেচনায় ভগ্নাবস্থ কিম্বা কোন প্রকারে আশঙ্কাজনক হইলে, তাঁহারা আবশ্যক বোধ করিলে পথিকদের রক্ষার জন্যে অগৌণেই তক্তার কি অন্য প্রকারের উপযুক্ত বেড়া দেওয়াইবেন; ও ঐ ঘর কি দেওয়াল কি গাঁথনী যে ভূমিতে সংলগ্ন থাকে তাঁহারা সাধারণের নিরাপদের জন্যে যত দূর আবশ্যক বোধ করেন সাত দিনের মধ্যে সেই ভূমির স্বামী কি দখীলকারদিগকে কিম্বা স্বামী ও দখীলকারদিগকে ঐ ঘর কি দেওয়াল কি গাঁথনী ততদূর মেরামত করাইয়া দিবার কিম্বা ঐ ঘর কি দেওয়াল কি গাঁথনী কি তৎসংযুক্ত দ্রব্য উঠাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

গৃহাদি ভগ্ন বা আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকিলে তাহার কথা।

২১১ ধারা। কমিশ্যনরেরা কোন ঘর কি অন্য গাঁথনী সারাইয়া দিলে, ও সেই ঘর কি গাঁথনী খালী থাকিলে, কমিশ্যনরেরা তাহা অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন, ও তাঁহারা যত টাকা খরচ করিয়া সেই ঘর প্রভৃতি সারাইয়া দিলেন তত টাকা তাঁহাদিগকে যত দিন না দেওয়া যায় তত দিন তাহা আপনাদের অধিকারে রাখিতে পারিবেন।

ঘর তদ্রূপে মেরামত করা গেলে তাহা অধিকার করিয়া লইবার কথা।

২১২ ধারা। ২১০ ধারার বিধানমতে কোন বিষয় ভাঙ্গিয়া ফেলা কি স্থানান্তর করা গেলে, কমিশ্যনরেরা তাহার ইষ্টকাদি সরঞ্জাম বিক্রয় করিতে পারিবেন। ইহাতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে খরচ যত দূর শোধ হইতে পারে শোধ করা যাইবে।

গৃহাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা গেলে সরঞ্জাম বিক্রয় করিবার কথা।

তৎপরে উদ্বর্ত্ত থাকিলে, তাহা মুনিসিপল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে; এবং যে কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের হুকুমমতে কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত আদালতে আপনার স্বত্ব স্থাপন করেন, তাঁহার দাওয়ামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

২১৩ ধারা। কোন কুকুরের গলাবন্ধ না থাকিলে কিম্বা অন্য যে চিহ্ন দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের কুকুর বলিয়া জানা যাইতে পারে এমত চিহ্ন না থাকিলে, সেই কুকুর পথের কিম্বা স্বামিদের বাড়ীর বেড়ার বাহিরে বেড়াইতে দেখা গেলে কমিশ্যনরেরা সময়ে২ আজ্ঞা প্রকাশ করণ পূর্ব্বক ঐ প্রকারের কুকুর মারিয়া ফেলিবার কোন সময় নিরূপণ করিতে পারিবেন। সেই সময়ে ঐ প্রকারের কুকুরকে সেই আজ্ঞামতে মারিয়া ফেলা যাইতে পারিবে।

নির্দ্ধারিত কোন২ সময়ে বেড়ানিয়া কুকুর নষ্ট করিবার কথা।

২১৪ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে অনিষ্টজনক জন্তু নষ্ট করিবার পুরস্কার দিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

অনিষ্টজনক জন্তু মারিবার জন্যে কমিশ্যনরদের পুরস্কার দিতে পারিবার কথা।

রাস্তার নামের ও ঘরের নম্বরের কথা।

২১৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া কোন পথের নাম দিতে পারিবেন ও যে স্থানে উচিতবোধ করেন সেই স্থানে ঐ রাস্তার নাম ও ঘরের২ নম্বর লাগাইয়া দিতে পারিবেন; এবং তদ্রূপে সময়ে২ ঐ নাম ও নম্বর পরিবর্ত্তন করাইতে পারিবেন।

দণ্ডের কথা।

১৮৯ ও ২১৫ ধারামত অপরাধের কথা।

২১৬ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটীতে (১) কমিশ্যনরেরা ১৮৯ ধারার বিধানমতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই সময় ছাড়া অন্য সময়ে সরকারী রাস্তায় জঞ্জাল ফেলিলে কিম্বা আপন চাকরদিগকে ফেলিতে দিলে; কিম্বা

(২) কমিশ্যনরেরা ২১৫ ধারার আদেশমতে যে কোন নাম বা নম্বর লাগাইয়া দেন, তাহা নষ্ট করিলে কি নামাইয়া ফেলিলে কি বিকৃত বা পরিবর্ত্তন করিলে,

তাঁহার ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

২১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটীতে,

গলিজ প্রভৃতি দখীলকার উঠাইয়া না ফেলিলে তাঁহার কথা।

(১) কোন রাজপথের ধারের কি নিকট কোন ঘরের দখীলকার হইয়া উপযুক্ত কোন আধার ভিন্ন ঐ ঘরে কি তদুপরে কিম্বা ঐ ঘরের লাগাও ও ঘরের সঙ্গে২ দখল করা কোন বাহির ঘরে কি প্রাঙ্গণে কি জমিতে ২৪ ঘণ্টার অধিককাল কিম্বা উপবিধিক্রমে অন্য যে কম সময় নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার অধিক কাল কোন ময়লা কি গোবর কি হাড় কি ছাই কি বিষ্ঠা কি গলিজ কিম্বা পীড়াজনক কি দুর্গন্ধ দ্রব্য থাকিতে দিলে, কিম্বা সেই আধার ময়লা বা অস্বাস্থ্যজনক অবস্থায় থাকিতে দিলে, কিম্বা তাহা পরিষ্কার রাখিবার উপযুক্ত বিধান করিতে শৈথিল্য করিলে, কিম্বা

লাইসেন্স বিনা সাধারণের পাইখানা রাখিবার কথা।

(২) ১৯৪ ধারামতে কমিশ্যনরদের স্থানে লাইসেন্স না পাইয়া সাধারণের পাইখানা রাখিলে; কিম্বা সাধারণের পাইখানার লাইসেন্স পাইয়া সেই পাইখানা ময়লা কি অস্বাস্থ্যজনক অবস্থায় থাকিতে দিলে, কিম্বা তাহা পরিষ্কার করিবার উপযুক্ত বিধান করিতে শৈথিল্য করিলে, কিম্বা

ব্যক্তিবিশেষের নর্দ্দমা প্রভৃতি উপযুক্ত অবস্থায় না রাখিবার কথা।

(৩) ব্যক্তিবিশেষের নর্দ্দমা কি পাইখানা কি গলিজকুণ্ডের স্বামী বা দখীলকার হওয়াতে কমিশ্যনরদের দ্বারা সতর্ক করা গেলেও সেই নর্দ্দমা প্রভৃতি উপযুক্ত ভাবে রাখিতে শৈথিল্য করিলে কি সমস্ত না হইলে; কিম্বা

১৯৯ ধারার আজ্ঞা অমান্য করিবার কথা।

(৪) ১৯৯ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরেরা যে আজ্ঞা দেন, সেই আজ্ঞা না মানিলে; কিম্বা

অবরোধজনক বিষয় স্থাপন করিবার কথা।

(৫) কোন গর্ত্ত করিয়া কিম্বা কোন দেওয়াল কি বেড়া কি পগার নির্ম্মিয়া কি থাম কি অবরোধজনক অন্য বিষয় স্থাপন করিয়া কোন পথের কি নর্দ্দমার কি নলনালার কি পয়োনালার কি জলপথের স্থান যোড়া করিলে;

ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

২০২, ২০৪ বা ২০৮ ধারামত আদেশপত্র অমান্য করিবার কথা।

২১৮ ধারা। কমিশ্যনরেরা ২০২, ২০৪ কিম্বা ২০৮ ধারার বিধানমতে যে আদেশপত্র দেন, কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত কোন ঘরের বা জমীর স্বামী বা প্রজা হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে, এরূপ প্রত্যেক ত্রুটির নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও ঐ আদেশপত্র তাঁহার উপর জারী হইবার তারিখ অবধি আট দিন গত হইলে পর যত দিন ত্রুটি হইতে থাকে, তত দিন তাঁহার দিন প্রতি আর দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৯৫, ২০০, ২০৯ কিম্বা ২১০ ধারামত আদেশপত্র অমান্য করিবার কথা।

২১৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা ১৯৫, ২০০, ২০৯ কিম্বা ২১০ ধারার বিধানমতে যে কোন আদেশপত্র দেন, কোন ব্যক্তি মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত কোন ঘরের কি জমীর স্বামী কি প্রজা হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে, ঐরূপ প্রত্যেক ত্রুটির নিমিত্ত তাঁহার একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, এবং ঐ আদেশপত্র তাঁহার উপর জারী হইবার তারিখ অবধি আট দিন গত হইলে পর যত দিন ত্রুটি হইতে থাকে, তত দিন তাঁহার দিন প্রতি আর বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিশেষ বিধান।

৬, ৭, ৮, ৯ বা ১০ পরিচ্ছেদের বিধান যেং স্থানে প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

২২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার পশ্চাৎলিখিত ধারার বিধানমতে কোন মুনিসিপালিটীতে স্পষ্ট করিয়া এই কিম্বা ৭, ৮, ৯ বা ১০ পরিচ্ছেদের বিধান না চালাইলে, যত দিন না চালান ততদিন আর ঐ মুনিসিপালিটীর প্রতি বর্ত্তিবে না।

এই সকল পরিচ্ছেদের বিধান প্রবল হওন বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২২১ ধারা। কমিশ্যনরেরা এই বিষয় বিবেচনার্থে যে বিশেষ সভা করেন সেই সভার নির্দ্ধারণক্রমে তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই পরিচ্ছেদের কিম্বা ৭, ৮, ৯ বা ১০ পরিচ্ছেদের সমুদয় বা কোন বিধান মুনিসিপালিটীতে চালাইবার কিম্বা মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত কোন স্থান উক্ত সমস্ত বা কোন বিধানের কার্য্য চলন হইতে মুক্ত করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তদনুসারে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২২২ ধারা। ঐরূপ প্রত্যেক আজ্ঞা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। তদ্রূপে প্রকাশ হইবার পর পঞ্চদশ দিনের মধ্যে কমিশ্যনরেরা

আজ্ঞা-প্রচার করিবার কথা।

আপনাদের কার্য্যালয়ে সেই আজ্ঞাপত্রের নকল ও জিলার চলিত ভাষায় তাহার অনুবাদ, ও সেই আজ্ঞা যে তারিখ অবধি প্রবল করা যাইবে তাহার নোটিস লাগাইয়া দিবেন, ও ৩৫৪ ধারার বিধানমতে তাহা প্রকাশ করাইবেন।

তদ্রূপে যে তারিখ নির্দ্ধারিত হয় উক্ত বিধান সেই তারিখ অবধি সেই মুনিসিপালিটীর মধ্যে প্রবল হইবে।

কিন্তু উক্ত যে তারিখ নির্দ্ধারিত হয় তাহা উক্ত ধারামতে আজ্ঞাপত্র প্রকাশ হইবার পর পঞ্চদশ দিনের কম ও কলিকাতা গেজেটে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা পূর্ব্বোক্তমতে প্রকাশ হইবার পর তিন মাসের অধিক হইবে না।

২২৩ ধারা। কমিশ্যনরেরা ঐরূপ প্রার্থনা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন সময়ে ২২১ ধারামত কোন আজ্ঞা রহিত বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার কথা।

রহিত করণ কি পরিবর্ত্তন হইবার কথা প্রকাশ করা যাইবে, এবং তাহা পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্টমতে ফলবৎ হইবে।

পাইখানার ও নর্দ্দমার ও গর্ত্তের কথা।

২২৪ ধারা। কোন ভূমিতে যে নর্দ্দমা কি পাইখানা কি গলিজকুণ্ড থাকে, কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির স্বামী কি দখীলকারদিগকে কিম্বা স্বামী ও দখীলকারদিগকে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তাহা মেরামত

নর্দ্দমা প্রভৃতি মেরামত করণ বিষয়ে স্বামীকে কি দখীলকারকে কমিশ্যনরদের আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

কি উত্তম করিয়া দিবার, কিম্বা কোন পাইখানা উঠাইয়া দিবার কিম্বা ঐ ভূমিতে যে গলিজকুণ্ড থাকে তাহা বন্ধ করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২২৫ ধারা। কোন ব্যক্তি পাইখানা প্রস্তুত করিলে, যাঁহারা নিকট দিয়া যান কি নিকটে বাস করেন তাঁহারা যেন ভিতরে দেখিতে না পান এই কারণে ঐ পাইখানার উপযুক্ত

পাইখানা উপযুক্তমতে ঘেরিয়া রাখিতে হইবার কথা।

ছাদ ও দেওয়াল কি বেড়া দেওয়াইবেন; ও যে ভূমিতে পাইখানা থাকে কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির কোন স্বামী কি দখীলকারকে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মতে লোকের দৃষ্টি হইতে তাহা বন্ধ করাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২২৬ ধারা। কমিশ্যনরগণের প্রতি যে মলনালা কি নর্দ্দমা অর্পণ করা গেল কোন ব্যক্তি তাঁহাদের লিখিত অনুমতি না পাইয়া তাহার সঙ্গে সংযোগ করিয়া কোন নর্দ্দমা প্রস্তুত করিলে কি করাইলে, কিম্বা পরিবর্ত্তন করিলে কি করাইলে,

অনুমতি বিনা যে নর্দ্দমা সরকারী মলনালার সঙ্গে সংযোগ করা যায় তাহা নষ্ট করিতে পারিবার কথা।

কমিশ্যনরগণ সেই শাখা নর্দ্দমা নষ্ট কি পরিবর্ত্তন কি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইতে পারিবেন কিম্বা প্রকারান্তরে যাহা উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন। তাহাতে যে খরচ লাগে, যে ব্যক্তি ঐ শাখানর্দ্দমা করিলেন কি পরিবর্ত্তন করিলেন তাঁহারই তাহা দিতে হইবে।

২২৭ ধারা। কোন ভূমির জল কমিশ্যনরদের বিবেচনামতে যে মলনালায় কি নর্দ্দমায় কিম্বা যে নালায় গিয়া পড়িতে পারে, এমত মলনালা প্রভৃতি ঐ ভূমি হইতে একশত ফুটের মধ্যে থাকিলেও কমিশ্যনরদের বিবেচনামতে সেই ভূমির জল বাহির হইবার

ভূমির জল বাহির করিবার নালা করণ বিষয়ে স্বামীকে কমিশ্যনরদের আজ্ঞা করিবার কথা।

পথ না থাকিলে, তাঁহারা স্বামিকে এক মাসের মধ্যে উক্ত মলনালায় কি নর্দ্দমায় কি নালায় ঐ ভূমির জল পড়িবার পথ করিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

২২৮ ধারা। কয়েকটা ঘর একত্র থাকাতে বা গাঁথা যাওয়াতে তাহার একং ঘরের স্বতন্ত্র পয়োনালা না করিয়া সংযোগ ভাবে জল বাহির হইবার ও ঘর উৎকৃষ্ট করিবার উপায় করা গেলে অনেক খরচও

গৃহাদি একত্র গাঁথা গেলে তাহার পয়োনালা সংযোগ ভাবে করিবার কথা।

বাঁচিতে, উপকারও হইতে পারে, কমিশ্যনরগণের এমত বিবেচনা হইলে, ও সেই ঘর সকলের কোন অংশ হইতে একশত ফুটের মধ্যে মলনালা কি নর্দ্দমা কি জলনির্গমনের অন্য পথ থাকিলে, কমিশ্যনরগণ ঐ সকল ঘরের জলবাহির হইবার ও সেই ঘর উৎকৃষ্ট করিবার একই সাধারণ উপায় করিয়া দিতে পারিবেন। তাহাতে যে খরচ লাগে কমিশ্যনরগণ অংশাংশমতে যত করিয়া দিতে নিরূপণ করেন, ঐ২ ঘরের স্বামিদের ঐ খরচের সেই২ অংশ দিতে হইবে।

২২৯ ধারা। কোন শাখা নর্দ্দমা কি পাইখানা কি গলিজকুণ্ড কমিশ্যনরদের আজ্ঞার ও নিষেধের বিপরীতভাবে কিম্বা এই আইনের বিধানের বিপক্ষভাবে প্রস্তুত করা গেলে, কিম্বা কমিশ্যনরের যে শাখানর্দ্দমা কি পাইখানা কি গলিজকুণ্ড নষ্ট কি বন্ধ করিতে কি প্রস্তুত না করিতে আজ্ঞা

কমিশ্যনরদের আজ্ঞার বিপরীত ভাবে নর্দ্দমা প্রভৃতি প্রস্তুত করা গেলে তাহা নষ্ট কি পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

করিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া তাহা প্রস্তুত করিলে কি পুনরায় গাঁথিয়া কি খুলিয়া দিলে, কমিশ্যনরেরা ঐ নর্দ্দমা কি পাইখানা কি গলিজকুণ্ড যদ্রূপে পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করা উচিত জ্ঞান করেন তদ্রূপে পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করাইয়া দিতে, কিম্বা উঠাইয়া দিতে পারিবেন তাহা করিতে যে খরচ লাগে, যে ব্যক্তি ঐ নর্দ্দমা কি পাইখানা কি গলিজকুণ্ড অনুপযুক্তমতে প্রস্তুত করিলেন কি পুনরায় গাঁথিয়া কি খুলিয়া দিলেন তাঁহারই সেই খরচ দিতে হইবে।

২৩০ ধারা। সরকারী কোন পুষ্করিণী বা জলস্রোত কিম্বা কোন স্থানবাসি লোকে যে পুষ্করিণীর বা জলস্রোতের জল ব্যবহার করিয়া থাকে, এমত কোন পুষ্করিণী বা জলস্রোত হইতে পঞ্চাশ ফুট পরিমাণ

পুষ্করিণী হইতে পঞ্চাশ ফুট পরিমাণ স্থানের মধ্যে পাইখানা না করিবার কথা।

স্থানের মধ্যে, কোন ব্যক্তি, কমিশ্যনরগণের লিখিত অনু-

মতি না পাইয়া, কোন পাইখানা কি মূত্রাগার কি গলিজকুণ্ড কি ঘরের নর্দ্দমা কিম্বা মল কি অন্য দুর্গন্ধ দ্রব্য ফেলিবার অন্য আধার করিবেন না বা রাখিবেন না।

যে ভূমির তদ্রূপ স্থানে কোন পাইখানা কি মূত্রাগার কি গলিজকুণ্ড কি ঘরের নর্দ্দমা কি উক্ত প্রকারের অন্য আধার থাকে কি ইহার পর প্রস্তুত করা যায়, কমিশ্যানরেরা সেই ভূমির কোন স্বামীকে ও দখীলকারকে আট-দিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পাইখানা প্রস্তুত করিবার কথা।

২৩১ ধারা। কমিশ্যানরদের লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি এমন পাইখানা প্রস্তুত করিবেন না যাহার দ্বার কি ঝাঁঝরী দ্বার খুলিলে কোন পথের কি নর্দ্দমার উপর খোলে। যে স্বামীর কি দখীলকারের ভূমিতে এখন তদ্রূপ পাইখানা আছে, কমিশ্যানরেরা তাঁহাকে আট দিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

গর্ত্ত করিতে নিষেধ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩২ ধারা। কমিশ্যানরেরা সভাগত হইয়া সাধারণ আজ্ঞা করিয়া, আপনাদের বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে না পাইলে মাটি বা পাথর তুলিয়া লইবার জন্য কিম্বা জঞ্জাল কি দুর্গন্ধ দ্রব্য জমা করিয়া রাখিবার জন্যে খানা করিতে, ও গলিজকুণ্ড ও পুকুর ও গর্ত্ত খুঁড়িতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞা বাহির হইয়া প্রচার করা গেলে পর উক্ত প্রকারের বিশেষ অনুমতি বিনা তদ্রূপ খানা কি গলিজকুণ্ড কি পুকুর কি গর্ত্ত করা গেলে, তাহা যে ভূমিতে করা যায় কমিশ্যানরেরা সেই ভূমির স্বামী ও দখীলকারদিগকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ঐ খানা প্রভৃতি ভরাট করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পথের অবরোধজনক ও স্থান যোড়াকারি বিষয়ের কথা।

ঘরের যে অংশ বাড়িয়া আছে তাহা স্থানান্তর করিবার কথা।

২৩৩ ধারা। কোন মুনিসিপালিটীতে মফঃসলের নগরাদির ১৮৬৪ সালের আইন, প্রদেশীয় নগরাদির ১৮৬৮ সালের আইন কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত কোন আইন ঐ মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত না হইয়া থাকিলে, তথায় এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখের পূর্ব্বে ঐ মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত কোন পথের ধারে কোন ঘরের আড়ানে কি সম্মুখভাগে কোন অংশ বাড়িয়া থাকিলে, কিম্বা অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী হইলে কমিশ্যানরেরা সভাগত হইয়া যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে ঐ বিষয়টি স্থানান্তর কি পরিবর্ত্তন করা স্থির করিতে পারিবেন।

ঐ ঘরের স্বামীকে কি দখীলকারকে লিখিত নোটিস দিয়া তাঁহার প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, ঐ বাড়ান কিম্বা অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারি বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্ত্তন করিয়া দেন, কিম্বা যে কারণে তাঁহার প্রতি তদ্রূপ আদেশ করা উচিত না হয় কমিশ্যানরদের সম্মুখে এমত কারণ দেখান। ঐ স্বামী কি দখীলকার ঐ আদেশ পাইলে পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই আদেশানুসারে কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা ঐ বাড়ান বিষয় কিম্বা স্থানযোড়াকারি কি অবরোধজনক বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ করা যে কারণে উচিত না হয় ঐ স্বামী কি দখীলকার এমত কারণ জানাইলেও কমিশ্যানরেরা ঐ বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার দৃঢ় আজ্ঞা করিলে, ও সেই স্বামী কি দখীলকার ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তদনুসারে কার্য্য না করিলে, কমিশ্যানরদের প্রার্থনামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বাড়ান কি স্থানযোড়াকারি কি অবরোধজনক বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; তাহা হইলে কমিশ্যানরেরা সেই বাড়ান কি স্থানযোড়াকারি কি অবরোধজনক বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়াতে কোন ব্যক্তির হানি হইলে কমিশ্যানরেরা যুক্তিমতে তাহার হানিপূরণ করিয়া দিবেন।

হানিপূরণ বলিয়া যত টাকা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করিতে গেলে ভূমির মূল্য ধরিতে হইবে না।

পথে ইষ্টকাদি ফেলিয়া রাখিবার কিম্বা গর্ত্ত করিবার কি পথ বন্ধ করাইবার অনুমতি কথা।

২৩৪ ধারা। কমিশ্যানরেরা যত কাল উচিত বোধ করেন, তত কালের জন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কোন পথে অস্থাবর কোন দ্রব্য ফেলিয়া রাখিবার কিম্বা পথে গর্ত্ত করিবার কি সম্পূর্ণ পথ কি তাহার একাংশ ঘেরিয়া দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও সেই অনুমতির জন্যে যত ফী ধার্য্য করেন তাহাও লইতে পারিবেন।

কিন্তু সাধারণের যাইবার পথের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির উপযুক্ত বিধান করিবার প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে ও সাধারণের কোন হানি কি সঙ্কট কি কষ্ট না হয়, এই কারণে ঐ ব্যক্তির উপযুক্ত বেড়া দিতে ও সূর্য্যাস্ত অবধি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ঐ বেড়াতে উপযুক্ত আলো দিয়া রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

মেরামৎ করিবার সময়ে তক্তার বেড়া দিবার কথা।

২৩৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ঘর নির্ম্মাণ করিতে, কি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কিম্বা কোন ঘরের বাহির দিক পরিবর্ত্তন কি মেরামৎ করিতে মনস্থ করিলে, যদি তাঁহার সেই কর্ম্ম দ্বারা কোন সরকারী রাস্তা বন্ধ হয়, কিম্বা সেই রাস্তায় যাতায়াতের অসুবিধা হয়, তবে সেই কর্ম্ম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, যে দিকে ঐ কর্ম্ম করা যাইবে সেই দিকের রাস্তার ও ঘরের মধ্যে তক্তার কি অন্য প্রকারের উপযুক্ত বেড়া দেওয়াইবেন, ও সাধারণের বিপদের ও সুবিধার জন্য যত দিন প্রয়োজন থাকে তত দিন কমিশ্যানরদের সন্তোষমতে ঐ তক্তার কি অন্য প্রকারের বেড়া তাহামতে রাখিবেন, ও রাত্রিতে সেই বেড়ায় উপযুক্তমতে আলো দেওয়াইবেন।

কিন্তু কমিশ্যানরদের লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি তক্তার কি অন্য প্রকারের বেড়া দিবেন না, ও অনুমতিপত্রে যত দিনের অনুমতি দেওয়া গেল ঐ তক্তার কি অন্য প্রকারের বেড়া তাহার অধিক দিন রাখিবেন না।

গৃহ নির্ম্মাণের বিধান বিষয়ক কথা।

ছাদ ও বেড়া আশু-জ্বলনীয় দ্রব্য দিয়া না করিবার কথা।

২৩৬ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া কোন সীমা নিরূপণ করিয়া, ঐ সীমার মধ্যে পরে যে চালা ঘর কি অন্য ঘর করা যাইবে, কিম্বা যাহার ছাদ কি বেড়া পরে নূতন করিয়া কি মেরামৎ করিয়া দেওয়া যাইবে, তাহার উপরের ছাদ ও বেড়া খড়ে কি পাতায় কি দর্ম্মায় কিম্বা আশুজ্বলনীয় অন্য দ্রব্যে না করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চালা ঘর ভিন্ন ঘর গাঁথিতে বা নূতন করিয়া গাঁথিতে গেলে কমিশ্যনরগণকে নোটিস দিতে হইবার কথা।

২৩৭ ধারা। চালা ঘর ছাড়া কোন ঘর গাঁথিতে কি পুনশ্চ গাঁথিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, যে ব্যক্তি ঐ ঘর গাঁথিতে কি পুনশ্চ গাঁথিতে মনস্থ করেন, তিনি কমিশ্যনরগণের নামে নোটিস লিখিয়া সেই কথা জানাইবেন, ও যে ঘর গাঁথিবার মনস্থ করেন, ও নর্দ্দমা ও পাইখানা সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করিতে চাহেন, সেই সঙ্গে তাহার সাধারণ বর্ণনা দিবেন।

নর্দ্দমার ও পাইখানার বন্দোবস্ত করা না গেলে কমিশ্যনরদের ঘর গাঁথিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারিবার কথা।

২৩৮ ধারা। পূর্ব্ব ধারার লিখিত নোটিস পাইবার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে যদি কমিশ্যনরদের সন্তোষমতে দেখান না যায় যে উক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে বা নিকটে নর্দ্দমার ও পাইখানার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে বা হইতে পারে, তবে তাঁহারা ঐ ঘর গাঁথিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

ভিত্তিমূল যত প্রশস্ত ও প্রথম তালার মেঝে যে মাটাম ধরিয়া করা যাইবে কমিশ্যনরদের তাহার নকশা চাহিতে পারিবার কথা।

২৩৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা উচিত বোধ করিলে ২৩৭ ধারার লিখিত নোটিস পাইলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ নোটিস দেন, তাঁহার প্রতি নকশা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। কমিশ্যনরগণের আদেশানুসারে ঠিক যে মাটাম জানা থাকে তাহা লক্ষ্য করিয়া, ঐ ঘরের প্রথম তালা যে মাটাম ধরিয়া করা যাইবে, ও উক্ত ঘরের ভিত্তিমূল যত প্রশস্ত হইবে ঐ নকশায় তাহা দেখাইতে হইবে। আর কমিশ্যনরেরা এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে তাঁহাদের অনুমতি বিনা ঐ ঘর আরম্ভ করা যাইবে না।

কমিশ্যনরগণ চৌদ্দ দিনের মধ্যে নকশা বিষয়ে সম্মতি বা অসম্মতি না জানাইলে, নকশামতে ঘর গাঁথিতে পারিবার কথা।

২৪০ ধারা। কমিশ্যনরেরা ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত নোটিস পাইলে পর, চৌদ্দ দিনের মধ্যে হয় প্রস্তাবিত মাটামের ও ভিত্তিমূলের প্রশস্ততার বিষয়ে আপনাদের সম্মতি জানাইবেন, না হয় ঐ মাটামের ও ভিত্তির প্রশস্ততার পরিবর্ত্তে অন্য মাটাম ও প্রশস্ততা নিরূপণ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত নকশায় যে মাটাম ও ভিত্তিমূলের যে প্রশস্ততা দেখান গেল, কমিশ্যনরগণ ঐ নকশা পাইলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে সেই মাটামের বিষয়ে আপনাদের সম্মতি কি অসম্মতি না জানাইলে, কিম্বা অন্য মাটাম ও ভিত্তি মূলের অন্য প্রশস্ততা নিরূপণ না করিলে, যে ব্যক্তি ঐ নোটিস দিলেন ২৩৮ ধারামতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করা না গেলে, তিনি ঐ নকশার লিখিত ভিত্তিমূলের প্রশস্ততা ও মাটাম ধরিয়া ঐ নোটিসের লিখিত ঘর নির্ম্মাণের কি পুনঃনির্ম্মাণের কার্য্য চালাইতে পারিবেন।

কিন্তু সেই ঘরের নির্ম্মাণ কি পুনঃ নির্ম্মাণ যেন অন্য সকল বিষয়ে এই আইনের অনুযায়ী হয়।

নোটিস প্রভৃতি না দিয়া কিম্বা আইনের বিধানের অন্যথায় ঘর গাঁথা গেলে, কমিশ্যনরেরা যেরূপে উচিত বোধ করেন সেইরূপে তাঁহাদের তাহা পরিবর্ত্তন বা নষ্ট করিতে পারিবার কথা।

২৪১ ধারা। ২৩৭ ধারার আদেশমত নোটিস না দিয়া ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে,

কিম্বা ২৩৮ ধারামতে অনুমতি দিতে অস্বীকার হইবার পর ঐ অনুমতি বিনা ঐ ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে;

কিম্বা ২৩৯ ধারামতে নকশা পাঠাইবার আদেশ হইলে, ঐ নকশা অনুমোদিত হইবার পূর্ব্বে, কিম্বা ঐ নকশা পাঠাইবার পর চৌদ্দ দিন অতীত হইবার পূর্ব্বে, ঐ ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে,

কিম্বা কমিশ্যনরদের অনুমতি না লইয়া ঘর গাঁথিতে আরম্ভ করা হইবে না, কমিশ্যনরেরা এইরূপ আদেশ দিলে পর, উক্ত অনুমতি না লইয়া ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে;

কিম্বা কমিশ্যনরেরা মাটাম ও ভিত্তিমূলের প্রশস্ততা নিরূপণ করিয়া দিলে, তদ্ভিন্ন অন্য মাটাম ও ভিত্তিমূল ধরিয়া ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে;

কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে এই আইনের বিধানের বিরুদ্ধে ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে,

কমিশ্যনরগণ যেরূপে উচিত বোধ করেন সেইরূপে ঐ ঘর পরিবর্ত্তন বা নষ্ট করাইতে পারিবেন।

দখল করিতে দিবার পূর্ব্বে নূতন ঘর অনুমোদিত হইবার কথা।

২৪২ ধারা। কোন নূতন ঘরের নর্দ্দমা ও পাইখানার বন্দোবস্ত তদর্থে নিযুক্ত মুনিসিপল কর্ম্মচারিরা যাবৎ পরিদর্শন করিয়া অনুমোদন না করেন, তাবৎ কমিশ্যনরগণ ঐ ঘরের স্বামিকে তথায় প্রজা বসাইতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরগণের তত্ত্বাধীনে নূতন চালা ঘর বাঁধিবার কথা।

২৪৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদিগকে নোটিস না দিলে, কোন চালা ঘর কিম্বা ঐরূপ ঘরশ্রেণী কি চালাশ্রেণী বাঁধিতে পারিবেন না ও যে ঘর ও চালা শ্রেণী আছে তাহার সংযোগে আর চালা ঘর কি চালা বাঁধিতে পারিবেন না। আর সেই২ চালা ঘর কি চালা ঠিক সারি২ করিয়া বাঁধা যায় ও বাতাস খেলিবার জন্যে ও স্থান পরিষ্কার রাখার সুবিধার জন্যে কমিশ্যনরগণ যত ওসার স্থান রাখা উচিত বোধ করেন, দুই২ সারির সম্মুখে ও মধ্যে এমত স্থান থাকে, ও যত পাইখানা ও জল বাহির হইবার যে উপায় আবশ্যক বোধ হয়, তাহার বিধান করিয়া ও জল যাহাতে উপযুক্তমতে বাহির

হাট, দোকান প্রভৃতিতে কমিশ্যনরগণের গিয়া দেখিবার এবং অস্বাস্থ্যজনকদ্রব্য বিক্রয় হইবার জন্য দেখান গেলে তাহা ধরিয়া লইবার ক্ষমতার কথা।

২৫১ ধারা। মাংস কি মুরগী প্রভৃতি কি মাছ কি শাকসবজী কি শস্য কি কটী কি ময়দা কি মদ কি শরাব কি মাখন কি ঘি কিম্বা আহারীয় কি পানীয় অন্য দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য, কি কশাইখানা বলিয়া যে হাট কি ঘর কি দোকান কি চালা প্রভৃতি স্থানের ব্যবহার হয়, কমিশ্যনরগণ কিম্বা এই কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যুক্তিমত কোন সময়ে সেই স্থানে গিয়া দেখিতে পারিবেন; ও তাহার মধ্যে আহারীয় কি পানীয় উক্ত যে দ্রব্য থাকে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। আর আহারীয় কি পানীয় পূর্ব্বোক্ত কোন দ্রব্য মনুষ্যের আহারের কি পানের নিমিত্ত রাখা হইয়াছে বলিয়া দেখা গেলে, ও আহারের কি পানের উপযুক্ত নয় বলিয়া দেখা গেলে, তাহা ধরিয়া লইতে পারিবেন।

ও কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব আহারীয় কি পানীয় উক্ত কোন দ্রব্য মনুষ্যের আহারের কি পানের অনুপযুক্ত বোধ করিলে, তাহা নষ্ট করিতে কিম্বা ঐ দ্রব্য যাহাতে বিক্রয় করণার্থে দেখান না যায় কি মনুষ্যের আহারার্থে ব্যবহার না হয়, তাহা লইয়া এমত অন্য কার্য্য করিতে আজ্ঞা দিবেন।

ইউরোপীয় ভৈষজ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের দোকান রেজিষ্টরী করিবার কথা।

২৫২ ধারা। কমিশ্যনরগণের আফিসে রেজিষ্টরী করা না গেলে ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার লিখিত ভৈষজ্য দ্রব্য যদি সামান্য গার্হস্থ্য ব্যবহারের দ্রব্য না হয় তবে তাহার খুচরা বিক্রয়ার্থ কোন দোকান বা স্থান স্থাপিতে হইবে না। যে কোন ব্যক্তি ঐরূপ দোকান বা স্থান রাখেন তিনি যদি এই ধারা প্রবল হইবার তারিখ অবধি অথবা ঐ স্থান স্থাপনের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী না করেন, তবে তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। যে ব্যক্তি ঐরূপ দোকান বা স্থান রাখেন রেজিষ্টরী করা গেলে কমিশ্যনরগণ তাঁহাকে একখান লাইসেন্স দিবেন, তিনি তাঁহার বাটীর কোন সুপ্রকাশ স্থানে তাহা দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।

সর্টিফিকেটপ্রাপ্ত ভৈষজ্য দ্রব্যাদি বিতরকদের কথা।

এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধিমতে পশ্চাদুক্ত কর্ম্মের ভার পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া নিয়মিতরূপে সর্টিফিকেট না পাইলে কেহই উক্তরূপ কোন রেজিষ্টরী করা দোকানে বা স্থানে কোন ভৈষজ্য দ্রব্য সংযুক্ত, মিশ্রিত, প্রস্তুত, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে সেই মর্ম্মের জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার পর ছয় মাস অতীত না হইলে এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের বিধান কার্য্যকর হইবে না।

ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় গ্রাহ্য হউক বা না হউক, এতদ্দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের ব্যবহৃত ভৈষজ্য দ্রব্য, উক্ত ফার্ম্মাকোপিয়ায় গ্রাহ্য ভৈষজ্য দ্রব্য যে দোকানে বা স্থানে ব্যবস্থাপত্রক্রমে প্রস্তুত হয় যদি তদ্রূপ কোন দোকানে বা স্থানে বিক্রীত না হয়, তবে উক্ত ভৈষজ্য দ্রব্য বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে বলিয়া অর্থ করা যাইবে না।

ভৈষজ্য দ্রব্য দেখিবার কথা।

২৫৩ ধারা। ভৈষজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য যে স্থান রাখা হয়, কিম্বা যে স্থানে ভৈষজ্য দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে, কমিশ্যনরগণ কিম্বা এতৎপক্ষে তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যুক্তিমত কোন সময়ে সেই স্থানে গিয়া দেখিতে পারিবেন; ও সেই স্থানে যে ভৈষজ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, অন্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশাইয়া কিম্বা কালের বা জলবায়ুর গুণে শক্তিহীন ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া বা প্রকারান্তরে অপকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার গুণ কমিয়া গিয়াছে কি তাহার ফল পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিম্বা তাহা অস্বাস্থ্যজনক হইয়াছে, তাঁহারা এমত সন্দেহ করিবার কারণ দেখিলে যে প্রকারের যে পরিমাণের দ্রব্য ও তাহার ন্যূনাধিক যে মূল্য হয় এই কথা সর্ব্বলিত রসীদ দিয়া ঐ দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিবেন। আর পূর্ব্বোক্তমতে যে দ্রব্য লইয়া যাওয়া যায় তাহা উক্তপ্রকারে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশান হইয়াছে কিম্বা শক্তিহীন, অস্বাস্থ্যকর বা অপকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ দ্রব্য নষ্ট করিবার কিম্বা সেই দ্রব্য লইয়া যাহা করা উচিত বোধ করেন তাহা করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ঐ দ্রব্য মিশ্রিত না হইলে হানিপূরণের কথা।

উক্তরূপে যে ভৈষজ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া গেল তাহা পূর্ব্বোক্তমতে মিশ্রিত নয়, কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে শক্তিহীন, অস্বাস্থ্যকর বা অপকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হয় নাই, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের এমত বোধ হইলে, যাঁহার দোকান কি স্থান হইতে ঐ দ্রব্য লইয়া যাওয়া গিয়াছে, তাঁহার সেই দ্রব্য ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে, ও তাঁহার যথার্থই যত হানি হইয়াছে তাহার অনধিক যত টাকাতে ঐ ব্যক্তির হানিপূরণ হইতে পারে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে তাঁহার তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্তমতে যে ভৈষজ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া গেল, তাহা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না গেলে, যাঁহার দোকান কি স্থান হইতে বাহির করিয়া লওয়া গেল তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে; ও সেই দ্রব্য লইয়া যাওয়াতে তাঁহার যথার্থত যত হানি হইয়া থাকে, তাঁহার সেই হানিপূরণ পাইবার অধিকার থাকিবে।

কবরস্থানের ও শ্মশানের কথা।

যেং কবরস্থান ও শ্মশান আছে তাহা রেজিষ্টরী করিতে হইবার কথা।

২৫৪ ধারা। কবর স্থান কি শবদাহ করিবার স্থান বলিয়া যেং স্থানের ব্যবহার হইয়া থাকে, ২২২ ধারার বিধানমতে এই ধারা ও ইহার পশ্চাৎ ছয়টি ধারা প্রচলিত করা যাইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে, কমিশ্যনরদের আফিসে সেইং স্থানের

স্বামিদের সেই২ স্থান রেজিষ্টরী করিতে হইবে, কিন্তু রেজিষ্টরী করিবার কোন ফী লওয়া যাইবে না।

২৫৫ ধারা। কমিশ্যনরদের অনুমতি কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা না পাইলে সাধারণ কিম্বা ব্যক্তিবিশেষের কবর স্থান কি শবদাহ করিবার স্থান করিতে কি নিরূপণ করিতে হইবে না, কিম্বা অব্যবহৃত হইয়া গেলে পর তদ্রূপে পুনশ্চ ব্যবহৃত হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা নূতন বা অব্যবহৃত কবরস্থান কি শ্মশান ব্যবহার না করিতে পারিবার কথা।

২৫৬ ধারা। যাঁহারা টাক্স দিয়া থাকেন সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের কোন কবরস্থানের কি শ্মশানের দ্বারা তাঁহাদের কি তন্নিকট নিবাসিদের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন কি কষ্ট হইতে পারে, এবং অদূর স্থানে কবর দিবার কিম্বা শবদাহ করিবার উপযুক্ত অন্য স্থান আছে, ও মুনিসিপালিটীর অধিবাসিদের জন্যে তাহা পাওয়া যাইতে পারে, সভাগত কমিশ্যনরেরা ইহা জানিতে পাইলে, সেই কবরস্থান কি শ্মশান বন্ধ করণ বিষয়ে আপনাদের অভিপ্রায়ের প্রকাশ্য নোটিস দিয়া, ঐ নোটিস প্রকাশ করণাবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে আপত্তি উপস্থিত করা গেলে তাহা বিবেচনা করিবেন। ঐ আপত্তি বিবেচনা করিলে পর তাঁহারা ঐ ভূমির কোন প্রকাশ্য স্থানে জ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া ঐ কবরস্থান কি শ্মশান বন্ধ করিবার দুই মাসের অন্যূন কোন সময় নিরূপণ করিতে পারিবেন।

কোন২ কবরস্থান কি শ্মশান কমিশ্যনরদের বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

এই ধারামতে শবদাহ করিবার স্থান বন্ধ হইলে যদি কোন ঘর ঐ স্থানের সংলগ্ন ও উহার সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে ঐ ঘরের স্বামী প্রার্থনা করিলে কমিশ্যনরেরা তাহার উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঐ ঘর লইবেন।

২৫৭ ধারা। ২৫৪ ধারার লিখিত তিন মাস গত হইলে পর কমিশ্যনরদের রেজিষ্টরী বহীতে খোলা কবরস্থান কি শ্মশান বলিয়া যে স্থান লেখা না থাকে সেই স্থানে শব কবর দিতে কি দাহ করিতে হইবে না। কিন্তু কমিশ্যনরেরা অন্য স্থানে শব কবর দিবার কি দাহ করিবার বিশেষ অনুমতি দিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী না করা ভূমিতে কবর দিতে কি শবদাহ করিতে নিষেধের কথা।

২৫৮ ধারা। কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্যূন চব্বিশ ঘণ্টাকাল অতীত হইলে পর কমিশ্যনরেরা মৃত দেহ দাহ করাইতে বা কবর দেওয়াইতে পারিবেন, এবং ঐরূপ কার্য্য করিতে যে খরচ হয়, তাহা উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে পাওনা ঋণের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে। ঐরূপ স্থলে যত দূর সম্ভব হয়, মৃত ব্যক্তির ধর্ম্মমতানুসারে ঐ শব লইয়া কার্য্য করা যাইবে।

মৃত ব্যক্তির ধর্ম্মমতানুসারে কমিশ্যনরদের শব দাহ করিবার বা কবর দেওয়াইবার ক্ষমতার কথা।

২৫৯ ধারা। সভাগত কমিশ্যনরগণ সময়ে২ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে খরচ লইয়া কবর দিবার কি শব দাহ করিবার উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন এবং সেই কবরস্থানে বা শ্মশানে যে প্রত্যেক শব কবর দেওয়া বা দাহ করা যায় তাহার উপর দুই টাকার অনধিক ফী ধার্য্য করিতে পারিবেন।

কবরস্থান কি শ্মশানের জন্যে কমিশ্যনরগণের ভূমি নিরূপণ করিয়া দিবার কথা।

২৬০ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া সময়ে২ মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে বিনা খরচে দরিদ্র লোকদের শব কবর দিবার কি দাহ করিবার বিধান করিতে পারিবেন।

দরিদ্র লোকদের বিনা খরচে কবর দিবার জন্য কমিশ্যনরদের বিধান করিতে পারিবার কথা।

দুর্গন্ধ ও আশঙ্কাজনক কোন২ ব্যবসায়ের কি কারখানার কথা।

২৬১ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া যে সীমা নিরূপণ করেন সেই সীমার মধ্যে কমিশ্যনরদের লাইসেন্স বিনা নিম্নলিখিতরূপে কোন স্থানের ব্যবহার করিতে হইবে না। ঐ লাইসেন্স বৎসর২ নূতন করিয়া লইতে হইবে:—

কমিশ্যনরদের নিরূপিত সীমার মধ্যে লাইসেন্স বিনা দুর্গন্ধজনক ও আশঙ্কাজনক কোন২ ব্যবসায় চালান না করিবার কথা।

চর্ব্বি গলাইবার,
উচ্ছিষ্ট মাংস কি রক্ত পাক করিবার,

পশুর চামড়া ছাড়াইয়া কি নাড়ীভুঁড়ী বাহির করিয়া লইবার নিমিত্ত,

সাবান প্রস্তুত কি তৈল পাক করিবার কি কাপড় রঙ্গ করিবার ঘরস্বরূপ;

চর্ম্ম পাকাইবার কারখানা কিম্বা মদ্যভাটীখানা কি ইটের পাঁজা কি কুমোর কি টালির পোয়ান কি চূণের ভাটিস্বরূপ;

অন্য যে কারখানা কি কর্ম্মের স্থান হইতে দুর্গন্ধ কি অস্বাস্থ্যজনক গন্ধ নির্গত হয় এমত কারখানা কি কর্ম্মের স্থানস্বরূপ,

শুষ্ক ঘাসের কি বিচালির কি কাঠের কি খড়ের কি পাটের কিম্বা সঙ্কটজনকভাবে আশুজ্বলনীয় অন্য দ্রব্যের ব্যবসায়ার্থ স্থান কি গোলাস্বরূপ;

কেরোসিন তৈল কি পিট্রোলিয়ম কি ন্যাফথা কি আশুজ্বলনীয় অন্য তৈল কি সুরার গুদামস্বরূপ;

মাংস বিক্রয়ের দোকানস্বরূপ;
কিম্বা বাসাঘর বা সরাইস্বরূপ।

উক্ত যে ব্যবসাদি স্থাপন করিবার কি চালাইবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা প্রতিবাসিদের কিম্বা তন্নিকট স্থানে নিয়ত যাতায়াতকারিদের কষ্টকর কি আশঙ্কাজনক, কমিশ্যনরদের এমত জ্ঞান করিবার কারণ না থাকিলে, তাঁহারা ঐ লাইসেন্স দিতে অসম্মত হইবেন না।

নালায় কি নর্দ্দমায় কিম্বা তৎসংযুক্ত কোন নর্দ্দমায় ট বা জঞ্জাল বা মল বা দুর্গন্ধ দ্রব্য ফেলিলে বা রাখিলে, কিম্বা চাকরদিগকে ফেলিতে বা রাখিতে দিলে; কিম্বা

নর্দ্দমা প্রভৃতির জল কোন রাস্তায় গড়াইতে দিবার কথা।

(২) আপনার কিম্বা আপন ভূমিগত কোন নর্দ্দমার বা মলনালার বা গলিজকুণ্ডের জল বা অন্য দুর্গন্ধ দ্রব্য কোন পথে গড়াইতে বা পড়িতে বা ফেলিতে বা রাখিতে দিলে, কিম্বা অন্যের দ্বারা পথের ধারের কোন খোলা নর্দ্দমায় কোন দুর্গন্ধদ্রব্য গড়াইতে বা পড়িতে বা ফেলিতে দিলে বা তাহার কারণ হইলে; কিম্বা

২৩০ ও ২৩১ ধারার বিরুদ্ধে পাইখানা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কথা।

(৩) ২৩০ বা ২৩১ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে মল মূত্র ত্যাগ করিবার স্থান কিম্বা মূত্রাগার বা গলিজকুণ্ড বা ঘরের নর্দ্দমা বা পাইখানা প্রস্তুত করিলে; কিম্বা

গর্ত্ত প্রভৃতি করিবার কথা।

(৪) কমিশ্যনরদের লিখিত অনুমতি না লইয়া ২৩১ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে কোন থানা কি গলিজকুণ্ড কি পুকুর কি গর্ত্ত খুঁড়িলে বা করিলে কিম্বা খোঁড়াইলে বা করাইলে কিম্বা খুঁড়িতে বা করিতে দিলে;

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঁচিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২২৫, ২৩০ ও ২৩১ ধারামত আদেশপত্র অমান্য করিবার কথা।

২৭১ ধারা। কমিশ্যনরেরা ২২৫ কিম্বা ২৩০ বা ২৩১ ধারার বিধানমত আদেশপত্র দিলে, মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন, তাঁহার ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত পঁচিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং ঐ আদেশপত্র তাঁহার উপর জারী হইবার পর যত দিন ত্রুটি করিতে থাকেন, দিনপ্রতি তাঁহার আর পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৭২ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটীর মধ্যে,

সরকারী মলনালায় জলাদি পড়িবার নর্দ্দমা পরিবর্ত্তন প্রভৃতি করিবার কথা।

(১) এই আইনের দ্বারা কমিশ্যনরদের প্রতি যে মলনালা কি নর্দ্দমা অর্পণ করা গেল কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের লিখিত অনুমতি পূর্ব্বে না লইয়া তন্মধ্যে জলাদি পড়িবার কোন নর্দ্দমা নির্ম্মাণ করিলে বা করাইলে, কিম্বা পরিবর্ত্তন করিলে বা করাইলে; কিম্বা

কমিশ্যনরদের আজ্ঞার বিপরীতে নর্দ্দমা করিবার কথা।

(২) কমিশ্যনরদের আজ্ঞার ও বিধানের বিপরীতে কিম্বা এই আইনের বিধানের বিপরীতে কোন শাখা নর্দ্দমা কি পাইখানা কি গলিজকুণ্ড করিলে; কিম্বা কমিশ্যনরেরা যে নর্দ্দমা কি পাইখানা কি গলিজকুণ্ড নষ্ট কি বন্ধ করিতে কি প্রস্তুত না করিতে আজ্ঞা করিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অনুমতি বিনা তাহা নির্ম্মাণ করিলে কি পুনরায় গাঁথিয়া দিলে কি খুলিয়া দিলে;

ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৭৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মুনিসিপালিটীর মধ্যে,

২৩৫, ২৪১, ২৪২ ধারামত অপরাধের কথা।

(১) ২৩৫ বা ২৪১ ধারার বিধানের বিপরীতে কোন ঘর গাঁথিতে কি ভাঙ্গিতে কি পরিবর্ত্তন করিতে কি সারাইয়া দিতে আরম্ভ করিলে, কিম্বা ২৪২ ধারার বিধানের বিপরীতে প্রজার দখলে কোন ঘর দিলে, কিম্বা লিখিত অনুমতি না পাইয়া তক্তার কি অন্য প্রকারের বেড়া কি ভারা বাঁধিলে, কিম্বা অনুমতি পাইয়াও তক্তার কি অন্য প্রকারের সেই বেড়া না দিলে কিম্বা খাড়া না উপযুক্ত অবস্থায় না রাখিলে, কিম্বা তক্তার কি অন্য প্রকারের সেই বেড়া যতদিন থাকে, ততদিন রাত্রিতে তথায় উপযুক্তমতে আলো দিয়া না রাখিলে, কিম্বা কমিশ্যনরদের স্থানে তাহা উঠাইয়া ফেলিবার আজ্ঞা পাইলে, আট দিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া না ফেলিলে; কিম্বা

২৬১ ও ২৬৩ ধারামত অপরাধের কথা।

(২) ২৬১ বা ২৬৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্যের নিমিত্ত লাইসেন্স বিনা কোন স্থান ব্যবহার করিলে; কিম্বা

২৬১ ও ২৬৩ ধারামত অপরাধের কথা।

(৩) ২৬১ বা ২৬৩ ধারামতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি হইয়া ঐ লাইসেন্সের নিয়ম ভঙ্গ করিলে; কিম্বা

২৬৪ ধারামত অপরাধের কথা।

(৪) ২৬৪ ধারামতে আজ্ঞা দেওয়া গেলে পর ঐ আজ্ঞার বিপরীতে দশটার অধিক ঘোড়া বা গবাদি রাখিলে;

২৬৫ ধারামত অপরাধের কথা।

(৫) ২৬৫ ধারার বিধানের বিপরীতে কোন শূকরের খোঁয়াড় কিম্বা শূকর বা মেষ বা ছাগল রাখিলে,

ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; এবং তাঁহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইবার পর যত দিন অপরাধ হইতে থাকে, দিন প্রতি তাঁহার আর দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যাহা রেজিষ্টরী করা হয় নাই এরূপ ভূমিতে শব কবর দিবার বা দাহ করিবার কথা।

২৭৪ ধারা। কবরস্থান বা শ্মশান বলিয়া যে ভূমি রেজিষ্টরী করা হয় নাই, ২৫৭ ধারার লিখিত সময় গত হইলে পর মুনিসিপালিটীর মধ্যে কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া সেই ভূমিতে শব কবর দিলে বা দাহ করিলে কিম্বা কবর দেওয়াইলে কি দাহ করাইলে, কিম্বা কবর দিবার বা দাহ করিবার প্রবৃত্তি দিলে, কিম্বা অন্যকে কবর দিতে কি দাহ করিতে দিলে, তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৫২ ধারামত অপরাধের কথা।

২৭৫ ধারা। ২৫২ ধারায় যে প্রকারের স্থানের কথা আছে, মুনিসিপালিটীর মধ্যে কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরী না করাইয়া সেই স্থানের ব্যবহার করিলে, তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং তাঁহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর

আর যত দিন ঐ অপরাধ করিতে থাকেন, দিন প্রতি তাঁহার আর বিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যাহার সর্টিফিকেট নাই এরূপ কোন ব্যক্তির ঔষধাদি দ্রব্য বিক্রয় করিবার কথা।

২৭৬ ধারার। মুনিসিপালিটীর মধ্যে কোন ব্যক্তি ২১২ ধারা (১) প্রকরণের লিখিত সর্টিফিকেটধারী না হইয়া কোন রেজিষ্টরী করা দোকানে বা স্থানে কোন ঔষধাদিদ্রব্য সংযুক্ত, মিশ্রিত, প্রস্তুত বা বিক্রয় করিলে, যদি মাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ নির্ণয় হয় তবে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; এবং উক্তরূপ কোন দোকানের বা স্থানের স্বামী বা দখীলকার বা রক্ষক যাহার ঐ প্রকার সর্টিফিকেট নাই, এরূপ কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ এক বা অধিক কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিলে, যদি মাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে তাঁহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও তদতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে তাঁহার লাইসেন্স রহিত হইতে পারিবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে সেই মর্ম্মের জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার পর ছয় মাস অতীত না হইলে এই ধারার বিধান কার্য্যকর হইবে না।

২০২ ধারামত নোটিস অমান্য করিবার কথা।

২৭৭ ধারা। ২০২ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরেরা যে নোটিস দেন, তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলে পর মুনিসিপালিটীর মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট স্থান প্রতিবাসিদের আনিষ্টজনক ভাবে ব্যবহার করিলে কি করিবার অনুমতি দিলে, তাঁহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, ও তাঁহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যতদিন অপরাধ হইতে থাকে, দিনপ্রতি তাঁহার আর চল্লিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

লাইসেন্স অর্পিত প্রাপ্তি বা কি রহিত করিবার কথা।

২৭৮ ধারা। যে কার্য্যের নিমিত্ত লাইসেন্স লইবার আদেশ থাকে, সেই কার্য্যের নিমিত্ত এই আইনে কোন স্থানের ব্যবহার বিষয়ে যে বিধান হইল, কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন ব্যক্তির সেই বিধান লঙ্ঘনকরণ অপরাধ কিম্বা এই আইনমতে তদ্বিষয়ের কোন উপবিধি না মানিবার অপরাধ নির্ণয় হইলে, এই আইনমতে ঐ ব্যক্তির যত অর্থদণ্ড ধার্য্য হইতে পারে, ঐ মাজিষ্ট্রেট তদতিরিক্ত দুই মাসের অনধিক কোন কালের নিমিত্ত তাহার উক্ত কোন লাইসেন্স স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

এবং ঐ ব্যক্তির দ্বিতীয়বার কিম্বা তাহার পর আর কোন সময়ে তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয় হইলে কমিশ্যনরেরা তাহার লাইসেন্স রহিত করিতে পারিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জল যোগাইবার বিধি।

জলের রেট বসাইবার কথা।

২৭৯ ধারা। কোন মুনিসিপালিটিতে এই পরিচ্ছেদের বিধান ২২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রচলিত করা গেলে, কমিশ্যনরেরা যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর বাৎসরিক জলের রেট বসাইতে পারিবেন। যে রাস্তায় জল যোগাইয়া দেওয়া যায়, তথায় ঘর ও ভূমি থাকিলে, ঐ রেট শতকরা ছয় টাকার অধিক হইবে না; এবং যে রাস্তায় জল যোগাইয়া দেওয়া না যায়, তথায় ঘর ও ভূমি থাকিলে, ঐ রেট শতকরা ৫৲ টাকার অধিক হইবে না।

যোতের দখীলকারেরা অগ্রিম ত্রৈমাসিক কিস্তিক্রমে ঐ জলের রেট দিবেন।

মূল্য নিরূপণ ও জলের রেট নির্দ্ধারণ ও আদায় করণের কথা।

২৮০ ধারা। এই আইনের ৪র্থ পরিচ্ছেদের বিধানমতে যোতের উপর রেট বসাইবার নিমিত্ত কমিশ্যনরেরা যে মূল্য নিরূপণ করেন, তাহাই যোতের বার্ষিক মূল্য হইবে; অথবা যোতের উপর এরূপ রেট বসান না গেলে, ঐ পরিচ্ছেদের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে বার্ষিক মূল্য স্থির করিয়া নিরূপণ করিতে হইবে। আর ৯৬ অবধি ১০৯ পর্য্যন্ত এবং ১১২ অবধি ১৩০ পর্য্যন্ত ধারার বিধান, যত দূর এই পরিচ্ছেদের বিধানের সঙ্গত অসঙ্গত না হয়, তত দূর আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহকারে জলের রেট নির্দ্ধারণ ও আদায় সম্বন্ধে খাটিবে।

প্রজা জলের রেট দিলে, স্বামীর স্থানে তাহার চতুর্থাংশ ভাড়া হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

২৮১ ধারা। ঘরের কি ভূমির উপর জলের রেট ধার্য্য হইলে ঐ রেট যে ব্যক্তির স্থানে আদায় করা গেল কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ রেট দিলেন তিনি ঐ ঘরের কি ভূমির স্বামী না হইলে, এরূপে যে জলের রেট আদায় হয় বা দেওয়া যায়, তাহার চতুর্থাংশ ঐ স্বামীর স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন, এবং স্বামির নিকট তাঁহার যে ভাড়া দেনা থাকে তাহা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন।

ঘর খালী থাকিলে জলের রেটের চতুর্থাংশ স্বামীর দিবার কথা।

২৮২ ধারা। কোন ঘর কি ভূমি যদি পূর্ণ তিন মাস খালী থাকে, তবে সেই ঘরের কি জমীর প্রজা থাকিলে তাঁহার যত টাকা জলের রেট দিতে হইত, কমিশ্যনরদিগকে ঐ ঘরের কি ভূমির স্বামির সেই রেটের চতুর্থাংশ দিতে হইবে।

এই ধারামতে স্বামির যে টাকা দেয় হয়, পূর্ব্ব তিন মাসের জন্যে পর তিন মাসের প্রথম তারিখে সেই টাকা দেয় হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ঘর খালী হইলে জলের রেট ফিরিয়া দিবার কথা।

২৮৩ ধারা। কোন ঘরের কি জমীর উপলক্ষে জলের রেটের কোন ত্রৈমাসিক কিস্তি দেওয়া গেলে পর, যে তিন মাসের কিস্তি দেওয়া গেল সেই তিন মাসের মধ্যে প্রজা উঠিয়া যাওয়াতে যদি ঘর কি জমী খালী থাকে, তবে পূরা তিন মাসের যত দিন বাকী থাকে ততদিনের নিমিত্তে কমিশ্যনরগণের স্থানে তাঁহার ঐ জলের রেটের চারি অংশের তিন অংশ ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে ঐ ঘর বা জমী খালী হইবার নোটিস লিখিয়া কমিশ্যনরদিগকে দেওয়া হয়, এবং ঘর বা জমী খালী হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করা হয়।

ঐ নোটিস যে তারিখে কমিশ্যনরদের আফিসে দেওয়া যায়, এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই তারিখ অবধি ঘর বা জমী খালী হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ঘরে পুনরায় প্রজা আইলে জলের রেট দিতে হইবার কথা।

২৮৪ ধারা। ঘর কি ভূমি খালী হইলে পর কোন তিন মাসের মধ্যে প্রজা আইলে, ঐ তিন মাসের যত কাল ঐ ঘর বা ভূমি খালী ছিল সেই কালের জন্য উক্ত ঘর বা ভূমি সম্বন্ধে উহা পুরা তিন মাস প্রজার দখলে থাকিলে যে জলের রেট দিতে হইত, তাহার চতুর্থাংশ হিসাবে টাকা ও অবশিষ্ট কালের জন্য পুরা রেট প্রজার তৎক্ষণাৎ দেনা হইবে।

উক্ত ঘর বা ভূমি পুরা তিন মাস প্রজার দখলে থাকিলে জলের যে রেট দিতে হইত, তাহার চতুর্থাংশ উক্ত প্রজা ভাড়া হইতে কাটিয়া লইতে পারিবে, কিম্বা প্রকারান্তরে স্বামির স্থানে আদায় করিতে পারিবে।

নানা প্রজাকে কোন ব্যক্তি পেটাও পাট্টা দিলে সেই ব্যক্তিরেই প্রজা জ্ঞান করিবার কথা।

২৮৫ ধারা। যে ব্যক্তি স্বামির স্থানে ঘর বা ভূমি ভাড়া করিয়া লন, তিনি ঐ ঘর কিম্বা ভূমি দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে পৃথক২ রূপে ভাড়া দিলে, যে ব্যক্তি স্বামির স্থানে লন তাঁহাকে এই পরিচ্ছেদের কার্য্যপক্ষে ঐ ভূমির প্রজা বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অন্য কোন২ স্থলে স্বামির জলের রেট দিতে হইবার কথা।

২৮৬ ধারা। ৩১২, ৩১৩ ও ৩১৪ ধারার বিধান এই পরিচ্ছেদ সম্পর্কে খাটিবে, কিন্তু এই উপবিধান না থাকিলে স্বামী উক্ত কএক ধারমতে জলের যে রেট আদায় করিতে পারিতেন, কোন দখীলকার প্রজার স্থানে তাহার চারি ভাগের তিন ভাগের অধিক আদায় করিতে পারিবেন না।

কমিশ্যনরগণের জল যোগাইয়া দিবার কথা।

২৮৭ ধারা। যে কোন মুনিসিপালিটীতে এই পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করা যায়, সেই মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে কমিশ্যনরগণ জল যোগাইয়া দিবার বিধান করিবেন। তদর্থে প্রধান২ সকল রাস্তার জল যোগাইবার নিমিত্ত বড় ছোট যত নল ও যত পুষ্করিণী ও জলাশয় কিম্বা অন্য যে কার্য্য করা আবশ্যক, তাহা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন; ও যত কল থাকিলে নগরবাসিরা গৃহকার্য্যের নিমিত্তে সুবিধামতে জল পাইতে পারেন উক্ত রাস্তায়২ তত দাঁড়া কল স্থাপন করিয়া দিবেন।

যাহা গৃহকার্য্য নহে এমত কার্য্যে জল দিবার কথা।

২৮৮ ধারা। কোন ব্যক্তি ঘোড়া প্রভৃতি কোন জন্তু কি গাড়ী বিক্রয় করিবার কি ভাড়া দিবার জন্যে রাখিলে সেই জন্তুর নিমিত্ত কি গাড়ী ধুইবার নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, কিম্বা কোন ব্যবসায়ের কি কারখানার কি কর্ম্মের কিম্বা বাগানে কি পথে ছিটাইয়া দিবার নিমিত্ত কিম্বা কোন প্রকারের শোভা কি কলের নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, তাহা গৃহকার্য্যের জলসম্পোষের মধ্যে ধরা যাইবে না।

জলের যত বেগ রাখিতে হইবে তাহার কথা।

২৮৯ ধারা। ব্যবহার করিবার ছোট২ ও বড়২ নলে কিরূপ চাপ দিয়া জল রাখিতে হইবে ও কোন্২ ঘণ্টায় ঐরূপ চাপ থাকিবে, ইহা সভাগত কমিশ্যনরগণ নিরূপণ করিবেন; এবং এই ধারামতে যে কোন বিধি করা যায়, তাহা কমিশ্যনরগণ যেরূপ আদেশ করেন, তদনুসারে প্রকাশ করা যাইবে; ও সভাগত কমিশ্যনরগণের অনুমতি বিনা তাহা পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

জলের নল যত বড় হইবে তাহার কথা ও যুদ্ধের খরচে তাহা করিতে হইবার কথা।

২৯০ ধারা। সভাগত কমিশ্যনরেরা মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত ঘর সমূহে জল যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করিলে, ইহার পূর্ব্বে জলের যে রেটের কথা লেখা গেল, কোন ব্যক্তি সেই রেট দিলে তাঁহার গৃহকার্য্যের নিমিত্তে সচরাচর যত জলের প্রয়োজন, কমিশ্যনরগণের জলের নলের সঙ্গে নল যোজনা করাইয়া তাঁহার ঘরে কি ভূমিতে তত জল আনাইবার অধিকার থাকিবে।

কিন্তু ঐ ঘর কি ভূমি যত দিন খালী থাকে, কমিশ্যনরগণ তত দিন তাহার জলসম্পোষ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

যে নল যোজনা করা গিয়া থাকে, ও তাহার সঙ্গে ঘরের মধ্যে নল প্রভৃতি যে২ বিষয় সংযুক্ত থাকে তাহা যে প্রকারের ও যত বড় ও যে দ্রব্যে নির্ম্মিত হইবে কমিশ্যনরগণ তাহা স্থির ও অনুমোদন করিবেন; ও যে ব্যক্তি চাহেন তাঁহারই খরচে তাহা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইবে।

ঘরে জল আনাইবার নলাদি কমিশ্যনরগণের কারকারকদের দ্বারা ও সন্তোষমতে করিতে হইবার কথা।

২৯১ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল আনাইবার জন্যে কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে যে নল সংযোগ করিয়া দেওয়া যায় ও অন্য যে সাজসরঞ্জাম থাকে এবং ঘরের কি ভূমির মধ্যে যে নল ও কল ও সাজসরঞ্জাম থাকে তাহা সর্ব্বদাই কমিশ্যনরগণের তত্ত্বাবধানে ও সন্তোষমতে করা যাইবে।

যিনি জল পাইতে চাহেন তিনি কমিশ্যনরগণের সঙ্গে নিয়ম করিলে, সেই নিয়মানুসারে, কিম্বা কমিশ্যনরগণ যত খরচ নির্দ্ধার্য্য করেন তদনুসারে কমিশ্যনরগণের চাকরেরা ও কর্ম্মকারকেরা ঐ নল সংযোগ করাইয়া ও তৎসংক্রান্ত অন্য২ কার্য্য ও সাজসরঞ্জাম করাইয়া দিতে পারিবেন; ও সেই কার্য্য করিবার জন্যে যত টাকা আবশ্যক হয় কমিশ্যনরগণ ঐ কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে তত টাকা দিবার কি গচ্ছিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

জলের রেট যে প্রকারে আদায় হইতে পারে, ঐ খরচখরচার টাকাও সেই প্রকারে আদায় হইতে পারিবে।

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৯২ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার মধ্যে জল যোগাইবার সকল নল ও অন্যান্য কল ও সাজসরঞ্জাম দেখিবার নিমিত্ত, ও অকারণে জল নষ্ট না হয় কিম্বা তাহার অযথা ব্যবহার না হয় ইহা দেখিয়া

লইবার জন্যে, কমিশ্যনরগণ যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘন্টার ও অপরাহ্ণ ৫ ঘন্টার মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘরে কি ভূমিতে যাইতে পারিবেন।

আর উক্ত সময়ে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ কার্য্যকারককে সেই ঘরে কি ভূমিতে যাইবার অনুমতি না দেওয়া গেলে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাঁহার সেই বিষয় দেখিয়া লইবার বাধা দেওয়া গেলে, কমিশ্যনরেরা তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন কথাদ্বারা কোন অন্তঃপুরে কি স্ত্রীলোকদের থাকিবার যে ঘর দেশাচারমতে গোপনীয় স্থান হইয়া থাকে অন্যূন চারি ঘন্টা থাকিতে নোটিস না দিয়া তন্মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল না।

নল বেমেরামত হইলে কমিশ্যনরগণের জল বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

২৯৩ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার যে নল কি অন্য কল কি সাজসরঞ্জাম থাকে কমিশ্যনরদের কোন কার্য্যকারক এতৎপক্ষে ক্ষমতা পাইয়া কোন সময়ে সেই নল কি অন্য কল কি সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করিয়া তাহা এত দূর বেমেরামত হইয়াছে যে জল বৃথাই নষ্ট হয় ইহা জানিতে পাইলে, কমিশ্যনরগণ অন্যূন চব্বিশ ঘন্টা থাকিতে নোটিস লিখিয়া দিয়া ঐ ঘর কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন ও বন্ধ করিয়া দিবার খরচ ঐ ঘরের কি ভূমির প্রজার স্থানে লইতে পারিবেন।

ব্যবসায়ের নিমিত্ত জল যোগাইবার কথা।

২৯৪ ধারা। ঘরের পানীয় কর্ম্মের নিমিত্ত যত জলের প্রয়োজন, তাহা ছাড়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত তাহারা জল পরিমাপক যন্ত্রদ্বারা জল যোগাইয়া দিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া খরচা ও রেট স্থির করিয়া যত বড় ও যে২ প্রকারের নল প্রভৃতি অনুমোদন করেন, সেই২ প্রকারের তত বড় নলপ্রভৃতি বসাইবেন কি বসাইতে দিবেন।

গৃহকার্য্যের নিমিত্ত গৃহস্থের কিয়ৎপরিমাণ জল পাইবার অধিকারের কথা।

২৯৫ ধারা। ঘরের প্রজা ঐ ঘরের জন্য জলের রেট বলিয়া কমিশ্যনরগণকে যত টাকা দিয়া থাকেন, তাহার টাকা প্রতি তাঁহাকে আর খরচ বিনা গৃহকার্য্যের নিমিত্ত যে পরিমাণে জল যোগাইয়া দেওয়া যাইবে ইহা কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া স্থির করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্তমতে গৃহস্থের যত জল পাইবার অধিকার থাকে তিনি তাহার অধিক খরচ করিয়া থাকেন কমিশ্যনরগণের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহারা আপনাদের খরচে জলপরিমাপক যন্ত্র যোগাইয়া ঐ ঘরসংযুক্ত জলের নলে তাহা যোজনা করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তমতে প্রজার যত জল পাইবার অধিকার থাকে, তাহার অতিরিক্ত যত জল খরচ করেন তজ্জন্য কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া যে হার স্থির করেন সেই হারে টাকা দিতে হইবে।

পাইখানার জন্যে কমিশ্যনরগণের পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবার কথা।

২৯৬ ধারা। কমিশ্যনরগণ সকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে স্বেচ্ছামতে পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবেন; এবং তাঁহারা আদেশ করিতে পারিবেন যে, যে সকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দেওয়া যায় তথায় জলাধার দিতে হইবে। সেই আধার কত বড় ও কি প্রকারের হইবে, কমিশ্যনরগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায় তাহার স্বামির খরচে ঐ সকল জলাধার দিতে হইবে।

রেট দিবার ত্রুটি হইলে জল বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

২৯৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত জলের রেট যে২ সময়ে দেওয়া উচিত, কোন ব্যক্তি জল পাইলেও উক্ত কোন সময়ে ঐ রেট দিতে, কিম্বা গৃহকার্য্য ছাড়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত জল যোগাইয়া দেওয়া গেলে তাহার জন্যে খরচার দাওয়া হইলে পর তাহা দিতে ত্রুটি করিলে, যে ঘরের কি ভূমির নিমিত্ত ঐ রেট কি দাবির টাকা দেনা হয়, কমিশ্যনরগণ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তির স্থানে জল বন্ধ করিবার খরচ লইতে পারিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ড কি দায় বর্ত্তিলে, ঐ জলসম্পোষ্য বন্ধ হওয়াতেই তিনি সেই দণ্ড কি দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

যে প্রকারে ঘরে জল নষ্ট হয় তাহার দণ্ড হইতে পারিবার কথা।

২৯৮ ধারা। এই পরিচ্ছেদমতে কমিশ্যনরগণ কোন ঘরের কি ভূমির জল যোগাইয়া দিলে পর, দখীলকার বা প্রজার শৈথিল্য হেতুক কিম্বা অন্য যে ভাবগতিকের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে এমত ভাবগতিক হেতুক জল নষ্ট হইলে, কিম্বা যে নল কি কল কি সাজসরঞ্জাম দ্বারা ঐ ঘরের কি ভূমির জলসম্পোষ্য হয় তাহা এত দূর বেমেরামত হইয়াছে যে জল নষ্ট হইয়া থাকে ইহা জানা গেলে, তাঁহার ২০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি জল নষ্ট করিলে তাহার দণ্ড হইতে পারিবার কথা।

২৯৯ ধারা। কমিশ্যনরগণ যে জল যোগাইয়া দেন কোন ব্যক্তি প্রকারান্তরে সেই জল নষ্ট করাইলে তাহার পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

নগরের বাহিরে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদিগকেও কমিশ্যনরগণের বিবেচনামতে জল লইতে অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

৩০০ ধারা। কোন ব্যক্তি মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে বাস না করিলেও, কমিশ্যনরগণ ইচ্ছা করিলে কোন সভায় তাঁহার গৃহকার্য্যের নিমিত্ত সময়ে২ জল দিবার যে২ নিয়ম নির্দ্দেশ করেন সেই২ নিয়মানুসারে ঐ ব্যক্তির জল লইবার কিম্বা তাঁহার জল যোগাইয়া দেওয়ার অনুমতি দিতে পারিবেন

জলের কথা।

কমিশ্যনরগণ যে জলসম্পোষের বিধান করেন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অনুমতি না পাইয়া মুনিসিপালিটীর সীমার বাহিরে খরচ করিবার জন্যে সেই জল লইলে কি আনাইলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

সংযোগ করিবার পূর্ব্বে কমিশ্যনরগণের একজন কর্ম্মচারির সকল কার্য্য ও নল দেখিতে হইবার কথা।

৩০১ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার নিমিত্ত কমিশ্যনরগণের জলের নলের সঙ্গে নল সংযোগ করিবার অনুমতি দেওয়ার পূর্ব্বে, কমিশ্যনরগণ তদর্থে নিযুক্ত কোন কার্য্যকারকের দ্বারা সেই ঘরের কি ভূমির অন্তর্গত সকল কার্য্য ও নল ও সাজসরঞ্জাম দেখিয়া লইতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি নল সংযোগ করিবার প্রার্থনা করেন ঐ দেখিয়া লওয়ার খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যনরগণ সভা করিয়া সময়ের যে হার নিরূপণ করেন সেই হারানুসারে ঐ খরচ দিতে হইবে।

ও সেই কার্য্য ও নল ও সাজসরঞ্জাম উপযুক্তমতে করা গিয়াছে ও সন্তোষমতে বসান গিয়াছে ঐ কার্য্যকারক যতকাল এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট না দেন, ততকাল কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে সংযোগ করিবার অনুমতি হইবে না।

জলের নলের সঙ্গে সংযোগ করণ কেবল কমিশ্যনরগণের কার্য্যকারক দ্বারা হইবার কথা।

৩০২ ধারা। কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে অন্য নল সংযোগ করণ ও কোন রাজপথের কি লোকদের গমনীয় পথের নীচে জল যোগাইবার নল বসাওনের কার্য্য কমিশ্যনরগণের তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা করা যাইবে না।

ও যে ব্যক্তি সংযোগ করিতে প্রার্থনা করেন, ঐ কার্য্যের খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যনরগণ সভা করিয়া সময়ে২ যে হার নিরূপণ করেন ঐ খরচ সেই হারানুসারে দেওয়া যাইবে।

জল আটকাইবার কি অন্যমুখ করাইবার কথা।

৩০৩ ধারা। উক্ত কমিশ্যনরগণের জলের কল কিম্বা তাঁহাদের কর্তৃত্বাধীন কোন জলের কল হইতে, কিম্বা যে জল কি স্রোত হইতে ঐ কলের জল পাওয়া যায়, তাহা হইতে কোন ব্যক্তি অবৈধমতে জল নিঃসৃত করাইয়া দিলে কি বাহির করাইলে কি অন্যমুখ করিলে কি গ্রহণ করিলে তাহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহার অনুমানপত্র ও বর্ণনার কথা।

৩০৪ ধারা। স্বামী আপনার ঘরে জল আনাইবার উপক্রম করিলে প্রজার নিকট ঐ কর্ম্মের খরচের বেওরা ও অনুমানপত্র না পাঠাইলে, কিম্বা প্রজা ঐ কর্ম্ম করিবার উপক্রম করিলে স্বামীর নিকট ঐ কর্ম্মের খরচের বেওরা ও অনুমানপত্র না পাঠাইলে, সেই কর্ম্মের আরম্ভ করিবেন না।

স্বামীর সেই কার্য্য সারাইয়া রাখিতে হইবার কথা।

৩০৫ ধারা। প্রকারান্তরের বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকিলে, কোন ঘরের কি ভূমির স্বামী উক্ত ঘরে কি ভূমিতে জল আনাইবার কার্য্য সকল উপযুক্তমতে সারাইয়া রাখিবার খরচ দিবেন।

কিন্তু উক্ত ঘর কি ভূমি যে মুনিসিপালিটীর মধ্যে থাকে তথায় এই পরিচ্ছেদ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে পাট্টা লিখিয়া দেওয়া যায় তদনুসারে উভয়পক্ষের যে২ দায় থাকে এই ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

পুষ্করিণী প্রভৃতি কমিশ্যনরগণের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৩০৬ ধারা। সাধারণের ব্যবহার্য্য সকল পুষ্করিণী ও জলাশয় ও জলাধার ও কূপ ও পয়ঃপ্রণালী ও নালা ও সুড়ঙ্গ ও নল ও কল ও জলের অন্য সকল পূর্ত্ত, কমিশ্যনরগণের খরচে কিম্বা প্রকারান্তরেও করা কি বসান কি নির্ম্মাণ করা গেলে, ঐ পুষ্করিণী প্রভৃতি ও তৎসম্পর্কীয় কি তৎসংযুক্ত সকল পুল ও কোটা ও কল ও বিষয় ও সরঞ্জাম ও দ্রব্য এবং সাধারণের কোন পুষ্করিণী সংক্রান্ত পাড়ও যদি যে ভূমি কোন ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যে নয় সেই ভূমি কমিশ্যনরগণের প্রতি বর্ত্তিবে।

জল যোগাওনের রেট ও টাকা পাওয়া যায় তাহা যে কার্য্যে প্রয়োগ করা হইবে তাহার কথা।

৩০৭ ধারা। জলের রেট এবং জল যোগাওনের কিম্বা তৎসম্পর্কীয় কার্য্য করণের দ্বারা যে সকল টাকা আদায় হয় কি পাওয়া যায় কি ফিরিয়া পাওয়া যায় এবং জল যোগাওনের সম্পর্কে কিম্বা তৎসম্পর্কীয় কোন বিষয়ের নিমিত্ত যে সকল জরীমানা আদায় হয়, উক্ত কমিশ্যনরগণ সেই সকল টাকা লইয়া উক্ত জলসংক্রান্ত কার্য্য প্রস্তুত করিবার ও বাড়াইয়া দিবার ও সারাইয়া রাখিবার খরচ শোধ করিবেন, ও উক্ত জলসংক্রান্ত কার্য্যের নিমিত্ত যে টাকা ঋণ লওয়া যায় তাহার সুদ দিবেন, ও তৎসংক্রান্ত কল কিম্বা জল যোগাওন সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যের নিমিত্ত যে ঋণ লওয়া যায় সেই ঋণ শোধ করিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গ্যাসের আলো দিবার বিধি।

আলো দিবার বিষয়ের এক খান পাণ্ডুলিপি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা দেবদিতে পারিবার কথা।

৩০৮ ধারা। যে কোন মুনিসিপালিটীতে ২১১ ধারার বিধানমতে এই পরিচ্ছেদ বর্ত্তান যায়, সেই মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থান বিশেষের কোন অংশে পূর্ব্বে গ্যাসের আলো দেওয়া যাউক কি না যাউক মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা এতৎ কোন অংশের সীমা নিরূপণ করিবার জন্যে অধিবেশন করিয়া সেই সীমা নিরূপণ করিলে পর, তথায় যে নিয়মমতে গ্যাসের আলো দিবার প্রস্তাব করেন সময়ে২ তাহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইবার জন্যে তৎসমুখে অর্পণ করিতে পারিবেন। স্থানীয়

খালী থাকিলে টাক্স না লাগিবার কথা।

কোন যোত যত দিন খালী থাকে তত দিনের নিমিত্ত সেই যোতের উপর কোন ব্যক্তির টাক্স লাগিবে না।

প্রজা উঠিয়া গেলে সাত দিনের মধ্যে সম্বাদ দিতে হইবার কথা।

কিন্তু যে যোতের উপর টাক্স ধার্য্য হয় কোন ব্যক্তি তাহা হইতে উঠিয়া গেলে, উঠিয়া যাইবার তারিখের পর সাত দিনের মধ্যে কমিশনরদিগকে জানাইবে। সেই মিয়াদের মধ্যে সেই কথা না জানাইলে, ঐ যোতে যদিও তিন মাসের একাংশ মাত্র থাকে তথাপি ঐ যোতের সম্পূর্ণ তিন মাসের নির্দ্ধারিত টাক্সের দায়ী হইবে; এবং যেস্থলে ৩১২ ধারার বিধান বর্ত্তে, সেই স্থলে উক্ত যোত যে তারিখে খালী হয় স্বামী সেই তারিখ অবধি সাত দিনের মধ্যে ঐ যোত খালী হইবার নোটিস না দিলে, ঐ স্বামীর স্থানে ঐ যোতের উপর নির্দ্ধারিত পুরা তিন মাসের টাক্স আদায় হইতে পারিবে।

স্বামির কি প্রজার নাম না জানা গেলে তাহাকে কি প্রকারে নির্দ্দেশ করা যাইবে তাহার কথা।

৩১৬ ধারা। যদি কোন যোতের স্বামীর কি প্রজার নাম জানা না থাকে, তবে এই পরিচ্ছেদমতে তাঁহাকে কোন নোটিস কি রুবকারী দিতে হইলে, অন্য কোন প্রকারে তাঁহার বর্ণনা না করিয়া যে যোতের উপর ঐ টাক্স ধার্য্য হইল সেই যোতের স্বামী কি প্রজা বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিলেই চলিতে পারিবে।

গ্যাসের নল কি অন্য কোন বিষয় এক স্থান হইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে বসাইতে হইলে তাহার খরচ কমিশনরদের দিতে হইবার কথা।

৩১৭ ধারা। উক্ত স্থানের কোন অংশে গ্যাসের যে নল কিম্বা গ্যাসের অন্য যে বিষয় বসান গিয়াছে, কমিশনরেরা এই পরিচ্ছেদের কার্য্যের নিমিত্তে তাহা কিঞ্চিৎ তুলিয়া কি নামাইয়া দেওয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, ঐ নল কি বিষয় যে ব্যক্তির হয় কি যাঁহার জিম্মায় থাকে কমিশনরেরা সময়েতে তাঁহার নিকট নোটিস লিখিয়া দিয়া যেরূপে বলেন সেইরূপে ঐ নল কি অন্য বিষয় উচিত সময়ে কিম্বা সুবিধামতে ত্বরায় তুলিতে কি নামাইতে কিম্বা প্রকারান্তরে তাহার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন

কিন্তু তদ্রূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যেন সেই নলের কি বিষয়ের স্থায়ী হানি না হয়, কিম্বা গ্যাস যেমন অবাধে ও সহজে পূর্ব্বে চলিত তাহাতে কোন বাধা না হয়; এবং তদ্রূপে তুলিয়া কি নামাইয়া দিতে কি পরিবর্ত্তন করিতে যত খরচ লাগে, ও তাহা করাতে যে কোন হানি হয়, ঐ নল কি অন্য বিষয় যে ব্যক্তির হয় কমিশনরেরা তাঁহাকে ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে সেই খরচ দিবেন ও তাঁহাদের সেই হানি পূরণ করিয়া দিবেন।

স্বামী প্রভৃতি পরিবর্ত্তন করিতে অসম্মত হইলে কমিশনরদের তাহা করাইতে পারিবার কথা।

৩১৮ ধারা। কমিশনরেরা উক্ত কোন নল কি বিষয় যদ্রূপে তুলিয়া কি নামাইয়া দিতে কিম্বা পরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করেন, যে ব্যক্তির ঐ নল প্রভৃতি হয় কিম্বা যাঁহার তত্ত্বাধীনে তাহা থাকে তিনি সেই নোটিস পাইলে পর তৎকালেই কিম্বা সুবিধামতে ত্বরায় তদ্রূপ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে, কমিশনরেরা নিজে যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপে সেই নল কি বিষয় তুলিয়া কি নামাইয়া দিতে কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু তদ্দ্বারা যেন ঐ বিষয়ের স্থায়ী হানি না হয় কিম্বা গ্যাস পূর্ব্বে যেমন অবাধে ও সহজে চলিত তাহার কোন বাধা না হয়।

আলো দিবার অন্য প্রণালী সম্বন্ধে বিধান খাটিবার কথা।

৩১৯ ধারা। কোন মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা যাহাতে নল বা তার বা তদ্রূপ অন্য সরঞ্জাম ব্যবহার করিতে হয় এরূপ কোন প্রণালীতে মুনিসিপালিটীতে আলো দিবার কোনরূপ প্রস্তাব অবলম্বন করিলে, তৎসম্বন্ধে যত দূর সম্ভব এই পরিচ্ছেদের বিধান বর্ত্তিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

পাইখানা প্রস্তুত ও পরিষ্কার করিবার বিধি।

কমিশনরগণের জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

৩২০ ধারা। যে কোন মুনিসিপালিটীতে এই পরিচ্ছেদের বিধান ২৭২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে প্রচলিত করা যায়, তথায় কমিশনরগণ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে, ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি কমিশনরগণ মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সমুদয় স্থানে কিম্বা তাহার কোন অংশে সাধারণের ও কোন ব্যক্তির স্বকীয় পাইখানা পরিষ্কার করিবার কর্ম্মচারী রাখিবেন; ও কমিশনরগণ তদ্বিষয়ের উপযুক্ত বিধান করিবেন।

কমিশনরগণের ফী আদায় করিতে পারিবার কথা।

৩২১ ধারা। তদ্রূপ বিধান করা গেলে, সভাগত কমিশনরগণ মুনিসিপালিটীর সীমার বা তাহার পূর্ব্বোক্ত অংশের অন্তর্গত যোতের বার্ষিক মূল্যানুসারে সময়েতে যে হারে ফী ধার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন, কমিশনরগণ সেই হারানুসারে ফী ধার্য্য করিয়া লইতে পারিবেন;

কিন্তু যে যোতের ৫০ টাকা কি তাহার কম মূল্য নিরূপণ হইলে বৎসরে ৩ টাকার অধিক ফী লাগিবে না;

ও কোন এক যোতের উপর ৪৮০ চারি শত আশি টাকার অধিক ফী লওয়া যাইবে না।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যদি কমিশনরগণের সঙ্গে কোন যোতের স্বামিদের কি দখীলকারদের বাটী পরিষ্কার করিবার জন্য বৎসরে চারি শত আশি টাকার অধিক দিবার করার থাকে, তবে উক্ত টাকা না তাঁহাদের সঙ্গে করারক্রমে কমিশনরগণ সময়ের

জন্য যত টাকা স্থির করেন, তাহা এই পরিচ্ছেদের বিধানানুসারে তাঁহাদের স্থানে আদায় হইতে পারিবে।

ফী আদায় করণ বিষয়ক কথা।

৩২২ ধারা। যিনি যৎকালে যে যোতের দখীলকার হন তিনি কিম্বা ইহার পর ধারামতে যোতের স্বামী তিনং মাসের কিস্তি করিয়া উক্ত ফী দিবেন, ও এই আইনে যোতের মূল্যের উপর টাক্স আদায়ের যে বিধান আছে, উক্ত ফী সেই বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

যে তিন মাসের যে কিস্তি দিতে হইবে তাহা সেই তিন মাসের প্রথম দিবসেই দেনা বলিয়া জ্ঞান হইবে

উক্ত ফীর দ্বারা যত টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হইতে উক্ত কর্ম্মচারিদের বেতনাদি দেওয়া যাইবে ও সাধারণের পাইখানা প্রস্তুত করা যাইবে ও সাধারণমতে এই পরিচ্ছেদের বিধান সফল করা যাইবে।

উক্ত ফীর ও যাঁহারা সেই ফী দিবার যোগ্য তাঁহাদের নামের ফর্দ্দ ৩১৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে প্রতি বৎসর একবার প্রকাশ করা যাইবে।

কোনং স্থলে স্বামির স্থানে ফী আদায় হইতে ও দখীলকারের স্থানে তাঁহার লইতে পারিবার কথা।

৩২৩ ধারা। একের অধিক জন স্বতন্ত্র লোক যোত ভোগ করিলে, কমিশ্যনরগণ ঐ যোতের স্বামির স্থানে উক্ত ফী আদায় করিতে পারিবেন। তাহা হইলে স্বামির নিকট সম্পূর্ণ যোতের মূল্য বিবেচনায় যত ফী আদায় হয়, সম্পূর্ণ যোতের যে অংশ যে ব্যক্তির দখলে থাকে স্বামী সেই অংশের মূল্যানুসারে সেই প্রত্যেক জনের স্থানে আপনং অংশের ফী আদায় করিতে পারিবেন।

দখীলকারের স্থানে খাজানা বলিয়া স্বামির ফী আদায় করিতে পারিবার কথা।

৩২৪ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে যোতের কোন অংশের দখীলকারের স্থানে স্বামির টাকা আদায় করিবার অধিকার থাকিলে, ঐ যোতের যে অংশ ঐ ব্যক্তির দখলে থাকে সেই অংশের নিমিত্ত স্বামির প্রাপ্য খাজানা আদায় করিবার যে উপায় ও ক্ষমতা ও স্বত্ব ও অধিকার থাকে, ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্যে তাঁহার তদ্রূপ ও সেই উপায় ও ক্ষমতা ও স্বত্ব ও অধিকার থাকিবে।

কোনং বাড়ীর দখীলকার বা স্বামির সঙ্গে কমিশ্যনরগণের চুক্তি করিয়া টাক্স লইতে পারিবার কথা।

৩২৫ ধারা। রেলওয়ে সংক্রান্ত কোন বাড়ীর খাটাল কিম্বা কোন বাড়ীর মধ্যে কুঠী কিম্বা গাদি এরূপমত রন্ধনের গুদি কি কারখানা কি মজুরদের আড্ডা কি বিদ্যালয় কি হাঁস্পাতাল কি বাজার কি আদালত ঘর কি তদ্রূপ অন্য স্থান থাকিলে, কমিশ্যনরগণ আপনাদের বিবেচনাতে ঐ বাড়ীর দখীলকারের বা স্বামির সঙ্গে চুক্তি করিয়া উক্ত ফীর পরিবর্ত্তে এক বৎসরের অনধিক কালের নিমিত্ত বিশেষ কএক টাকা লইতে পারিবেন।

রেল প্রভৃতি টাক্স আদায় করিতে কমিশ্যনরগণের ক্ষমতার কথা।

৩২৬ ধারা। কমিশ্যনরগণ পূর্ব্বোক্ত ফী না লইয়া, যাঁহারা উক্ত রেলওয়ে বাড়ীর মধ্যে বা কুঠীতে কি গুদিতে কি কারখানায় কি মজুরের আড্ডায় কি বিদ্যালয়ে কি হাঁস্পাতালে কি বাজারে কি আদালতঘরে কি তদ্রূপ অন্যস্থানে বাস করেন কি নিয়ত যাতায়াত করেন, তাঁহাদের জন্য প্রতি টাক্স আদায় করিতে পারিবেন। সভাগত কমিশ্যনরগণ সেই টাক্সের হার ধার্য্য করিবেন।

কমিশ্যনরদের ফী কমাইয়া দিবার বা ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৩২৭ ধারা। এই পরিচ্ছেদমতে যে ফী দেয় হয় তাহা যে ব্যক্তি দিবার যোগ্য হন আদায় করিতে গেলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইবে কমিশ্যনরগণ এমত বোধ করিলে তাঁহার সেই ফী কমাইয়া দিতে বা ক্ষমা করিতে পারিবেন।

দণ্ডের কথা।

৩২৮ ধারা। এই পরিচ্ছেদমতে কোন ফী কি টাক্স প্রাপ্য হইলে কোন ব্যক্তি তাহা দিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা ৩২৫ ধারামতে বিশেষ কএক টাকা দিবার চুক্তি করিয়া ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করিলে, অপরাধ সিদ্ধ হইলে তাঁহার সেই দেনা টাকা ছাড়া তাহার তিন গুণের অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২১৭ ধারামত অভিযোগ হইতে মুক্ত থাকার কথা।

৩২৯ ধারা। কোন ব্যক্তি এই পরিচ্ছেদের বিধানমতে ফী কি টাক্স দিবার যোগ্য হইলে আপনার পাইখানা উপযুক্ত মতে পরিষ্কার রাখিতে শৈথিল্য কি অস্বীকার করাহেতুক ২১৭ ধারার (৩) প্রকরণমতে তাঁহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে না।

কমিশ্যনরগণের চাকরদের ক্ষমতার কথা।

৩৩০ ধারা। কমিশ্যনরগণের যে সকল কর্ম্মচারী এই পরিচ্ছেদের মধ্যে পক্ষে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা কমিশ্যনরগণের নির্দ্ধারিত ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ফী কি টাক্স দিবার যোগ্য দখীলকারের কি স্বামীর কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আপনাদের এই পরিচ্ছেদমত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করণার্থ আবশ্যক সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

মেথরদিগকে কমিশ্যনরদের লাইসেন্স লইতে বলিতে পারিবার কথা।

৩৩১ ধারা। কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া মুনিসিপালিটীর সীমার কি তাহার কোন অংশের মধ্যে যে সকল লোক মল স্থানান্তর করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদিগকে লাইসেন্স লইয়া উক্ত সীমার অন্তর্গত বাড়ী হইতে মল স্থানান্তর করিয়া লইবার জন্যে কমিশ্যনরগণের চাকর হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া উক্ত লাইসেন্স দিতে ও তৎসম্পর্কীয় ফী ধার্য্য করিতে পারিবেন।

ঐ ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ণয় করণার্থে কমিশনরগণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় বিধি করিতে ও সময়ে২ তাহার পরিবর্ত্তন কি তাহাতে নূতন বিধি সংযোগ কি তাহা রহিত করিতেও পারিবেন। উক্ত কোন বিধিলঙ্ঘন হইলে, অপরাধির লাইসেন্স বাতিল হইতে ও তাহার ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

কমিশনরদের পাইখানা প্রস্তুত করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে ও তাহা করিয়া দেওয়া না গেলে নিজে প্রস্তুত করাইয়া দিতে পারিবার কথা।

৩৩২ ধারা। কমিশনরগণ মুনিসিপালিটির সীমার অন্তর্গত কোন ঘরে কি ভূমিতে পাইখানা কিম্বা পাইখানার অধিক পাইখানা কি সাধারণ পাইখানা করাইয়া দেওয়া উচিত বোধ করিলে, ও এতৎপক্ষে নোটিস দিলে ঐ ঘরের কি ভূমির স্বামিরা ঐ নোটিস পাইবার পর ১৪ চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে কিম্বা কমিশনরেরা বিশেষ কোন কারণে সময় বাড়াইয়া দিলে তন্মধ্যে ঐ নোটিসের আদেশানুসারে ঐ পাইখানা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। পাইখানা সেই মিয়াদের মধ্যে কমিশনরদের সন্তোষমতে প্রস্তুত করাইয়া না দেওয়া গেলে, কমিশনরগণ তাহা প্রস্তুত করাইতে পারিবেন ও তাহাতে যে খরচ লাগে স্বামিদের তাহা দিতে হইবে ও ১২২ ধারার বিধানমত তাহা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

খাটে যত জন থাকে তাহাদের ফর্দ্দ কমিশনরগণের চাহিয়া লইতে পারিবার কথা।

৩৩৩ ধারা। কমিশনরগণ এই পরিচ্ছেদের কার্য্যপক্ষে নোটিস লিখিয়া কোন খোটের স্বামিকে কি দখলকারকে ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ খোটে নিয়মিত কি অস্থায়ি নিযুক্ত থাকিয়াতকারি লোকদের সংখ্যার ফর্দ্দ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দণ্ডের কথা।

৩৩৪ ধারা। কোন খোটের স্বামি কি দখলকার কমিশনরদের স্থানে উক্ত ফর্দ্দ দিবার আদেশ পাইলেও ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা না দিলে, তাঁহার ১০০ একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

হাটের বিধান।

বাজার প্রস্তুত করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৩৫ ধারা। যে কোন মুনিসিপালিটীতে এই পরিচ্ছেদের বিধান ২২২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে প্রচলিত করা হয়, তথায় কমিশনরেরা সভাগত হইয়া মুনিসিপল হাট বসাইবার জন্যে ভূমি নিরূপণ করিতে পারিবেন ও সেই ভূমি নিরূপণ করিবার খরচ ও সেই হাট বসাইবার জন্য আবশ্যক অন্যান্য খরচ মুনিসিপল ফণ্ড হইতে দিতে পারিবেন, ও কোন হাট পাট্টা করিয়া লইতে পারিবেন; এবং তাঁহারা ঐ হাটে বিক্রয়ার্থ দ্রব্য সাজাইয়া রাখিবার অধিকারের জন্য ও দোকান ও মাচা ও দাঁড়াইবার স্থানের ব্যবহার জন্যে ভাড়া ও মাসুল ও ফী লইতে পারিবেন।

ঐ ভাড়া ও মাসুল ও ফী ১১০ অবধি ১২৯ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধানমতে বাকী টাক্সের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে।

"মুনিসিপল হাট" এই শব্দের অর্থনির্ণয়ের কথা।

৩৩৬ ধারা। কোন স্থানে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্যে ন্যূনকল্পে ত্রিশ খানি দোকান কি মাচা কি দাঁড়াইবার স্থান না থাকিলে সেই স্থানটি পূর্ব্ব ধারার অর্থানুযায়ী "মুনিসিপল হাট" বলিয়া ও তাহার প্রতি এই পরিচ্ছেদের নিম্নলিখিত সকল ধারার বিধান খাটে এমত হাট বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

হাটের লাইসেন্স না থাকিলে তাহার ব্যবহার করা কমিশনরদের নিষেধ করিতে পারিবার কথা।

৩৩৭ ধারা। কমিশনরেরা সভাগত হইয়া কোন সীমা নিরূপণ করিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে কমিশনরদের প্রদত্ত লাইসেন্স বিনা ঐ সীমার অন্তর্গত কোন ভূমি মাংস কিম্বা কি মাছ কি মৎস কি ফল কি শাকসব্জী প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার হাট বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

হাটের লাইসেন্স দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৩৮ ধারা। কমিশনরেরা সভাগত হইয়া ইহার পূর্ব্ব ধারামত আজ্ঞা প্রচার করিলে, তাঁহারা সভাগত হইয়া মুনিসিপালিটীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার হাট বলিয়া কোন ভূমি ব্যবহার করিবার লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

লাইসেন্স যত দিন প্রবল থাকিবে ও যে নিয়মমতে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩৩৯ ধারা। এই পরিচ্ছেদমতে যে লাইসেন্স দেওয়া যায় তাহা ২৫ টাকার অনধিক ফী লইয়া দেওয়া যাইবে ও বৎসরের অবসান পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে; ও সেই ভূমি পূর্ব্বোক্ত আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার হাটের উপযুক্ত স্থান, সভাপতি ইহা বলিয়া বৎসরে২ নূতন করিয়া সর্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলে, কমিশনরেরা বৎসরে২ ঐ লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

উপযুক্ত স্থানের বিষয়ে সভাপতির সর্টিফিকেট দিতে হইবার কথা।

৩৪০ ধারা। কোন ভূমির স্বামী লিখিয়া প্রার্থনা করিলে, জলনিঃসরণের ও বায়ুচলনের ও জলসম্পোষের উপায় সম্বন্ধে কিম্বা তাহার অন্তর্গত পথ প্রভৃতির উপযুক্ত প্রশস্ততা সম্বন্ধে সেই স্থান হাট বসিবার অনুপযুক্ত না হইলে, সভাপতি উক্ত সর্টিফিকেট দিবেন।

যে২ হাট আছে তাহার কথা।

কোন মুনিসিপালিটীতে এই পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত হইবার সময়ে যে ভূমিতে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবার হাট বসে, চলিত সনের নিমিত্ত ৩৩৯ ধারার বিধানমত সর্টিফিকেট বিনা

সেই ভূমির স্বামীর কি পাট্টাদারের লাইসেন্স পাইবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু তাহার পর কোন বৎসরে ঐ সর্টিফিকেট না পাইলে ঐ লাইসেন্স নূতন করিয়া দেওয়া যাইবে না।

লাইসেন্স রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৩৪১ ধারা। এই পরিচ্ছেদমত প্রত্যেক লাইসেন্স রেজিস্টরী করিবার বহী কমিশনরদের কার্য্যালয়ে রাখিয়া রেজিস্টরী করা যাইবে। তন্মধ্যে এইং কথা লেখা থাকিবে

(ক) ভূমির ও হাটের স্বামির নাম ও ঠিকানা।

(খ) পাট্টাদার থাকিলে তাহার নাম ও ঠিকানা।

(গ) হাটের আয়তন ও সীমা।

(ঘ) তথায় যেং প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় হয়, ও

(ঙ) যেং দিনে হাট বসিবে।

হস্তান্তর কার্য্য রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৩৪২ ধারা। উক্ত হাটে কোন ব্যক্তির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর করিবার তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে তাহা রেজিস্টরী করিতে হইবে।

রেজিষ্টরী না করা হাট লাইসেন্স ব্যতীত হাট বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৩৪৩ ধারা। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারামতে যে হাটের লাইসেন্স কিম্বা যে হাটের স্বার্থ হস্তান্তর করণের নিয়মিতরূপে রেজিস্টরী করান না যায় তাহা লাইসেন্সব্যতীত হাট বসান ভূমি বলিয়া জ্ঞান হইবে।

লাইসেন্স বিনা হাট বসাইবার দণ্ডের কথা।

৩৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ভূমির স্বামী কি প্রজা হইয়া, ৩৩৮ ধারামত লাইসেন্স বিনা স্বেচ্ছাক্রমে কিম্বা অনবধানতা হেতুক সেই স্থানে মাংস কি মাছ কি মাখন কি ঘী কি ফল কি শাকসব্জী প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য বিক্রয়ের হাট বসিতে দিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ২০০ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, ও ঐ অপরাধনির্ণয় হইলে পর যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি ঐ ব্যক্তির আর ৪০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে স্থানের লাইসেন্স না থাকে তাহা বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪৫ ধারা। কোন ভূমির বিষয়ে ইহার পূর্ব্ব ধারামতে অপরাধনির্ণয় হইলে, কমিশনরদের প্রার্থনামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব হাটস্বরূপ সেই স্থান বন্ধ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও উক্তমতে ঐ স্থানের ব্যবহার করিতে না পারিবার জন্যে উপায়ের বিধান করিতে পারিবেন। কোন স্থান উক্ত প্রকারে বন্ধ হইলে পর কোন ব্যক্তি তথায় মাংস কি মাছ কি মাখন কি ঘী কি ফল কি শাকসব্জী প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় করিলে, তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও মৃত্যুর রেজিস্টরী করিবার কথা।

জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৩৪৬ ধারা। কোন মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে যত শিশুর জন্ম ও যত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে ঐ মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা জন্ম ও মৃত্যুর কথা রেজিস্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের কিম্বা যৎকালে তদ্রূপ অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানমতে সেই জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্টরী করিবার বিধান করিবেন

গবর্ণমেণ্টে আদেশ থাকিলে শবদাহ করিবার ঘাটে ও কবরস্থানে কমিশনরদের সব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিতে হইবার কথা।

৩৪৭ ধারা। শবদাহ করিবার ঘাটে কি কবরস্থানে দাহ করিবার কি গোর দিবার জন্যে যত শব আনা যায়, তাহা রেজিস্টরী করিবার নিমিত্তে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন মুনিসিপালিটীর কমিশনরদিগকে শব দাহ করিবার প্রত্যেক ঘাটে ও কবর দিবার প্রত্যেক স্থানে সব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে ঐ সব-রেজিষ্ট্রারদিগকে সন্ধান জানাইতে হইবার কথা।

৩৪৮ ধারা। ইহার পূর্ব্বধারামতে শবদাহ করিবার ঘাটে কিম্বা কবরস্থানে সব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলে, ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৮ ধারামতে যেং কথার সন্ধান জানিয়া রেজিস্টরী করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, দাহ করিবার উক্ত ঘাটে কি কবর স্থানে দাহ করিবার কি গোর দিবার জন্যে যে ব্যক্তির শব আনা যায় তাহার মরণবিষয়ক সেইং কথার সন্ধান ঐ সব-রেজিষ্ট্রারকে জানান যাইতে পারিবে। তদ্রূপে যে সন্ধান জানান যায় তাহা ঐ ধারার বিধানমতে পল্লির রেজিষ্ট্রারকে জ্ঞাত করা সন্ধান বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই আইনমতে যে সকল সব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন তাঁহাদের প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৯ ধারা খাটিবে।

ইস্পাতালে মৃত্যু হইলে তাহার সন্ধানের কথা।

৩৪৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে যে মুনিসিপালিটীর লোকদের মৃত্যুর কথা রেজিস্টরী করিবার আজ্ঞা করেন, সেই মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত কোন ইস্পাতালে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, ঐ ইস্পাতালের কর্তৃত্বভারপ্রাপ্ত ডাক্তরের কর্ত্তব্য যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারিত পাঠে অবিলম্বেই কমিশনরদের নিকট ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর নোটিস লিখিয়া পাঠান। তাহা হইলে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমত রেজিষ্ট্রারের ও এই আইনমত সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট ঐ মৃত্যুর সন্ধান জানাইবার আদেশ থাকিবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ বিষয়ের কথা।

উপবিধি লঙ্ঘন হইলে দণ্ড করিতে পারিবার কথা।

৩৫০ ধারা। কোন মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা উপযুক্ত নোটিস দিয়া সময়ের উপবিধি প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত স্পষ্টাক্ষরে সভা আহ্বান করিয়া ঐ সভায় এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত এই আইনের সহিত অথবা অন্য কোন সাধারণ কি বিশেষ আইনের সহিত অসঙ্গত না হয়, এরূপ যে উপবিধি উচিত বোধ করেন প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং সেই উপবিধিক্রমে ঐ উপবিধি লঙ্ঘনাপরাধীদের উপর যেরূপ উচিত বোধ করেন, যুক্তিমত দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত দণ্ড প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অধিক হইবে না, এবং ক্রমাগত অপরাধ হইতে থাকিলে, ঐ অপরাধ সম্বন্ধে কমিশ্যনরেরা লিখিত নোটিস দিলে পর দিনপ্রতি আর বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

উপবিধি দৃঢ় করিবার কথা।

৩৫১ ধারা। এই আইনমতে যে সকল উপবিধি প্রণীত হয়, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইয়া উক্ত গবর্ণমেণ্ট দ্বারা দৃঢ় করা না গেলে, যতদিন না যায় ততদিন ফলবৎ হইবে না।

কিন্তু উক্ত উপবিধি যে মুনিসিপালিটীর সম্বন্ধে হয়, সেই মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে এক বা অধিক স্থানীয় সংবাদপত্র চলিত থাকে, তাহাতে কিম্বা ঐরূপ সম্বাদপত্র না থাকিলে কমিশ্যনরেরা যে প্রকারের আজ্ঞা করেন, সেই প্রকারে উপবিধি দৃঢ় করাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায়সূচক নোটিস প্রার্থনা করিবার অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে দেওয়া না গেলে, এবং ঐরূপ প্রার্থনা করিবার অন্যূন এক মাস থাকিতে প্রস্তাবিত উপবিধির প্রতিলিপি কমিশ্যনরদের আফিসে রক্ষিত হইয়া উক্ত উপবিধি যে মুনিসিপালিটীর সম্বন্ধে হয়, সেই মুনিসিপালিটীর অধিবাসীদের দেখিবার নিমিত্ত ফী বা পুরস্কার বিনা কার্য্যচলনের সময়ে খোলা রাখা না গেলে, ঐ উপবিধি দৃঢ় করা যাইবে না।

মুনিসিপালিটীর কোন অধিবাসী প্রার্থনা করিলে, কমিশ্যনরেরা তাঁহাকে প্রস্তাবিত উপবিধির একখণ্ড প্রতিলিপি দিবেন। প্রতিলিপিতে যত শব্দ থাকে, তাহার প্রতি শতের নিমিত্ত চারি আনা দিতে হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের যে কোন উপবিধি দৃঢ় করিতে হয়, অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের তাহা দৃঢ় করিতে বা তাহার অনুমতি দিতে বা তাহা অনুমোদন করিতে হইবে না।

সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্মহেতুক কমিশ্যনরদের অভিযোগের আদেশ করিতে পারিবার কথা।

৩৫২ ধারা। কমিশ্যনরেরা সাধারণের অনিষ্টজনক কোন কর্ম্মের নিমিত্ত অভিযোগের আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আইনমত কোন অর্থদণ্ড আদায়ের জন্য ও এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধির দণ্ড হইবার জন্য কার্য্যানুষ্ঠানের আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই অভিযোগের কি অন্য কার্য্যানুষ্ঠানের খরচ মুনিসিপল ফণ্ড হইতে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরদের অনুমতি না হইলে এই আইনমত অপরাধ হেতুক অভিযোগ না হওয়ার কথা।

৩৫৩ ধারা। এই আইনক্রমে, কিম্বা এই আইনানুসারে প্রণীত উপবিধিক্রমে যে অপরাধ হয়, কমিশ্যনরদের আজ্ঞা কি অনুমতি বিনা সেই অপরাধহেতুক অভিযোগ হইবে না, এবং তদ্রূপ অপরাধ করা গেলে পর তিন মাসের মধ্যে না হইলে নালিশ উপস্থিত করিতে হইবে না। কিন্তু অপরাধের ভাব বিবেচনায় যদি তাহা ক্রমাগত হইতে থাকে, তবে কমিশ্যনরদের সভাপতিকে যে তারিখে সেই অপরাধ করণের কি হওনের কথা জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে ঐ অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

পরন্তু এই আইনমত কোন লাইসেন্স লইবার ত্রুটি হইলে, যে মিয়াদের নিমিত্ত ঐ লাইসেন্স লইবার আদেশ থাকে সেই মিয়াদ গত না হওন পর্য্যন্ত ঐ অপরাধ ক্রমাগত চলিতেছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আজ্ঞা প্রকাশ করিবার কথা।

৩৫৪ ধারা। এই আইনমতে যে সকল উপবিধি কি আজ্ঞা কি নোটিস কি অন্য দলীল প্রকাশ করিবার আদেশ থাকে, তাহা জিলার চলিত ভাষার লেখা গিয়া কিম্বা অনুবাদিত হইয়া কমিশ্যনরদের কার্য্যালয়ে অর্পণ করা যাইবে; ও তাহার প্রতিলিপি সেই কার্য্যালয়ের কোন সুপ্রকাশ্য স্থানে, ও কমিশ্যনরেরা অন্য যেং প্রকাশ্য স্থান উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেইং স্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে;

ও ঐ প্রতিলিপি তদ্রূপ লটকাইয়া দেওয়া গিয়াছে ও কমিশ্যনরদের কার্য্যালয়ে আসল পত্র সাধারণের দেখিবার জন্য খোলা আছে, সাধারণের নিকট এই মর্ম্মের সম্বাদসূচক ঘোষণাপত্র ঢেঁড়রা দিয়া ঐ মুনিসিপালিটীর সর্ব্বত্র প্রচার করা যাইবে।

অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা।

৩৫৫ ধারা। এই আইনমত যে অপরাধের নিমিত্ত যে অর্থদণ্ড ধার্য্য আছে কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে, কোন মাজিষ্ট্রেট সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের বিধানমতে ঐ দণ্ডের টাকা আদায় হইতে পারিবে।

নোটিস প্রভৃতি যেরূপে দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৫৬ ধারা। এই আইনমত নোটিস কি বিল কি পাঠ কি সমন কি দাওয়ার নোটিস জারী করিতে হইলে, যে ব্যক্তির নামে দেওয়া যায়, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইতে কিম্বা দেখান যাইতে পারিবে,

অথবা তাঁহার নিয়ত বাসস্থানে তাঁহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষের কি চাকরের হাতে দেওয়া যাইতে পারিবে;

কিম্বা উক্তরূপে দেওয়া যাইতে কি দেখান যাইতে না পারিলে তাঁহার বাসগৃহের কোন সুপ্রকাশ স্থানে,

কিম্বা যে ভূমি কি ঘর কি অন্য বিষয় সম্পর্কে ঐ নোটিস কি বিল কি পাঠ কি সমন কি দাওয়ার নোটিস জারী করিবার কল্পনা থাকে তাহার কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

ভূমির স্বামিকে কি প্রজাকে নোটিস দিতে হইবার কথা।

৩৫৭ ধারা। ভূমির স্বামিকে কিম্বা প্রজাকে নোটিস দিবার আদেশ থাকিলে, ঐ নোটিস স্বামির কিম্বা বিষয় বিবেচনায় প্রয়োজন হইলে প্রজার নামে লেখা গিয়া, ঐ ভূমির প্রজাকে দেওয়া যাইতে পারিবে, কিম্বা উক্ত পূর্ব্ব ধারার লিখনমতে অন্য প্রকারে জারী হইতে পারিবে।

কিন্তু কমিশ্যনরেরা কিম্বা অন্য যে কর্ত্তৃপক্ষেরা নোটিস দেন তাঁহারা ঐ জমির স্বামিকে ও তাঁহার বাসস্থান জানিলে, ও সেই স্থানটি তাঁহাদের ক্ষমতাধীন স্থানের সীমার মধ্যে থাকিলে, ভূমির স্বামিকে যেহ নোটিস দিবার আজ্ঞা হয় তাহা স্বামিকেই কিম্বা তাঁহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে কি চাকরকে দেওয়াইবেন ;

স্বামির বাসস্থান সেই সীমার মধ্যে না থাকিলে, তাঁহারা তদ্রূপ প্রত্যেক নোটিস রেজিস্টরী করা খামে বন্ধ করিয়া ডাকযোগে তাঁহার বাসস্থানে পাঠাইবেন, তাহা হইলে নোটিস উপযুক্তমতে জারী হইল এমন জ্ঞান হইবে।

স্বামির কিম্বা প্রজার নাম জানা না গেলে, যে ভূমির বিষয়ে নোটিস দেওয়া যায়, সেই ভূমির "স্বামী" কি "প্রজা" মাত্র লিখিলেই চলিতে পারিবে।

তাঁড়ার ব্যতিক্রম হওয়াতে টাক্স অসিদ্ধ না হওয়ার কথা।

৩৫৮ ধারা। সম্পত্তির উপর যে টাক্স ধার্য্য বা নিরূপিত হয়, ভুম কি তাঁড়ার কোন ব্যতিক্রম প্রযুক্ত তাহা অসিদ্ধ হইবে না, ও টাক্স করণ জন্যে যে সম্পত্তির টাক্স ধার্য্য কিম্বা মূল্য নিরূপণ হয় সেই সম্পত্তি যাহাতে চেনা যাইতে পারে ঐ টাক্স ধার্য্য করণপত্রে কিম্বা মূল্য কি হার নিরূপণপত্রে তাহা এইরূপে বর্ণনা করা হইলেই যথা চলিতে পারিবে, ঐ সম্পত্তির স্বামির কি প্রজার নাম লিখিবার প্রয়োজন হইবে না।

লাইসেন্স যাঁহাকে দেওয়া গেল আদেশ হইলে তাঁহার দেখাইতে হইবার কথা।

৩৫৯ ধারা। এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেওয়া গেলে, যে কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ লাইসেন্স দিলেন তাঁহারা কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সেই লাইসেন্স প্রবল থাকার মিয়াদের মধ্যে সঙ্গত কোন সময়ে দেখাইতে বলিলে তাঁহার ঐ লাইসেন্স দেখাইতে হইবে।

দণ্ডের কথা।

এই ধারামতে যে ব্যক্তির প্রতি লাইসেন্স দেখাইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়, তিনি কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেখাইতে আদেশ করিলেও ঐ ব্যক্তি না দেখাইলে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কমিশ্যনরদের পাওনা টাকা যেরূপে আদায় করা যাইবে তাহার কথা।

৩৬০ ধারা। এই আইনমতে কোন মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের নিকট ঘর খরচা, ফী, মাসুল বা অন্য টাকা দেনা হইলে ১১০ অবধি ১২৯ পর্য্যন্ত ধারার বিধানমতে তাহা আদায় হইতে পারিবে।

খোজের দাওয়া না হইলে পাওনা টাকার নিমিত্ত তাহা বিক্রয় করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৬১ ধারা। এই আইনমতে যে টাক্স কি খরচ কি দাবীর টাকা আদায় হইতে পারে, কোন খোজের উপলক্ষে স্বামীর স্থানে কমিশ্যনরদের সেই টাকা পাওনা থাকিলে ও সেই খোজের স্বামির পরিচয় পাওয়া না গেলে কিম্বা স্বামিত্বের বিষয়ে বিবাদ হইয়া থাকিলে, ঐ কমিশ্যনরেরা তিন মাসান্তরে দুইবার ঐ খোজ নীলাম হইবার নোটিস প্রকাশ করিতে পারিবেন, ও সেই পাওনা টাকা না দেওয়া গেলে ঐ নোটিস শেষবার প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি অন্যূন তিন মাস গত হইলে পর ঐ খোজের নিমিত্ত যে ব্যক্তি উচ্চ মূল্য ডাকেন তাঁহার নিকট ঐ খোজ বিক্রয় করিতে পারিবেন। সেই ব্যক্তি বিক্রয় কালেই খরিদের সমুদয় টাকা গচ্ছিত করিয়া দিবেন।

নীলামোৎপন্ন টাকা হইতে কমিশ্যনরদের পূর্ব্বোক্ত প্রাপ্য টাকা দেওয়া গেলে পর উদ্বর্ত্ত থাকিলে, সেই উদ্বর্ত্ত টাকা মুনিসিপল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে ; এবং কোন ব্যক্তি তাহা দাওয়া করিয়া কমিশ্যনরদের হৃদ্বোধমতে অথবা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে আপনার সেই উদ্বর্ত্ত টাকা পাইবার অধিকার স্থাপন করিলে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

নীলাম সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন ব্যক্তিই ঐ পাওনা টাকা শোধ করিয়া দিতে পারিবেন। কারণে সেই সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির উপকারজনক স্বার্থ থাকে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাঁহার স্থানে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

হানিপূরণ করিবার কথা।

৩৬২ ধারা। এই আইনমতে প্রদত্ত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য হওয়াপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির হানি হইলে, কমিশ্যনরগণ মুনিসিপল ফণ্ড হইতে সেই হানিপূরণ করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরদের কি তাঁহাদের কার্য্যকারকদের নামে এক মাস থাকিতে মোকদ্দমার হেতুর নোটিস না দিলে নালিশ হইতে না পারিবার কথা।

৩৬৩ ধারা। এই আইনমতে করা কোন কার্য্যহেতুক কোন মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের কিম্বা তাঁহাদের কোন কর্ম্মকারকের কি তাঁহাদের আজ্ঞামতে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তির নামে নালিশ করিবার মানস থাকিলে, যে ব্যক্তি বাদী হইতে চাহেন তাঁহার নাম ও বাসস্থান ও নালিশ করিবার হেতু বিষয়ক নোটিস লিখিত হইয়া ঐ কমিশ্যনরদের আফিসে, এবং (উক্ত কমিশ্যনরদের কোন কর্ম্মকারকের কি তাঁহাদের আজ্ঞামতে কর্ম্মকারি কোন

ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কল্পনা থাকিলে) যাঁহাকে প্রতিবাদী করা যাইবার ভয় দেখান হয় তাঁহার বাসস্থান দেওয়া গেলে পর এক মাস গত না হইলে, নালিশ করিতে পারা যাইবেক না ;

ও সেই নোটিস দেওয়ার প্রমাণ না হইলে, আদালত প্রতিবাদির পক্ষে নির্ণয় করিবেন।

নালিশের হেতু হইবার পর তিন মাসের মধ্যে উক্ত প্রকারের মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার পর নয়।

কমিশ্যনরেরা বা তাঁহাদের কর্ম্মকারক কিম্বা যাঁহাকে উক্ত প্রকারের কোন নোটিস দেওয়া যায় তিনি উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাদিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব করিলে, ঐ বাদী মোকদ্দমা করিয়া কিছুই পাইতে পারিবেন না।

চৌকীদারী চাকরাণ ভূমির কথা।

৩৬৪ ধারা। ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৬ আইন (অর্থাৎ গ্রাম্য চৌকীদারদিগকে নিযুক্ত ও অবসর করিবার ও তাহাদের ভরণপোষণের বিধান করণার্থ আইন) প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কোন মুনিসিপালিটীর কোন অংশের উপকারার্থে যে সকল চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি নিরূপণ করা গিয়াছিল, ঐ আইনের ৩ ধারায় তাহাদের বিধান থাকিলেও এ ভূমির প্রতি ঐ ভূমি-বিষয়ক উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান বর্ত্তিবে ; এবং ঐ অধ্যায়ের বিধানমতে গ্রামের পঞ্চায়তের প্রতি কিম্বা পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তির প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া যে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার আদেশ থাকে, ও সেই অধ্যায়ানুসারে কোন গ্রামের পঞ্চায়তের কিম্বা পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তির যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার অনুমতি দেওয়া গিয়াছে, উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা সেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন ও সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন, এবং উক্ত অধ্যায়ানুসারে ঐ ভূমির উপর যে টাক্স ধার্য্য হয় তাহার উৎপন্ন টাকা মুনিসিপল ফণ্ডে দেওয়া যাইবে, ও ঐ ফণ্ডের টাকা যে কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে সেই কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইবে।

পোলীসের কর্ম্মকারকদের অপরাধ রিপোর্ট করিবার ও যাহারা নাম ও বাসস্থান বলিতে অস্বীকার করে তাহাদিগকে যুক্ত করিবার কথা।

৩৬৫ ধারা। এই আইনের বিপরীত কোন অপরাধ করা গেলে, পোলীসের সকল কর্ম্মকারক মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদিগকে তাহা তেই সেই অপরাধের সন্ধান জানাইবেন।

কোন ব্যক্তি পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের চক্ষুর গোচরে এই আইনের বিপরীত অপরাধ করিলে কিম্বা এরূপ অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইলে, ও পোলীস কর্ম্মকারকের দাওয়ামতে সেই ব্যক্তি আপনার নাম ও বাসস্থান জানাইতে না চাহিলে, কিম্বা জানাইলেও যে নাম ও বাসস্থান জানাইয়াছে তাহা উক্ত কর্ম্মকারকের মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাহার নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবার জন্য তিনি সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন ; ধৃত-করণাবধি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে। কিন্তু উক্ত সময় অতীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানা গেলে, যদি তিনি আদেশ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধ-পত্র লিখিয়া দেন, তবে তাঁহাকে খালাস দেওয়া যাইবে।

ঘুষোদি উৎকোচ লইলে তাহাদের দণ্ডের কথা।

৩৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ২১ ধারার মর্ম্মানুসারে যিনি রাজকীয় কর্ম্মকারক হন তদ্ভিন্ন এই আইনমতে কার্য্যপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আপনার পদসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিবার কিম্বা কোন কর্ম্ম না করিবার জন্যে, কিম্বা আপন পদসংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করণে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রকাশ করিবার বা না করিবার জন্যে, কিম্বা কমিশ্যনর কি রাজকীয় কার্য্যকারক কি গবর্নমেণ্ট বলিয়া ঐ কমিশ্যনরদের কি রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের কি গবর্নমেণ্টের নিকট কোন ব্যক্তির উপকার কি অপকার করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার জন্যে, কোন ব্যক্তির স্থানে আইনমত পারিশ্রমিক ছাড়া আপনার কি অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত পুরস্কারস্বরূপ কোন প্রকারের পারিতোষিক গ্রহণ করিলে কি পাইলে, কিম্বা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলে কি পাইবার উদ্যোগ করিলে, তাঁহার তিন বৎসরের অনধিক কাল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫৩ ধারার বিধানমত সামান্য বা কঠোর কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

রক্ষার্থ ধারা।

৩৬৭ ধারা। (ক) এই আইন না থাকিলে যে কার্য্য কিম্বা যে কার্য্যের ত্রুটি আইনমতে অনিষ্টজনক বলিয়া জ্ঞান হইত, কোন ব্যক্তির সেই কার্য্য কি সেই ত্রুটি আইন-সিদ্ধ করা গেল,

(খ) অনিষ্টজনক কার্য্যের অপরাধি কোন ব্যক্তির নামে তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা হইতে পারিবে না,

(গ) এই আইনক্রমে কোন আইন স্পষ্টরূপে রহিত করা না গেলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে,

এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবে না।

প্রথম তফসীল

(৮ ও ১৭ ধারা দেখ।)

যে সকল মুনিসিপালিটীতে কমিশ্যনরগণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

জিলা		মুনিসিপালিটী।
খুলনা	..	চান্দুড়িয়া।
ঐ	...	দেবহাটা।
দার্জ্জিলিঙ্গ		দার্জ্জিলিঙ্গ।
হাজারীবাগ	..	হাজারীবাগ।
সিংহভুম	...	চৈবাসা।

বাখরগঞ্জ ... নলছিটি।
ঐ ... ঝালোকাটি।
চট্টগ্রাম ... কক্সবাজার।
মজঃফরপুর ... লালগঞ্জ।
ঐ ... সীতামঢ়ী।
দারভাঙ্গা ... রসেড়া।
চাম্পারণ ... বেতিয়া।
ভাগলপুর ... কাহলগাঁ।
কটক ... যাজপুর।
ঐ ... কেন্দ্রাপাড়া।

দ্বিতীয় তফসীল।

(৮ ও ২৩ ধারা দেখ।)

যে সকল মুনিসিপালিটীতে সভাপতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

জিলা ... মুনিসিপালিটী।
বর্দ্ধমান ... দাঁইহাট।
হুগলী ... উত্তরপাড়া।
২৪ পরগনা ... কালকাতা শাখানগর।
ঐ ... বারুইপুর।
নদীয়া ... শান্তিপুর।
ঐ ... বীরনগর।
ঐ ... মেহেরপুর।
মুর্শিদাবাদ ... কান্দি।
দার্জ্জিলিঙ্গ ... দার্জ্জিলিঙ্গ।
হাজারীবাগ ... হাজারীবাগ।
ঐ ... চাতরা।
লোহারডগা ... রাঁচি।
সিংভূম ... চৈবাসা।
মানভূম ... পুরুলিয়া।
চট্টগ্রাম ... কক্সবাজার।
পাটনা ... পাটনা।
গয়া ... গয়া।
শাহাবাদ ... সাসারাম।
ঐ ... ডুমরাও।
মজঃফরপুর ... সীতামঢ়ী।
দারভাঙ্গা ... দারভাঙ্গা।
ঐ ... মধুবনী।
সারণ ... সেওয়ান।
চাম্পারণ ... বেতিয়া।
কটক ... যাজপুর।
ঐ ... কেন্দ্রাপাড়া।

তৃতীয় তফসীল।

A পাঠ।—(১১২ ধারা দেখ।)

ব্যক্তিদের উপর টাক্স ধার্য্য হওয়ার নির্দ্ধারণপত্র প্রস্তুত হওনবিষয়ক এই নোটিস প্রকাশ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইন।

(১১২ ধারা।)

অমুক মুনিসিপালিটী।

যে ব্যক্তিদের দখলে যোত থাকে ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইনের ১১২ ধারার বিধানমতে তাঁহাদের টাক্স নিরূপণের নির্দ্ধারণপত্র কমিশনরদের কার্য্যালয়ে অর্পণ করা গিয়াছে, অতএব এই নোটিস দেওয়া যাইতেছে, কোন ব্যক্তি সেই নির্দ্ধারণপত্র দেখিতে ইচ্ছা করিলে, বন্দের দিন ছাড়া কোন দিনে কাছারী খোলা থাকার কোন সময়ে উক্ত কমিশনরদের কার্য্যালয়ে গিয়া তাহা দেখিতে পারিবেন, এবং উক্ত টাক্স নিরূপণপত্রের মধ্যে যে২ ব্যক্তির নাম লেখা আছে তাঁহাদিগকে এতদ্দ্বারা এই আজ্ঞা করা গেল, তাঁহাদের নামের পার্শ্বে যত টাকা লেখা আছে কমিশনরেরা ঐ টাকা আদায়ের জন্যে যে কাছারী নিরূপণ করেন তিন২ মাসের কিস্তি করিয়া তাঁহারা ঐ কাছারীতে কিম্বা টাক্স আদায়কারকের কি অন্য যে কর্ম্মকারক টাকা লইতে ক্ষমতা পান তাঁহাকে নিয়মমতে ঐ টাকা দিবেন। অমুক মাসের প্রথম তারিখে প্রথমবার ঐ টাকা দিবেন, তৎপরে অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপূর্ব্বে, ও অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপূর্ব্বে ও অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপূর্ব্বে দিতে থাকিবেন। না দিলে বাকীদারের অস্থাবর সম্পত্তি, কিম্বা যে যোতের উপলক্ষে বাকীদারের উপর ঐ টাক্স বসান গিয়াছে তন্মধ্যে অস্থাবর যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও নীলাম করিয়া, ও সেই টাকা আদায় করিবার জন্যে আইনমতে অন্যান্য যে কার্য্য করিবার অনুমতি থাকে তাহা করিয়া ঐ বাকী টাকা আদায় করা যাইবে।

সাল তাং

শ্রীঅমুক,
কমিশনরদের সভাপতি।

B পাঠ।—(১১২ ধারা দেখ।)

যোতের মূল্য নিরূপণপত্র ও তদনুসারে যে টাক্স ধার্য্য হইল তাহার নির্দ্ধারণপত্র প্রস্তুত হইবার এই নোটিস প্রকাশ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইন।

(১১২ ধারা।)

অমুক মুনিসিপালিটী।

সকল যোতের মূল্য নিরূপণের ও বার্ষিক মূল্যানুসারে তাহাদিগকে যে রেট ধার্য্য হইল তাহার নির্দ্ধারণপত্র ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইনের ১১২ ধারার বিধানমতে কমিশনরদের কার্য্যালয়ে অর্পণ করা গিয়াছে, অতএব এই নোটিস দেওয়া যাইতেছে কোন ব্যক্তি ঐ নির্দ্ধারণপত্র দেখিতে ইচ্ছা করিলে বন্দের দিন ছাড়া কোন দিনে কাছারী খোলা থাকার কোন সময়ে উক্ত কমিশনরদের কার্য্যালয়ে গিয়া তাহা দেখিতে পারিবেন, ও সেই নির্দ্ধারণপত্রে লিখিত সকল যোতের স্বামিদের প্রতি এতৎক্রমে এই আজ্ঞা করা গেল, তাঁহাদের নামের পার্শ্বে যত টাকা লেখা আছে কমিশনরেরা ঐ টাকা আদায়ের জন্যে যে কাছারী নিরূপণ করেন, তাঁহারা তিন২ মাসের কিস্তি করিয়া ঐ কাছারীতে কিম্বা টাক্স আদায়কারকের কি অন্য যে কর্ম্মকারক ঐ টাকা লইতে ক্ষমতা পান তাঁহাকে নিয়মমতে তত টাকা

Numb. 2343 [২৩৪৩]. (REGISTERED No. 30.)

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 24, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৪ জুন।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2038 A.

General.—*The 26th May* 1884.—Mr. R. J. Harrison is appointed to be a Captain in the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps, with effect from the 9th instant, *vice* Mr. A. A. Wace, resigned.

The 30th May 1884.—Moulvie Mahomed-ul-Nobi, Deputy Collector, Shahabad, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Mr. J. R. Hand.

The 3rd June 1884.—Mr. L. C. Abbott, c.s., has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of furlough for six months on medical certificate.

The 4th June 1884.—Baboo Nobin Chunder Sen, Deputy Collector, Noakholly, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Baboo Rojoni Coomar Dutt, transferred.

The 5th June 1884.—Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for two months and five days, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he availed himself of it.

The 9th June 1884.—Mr. H. P. Todd-Naylor, Assistant Magistrate and Collector, Dacca, is vested with the powers of a Deputy Collector.

The 10th June 1884.—The services of Mr. C. P. Caspersz, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Sasseram, Shahabad, are placed temporarily at the disposal of the Board of Revenue for employment as Settlement Officer in charge of the settlement of Noabad Talooks in Chittagong.

The 11th June 1884.—Mr. R. F. Rampini, c.s., has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of furlough for five months.

The 12th June 1884.—Moulvie Syed Obedullah, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for six weeks, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Tara Nath Bose is appointed temporarily to be a Sub-Deputy Collector in the district of Mymensingh, *vice* Baboo Nobin Chunder Guho, resigned.

The leave granted to Baboo Shama Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Aurungabad, Gya, under the order of the 1st April last, is commuted to leave for one month under sections 134 and 141, chapter X of the Civil Leave Code.

The order of the 13th ultimo, transferring Baboo Sri Nath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Buxar, Shahabad, to the Bhubooah sub-division of that district, is cancelled.

In modification of the order of the 7th May last, Moulvie Mohamed Abdul Kadir, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Narail, Jessore, is appointed to have charge of the Contai sub-division of the Midnapore district, during the absence, on deputation, of Mr. F. A. Slack, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 13th June 1884.—Mr. S. N. Banerjee, Temporary Sub-Deputy Collector, Rungpore is allowed leave for six weeks, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Dino Nath Chuckerbutty, Temporary Sub-Deputy Collector, Rungpore, is transferred to Alipore, in the district of Julpigoree.

Baboo Radhica Lal Shome, Temporary Sub-Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for two months, under sections 127-7 and 134, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 24th April 1884.

[*Government Gazette, 24th June* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

২০৩৮ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—শ্রীযুত এ. এ. ওয়েস সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত আর, জে, হ্যারিসন সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি বঙ্গদেশের উত্তরদিকের বলণ্টিয়র রাইফল দলের কাপ্তানের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শ্রীযুত জে, আর, হ্যাণ্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে শাহাবাদের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ উল-নবি উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ জুন।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত এম, সি, আবট, সি, এস, সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—শ্রীযুত বাবু রজনীকুমার দত্ত স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে নওয়াখালীর ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র সেন উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মবারক আলি যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তুই মাস পাঁচ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—ঢাকার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, পি, টড-নেলর সাহেব ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১০ জুন।—শাহাবাদের অন্তর্গত সাসীরামের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, পি, ক্যাসপার্জ সাহেব চট্টগ্রামের অন্তর্গত নওয়াবাদ তালুকের বন্দোবস্তী কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত বন্দোবস্তের কর্ত্তৃপক্ষের পদে নিযুক্ত হওনার্থে কিয়ৎকালের জন্যে রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ জুন।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত আর, এফ, রাম্পিনি সি, এস, সাহেবকে আর পাঁচ মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১২ জুন।—বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ অবেদুল্লা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র গুহ কর্ম্মত্যাগ করাতে শ্রীযুত বাবু তারানাথ বসু কিয়ৎকালের জন্যে ময়মনসিংহ জিলায় সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ার অন্তর্গত আরঙ্গাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র গত আপ্রিল মাসের ১ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহা সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধি ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ও ১৪১ ধারামত এক মাসের ছুটী বলিয়া গণ্য করা গেল।

শাহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে উক্ত জিলার অন্তর্গত ভুবুয়া মহকুমায় প্রেরণ বিষয়ক গত মাসের ১৩ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

গত মে মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এফ, এ, স্লাক সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণের তারিখ অবধি উক্ত মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ জুন।—রঙ্গপুরের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এস, এন, বন্দোপাধ্যায় যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

রঙ্গপুরের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত অলিপুরে প্রেরিত হইলেন।

বাখরগঞ্জের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাধিকালাল সোম গত আপ্রিল মাসের ২৪ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭—৭ ও ১৩৪ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

Mr. T. Inglis, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Raneegunge, Burdwan, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 21st instant.

Mr. H. Farrer, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serajgunge, Pubna, on leave, is appointed to have charge of the Raneegunge sub-division of the Burdwan district, during the absence, on leave, of Mr. T. Inglis, or until further orders.

Mr. C. T. Metcalfe, c.s.i., Magistrate and Collector, Patna, is allowed leave for one month and one day, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 18th instant, the day following the date on which his present appointment as Additional Commissioner, Patna, expires.

The 14*th June* 1884.—Baboo Annoda Prosad Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is transferred to the district of Julpigoree.

Baboo Sarat Chunder Chatterjee, b.l., is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Dinagepore district, *vice* Baboo Annoda Prosad Sen, on deputation.

Police.—*The* 9*th June* 1884.—Mr. E. C. S. Baker, Officiating Assistant Superintendent of Police, Nuddea, is transferred to Serampore, in the district of Hooghly.

Mr. C. Plowden is appointed to act, until further orders, as an Assistant Superintendent of Police, and is posted to Nuddea.

The 12*th June* 1884.—Lieutenant-Colonel R. M. Skinner, District Superintendent of Police, Sarun, is allowed leave for two months and two days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant.

Mr. W. C. Fasson, Assistant Superintendent of Police, Sarun, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on leave, of Lieutenant-Colonel R. M. Skinner, or until further orders.

The 13*th June* 1884.—Mr. H. G. Wilkins, Officiating Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is appointed to act temporarily as District Superintendent of Police, Howrah, on being relieved of his present appointment.

Mr. Wilkins is also appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the date on which he joins his appointment at Howrah.

Mr. P. A. Sandilands, Assistant Superintendent of Police, is appointed to act, until further orders, in the first grade of Assistant Superintendents of Police at Howrah, with effect from the date on which he may be relieved of his present appointment as Officiating District Superintendent of Police by Mr. H. G. Wilkins.

Education.—*The* 14*th June* 1884.—Mr. A. Macdonell, Professor, Dacca College, is appointed to be a Professor in the Presidency College.

Mr. W. Booth, Professor, Presidency College, is appointed to be Principal of the Dacca College.

Mr. R. Parry, Officiating Principal, Dacca College, is appointed to be a Professor in the Patna College.

Baboo Surja Kumar Agasti, m a., is appointed temporarily to be an Assistant Professor in the Dacca College.

Baboo Brahma Mohun Mullick, Inspector of Schools, Western Circle, is confirmed in class IV of the Bengal Educational Service, *vice* Mr. A. W. Garrett, who has applied to retire.

Opium.—*The* 7*th June* 1884.—Mr. J. E. Hand, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Benares Agency, is allowed leave for two and a half months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st June 1884.

Mr. F. J. R. Field, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Behar Agency, is allowed leave for one month, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 20th May 1884.

[*Government Gazette,* 24*th June* 1884.]

বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত রাণীগঞ্জের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত টি, ইংগ্লিস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত টি, ইংগ্লিস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাবনার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের ছুটী প্রাপ্ত একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, কেরর সাহেব বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত সি, টি, মেটকাফ সাহেব, সি, এস, আই, সিবিল কার্য্যকারিকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৮ তারিখ অবধি অর্থাৎ পাটনার আডিশ্যনল কমিশ্যনরস্বরূপ তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মের কাল যে তারিখে অতীত হয় তাহার পর দিন অবধি এক মাস এক দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ জুন।—দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন জলপাইগুড়ি জিলায় প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন রাজকার্য্যান্তরে নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীযুত বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুর জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—নদীয়ার পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ই, সি, এস, বেকার সাহেব, হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুত সি, প্লোডেন সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া নদীয়ায় অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ জুন।—সারণের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, এম, স্কিনর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি দুই মাস দুই দিনের ছুটী পাইলেন।

লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, এম, স্কিনর সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সারণের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, সি, কাদম সাহেব উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ জুন।—কলিকাতার পোলীসের একটিং ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুত এচ, জি, উইলকিন্স সাহেব স্বীয় বর্ত্তমান কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া কিয়ৎকালের জন্যে হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত উইলকিন্স সাহেব হাবড়ায় স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি, এ, সাণ্ডিলাণ্ডস সাহেব পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টস্বরূপ স্বীয় বর্ত্তমান কর্ম্মের ভার শ্রীযুত জি, এচ, উইলকিন্স সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হাবড়ায় পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ জুন।—ঢাকা কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত এ মাকডনেল সাহেব প্রেসিডেন্সী কালেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন

প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত ডবলিউ, বুথ সাহেব ঢাকা কালেজের প্রিন্সিপলের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকা কালেজের একটিং প্রিন্সিপল শ্রীযুত আর, পারি সাহেব পাটনা কালেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু পূর্ণকুমার আগস্তি, এম এ, কিয়ৎকালের নিমিত্তে ঢাকা কালেজে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ, ডবলিউ, গারেট সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের প্রার্থনা করায় পশ্চিম চক্রের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক বঙ্গদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—বারাণস এজেন্টীর আফিসের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত জে, ই, হাণ্ড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি আড়াই মাসের ছুটী পাইলেন।

বিহার এজেন্টীর আফিসের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এফ, জে, আর, ফিলড সাহেব ১৮৮৭ সালের [illegible] মের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

MEDICAL.—*The 5th June* 1884.—Assistant Surgeon Amulya Chandra Chumpati, who was in charge of the charitable dispensary at Behar, held also medical charge of that sub-division from the 29th March to the 29th April 1883, both days inclusive.

Surgeon D. G. Crawford is appointed to act as Resident Physician, Medical College Hospital, Calcutta, during the absence, on deputation, of Surgeon L. A. Waddell, or until further orders.

The 17th June 1884.—Assistant Surgeon Poorno Chunder Singh, a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have medical charge of the civil station of Serampore, in the district of Hooghly, with effect from the date on which he joined his appointment.

MUNICIPAL.—*The 8th June* 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the election by the Commissioners of the Patna Municipality of Mr. R. C. McKennie to be their Vice-Chairman for a term of two years.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Lalbagh Municipality, in the district of Moorshedabad :—

Rai Meghraj Kutari Bahadoor. | Rai Sitab Chand Nabar Bahadoor.
Baboo Raj Krishna Ghose.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Mr. M. J. Reuther. | Pandit Taranoth Nyabagish.
Baboo Haran Chunder Moitra.

The 13th June 1884.—Baboo Mohendra Nath Mukerjea is appointed to be a Commissioner of the South Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

ROAD CESS.—*The 8th June* 1884.—Rai Shib Chunder Banerjee, Bahadoor, is re-appointed to be Vice-Chairman of the Bhagulpore District Road Committee.

Munshi Soojait Ally is re-appointed to be a member of the Bhagulpore District Road Committee.

Baboo Purna Chandra Sing, zemindar, is also appointed to be a member of the above Committee, *vice* Baboo Tej Narain.

Baboo Srimohan Thakoor is re-appointed to be Vice-Chairman of the Sudder Branch Road Committee of Bhagulpore.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 196.—*The 5th June* 1884.—Mr. P. C. Lyon, C.S., Assistant Commissioner, Sylhet, is transferred, as a temporary arrangement, to the Khasi and Jaintia Hills, and posted to the head-quarters station.

No. 203.—The following promotions are made in the Assam Commission, with effect from the 19th May 1884, in consequence of Major E. N. D. LaTouche being transferred to the half-pay list (as notified in the *Gazette of India*, dated the 17th May 1884) :—

Mr. J. Kennedy, C.S., Assistant Commissioner, second grade, to be Assistant Commissioner, first grade.

Mr. B. G. Geidt, C.S., Assistant Commissioner, third grade, to be Assistant Commissioner, second grade.

Mr. R. S. Greenshields, C.S., Supernumerary Assistant Commissioner, third grade, is absorbed in that grade.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th June 1884.—The undermentioned Assistant Surgeon of the second grade, having passed the prescribed examination, is promoted to the first grade, with effect from the 1st May 1884 :—

Assistant Surgeon Chunder Mohun Ghose.

[*Government Gazette, 24th June* 1884.]

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত অমূল্যচন্দ্র চম্পাতি, যিনি বিহারস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ছিলেন তিনি, ১৮৮৩ সালের ২৯ মার্চ অবধি ২৯ আপ্রিল পর্য্যন্ত সেই মহকুমার চিকিৎসাকার্য্যেরও ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

স্বাস্থ্যলাভোপলক্ষে সর্জন শ্রীযুত এল, এ, ওয়াডেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সর্জন শ্রীযুত ডি, জি, ক্রাফর্ড সাহেব কলিকাতার মেডিকাল কালেজ হাস্পাতালে রেসিডেন্ট ফিজিশনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ, হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর সিবিল ষ্টেশনে চিকিৎসাকার্য্যের ভার গ্রহণের তারিখ অবধি কিয়ৎকালের জন্যে তথাকার চিকিৎসাকার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ জুন।—পাটনা মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত আর, সি, মাকেনাই সাহেবকে দুই বৎসরের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত লালবাগ মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত রায় মেঘরাজ কুটারি বাহাদুর। | শ্রীযুত রায় সিতাব চাঁদ নবর বাহাদুর।

শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত এম, জে, রিউথর সাহেব। | শ্রীযুত পণ্ডিত তারানাথ ন্যায়বাগীশ।

শ্রীযুত বাবু হারাণচন্দ্র মৈত্র।

১৮৮৪ সাল ১৮ জুন।—শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ জুন।—শ্রীযুত রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ভাগলপুর জিলার পথকমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মুনশী সুজাত আলি ভাগলপুর জিলার পথকমিটীর মেম্বরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত তেজনারায়ণ বাবুর পরিবর্ত্তে জমীদার শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র সিংহ উক্ত কমিটীর মেম্বরের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীমোহন ঠাকুর ভাগলপুরের সদর শাখাপথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটহইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৯৬ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—ডেপুটি কমিশনর শ্রীযুত পি, সি, লিয়ন সাহেব, সি, এস, কিয়ৎকালের নিমিত্তে খাসি ও জয়ন্তী পর্ব্বতে প্রেরিত হইয়া সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

২০৭ নম্বর।—মেজর শ্রীযুত ই, এস, ডি, লাটুচ সাহেব, ১৮৮৪ সালের ১৭ মে তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত ডাক পে লিষ্টে প্রেরিত হওয়ায় ১৮৮৪ সালের ১৯ মে অবধি আসাম কমিশনে নিম্নলিখিত পদ বৃদ্ধি করা গেল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত জে, কেনেডি সাহেব, সি, এস, প্রথমশ্রেণীর আসিষ্টান্ট কমিশনর হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত বি, জি, গেইট সাহেব, সি, এস, দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট কমিশনর হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত আর, এস, গ্রীনশিলডস সাহেব সি, এস, সেই শ্রেণী ভুক্ত হইবেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ৯ জুন।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট সর্জন সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবেন।—

আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত চন্দ্রমোহন ঘোষ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

The undermentioned Assistant Surgeons of the third grade, having passed the prescribed examination, are promoted to the second grade, with effect from the 1st May 1884:—

Assistant Surgeon Hari Das Mitra.
,, ,, Binode Krishna Bose.
,, ,, Amrita Lal Mozoomdar.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

FORESTS.—*The 11th June* 1884.—Mr. G. A. Richardson, Deputy Conservator of Forests, is promoted to officiate in the second grade of Deputy Conservators, with effect from the date on which Mr. G. W. Strettell, Deputy Conservator of the first grade, availed himself of the three months' furlough granted to him under orders dated the 13th May 1884.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 8th June 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1, Act IV (B.C.) of 1873, the Lieutenant-Governor intends to direct that all births and deaths occurring within the Nychatty Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, after the 1st August next, shall be registered, unless good reasons to the contrary are shown within one month from the date of publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th June 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 1, Act V (B.C.) of 1880, to extend the provisions of the said Act to the Patna Municipality, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th June 1884.—It is hereby notified that, under clause 2, section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor declares the Kallina Ghat ferry over the river Kareh, in the district of Durbhunga, to be a public ferry.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th June 1884.—It is hereby notified for general information that, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Roserah Municipality, in the district of Durbhunga, made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 299, Act V (B C.) of 1876, to sanction the extension of the provisions of Part IX, chapter II of the Act to the above municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th June 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 13, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to declare that the portion of the town of Hazaribagh which has hitherto been included within cantonment limits, and which is bounded on all sides by the

নিম্নলিখিত তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জনেরা নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।—

আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র।
,, ,, ,, বিনোদকৃষ্ণ বসু।
,, ,, ,, অমৃতলাল মজুমদার।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১১ জুন।—প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত জি, ডবলিউ, ষ্টেটেল সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৩ মের আজ্ঞামতে যে তিন মাসের নিয়মিত ছুটী পান তাঁহার সেই ছুটী গ্রহণের তারিখ অবধি ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত জি, এ, রিচার্ডসন সাহেব ডেপুটী বনরক্ষকের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিবেন।

এ, পি মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ জুন।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এইসংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাসত মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি আগামি আগস্ট মাসের ১ তারিখের পর উক্ত মুনিসিপালিটীতে জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টরী করণের আদেশ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি, পাটনা মুনিসিপালিটীতে উক্ত আইনের বিধান প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত কারে নদীর কলানিয়া খেয়াঘাট ১৮৮৫ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণমতে সরকারী খেয়াঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ জুন।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৯৯ ধারানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত রোসড়া মুনিসিপালিটীর সভাপতি কমিশনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ পরিচ্ছেদের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ জুন।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হাজারীবাগ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষকারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি, হাজারীবাগ নগরের যে অংশ এতদিন সেনা-

municipality of Hazaribagh, shall be united with the municipality for the purpose of taxation, and for all other purposes of the said Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 3rd June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense and for a public purpose, viz. for a post office bungalow at Moheshtala, mouzah Jalkhura, in the district of 24-Pergunnahs, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 4 cottahs, more or less, of the standard measurement, and bounded on the north and west by Faquir Haldar's land, south by Budge-Budge road, and east by Akra road, is required within the aforesaid mouzah.

2. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 13th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Bansberia Municipality for a public purpose, viz. for widening the Tribeny Ghat road in the village of Tribeny, within the Bansberia Municipality, pergunnah Boro, in the district of Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, measuring, more or less, 1 cottah 4 chittacks of standard measurement, is required. The land is bounded on the north by the Tribeny *Banda* Ghat road; on the south by Basudebpur Mozumdar's *Banda* Ghat road; on the east by the pucca houses of Baboo Sashi Bhusan Mazumdar and others: and on the west by the Tribeny Ghat road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2039 A.

The 6th June 1884.—Baboo Ram Prosonno Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the General Bench at Jehanabad, in the district of Hooghly, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 9th June 1884.—The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench at Howrah, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Mr. William Ammon.
„ John Lowther.
„ W. John Carter.
„ A. W. Kelso.
„ C. J. Simmons.
„ W. Palmer.
„ J. Cattland.
„ J. G. Burbridge.
„ W. Scott.
„ J. Clarke.
„ C. Kiernander.
„ C. J. L. Fordyce.
„ H. Rushton.
„ D. Souttar.
Mr. W. Tyrell.
„ W. F. Mitchell.
Captain C. G. Smyth.
Mr. P. M. Lowther.
„ A. B. Langham.
Baboo Juggut Chunder Gangooly.
„ Bhabodayini Churn Mitter.
„ Kirti Chunder Banerjee.
„ Jogendra Nath Chatterjee.
„ Gobind Chunder Haldar.
„ Tarini Churn Dass.
Revd. B. C. Ghosh.
Baboo Gooroo Churn Roy Chowdry.
„ Dinanath Chatterjee.

[*Government Gazette,* 24*th June* 1884.]

জীবেশের সীমাভুক্ত আছে ও যাহার চতুঃসীমা হাজারীবাগ মুনিসিপালিটী সেই অংশ উক্ত আইনমত টাক্স ধার্য্য করণ ও অন্য সকল কার্য্যপক্ষে উক্ত মুনিসিপালিটীর সঙ্গে সংযোগ করা যাইবে বলিয়া আদেশ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ জুন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত জলপুর মৌজার মহেশতলায় ডাকঘরের জন্যে বাঙ্গলাঘর করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মৌজায় কমিবেতে ন্যূনাধিক ১৪ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা ফকির হালদারের জমি, দক্ষিণ সীমা বজবজের পথ, ও পূর্ব্ব সীমা আকড়া পথ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ জুন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরো পরগনার বাঁশবেড়িয়া মুনিসিপালিটীর সামিল ত্রিবেণী গ্রামে ত্রিবেণী ঘাটের পথ পরিষ্কার করণার্থে বাঁশবেড়িয়া মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত কমিবেতে ন্যূনাধিক /১ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটের পথ, দক্ষিণ সীমা বসুদেবপুর মজুমদারের বাঁধা ঘাটের পথ, পূর্ব্ব সীমা বাবু শশীভূষণ মজুমদার প্রভৃতির পাকা বাড়ী, ও পশ্চিম সীমা ত্রিবেণীর ঘাটের পথ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট

২০৩৬ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—শ্রীযুত বাবু রামপ্রসন্ন রায় হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়া বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।—

শ্রীযুত উলিয়ম আয়ন সাহেব।
,, জান লোয়র সাহেব।
,, ডবলিউ জান কার্টর সাহেব।
,, এ, ডবলিউ, কেলনে সাহেব।
,, সি, জে, সিমন্স সাহেব।
,, ডবলিউ, পামার সাহেব।
,, জে, কাটলাও সাহেব।
,, জে, জি, বরব্রিজ সাহেব।
,, ডবলিউ, স্কট সাহেব।
,, জে, ক্লার্ক সাহেব।
,, সি, কিয়রনাণ্ডর সাহেব।
,, সি, জে, এল, ফর্ডাইস সাহেব।
,, এচ, বক্সটন সাহেব।
,, ডি, স্টুটর সাহেব।

শ্রীযুত ডবলিউ, টাইরেল সাহেব।
,, ডবলিউ এফ, মিচেল সাহেব।
কাপ্তান শ্রীযুত সি, জি, স্মাইথ সাহেব।
শ্রীযুত পি, এম, লোয়র সাহেব।
,, এ, বি, লাড্ডাম সাহেব।
,, বাবু জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
,, ,, ভবদায়িনী দেব মিত্র।
,, ,, কীর্ত্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, ,, গোবিন্দচন্দ্র হালদার।
,, ,, তারিণীচরণ দাস।
পাদরী শ্রীযুত বি, সি, ঘোষ।
শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ রায়চৌধুরী।
,, ,, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

Baboo Abinash Chunder Mitter, Second Subordinate Judge of Tirhoot, is allowed leave for twenty-one days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Nil Madhub Banerji, Munsif of Madhubani, Tirhoot, is appointed to act as Subordinate Judge of Tirhoot, during the absence, on leave, of Baboo Abinash Chunder Mitter, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

Baboo Hur Mohun Bose, Second Munsif of Soodharam, in the district of Noakholly, is transferred temporarily to the district of Backergunge, to be ordinarily stationed at Burrisal.

Mr. W. Grindlay, Assistant Magistrate and Collector, Sewan, Sarun, is appointed under the provisions of section 22, Act X of 1882, to act as a Justice of the Peace within the territories under the Lieutenant-Governor's control.

The 11th June 1884.—Baboo Sarat Chunder Chatterjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Nobin Chunder Gangooly, Subordinate Judge of Dacca, is appointed to be Subordinate Judge of Rungpore.

Baboo Mati Lall Sircar, Subordinate Judge of Rungpore, is appointed to be Subordinate Judge of Dacca.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 12th June* 1884.—Baboo Sheo Shankar Sahoy, Munsif of Banka, in the district of Bhagulpore, is allowed leave for six months, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Baboo Biraj Krishna Ghose, First Munsif of Cutwa, in the district of Burdwan, is allowed leave for six months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 12th May 1884.

The 13th June 1884.—Baboo Radha Churn Roy, Second Munsif of Bhola, in the district of Backergunge, is allowed leave for nineteen days, under section 73-1, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 5th June 1884.—In continuation of the notification, dated the 13th August 1883, published at page 713, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 22nd idem, which extended Act X of 1882 (The Code of Criminal Procedure) to the Sonthal Pergunnahs, it is hereby notified that, under section 3 of Regulation III of 1872, the Lieutenant-Governor directs that Act III of 1884 (an Act to amend the Code of Criminal Procedure, 1882) shall also have force and effect in those Pergunnahs.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 16th June 1884.

No. 237.—*Notification.*—Baboo Prosono Coomar Duncary, Assistant Engineer, first grade, reported his return to duty, on the afternoon of the 13th June 1884, from the sick leave granted to him in notification No. 373, dated 3rd November 1883.

No. 238.—*Corrigendum.*—In notification No. 227 of the 11th June 1884, *for* "8th April 1884," *read* "28th April 1884" as the date on which Mr. Finnimore passed the colloquial examination in Hindustani.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 24*th June* 1884.]

IRRIGATION.

The 16th June 1884.

***No.* 239.**—*Notification.*—With reference to notification No. 235, dated the 9th instant, published at page 673, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 11th idem, it is hereby notified, for general information, that the estimate of the probable cost to be incurred in the repairs and maintenance of the fifty-two miles four hundred feet of the Gunduck tuccavee embankment, and the works connected therewith, in the district of Mozufferpore, during twenty years, commencing from the 1st of April 1883, amounts, at the rate of Rs. 200 per mile per annum, to Rs. 10,415, and that the Lieutenant-Governor proposes, under section 63 of Act II (B.C.) of 1882, to fix the aforesaid total sum of Rs. 10,415 as payable during the said twenty years by the zemindars of the estates benefited by such repairs, maintenance, and works, should no valid objection thereto be preferred.

Any person interested, who desires to object to the abovementioned order, is required to prefer, within three months of the date of its first publication in the *Calcutta Gazette*, such objections as he may think proper to the Collector of Mozufferpore for consideration by the Lieutenant-Governor.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D

The 17th June 1884.

No. 240.—*Leave.*—Mr W. H. Nightingale, Executive Engineer, second grade, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India a further extension of three months' furlough.

No. 242.—*Notification.*—Notification No. 228 of the 9th instant, granting Mr. W. H. Marten Deputy Examiner, 15 days' extraordinary leave without allowances, is hereby cancelled.

IRRIGATION.

The 17th June 1884

No. 243.—*Declaration*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for an escape channel from the Kesry distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about one mile and 57 feet in length, and varying from 60 to 120 feet in width, and containing an area of 9 acres 2 roods and 33 poles, more or less, and passing through mouzah Sheopore, pergunnah Behya, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal P. W. Dept

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৬ জুন।

২৩৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—১৮৮৪ সালের জুনমাসের ১৭ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই মাসের ৯ তারিখের ২৩৫নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এইসংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মজফরপুর জিলার অন্তর্গত গণ্ডক তাকাদী বাঁধের ৫২ মাইল ৪০০ফুট মেরামৎ, রক্ষা ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যসম্বন্ধে ১৮৮৩ সালের ১ আপ্রিল অবধি আরম্ভ করিয়া বৎসরপ্রতি মাইল প্রতি ২০০৲ টাকার হিসাবে বিশবৎসরে ১০৫৪১৫৲ টাকা ব্যয় সম্ভাবনা. অতএব শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬১ ধারামতে এই স্থির করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যুক্তিসিদ্ধ কোন আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে উক্ত মেরামৎ, রক্ষা ও তাহা-দ্বারা যেং মহালের জমিদারদের উপকার হইবে ২০ বৎসরে তাঁহাদেরই মোট ঐ ১০,৪১৫ টাকা দিতে হইবে।

স্বার্থবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি উক্ত আজ্ঞার উপর আপত্তি করিতে চাহিলে যেরূপ আপত্তি করা উচিতবোধ করেন তাহা কলিকাতা গেজেটে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনার্থে মজফরপুরের কালেক্টর সাহেবের নিকট অর্পণ করিবেন।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর এস, এস, সি,
পব্লিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

২৪০ নম্বর।—ছুটী।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর এক্-সেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, নাইটিঙ্গেল সাহেবকে আর তিন মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়া-ছেন।

২৪২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—ডেপুটী হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, মার্টিন সাহেবকে বিনা বেতনে অতিরিক্ত ভারের পদের দিনের ছুটী দেওন বিষয়ক এই মাসের ৯ তারিখের ২২৮ নং বিজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

২৪৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কোশি জল বিতরণার্থ নালা হইতে জল নির্গত হইবার নালার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পুর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ১ মাইল ২৭ ফুট দীর্ঘ ও ৮০ অবধি ১২০ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ প্রায়ানিক ৯ একর ২ রুড ৩৪ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত দিহিয়া পরগণার শিবপুর মৌজার মধ্য দিয়া যায়।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এস এস, সি,
পব্লিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২৪ জুন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব অদ্যকার তারিখ অবধি এক মাসের পর ক্রমান্বয়ে ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬৭ ধারামত ও সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৬৭ সালের আইনের ৬ ধারামত নিম্নলিখিত দুই বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ২০ জুলাইর কলিকাতা গেজেটের ১৭০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬৭ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট ঔষধের নির্ঘণ্টে নিম্নলিখিত কথা যোগ করিতে হইবে।

৪৩ পংক্তির ''প্যারেগোরিক'' শব্দের পর যোগ কর—

ঔষধাদির নাম।	নিম্নলিখিত সংখ্যক পুরুষ ও বালক যে জাহাজে লইয়া যাওয়া যায়, সেই জাহাজে যত লইতে হইবে।					
	১ ঘর। ১০ জন ও তাহার কম।		২ ঘর। ১১ জন অবধি ২০ জন পর্য্যন্ত।		৩ ঘর। ২১ জন ও তদধিক।	
	ইউরোপীয়।	দেশীয়।	ইউরোপীয়।	দেশীয়।	ইউরোপীয়।	দেশীয়।
১৮৮৪ সালের মাসের তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তারিখের নং বিজ্ঞাপনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে মদিরা মিশ্রিত লেবুর রস।	প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঔন্স হিসাবে যত আবশ্যক হয়।	......	প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঔন্স হিসাবে যত আবশ্যক হয়	......	প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঔন্স হিসাবে যত আবশ্যক হয়	......
উপরোক্ত বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় প্রকরণের উল্লিখিত সুরাশূন্য লেবুর রস।	......	প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঔন্স হিসাবে যত আবশ্যক হয়।	......	প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঔন্স হিসাবে যত আবশ্যক হয়।	......	প্রত্যেক জনের জন্য প্রতিদিন এক ঔন্স হিসাবে যত আবশ্যক হয়।

বিজ্ঞাপন।

১৮৭৮ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের যে জ্ঞাপনপত্র ১৮৭৮ সালের ২৮ মের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায়, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা রহিত করিয়া সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত ১৮৬৭ সালের আইনের ৬ ধারার বিধানমতে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে জাহাজের ব্যবহারার্থ নেবু বা নেবুর রস বা রক্তপিত্ত রোগ নিবারণার্থ অন্য দ্রব্য যোগাইবার নিম্নলিখিত সংশোধিত বিধি প্রচলিত করিলেন।

১। জাহাজীয় নাবিকদের কি চড়নদারদের ব্যবহারের জন্যে নেবুর রস আনা গেলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন ইনস্পেক্টর সাহেব তাহার নমুনা দেখিয়া তাহা ঐ জাহাজের ব্যবহারের উপযুক্ত এই মর্ম্মের সর্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু সেই নেবু রসের এক ঔন্সে নেবুজাত অম্লের ২৫ গ্রেণের অন্যূন আছে ইহা ঐ ইনস্পেক্টরের হৃদ্বোধমতে দেখান যাইতে না পারিলে ঐ সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবে না; এবং ঐ নেবুর রস দৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরে উক্ত ইনস্পেক্টর কিম্বা কষ্টমের উপযুক্ত কার্য্যকারক নিম্নলিখিত ২ ধারার উল্লিখিত স্থল ভিন্ন যে প্রুফ মদিরা উপযুক্ত ও সুখাদ্য বলিয়া স্বীকার করেন ঐ রসের শতাংশে সেই মদিরার পঞ্চদশাংশ মিশ্রিত করিতে হইবে এবং উক্ত ইনস্পেক্টর কিম্বা কষ্টমের কালেক্টর সাহেব যদ্রূপ বোতলে ভরিয়া ও যদ্রূপ লেবেল দিয়া যে সময়ে যে প্রকারে বন্ধ করিতে আজ্ঞা করেন তদ্রূপে বন্ধ করিতে হইবে, এই সকল না করা গেলে সেই নেবুর রস জাহাজে লইবার উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে না। পরন্তু ঐ নেবু বা নেবুর রস কোন বাণ্ড হৌসে আনা গেলে ও উক্ত ইনস্পেক্টর কর্ত্তৃক উক্ত প্রকারে গ্রাহ্য হইলে, ঐ মদিরা কিম্বা তাহার যত দিলে শতাংশের রসে ১৫ পঞ্চদশাংশ মদিরা হয় তাহা ঐ বাণ্ডহৌসে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে ও তাহার উপর মাসুল লাগিবে না; এবং নেবু বা নেবুর রস মদিরা মিশ্রিত হইয়া সেই প্রকারে লেবল দেওয়া গেলে পর, বাণ্ডহৌস হইতে জাহাজীয় দ্রব্য সমর্পণের বাবৎ প্রতি যে নিয়ম ও কষ্টমের আইনের যে বিধান বর্ত্তে ঐ নেবু বা নেবুর রস কেবল সেই নিয়ম ও বিধানমতে জাহাজীয় দ্রব্য বলিয়া সমর্পণ করণার্থে ঐ বাণ্ডহৌসে রাখা যাইবে।

২। ভিন্নদেশগামী জাহাজে এসিয়ানিবাসী লোক লইয়া গেলে, কলিকাতার বীডন ষ্ট্রীটের ৫ নং বাটীর শ্রীযুত বাবু প্রিয়লাল দের প্রস্তুত সুরাশূন্য নেবুর রস অর্থাৎ সুরা না দিয়া যে নেবুর রস রক্ষিত হয় তাহা উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত জাহাজের এসিয়ানিবাসী নাবিক কি চড়নদারদের ব্যবহারের জন্য উক্ত সুরাশূন্য নেবুর রস আনা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন ইনস্পেক্টর সাহেব তাহার নমুনা দেখিয়া তাহা ঐ জাহাজে ব্যবহারের উপযুক্ত এই মর্ম্মের সর্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিবেন। পরন্তু সেই নেবুর রসের এক ঔন্সে নেবুজাত অম্লের ২৫ গ্রেণের অন্যূন আছে, ইহা ঐ ইনস্পেক্টরের হৃদ্বোধমতে দেখান যাইতে না পারিলে ঐ সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবে না; এবং উক্ত ইনস্পেক্টর কিম্বা কষ্টমের কালেক্টর সাহেব যদ্রূপ বোতলে ভরিয়া ও যদ্রূপ লেবল দিয়া যে সময়ে যে প্রকারে বন্ধ করিতে আজ্ঞা করেন, তদ্রূপে বন্ধ করিতে হইবে। এই সকল না করা গেলে, উক্ত সুরাশূন্য নেবুর রস জাহাজে লইবার উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৩। জাহাজে নেবুর রস থাকিলে যদি জাহাজের অধ্যক্ষ তাহা শোধন করিবার কিম্বা জাহাজীয় নাবিকদের কি চড়নদারদের ব্যবহারের যোগ্য করিবার নিমিত্ত তাহা জাহাজ হইতে নামাইয়া আনিতে ইচ্ছুক হন, তবে তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রের নিয়মিত পাঠানুসারে তাহা শোধন করিবার জন্যে নামাইয়া আনিবার নিমিত্তে কষ্টম হৌসে এন্টর করিবেন এবং; নেবু বা নেবুর রস যে নিয়ম ও যে বিধানমতে বাণ্ডহৌস হইতে একেবারে জাহাজে দেওয়া যায় ঐ নেবু বা নেবুর রস উপযুক্তমতে শোধন করা গেলে ও তদ্বিষয়ে ইনস্পেক্টরের সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে পর তাহাও সেই নিয়ম ও বিধানমতে জাহাজে পুনশ্চ তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

৪। নেবুর রস জাহাজীয় দ্রব্য বলিয়া বাণ্ডহৌস হইতে লওয়া গেলে, তাহার উপর যে লেবল থাকে ভিন্নদেশে গমনার্থে জাহাজ যে সময়ে বন্দর ছাড়িয়া যায় সেই সময়াবধি চব্বিশ ঘণ্টা গত না হইলে সেই লেবল স্পর্শ করিতে হইবে না।

এ, পি, ম্যাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৪ জুন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট তাঁহাদের প্রথম সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সমেত শ্রীযুত প্রেসিডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।—

বঙ্গদেশে স্থানীয় স্ব-তন্ত্র শাসন প্রণালী বিস্তার করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি যে সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়, সেই সিলেক্ট কমিটীর মেম্বর আমাদের সম্মুখে যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়া আমরা নিম্নলিখিত প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট দিলাম।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৩ সালের ৩০ জুলাই তারিখের ১০০৯ নং পত্রে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেবের যে আজ্ঞা জ্ঞাত করা হইয়াছে, তাহাতে কর্তৃত্ব প্রণালী ছাড়া প্রথম পাণ্ডুলিপির সাধারণ পদ্ধতির কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করা হয় নাই এবং সমুদয় ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে রাজকর্ম্মচারীদের ও সাধারণ সমিতিদের মত দিতে অদ্যাপি বাকী আছে, এ নিমিত্ত যে সকল ধারায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে ও স্থানীয় তহবীল সম্বন্ধে বিধান আছে সেই সকল ধারায় পুনর্ব্বিন্যাস ও যথাযোগ্য ভাষাগত পরিবর্ত্তনের অতিরিক্ত অন্য কোন অধিক পরিবর্ত্তন সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে করা যায় নাই। কিন্তু সমাহার কমিটী ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের সংগঠন ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ নূতন ব্যবস্থা করা গিয়াছে।

এই মাত্র শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেবের যে আজ্ঞার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতে এরূপ জিলার কমিটী স্থাপনের কল্পনা আছে, যাহা কর্তৃত্ব করিবে, কার্য্য চালাইবে না। কিন্তু এই সূত্র অবলম্বন করিয়া এরূপ একটী প্রণালী উদ্ভাবন করা সম্ভব বোধ হয় নাই, যাহা এই প্রদেশের সমস্ত স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোন২ জিলায় একটী বোর্ড স্থাপিত হইতে পারে, এবং একই স্থানের নিমিত্ত একটী কার্য্য চালাইবার ও একটী কর্তৃত্ব করিবার বোর্ড এইরূপ দুইটী বোর্ড থাকা বাঞ্ছনীয় নহে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই নিমিত্ত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কালে এই সূত্র অবলম্বন করা গিয়াছে যে, জিলার বোর্ডকেই মূল সমিতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। যেখানে স্থানীয় বোর্ড না থাকে, সেখানে উক্ত সমিতি কার্য্য চালাইবেন, যেখানে স্থানীয় বোর্ড থাকে, সেখানে সম্পূর্ণরূপে

A Bill to extend the system of Local Self-Government in Bengal.

বা আংশিকরূপে কর্তৃত্ব করিবেন। আমরা এই সূত্র অনুমোদন করি বলিয়া প্রকাশ করিতে চাহি। পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, প্রত্যেক জিলায় একটী করিয়া জিলা বোর্ড স্থাপিত হইবে, এক বা একাধিক মহকুমায় যতদূর সম্ভব প্রতিনিধি প্রণালীমতে স্থানীয় বোর্ড স্থাপন করা যাইতে পারিবে, এবং যে কোন মহকুমায় অধুনা সমাহার কমিটী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথায় স্থানীয় বোর্ড স্থাপিত করিতেই হইবে; এবং পাণ্ডুলিপিতে জিলা বোর্ডের হস্তে যে সকল বা যে কোন বিষয় ন্যস্ত হইয়াছে, জিলা বোর্ড বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব জিলা বোর্ডের সাধারণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের নিয়মাধীনে তাহা স্থানীয় বোর্ডের কার্য্য নির্ব্বাহের ও কর্তৃত্বের অধীনে হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন। স্থানীয় বোর্ডের উপর যে সকল কর্ম্মের ভার অর্পিত হইল, সেই সকল কর্ম্ম করণার্থ সমাহার কমিটী স্থানীয় বোর্ডের এজেণ্টস্বরূপ থাকিবেন, প্রথম পাণ্ডুলিপিতেও এইরূপ বিধান ছিল।

পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে, যেখানে স্থানীয় বোর্ড নাই, সেখানে জিলা বোর্ডের সমুদয় সভ্যই নামোল্লেখে নিযুক্ত হইবেন; যেখানে স্থানীয় বোর্ড থাকে, তথায় প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড জিলা বোর্ডে এক বা একাধিক প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন; এবং যেখানে জিলার সমুদয় স্থান স্থানীয় বোর্ডের অধীনে থাকে, তথায় জিলা বোর্ডের অন্যূন অর্দ্ধেক সভ্য স্থানীয় বোর্ডের প্রতিনিধি হইবেন। আরও বিধান আছে যে, যে সকল সভ্যকে নামোল্লেখে নিযুক্ত করা যায়, কোন স্থলে তাঁহাদের অর্দ্ধেকের অধিক গবর্ণমেণ্টের অধীন বেতনভোগী পদধারী ব্যক্তি হইবেন না। এই সকল বিধান আমাদের ন্যায্য ও উত্তম বোধ হয়। আমাদের মত এই, যে স্থলে লোকে নির্ব্বাচন স্বত্ব পাইবার উপযুক্ত বোধ হয়, তথায় স্থানীয় বোর্ড স্থাপন করা উচিত; এবং যেখানে নামোল্লেখে নিয়োগ করিয়াও স্থানীয় বোর্ড করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, তথায় নির্ব্বাচনমূলে জিলা বোর্ড করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। আমরা আরও বিবেচনা করি যে, যে জিলার সমুদয় স্থানে স্থানীয় বোর্ড স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে, তথায় নির্বিঘ্নে এইরূপ বিধান করা যাইতে পারে যে, জিলা বোর্ডের অর্দ্ধেক সভ্য স্থানীয় বোর্ডের প্রতিনিধি হইবেন। সমুদয় প্রতিনিধি সভ্য সমস্ত নিযুক্ত সভ্যদের বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবেন, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব; কিন্তু এরূপ হইলেও সভাপতি আপনার মত দিয়া এক দিকের মত প্রবল করিতে পারিবেন; এবং ইহা দৃষ্ট হইবে যে, শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের আজ্ঞানুসারে গবর্ণমেণ্টের এরূপ ক্ষমতা রক্ষিত হইয়াছে যে, যে সকল স্থলে আবশ্যক বিবেচনা করেন, সেই সকল স্থলে গবর্ণমেণ্ট সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সাধারণের স্বার্থরক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষমতা দেওয়া গেলেও যাহাতে প্রতিনিধি প্রণালীর [illegible] হইতে পারে, এরূপে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করা আমাদের বিবেচনায় উচিত হইয়াছে। এ ধারায় বিধান আছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আজ্ঞা করিলে জিলা বোর্ডের সমুদয় সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন; এবং ১৪ ধারামতে এরূপ আজ্ঞা হইলে, বোর্ডের সভ্যেরা আপনাদের মধ্য হইতে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন।

এইরূপ বিধান করা গিয়াছে, সমাহার কমিটী স্থাপিত হইলে স্থানীয় বোর্ড নির্ব্বাচনমূলে গঠিত হইবে, এরূপ কমিটী যে থানায় থাকে, তাহার প্রত্যেক থানা হইতে অন্যূন দুই জন নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু এইরূপ স্থলেও কেবল নির্ব্বাচন প্রণালীর প্রয়োগ অধিক বাঞ্ছনীয় বোধ হয় নাই; সকল স্থানীয় বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচন করণার্থ বিধি প্রদান করিবার ক্ষমতা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে। এই মর্ম্মের একটী উপবিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, একবার যে স্থানীয় বোর্ড সম্বন্ধে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা গিয়াছে তথায় নির্ব্বাচকদের অধিকাংশ ব্যক্তি ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমতি না দিলে, উক্ত প্রণালীর পরিবর্ত্তে নিয়োগ প্রণালী পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা যাইবে না। প্রথম পাণ্ডুলিপির সূত্র অনুসরণ করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্থানীয় বোর্ডের সভাস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের সংখ্যা তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। স্থানীয় বোর্ডের সভ্যেরা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদনের অপেক্ষায় আপনাদের সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন এবং চূড়ান্তরূপে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন, প্রথম পাণ্ডুলিপিতেও এরূপ বিধান ছিল।

নির্ব্বাচকদের যোগ্যতা বিধিক্রমে ধার্য্য করা যাইবে, আইনের বিশেষ বিধানক্রমে নহে, এই কথা ছাড়া সমাহার কমিটীর সংগঠন সংক্রান্ত বিধানের কোন পরিবর্ত্তন করা যায় নাই।

কর্ম্ম চালাইবার সংক্রান্ত যে সকল বিবিধ ধারা ছিল, তৎপরিবর্ত্তে একটী ধারা করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইয়াছে। ঐ ধারায় এতদ্ব্যাপার সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিধান করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে ও তাঁহার আজ্ঞাধীনে ভিন্ন২ বোর্ডকে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে। দুইটী প্রয়োজনীয় কথা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ, যেপ্রকারে সভাধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে, ও যে উপায়ে ভিন্নমত ও বাদানুবাদ উপযুক্তরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের আজ্ঞায় শেষোক্ত বিধান বিশেষ মনোযোগযোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আয়ব্যয় সম্বন্ধে দুইটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথমটী পথকরের হার ধার্য্য করা। বর্ত্তমান আইন অনুসারে জিলার পথকমিটীর ঐ হার ধার্য্য করিবার ক্ষমতা নামে আছে, কিন্তু শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উহা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। কএক স্থানীয় বোর্ড একত্র পরামর্শ করিয়া হার চূড়ান্তরূপে ধার্য্য করিতে পারিবেন

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

[প্রথমস্থলীয় সংশোধিত আকারে]

বঙ্গদেশের স্থানীয় স্ব-তন্ত্র শাসন প্রণালী বিস্তার করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে স্থানীয় স্ব-তন্ত্র শাসনপ্রণালী বিস্তার করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

উপক্রমণিকা।

নাম।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশের স্থানীয় স্ব-তন্ত্র শাসন বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইন" বলিয়া খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের যে সকল ভাগ কলিকাতা নগরের সীমার কিম্বা সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা বা চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত না হয় কিম্বা যে স্থানে বা নগরে ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইনের বিধান প্রচলিত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে সেই স্থানের বা নগরের অন্তর্গত নয়, তথায় এই আইন বর্ত্তিবে;

আরম্ভ।

এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া যে তারিখ নির্দ্দেশ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন অন্য কোন জিলায় বা জিলার অংশে প্রচলিত হইবে।

কিন্তু শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক এই আইন অনুমোদিত হইলে পর যে কোন সময়ে এই আইনমতে কোন বিজ্ঞাপন, আজ্ঞা বা বিধি ও কোন পদে নিয়োগ বা কোন নির্ব্বাচন করা যাইতে পারিবে, কিন্তু যাবৎ এই আইন কোন জিলায় বা জিলার অংশে প্রচলিত না হয় তাবৎ তথায় উক্ত বিজ্ঞাপনাদি ফলবৎ হইবে না।

কিন্তু এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশমতে যে কোন সমাহার কমিটী নির্ব্বাচন হয়, তাহা এই আইনের বিধানমতে হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

যে যে আইন রহিত ও সংশোধিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। কোন জিলায় বা জিলার অংশে এই আইন প্রচলিত হইলে প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইন উক্ত জিলা বা জিলার অংশ সম্বন্ধে ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যতদূর লিখিত হইল ততদূর রহিত হইবে; এবং দ্বিতীয় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইন ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যতদূর লিখিত হইল ততদূর সংশোধিত হইবে।

কিন্তু উক্ত আইনে যে কোন পদ, ক্ষমতা বা বিষয় উঠাইয়া দেওয়া হয় এই রাহিত্যক্রমে তাহা পুনর্জ্জীবিত হইবে না, কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যাহা কিছু করা যায় বা ভোগ হয় অথবা যে কোন স্বত্ব, অধিকার, কর্ত্তব্য বা দায় উৎপন্ন হয়, তাহার সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত হইবে না।

এবং ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমতে কোন পদে যে নিয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা কোন জিলায় বা জিলার অংশে এই আইন প্রচলিত হইলে পর তথায় আর বলবৎ থাকিবে না।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি বিনা এই আইন সেনানিবেশ স্থানে না চালাইবার কথা।

৩ ধারা। ১ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি পূর্ব্বে না লওয়া গেলে, এই আইন কোন সেনানিবেশ স্থানে ফলবৎ হইবে না।

অর্থ করণের কথা।

৪ ধারা। বিষয়ে বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, এই আইনে

"কমিশ্যনর সাহেব।"

"কমিশনর সাহেব" শব্দে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব বুঝাইবে।

"স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ।"

"স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ" বলিতে এই আইনমতে সংস্থাপিত কোন জিলা বোর্ড বা স্থানীয় বোর্ড, সম্মিলিত কমিটী, সমাহার কমিটী, কিম্বা সম্মিলিত সমাহার কমিটী বুঝাইবে।

"মুনিসিপল কর্ত্তৃপক্ষ।"

"মুনিসিপল কর্ত্তৃপক্ষ" বলিতে ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইনের বিধানমতে সংস্থাপিত কোন মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরগণ বুঝাইবে।

"বিজ্ঞাপন।"

"বিজ্ঞাপন" বলিতে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বুঝাইবে।

"নির্দ্দিষ্ট।"

"নির্দ্দিষ্ট" শব্দে ১৩৩ ধারানুসারে [illegible] বিধিতে নির্দ্দিষ্ট বুঝাইবে।

"জিলার মাজিষ্ট্রেট।"

"জিলার মাজিষ্ট্রেট" শব্দে জিলার মাজিষ্ট্রেট আপনার অধীন যে কোন মাজিষ্ট্রেটকে এই আইনমত আপনার সমুদয় বা কোন ক্ষমতা অর্পণ করেন, তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী।"

"গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী" বলিতে গবর্ণমেন্টের যে কর্ম্মচারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্‌শ্যন পাইতেছেন, তাঁহাকে বুঝাইবে না।

"বৎসর।"

আপ্রিল মাসের ১ম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, "বৎসর" শব্দে সেই বৎসর বুঝাইবে।

১ম খণ্ড।

আইন সফল করণার্থ কর্ত্তৃপক্ষ বিষয়ক বিধি।

১ম অধ্যায়।

জিলাবোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড বিষয়ক বিধি।

ক।—জিলা বোর্ডের ও স্থানীয় বোর্ডের গঠনের কথা।

জিলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপনের কথা।

৫ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া প্রত্যেক জিলার নিমিত্ত একটী করিয়া জিলা বোর্ড সংস্থাপন করিবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া প্রত্যেক জিলার প্রত্যেক মহকুমায় কিম্বা দুই বা তদধিক মহকুমা একত্র করিয়া তথায় একটী স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ কোন বিজ্ঞাপন রহিত বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে কোন মহকুমায় পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিধান প্রচলিত করা গিয়াছে, তথায় স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপন করিতেই হইবে।

কোন জিলা বোর্ড যে জিলার নিমিত্ত সংস্থাপিত করা যায়, সেই সমস্ত জিলার উপর এই আইনের কার্য্য পক্ষে ঐ বোর্ডের ক্ষমতা থাকিবে; এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া যে কোন বা যে সকল মহকুমা নির্দ্দেশ করেন, তাহার উপর স্থানীয় বোর্ডের ক্ষমতা থাকিবে।

জিলা বোর্ডের গঠনের কথা।

৬ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে অনতিজনের অন্যূন যতজন স্থির করিয়া দেন, কোন জিলা বোর্ডের ততজন সভ্য থাকিবেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ নিযুক্ত কেহ নির্ব্বাচিত হইতে পারেন।

কিন্তু কোন জিলায় স্থানীয় বোর্ড না থাকিলে, জিলা বোর্ডের সমস্ত সভ্যই নিযুক্ত সভ্য হইবেন।

কোন জিলায় স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া থাকিলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড হইতে সাকুল্যে যতজন প্রতিনিধি পাঠাইবার আদেশ করেন, উক্ত জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ডের সভ্যেরা আপনাদের মধ্য হইতে ততজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন, ও তাঁহারা জিলা বোর্ডের নির্ব্বাচিত সভ্য হইবেন।

কিন্তু কোন জিলার সর্ব্বত্র স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া থাকিলে, যদি ১৯ ধারামতে সভাপতি নিযুক্ত করা যায়, তবে তাঁহাকে না ধরিয়া জিলা বোর্ডের মোট যতজন সভ্য থাকেন, নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেকের কম হইবে না।

নিযুক্ত সভ্য থাকিলে তাঁহারা, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে সময়ে নাম বা পদোল্লেখে যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করেন, তদ্রূপ ব্যক্তি হইবেন।

কিন্তু নিযুক্ত সভ্যদের অর্দ্ধেকের অধিক গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইবেন না।

স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপনের কথা।

৭ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে ছয় জনের অন্যূন যত জন স্থির করিয়া দেন, কোন স্থানীয় বোর্ডের তত জন সভ্য থাকিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যেরূপ আদেশ করেন, তদনুসারে তিনি নাম বা পদোল্লেখে সভ্যদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিম্বা তদনুসারে এই আইনক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত বিধিমতে তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন, অথবা কেহ নিযুক্ত ও কেহ নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিধানমতে কোন থানায় এক বা এতাধিক সমাহার কমিটী সংস্থাপিত হইয়া থাকিলে, ঐ থানা যে মহকুমার অন্তর্গত, সেই মহকুমায় সংস্থাপিত স্থানীয় বোর্ডের সভ্যস্বরূপ কর্ম্ম করণার্থ ঐ থানার নিমিত্ত অন্যূন দুই ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট প্রকারে নির্ব্বাচিত হইবেন।

আর

(ক) সমুদয় বা কিয়দংশ সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এইরূপ আদেশ দিয়া থাকিলে, তিনি পরে ঐ সভ্যদিগকে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন না। কিন্তু যদি অধিকাংশ নির্ব্বাচকেরা ঐ আজ্ঞা চাহে বলিয়া প্রকাশ করে, কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সাধারণের স্বার্থঘটিত কোন কারণে ঐরূপ আজ্ঞা করিবার অনুমতি করেন, তাহা হইলে এই বিধি খাটিবে না।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন না করিলে, অথবা গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারীরা নির্ব্বাচিত না হইলে, প্রত্যেক বোর্ডের সভ্যদের তিন ভাগের অন্যূন দুই ভাগ গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি হইবেন।

(গ) এই ধারার দ্বয় প্রকরণমতে প্রদত্ত আদেশক্রমে কোন বোর্ডের সভ্যের পদ যে স্থলে পূর্ণ করিতে হইবে, সেই স্থলে উপযুক্তসংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচন করা না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিয়োগ করিয়া ঐ সকল পদ পূর্ণ করিতে পারিবেন।

সভ্যের যত কাল পদে থাকেন, তাহার কথা।

৮ ধারা। কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের কোন সভ্য কোন পদোপলক্ষে নিযুক্ত হইলে যদি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব প্রকারান্তরের আদেশ না করেন, তবে ঐরূপ আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত যত কাল উক্ত সভ্য ঐ পদে থাকেন, তত কাল উক্ত বোর্ডের সভ্য থাকিবেন।

জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের অন্য সকল নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত সভ্য যতকাল পদে থাকিবেন, তাহা এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিরূপণ করিবেন, এবং উহা এইরূপে নিরূপণ করিবেন, যেন সভ্যদের পর্য্যায়ক্রমে অবসর হয়, কিন্তু উক্তকাল তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

কোন সভ্যের পদের কাল অতীত হইলে, তিনি যদি অন্য সকল বিষয় বিবেচনায় যোগ্য হন, তবে তাঁহাকে আবার নির্ব্বাচন বা নিয়োগ করা যাইতে পারিবে।

সভ্যদের পদ ত্যাগ করিবার কথা।

৯ ধারা। জিলা বোর্ডের সভ্য হইলে আপন পদত্যাগ করিবার অভিপ্রায় লিখিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবকে জানাইয়া এবং স্থানীয় বোর্ডের সভ্য হইলে কমিশ্যনর সাহেবকে জানাইয়া, কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভ্য পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং ঐ পদ ত্যাগপত্র শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর কিম্বা কমিশ্যনর সাহেব যথাক্রমে গ্রহণ করিলে, উক্ত সভ্যের পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

সভ্যদের পদচ্যুত করণ সম্বন্ধে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১০ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভ্যকে নিম্নলিখিত কারণে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।—

(ক) যদি উক্ত সভ্য কর্ম্ম করিতে অসম্মত, কিম্বা অক্ষম হন, কিম্বা তাঁহাকে দেউলিয়া বলিয়া প্রকাশ করা যায়, অথবা যদি তাঁহার এরূপ কোন অপরাধের প্রমাণ হয়, কিম্বা তাঁহার প্রতি কোন ফৌজদারী আদালতের এমন কোন আজ্ঞা হয়, যাহাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার চরিত্রে এরূপ দোষ থাকা বুঝায় যে, তিনি সভ্য থাকিবার অনুপযুক্ত;

(খ) যদি তিনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার অযোগ্য বলিয়া বিজ্ঞাপনক্রমে প্রকাশ করা যায়;

(গ) যদি তিনি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত ওজর বলিয়া গণ্য হয়, তদ্রূপ ওজর বিনা বোর্ডের ক্রমাগত তিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন; কিম্বা

(ঘ) তিনি গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইলে, যদি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার আপন পদে থাকা অনাবশ্যক বা অবাঞ্ছনীয় হয়।

নৈমিত্তিক পদশূন্য পূর্ণ করিবার কথা।

১১ ধারা। কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের কোন নির্ব্বাচিত সভ্যের পদ তাঁহার পদত্যাগ বা পদচ্যুতি বা মৃত্যু প্রযুক্ত শূন্য হইলে, উক্ত পদ পূর্ণকরণার্থ এই আইনমতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত বিধি অনুসারে একজন নূতন সভ্য নির্ব্বাচন করা যাইবে।

কিন্তু এরূপ কোন স্থলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আদেশ করিতে পারিবেন যে, উক্ত শূন্য পদ পূর্ণ করিতে হইবে না।

নামাল্লেখে নিযুক্ত কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের কোন সভ্যের পদ পূর্ব্বোক্তরূপে শূন্য হইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করিলে উক্ত পদ পূর্ণ করণার্থ এক জন নূতন সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

নৈমিত্তিক শূন্য পদ পূর্ণ করণার্থে এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন বা নিযুক্ত করা গেলে, তিনি যে ব্যক্তির পদে অধিষ্ঠিত হন, সেই ব্যক্তি নিয়মিতরূপে যে সময়ে পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন, সেই সময় পর্য্যন্ত পদে থাকিবেন, ও সেই সময়ে পদ হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু আবার নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

জিলা বোর্ড সমবায়িত হইবার কথা।

১২ ধারা। প্রত্যেক জিলা বোর্ড "অমুক জিলার জিলা বোর্ড" নামে সমবায়িত সমিতি হইবেন, এবং উক্ত বোর্ডের নিরন্তর পর্য্যায় ও সাধারণ মোহর থাকিবে, এবং বোর্ড স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি লইতে ও রাখিতে পারিবেন, এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই আইনমতে যে বিধি প্রণয়ন করেন তাহার নিয়মাধীনে ঐরূপ কোন রক্ষিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবেন, এবং এই আইনের কার্য্যপক্ষে অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তজ্জন্য চুক্তি করিতে ও তাহা করিতে পারিবেন, ও বোর্ডের সমবায়িত নাম ধরিয়া তৎপক্ষে ও বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

যে সময়ে জিলা ও স্থানীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার কথা।

১৩ ধারা। এতদর্থে বিজ্ঞাপন দিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে সময় ধার্য্য করিয়া দেন, সেই সময়ে এই আইনমতে গঠিত নানা জিলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতির কথা।

জিলা বোর্ডের সভাপতির কথা।

১৪ ধারা। প্রত্যেক জিলা বোর্ডের উপর আধিপত্যকারী একজন সভাপতি থাকিবেন, তাঁহাকে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিযুক্ত করিতে পারিবেন, অথবা কোন স্থলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আদেশ করিলে, জিলা বোর্ডের সভ্যেরা আপনাদের মধ্য হইতে সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। যাবৎ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব অনুমোদন না করেন, তাবৎ সভাপতির নির্ব্বাচন সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রতিনিধি সভাপতির কথা।

১৫ ধারা। প্রত্যেক জি[illegible] বোর্ড আপনাদের সভ্যদের মধ্য হইতে একজনকে প্রতি-[illegible]

নিধি সভা[illegible]

জিলা বোর্ডের সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি যত দিন পদে থাকিবেন, তাহার কথা।

১৬ ধারা। সভাপতি নিযুক্ত হইলে এক বৎসর পদে থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার পদের কাল অতীত হইলে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইতে পারিবেন। প্রত্যেক নিযুক্ত সভাপতি যত দিন সভাপতি পদে থাকেন, ততদিন উক্ত বোর্ডের সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

কোন জিলা বোর্ডের সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে, তিনি আর যত কাল উক্ত বোর্ডের সভ্য থাকেন, তত কাল উক্ত পদে থাকিবেন।

স্থানীয় বোর্ডের সভাপতির কথা।

১৭ ধারা। প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড সময়ে২ আপনাদের সভ্যদের এক জনকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। যাবৎ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব অনুমোদন না করেন, তাবৎ সভাপতির নির্ব্বাচন সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

কোন সভাপতি আর যত কাল উক্ত বোর্ডের সভ্য থাকেন, তত কাল সভাপতি পদে থাকিবেন।

প্রতিনিধি সভাপতির কথা।

১৮ ধারা। প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড সময়ে২ আপনাদের সভ্যদের মধ্যে হইতে এক জনকে প্রতিনিধি সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। তিনি আর যত কাল উক্ত বোর্ডের সভ্য থাকেন, তত কাল ঐ পদে থাকিবেন।

১৯ ধারা। কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি আপনার পদ ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় লিখিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবকে জানাইয়া পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন; এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ঐ পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলে, তাঁহার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের প্রতিনিধি সভাপতি আপনার পদ ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় লিখিয়া উক্ত বোর্ডকে জানাইয়া পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং ঐ পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে, তাঁহার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার কথা।

২০ ধারা। কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি যদি কর্ম্ম করিতে অসমর্থ বা অক্ষম হন, অথবা যদি তাঁহাকে দেউলিয়া বলিয়া প্রকাশ করা যায়, কিম্বা যদি তাঁহার এরূপ কোন অপরাধের প্রমাণ হয়, কিম্বা তাঁহার প্রতি ফৌজদারী আদালতের এরূপ কোন আজ্ঞা হয়, যাহাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার চরিত্রে এরূপ দোষ থাকা বুঝায় যে, তিনি সভাপতি হইবার অনুপযুক্ত, কিম্বা যদি বোর্ডের প্রার্থনামতে দেখা যায় যে, তিনি ক্রমাগত সভাপতির কার্য্যে অবহেলা করিয়াছেন, তবে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

জিলা বোর্ডের ও স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতিকে পদচ্যুত করিবার কথা।

কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের প্রতিনিধি সভাপতি যদি কর্ম্ম করিতে অসমর্থ বা অক্ষম হন, কিম্বা যদি তাঁহাকে দেউলিয়া বলিয়া প্রকাশ করা যায়, অথবা যদি তাঁহার এরূপ কোন অপরাধের প্রমাণ হয়, কিম্বা তাঁহার প্রতি ফৌজদারী আদালতের এরূপ কোন আজ্ঞা হয়, যাহাতে উক্ত বোর্ডের বিবেচনায় তাঁহার চরিত্রে এরূপ দোষ থাকা বুঝায় যে, তিনি প্রতিনিধি সভাপতি হইবার অনুপযুক্ত, কিম্বা যদি তিনি ক্রমাগত প্রতিনিধি সভাপতির কর্ম্মে অবহেলা করেন, তবে উক্ত বোর্ড তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। কোন জিলা বোর্ডের নির্ব্বাচিত সভাপতি কিম্বা কোন স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি কিম্বা কোন জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের প্রতিনিধি সভাপতি মরিলে, পদ ত্যাগ করিলে, পদচ্যুত হইলে, কিম্বা কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলে, উক্ত বোর্ড নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এতদর্থে বিশেষ সভা করিয়া আপনাদের এক জন সভ্যকে স্থলবিশেষে সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন।

জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির পদ কোন কারণে শূন্য হইবার কথা।

নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূর্ণ করণার্থ এই ধারামতে নির্ব্বাচিত সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি আর যত কাল উক্ত বোর্ডের সভ্য থাকেন, ততকাল ঐ পদে থাকিবেন।

কোন জিলা বোর্ডের নিযুক্ত সভাপতি মরিলে, পদ ত্যাগ করিলে, পদচ্যুত হইলে কিম্বা কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আর এক জন সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সম্মিলিত কমিটীর কথা।

২২ ধারা। কোন জিলা বোর্ড অন্য এক বা অধিক জিলা বোর্ড, মুনিসিপাল কমিটী কিম্বা সেনানিবেশ স্থানের কর্তৃপক্ষদের সহিত একমত হইয়া যাহাতে তাঁহাদের সংসৃষ্ট স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন কার্য্যের নিমিত্ত আপনার দল হইতে সম্মিলিত কমিটী নিযুক্ত করিতে এবং সম্পর্কযুক্ত বোর্ড, কমিটী বা কর্তৃপক্ষ যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন, উক্ত সম্মিলিত কমিটীর প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পণ করিতে, ও সম্মিলিত কমিটীর কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ও সম্মিলিত কমিটী যে কার্য্যের নিমিত্ত নিযুক্ত হন, সেই কার্য্যসম্বন্ধে তাঁহাদের চালাইবার সম্বন্ধে বিধান প্রস্তুত ও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

সম্মিলিত কমিটীর কথা।

কর্ম্ম চালাইবার কথা।

২৩ ধারা। জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের প্রত্যেক সভার কার্য্যবিবরণের সংক্ষিপ্ত লিপি লিখিয়া তদর্থে রক্ষিত একখানি বহীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং ঐ সভার সভাপতি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে সময়ে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা করেন, সেই প্রকারে তাহা প্রকাশ করা যাইবে; এবং উক্ত বোর্ডের ক্ষমতাধীন স্থানে যে কোন ব্যক্তি বাস করেন, কিম্বা ভূমির মালিক বা জোতাধিকারী হন, তাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ সকল সময়ে কোন ফী না দিয়া ঐ সংক্ষিপ্ত লিপি দেখিতে পারিবেন।

কার্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ হইবার কথা।

কোন স্থানীয় বোর্ড সভাগত হইয়া যে কোন নির্দ্ধারণ করেন, তাহার প্রতিলিপি সভা হইবার তারিখ অবধি তিন দিনের মধ্যে জিলা বোর্ডের ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কোন জিলা বোর্ড সভাগত হইয়া যে কোন নির্দ্ধারণ করেন, তাহার প্রতিলিপি সভা হইবার তারিখ অবধি তিন দিনের মধ্যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

২৪ ধারা। প্রত্যেক জিলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।—

কার্য্যাদি সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে স্থানে যে সময়ে সভা হইবে, সভায় যে কার্য্য হইবে, এবং সভা হইবার নোটিস যে প্রকারে দেওয়া যাইবে, ইহার বিধি;

(খ) সভার কার্য্য চালাইবার, সমস্ত নিয়মমত ও ধারাবাহিকরূপে উপযুক্তরূপে লিপিবদ্ধ করিবার ও সভায় নিয়মাদি রক্ষণ করিবার বিধি;

প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব উক্ত বৎসরের নিমিত্ত ঐরূপ হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেখিবার নিমিত্ত খোলা থাকিবে।

উক্ত সমাচার কমিটী যে স্থানীয় বোর্ডের অধীন, বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক হিসাবের প্রতিলিপি সেই স্থানীয় বোর্ডে পাঠাইতে হইবে।

৩য় খণ্ড।

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

সাধারণ।

৫৩ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব প্রকাশ্যরূপে আদেশ না করিলে, যতদিন না করেন ততদিন এই অধ্যায়ের ক অবধি চ পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদের বিধান প্রত্যেক জিলা বোর্ড সম্বন্ধে বলবৎ থাকিবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের কার্য্যচলনের কথা।

৫৪ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়া এই অধ্যায়ের জ অবধি ঠ পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদের বিধান স্পষ্টাক্ষরে কোন জিলা বোর্ডে না বর্ত্তাইলে, যতদিন বর্ত্তান না যায় ততদিন ঐরূপ কোন বিধান উক্ত বোর্ডে বর্ত্তিবে না।

তৃতীয় অধ্যায়ের কার্য্যচলনের কথা।

১ম অধ্যায়।

জিলা বোর্ডের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

ক।—খোঁয়াড়ের কথা।

৫৫ ধারা। ১৮৭১ সালের ১৮ আইনমতে বিজ্ঞাপনক্রমে কোন জিলা বোর্ডের প্রতি খোঁয়াড় স্থাপন ও রক্ষা ও ও তাহার তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে যেং ক্ষমতা অর্পিত হয়, উক্ত বোর্ড সেইং ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

খোঁয়াড় সম্বন্ধে জিলা বোর্ডের ক্ষমতার কথা।

খ।—খেয়াঘাটের কথা।

৫৬ ধারা। কোন জিলার সীমার মধ্যে যে সকল সরকারী খেয়াঘাট থাকে তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যেং বর্জ্জিত স্থল ও নিয়ম নির্দ্দেশ করেন, তদধীনে জিলা বোর্ডের প্রতি বর্ত্তিবে।

জিলা বোর্ডে সরকারী খেয়াঘাট বর্ত্তিবার কথা।

৫৭ ধারা। এতদর্থে কমিশানর সাহেব শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতিক্রমে যে বিধি প্রণয়ন করেন তাহার নিয়মাধীনে, এবং বঙ্গদেশে সরকারী খেয়াঘাট নিয়মিত করণার্থ যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে তাহার নিয়মাধীনে, যে প্রত্যেক জিলা বোর্ডের প্রতি পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কোন সরকারী খেয়াঘাট বর্ত্তে, সেই জিলা বোর্ড

স্থানীয় বোর্ডের খেয়াঘাট ইজারা দিতে বা খাসে রাখিতে পারিবার কথা।

উক্ত খেয়াঘাট সাক্ষাৎসম্বন্ধে আপনার নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন কিম্বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন এবং কমিশানর সাহেব সময়েং যে মাসুল অনুমোদন করেন উক্ত খেয়াঘাটে যাহারা পার হয় তাহাদের উপর সেইরূপ মাসুল আদায় করিতে কিম্বা উক্ত স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

কিম্বা যেরূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদিগকে তদ্রূপ কালের নিমিত্ত ও তদ্রূপ শর্ত্তে ঐ খেয়াঘাট ইজারা দিতে পারিবেন।

কিন্তু ঐরূপ কোন সরকারী খেয়াঘাটের ইজারদার কমিশানর সাহেবের অনুমোদিত হারের অধিক মাসুল, যাহারা খেয়াঘাটে পার হয় তাহাদের নিকট লইতে অধিকারী হইবেন না।

৫৮ ধারা। যে কোন জিলা বোর্ডের প্রতি ৫৬ ধারামতে কোন সরকারী খেয়াঘাট বর্ত্তে, সেই জিলা বোর্ড ২৫ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে উক্ত খেয়ায় যে সকল পথিক ও সম্পত্তি পার হয় সেই পথিকদের নির্ব্বিঘ্নতা ও সুবিধা ও সেই সম্পত্তির নির্ব্বিঘ্নতার বিধান করণার্থে যেরূপ মেরেস্তা, নৌকা, নামিবার মঞ্চ ও সরঞ্জাম রাখা ও যাহা কিছু করা আবশ্যক হয় তাহা রাখিবেন ও করিবেন কিম্বা তাহা রাখিবার ও করিবার নিমিত্ত উক্ত খেয়াঘাটের ইজারদারের প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

খেয়াঘাটের কার্য্যচালাইবার নিমিত্ত জিলা বোর্ডের মেরেস্তা ও নৌকা প্রভৃতি রাখিবার কথা।

পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কোন সরকারী খেয়াঘাট কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপন করা গেলে, স্থানীয় বোর্ড উক্ত স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি পূর্ব্বোক্তরূপে মেরেস্তা প্রভৃতি রাখিবার ও কার্য্য করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

৫৯ ধারা। জিলা বোর্ড হইতে লিখিত নোটিসক্রমে আদেশ দেওয়া গেলে পর দশের দিনের মধ্যে ইজারদার সাধারণের সুবিধার ও নির্ব্বিঘ্নতার উপযুক্ত বিধান করে নাই, সন্তোষমত জিলা বোর্ডের এরূপ প্রতীতি হইলে, পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে জিলা বোর্ডের প্রদত্ত খেয়াঘাটের প্রত্যেক ইজারা পাট্টা একেবারে রহিত করা যাইতে পারিবে।

খেয়াঘাটের ইজারা পাট্টা প্রভৃতি রহিত করিবার কথা।

কোন ইজারা পাট্টা রহিত করা গেলে, ইজারদার খেয়াঘাটের কার্য্য চালাইতে যে সকল নৌকা ও অন্য সরঞ্জাম ব্যবহার করিতেন জিলা বোর্ড তাহা দখল করিয়া লইতে পারিবেন; এবং মালিককে ন্যায্য মূল্য দিয়া তাহা চিরকালের নিমিত্ত রাখিতে পারিবেন, অথবা অন্য যে নৌকা ও সরঞ্জাম আবশ্যক হয় যত কাল তাহার বন্দোবস্ত করিতে না পারেন তিন মাসের অনধিক প্রয়োজনমত তত কাল তাহা রাখিতে পারিবেন। শেষোক্ত স্থলে উক্ত নৌকা ও সরঞ্জামের ব্যবহার নিমিত্ত জিলা বোর্ড তাহাদের মালিকদিগকে ন্যায্য মূল্য দিবেন।

কিন্তু ঐরূপ দখল করিয়া লইবার এক সপ্তাহের মধ্যে জিলা বোর্ড উক্ত নৌকা ও সরঞ্জাম চিরকালের নিমিত্ত কিম্বা নোটিসের নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত রাখিবার অভিপ্রায়ের নোটিস উক্ত ইজারদারকে দিতে বাধ্য হইবেন।

রেন যে উক্ত পথ, সাঁকো, পুষ্করিণী, ঘাট, কূপ, নালা বা নৰ্দ্দমা জিলা বোর্ডের প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গিয়াছে।

তাহা হইলে তৎসংক্রান্ত স্বামিত্ব উক্ত জিলা বোর্ডের প্রতিই বর্ত্তিবে, এবং তদবধি উক্ত পথ, সাঁকো, পুষ্করিণী, ঘাট, কূপ, নালা বা নৰ্দ্দমা জিলার তহবীল হইতে মেরামত করা ও রক্ষা করা যাইবে।

জিলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করিবার কথা।

৭৭ ধারা। ২৫ ধারার বিধান মানিয়া এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং যে বিধি প্রণয়ন করেন তাহা মানিয়া, জিলা বোর্ড অবিলম্বে উক্ত বোর্ডের ইঞ্জিনিয়রের পদে একজন উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

জিলা বোর্ডের ওবরসিয়র প্রভৃতি নিযুক্ত করিবার কথা।

৭৮ ধারা। ২৫ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে জিলা বোর্ড এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে যে প্রকারের যত জন অধীন কৰ্ম্মচারী আবশ্যক বোধ করেন সেই প্রকারের তত জন কৰ্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ঐ সকল ব্যক্তি জিলার ইঞ্জিনিয়রের অধীন হইবেন ও তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবেন।

জিলার ইঞ্জিনিয়রের কর্ত্তব্যের কথা।

৭৯ ধারা। জিলা বোর্ডের যে সকল কল্পনাপত্র, অনুমানপত্র ও নক্সা আবশ্যক হয় জিলার ইঞ্জিনিয়র তাহা প্রস্তুত করিবেন, এবং উক্ত বোর্ড যে সকল কার্য্যের আদেশ করেন সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

জিলা বোর্ডের পথ প্রভৃতি প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার কথা।

৮০ ধারা। এই আইনমতে জিলা বোর্ড যে সকল পথ, সাঁকো ও জলপ্রণালীর ও গমনাগমনের সুবিধা করণার্থ অন্য যে যে উপায় ও সরঞ্জামের ভার লইয়াছেন বা যাহার জন্য অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন তাহা মেরামত ও রক্ষা করিবার,

এবং নূতন পথ, সাঁকো, জলপ্রণালী ও গমনাগমনের অন্য উপায় প্রস্তুত করিবার,

বিধান করা জিলা বোর্ডের কৰ্ত্তব্য হইবে।

গমনাগমনের উপায় প্রভৃতির উদ্দেশে জিলা বোর্ডের অর্থসাহায্য করিতে পারিবার কথা।

৮১ ধারা। জিলার মধ্যে কিম্বা উক্ত জিলা ও অন্য জিলার মধ্যে গমনাগমনের সুবিধা করণার্থ কোন উপায় ও সরঞ্জাম প্রস্তুত, বিধান, সংস্কার ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত;

রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপণ করিবার নিমিত্ত; ও

পানীয় জল উৎকৃষ্টতররূপে যোগাইবার কিম্বা জল নিঃসরণের বিধান বা উৎকৃষ্টতর বিধান করিবার কোন উপায় ও সরঞ্জাম প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত,

স্থানীয় বোর্ড ব্যবস্থা করিলে বা ঐ সকল কার্য্যোদ্দেশে অর্থসাহায্য দিতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৪ জুন।]

স্থানীয় কার্য্যের ইনস্পেক্টরের কথা।

৮২ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব প্রত্যেক কমিশ্যনরের খণ্ডে স্থানীয় কার্য্যের ইনস্পেক্টর বলিয়া এক জন কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং ঐ কার্য্যকারকের এক সেরেস্তা মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

খণ্ডের অন্তর্গত জিলা বোর্ডের বা স্থানীয় বোর্ডের পূর্ত্তকার্য্য কমিটীর যে সকল কার্য্য প্রস্তুত বা মেরামত হইতেছে বা যে সকল কার্য্য তাঁহাদের অধ্যক্ষতাধীনে থাকে, স্থানীয় কার্য্যের ইনস্পেক্টর তৎসমুদয় পরিদর্শন করিবেন ও তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধিক্রমে স্থানীয় কার্য্যের ইনস্পেক্টরের প্রতি যে সকল ক্ষমতা ও কৰ্ত্তব্যভার অর্পিত হয়, তিনি সেই সকল ক্ষমতানুসারে সেই সকল কৰ্ত্তব্যও সম্পাদন করিবেন।

স্থানীয় কার্য্যের ইনস্পেক্টর সকল সময়ে খণ্ডের অন্তর্গত কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কিম্বা তাঁহাদের অধ্যক্ষতাধীনে যে কোন কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে প্রবেশ করিতে বা কাহাকে প্রবেশ করাইতে পারিবেন, এবং যেরূপ উচিত বোধ করেন, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষকে সেইরূপ বর্ণনাপত্র, অনুমানপত্র ও রিপোর্ট দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক পরিদর্শনের রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহার এক নকল জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা মন্তব্যযুক্ত জিলা বোর্ডে পাঠাইতে হইবে।

পূর্ত্তকার্য্যসংক্রান্ত সমুদয় গুরুতর বিষয়ে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় কার্য্যের ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট অনুসারে চলিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যেরূপ হারহারিমতে দিবার আদেশ করেন, সেইরূপ হারহারিমতে খণ্ডের অন্তর্গত ভিন্ন জিলা বোর্ড হইতে স্থানীয় কার্য্যের ইনস্পেক্টরের বেতন ও তাঁহার সেরেস্তার খরচ দেওয়া যাইবে।

৮০ ও ৮১ ধারামত বোর্ডের ক্ষমতা নক্সা অনুমোদনের নিয়মাধীন হইবার কথা।

৮৩ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং নক্সা, কল্পনাপত্র, বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র অনুমোদনার্থ পাঠাইবার সম্বন্ধে যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন, ৮০ ও ৮১ ধারার বিধানমত জিলা বোর্ডের ক্ষমতা সেই বিধির নিয়মাধীন হইবে।

৮।—ট্রামওয়ে ও রেলওয়ের কথা।

জিলা বোর্ডের ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিতে পারিবার কথা।

৮৪ ধারা। রেলওয়ে বা ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার বিধান করণার্থ যে আইন যে কালে বঙ্গদেশে চলিত থাকে সেই আইনের বিধানমতে কোন জিলা বোর্ড একক কিম্বা অন্য কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সমবেত হইয়া স্বীয় জিলার মধ্যে অথবা অংশতঃ তাহার মধ্যে ও অংশতঃ তাহার বাহিরে রেলওয়ে বা ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে পারিবেন, এবং তদর্থে আইনমত যে সমুদয় কার্য্য করা আবশ্যক হয় তাহা করিতে পারিবেন।

৮৫ ধারা। জিলা বোর্ড পূর্ব্বধারার কার্য্যপক্ষে ঐ রূপ প্রস্তুত বা রক্ষা করিবার খরচ দিতে যে কোন টাকা আবশ্যক হয় জিলার তহবীল প্রতিভাব্যস্বরূপ রাখিয়া সুদ দিবার নিয়মে সেই টাকা কর্জ্জ করিয়া লইতে পারিবেন এবং ঐ ঋণের সুদ দিবার প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা যে কোন রেলওয়ে বা ট্রামওয়ে হইতে উক্ত জিলা বোর্ডের বিবেচনায় উক্ত জিলার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপকার হইবার সম্ভাবনা সেই রেলওয়ে বা ট্রামওয়ে প্রস্তুত বা রক্ষা করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যে কোন ঋণপত্র করেন তাহার অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

জিলা বোর্ডের ট্রামওয়ে প্রস্তুত করণার্থে ঋণ করিতে পারিবার কথা।

৮৬ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার মর্ম্মানুসারে যত দূর সঙ্গত হয়, ঐ দুই ধারা বঙ্গদেশের ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের সহিত পঠিত হইবে ও তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

পূর্ব্ব দুই ধারা বঙ্গদেশের ট্রামওয়ে বিষয়ক আইনের সহিত পঠিত হইবার কথা।

৮৭ ধারা। সীমা বিষয় সংক্রান্ত না হইলে পূর্ব্ব তিন ধারামত জিলা বোর্ডের কোন কার্য্যানুষ্ঠান, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদন না পাওয়া গেলে, যত দিন না পাওয়া যায় তত দিন সিদ্ধ হইবে না।

এই সকল ধারামত কার্য্যানুষ্ঠানে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদন আবশ্যক হইবার কথা।

ছ।—ইমারতের কথা।

৮৮ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব জিলা বোর্ডের সম্মতিক্রমে সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ জিলার অন্তর্গত যে কোন সরকারী ইমারত গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে, পরিবর্ত্তন, মেরামত বা রক্ষা করণার্থ তাহা জিলা বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হইবে, অথবা কোন নূতন ইমারত প্রস্তুত করিবার ভার কোন জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

সরকারী ইমারত স্থানীয় বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিতে গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।

এই ধারামতে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে যে যে নিয়মে ঐরূপ ইমারত জিলা বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপন করা যায় বা যে যে নিয়মে উক্ত বোর্ড উহা প্রস্তুত করিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

কিন্তু যে কোন ইমারত এই আইনের অন্য কোন ধারামতে কোন জিলা বোর্ডের প্রতি অর্পিত হয়, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

জ।—স্বাস্থ্যসাধনের কথা।

৮৯ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যে বিধি প্রণয়ন করেন তাহার নিয়মাধীনে, প্রত্যেক জিলা বোর্ড যতদূর সম্ভব স্বীয় জিলার উপযুক্ত স্বাস্থ্যসাধনের বিধান করিবেন, এবং তদর্থে যেরূপ আবশ্যক হয় সেইরূপ খরচ করিবেন অথবা সেইরূপ দায়িত্ব স্বীকার করিবেন।

জিলা বোর্ডের স্বাস্থ্যসাধনের বিধান করণের কথা।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

৯০ ধারা। কোন জিলা বোর্ড কমিশ্যনর সাহেবের সম্মতি লইয়া এবং তিনি খরচ সম্বন্ধে যে সীমা ধার্য্য করেন তাহা মানিয়া স্বীয় জিলার অন্তর্গত কোন স্থানে সরকারী ও ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যোপযোগী জল যোগাইয়া দিবার বিধান করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ সমুদয় বা কোন কার্য্যের নিমিত্ত

জিলায় জল যোগাইবার নিমিত্ত ধারণ ক্ষমতার কথা।

(১) জলের কল প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে, কূপ বা পুষ্করিণী খনন করিতে এবং অন্য কোন আবশ্যক কার্য্য করিতে পারিবেন, এবং

(২) স্বীয় জিলার অন্তর্গত বা বহির্ভূত কোন জলের কল ইজারা বা ভাড়া লইতে ও কোন জলের কল বা জল কিম্বা জল লইবার বা লইয়া যাইবার স্বত্ব ক্রয় করিতে পারিবেন; এবং

(৩) জল যোগাইয়া দিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করিতে পারিবেন।

৯১ ধারা। প্রত্যেক জিলা বোর্ড একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্বীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং ২৫ ও ৯২ ও ৯১ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে উক্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক ইন্‌স্পেক্টরের বেতন ও তাঁহার অধীন সেরেস্তার নিরূপিত দক্ষ ধার্য্য করিবেন।

জিলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিষয়ক ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিবার কথা।

ঝ।—গোবীজে টিকা দিবার কথা।

৯২ ধারা। এই ধারার এবং ইহার পরবর্ত্তী চারি ধারার বিধান যে প্রত্যেক জিলা বোর্ডে প্রচলিত করা যায়, সেই জিলা বোর্ড আপন জিলার মধ্যে সমুদয় সরকারী টিকাদারের নিয়োগ করিবার, বেতন দিবার এবং কার্য্যাধ্যক্ষতা ও তত্ত্বাবধারণ করিবার ভার প্রাপ্ত হইবেন।

জিলা বোর্ডের স্বীয় জিলার মধ্যে টিকাদানের তত্ত্বাবধারণ করিবার কথা।

৯৩ ধারা। ঐরূপ প্রত্যেক জিলা বোর্ড স্বীয় জিলার মধ্যে একজন উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে টিকাদানের ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিবেন, এবং ঐ ব্যক্তিকে যে বেতন দিতে হইবে ২১ ধারার ও ৯১ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে তাহা ধার্য্য করিবেন।

জিলা বোর্ডের টিকাদানের ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিবার কথা।

বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমত গোবীজে টিকাদানের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের প্রতি যে২ ক্ষমতা ও কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে, এই ধারামতে নিযুক্ত প্রত্যেক টিকাদানের ইনস্পেক্টর উক্ত জিলায় সেই২ ক্ষমতানুসারে সেই২ কর্ম্ম করিবেন।

টিকাদানের ইন্‌স্পেক্টর এই আইনের ৯১ ধারার বিধানমত জিলা বোর্ডের স্বাস্থ্যবিষয়ক ইনস্পেক্টরের কর্ম্মও করিবেন।

গোবীজে টিকাদান বিষয়ক আইন যথায় প্রচলিত হয় সেই জিলায় জিলা বোর্ডের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৯৪ ধারা। যে প্রত্যেক জিলায় বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন প্রচলিত হইয়াছে বা পরে প্রচলিত হইবে, তথায় উক্ত আইনের ২৫ ধারামত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা উক্ত জিলা বোর্ডের থাকিবে।

কমিশনর সাহেবের টিকাদান সম্বন্ধে কর্তৃত্ব করিবার ও বিধি করিবার কথা।

৯৫ ধারা। যে প্রত্যেক জিলা বোর্ডে এই পরিচ্ছেদের বিধান বর্ত্তায়, সেই বোর্ড উক্ত বিধান অনুসারে কার্য্য করিবার সময়ে কমিশনর সাহেবের সাধারণ কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের অধীন হইবেন। কমিশনর সাহেব শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মতি লইয়া সময়ে২ এই আইনের ও বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের সহিত সঙ্গত হয় এরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন;

এবং ঐরূপ সম্মতি লইয়া উক্ত বিধি সময়ে২ পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন বা রহিত করিতে পারিবেন।

এই আইন বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক আইনের সহিত পঠিত হইবার কথা।

৯৬ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার মর্ম্মানুসারে যত দূর সঙ্গত হয়, ঐ চরি ধারা বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

ঞ।—লোকসংখ্যা গ্রহণের কথা।

লোকসংখ্যা গ্রহণার্থ জিলা বোর্ডের প্রতি কমিশনর সাহেবের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৯৭ ধারা। কমিশনর সাহেব শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতিক্রমে কোন জিলা বোর্ডের প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে উক্ত বোর্ডের জিলার মধ্যে হিসাব লওয়ার সময়ে যত লোক থাকে তাহাদের সংখ্যার হিসাব লন এবং তদর্থে যে প্রকারের যত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে ও যে খরচ করিতে কমিশনর সাহেব আদেশ দেন, সেই প্রকারের তত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন ও সেই খরচ করেন।

লোকসংখ্যা গ্রহণের সহকারিতা করা।

৯৮ ধারা। পূর্ব্ব ধারামত হিসাব লইতে যে প্রত্যেক জিলা বোর্ডের প্রতি আদেশ হয় সেই জিলা বোর্ড ঐরূপ হিসাব লইতে গেলে তদর্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে কোন বিধি করেন সেই বিধি অনুসারে, এবং লোকসংখ্যা গ্রহণের বিধান করণার্থ যে আইন সংকালে বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধান অনুসারে, কার্য্য করিবেন।

ট।—দুর্ভিক্ষ প্রশমনের কথা।

দুর্ভিক্ষ হইলে জিলা বোর্ডের প্রশমনার্থ ব্যবস্থা করিবার কথা।

৯৯ ধারা। কমিশনর সাহেব খরচের যে সীমা নির্দ্দেশ করেন তাহা মান্য করিয়া, যে প্রত্যেক জিলা বোর্ডের প্রতি এই ধারা বর্ত্তান যায়, সেই বোর্ড স্বীয় জিলার মধ্যে দুর্ভিক্ষ প্রশমনার্থ যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, এবং তদর্থে

(১) যে প্রকারের যত দুর্ভিক্ষপ্রশমনার্থ কার্য্য আবশ্যক হয়, তাহা খুলিতে ও রক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) যে প্রকারের যত অল্পকালীন হাঁস্পাতাল, দরিদ্রনিবাস, অনাথালয়, ও বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণের স্থান আবশ্যক হয়, তাহা খুলিতে ও রক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) চিকিৎসাসংক্রান্ত বা অন্য প্রকারের যে অতিরিক্ত সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহা লইতে পারিবেন।

(৪) ঐরূপ সকল বা কোন কর্ম্মের নিমিত্ত অন্য এক বা অধিক জিলা বোর্ডের সহিত সমবেত হইতে পারিবেন।

ঠ।—বিবিধ কথা।

জিলা বোর্ডের বিবিধ ক্ষমতার কথা।

১০০ ধারা। কোন জিলা বোর্ড কমিশনর সাহেবের সম্মতিক্রমে এবং তদর্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন তাহার নিয়মাধীনে,

ডাকবাঙ্গলার কথা।

(১) স্বীয় জিলার মধ্যে যে স্থানে উচিত বোধ করেন পথিকদিগের বাসার্থ ডাকবাঙ্গলা প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে এবং উহার ব্যবহার নিমিত্ত যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ ফী লইতে পারিবেন

কিন্তু কমিশনর সাহেব যে টাকা নির্দ্দিষ্ট করেন, উক্ত ফী কোন স্থলে তদধিক হইবে না।

অনিষ্টকর জন্তু বিনাশার্থ পুরস্কারের কথা।

(২) উক্ত জিলার মধ্যে অনিষ্টকর জন্তু বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কমিশনর সাহেবের অনুমোদিত হার অনুসারে পুরস্কার দিতে পারিবেন।

মেলা ও হাটের কথা।

(৩) স্বীয় জিলার মধ্যে মেলা ও হাট বসাইতে ও রাখিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর কথা।

(৪) স্বীয় জিলার মধ্যে সময়ে২ পশ্বাদি জন্তু, এদেশোৎপন্ন শস্যাদি ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্র বা স্থানীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী করিতে এবং কমিশনর সাহেব তদর্থে সময়ে২ যেরূপ ব্যয় ও ফী অনুমোদন করেন সেইরূপ ব্যয় করিতে ও সেইরূপ ফী লইতে পারিবেন।

দরিদ্রনিবাসের কথা।

(৫) দরিদ্রনিবাস স্থাপন ও রক্ষা করিতে পারিবেন।

যাহার অন্যরূপ বিধান হয় নাই এরূপ কার্য্যের কথা।

(৬) অন্য যে কোন স্থানীয় কার্য্যের দ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দতা ও সুবিধা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ও যাহার নিমিত্ত এই আইনের অন্য কোন অধ্যায়ে বিধান নাই, এইরূপ স্থানীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ও তাহা সাধন করিতে পারিবেন।

২য় অধ্যায়।

স্থানীয় বোর্ডের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

১০১ ধারা। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব অথবা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে জিলাবোর্ড এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, কোন স্থানীয় বোর্ডের ক্ষমতাধীন স্থানে এই আইনের বিধানমতে জিলা বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব ও অধ্যক্ষতাধীনে স্থাপিত কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ উক্ত স্থানীয় বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব ও অধ্যক্ষতাধীনে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

স্থানীয় বোর্ডের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

এই ধারামতে কোন স্থানীয় বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব ও অধ্যক্ষতাধীনে যে সকল বিষয় হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, উক্ত বোর্ড জিলা বোর্ডের এজেণ্টস্বরূপ ও তদীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে আপন হাতের টাকায় যতদূর করিতে পারেন, ততদূর সেই সকল বিষয়ের উপযুক্ত বিধান করিবেন।

এই ধারামতে কোন স্থানীয় বোর্ডের প্রতি যে দায়িত্ব বর্ত্তে, জিলা বোর্ড তাহা প্রবল করাইবেন।

১০২ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, আপন জিলার জিলা বোর্ড যে সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, কোন স্থানীয় বোর্ড তদধিক টাকা খরচ করিবেন না, কিম্বা তদধিক টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

স্থানীয় বোর্ডের খরচের সীমার কথা।

১০৩ ধারা। স্থানীয় বোর্ডের এলাকার মধ্যে যে সকল সমাহার কমিটী থাকে, উক্ত বোর্ড তাহাদের উপর তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা চালাইবেন, এবং জিলা বোর্ড সময়ে২ যে সকল রিপোর্ট, রিটর্ণ ও স্টেটিষ্টিক্স বিবরণ চাহেন, স্থানীয় বোর্ড জিলাবোর্ডের নির্দ্দিষ্ট মতে তাহা সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

স্থানীয় বোর্ডের সমাহার কমিটী সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্ব করিবার কথা।

৩য় অধ্যায়।

সমাহার কমিটীর কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

১০৪ ধারা। যে২ সমাহার সম্বন্ধে সমাহার কমিটী নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হন সে২ সমাহার যে মহকুমার অন্তর্গত, সমাহার কমিটী সেই মহকুমার স্থানীয় বোর্ডের এজেণ্টস্বরূপ ও কর্ত্তৃত্বাধীন হইবেন, এবং তাঁহাদের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে স্থানীয় বোর্ড যে২ বিষয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে আপনাদের কর্ত্তৃত্ব ও কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে লওয়া উচিত বোধ করেন তদ্ভিন্ন এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ও কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবেন ও তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

সমাহার কমিটীদের স্থানীয় বোর্ডের অধীন হইবার কথা।

১০৫ ধারা। প্রতিবর্ষে স্থানীয় বোর্ড যে তারিখ নিরূপণ করেন সেই তারিখে বা তৎপূর্ব্বে প্রত্যেক সমাহার কমিটী আপন মহকুমার স্থানীয় বোর্ডের নিকট বৎসর২ আগামী রাজস্ব সংক্রান্ত বৎসরে কমিটীর যে ব্যয় হইবার সম্ভাবনা তাহার এক অনুমানপত্র এবং পূর্ব্ব বৎসরের জমা ও খরচের এক হিসাব পাঠাইবেন; এবং স্থানীয় বোর্ড সময়ে২ যেরূপ রিপোর্ট দিবার আদেশ করেন, সেইরূপ অন্যান্য রিপোর্টও স্থানীয় বোর্ডের নিকট পাঠাইবেন।

সমাহার কমিটীদের স্থানীয় বোর্ডে রিপোর্ট, অনুমানপত্র ও হিসাব পাঠাইবার কথা।

১০৬ ধারা। আপন মহকুমার স্থানীয় বোর্ড যে সীমা নির্দ্দেশ করেন, সমাহার কমিটী তদতিরিক্ত টাকা ব্যয় করিবেন না কিম্বা তদতিরিক্ত টাকার দায়িত্ব স্বীকার করিবেন না।

সমাহার কমিটীর ব্যয়ের সীমার কথা।

১০৭ ধারা। কোন সমাহারের অন্তর্গত সমুদয় গ্রাম্য পথ ও তাহার প্রস্তর ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং ঐ পথের জন্য নির্দ্দিষ্ট সমুদয় গাঁথনী, সরঞ্জাম, যন্ত্রাদি, ও অন্যান্য দ্রব্য সমাহার কমিটীর প্রতিই বর্ত্তিবে ও তাঁহাদেরই হইবে।

গ্রাম্য পথ সমাহার কমিটীতে বর্ত্তিবার কথা।

১০৮ ধারা। নিম্নলিখিত কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে কোন বাটীর বা ভূমির প্রয়োজন হয়, তাহার মালিক ও দখীলকারদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া সমাহার কমিটী

গ্রাম্য পথ প্রস্তুত ও ভাল করিতে পারিবার কথা।

(ক) নূতন গ্রাম্য পথের সূত্রপাত ও তাহা প্রস্তুত করিতে পারিবেন;

(খ) নূতন সাঁকো প্রস্তুত ও নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন;

(গ) কোন গ্রাম্য পথ ফিরাইতে, অন্যমুখ করিতে, বন্ধ করিয়া দিতে বা বন্ধ করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) উক্তরূপ কোন পথ চৌড়া করিতে, খুলিতে, বা বড় করিতে কিম্বা প্রকারান্তরে তাহার উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। সমাহার তহবীল হইতে যতদূর পারা যায় সমাহার কমিটী সময়ে২ গ্রাম্য পথ রক্ষা ও সংস্কার করাইবেন এবং সেই কার্য্যের নিমিত্ত সাধারণের নির্ব্বিঘ্নতা ও সুবিধার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক হয়, করিতে পারিবেন।

গ্রাম্য পথরক্ষা ও সংস্কার করিবার কথা।

১১০ ধারা। কোন সমাহার কমিটী যে স্থানীয় বোর্ডের অধীন হন, সেই স্থানীয় বোর্ডের আদেশমত সময় মধ্যে সমাহারের অন্তর্গত সমুদয় গ্রাম্য পথের এক তকতীল উক্ত স্থানীয় বোর্ডে পাঠাইবেন; ঐ তকতীলে পথের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, সাঁকোর সংখ্যা, নক্সা ও আয়তন এবং স্থানীয় বোর্ড আর যে২ বৃত্তান্ত চাহেন তাহা লিখিতে হইবে।

সমাহার কমিটীর স্থানীয় বোর্ডে পথের তকতীল পাঠাইবার কথা।

সমাহার কমিটী আপন প্রবৃত্তিমতে যে কোন সময়ে উক্ত তকতীল সংশোধন করিতে পারিবেন অথবা তাহা করিতে স্থানীয় বোর্ড কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইতে পারিবেন।

১১১ ধারা। কোন স্থানীয় বোর্ডের অধীন কোন সমাহার কমিটীর প্রতি স্থানীয় বোর্ড উক্ত সমাহার কমিটীর সমাহারের মধ্যে উক্ত বোর্ডের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীন কোন পথের যে অংশ থাকে সেই অংশের কার্য্যভার অর্পণ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত সমাহার কমিটীর প্রতি পথের যে অংশ নিরূপণ করিয়া দেওয়া হয়, উক্ত কমিটী সেই অংশের রক্ষা ও সংস্কার করণার্থ আবশ্যক সমস্ত কার্য্য করিবেন ও তদর্থে স্থানীয় বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবেন।

স্থানীয় বোর্ডের জিম্মার পথের অংশ সমাহার কমিটীর কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে স্থাপন করিতে পারিবার কথা।

১১২ ধারা। ১৮৮০ সালের ১৮ আইনমত বিজ্ঞাপনক্রমে কোন সমাহার কমিটীর প্রতি খোঁয়াড় স্থাপন ও রক্ষা ও তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে যে২ ক্ষমতা অর্পিত হয়, উক্ত কমিটী সেই২ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন।

খোঁয়াড়ের সম্বন্ধে সমাহার কমিটীর ক্ষমতার কথা।

১১৩ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যে বিধি নির্দ্দেশ করেন তাহার নিয়মাধীনে, সমাহার কমিটী সমাহারের অন্তর্গত সমুদয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার ও তাহা রক্ষা করিবার ও দেখিবার ও ১২১ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে উক্ত বিদ্যালয়ের গুরু নিযুক্ত করিবার ও উক্ত গুরুদিগকে বেতন দিবার ও স্থানীয় বোর্ডের প্রদত্ত পুরস্কার তাহাদিগকে দিবার ভারপ্রাপ্ত হইবেন ও তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা।

১১৪ ধারা। সমাহারের অন্তর্গত কোন ঔষধালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার ও তাহা রক্ষা করিবার ও দেখিবার ভার সমাহার কমিটীর সম্মতিক্রমে ও শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যে বিধি নির্দ্দেশ করেন তাহার নিয়মাধীনে সমাহার কমিটীর হস্তে ন্যস্ত হইতে পারিবে।

ঔষধালয়ের কথা।

১১৫ ধারা। প্রত্যেক সমাহার কমিটী সমাহারের মধ্যে জন্মমৃত্যুর রেজিষ্টরী করিবার বিধান করিবেন; এবং স্থানীয় বোর্ড যে২ রিটর্ণ পাঠাইবার আদেশ করেন সেই২ রিটর্ণ পাঠাইবেন।

জন্মমৃত্যুসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১১৬ ধারা। সমাহার কমিটী যত দূর সম্ভব সমাহারের স্বাস্থ্যসাধনের বিধান করিবেন এবং মেলা প্রভৃতি হইলে তদর্থে বিশেষ বন্দোবস্ত করিবেন।

স্বাস্থ্যসাধনের কথা।

১১৭ ধারা। সমাহারের অন্তর্গত সমুদয় নর্দ্দমা ও গ্রামাদি পরিষ্কার করিবার জন্যান্য কার্য্য অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীনে না থাকিলে সমাহার কমিটীর কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

নর্দ্দমা প্রভৃতি সমাহার কমিটীর কর্তৃত্বাধীনে থাকিবার কথা।

১১৮ ধারা। যে স্থান কোন সমাহার কমিটীর এলাকাধীন সেই স্থান সম্বন্ধীয় স্বাস্থ্যসাধন বা জলনিঃসরণ করিবার বা জল যোগাইবার কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার উক্ত সমাহার কমিটী যে স্থানীয় বোর্ডের অধীন সেই স্থানীয় বোর্ড ঐ কমিটীর প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

স্থানীয় বোর্ডের সমাহার কমিটীর প্রতি স্বাস্থ্যসাধনাদি কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

১১৯ ধারা। কোন সমাহার কমিটী উক্ত সমাহার কমিটীর এলাকার অন্তর্গত কোন সরকারী পুষ্করিণী, জলস্রোত বা কূপ বা সরকারী নর্দ্দমা পরিষ্কার বা সংস্কার করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ পরিষ্কার বা সংস্কার করণের খরচ সমাহার তহবীল হইতে লইতে পারিবেন, কিম্বা ঐ তহবীলে না কুলাইলে ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনমতে ও ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১ আইনমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে চৌকীদারী টাক্স আদায় করিবার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে উক্ত সমাহারের মধ্যে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগের স্থানে ঐ খরচ আদায় করিতে পারিবেন।

সমাহার কমিটীর সরকারী পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতে পারিবার কথা।

১২০ ধারা। যে কোন পুষ্করিণী বা জলস্রোত বা কূপ পানীয় জলের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় সমাহার কমিটী তাহার মালিককে তাহা পরিষ্কার বা ভরাট করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, কিম্বা যাহাতে স্বাস্থ্যের হানি হয় বা নিকটস্থ লোকের কষ্ট হয় কোন ভূমির এরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইলে উক্ত ভূমির মালিককে বা দখীলকারকে উহা পরিষ্কার করিতে বা উহার জলনিঃসরণ করিতে কিম্বা উহার সম্বন্ধে অন্য যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক বোধ হয় তাহা করিতেও আদেশ দিতে পারিবেন। উক্ত মালিক বা দখীলকার উক্ত আজ্ঞা পালন না করিলে, সমাহার কমিটী উক্ত কার্য্য করাইতে পারিবেন এবং তাহাতে যে খরচ হয় তাহা উক্ত মালিকের স্থানে আদায় করিতে পারিবেন। রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত খরচ আদায় করা যাইতে পারিবে।

বিশেষ বিশেষ পুষ্করিণী প্রভৃতি সম্বন্ধে ক্ষমতার কথা।

কিন্তু যে কার্য্য করিবার আদেশ দেওয়া যায় তাহার নোটিস যে তারিখে উক্ত পুষ্করিণী, জলস্রোত, বা কূপের মালিকের, কিম্বা ভূমির মালিকের বা দখীলকারের উপর জারী করা যায়, সেই তারিখ অবধি ত্রিশ দিন গত না হইলে পর সমাহার কমিটী কোন কার্য্য করিবেন না।

আর এই ধারামত কোন আজ্ঞা পালন করিবার খরচ এক শত টাকার অধিক হইবার সম্ভাবনা বলিয়া অনুমান হইলে, সমাহার কমিটী স্থানীয় বোর্ডের সম্মতি পূর্ব্বে না লইয়া উক্ত আদেশ দিবেন না।

১২১ ধারা। এই আইন সফল করিবার কার্য্যে সাহায্য করণার্থ যে সকল অধীন কর্ম্মচারীর চাকর আবশ্যক হয়, সমাহার কমিটী সময়ে২ তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং সময়ে২ ঐরূপ

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

কোন ব্যক্তিকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার পদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন;

এবং স্থানীয় বোর্ডের অনুমতিক্রমে ঐরূপ ব্যক্তিদের বেতন স্থির করিতে পারিবেন এবং সমাচার তহবীল হইতে উক্ত ব্যক্তিদিগকে সেই বেতন দিতে কিম্বা ছুটীর স্থলে তাহার যে অংশ যুক্তিসিদ্ধ বোধ করেন সেই অংশ দিতে পারিবেন।

স্থানীয় বোর্ড লিখিত আজ্ঞা দিয়া ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট কারণে আপনাদের অধীন কোন সমাচার কমিটীর প্রতি এই ধারামতে উক্ত কমিটীর নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে পদচ্যুত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। তাহা হইলে সমাচার কমিটী উক্ত আজ্ঞার লিখিত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদিগকে পদচ্যুত করিবেন।

৪র্থ খণ্ড।

কর্তৃত্ব নিয়ামক বিধি।

১ম অধ্যায়।

জিলা বোর্ডের ও স্থানীয় বোর্ডের উপর কর্তৃত্বের কথা।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও কমিশনর সাহেব প্রভৃতির ক্ষমতার কথা।

১২২ ধারা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের কার্য্যানুষ্ঠান আইন ও ... এবং আপাততঃ প্রচলিত বিধি অনুসারে হইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এবং তাঁহার আজ্ঞামতে কর্ম্মকারি কমিশনর সাহেবেরা ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এইবিষয় তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন। তদর্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সমুদয় আবশ্যক অনুসন্ধান করিতে পারিবেন, এবং যে কোন কার্য্য উক্ত আইন ও উক্ত বিধি অনুসারে হয় নাই বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাহা লিখিত আজ্ঞা দিয়া বাতিল করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এতদর্থে বিধি প্রণয়ন করিয়া কমিশনর সাহেবের ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ করেন, তাঁহারা আপন ক্ষমতাধীন স্থানে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশে সেইং ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

বহী ও নথী জিলার কর্তৃপক্ষদের দেখিবার নিমিত্ত খোলা থাকিবার কথা।

১২৩ ধারা। প্রত্যেক জিলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড সকল সময়ে কমিশনর সাহেবকে এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জিলা বোর্ডের সভাপতি না হইলে, তাঁহাকে আপনাদের সমুদয় বহী, কার্য্যবিবরণ ও নথী দেখিতে দিবেন।

কার্য্য পরিদর্শন করিতে পারিবার কথা।

১২৪ ধারা। কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দখলে যে কোন স্থাবর সম্পত্তি থাকে কিম্বা উক্ত কর্তৃপক্ষের আজ্ঞাধীনে যে কোন কার্য্য চলিতে থাকে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তিনি জিলা বোর্ডের সভাপতি হইলে কমিশনর সাহেব সকল সময়ে তথায় প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করিতে বা কাহাকে প্রবেশ করাইয়া পরিদর্শন করাইতে পারিবেন।

কর্ম্ম করণ স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

১২৫ ধারা। যদি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তিনি জিলা বোর্ডের সভাপতি হইলে কমিশনর সাহেবের এরূপ প্রতীতি হয় যে, আপনার এলাকার মধ্যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আজ্ঞা বা নির্দ্ধারণ অনুসারে কার্য্য সাধন হইলে কিম্বা উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে কোন কর্ম্ম করিতে উদ্যত আছেন বা করিতেছেন তাহা করিলে সাধারণের বা কোন শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের হানি বা বিরক্তি হইবার কিম্বা শান্তিভঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা, তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট বা কমিশনর সাহেব লিখিত আজ্ঞা দিয়া উক্ত কার্য্যসাধন কিম্বা কর্ম্মকরণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

জিলা বোর্ডের ত্রুটি হইলে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত বিধান করিবার ক্ষমতার কথা।

১২৬ ধারা। এই আইনের দ্বারা বা এই আইনমতে কোন জিলা বোর্ডের প্রতি যে কর্ম্মের ভার অর্পিত হয় উক্ত বোর্ড সেই কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, নালিশক্রমে বা প্রকারান্তরে কমিশনর সাহেবের এই কথা অবগত হইলে, উপযুক্ত অনুসন্ধান করিবার পর যদি তাঁহার বোধ হয় যে, উক্ত জিলা বোর্ড বাস্তবিক ত্রুটি করিয়াছেন, তবে লিখিত আজ্ঞা দিয়া সেই কর্ম্ম করিবার সময় নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন।

উক্ত নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ কর্ম্ম করা না গেলে, কমিশনর সাহেব ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, ঐ কর্ম্ম করিবার খরচ ও তাহা করিতে নিযুক্ত ব্যক্তির যুক্তিমত বেতন জিলা বোর্ড অবিলম্বে দিবেন।

উক্ত খরচ ও বেতন ঐরূপে দেওয়া না গেলে, জিলার তহবীলের উদ্বৃত্ত টাকা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে, কমিশনর সাহেব তাঁহার প্রতি উক্ত উদ্বৃত্ত টাকা হইতে উক্ত খরচ ও বেতন অথবা তাহার যে অংশ দেওয়া সম্ভব হয় সেই অংশ দিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নিতান্ত প্রয়োজনস্থলে অতিরিক্ত ক্ষমতার কথা।

১২৭ ধারা। যাহা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সম্পাদন করিতে বা করিতে ক্ষমতাপন্ন এবং যাহা অবিলম্বে সম্পাদন করা বা করা মাজিষ্ট্রেট বা কমিশনর সাহেবের বিবেচনায় সাধারণের উপকার বা নির্বিঘ্নতা নিমিত্ত আবশ্যক, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তিনি জিলা বোর্ডের সভাপতি হইলে, কমিশনর সাহেব এরূপ কোন কার্য্য সম্পাদনের বা এরূপ কোন কর্ম্ম করিবার বিধান করিতে পারিবেন; এবং এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, উক্ত কার্য্য সম্পাদনের বা উক্ত কর্ম্ম করিবার খরচ ও যে ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিতে বা করিতে নিযুক্ত হন, সেই ব্যক্তির যুক্তিমত বেতন জিলা বোর্ড অবিলম্বে দিবেন।

উক্ত খরচ ও বেতন ঐরূপে দেওয়া না গেলে, জিলার তহবীলের উদ্বৃত্ত টাকা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা স্থল বিশেষে কমিশনর সাহেব তাঁহার প্রতি উক্ত উদ্বৃত্ত টাকা হইতে উক্ত খরচ ও বেতন অথবা

(খ) জিলা বোর্ডের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা নিয়মিত করিবার বিধি ;

(গ) বোর্ডের ও কমিটীর চুক্তি করিবার ও আপনাদের সংস্থাপনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ আবশ্যক অন্যান্য কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা ও চুক্তি সম্পাদন করিবার প্রণালী নিয়মিত করিবার বিধি ;

(ঘ) যদি অব্যবহিত কোন আফিস দিয়া বোর্ড ও কমিটীদের মধ্যে অথবা বোর্ড ও কমিটীর সভ্যদের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বা তদীয় কার্য্যকারকদের সহিত চিঠীপত্র চলে, তবে ঐ২ আফিস নিরূপণ করিবার বিধি ;

(ঙ) যে ভাষায় কর্ম্ম চালাইতে হইবে, তাহা নিরূপণ করিবার বিধি ;

(চ) ২৫ ধারামতে নিযুক্ত করণার্থ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদের যোগ্যতা নির্দ্দেশ করিবার বিধি ;

(ছ) ৩৮ ও ৩৯ধারামতে সভা করিবার কিম্বা বর্ণনাপত্র, অনুমানপত্র, রিপোর্ট বা হিসাব পাঠাইবার দিন নিরূপণ করিবার বিধি ;

(জ) জিলার সাধারণ কার্য্য ও জিলার অংশ বিশেষের কার্য্য নিমিত্ত জিলার তহবীল বণ্টন করিয়া দিবার বিধি ;

(ঝ) জিলার তহবীলের টাকা প্রয়োগের বিধি ;

(ঞ) ৩৯ ধারামত আয়ব্যয়ের অনুমানপত্রের পাঠের বিধি ;

(ট) ৪৮ ও ৫৯ ধারামত হিসাবের পাঠের ও তাহা প্রকাশ করিবার ও যে প্রকারে নিয়মিত কালান্তরে তাহার আডিট হইবে, তদ্বিষয়ের বিধি ;

(ঠ) প্রাথমিক ও দ্বিতীয়শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সাহায্য দান ও শিক্ষক ও সব ইনস্পেক্টরদের নিয়োগ করিবার বিধি, এবং শিক্ষার ভিন্ন২ শ্রেণী নির্দ্দেশ করিবার, পরীক্ষা চালাইবার, ছাত্রবৃত্তি দিবার ও ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয়ের বিধি ;

(ড) ঔষধালয়, হাঁস্পাতাল ও পীড়িত ব্যক্তিদের থাকিবার স্থানের বিধান ও রক্ষা, হাঁস্পাতালে যে সকল রোগী থাকে, তাহাদের ভরণপোষণের খরচ আদায়, এবং জিলার দুঃস্থ অধিবাসীদের ঔষধ ও চিকিৎসার বিধান করিবার বিধি ;

(ঢ) চিকিৎসকদের যেরূপ ব্যবসায়গত যোগ্যতা চাই, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ও তাঁহাদের কর্ম্মের বিধান করিবার বিধি, এবং ঔষধালয় ও হাঁস্পাতালের পরিদর্শনের ও জিলা বোর্ড যে সকল রিটর্ণ ও রিপোর্ট পাঠাইবেন, তাহার পাঠের বিধি ;

(ণ) স্থানীয়কার্য্যের ইনস্পেক্টরের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিধান করিবার বিধি ;

(ত) যে সকল বিষয় অংশতঃ বা সম্পূর্ণরূপে বোর্ডের খরচে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার নক্সা, কল্পনাপত্র বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার বিধি এবং যে কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা যে২ নিয়মে উক্ত নক্সা ও অনুমানপত্র অনুমোদিত হইতে পারিবে, তাহার বিধি ;

(থ) জিলার স্বাস্থ্যসাধন সম্বন্ধে জিলা বোর্ডের কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিধান করিবার বিধি ;

(দ) লোকসংখ্যাগ্রহণ সম্বন্ধে জিলা বোর্ডের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধান করিবার বিধি ;

(ধ) ডাকবাঙ্গলা, মেলা, হাট ও দরিদ্রনিবাস স্থাপন ও রক্ষা করিবার, প্রদর্শনী করিবার, অনিষ্টকারী জন্তু বিনাশার্থ পুরস্কার দিবার ও অন্য যে কার্য্য দ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্য ও সচ্ছন্দতা বা সুবিধা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্য করিবার বিধি ;

(ন) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ঔষধালয় সম্বন্ধে সমাহার কমিটীর ক্ষমতা নিয়মিত করিবার বিধি ;

(প) ১২২ ধারামতে কমিশনর ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যেরূপ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন তদ্বিষয়ের বিধি ;

(ফ) যে প্রকারে সভা হইবার নোটিস দিতে হইবে ও যত জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে কর্ম্ম চলিবে, তাহা ধার্য্য করিবার এবং উপযুক্তরূপে ভিন্নমত ও বাদানুবাদ লিপিবদ্ধ করিবার ও সভাপতি নিযুক্ত বা নির্ব্বাচন করিবার ও সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি যত কাল পদে থাকিবেন, তাহার বিধিসমেত বোর্ডের ও কমিটীর কার্য্য চালাইবার বিধি ;

(ব) বোর্ডের ও কমিটীর হিসাবপরীক্ষকদের অর্থাৎ আডিটারদের নিয়োগ ও বেতনদানের বিধি ;

(ভ) মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের জন্য জিলা বোর্ডকে লইয়া গেলে, কিম্বা তৎকর্ত্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা গেলে, জিলা বোর্ডের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি ; এবং

(ম) সাধারণতঃ জিলা বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড ও সমাহার কমিটীর পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার ও এই আইনের বিধান সফলকরণসংক্রান্ত সকল বিষয়ে বোর্ড ও কমিটীর ও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি ।

ঐ সমস্ত বিধি ও বিধির পরিবর্ত্তন বিজ্ঞাপনক্রমে প্রকাশ করা যাইবে; এবং (ক) প্রকরণমত কোন বিধি বা বিধির পরিবর্ত্তন বিজ্ঞাপনক্রমে প্রকাশিত হইবার পর তিনমাস অতীত না হইলে, বলবৎ হইবে না ।

উপবিধির কথা।

উপবিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩৪ ধারা। কোন জিলা বোর্ড বা স্থানীয় বোর্ড এতদর্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের স্থানে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে এই আইনের সমুদয় বা কোন উদ্দেশ্য সফল করণার্থ উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এই ধারামতে প্রণীত উপবিধি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক দৃঢ়ীকৃত না হইলে, এবং তিনি যে প্রকারে যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ করেন,

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৪ জুন ।]

সেই প্রকারে তত্তকাল প্রকাশ করা না গেলে, ফলবৎ হইবে না।

উপবিধি লঙ্ঘনের দণ্ডের কথা।

১৩৫ ধারা। পূর্ব্বধারামতে কোন উপবিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, বোর্ড আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত উপবিধি লঙ্ঘনহেতুক পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং লঙ্ঘনাপরাধে কোন ব্যক্তি অপরাধী প্রমাণ হইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে যত দিন লঙ্ঘন হইতে থাকে, তাহার দিন প্রতি আর পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অভিযোগের কথা।

১৩৬ ধারা। কোন বোর্ড কিম্বা এতদর্থে বোর্ডের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উপবিধি লঙ্ঘন নিমিত্ত এই আইনমতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবেন। কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট বোর্ডের সভ্য আছেন বলিয়া কেবল এই কারণে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৫৫ ধারার অর্থমতে এই ধারামত কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ বলিয়া বা তাহাতে নিজে স্বার্থযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

দায়িত্ববিধান।

সভ্যের ক্ষতির দায়িত্বের কথা।

১৩৭ ধারা। জিলা বোর্ডের বা সমাচার কমিটীর কোন টাকা বা অন্য সম্পত্তির ক্ষতি, অপব্যয় বা অযথা বিনিয়োগ ঘটিলে, কোন ব্যক্তি যৎকালে কোন সমাচার কমিটীর, স্থানীয় বোর্ডের বা জিলা বোর্ডের সভ্য থাকেন, তৎকালে তাঁহার শৈথিল্য বা অসদাচরণের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ ঐ ক্ষতি, অপব্যয় বা অযথাবিনিয়োগ ঘটিয়া থাকিলে তিনি তজ্জন্য দায়ী হইবেন, এবং তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে আদালত নির্দ্দেশ করেন, সেই আদালতে জিলা বোর্ড কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অথবা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

বিধি বা উপবিধি প্রণয়ন করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৮ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৩৩ ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে, এবং কোন জিলা বা স্থানীয় বোর্ড ১৩৪ ধারামতে কোন উপবিধি প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে, স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্বাদদানার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে প্রকারে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সেই প্রকারে প্রস্তাবিত বিধির বা উপবিধির পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিবেন; ও যে তারিখে বা যে তারিখের পর উক্ত পাণ্ডুলেখ্য বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সেই সঙ্গে নোটিস দিবেন; এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে ঐ পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত বিধি বা উপবিধি প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

ঐরূপ প্রত্যেক বিধি বা উপবিধি কলিকাতা গেজেটে ইংরেজী ভাষায় এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব আর যে২ ভাষা নির্দ্দেশ করেন, সেই২ ভাষায় প্রকাশ করা যাইবে; এবং উক্ত বিধি বা উপবিধি যে এই ধারার আদেশমতে প্রণয়ন করা গিয়াছে, উক্ত প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত যে চুক্তি করা যায় তাহাতে কোন সভ্যের, কর্ম্মচারীর বা চাকরের স্বার্থ থাকিলে, দণ্ডের কথা।

১৩৯ ধারা। এই আইনমতে নিযুক্ত কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত কোন সভ্য, কর্ম্মচারী বা চাকর কমিশ্যনর সাহেবের লিখিত অনুমতিক্রমে না হইয়া প্রকারান্তরে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোন চুক্তিতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে স্বার্থযুক্ত থাকিলে, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৮ ধারামতে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

কোন ব্যক্তি কোন সমবায়িত বা রেজেষ্টরী করা কোন কোম্পানির অংশী বা সভ্য বলিয়া ঐ কোম্পানির সহিত কোন বোর্ডের বা কমিটীর যে চুক্তি হয় তাহাতে স্বার্থযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; কিন্তু তিনি ঐরূপ কোন চুক্তিসম্বন্ধে উক্ত বোর্ডের বা কমিটীর কার্য্যে যোগ দিবেন না।

স্থানীয় তহবীল হইতে ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবার কথা।

১৪০ ধারা। এই আইনমতে প্রদত্ত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণহেতুক কোন ব্যক্তির হানি হইলে, প্রত্যেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জিলার বা সমাচারের তহবীল হইতে তাহার হানি পূরণ করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমার হেতুর নোটিস একমাস থাকিতে দেওয়া না গেলে কোন বোর্ডের বা কমিটীর সভ্যদের বা তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে না পারিবার কথা।

১৪১ ধারা। কোন জিলাবোর্ডের, স্থানীয় বোর্ডের বা সমাচার কমিটীর আফিসে, এবং উক্ত বোর্ডের বা কমিটীর কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে, কিম্বা তাঁহাদের আদেশমতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মনস্থ হয় সেই ব্যক্তির বাসস্থানে মোকদ্দমার হেতু ও যে ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহে, তাহার নাম ও বাসস্থান লিখিয়া নোটিস দেওয়া গেলে বা রাখিয়া গেলে পর ১ মাস অতীত না হইলে, এই আইনমতে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তজ্জন্য উক্ত বোর্ডের বা কমিটীর সভ্যদের বিরুদ্ধে কিম্বা তাঁহাদের কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে, কিম্বা তাঁহাদের আদেশমতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

উক্ত নোটিস দিবার প্রমাণ না হইলে, আদালত প্রতিবাদীর পক্ষে নিষ্পত্তি করিবেন।

মোকদ্দমার হেতু ঘটিবার পর তিন মাসের মধ্যে ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবে, তৎপরে নহে।

যে কোন ব্যক্তিকে এইরূপ নোটিস দেওয়া যায়, তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাদিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করিলে, উক্ত বাদী কিছুই পাইবেন না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যত দূর সংশোধন করা গেল।
১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইন।	জিলার রাস্তাদি ও সাধারণের হিত-কর অন্যান্য কার্য্য ও প্রদেশীয় পূর্ত্তকার্য্য প্রস্তুত করিবার ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ ও তৎসমুদয় রক্ষা করিবার স্থানীয় কর সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইন।	(গ) এই আইনমতে জিলা বোর্ডের যে অনুমানপত্র ও হিসাবপত্র ও রিপোর্ট ও বর্ণনাপত্র রাখিতে বা প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত। (ঘ) এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে হিসাব রাখিতে হইবে তাহার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত। (ঙ) কোন অনুমানপত্র বা হিসাব পাঠাইবার ও মিলাইয়া দেখিবার ও পূর্ব্বোক্ত কোন হিসাবের পরীক্ষা করিবার বিধান করিবার নিমিত্ত (চ) ৫২ ও ৫৭ ধারামতে করের কিস্তির টাকা দিবার দিন ধার্য্য করিবার নিমিত্ত। (ছ) বঙ্গদেশের স্থানীয় স্বতন্ত্র শাসনবিষয়ক [illegible] সালের আইনের ২৩ ধারার বিধানমতে কোন জিলা বোর্ডের কার্য্য বিবরণের নকল দিতে হইলে, যত টাকা ফী লইতে হইবে, তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত। (জ) এবং সাধারণতঃ এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত। এই সকল বিধি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও প্রকাশ করা গেলে আইনতুল্য বলবৎ হইবে।"

সি এচ [illegible],
[illegible] ব্যবস্থাপক সভার ভারপ্রাপ্ত
[illegible] অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী।

BAI KRISHNA MUK[illegible]HYAYA, M.A. & B.L.,
Bengali Translator.

[illegible] গেজেট [illegible] ২৪ জুন [illegible]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২৪ জুন।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলর।

১৮৮৪ সাল, আপ্রিল মাস।

মাননীয় শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব, সি, আই, ই।

১ নম্বর।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪২ ধারামতে যে সকল মধ্যস্থলীয় রেজিষ্টরী কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার রিটর্ণের নিম্নলিখিত পাঠ বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইল। এই রিটর্ণ প্রতিবৎসর প্রেরণ করিতে হইবে। ১৮৮৪ সালের ৩১ মে তারিখে প্রথম রিটর্ণ দিতে হইবে। প্রথম রিটর্ণের পাঠ বোর্ড এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে পাঠাইয়া থাকেন। ভবিষ্যতে ষ্টেশনরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলে তাহা পাওয়া যাইবে।

২। এই রিটর্ণ বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ৩১০ পৃষ্ঠায় "বাৎসরিক" নামক শীর্ষকের নিম্নে স্থাপন করিতে হইবে।

"৫B.। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমত মধ্যস্থলীয় রেজিষ্টরী কার্য্যের রিটর্ণ।"

৩। এই রিটর্ণের ৭ ঘরে যে শতকরা হিসাবের কথা আছে তাহার উদ্দেশ্য এই যে তদ্দারা রাজস্বসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষেরা ভিন্ন২ জিলায় তুলনা করিয়া মধ্যস্থলীয় পরিবর্ত্তনের সংখ্যা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

জিলা ।

১৮৮ সালের ৩১ মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হয় সেই বৎসরের ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমত মধ্যস্থলীয় রেজিষ্টরী কার্য্যের ৫B নম্বর রিটর্ন ।

মন্তব্য — ৬ ঘরের লিখিত বিচারাধীন মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ কৈফিয়ৎপত্রে লিখিতে হইবে।

১	২	৩			৪	৫	৬			৭	৮
(৩৮ ধারামতে) প্রথম রেজিষ্টরী কার্য্যক্রমে মোট যত স্বার্থ রেজিষ্টরী করা যায়। প্রত্যেক রিটর্নে এই সংখ্যা একই হইবে।	(৪১ ধারামত) মধ্যস্থলীয় রেজিষ্টরী করা যাইবার যত প্রার্থনাপত্র পূর্ব্ব বৎসর অবধি বিচারাধীন আছে।	ঐ বৎসরের মধ্যে ৫২ ধারামত যত প্রার্থনাপত্র দাখিল করা যায়।			মোট যত নিষ্পত্তির লিখিত ঐ অফিসে দাখিল করা যায়।	ঐ বৎসরের মধ্যে মোট যত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল।	বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যা।			৩ (ক) ঘরের লিখিত সংখ্যা ১ ঘরের লিখিত সংখ্যার অত-কম হিসাবে কত।	মন্তব্য।
		(ক) উইলক্রমে কি প্রকারান্তরে উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে।	(খ) ক্রয় বা দানক্রমে কি প্রকারান্তরে অধিকার সূত্রে।	(গ) মোট।			(ক) ছয় মাসের অধিক।	(খ) ছয় মাসের কম।	(গ) মোট।		
মোট ...											

জিলা ।
১৮৮ সাল ।

কালেক্টর ।

শ্রীযুত এচ, এ, কক্রেল সাহেব, সি, এস, আই ।

---

২ নম্বর ।

১৮৮৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৩১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিধিক্রমে অধীন শাখা ডাক ঘরের ডাক মুনসীগণ কর্তৃক এক আনা মূল্যের রাজস্বের ইষ্টাম্প বিক্রয়ার্থ লাইসেন্সের একটি সংশোধিত পাঠ বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ পাঠ এক্ষণে মুদ্রিত হইতেছে। ষ্টেশনরীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলে ঐ পাঠ পাওয়া যাইবে। তাঁহাকে এই সম্বন্ধে আবশ্যক আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

RAI KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 24, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৪ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের লাংকিস্তী কাল্গুনের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর।	মাহালের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম ও মহাল পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	তরফ কালুহা পং বারবকপুর।	কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভাবতী দাস্যা মাতা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	১২৯৪॥৶৭	এই মাহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যা ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ॥০ আনা বাদে কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ॥০ আনার কাত সদর জমা ৬৪৭।৴৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ৭১৬৮৴০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুহা পং বারবকপুর।	ঐ ঐ	১২৯৪॥৶৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনা ও কৃষ্ণকিঙ্কর রায় গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ।।০ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনার কাত সদর জমা ৮২৩।৶৭ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ৩৫৮।৶৩ টাকা।
৩	ঐ	৬৭	তুদাগোপালপুর পং পলাশী।	রায় মেতাবচাঁদ লাহার বাহাদুর ...	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৮১১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।
৪	ঐ	২০৭	কিসমত মৌজেপাকুড়হাঁশ পরগনেবারবক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী রামদাস চৌধুরী অখিলকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারাধন গোস্বামী।	৭০৯৭১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।

৪	ঐ	২৩৩	তরফ পাড়দিয়াড় পরগনে রাজপুর।	রাধাজীবন মুস্তফী তারামণি দাস্যা লক্ষ্মী দাস ও ধর্ম্মদাস মুস্তফী অধিরাণী দাসী ক্ষেত্রনাথ চন্দ্রগতি মুস্তফী ভুবনমোহিনী দাস্যা।	৬৬১৫৮/১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৬৬৷৷৯ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।
৬	ঐ	২৭৩	কিসমত পরগনে বারকসিংহ পং বারবকসিংহ।	বাধাবিনদ জগতমোহন মনমোহন বেণীমাধব হিরালাল বামনদাস মাধবচন্দ্র মতিলাল চৌধুরী হারাধন গোস্বামী চৌধুরাণী দেব্যা রামনৃসিংহ মুস্তফী বনমালা কালাচাঁদ প্যারিমোহন রামগোপাল চৌধুরী চম্পকলতা দেবী কৃষ্ণকিশোর গোবিন্দলাল বিষ্ণুলাল শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী হরিদাস তুলসীরাম চৌধুরী নাবালগের অলিমাতা অখিলেশ্বরী দেব্যা রাজেন্দ্রকৃষ্ণ মুক্তলাল ছিদামলাল চৌধুরী জনার্দ্দন হরেরাম চৌধুরী নাবালগের অলিমাতা চন্দ্রমুখী দেব্যা ও কালীপ্রিয়া দেব্যা মনমোহিনী দেব্যা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজলাল চৌধুরী গোপীসুন্দরী দেবী গোপীমোহন চৌধুরী এলোকেশী রামাসুন্দরী দেব্যা কালিদাস চৌধুরী রাধাবল্লভ দাস যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিলাল চট্টরাজ রাজিয়া বিবি জিয়াওর রহমান বান্দী বিবি আজিজন্নেছা বিবি গোলাপসুন্দরী দেব্যা রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী।	২১০৪।৶১	এই মাহাল মধ্যে মৌলবি জিয়াওর রহমান রাজিয়া বিবি বান্দী বিবি হিরালাল বামনদাস চৌধুরী ও রাধাবিনদ চৌধুরী ও রামনৃসিংহ মুস্তফী ও মাধবচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৶৭৷৷৶২৷৷ দীপ ৫ তিলের কাত সদরজমা ৫৫৭৶২ টাকা বাদে রামগোপাল চৌধুরী দিগরের এজমালী অংশ ৸১২ গোণ্ডা ৪৷৷ দীপ ১৬ তিলের কাত সদরজমা ১৬১৮৶১১ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী রাজস্ব ... ৬৯৫৶৯ টাকা।
৭	ঐ	৪০৭	মৌজে রামবাটী পং ফতেসিংহ।	সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার মির ইজ্জত ন্যাজ গোচিন্দহারী খুদিরাম হিরালাল প্রামাণিক মহারাজা জগদীন্দ্র বনওয়ারি গোবিন্দ বাহাদুর সেবাইত কিশোরী জিউ দেব ঠাকুর মির মহাম্মদ নেয়াজ রাইরঙ্গিণী দাসী জাহেদা বিবি দীনবন্ধু দাস কৃষ্ণধন দাস রামতারণ দাস রায় কৈলাসকামিনী দেব্যা চন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মতীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ নাবালগের অলি মাতা লক্ষেশ্বরী দাসী রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ম্যানাজার পক্ষে কালাচাঁদ হৃষিকেশ রামলাল রাধাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাইত ৺ গোপাল দেব ঠাকুর।	৬১৭৶৬	এই মাহাল মধ্যে সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার দিগরেরপৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে হিরালাল প্রামাণিক দিগরের এজমালী অংশ ৷৶২৷৮ তিলের কাত সদর জমা ১৭৩৮৶১১ টাকা নীলাম হইবেক বাকী রাজস্ব ১৯৫ পাই।

শ্রেণীর নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
৮	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৩৬	কিসমত পরগনে সাহাজাহাপুর পং সাহাজাহাপুর।	বিপিনবিহারী নবিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর মুকুন্দলাল রামচন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনবন্ধু ললিতমোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস লছমনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কুলদাপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মর্ম্মসখী দাস্যা কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫।৭	এই মহাল মধ্যে মর্ম্মসখী দাস্যার ও কামদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগরের এজমালী অংশ ॥৴১২ গোণ্ডার কাত সদর জমা ২০৯৪৴১০ টাকা নীলাম হইবেক। রাজস্বর বাকী ... ৭২৬॥১১
	ঐ	৪৫১	কিসমত পরগনে সমসখালী পরগনে সমসখালী।	বীরচন্দ্র নদীয়াবিনদ চৌধুরী শ্যামাসুন্দরী দাস্যা সোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গদাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৸৶২	এই মহাল মধ্যে গদাধর বীরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শ্যামাসুন্দরী দাস্যা দিগরের এজমালী অংশ ৸৴১।৶০ কাত সদর জমা ৫৫৬॥৴১১ টাকা নীলাম হইবেক। রাজস্বর বাকী ।।৩ আনা।
	ঐ	৫০৮	ডিহি আতাই পং শেরপুর।	চন্দ্রমোহিনী দাস্যা [illegible]মণি দাস্যা অলিমাতা বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রম[illegible] দাসী [illegible] কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ গোপীসুন্দরী দা[illegible]	৩৪৫২॥৴- ১১ পুলিস ২৬।০৮ ৩৪৭৯৲৭	এই মহাল মধ্যে থাকমণি দাসী দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ॥০ আনা বাদে চন্দ্রমোহিনী দাস্যার এজমালী অংশ ॥০ আনারকাৎ সদর জমা ১৭২৬৸০ টাকা ও পুলিস ১৩৶৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪৶০ পুলিস ... ৩।১০ ৫৭৭।৶১০
		৫২৩	কিং পং উজিরাবাদ পং উজিরাবাদ।	ত্রৈলোক্যনাথ রায় কালীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নফরচন্দ্র ও বিপ্রদাস পালচৌধুরী গোলাপমণি দেব্যা জগচ্চন্দ্র পাঠক লক্ষ্মীমণি দেব্যা গোকুলচন্দ্র তেওয়ারী দ্বারিকানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১৫৮৩।৴৬	এই মহাল মধ্যে দ্বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১৫৩ দন্তীরকাত সদর জমা ৪৭।৶১০ টাকা নীলাম হইবেক বাকী ২৮।৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৪০	মৌজে এমাদিপুর পং ফুলবাড়ীয়া।	তরঙ্গিনী ওরফে লুটমনি দাসী পক্ষে ম্যানেজর কামিনী সুন্দরী দাসী কৈলাসনাথ সিংহ রায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী রঘুনাথ মুস্তফী পাতালমনি চৌধুরাণী চারুচন্দ্র বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারাধনী চৌধুরাণী মাতা অলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায়চৌধুরী নাবালগ পরেশনাথ চৌধুরী ক্ষিতিমোহন রায়চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেমলাল।	১০৬১॥৶২	এই মহাল মধ্যে হারাধনী চৌধুরাণী অলিমাতা দাশরথী সত্যচরণ রায়চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ⁄১ গোণ্ডা বাদে চারুচন্দ্র বসু দিগরের একমালী অংশ ৶৵১৯ গোণ্ডারকাত সদর জমা ৯৯১৸৵৫ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ।১০ পাই।
১৩	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল	৫৫৮	চরগোটা পং সমসখালী।	বন্দবস্তদার দেবেন্দ্রনারায়ন রায় নাবালগের অলিমাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেব্যা রামলাল রায় সীতানাথ রায় রামেশ্বর রায়।	৭১৭।⁄	রাজস্বর বাকী ১৮৬॥৶০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৪	প্রথম শ্রেণীর মহাল	২৭৪০	কিং তরফ হোসেনপুর পং আসদ নগর।	লোকনাথ রায় দ্বারিকানাথ রায় ও দ্বারিকানাথ ঘোষ...	৬১৫৮৶৯ রোডকশু ৬৩/৬	১২৯০ সালের লাং অগ্রহায়ন ভলবের রাজস্বর বাকী ১৫৯৲ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৯	তরফ কানাইপাড়া পং আসদ নগর।	রামলাল ঘোষ ...	১৩৪৯।/৫	১২৯০ সালের লাং ফালগুনের রাজস্বর বাকী ৮১২৬৶৬ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 13th May 1884 }

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

জেলা নদীয়া।

খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ কাছারি কালেক্টরী জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারায় সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার তৌজীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ১৮৮৪ সালের ২৮ শে মার্চ তারিখের প্রাপ্য মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া যাহা চলিত আইন ও আকট অনুসারে বাকীরাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১০ই জুলাই মোতাবেক ১২৯১ সালের ২৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	লিখিত মালিকগণের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
১৭ নং	অলকা পং বাগোয়ানা।	কৃষ্ণনাথ রায়, কুমুদিনী দাসী, অলি অছি জাং গুরুদাস বিশ্বাস, ও যদুনাথ, জগন্নাথ খাঁ ও চন্দ্রকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ও রতিকান্ত ও গঙ্গাকান্ত ও দ্বারকাকান্ত ও মৃর্ত্যাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও লক্ষ্মীমণি দেব্যা অলিমাতা তিনকড়ী দেব্যা ও ত্রৈলোক্য সুন্দরী দেব্যা, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও ভারপ্রাপ্ত জাং বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর অছি জাং নাবালগ শেট গুপীচাঁদ বাহাদুর ও রামেশ্বর রায় ও মথুরানাথ শ্রীনাথ পাল চৌধুরী ও শিবচন্দ্র পাল চৌধুরী স্বয়ং ও অছি ও সুনয়নী দাসী স্বয়ং ও অছি জাং শ্রীশচন্দ্র ধনকৃষ্ণ ও ললিতমোহন পাল নাবালগ ও হিরালাল ও উমেশচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র পাল ও বেনওয়ারিলাল পাল নাবালগের অছি উমেশচন্দ্র পাল ও রামবকস চেংলাঙ্গিয়া।	৮৬৭৩।/৩ পুঃ ৯৬৶৭	১১০৬৩	সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ।৪।।৶ ভাগ যাহা ৬৮০৩।৶১।। পাই সদর ৪২।৩ পাই পোলীস জমার চন্দ্রকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, রতিকান্ত, গঙ্গাকান্ত, ও দ্বারকাকান্ত ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মীমণি দেব্যা অলিমাতা তিনকড়ী দেব্যা ও ত্রৈলোক্য সুন্দরী দেব্যা, উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও ভারপ্রাপ্ত জাং বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র ও মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর অছি জাং নাবালগ শেট গুপীচাঁদ বাহাদুর, মথুরানাথ, শিবচন্দ্র পাল চৌধুরী শ্রীনাথ পাল চৌধুরী স্বয়ং ও অছি ও সুনয়নী দাসী স্বয়ং ও অছি জাং শ্রীশচন্দ্র, ধনকৃষ্ণ, ললিতমোহন পাল নাবালগ, হিরালাল, উমেশচন্দ্র, মহেশচন্দ্র পাল ও বেনওয়ারিলাল পাল নাবালগের অছি উমেশচন্দ্র পাল, ও রামবকস চেংলাঙ্গিয়া নামে ১৭।০ নং এজমালী অংশ লিখা যায় ঐ অংশ বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
১১৭ নং	ডিহি চণ্ডী পং পাজনৌর।	সুরেশচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, শতীশচন্দ্র মল্লিক নাবালগের অলিমাতা রাজলক্ষ্মী দাসী, চন্দ্রনাথ মল্লিক, অনাথনাথ দেব কছিমনেছা বিবি ও জয়চন্দ্র দে চৌধুরী স্বয়ং ও অছি জাং চারুচন্দ্র ও নির্ম্মলচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী নাবালগের অছি ঈশানচন্দ্র ঘোষাল, ও অন্নদেব মুখোপাধ্যায় হরিজীবন প্রামাণিক ও সুরেন্দ্রনাথ; ও নগেন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী ও মধুমতি দাসী ও যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী অছি জাং শতীশচন্দ্র ওরফে পাচু পাল চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও শিবমোহিনী দাস্যা অছি জাং জ্ঞানেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ বিপ্রেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।	১০২৪৬০৮ পুঃ ১২৯৶৪	১২৮৶১১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ।।০ অনা যাহা ১৪৫৭৮/৬ পাইসদর ও ১৯৮ পাই পুলিস জমার সুরেশচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, শতীশচন্দ্র মল্লিক নাবালগের অলিমাতা রাজলক্ষ্মী দাসী ও চন্দ্রনাথ মল্লিক, অনাথনাথ দেব ও কছিমন্নেছা বিবির নামে ১১৭।০ নং এজমালী অংশ লিখা যায় ঐ অংশ বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।

১৫৪।	ঘোড়াদহ পং তারাউনিয়া।	রামচরণ চৌধুরী ও গিরিবালা দেব্যা আচার্য্য ও শীশ্বরী দেব্যা ও সান্যাল ও [illegible] হরি সাহা, শ্রীরাম মুখোপাধ্যা সুন্দরী দেব্যা ও ভুবনচন্দ্র [illegible] পাল আচার্য্য ও রামরতন [illegible] ধুরী, দীনবন্ধু চৌধুরী দীননাথ	৯২ ৵৫	১৫৪১০ নং ৯১৬ ১৫২১২ নং ১।৮	৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ।৬৯।৴ কাগ যাহা ৪৮৯।৶১১ পাই সদর জমায় রামাচরণ চৌধুরী ও গিরিবালা দেব্যা ও বামাসুন্দরী দেব্যা ও দীনবন্ধু চৌধুরী ও দীননাথ মুখোপাধ্যায় নামে ১৫৪।০ নং ও পৃথক হওয়া অংশ রঃ ৴০৮৶ কাগ যাহা ১০৶১ পাই সদর জমায় শ্রীহরি সাহার নামে ১৫৪।২ নং লেখা যায় ঐ ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।
২০১ নং	এতবারপুর পং পলাশী।	রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও হরসুন্দরী ও ভবসুন্দরী দেব্যা ও নকুড়চন্দ্র সাহা ও রামধন ও রামেশ্বর ও কালিদাস ও উমাচরণ খাঁ ও গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	৪ঃ ১৷০ পুঃ ৪৫।৶৫	৫৬৮৶১১	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২১৬ নং	গোবরা পং পলাশী।	মহারাজা জগদীন্দ্র বেণওয়ারি গোবিন্দ বাহাদুর ও কৃষ্ণনাথ রায় ও কুমুদিনী দাসী অলি জাং গুরুদাস বিশ্বাস ও রামরতন চেংলাজিয়া, হরিমোহন মল্লিক, প্রভাবতী দেব্যা, রামধন খাঁ, ও রামেশ্বর খাঁ কালিদাস খাঁ ও উমাচরণ খাঁ, নবকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও গিরিন [illegible] দেব্যা অলি মাতা উমাপ [illegible] অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালক, চ[illegible] নি দেব্যা।	২২৫১৴১১ পুঃ ২২৯	৯১৶৬	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ।৶৩৶৩১২।। তিল যাহা ৯১৪/৪ পাই সদর ও ৮৮৩ পাই পুলিস জমায় মহারাজা জগদীন্দ্র বেণয়ারি গোবিন্দ বাহাদুর ও রামরতন চেংলাজিয়া হরিমোহন মল্লিক, রামধন, উমাচরণ খাঁর নামে ২১৬।০নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
২৪২ নং	ইক্ষুলী পং মামজোয়ানী।	কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণী, নগেন্দ্রনাথ [illegible] ল চৌধুরী গোপেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও মধুমতি দাসী চৌধুরাণী [illegible] জাং সতীশচন্দ্র ওরফে পাঁচু পাল চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌ[illegible]ণী ও শিবমোহিনী দাসী চৌধুরাণী অছি জাং জ্ঞানেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, ও বিপ্রেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌ[illegible]।।	৯১৪ ৮/১০ পুঃ ২৭	১৬১৮১ পুঃ ৩৭	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ।।০ আনা যাহা ৪৭৭৮৶১১ পাই সদর ও ৬৭ টাকা পুলিস জমায় কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণির নামে ২৪২।০নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
৪৪২ নং	বামনপাড়া পং উথড়া।	অন্নদাপ্রসাদ সেন মোনেজার জাং [illegible] নাথ গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ রা[illegible] চৌধুরী ভবতারিণী দেবী, ও রমেশ্বর মুখোপাধ্যায়, স্বয়ং কর্ম্মাধ্য[illegible]ং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গোকুল[illegible] দাসী	৫ ৫২।।৯ পুঃ ৩।।৪	৪৪২।০নং ৭৪৮৶১১ ৪৪২।১নং ১৫।।৶৪ : ৩।৶১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ৶৪ গণ্ডা যাহা ১০৭০।।৪ পাই সদর ৬৮৶২ পাই পুলিস জমায় রমেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ভারপ্রাপ্ত জাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় গোকুলমণি দাসীর নামে ৪৪২।০নং ও পৃথক হওয়া অংশ রঃ ৴১২ গণ্ডা যাহা ৩৫১০ টাকা সদর ও ৩।৶৪ পাই পুলিস জমায় মহেন্দ্রলাল ও রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরীর নামে ৪৪২।১নং লিখা যায় ঐ ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	লিখিত মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৭৬ নং	শম্ভুনগর পং রাজপুর।	বৃন্দামণি দাসী অলি মাদরে নাবালক জনার্দ্দন বিশ্বাস, ধরণীধর বিশ্বাস গায়েত্রী দেবী, শশিমুখী দেব্যা, বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সর্ব্বমঙ্গলা দেব্যা শারদাসুন্দরী দেব্যা অলি মাদরে শ্যামদাস রায় নাবালক প্রিয়নাথ কুণ্ডু, শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বস্তিধর জোয়ার্দ্দার।	১২০১৸৵১১	১১৸৶৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া বাদে অবশিষ্ট রঃ।৶০ আনা যাহা ৪৮২।৴৪ পাই টাকা সদর জমায় গায়েত্রী দেবী ও সারদাসুন্দরী দেব্যা অলি মাদরে শ্যামদাস রায় নাবালক, প্রিয়নাথ কুণ্ডু, স্বস্তিধর জোয়ার্দ্দারের নামে ৪৭৬।০নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
৪৭৭ নং	শ্যামপুর পং রাজপুর।	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শশিসুন্দরী দেব্যা অঘোরনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও কুমুদিনী দেব্যা অলি মাদরে গৌরহরি মুখোপাধ্যায় নাবালক ও দীননাথ মুখোপাধ্যায়, রামদয়াল চেংলাঙ্গিয়া, নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, কৈলাসেশ্বরী দাসী চৌধুরাণী অলি অছি ভাং বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং অছি ভাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাবালক হিরালাল চৌধুরী, কুসুমকুমারী দেব্যা, থাকমণি দেব্যা দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নলিনমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেব্যা অলি মাতা ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় নাবালক অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও প্রসন্নময়ী দেব্যা অলি মাদরে জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র, ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৈলাসচন্দ্র ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অছি ভাং কালীপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালক।	৩৬৫২৲২	২৮৴১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ৶৮ গণ্ডা যাহা ৫৫৩।।০ টাকা সদর জমায় শশিসুন্দরী দেব্যা অঘোরনাথ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেব্যা অলি মাদরে গৌরহরি মুখোপাধ্যায় নাবালক নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, কৈলাসেশ্বরী দাসী অলি অছি ভাং বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও অছি ভাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হিরালাল চৌধুরীর নামে ৪৭৭।০নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবে।
৩১৫৮ নং	খামার শীমলা পং কৃষ্ণনগর।	অন্নদাপ্রসাদ সেন মোমেজ্জারজাং মন্মথনাথ, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্ব্বতীনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও ভবতারিণী দেব্যা, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও কর্ম্মাধ্যক্ষ ভাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গোকুলমণি দাসী।	৯৬১৸৮ পুঃ ২৶১০	৩১৫৮।০নং ১৷৵১১ ৩১৫৮।২নং ৯১।।১০ পুঃ ।।৶	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ৶৪ গণ্ডা যাহা ১৯৩৶৭ পাই সদর ও ১৶১১ পাই পুলিস জমায় রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও কর্ম্মাধ্যক্ষ ভাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও গোকুলমণি দাসীর নামে ৩১৫৮।০নং ও পৃথক হওয়া অংশ রঃ ৴১২ গণ্ডা যাহা ৯৬।।৴৩ পাই সদর ও ।।৶০ পুলিস জমায় দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর নামে ৩১৫৮।২নং লিখা যায় ঐ ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।

W. V. G. TAYLER,
Collector.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮। ৭ আইনমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগায়েদ ২৮ মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪। ২১ জুলাই মোং ১২৯১। ৭ শ্রাবণ সোমবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
১২ নং	পং আটীয়া জমিদারি হিস্যা /০ আনা ১৮৫৯। ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	২৪৭/৪	০	০
ঐ	ঐ ১৮৫৯। ১১ আইনের ১০ ধারামতে উক্ত /০ আনা মধ্যে হিস্যা ৲৭ গণ্ডা।	হরিচরণ মজুমদার …	২৪৫৸৶১	০	০
ঐ	ঐ ঐ হিস্যা ১৸ কড়া …	নবাবআলি চৌধুরী গয়রহ	৬১।৶৮	০	০
ঐ	ঐ ঐ উক্ত /০ আনা জমিদারি ষোল আনা রকমে হিস্যা ৶৭॥ গণ্ডা।	গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১৪৮।৩	১২৫৲৬	খারিজ হিস্যা নিলাম হইবেক।
২৬ নং	পং বড়বাজু জমিদারি হিস্যা ।৶০ আনী ষোল আনা রকমে ১৮৫৯। ১১ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া হিস্যা বাদে এজমালি হিস্যা ।৶৫।৪ দীপ।	সৈয়দ হাসনজান গয়রহ …	৪৪৬১/০	৭৯৫৲	এজমালিহিস্যা নিলাম হইবেক।
ঐ	ঐ হিস্যা ১৮।১ দীপ …	মেঃ কেত্রড সাহেব …	৫১৩/০	‿	০
ঐ	ঐ হিস্যা ।৶৹ গণ্ডা …	খাজে এনায়েত উল্লা চৌধুরী	৩১৪১।০	১৪৩৶	খারিজ হিস্যা নিলাম হইবেক।
ঐ	ঐ হিস্যা /৮॥২ দীপ …	করিমন্নেছা চৌধুরাণী	৮৭১৸০	০	০

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
৪১২৯৮	পং পুখরিয়া চর আরজহাটী ও মেষ্টা গয়রহ।	হেমচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ …	১০৫।/০ উয়েকন ৯/০	১০।৶ উয়েকন ৩৶০	মোট মহাল নিলাম হইবেক।

The 30th May 1884.

E. G. GLAZIER,
Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

জিলা বীরভূম।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার জিলা বীরভূম।

১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় শুক্রবার দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আপ্রিল।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	ষ্টেটের নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	মালিকগণের নাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	মন্তব্য
প্রথম শ্রেণী	...	১৯ নং	পঃ ইছাখুরিয়া সামিল কুবেড়াসহিরা।	সৈএদন্নেছা বিবি সাং আনখুনা সৈএদ মজফর হোসেন ও পাঁচু বিবি ও সেখ মাদারবক্স ও সেখ এনাএতউল্লা সাং ঐ হরিশ্চন্দ্র ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ সাং পাঁচখুনী ও মনসুর আহম্মদ নাবালগের অলি আবদুল মাবুদ ওরফে ভড় মিঞা সাং আনুখুনা সেখ দরবেশ উল্লা সাং ঐ সেখ ফকির উল্লা ও আকন্নেছা বিবি সাং ঐ সাজেদররহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুরুষোত্তমচন্দ্র সাং উনকুণ্ডা ও রঙ্গিনী দাসী অলি আজ ওরফে নাবালগ পুত্র মনমোহনচন্দ্র সাং ঐ মবরন্নেছা বিবি সাং আনখুনা ও সাজদর রহমান সাং বেড়গ্রাম গৌরসুন্দর পাঁড়ে ও নিতাইসুন্দর পাঁড়ে ও ঈশ্বরচন্দ্র চন্দ্র সাং উনকুণ্ডা রঙ্গিণী দাসী অলি আজ ওরফে নাবালগ পুত্র বিপিনবেহারী চন্দ্র সাং ঐ।	৫৬৯১৸৶ ইহার পৃথক হিসাব ২০ নং গৌরসুন্দর ও নিতাইসুন্দর পাঁড়ে ৩১১১।৶১ বাদে ... ২৫৬৪।৵১১	৩৭/২	এজমালি অংশ সদর জমা ২৫৬৪।৵১১টাকা নীলাম হইবেক।
ঐ	...	৫১ নং	পঃ কুতবপুর সামিল কেশবপুর।	মানদাসুন্দরী দেব্যা সাং ডেঙ্গেরা ও ব্যামমণি দেব্যা অলি জানবে শশিভূষণ সরকার নাবালগ সাং ঐ ভগবতী দেব্যা ও তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং ঐ বিশ্বেশ্বরী দেব্যা ও জগদেশ্বরী দেব্যা সাং ঐ ও ঈশানচন্দ্র রায় সাং সাওড়া।	৭৫৬৴	৮৵৩	ষোল আনা মহাল নীলাম হইবেক।
ঐ	...	১৩ নং	পঃ সাহাপুর ...	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সাং হেতমপুর ও মহেশচন্দ্র সোম ও দয়ালচন্দ্র সোম কালাচাঁদ সোম সাং চুচুড়া গণেশচন্দ্র সেন সাং কড়িদ্যা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের অলি নিস্তারিনী দেব্যা ও জোন্নার রহমান।	৩৫৯০৴ বাদ পৃথক হিঃ ১৪ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ৫৮১॥৶১০ ১৮৭ নং দয়ালচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র সোম ৮৭২॥/৭ — ১৪৫৪।/৭ মেওয়ায় ... ২০৩৬/৫	৫০৩।৷৪	এজমালি সদর জমা ২০৩৬/৫ টাকা নীলাম হইবে।

	...		ডাঙ্গা।	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তি বাহাদুর সাং হেতমপুর ও কামনাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেবী সাং সিহুড়ি ও মহেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং বাজিতপুর ও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং ঐ ও মধুসূদন চৌধুরী সাং গণপুর ও নাবালগ সর্ব্বেশ্বর চৌধুরীর অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নাবালগ কেদারচন্দ্র চৌধুরির অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নবদ্বীপচন্দ্র চৌধুরী ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী ও উদয়চন্দ্র চৌধুরী শ্রীমতী দাস্যা মোল্লানী সাং ঐ লালা বিশ্বেশ্বর প্রসাদ ও গৌরী-প্রসাদ সাং তিনপাড়া ও রাইচরণ চৌধুরী ও মহাপচন্দ্র চৌধুরী তেজচন্দ্র চৌধুরী ও খেলতচন্দ্র চৌধুরী ও দীনবন্ধু মণ্ডল নবীনচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর।	বাদ পৃথক হিসাব ১২১ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ... ৮০৷৷৶ ২২৯ নং কামনাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেব্যা ২৯৮৷১৶১৷৷	২২১৫৷৷৴ ৩৭৯৷৶১০৷৷	৩১/৯	এজমালি সদর জমা ১৮৩৬৷৶-১০৷৷ টাকা নীলাম হইবে।
ঐ	...	১০১নং	পং আকবর-সাহি হেরুকা	তেজচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর রাইচরণ চৌধুরী সাং ঐ গৌরচাঁদ চৌধুরী সাং ঐ উদয়চাঁদ চৌধুরী সাং ঐ প্রমথনাথ ঘোষ ও ভোলানাথ ঘোষ সাং দামিনেশ্বর মহাতাপচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর ও পাঁচুমনি দাস্যা সাং সাধনেশ্বর ও মৃত প্রিয়নাথ ঘোষের একজিকিউটর ভোলানাথ ঘোষ ও প্রমথনাথ ঘোষ সাং ঐ।		১২৫৯৶	৯৩৮/৪	ষোল আনা মহাল নীলাম হইবেক।
ঐ	...	১০৩নং	পং খটঙ্গাখন্যা	রাজেন্দ্রচন্দ্র ধর ও নিমাইচন্দ্র ধর সাং কড়িধ্যা ও ভেররাজ মাড়ওয়ারি সাং সিউড়ি ও গঙ্গানারায়ণ সেন ও গণেশচন্দ্র সেন ও মন্মথনাথ দাস্যা ও যশোদাসুন্দরী দাসী ও দীনবন্ধু সেন সাং কড়িধ্যা ও দোলগোবিন্দ ধর সাং ঐ গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কুণ্ডলা ও মাধবচন্দ্র মিশ্রি সাং সেহড়া।		১৩৮৩/০	/০	ঐ
ঐ	...	১১৬নং	পং খটঙ্গারুহিলা	কৈলাসচন্দ্র সরকার সাং গণপুর মহেশচন্দ্র সরকার ও কুলদাপ্রসাদ সরকার ও মাতঙ্গিনী দাস্যা ও কৃষ্ণলাল সরকার অখিলচন্দ্র সরকার সাং গণপুর ও রামলাল ঘোষাল ও শ্যামলাল ঘোষাল সাং ভেজেনা।		২২৭৪৲	১০৶৬	ষোল আনা মহাল নীলাম হইবে।
ঐ	...	২১৭নং পং কতেপুর সামিল হেতিয়া	হেতিয়া ...	গিরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং চহটা ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং ঐ মৃণ্ময়ী দেবী সাং কুড়মনাহা চন্দ্রশিখর বন্দোপাধ্যায় সাং লাভপুর উমেশচন্দ্র রায় ওরফে বঙ্কবিহারী রায় সাং হেতিয়া মধুসূদন রায়চৌধুরী ও অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী সাং ঐ হরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং চহটা বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ঐ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং হেতিয়া কেদারেশ্বর রায়চৌধুরী সাং ঐ স্বর্ণময়ী দেবী সাং লাভপুর ও নীলরতন রায়চৌধুরী সাং হেতিয়া ও যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাং লাভপুর কেদারেশ্বর চৌধুরী ও গিরিবালা দেব্যা নাবালিকা অলি মাতা সুকুমারী দেব্যা।		৫৮০৷৷/	২৩৶৯	ঐ
ঐ	...	২৩৪নং	পংখটঙ্গাসামিল আমরাপালন।	ভগবানচন্দ্র সেন সাং কড়িধ্যা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সাং জীবধরপুর ও মানকুমারী দাসী সাং কড়িধ্যা সেখ জালাউদ্দিন মহম্মদ সাং কাশীআড়া।	বাদ পৃথক হিসাব সেখ জেলালউদ্দিন মহম্মদ ... ৩১৭ বাদে ... ৫৪৬৮৶	৫৭৭৮৶	৶০	এজমালি সদর জমা ৫৬৬৮৴ টাকা নীলাম হইবেক।

BEERBHOOM COLLECTORATE
The 17th May 1884,

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

জিলা রাজশাহি।—বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা রাজশাহির মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১৪ আষাঢ় শুক্রবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

। তফসীল

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
১৮৫	ডিহি দাকসা মৌজে বেড়াবাড়ি পং মাহাম্মদপুর।	চন্দ্রমনি বাই অলি অছি পক্ষে গোলাবলাল সিংহ রায় নাবালগ, মেঃ এগেনওয়াইন সাহেব, গিরিশচন্দ্র দত্ত, প্রতিমাসুন্দরী দাস্যা, শ্যামাসুন্দরী বাই।	খাজানা ৪১৭৩৮/ পুলিস ৩০।৶০ 88০৪৶০	৭৩৬।৶০ ৩৮৶০	মায় পুলিস 88০৪৶০ আনা সদর জমায় তাহত লেখা যায় তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ গিরিশচন্দ্র দত্ত খাজানা ৫৮১।০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫।/০ আনা বিশেষ নং ২ প্রতিমাসুন্দরী দাস্যা খাজানা ৫৮১।০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫।/ আনা বিশেষ নং ৩ মেঃ এগেনওয়াইন সাহেব খাজানা ১২০৪।০ আনা পুলিস ৮।৶ আনা একুনে ১২১৩।।৶ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ২০০৭/ আনা পুলিস ১৩৸৶ আনা একুনে ২০২০৸৶০ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।
২০৭	কিং পং তাহেরপুর	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর রায়।	৩১৫১১৶০	১০১৫।।৶	মোট সদর জমা ৩১৫১১৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় ১৫৭০৫ ।।/ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ সদর জমা ১২৭০৫।।/ আনা বস্তু নীলাম হইবেক।
২২৮	ডিহি বাসুদেবপাড়া পং তেগাছি।	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর রায়।	খাজানা ১৮১০৲ পুলিস ১৮৶০	১।০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১৮২৮৶ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় খাজানা ৯০৫৲ টাকা পুলিস ৯/০ আনা একুনে ৯১৪/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ৯০৫৲ টাকা পুলিস ৯/০ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।

২৫৬	রমজানপাড়া পং তেগাছি।	রাধাকান্ত তরফদার, মধুসূদন ভৌমিক, রাধাসুন্দরী ভুবনমোহিনী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, রামকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, লক্ষ্মণচন্দ্র তরফদার, রামলাল তরফদার, দীনবন্ধু সান্ন্যাল, রোহিণীকান্ত তরফদার, রতিকান্ত তরফদার কার্য্যাধ্যক্ষপক্ষে বিপীনবিহারি তরফদার, নাবালগ শ্যামচাঁদ সাহা।	৮৫৪৫৵	৭১॥৩	মোট সদর জমা ৮৫৫৬/০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মধুসূদন ভৌমিক সদর জমা ১৬০।/০ আনা বিশেষ নং ২ রাধাকান্ত তরফদার ৮০৶ আনা ১৮৭৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ ৬১৪।৵০ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।
২৫৭	ডিভি ছাতনি পং গোবিন্দপুর।	গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ সুকল, দুর্গাসুন্দরী দেব্যা বক্তেশ্বরী দেব্যা, ভবসুন্দরী দাস্যা অলি অধ্যক্ষপক্ষে অক্ষয়চন্দ্র ও সতীশচন্দ্র সিংহ নাবালগান, মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা, ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেব্যা, মুক্তকেশী দেব্যা, শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা, সৌদামিনী দেব্যা, ৺ রাধা অটলবিহারী ঠাকুরের সেবাইত গিরিধর ঘোষে স্বয়ং ও অধ্যক্ষ পক্ষে জোতারাম ঘোষে, মিরমোসাহেবআলি স্বয়ং ও অলিপক্ষে এমদাদআলি ওরফে রমজান, জীবন্নেছা ওরফে ছোরমন্নেছা বিবি, তফজ্জলআলি [illegible]তমজউদ্দীন, তরিফুল্লা বিশ্বাস, গরিবহোসন চৌধুরী আজদন্নেছা চৌধুরাণী, হবিবন্নেছা খাতুন স্বয়ং ও অলিপক্ষে খোন্দকার ছএজুদ্দীন মাহাম্মদ ও আলফন্নেছা খাতুন ও মজিদন্নেছা খাতুন, উম্মদন্নেছা খাতুন নাবালগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেবকুমারী দাস্যা, হরমণি দাস্যা, দক্ষিণকুমারী দাস্যা সোমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার।	খাজানা ৫৭৬০/ পুলিস ৫৮৲ ——— ৫৮০৮/০	১০২৫/০ ৭৲	মোট সদর জমা মায় পুলিস ৫৮০৮/০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা সদর জমা খাজানা ৭৩৭॥/০ আনা পুলিস ৬৵০ আনা একুনে ৭৪৩॥৶০ আনা বিশেষ নং ২ মির মোসাহেব আলি স্বয়ং অলিঅধ্যক্ষপক্ষে মির এমদাদআলি ওরফে রমজান নাবালগ, জীবন্নেছা ওরফে ছোরমন্নেছা নাবালিকা, তফজ্জলআলি তমিজউদ্দীন তরিফুল্লা বিশ্বাস গরিবহোসেন চৌধুরী ছাজদন্নেছা চৌধুরাণী রত্নমণি দাস্যা হরমণি দাস্যা দক্ষিণাকুমারী দাস্যা সোমেশ্বর সিকদার বিশ্বেশ্বর সিকদার দেবকুমারী দাস্যা অলিঅধ্যক্ষ পক্ষে অবিনাশ সিকদার, শ্যামাচরণ সিকদার শ্রীনাথ সিকদার খাজানা ৬১৩৮/০ আনা পুলিস ৫।৶ আনা একুনে ৬১৯৶ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ সুকল খাজানা ১৭৯৲ টাকা পুলিস ১৩।/০ আনা একুনে ১৬১১।/ আনা বিশেষ নং ৪ সারদাপ্রসাদ সুকল খাজানা ১০৬৫।০ আনা পুলিস ৮৸৵ আনা একুনে ১০৭৪৵০ আনা বিশেষ নং ৫ বক্তেশ্বরী দেব্যা খাজানা ৫৩২॥৶ আনা পুলিস ৫।৶ আনা একুনে ৭৩৭/০ আনা বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাঃ। খাজানা ১৬২।/ আনা পুলিস ১৮/ আনা একুনে ১৬৪৵০ আনা বিশেষ ৭ নং ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেব্যা খাজানা ১৪।৶০ আনা পুলিস ৵০ আনা একুনে ১৪॥০ আনা ১৮৭৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ৯৯৬/০ আনা পুলিস ৮৲ টাকা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।

চৌকির নম্বর।	গ্রাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
২৬৭	কিঃ পং নীপ ...	কালীচন্দ্র তালুকদার, তারকনাথ চৌধুরী, কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী, নাবালগ সৈয়দ আবদুল কেলামের মেনেজর নীরেশ্বর সেন, নাবালগ রাখালচাঁদ দুগড়ের অলি করমচাঁদ বাবু।	খাজানা ৪৪৭১৷৵ পুলিস ১২৲ — ৪৫৮৪৷৶০	১১০৷৷৶০ ।৶০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ৪৪৮৪৷৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ৫ করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় খাজানা ৫২১৷৶০ আনা পুলিস ১৷৶০ আনা একুনে ৫২২৸৵০ আনা ১৮৭৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাই নীলাম হইবেক।
২৬৯	ডিহি বেলঘরিয়া পং দীঘা।	কুমার শশিশিখরেশ্বর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজরপক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কুমার কাশীশ্বর রায় নাবালগ, কৈলাসচন্দ্র ভৌমিক, উৎসবচন্দ্র, জানকীকান্ত মৈত্র, রত্নাকর মৈত্র, সখিসুন্দরী দেব্যা, ঠাকুর দাস মৈত্র, ভিক্ষাকর ওরফে রামচরণ মৈত্র, চন্দ্রমণি দেব্যা, শ্যাম[illegible]েন, বসন্তকুমার, দুর্গাকান্ত, রাধাকান্ত মৈত্র, রাসবিহারি, বিপীনবিহারি, পরেশনারায়ণ চৌধুরী, রামলতা দেব্যা, রাধাসুন্দরী, ভুবনময়ী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ রায়, রামজয়, রামলাল, রোহিণীকান্ত তরফদার, রজনীকান্ত তরফদার, অলি পক্ষে বিপীনবিহারি তরফদার, দক্ষিণাসুন্দরী দেব্যা মাদরে ও অলিপক্ষে প্যারীচরণ মজুমদার নাবালগ, জানকী, ভবানিকুমার চৌধুরী অলি সুখদাপ্রসাদ ও দুর্গাকান্ত সেন, মহেশ্বরী দেবী, ভগবতী চৌধুরাণী, মনমোহিনী গুপ্তা।	১০৮২৸৶০	৩৫।৶০	মোট সদর জমা ১০৮২৸৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ দক্ষিণাসুন্দরী দেব্যা সদর জমা ২২০৷৷৵০ আনা বিশেষ নং ২ কুমার শশিশিখরেশ্বর রায় ১৩৩৷৶ ১৮৭৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে বিশেষ নং ৩ মনমোহিনী গুপ্তা চৌধুরাণী মাদরে সতীশচন্দ্র চৌধুরী নাবালগ সদর জমা ৪১৵০ আনা হিসাব পৃথক করা অংশ ও এজমালী অংশ সদর জমা ৬৮৫৸৶০ আনা বক্ত নীলাম হইবেক।
২৭৫	মৌজে সিংজমারা ওগয়রহ পং বোয়ালিয়া খালিসা।	ভগবতীচরণ বাবু, নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাতা ও অলি শ্যামাসুন্দরী দাসী, চন্দ্রকামিনী চৌধুরাণী, আনন্দমোহন মৈত্র।	খাজানা ১০৩৩৷৷৵০ পুলিস ১১৶০ — ১০৪৪৸০	২০২৸৵০ ঌ৷৵০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১০৪৪৸০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ শ্যামাসুন্দরী দাসী অলি অছি পক্ষে রাখালচরণ মণ্ডল খাজানা ২৫৮৷৶০ আনা পুলিস ২৸৵০ আনা ১৮৭৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহা ও এজমালী অংশ খাজানা ৭৭৫৶০ আনা পুলিস ৮৷৶০ আনা সমস্তই নীলাম হইবেক।

৫৯৬	কিং পং বোনগাঁও জায়গীর।	সৈয়দা বিবি, নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাতা ও অলি শ্যামাসুন্দরী দাসী, দীনবন্ধু সান্যাল, আনন্দমোহন মৈত্র কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী, নাবালগ আবদুল ছেলা-মের মোক্তার বীরেশ্বর সেন, করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষ-পক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় নাবালগ	খাজানা ১১৩১৪৮০ পুলিস ১১৮৮০ ১১৪৬৮।০	১১০২।।/০ ৭।৮০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১১৪৬৮।০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী খাজানা ১২৬১।।/০ আনা পুলিস ১২।।৶ আনা একুনে ১২৭৪।০ বিশেষ নং ২ কৈলাসেশ্বরী চৌধুরাণী খাজানা ১২৬১।।/০ আনা পুলিস ১২।।৶০ আনা একুনে ১২৭৪।০ আনা বিশেষ নং ৩ বীরেশ্বর সেন মোক্তারপক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম খাজানা ৪৩৮৫৸৵০ পুলিস ৪৪৵০ আনা একুনে ৪৪৩০৲ টাকা বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র ও দীনবন্ধু সান্যাল খাজানা ১৫১২৸৶০ পুলিস ১৫।০ আনা একুনে ১৫২৮৶০ আনা ১৮১৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ-বাদে বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় খাজানা ১১২৩।।৶০ আনা পুলিস ১৩/০ আনা একুনে ১১৩৭৲ টাকা ১৮১৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহা ও এজমালী অংশ খাজানা ১৬০৮।।০ আনা পুলিস ১৬৶০ আনা একুনে ১৬২৪।।/ আনা সদর জমায় বক্তু নীলাম হইবেক।
৬৬৩	তরফ মহিষ কুণ্ডী পং চাক্লাই।	হেকাজতুল্লা চৌধুরী, হেরাইতুল্লা চৌধুরী, কেরামতুল্লা চৌধুরী, বিবি উল্লত ফতেমা, সৈয়দ মহম্মদ হোসেন, সৈয়দ আতাহর হোসেন বিবি, আবেদতন্নেছা বিবি, আক্তমত-নেছা বিবি, অছিফতন্নেছার অছি সৈয়দ সাহা আবদুল্লা।	৭১৯২৸৵০	৪২।।০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
৩৭৮	কিং পং হুজুরাপুর	মেঃ এগেন ওয়াইস, সাহেব, শ্যামাসুন্দরী বাই, চন্দ্রমণি বাই, অছিপক্ষে গোলাবলাল হিংহ রায়।	১৬২৯৸৵০	৪৭১।০	মোট সদর জমা ১৬২৯৸৵০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মেঃ এগেন, ওয়াইস, সাহেব সদর জমা ৬১১৶০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে এজ-মালী অংশ নীলাম হইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
৪২২	নিজচড়দহ তরপ্পে চাপীলা।	নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেবেস্কুরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রাকুমারী, ৺ মদনমোহন ঠাকুর ও রাধাকিশোরীলাল ঠাকুরের সেবাইত মহন্ত কৃষ্ণানন্দ রায় গোস্বামী।	খাজানা ১৬৩২।০ পুলিস ৫।/০ ১৬৩৭॥/০	৩৫৬ ০	মোট সদর জমা সায় পুলিস ১৬৩৭॥/০ তান্য তন্মধ্যে f সেহ নং ১ নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেবেস্কুরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রা কুমারী খাজানা ৮১৬৶০ আনা পুলিস ২॥৶০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে এজমালী অংশ খাজানা ৮১৬৶০ আনা পুলিস ২॥৶০ আনা একুনে ৮১৮৸০ আনা সদর জমার বক্রু নীলাম হইবেক।
৪৭৬	তরফ দক্ষিণ জোয়ার	আব্দুল অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেব কুমারী দাসী, হরিমণি, দক্ষিণাকুমারী দাসী, কোটেশ্বর, দিগম্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার, গরিবুল্লা ওরফে গরিব হোসেন চৌধুরী, সাজানবেছা চৌধুরাণী, জাহানারবেছা খাতুন, মহেশচন্দ্র ভৌমীক, ঈশানচন্দ্র, রামবর সিংহ ঘোষ, মাহাম্মদ নেজামল আলম, তমিজউদ্দীন মিঞা, মিরমোশাহেব আলি স্বয়ং অলিপক্ষে এমদারআলি জীবনেছা, করিবনেছা স্বয়ং মাতা ও অলিপক্ষে সৈয়দ সৈয়দদ্দীন, উলফৎনেছা, মজিদনেছা, ওমেদনেছা।	২৭৮২৭	১২৯।৶৬	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

E. H. RENNOCK,
Collector.

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
৬/৮২৩	থানে সাতকানিয়া মৌজে নাকোরা মহল নয়াবাদ। হাল তালুক রাজকুমার রায় পিং বিশ্বম্ভর রায় ও শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী আং নবকুমার রায় সাং পারকোরা। থানে ঐ মৌজে চাহল মহল নয়াবাদ।	খোদকার ..	১০১৭০০	৪৪।।৬	১২৯০ বাং	১১৭৲	০	১১৭৲	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
২০/৫০০	তালুক শ্রীমতী তা-[illegible] চৌধুরাণী।	কবেজ আহম্মদ পিং [illegible] ও [illegible] পিং মৌলবী আবদুল [illegible] সাং কালীপুর।	১১২।১০	১৬৮/৯	„	২২৪৲	২২/৯	২৪৬/৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collr.

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকার ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
১১০/১৮৩০	থানে সাতকানিয়া মৌজে গণ্ডামারা মহল নওয়াবাদ। হাল তালুক কৃষ্ণদাস কুণ্ড পিং গোপালদাস কুণ্ড সাং খিলগাঁও।	খোদ ...	৬১৪।।/০	২১৮/১	১২৯০ বাং	১৮৫৲	৮।৯	১৯৩।৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর তৌজি।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	তরফ অযোধ্যারাম ..	৭২৩৮/০	১৶০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল	৬৪৩৶৭	১৩২৷০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	তরফ আনন্দীরাম কাং	৮৪৯৷৶৯	১৫৸৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৫নং রামচন্দ্র র য় প্রভৃতির অংশের মঃ ১১৭॥৶৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৪	তরফ দুল্লভরাম, ফতেয়াবাদ।	৮১৯৭	১৯৬৷০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	তরফ মৌজে হরিণা বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৬৯২৸/০	১৮৭৮	ঐ ঐ
২৫০	১২৫২	তরফ ইমাম শা ..	৬৯৭৷/৪	১৫০॥/৪	ঐ ঐ
৩১৭	১৮৯৪	তরফ মাণম ঘনশ্যাম।	৫৬০৴/০	২৭	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং মজুর দিগির ১৩৫॥০ আনা জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবেক।
৫২৩	২৫১২	তরফ রামচন্দ্র কাং ...	৯১৮৸৶৭	১১৬৶৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীতাম্বর কাং ৪৫৸৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নী [illegible] হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	তরফ রামকিশোর কাং।	৮১৯/৭	১১৯,১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩॥/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭১	২৯৩১	তরফ সাহিরাম কাং	৮২৬৸৶১	১২॥/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫৷৶১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬০৮	৩০২৫	তরফ শ্রীমন্তরাম কাং	১৭৩৭৸০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আবদুল্লা খাঁং ৭৮৯৶/৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬১৭	১৮৮০	তরফ ওবেদল্লা সেখ মাহাং ওহি সেখ মাহাং আলী।	৬৭৮৷৶০	/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[*Government Gazette, 24th June* 1884.]

মহালের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ:
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫০০৭ নং মধ্যে ১ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১ নং হাওলা	ছমেরদ্দি ...	৮৬২৲	৬৪৩৲	এই মেয়াদি হাওলা নিলাম হইবেক।
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৩ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৩ নং হাওলা	কেতাব্দি হাওলাদার গয়রহ...	১১৪২৲	৮৫০৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৪ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৪ নং হাওলা	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় গয়রহ।	৮৫৯৲	৬৪২৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৮ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৮ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ ..	৮৬১৲	৬৪৫৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১২ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১২ নং হাওলা	রহিমদ্দী হাওলাদার গয়রহ...	৮৯২৲	৬৭৪৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৫ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১৫ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ ...	১৩৪১৲	৯৫৭৷৵৬	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৯ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১৯ নং হাওলা	কেতাব্দী হাওলাদার গয়রহ...	৩০৯৲	২০০৲	ঐ

R. C. DUTT,
Offg. Collector.

জিলা বৰ্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোং ১২৯১। ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৫ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য করা মহাল।

১৯ নং তৌজীভুক্ত মহাল শিবগ্রাম পরগণে আর্সা ডিঃ মঙ্গলকোট পূর্ব্বস্থলী আউসগ্রাম, কাটোয়া মন্তেশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ী দেবী ওয়ারেস মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মণিমোহন, মনজমোহন, সুধামোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরসুন্দরী দেব্যা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমদন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং তেলিনিপাড়া পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীরামপুর।

সদর জমা ৭৩১১॥৶১৷৹ টাকা বাকী ১১১৷৶৹॥ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮॥৵৭ টাকা পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮॥৵৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮॥৵৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭৵৶ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মণিমোহন মনজমোহন সুধামোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিমাতা শ্রীমতী হরসুন্দরী দেব্যা ১২১৮॥৵৭ টাকা।

৬২ নং তৌজীভুক্ত মহাল পলশলা দিগর পরগণে সেরুয়া ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও নাবালগ মনীন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আত্মপক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ চন্দ্র সাং শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকচাঁদ গোলেচা সাং আজিমগঞ্জ ডিঃ ভাগলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র শ্রীহরিহরচন্দ্র চন্দ্রের অলি অছি মাতা শ্রীমতী ভবতারিণী দাস্যা সাং শ্রীখাটী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাং ঐ।

সদর জমা ৭৪০০৸৶১১ টাকা   বাকী ৪১৮৷৴০ টাকা।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫৶৬ টাকা সদর জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৮৮ নং তৌজিভুক্ত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বৰ্দ্ধমান, ডিঃ মঙ্গেশ্বর ও ডিঃ গাঙ্গুর মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেব্যা, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেব্যা শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেব্যা দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেব্যা মুক্তকেশী দেব্যা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেব্যা, প্রসন্নময়ী দেব্যা, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামনাথ চৌধুরী সাং চাণ্ডুলী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাং দাঁইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া দীননাথ চৌধুরী সাং চাণ্ডুলী ডিঃ কাটোয়া।

সদর জমা ১১২১৷০ টাকা   বাকী ।৶৭ আনা।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে ৪৬৬৯ টাকা জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৫১৭৪ নং তৌজিভুক্ত মহাল সালকুনী পরগনে বৰ্দ্ধমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক শেখ আলিমমুল্যা সাং দীকারপুর কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং সালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের অলি মাতা কল্যাণী দেব্যা সাং ঐ শ্রীশ্রী৺ দুর্গা ঠাকুরানীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নীলমণি রায় সাং আয়মাচাদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবল হক সাং ডিবিজান মঙ্গলকোট।

সদর জমা ১৬৯৩॥৫ টাকা।   বাকী ১১৫৸৶৫ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কএটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩৩৩৸৴২॥ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১৩৩৶৭॥ টাকা।

T. E. Coxhead, *Collector.*

নীলামের নোটিস।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঞ্চনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩।৴০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৶৫৲২ দন্তী৲২✕১— আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহর নামে ৮/১৪৲৭ দন্তী ॥৶১৫৸১৮৸— আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৲০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬।/২ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

১৪৪ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা খনতুগলি ওগয়রহ লিখিত মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৯৬৸৴৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৸৵৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ৴১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯।৶ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯৯॥/২। টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

১৪৭ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ বেগুতা ওগয়রহ লিখিত মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ৩৬৩৭॥৶৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৷৷০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ৷৷০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৸১০ ৷৷ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৫৬।৶৪ টাকার বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

৩২৫ নং কিঃ পরগনে বালিয়া তরফ মদুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ... ৮৭১৸৶৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।/৬॥= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহের নামে ।৶১৷৷– আনার কাত সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ৫৮২।১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় বাদে ১২।৶১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

8-5-84. C. C. STEVENS, *Collector.*

জিলা বগুড়ার কালেক্টরী।—বাকী খাজনার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখ প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং কানুনের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১২ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৮৪। ৯ জুন।

তপসীল মহাল।

তৌজির নম্বর ও মহালের নাম	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
নং ১০ ১৩ তরফ বেহার পং শেরপুর।	দৈয়দানী জহুরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী ওগয়রহ।	৬২৩৭৶১১	৮৶১১	প্রকাশ থাকে যে এই মহলের মধ্যে দৈয়দানী জহুরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী প্রভৃতির নামে ৫৮৭২৸৭৶ পাই সদর জমায় যে ১১ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
ঐ	রাধারমন, চন্দ্রকিশোর, কালীকিশোর মুনসী, আবিরন্নেছা বিবি, লাল সিংহ স্বয়ং ও অলিউদ্দি পকেচুর্ণ লাল, পান্নালাল, ও অক্ষয় সিংহ নাবালক, ও হীরালাল সিংহ।	৩৮২৶৩॥	৮।৶১১	
নং ১৮।৭১ তঃ কাহালু পং শেরপুর।	কাদেহারেছা বিবি প্রভৃতি	৭৩৩৫৪	৬।৶৭৸	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে কাদেহারেছা বিবি প্রভৃতির নামে ৷৩৮।৶ আনা সদর জমায় যে ৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
ঐ	আনন্দকিশোর তরফদার গৌরসুন্দরী দাসী প্রভৃতি।	৪৮৫॥৶৪	৬৶৭৸	

J. J. LIVESAY,
Collector.

[*Government Gazette, 24th June* 1884.]

জিলা ঢাকা।

জমীদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আক্টের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৮ জুলাই দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১২ জুন।

তফসীল।

নম্বর তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
২২১	পং রাজনগর মং ডিং নীলমণি সেন চাকসে রায়পুর রামচন্দ্র দাস অবশিষ্ট।	অতুলচন্দ্র রায় ও ঈশ্বর দাস চট্টোপাধ্যায়।	২৪৫৮৶৬॥	১৭৬।১॥
	মহাল তথা ডিং ৴০ আনী ...	শশীমুখী দেব্যা	১২২৸৶৪	০
	মহাল তথা ডিং ৴০ আনী ...	জয়লক্ষ্মী দেব্যা	১২২৸৶৪	০
	মহাল তথা ডিং ৵০ আনী	গোবিন্দলাল দাস	৩৬৮৸৶	০
	মহাল তথা ডিং ৵০ আনী ...	রেবতীমোহন দাস	৩৬৮৸৶	০
	মহাল তথা ডিং ।৵০ আনী ...	কালীকিশোর গুহ গং	৭০৭৸০	০
			১৯৬৭।৴২॥	১৭৬।১॥
২৩০	পং রাজনগর মং ডিং নীলমণি সেন চাংনুরপুর রামচন্দ্র দাস অবশিষ্ট।	কৃষ্ণদাস কুণ্ড ...	১০৫৩।৩॥	৬৩০৸৶২।
	মহাল তথা ডিং নন্দনকোনা ও নয়াপাড়া ডিং ৸০ আনা	মাহামুদ. সৈয়দ খাঁ ...	৪৬৸০	০
	মহাল তথা ডিং হাজিগাও	অন্নপূর্ণা দাস্যা ...	৬০৸৶১১	
			১১২০৸৶২।।	৬৩০৸৶২।
৪৪১	তাং খাজে অব্রাতুন মেকাইল অবশিষ্ট।	ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ...	৬৮৫৶৯॥	১৬॥৶১০॥
	তাং তথা ডিং ।৵০ আনী ...	রূপলাল দাস গং ...	৮২৭।৶২	১৩৸১০॥
	তাং তথা ডিং ৵০ আনী ...	মেঃ উইলিয়ম হার্নি সাহেব	২৭৫৸৴০	০
	তাং তথা ডিং ৲১৩।-- ক্রান্ত ...	নন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৯১৸৶০	০
	তাং তথা ডিং ৲১৭৸১ দন্তী ...	নবীনচন্দ্র সাহা গং ...	১২২॥৴৪	০
	তাং তথা ডিং ৲১ গণ্ডা ...	রামলোচন সাহা ...	৬৸৶৪	০
	তাং তথা ডিং ৲১৲৩ দন্তী ...	প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৪॥৶৬	০
	তাং তথা ডিং ৲৮৸৫ দন্তী ...	পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬১।৩	০
	তাং তথা ডিং ৲২৲৮ দন্তী	শ্যামসুন্দরী দেব্যা	১৫।৴২	০
	তাং তথা ডিং ৲২৲৮ দন্তী	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫।৴২	০
			২২০৬।৶১১॥	৩০॥৯
৪৩৮৯	পং পাটপাসার তাং গোলাম হোসেন চৌধুরী অবশিষ্ট.	আমিরন্নেছা খাতুন গং	৫৬৬॥৶৬	৫১।৶১১
	মহাল তথা ডিং ।১৩॥৫ কাক ...	কাশীচন্দ্র রায় মেনেজার পক্ষে হাবিবন্নেছা গং	২৭২॥৶৪	৩৪৸১১
	মহাল তথা ডিং ৴১১৶১৫ কাক ...	মাহামুদন্নেছা খাতুন	৯০৸৶১॥=	০
			৯৩০৲	৮৬।১০

J. WYER, *Officiating Collector.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৪ জুন।]

নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা।	মহাল।	মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
১১২৩	৬২১	কাশীযোড়া ...	গড়পুরুষোত্তমপুর ওঃ চৈতন্যপুর।	ঠাকুরদাস পণ্ডা স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর পণ্ডা নাবালকের মহাফেজ, হৃদয়চাঁদ পণ্ডা স্বয়ং বেণীমাধব পণ্ডা নাবালকের ভ্রাতা ও মহাফেজ, ক্ষেত্রমোহন, রমানাথ ও জগন্নাথ জানা, গঙ্গানারায়ণ, বদনচন্দ্র ও দীননাথ ও গোপীনাথ মাইতি, দিগম্বর পণ্ডা ম্যানেজার তরফে অপূর্ব্বময়ী দেব্যা পত্নী পীতাম্বর মোহন পণ্ডা, শ্রীমতী নয়নতারা দেবী, মহেন্দ্রনাথ পণ্ডা।	৭৩৮৸৶৮	১৩৭৸৴১	
১১২৯	৬২৭	সাহাপুর থানা ডেবরা।	গোওয়ালাগেড়া ওঃ মানকুণ্ডা।	অক্ষয়নারায়ণ, অমৃতলাল, বসন্তলাল, প্যারীলাল ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	৫১৪৬৶১০	২৭৯৮৶১১	গোওয়ালাগেড়ায় ৫৭৴ বিঘা জমী ক্যানালের কার্য্যার্থে গ্রহণ হইয়াছে।
১১৭১	৬৫৩	বাটী টাকী থানা সবঙ্গ।	গুমাই ...	এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক— বনমালীচরণ বসু ... ... পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না— ১নং পৃঃ ইন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত। ৩২৭৷৴১ ২নং পৃঃ ব্রজদাস পাত্র ... ... ২৫৷৴৫ ৩নং পৃঃ বৈষ্ণবদাস পাত্র ... ... ৭৬৮৩ ৪নং কামদাচরণ পাল ... ... ১০২৷৶৬ মোট সদর জমা ...	১২২৮৶১১ ৫৩২৷৩ ৬৪৫৮৶২	৪১৷৴৩	বাটী টাকী মৌজায় ৩৮৩৷৷০ বিঘা জমী ক্যানালের কার্য্যার্থে গ্রহণ হইয়াছে।
১৬৮৪	৬৬২	খটনগর থানা নারায়ণগড়।	গমুয়া ...	এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক— রামচন্দ্র রায়. শ্রীমতী শ্রীমতী দেই শ্রীমতী খেলিমণি দাসী ক্ষেত্রমোহন জানা, আনন্দলাল ও দীননাথ খাটুয়া, গুরুপ্রসাদ জানা ও কীর্ত্তিবাস জানা. শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরী ও অলকসুন্দরী দাসী, ও নবনারায়ণ রায় প্রসন্নকুমার ভুঞা, তারাপ্রসাদ ও উদয়চাঁদ জানা, তারাচাঁদ ও রমাপতি মজুমদার, রামনাথ মজুমদার রাজকৃষ্ণ রায়শঙ্কর ও কীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রামদাস ও যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিনন্দরায় সাহু, ভোলানাথ সিংহ, নরসিংহচরণ দলুই, শ্রীমতী মল্লিকাদাসী মাতা রক্ষক মধুসূদন জানা নাবালক, শ্রীমতী আহ্লাদিনীনাম্নী মাতা রক্ষক ভূপতিচরণ জানা নাবালক বিদ্যাধর জানা রাধামোহন ও গোলোকমোহন দে নরনারায়ণ ঘোষ নীলকণ্ঠ মজুমদার কীর্ত্তিবাস জানা আনন্দ খাটুয়া গদাধর ও বিদ্যাধর জানা গদাধর ও বিদ্যাধর জানা	৫৩৫৫৪	৫০৸৴২	

				পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবে না— ১নং পৃঃ বীরনারায়ণ ও বিশ্বনাথ জানা ... ... ২২৮৵৫ ২নং পৃঃ নীলমোহন জানা ২৪৮৵১১	৫৭৮/৪		
				মোট সদর জমা ...	৫৮৩।/৮		
১১৯৬	৬৭৩	কিঃ ময়নাচোর থানা সবঙ্গ। ...	গড়ময়না ... মিরাশি বন্দোবস্ত মহাল।	গঙ্গানারায়ণ মাসান্ত	৭৭০/১	৩৫৮৮৵১	
১২২৫	১১১	পটাসপুর ...	গোকুলপুর ...	যোগেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র	২৩৫৩৪	১১০৭৯।।/	
১২৬৮	৬৯১	কাশীযোড়া থানা পাঁশকুড়া।	চির বন্দবস্ত মহাল হাড়িঝামা ...	পৃথক হিসাবের অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক— ১ নং পৃঃ মহেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ দে ...	মায় পুলীস ৮৩৪৶৫	৩৯০/২	হরিনামা মৌজার ১১/২৮ বিঘা ও সীতারামপুরে ৪।১।/ বিঘা জমী কানালের কার্য্যার্থে গ্রহণ হইয়াছে।
				একমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক না— ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মায় পুলীস ২৩০৩৶১১		
				মোট সদর জমা ...	৩১৩৭।৶৪		
১২৬৯	৬৯২	...	হরিনারায়ণ চক থানা পাঁশকুড়া।	কৃষ্ণকালী মজুমদার	২৪০০	১১২৫	
১২৮৫	৭০৮	সবঙ্গ থানা সবঙ্গ...	হারলাল ...	একমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক— কৈলাসচন্দ্র, ক্ষেত্রকুমার ও কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য, দ্বারিকানাথ ও অদ্বৈত চৌধুরী, শ্রীমত্যা মোহিনী দেব্যা মাতা ও রক্ষক গোপালচন্দ্র ও অবিনাশ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৈলাসচন্দ্র দে শ্রীমত্যা অহ্লাদিনী দাসী, বস্তীনারায়ণ দের পত্নী, নটবর দে, ও বীরনারায়ণ দে, মথুরামোহন, উমাপ্রসাদ, ও কীর্ত্তিরাম দে রামগোবিন্দ দে ও শ্রীমত্যা বরদাময়ী দেব্যা মাতা ও রক্ষক আশুতোষ ও হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালক রক্ষক ও জেঠাই সতীশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	৭৩৭।/৩	২৫৭৮৶৫	

১৪২০	৭৯৫	খড়্গপুর থানা সহর।	জকলা। ...	একমালি অংশ যাহা নিলাম হইবেক না— শ্রীমত্যা নারায়নী দাসী ৺মাড়েশ্বর নন্দীর বনিতা ...	৩৫৪৮৩		
				মোট সদর জমা ...	৫১৯/০		
				একমালি অংশ যাহা সরকারি রাজস্ব বাকী জন্য নিলাম হইবেক— দ্বারিকানাথ সামন্ত ও উমাচরণ মহাপাত্র	৪৬১।/৩	১৯৮।৯	
				পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবে না— ১ নং পৃঃ কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র ... ... ১৬৬।।৩ ২ নং পৃঃ প্রসন্নময়ী দাসী ... ... ২৭৪।৵৬	৫৩১/৯		
				মোট সদর জমা ...	৮৭৩।।৵০		
১৪২১	৭৯৬	তঃ জামনা ...	মঃ জামনা ...	অক্ষয়নারায়ন, অমৃতলাল, বসন্তকুমার, প্যারীলাল, প্রমথলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইচাঁদ দে।	১১৩৬।৵০	২৮১০/৫	জামনাদিগর মৌজায় অযোধ্যারাম দে ২০২২৲ পত্তনি রেজেষ্টরী করিয়াছে।
১৪৬৪	৮১০	কাশীজোড়া পাস-কুড়া।	কোদালা। ...	শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী মাতা মহাকেস উপেন্দ্রনাথ জানা ও নরেন্দ্রনাথ জানা নাবালগ।	১০৬১/৪	১০৯৲৯	
১৪৭০	৮১৬	পঃ ঐ ...	কলাগেছ্যা ...	একমালী অংশ সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক— চন্দ্রমোহন মিস্ত্রী	৭৮০৵১০	৩৬৩।১০	
				পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না— ১নং পৃঃ সারথী দেবী মৃত পীতাম্বর পণ্ডার পত্নী ... ১৪৩৶২ ২নং চন্দ্রমোহন মিস্ত্রী ২২৬৵	৩৬৯/৯		
				মোট সদর জমা ...	১১৪৯।৭		
১৪৯৯	৮২৪	কিঃ মেদিনীপুর থানা কেশবপুর।	কাঞ্চনতোলা। ঘোষপুর।	৪ঃ একমালী যাহা সরকারী বাকী জন্য নিলাম হইবেক— জন্মেজয় মল্লিক, রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্মেঞ্জয় মল্লিক ...	১৮৮৫৷৶৪	৮৮৩।৶৪	আন্দুলিয়াদিগর মৌজায় ৩০০ টাকার জমা সেখ গোলাম ও ঘোষপুর মৌজায় শ্রীরাম্পলমল ৪৫০ ও নিজ কাঞ্চনতোলা মৌজায় ৬৭৫৲ টাকা বিবিজুহুর প্রাত্তম সাধারন রেজেষ্টরী করিয়াছে।
				পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না— ১নং পৃঃ মহেন্দ্রলাল খাঁ ... ... ৯৪৩।৶১১ ২নং পৃঃ দীনবন্ধু নন্দী ... ... ৪৭১/৩ ৩নং পৃঃ দীনবন্ধু নন্দী স্বয়ং ও রক্ষক নবদ্বীপচাঁদ নন্দী ... ৪৭১/৩	১৮৮৫।/৫		
				মোট সদর জমা ...	৩৭৭০।।৶৯		

নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগনা।	মহাল।	মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	বৈফিয়ৎ।
১১৭৬	৮৯৩	এগরাচোর থানা এগরা।	কসবা	... একমালী অংশ যাহা সরকারী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক— চিন্তামণি কর মহাপাত্র, আনন্দ দেই ৺রুদ্রপ্রসাদ কর মহাপাত্রের পত্নী দুর্গাপ্রসাদ ও উপেন্দ্রনাথ পাহাড়ী, দুর্গাপ্রসাদ পাহাড়ী, অযোধ্যানাথ পাহাড়ী, রামপ্রসাদ বেরা, হরপ্রসাদ মাইতি, যশোদা দেই ৺কালীনাথ দাসের পত্নী কীর্ত্তিবাস দাস মুচিরাম দাস ও গোপীনাথ দাস রুদ্রপ্রসাদ দাস গৌরহরি ও গঙ্গাধর দাস রামচন্দ্র মাইতি, রাখালচন্দ্র ও শ্রীনাথচন্দ্র মাইতি, রামকুমার মহাপাত্র, প্রসন্নকুমার কর মহাপাত্র নাবালকগণের মাতা ও মহাফেজ শ্রীমত্যা লক্ষীপ্রিয়া দেব্যা, শিবপ্রসাদ ও দ্বারিকানাথ পাহাড়ী দ্বারিকানাথ, চৈতন্যচরণ ও অদ্বৈতচরণ দাস, রুদ্রাণী দেব্যা ৺নারায়ণপ্রসাদ কর মহাপাত্রের পত্নী, শ্রীমত্যা বিশেশ্বরী দেবী, গঙ্গানারায়ণ পাহাড়ী ও স্বরূপনারায়ণ পাহাড়ী। পৃথক হিসাব যাহা নীলাম হইবেক না— ১ নং পৃঃ শীতলপ্রসাদ কর মহাপাত্র ... ... ১০৭॥২ ২নং পৃঃ গঙ্গানারায়ণ কর মহাপাত্র, গজেন্দ্রনারায়ণ কর মহাপাত্র ৯৩৭ ৩ নং পৃঃ শিবনারায়ণ কর মহাপাত্র ... ... ৮১৷৶০ ৪ নং পৃঃ ভগবতী প্রসন্ন পাহাড়ী ... ... ৪৯/৬ ৫ নং পৃঃ সুধাময়ী দেব্যা, শ্রীমতী চন্দ্রামণি দেব্যা মাতা রক্ষক শ্রীনাথচন্দ্র পাহাড়ী। মোট সদর জমা ...	৪৭১৯৭/৫ ৩৮৫৮/২ ৮৫২॥৶৭	৪৮৶	ঐনাম মৌজায় ১৬॥২ বিঘা জমী ক্যানালের কার্য্যার্থে গ্রহণ হইয়াছে।
১৬১৫	৯১৮	খড়্গপুর থানা মেদিনীপুর।	কাকলা	... শ্রীধরচরণ নন্দী	১২২০॥০	৫২৫৷/১১	কাঁচডিহা মৌজায় ৪৫/-২॥ ক্যানালের কার্য্যার্থে গ্রহণ হইয়াছে।
১৬৯০	৮০০	চেতুয়া থানা দাসপুর।	কুঞ্জপুর	... একমালী ও পৃথক হিসাবের অংশ যাহা সরকারী রাজস্ব জন্য নীলাম হইবেক— সুরথনাথ মল্লিক, চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, একজীকিউটর ডাঃ ৺ জগতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একজীকিউটর ডাঃ সৌদামিনী দেব্যা, অক্ষয় নারায়ণ, অমৃতলাল দয়ালাল, প্যারীলাল, প্রমথলাল ও ক্ষেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ও শ্রীমতী নিস্তারিনী দেব্যা মাতা রক্ষক পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালকগণ।	মায় পুলীস ৮২৬০।/১১	২৮১৭৫২	

[Government Gazette, 24th June 1881.

				১ নং পৃঃ পান্নালাল শীল ... ... পৃথক হিসাব যাহা নীলাম হইবেক না— ২ নং পৃঃ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... মোট সদর জমা ...	মায় পুলিস ২৩৬৩।।১১ মায় পুলীস ১৯৯৩৸৯ ১২৮১৭৮৭	৮৭৫।।/৯	
১৭১১	৯৫৫	মথুরাপুর থানা সবং	খালকোলা ...	একমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নীলাম হইবেক— ক্ষেত্রমোহন পাল, ভারাচাঁদ প্রভৃতির ... ... পৃথক হিসাব যাহা নীলাম হইবেক না— ১ নং পৃঃ গোপীমণি দাসী ... ... মোট সদর জমা ...	৬১৩।৶৭ ১০৪।।/৯ ৮১৮।/৭	১৯০৸/২	
১৭২৬	৯৫৩	ডিঃ জামনা থানা ডেবরা।	খিড়িন্দা ..	শ্রীশরচ্চরণ নন্দী, শ্রীমতী আয়মতন নেসা বিবি, শ্রীমত্যা জানকী দাসী, মাতা ও রক্ষক ইন্দ্রনারায়ণ দাস, উত্তমচন্দ্র দাস, গজেন্দ্রনারায়ণ দাস নাবালকগণ, শ্রীমত্যা গৌরণ নেসা বিবি, সেখ কবিরুদ্দিন আহম্মদ স্বয়ং ও অলি মহাফেজ সেখ জমীর উদ্দিন।	৫৭৫৸১০	১৩৬ল৯	কীদিরপুর মৌজায় ২৭০-।।৶১০ টাকা উদয়চাঁদ প্রধান ও কিঃ গোহা-লদা ৯৭।।০ টাকা রামকান্ত পট্টনায়ক পত্তনি রেজিষ্টরী করিয়াছে।
১৭৫৩	৯৬১	অমরষী ...	ক্ষেত্রপাল ওঃ সেলমাবাদ।	শ্রীমত্যা অহল্যা দেই, মথুরামোহন ও রামলোচন মাইতি ও রূপনারাণ মাইতি, শম্ভুচন্দ্র দাস মণ্ডল, রাধাবিনোদ মাইতি, শ্রীমত্যা আনন্দময়ী দাসী, বিষ্ণুচরি মাইতি দ্বারিকানাথ মাইতি।	১৪৯১৸/৩	২৶০	
১৭৫৫	৯৬২	ঐ থানা ভগবানপুর।	ক্ষেত্রপাল ওঃ চকভগী।	একমলী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নীলাম হইবেক— হরসুন্দরী দাসী, জগন্নাথ মল্লিক, রামযাদব ভট্টাচার্য, গুরুপ্রসাদ জানা, বীরঞ্জন মহাপাত্র ম্যানেজারঃ রাধাচরণ মণ্ডল নাবালক। পৃথক হিসাব যাহা নীলাম হইবেক না— ১ নং পৃঃ মহেন্দ্রনাথ দাস স্বয়ং ও মহাফেজ চন্দ্রমোহন ও প্রসন্নকুমার দাস নাবালক। ... ২৮/৭ ২ নং পৃঃ রামকান্ত পট্টনায়ক ... ... ৫৩/৭ ৩ নং পৃঃ প্রাণকৃষ্ণ রায় ও রামকৃষ্ণ রায় ... ... ১২৩৸৶৩ ৪ নং পৃঃ উদয়চাঁদ প্রধান ও ক্ষেত্রমোহন খাটুয়া ... ৪১৶/২ মোট সদর জমা ...	মায় পুলীস ২৯০৭৶০ ২৪৬।৶৭ ৩১৫৩।।৶৭	১৮৭৸৶০	

ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগনা।	মহাল।	মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
১৭৭৮	৯৭০	কাশীযোড়া থানা পাঁশকুড়া।	খসরবন ...	অক্ষয়নারায়ণ, অমৃতলাল, রসময়লাল, প্যারীলাল, প্রমথলাল বন্দোপাধ্যায়	৫৭২২।৶৪	১৯২৯।৶৩	চাঁদপুর মৌজায় ৷৪৮ ও বরদাবাড়ে ৷২ ও কুকরখাড়া ৪৮১। ও খসরবনে ২১/৪। চাঁদপুর ৴৪। বিঘা জমী ক্যানেলের কার্য্যার্থে গ্রহণ হইয়াছে।
১৭৭৯	৯৭১	কাশীপুর থানা এগরা।	নেগুয়া ...	একমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নীলাম হইবেক— নীলকণ্ঠ মিশ্র, রঘুনাথ মিশ্র, ব্রজেশ্বরী দেই, স্বরূপলাল পাহাড়ী, অযোধ্যাম মাইতি, রাজীবলোচন ও রাধাগোবিন্দ পাহাড়ী। পৃথক হিসাব যাহা নীলাম হইবেক না— ১ নং পৃঃ উপেন্দ্রনাথ পাহাড়ী ... ... ১৪৭৩০/২ ২ নং পৃঃ রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ দাস ... ... ১২৬।৶১০ ৩ নং পৃঃ গঙ্গানারায়ণ পাহাড়ী ... ... ১৯৮৶৬ ৪ নং পৃঃ দাশরথী পাহাড়ী ... ... ১৯৮৶৬ ৫ নং পৃঃ অযোধ্যানাথ পাহাড়ী .. ... ১১১৶৬ মোট সদর জমা ...	৪৯২১।৶৬ ১১১২/৬ ২৬১৪৸০	১০৮৲১	সাতখণ্ড মৌজায় ১৮১।৶ বিঘা জমী ক্যানালের কার্য্যার্থে গ্রহণ হইয়াছে। উক্ত মহালের অন্তর্গত পাঁচ রোল মৌজায় ১৫৲ টাকার জমা রঘুনাথ দাস মহাপাত্রদিগর রেজিষ্টরী করিয়াছে।
১৭৮০	৯৭২	কাশীপুর থানা এগরা।	নেগুয়া ..	একমালী অংশ যাহা বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক— চৌঃ রামগোবিন্দ পাহাড়ী, চৌঃ কৃষ্ণগোবিন্দ দাস মহাপাত্র চৌঃ রাজীবলোচন পাহাড়ী, চৌঃ দাশরথি পাহাড়ী, শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেই, উপেন্দ্রনাথ পাহাড়ী, রামগোবিন্দ পাহাড়ী রাজীবলোচন, ও দাশরথী পাহাড়ী। পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না— ১ নং পৃঃ উপেন্দ্রনাথ পাহাড়ী ... ... মোট সদর জমা ...	৭৪০৮৭ ৭১৮৶১০ ৭২২১৶২	৬১৩৮	
১৭৮২	৯৭৩	ছুলকাপুর থানা সবঙ্গ।	মুটনীয়া ...	একমালী ও পৃথক হিসাব যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক একমালী প্রেমচাঁদ সামন্ত, বৈকুণ্ঠনাথ জানা রাধাগোবিন্দ পাণ্ডা, হরিপদ সামন্ত নাবালকের পক্ষে শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব। ২ নং পৃঃ অক্ষয়নারায়ণ দাস	৩২০৶৬ ১০৭।৶৪	২৩।৷৩ ৪০৷।৴৪	

[Government Gazette, 24th June 1884.]

				২২নং পুঃ শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী বনিতা অভয়চরণ বিশ্বাস	১১৯.৯		
				২৩ নং পুঃ বাবু আনন্দলাল রায় পেনরে মাহাফেজ বাবু মুরারি-লাল রায়।	২৬৮৷৫১		
				২৪ নং পুঃ শ্রীমতী হেমনমণি দাসী	৬৫৭৷৫১১		
				২৫ নং পুঃ উমাচরণ ঘোষ	২১/১০		
				২৬ নং পুঃ শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী	১৷১০		
				২৯ নং পুঃ পঞ্চানন, ও ভগবানচন্দ্র রায়, ও শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসী ও তারাধন ও কেশবলাল ঘোষ ও ঈশানচন্দ্র রায় ও রামচাঁদ রায় ও শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসী।	১১৫২		
				৩০ নং পুঃ সৈয়দ মহম্মদহুসেন	২৫৫৷৮৫		
				৩১ নং পুঃ শ্রীমতী হরসুন্দরী	২৯৲১০		
				৩২ নং পুঃ গঙ্গাগোবিন্দ বসু, শ্রীমতী কৈলাসকামিনী গঙ্গাগোবিন্দ বসুর পত্নী ও শ্রীমতী নিস্তারিণী রামকুমার বসুর বনিতা ও শ্রীমতী থাকসুন্দরী ভজগোবিন্দ বসুর বনিতা।	২৬১৶৩		
				৩৩ নং পুঃ রজনীনারায়ণ ও উদয়নারায়ণ গুই ..	১২৪৷/৯		
				৩৪ নং পুঃ রাজীবলোচন দাস	৫২৷৫		
				৩৫ নং পুঃ গোলোকচরণ প্রধান	১৬৩/৩		
				৩৬ নং পুঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯৮৷৷১০		
				৩৭ নং পুঃ উমাপ্রসাদ রায় মহাশয় স্বয় ও পিতা মহাফেজ রাধিকাপ্রসাদ ও নারায়ণপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় নাবালকগণ।	৩১৬৷১১		
				৩৮ নং পুঃ শ্রীমতী নবীনাদাসী দেব্যা	৩৩১৯৬	৬১৭৪ /৮	
				মোট সদর জমা ...		৯০৩২/১১	
২০১০	১১০০	সরফ ...	f. শিমুলিয়া ওঃ আগড়াগেড়া।	শ্রীমতী দুর্গামণি দাসী রঙ্গলাল ও শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী ও শ্রীধরচরণ দে ও শ্রীমতী শচী দাসী ও শ্রীমতী হরমোহিনী দাসী ও শিবচন্দ্র ও উমনচাঁদ দে ও বৈষ্ণব দাস পাঞ্জা ও শ্রীমতী অলকমণি দাসী মাতা রক্ষক নীলকণ্ঠ সেন নাবালক ও ব্রজদাস পাঞ্জা ও নিমাইচাঁদ দে।		৯৫৩৷৷৴৭	১৮৮৯/৩

২৩৪১	১২৮৫	খান্দার থ,না কাল্লাণগঞ্জ।	রথিকুলিগেড়া ...	একমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য বিলাম হইবেক—			
				স্বরূপনারায়ণ জানা ও গয়ারাম ভক্তা ও চন্দ্রমোহন বুক্ত ও গঙ্গাধর রাউত ও আমোদরন রাউত ও জয়গোপাল ঘোষ ও হেমচন্দ্র ঘোষ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী বরদাময়ী দাসী ও গোলোকনাথ দেয ও স্বরূপ জানা ও বল্লভরাম খাটুয়া ও রাধানাথ ও নীলমণি ও কৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী কৃপাময়ী দেব্যা মাতা রক্ষক করালীচরণ ও ত মুখোপাধ্যায় নাবালক।	৬৭৭৮৪	১২৭৮/৭	আতবা মৌজায় ২।০। বিঘা শ্রীমন্তপুরে ॥১ বিঘা রথিকুলগেড়া ৮৩৭ বিঘা হরিণপুর ৩।০ বিঘা অভিরা ।২।০ বিঘা জগেনায়,২॥০ বিঘা কেলেলের কার্য্যার্থে গ্রহণ হইয়াছে।
				পৃথক কি-ার যাহা বিলাম হইবেক না—			
				১ নং পৃঃ নবগোপাল ঘোষ ৩০৪৫/০			
				২ নং পৃঃ শিবগোপাল ঘোষ ৩০৫৮০			
				৩ নং পৃঃ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ও অঘোরচন্দ্র ঘোষ ... ৩০৪৮০			
				৪ নং পৃঃ দ্বারিকানাথ ঘোষ ৩১১০৬			
				৫ নং পৃঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ ... ... ১১৮॥/৩			
				৬ নং পৃঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ... ১৫৮। ১৩			
					১২৪৬॥/		
				মোট সদর জমা ...	২২২৪।৶৪		
২৪৪৪	১৩৬০	কাশীযোড়া থানা পাঁশকুড়া।	মাজুয়াপোতা ওরফে আমনাম।	শ্রীধরচরণনন্দী	১০৪০৭	৪৮৭।৶৬	
২৪৮৯	১৩৭২	সবঙ্গ সবঙ্গ ...	শ্যামগরা ...	একমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য বিলাম হইবেক—			
				শ্রীমতী অহল্যা দাসী মাতা মহাফিজ রাধাগোবিন্দ দে নাবালক ও শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসী ও রাজকৃষ্ণ মজুমদার ও রামশঙ্কর মজুমদার ও ক্ষীরোদানাথ মজুমদার ও তারাচাঁদ মজুমদার ও উমাপতি মজুমদার ও কর্ত্তিক প্রসঘোষ ও অঘোরচাঁদ সিংহ ও মাধবচন্দ্র সামন্ত ও শ্রীমতী সখিদাসী মাতা ও মহাফেজ ভাগবৎচন্দ্র সামন্ত নাবালক ও হরনারায়ণ দাস ওরফে দীনবন্ধু দাস ও শ্যামাসুন্দর দাস, ও নিমাইচাঁদ দে ও ভৈরবচন্দ্র মজুমদার ও আশুতোষ মজুমদার।	৬৬১।/	৩১০।৶৯	

এ নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগনা।	মহাল।	মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
২৬২৩	১১৬৮	ময়নাচোর ...	শ্রীবরপুর ...	এজমালি অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক—			
				দিগম্বর পণ্ডা পিতা ও ম্যানেজার শ্রীমতী অপূর্ব্বময়ী দেবা নাবালিকা ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেই মৃত নবকৃষ্ণ বেরার পত্নী ও প্রসন্নকুমার বেরা ও প্রিয়নাথ বেরা ও বনমালি বেরা ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেই ও শ্রীমতী করুণাময়ী বনিতা ফকিরচন্দ্র পাটনাএক ও মদনমোহন ও তারাপ্রসাদ ও রূপনারায়ণ মাইতি।	৩৯০৮২	২৯৸১১	
				পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবে না—			
				১ নং পৃঃ সেখ নসরৎউদ্দীন মহম্মদ ও আফজল উদ্দীন আহম্মদ ও আফতাপউদ্দীন আহম্মদ ও কৌশরউদ্দীন আহম্মদ ও মহম্মদ ইউশফ। ৮৸৵০			
				২ নং পৃঃ শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেই ও শ্রীমতী করুণাময়ী দেই বনিতা ফকিরচন্দ্র পাটনাএক। ৮৪৸১১			
				৩ নং পৃঃ মদনমোহন ও তারাপ্রসাদ ও রূপনারায়ণ মাইতী ... ৮১০৮৪			
				৪ নং পৃঃ মদনমোহন ও তারাপ্রসাদ ও রূপনারায়ণ মাইতি ... ৫২০/৫			
				৫ নং পৃঃ [illegible]শ্বর পরামানিক ৩৭৸৬৩			
				৬ নং পৃঃ রঘুনাথ দে [illegible]দার ৮৩৸১			
					৫৩২০/		
				মোট সদর জমা ...	৯২৯৮০/২		
২৭০১	১৪৮০	কাশীযোড়া প্রভৃতি কুড়া।	জোয়রি ওরফে বিরিঞ্চিবাড়।	এজমালি অংশ যাহা সরকারী বাকীর জন্য নিলাম হইবেক—			
				রামচরণ বন্দোপাধ্যায়	৫৯৩৭	২৭৭৶০	উক্ত মাহালের সামীল বিরিঞ্চিবাড় দিগরের ৬১১৭ টাকা ঠাকুরদাস মাইতি দিগর রেজেষ্টরী করিয়াছে।

				পৃথক হিসাবে যাহা নিলাম হইবেক না—			
				পৃঃ নিমাই পণ্ডা শ্রীশ্রী ৺ লক্ষ্মীজনার্দ্দন জীউর সেবাত ...	৩৩২৲		
				মোট সদর জমা ...	৯২৮৲		
২৭১৫	১৫২৪	কিঃ কাশীযোড়া থানা পাঁশকুড়া।	উত্তর পলসা ...	একমালি অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক—			
				শ্রীনাথচন্দ্র দাস	(মায় পুলীস ৭১২৸৶৬	৫২৬৷৶	পশ্চিম নেকেড়া মৌজায় ১।০৷৷৶০ জমী কেনেলের কার্য্যার্থে গ্রহণ হইয়াছে।
				পৃথক হিসাবে যাহা নিলাম হইবেক না—			
				১ নং পৃঃ শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লালমোহন পণ্ডা ... মায় পুলীস ১০৪২৴৮			
				২ নং পৃঃ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুরের সেবাত নীলমণি ও পীতাম্বর ও নন্দলাল পণ্ডা। মায় পুলীস ২২৪৲	১২৬৬৴৮		
				মোট সদর জমা ...	২০৩৯৴১		
২৭৬৬	১৫২৫	কিঃ কাশীযোড়া থানা পাঁশকুড়া।	উত্তর বেড় গ্রাম রকম ৷৷০ আনা	দেবেন্দ্রনাথ দাস	মায় পুলীস ৮৫৮৷৷৴৬	৩৭৩৸/৬	
২৯৪৬	১৬০২	চন্দ্রকোণা থানা চন্দ্রকোণা।	রামেশ্বরপুর ...	শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসী পত্নী ও এক্জিকিউটর পান্নালাল শীল ...	১১৫৯৮৷৵৬	৩৯৯৭৷৵৬	
পাট্টার নম্বর ৫৬	২৭	কলামপুর ...	(মিয়াদী মাহাল) জেতুয়াডাঙ্গা	স্বরূপচন্দ্র পাত্র	৬০০৲	২৮১৷০	
১২১৩	৫৬	কেওড়ামাল ও বিষ্ণুমাল।	গোড়াহার ...	দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র	৮১৪৲	৩৮৷৷৴০	মেয়াদ বাঙ্গালা সন ১৩০০ সাল তক।

MIDNAPORE COLLECTORATE,
The 14th June 1884.

R. H. WILSON,
Collector.

INSOLVENCY NOTICES.

Court for the Relief of Insolvent Debtors at Calcutta.

In the matter of ANDREW CHAMARETT, an Insolvent.

Notice is hereby given that Wednesday, the 2nd day of July next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 1st day of September 1883 until the 31st day of May 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of GOPAUL CHUNDER RAGE, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 29th October 1883 to 31st May 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

Official Assignee's Office,
Calcutta, 17th June 1884.

A. B. Miller,
Official Assignee
(13—1)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪৷৷০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮৷৷০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬৷৷০ টাকা;

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫৷৷০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০৷৷০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ৷৷০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিঙ্কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৸০ বার-আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

[*Government Gazette, 24th June* 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে ।

				টাকা ।	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	বৎসর	১৫৲	
ডাকমাসুল	...	...	„	২॥০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...	„	৪৲	
ডাকমাসুল	...	...	„	১৲	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য ...		...		।০	
ডাকমাসুল	...	...		৵০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...		...		৵০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর একং আনা।
ডাকমাসুল	...	...		৵০	

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না ।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং জোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

		Rs.
Full page, per issue	... ...	20
Half „	... ...	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

[*Government Gazette*, 24*th June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর দাঁড় ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের [illegible] আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্পলানেড ওয়েষ্ট টৌনহালের অভ্যন্তরস্থ বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট [illegible] ১৮৮৪। ২৪ জুন।

কলিকাতা [illegible] মুদ্রাযন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 522--